
سب رنگ کہانیاں

ভূমিকা

যে অনুপম রসমাধুর্য্য-পূর্ণ, সুপ্রাচীন ও সভ্য জগতের সর্ব্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত, আবালবৃদ্ধ-বনিতার উপভোগ্য সুবিপুল কথাগ্রন্থ আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যের আদিযুগে অনুবাদিত হইয়া, 'আরব্য-উপন্যাস' নামে বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডারে সুরক্ষিত হইয়াছিল ; তাহা বহুকাল হইতে বাঙ্গালী পাঠক-সমাজে সমাদৃত হইলেও, তাহার বহু ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা লক্ষ্য করিয়া, আমরা প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থের সুসম্পাদিত ও সুবিস্তীর্ণ ইংরেজী সংস্করণের অনুবাদে 'আরব্য-উপন্যাস' নামের পরিবর্ত্তে কি কারণে তাহাকে 'আরব্য-রজনীর প্রমোদ-রজনী' নামে অভিহিত করি, ইংরেজী-ভাষাবিৎ পাঠকগণের নিকট তাহার উল্লেখের প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। এই গ্রন্থের আদ্যোপান্ত যে সকল সুখপাঠ্য ও বিস্ময়াবহ বিচিত্র কাহিনীতে পূর্ণ, তাহা বঙ্গদেশে, বিশেষতঃ, বাঙ্গালী সমাজে এতই সুপরিচিত যে, 'আরব্য-উপন্যাস' বলিলেই পাঠকেরা অনায়াসে বুঝিতে পারেন—কোন্ গ্রন্থের এই নাম প্রদত্ত হইয়াছে ; কিন্তু আমাদের অনূদিত গ্রন্থ যে, কতকগুলি অসম্পূর্ণ, বিক্ষিপ্ত ও বিশৃঙ্খলভাবে বিন্যস্ত আখ্যায়িকার সমষ্টি—অসংখ্য ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ, বাজার-প্রচলিত মামুলী 'আরব্য-উপন্যাস' নহে, তাহার সহিত এই অনুবাদের যে যথেষ্ট পার্থক্য বর্ত্তমান—পাঠক সমাজকে তাহা বুঝাইবার জন্য ইহার নাম পরিবর্ত্তনের সার্থকতা থাকিলেও, এই পরিবর্ত্তনের আরও একটি অপরিহার্য্য কারণ ছিল।

অতীতের কোন্ স্মরণাতীত স্বর্ণযুগে নারীজাতির গৌরব-স্বরূপিণী, অপরূপ রূপলাবণ্যবতী, ললিত-কলাকৌশল-পারদর্শিনী, রসিকা-শিরোমণি উজীরনন্দিনী শাহারজাদী সুবিশাল পারস্য-সাম্রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী যুবতীগণকে তাহাদের তরুণ জীবনের অভিশাপস্বরূপ এক মহাভয় হইতে নিষ্কৃতি দানের জন্য,—নারীজাতির সতীধর্ম্মের শুচিতায় সন্দিহান, প্রতিনিশার অবসানে নব-পরিণীতা পত্নীর প্রাণ-সংহারে কৃতসঙ্কল্প বাদশাহকে এই মহাপাপ হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে,—স্বীয় মস্তকের উর্দ্ধে সুশাণিত খড়্গ

শাহারজাদীর আত্ম-নিবেদিত প্রেমের মহিমা

সূক্ষ্ম সূত্রে দোদুল্যমান দেখিয়াও, বিন্দুমাত্র ভীত বা বিচলিত না হইয়া, রাত্রির পর রাত্রি—সুদীর্ঘ একাধিকসহস্র রজনী প্রমোদনিশার অবসানে অসীম ধৈর্য্য সহকারে যে চিত্তরঞ্জিনী, সরস রসধারা প্রবাহিত করিয়াছিলেন, এবং পারস্যের মহাপরাক্রান্ত স্বেচ্ছাপরতন্ত্র সুলতান সাহান-সা শাহরিয়ার যাহার উদ্দাম কল্পনা-প্রবাহে লঘু তৃণখণ্ডের ন্যায়, নিশাশেষে কোন্ কল্পলোকে ভাসিয়া চলিয়াছিলেন, একাধিকসহস্র রজনীর শোক-দুঃখ-বিষাদ-বেদনাহারী, মৃত্যুঞ্জয়ী সুধাস্রোতে অভিষিঞ্চিত সেই প্রমোদ-লহরীর ক্ষীণতম প্রতিধ্বনিও কি 'আরব্য-উপন্যাস' নামটিতে পরিব্যক্ত হইয়া সাহিত্য-রসলিপ্সু নর-নারীর অপরিতৃপ্ত কামনা-বাসনা-বিহ্বল চঞ্চল চিত্ত স্পর্শ করিতে পারে?—তাহার কোনও সম্ভাবনা ছিল না বুঝিয়াই শ্রেষ্ঠতর আদর্শে বিরচিত এই বিপুল কথা-গ্রন্থকে যথাযোগ্য নামে অভিহিত করাই সঙ্গত মনে হইয়াছিল ; সুতরাং অনুবাদকের পক্ষে ইহা ধৃষ্টতার নিদর্শন মনে করিয়া কেহ অসন্তুষ্ট হইবেন না, এরূপ আশা করা যাইতে পারে।

এই বিখ্যাত কথা-গ্রন্থ কোন্ গুণে স্মরণাতীত যুগ হইতে রস-সাহিত্যের পাঠক-পাঠিকাগণের চিত্তবিনোদন করিতেছে, এবং এ দেশের সকল শ্রেণীর পাঠক—উচ্চ হইতে নিম্নতম স্তরের নরনারীগণ সুখশান্তিপূর্ণ বাল্যে—ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ, সংগ্রাম-ক্লান্ত কর্ম্মময় যৌবনে, এবং সুদীর্ঘ জীবনব্যাপী সুখ-দুঃখের স্মৃতি-বিজড়িত, অবসাদ-শিথিল, বৈচিত্র্য-বিরহিত, কর্ম্মহীন বার্দ্ধক্যের নিঃসঙ্গ অবসরে পুনঃ পুনঃ পাঠেও পাঠের আগ্রহ ত্যাগে কেন অসমর্থ ; গল্পের পর ইহার গল্পের লহরী, একটি আখ্যায়িকার বর্ণনাসূত্রে কাশীর কৌটার মত অন্যান্য কাহিনীর কৌশলময় অবতারণা, বিকাশ ও পরিণতি, কোন্ মাদকতা-শক্তিতে সকলকে মুগ্ধ করে, এবং আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কাহারও নিকট কেন যে তাহা পুরাতন হয় না—নূতন করিয়া তাহার পরিচয় দিতে যাওয়া, ক্ষুদ্র মৃৎ-প্রদীপের ম্লান আলোকের সাহায্যে সুধাধবল-কৌমুদী-সমুদ্ভাসিত শারদ-নিশায় পূর্ণচন্দ্রের বিকশিত শোভা প্রদর্শন-চেষ্টার ন্যায় হাস্যোদ্দীপক ; আমাদের হাস্যাস্পদ হইবার ইচ্ছা নাই।

রচনার যুগ

এই উপন্যাস-বর্ণিত একাধিকসহস্র রজনীর কাহিনীগুলি কত কাল পূর্ব্বে কোন্ সূত্রে ভারতে আসিয়া, ভারতের বিভিন্ন ভাষার মহামূল্য স্থায়ী সম্পদে পরিণত হইয়াছিল, তাহার কোনও নির্ভরযোগ্য ইতিহাস নাই। ইহার মূল গ্রন্থ কোন্ শতাব্দীতে বিরচিত হইয়া প্রাচ্য জগতে কথা-সাহিত্যের ইতিহাসে নব যুগের প্রবর্ত্তন করিয়াছিল, তাহা নির্দ্ধারণের স্পর্দ্ধায় কোন কোন ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত গভীর গবেষণাফলে এক একটা খৃষ্টাব্দের নাম নির্দ্দেশ করিলেও, তাঁহারা তাঁহাদের উক্তির অনুকূলে কোনও প্রামাণ্য যুক্তি বা নির্ভরযোগ্য নিদর্শন প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। মূল গ্রন্থের ভাষা-বৈচিত্র্য, ও গ্রন্থবর্ণিত আখ্যায়িকা-সমূহের নায়ক-নায়িকাগণের প্রাদেশিক ও সামাজিক আচার-ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য, রুচি ও প্রবৃত্তিগত বিশেষত্ব ভিন্ন, তাঁহারা গল্প-রচনার সময় নির্দ্ধারণের অকাট্য কোনও প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। কিন্তু যে চেষ্টার ফল কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করে, তাহা হইতে কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না ; তবে সেই সুযোগে অনেকে পাণ্ডিত্য প্রকাশের খ্যাতি অর্জ্জন করেন বটে। বস্তুতঃ, বিভিন্ন উপাখ্যান কল্পনা-কুশল সাহিত্যরসজ্ঞ অভিন্ন লেখক দ্বারা একই সময়ে রচিত কি না, এবং এই বিরাট সংগ্রহ একই ব্যক্তির জীবনব্যাপী পরিশ্রমের ফল কি না, এ বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ লক্ষিত হয়। কেহ কেহ অনুমান

আজ্ঞা দিবেন না, এইরূপে দেশের একটা মহা ভয় আমি নিবারণ করিব।" দিনারজাদী সন্তুষ্টচিত্তে ভগিনীর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

শাহারজাদীর মিলনের মধুযামিনী

সন্ধ্যাকালে উজীর শাহারজাদীকে সুলতানের প্রাসাদে লইয়া চলিলেন; সুলতানের প্রাসাদ-কক্ষ-দ্বারে উপস্থিত হইয়া কন্যাকে সুলতানের হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন। সুলতান শাহারজাদীকে নিকটে ডাকিয়া তাঁহাকে অবগুণ্ঠন মোচন করিতে বলিলেন। তাঁহার অতুল্য সুন্দর মুখ, কমনীয় কান্তি, বিকাশোন্মুখ যৌবনের লাবণ্যদীপ্তি দেখিয়া সুলতান বিমুগ্ধ হইলেন। কিন্তু শাহারজাদীর ইন্দীবরতুল্য নয়নে অশ্রু দর্শন করিয়া কিছু বিস্মিত হইলেন, সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "উজীরকন্যা, তুমি কাঁদিতেছ কেন? তোমার দুঃখ কি বল, সাধ্য হইলে আমি তাহা দূর করিব।"

শাহারজাদী বীণাবিনিন্দিতস্বরে বলিলেন, "জাঁহাপনা, আমার একটি কনিষ্ঠা ভগিনী আছে, তাহাকে আমি প্রাণের সহিত ভালবাসি, সেও আমাকে প্রাণতুল্য ভালবাসে। আমার বড় ইচ্ছা, আপনি তাহাকে আজিকার রাত্রিটা আমার সহিত এক কক্ষে বাস করিবার অনুমতি দান করেন। তাহা হইলে আমরা পুনর্ব্বার পরস্পরের সহিত কথাবার্ত্তা করিতে পারিব, তাহার নিকট শেষ-বিদায়ও লইতে পারিব। আমি তাহাকে যে কত ভালবাসি, তাহার নিদর্শন দেখাইবার জন্যই জাঁহাপনার এই অনুগ্রহ কামনা করিতেছি।" সুলতান শাহরিয়ার এ প্রার্থনা পূর্ণ করিতে সম্মত হইলেন, তখনই দিনারজাদীকে আনিবার জন্য লোক প্রেরিত হইল; দিনারজাদীও অবিলম্বে সুবেশে সুসজ্জিতা হইয়া প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। সুলতান মহামূল্য পালঙ্কে শাহারজাদীর সহিত পরম আনন্দপূর্ণ-মনে রাত্রি অতিবাহিত করিলেন, দিনারজাদী সেই পালঙ্কের পাদদেশে



ঘোমটা খোলা

৩

সংক্ষিপ্ত একখানি গালিচার উপর শয়ন করিলেন। দ্বিযামা রজনী অতিবাহিত হইলে দিনারজাদী শয্যা ত্যাগ করিলেন এবং শাহারজাদীর শিক্ষা অনুসারে বলিলেন, "দিদি, যদি তুমি না ঘুমাইয়া থাক, তবে যতক্ষণ প্রভাত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তোমার পরম আশ্চর্য্য গল্পের একটি বল, আর কখনও ত তোমার মুখে এ সকল মধুর গল্প শুনিতে পাইব না।"



শাহারজাদী দিনারজাদীকে কোন উত্তর না দিয়া, সুলতানকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "জাঁহাপনা, আমার ভগিনী যে অনুরোধ করিতেছে, তাহা রক্ষা করিতে কি আপনি অনুমতি দিবেন?" জাঁহাপনা বলিলেন, "এ অতি উত্তম কথা, যতক্ষণ প্রভাত না হয়, ততক্ষণ তুমি নিশ্চিন্তভাবে গল্প বলিতে পার।" শাহারজাদী তাঁহার ভগিনীকে বলিলেন, "ভগিনি, তবে শোন।"—অনন্তর তিনি সুলতানকে লক্ষ্য করিয়া গল্প আরম্ভ করিলেন।

অতি প্রাচীনকালে পারস্যদেশে বহু-দিগ্‌দেশজয়ী এক সুলতান ছিলেন, ভারতবর্ষ হইতে চীনদেশ পর্য্যন্ত তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তীর্ণ ছিল। তাঁহার শত্রুগণ তাঁহাকে যেমন ভয় করিত, তাঁহার প্রজাগণ তাঁহার অশেষ সদ্‌গুণের জন্য তাঁহাকে সেইরূপ ভক্তি করিত—ভালবাসিত। তাঁহার মহাপরাক্রান্ত বহুসংখ্যক সুশিক্ষিত সৈন্য ছিল, সেই জন্য কোন রাজাই তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিতে সাহসী হইতেন না।

এই সুলতানের দুই পুত্র; প্রথম পুত্রের নাম শাহরিয়ার, দ্বিতীয় পুত্র শাহজামান্। রূপে, গুণে, বলে, সাহসে উভয়েই পিতার উপযুক্ত সন্তান ছিলেন।

বাদশাহ অনেক দিন মহাগৌরবে রাজত্ব করিয়া নিয়তির অলঙ্ঘ্য-বিধানে পরলোকগমন করিলে, শাহরিয়ার প্রথম-যৌবনে পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। প্রজাগণ নব সুলতানের মনোরঞ্জনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। সুলতান শাহরিয়ার তাঁহার কিশোরবয়স্ক কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বহু রাজ্য ও রাজ-সম্মান প্রদান করিয়া, তাঁহাকে তাতারদেশের অধিপতিপদে নিযুক্ত করিলেন। শাহজামান এই নবরাজ্যে উপস্থিত হইয়া, রাজধানী সমরকন্দে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিলেন।

এই ঘটনার পর দশ বৎসরকাল আর উভয় ভ্রাতার সাক্ষাৎ হইল না। দশ বৎসর পরে সুলতান শাহরিয়ার ভ্রাতাকে দেখিবার জন্য উৎসুক হইলেন; তদনুসারে তিনি ভ্রাতাকে তাঁহার রাজধানীতে আহ্বানপূর্ব্বক এক দূত প্রেরণ করিলেন। প্রধান উজীরই এই দূত নিযুক্ত হইলেন। মহাসমারোহে উজীর সমরকন্দ রাজধানী যাত্রা করিলেন। শাহজামান তাঁহার আগমন-সংবাদে পরম পুলকিতচিত্তে উজীর ও ওমরাহবর্গে বেষ্টিত হইয়া, নগরপ্রান্তে উজীরশ্রেষ্ঠের অভ্যর্থনা করিলেন। অন্যান্য কথার পর দূত তাতাররাজ শাহজামানের নিকট সুলতানের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। শাহজামান তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদরের এই সদয় ব্যবহারে পুলকিত হইয়া, উজীরকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "হে উজীরশ্রেষ্ঠ! আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর সুলতান আমার প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা আর কি অধিক অনুগ্রহের আশা করিতে পারি? আমিও তাঁহার চরণ-দর্শনের জন্য একান্ত অধীর হইয়াছি, তাঁহার প্রতি আমার ভক্তির বিন্দুমাত্রও হ্রাস হয় নাই। আমার রাজ্যে অচলা শান্তি বিরাজিত, যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে আমার দশ দিনের সময় আবশ্যক। এই অল্প সময়ের জন্য আর আপনাকে কষ্ট করিয়া রাজধানীতে প্রবেশ করিতে হইবে না, শিবির-সংস্থাপন পূর্ব্বক নগরপ্রান্তেই এ কয় দিন বাস করুন। আপনার ও আপনার সঙ্গিগণের আতিথ্যের যাহাতে কোন ত্রুটি না হয়, আমি তাহার বন্দোবস্ত করিতেছি। শাহজামানের আদেশে উজীর ও তাঁহার সহচরগণের আতিথ্য-সংকারের আয়োজন হইলে, রাজা প্রাসাদে প্রস্থান করিলেন। প্রচুর খাদ্যদ্রব্য ও বহুমূল্য উপহারে উজীরের শিবির পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

উজীর-সম্বর্দ্ধনা

অন্তঃ-ধমরঙ্গ

অনন্তর শাহজামান সুলতানের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায়ে, পারস্য-যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতকালে রাজ্যশাসনের ভার সর্ব্বকার্য্যে পারদর্শী বিশ্বাসী অমাত্যের হস্তে প্রদত্ত হইল। দশ দিনের মধ্যে সকল বন্দোবস্ত শেষ হইলে, শাহজামান তাঁহার মহিষী ও অমাত্যগণের [illegible] বিদায়গ্রহণ করিয়া, একদিন সায়ংকালে বহুসংখ্যক অনুচরের সহিত রাজধানী সমরকন্দ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সুলতান-প্রেরিত দূতের শিবিরে উপস্থিত হইয়া, মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত তিনি নানা প্রসঙ্গে অতিবাহিত করিলেন, তাহার পর সহসা তাঁহার মনে পড়িল যে, একটি প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রাসাদে ফেলিয়া আসিয়াছেন, উহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তু। শাহজামান উহা আনয়ন করিবার জন্য তিনি স্বয়ং একাকী গমন করিলেন। মনে মনে ইচ্ছাও ছিল, রাজ্যত্যাগের পূর্ব্বে আর একবার তাঁহার প্রিয়তমা মহিষীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করেন। শাহজামান মহিষীকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন, সুতরাং তিনি গোপনে রাজধানীতে প্রবেশপূর্ব্বক রাজ্ঞীর মহলে উপস্থিত হইলেন। এদিকে রাণী স্থির করিয়াছিলেন, রাজা আর শীঘ্র রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিবেন না, সুতরাং তিনি রাজার একটি সামান্য ভৃত্যকে [illegible] বিলাসকক্ষে আনিয়া, তাহার সহিত আমোদ-প্রমোদে মত্ত হইয়াছিলেন। রাণী যে অসতীর শিরোমণি ছিলেন, শাহজামান কোনদিন ঘুণাক্ষরেও তাহা জানিতে পারেন নাই।

রাজা ভাবিলেন, তিনি হঠাৎ রাণীর নিকটে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে একেবারে আনন্দ ও বিস্ময়ে মগ্ন করিয়া ফেলিবেন। এই অভিপ্রায়ে তিনি গোপনে অতি ধীরে মহিষীর মহলে প্রবেশ করিলেন। সহসা দূর হইতে বাতায়নপথে তিনি মহিষীর কক্ষের অলোকে দেখিলেন, সেই কক্ষে রাণীর শয্যায় একটি পুরুষ-মূর্ত্তি! তাঁহার মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। রাণীর মহলে পরপুরুষ! চক্ষুকে তিনি বিশ্বাস করিতে পারিলেন না, অনেকক্ষণ নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া রাজা যখন বুঝিলেন, তাঁহার দৃষ্টির ভ্রম জন্মে নাই, সত্যই মহিষী একজন ন-গণ্য ভৃত্যের সহিত তাঁহার শয্যায় নিদ্রিত আছে, তখন শাহজামান ভাবিলেন, 'আমি প্রাসাদ পরিত্যাগ করিতে না করিতেই দুশ্চারিণী এই ভাবে আমার পবিত্র কুলে কালি দিল! পাপিষ্ঠাকে আমি ইহার প্রতিফল প্রদান করিব। আমি রাজা, রাজ্যে কেহ কোন কুকার্য্য করিলে, কুকার্য্যকারীকে দণ্ডিত করা রাজধর্ম্ম। আমি মহিষীর স্বামী, আমার প্রতি যখন মহিষী বিশ্বাসঘাতিনী হইয়াছে, তখন তাহার আর নিস্তার নাই!' শাহজামান ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া এক লম্ফে গৃহকক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং তীক্ষ্ণধার তরবারী কোষ হইতে উন্মুক্ত করিয়া মহিষী ও তাহার উপপতিকে এক আঘাতেই নিহত করিলেন। তাহাদের নিদ্রা চিরনিদ্রায় পরিণত হইল। তখন মর্ম্মাহত রাজা সেই দ্বিখণ্ডিত-দেহদ্বয় প্রাসাদ-প্রান্তস্থ উদ্যানে নিক্ষেপ করিয়া, স্বয়ং পূর্ব্ববৎ গোপনে রাজধানী পরিত্যাগ করিলেন। কাহারও নিকট কোনও কথা প্রকাশ করিলেন না।

অতঃপর শাহজামান মহাসমারোহে সমরকন্দে যাত্রা করিলেন। তাঁহার সহচরগণের আনন্দ ও উৎসাহের সীমা রহিল না; কিন্তু রাজা স্বয়ং ঘোরতর বিষণ্ণ, মর্ম্মপীড়ায় নিপীড়িত, রাজ্ঞীর অসতীত্বের কথা পুনঃ পুনঃ তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল; শোকে, দুঃখে মৌনভাবে তিনি সমস্ত পথ অতিবাহিত করিলেন। কেহই তাঁহাকে কোনরূপে প্রফুল্ল করিতে পারিল না।

নে

শাহজামান তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদরের রাজধানীতে উপস্থিত হইলে, সুলতান শাহরিয়ার প্রাসাদত্যাগ করিয়া, অমাত্যগণের সহিত ভ্রাতার অভ্যর্থনা করিতে আসিলেন। বহুদিন পরে উভয় ভ্রাতা পরস্পরের স্নেহালিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়া, উত্তপ্ত হৃদয় শীতল করিলেন; কিন্তু শাহজামানের মনের বেদনা দূর হইল না।

করেন, ভারতীয় উপকথার বৈচিত্র্যপূর্ণ গ্রন্থ পঞ্চতন্ত্র, এবং কথা-সরিৎসাগরের কোন কোন কাহিনীর ছায়া এই উপন্যাস-মালায় প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজিত আছে। কিন্তু কোন্ গ্রন্থ অগ্রে রচিত, তাহা নির্ণীত না হইলে, কে কাহার প্রভাবে ভাস্বর, তাহা নিরূপণ করিবার উপায় নাই। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশই গ্রহণযোগ্য। বুদ্ধিমান্ রসজ্ঞেরা আম্রবাগানে প্রবেশ করিয়া সুপক্ব সুমিষ্ট আম্রের রসাস্বাদনেই পরম তৃপ্তি লাভ করেন; আর পল্লবগ্রাহী হিসাব-নবিশের দল আমবাগানে কত গাছ আছে, প্রত্যেক বৃক্ষের শাখার সংখ্যা কত, এবং কোন্ শাখায় কত পত্র, তাহাই নির্ণয়ের জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করে। সেই সকল মূঢ় তার্কিক আম্রের রসাস্বাদনে বঞ্চিত থাকে। সাহিত্যরস-লিপ্সু পাঠক-পাঠিকাগণ আরব্য-রজনীর মাধুর্য্য উপভোগের জন্যই আগ্রহ প্রকাশ করেন; তাঁহাদের এই আগ্রহ পূর্ণ করাই এই সকল মনোহর আখ্যায়িকা রচনার উদ্দেশ্য, এবং ইহাতেই তাহার চরম সার্থকতা। তবে এ কথা সত্য যে, প্রাচীন যুগের প্রাচ্য মুসলমান সমাজের রীতি-নীতি, প্রথা, নর-নারীর মনোভাব ও তাহাদের চরিত্রগত বিশেষত্ব প্রভৃতি এই উপন্যাসে যে ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে, প্রতীচ্য সমাজে তাহার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। তাঁহারা এই প্রাচ্য দেশীয় ভাবের ভারবাহী ব্যাপারী মাত্র। রস-উপভোগেই তৃপ্তি

একাধিকসহস্র আরব্য-রজনীর ধারাবাহিক উপাখ্যানগুলি বহুদিন পূর্ব্বে য়ুরোপের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইলেও, প্রাচ্য জাতিসমূহ, বিভিন্ন আখ্যায়িকার বিশেষত্বগুলি যেরূপ নিজস্ব করিয়া লইতে পারিয়াছেন, কোনও পাশ্চাত্য জাতি তাহা সে ভাবে আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। উভয় মহাদেশের ধর্ম্ম, সামাজিক আচার-ব্যবহার, রুচি, চরিত্রের আদর্শ, কৃষ্টি এবং শিক্ষা-দীক্ষার প্রণালীভেদে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জাতি-সমূহের মধ্যে যে বিশাল ব্যবধান বর্ত্তমান, য়ুরোপের বিভিন্ন ভাষায় ইহা দক্ষতার সহিত অনুবাদিত হওয়ায়, অনুবাদে সেই স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ আছে, এবং প্রাচ্য জগতের ভাবধারার বিশিষ্টতা, সুদক্ষ অনুবাদকগণের শক্তিশালী লেখনীর ঐন্দ্রজালিক প্রভাবে এরূপ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, প্রত্যেক দৃশ্যপট যেন রহস্যকুহেলিকা-সমাচ্ছন্ন প্রাচীন আরবের বিশাল ধনভাণ্ডারের অতুল অর্থ-সম্পদ, বিপুল ঐশ্বর্য্য, ও অসীম বিলাসাড়ম্বর সহ, উপন্যাসলোক হইতে উড়িয়া আসিয়া, সেই স্বপ্নময় যুগের অগণ্য প্রলোভন এবং সুখ-দুঃখ, আশা, ভয়, মোহ ও ভ্রান্তি-বিজড়িত, লালসালুব্ধ, মদির-বিহ্বল নরনারীবর্গকে রসজ্ঞ পাঠকের কুহকাকীর্ণ কল্পনালোকে সজীব মনুষ্য-মূর্ত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। কিন্তু একাধিকসহস্র আরব্য-রজনীর মূল আখ্যায়িকাগুলি প্রাচ্য জগতের নিজস্ব সম্পদ বলিয়া ভারতীয় সমাজের সর্ব্বশ্রেণীর পাঠকের নিকট তাহা যে সমাদর লাভ করিয়াছে, প্রতীচীর জড়বাদী মানবমণ্ডলী সেরূপ সমাদর সহকারে সেগুলিকে সম্পূর্ণ নিজস্ব করিয়া লইতে পারিয়াছে কি না, এ বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। য়ুরোপে ইহা পরম যত্নে, বিপুল পরিশ্রমে, ও অগণ্য অর্থব্যয়ে প্রাচ্যভাষাবিৎ ও প্রাচ্য সমাজজীবনের সহিত পরিচিত সাহিত্যিকমণ্ডলী কর্ত্তৃক অনূদিত, ও সেকালের বৈশিষ্ট্যব্যঞ্জক চিত্রসম্পদে ভূষিত হইয়া প্রকাশিত হইলেও, তাঁহারা ইহা কৌতুকাগারে সুরক্ষিত অতীত যুগের লুপ্তাবশিষ্ট জীবজন্তুর আদর্শের ন্যায় সাদরে ও সযত্নে সংরক্ষিত হইবার যোগ্য বলিয়াই বিবেচনা করেন। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভারতীয় সমাজে ইহা সজীব সকাম নরনারীতে পরিণত হইয়া, যে আনন্দ দান করিতেছে, এ দেশের সাহিত্যরসপিপাসু বিশ্ব-সাহিত্যে অনুবাদ-গৌর

পাঠক-সমাজ তাহাদের জীবনে সুখ-দুঃখের প্রভাব, পাপ-পুণ্যের সূক্ষ্মগতি, ধর্ম্মাধর্ম্মের পরিণতি, এবং ভাগ্যচক্রের বিচিত্র আবর্ত্তন নিয়ন্ত্রিত হইতে দেখিয়া, যে সুখ, সন্তোষ ও তৃপ্তি উপভোগ করেন, তাহাই এই গ্রন্থরত্নকে সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদে পরিণত করিয়াছে; এবং সেই আনন্দধারায় অনুবাদের অসম্পূর্ণতা, ভাষা ও ভাবের দৈন্য, বৈশিষ্ট্যের সকল ত্রুটি ভাসিয়া গিয়াছে। য়ুরোপের বহু ভাষাতেই প্রাচ্য সাহিত্যের এই অমূল্য প্রাচীন সম্পদ, একাধিকসহস্র আরব্য-রজনীর অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। ইংরেজী ভাষায় ইহার যে সকল অনুবাদের সহিত এ দেশের পাঠক-সমাজের পরিচয় আছে, তাহাদের অধিকাংশ দুই এক খণ্ডেই সম্পূর্ণ; কিন্তু প্রাচ্যভাষাবিৎ সুপ্রসিদ্ধ রিচার্ড এফ, বার্টনের অনুবাদ কেবল সুবিস্তৃত ও সুসম্পাদিত নহে, তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াই আমাদের ধারণা। অনুবাদের সকল ত্রুটি সংশোধনের জন্য মিঃ বার্টন প্রকৃত সাধকের ন্যায় প্রাচ্য ভূখণ্ডের বিভিন্ন দেশে পরিভ্রমণ করিয়া, বহু অজ্ঞাতপূর্ব্ব তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন; এবং কঠোর শ্রমলব্ধ বিপুল অভিজ্ঞতা দ্বারা এই বহুবিচিত্রতথ্যপূর্ণ বিশাল গ্রন্থের শ্রীসম্পাদন করিয়াছিলেন। প্রাচ্যদেশীয় কোন কোন সুপণ্ডিত মৌলবীর গভীর গবেষণাপূর্ণ টীকার সহায়তায় তাঁহার সম্পাদিত গ্রন্থের 'ইজ্জৎ' বর্দ্ধিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থ অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। 'বার্টন ক্লাব' ইহার সহস্র খণ্ড মাত্র সদস্য গ্রাহকগণের নিকট বিক্রয়ের জন্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই জন্য এই বিরাট গ্রন্থ এরূপ দুর্ম্মূল্য যে, সহস্রাধিক মুদ্রা ব্যয়ে এই সুদুর্লভ গ্রন্থের সম্পূর্ণ সেট্‌ ক্রয় করা সাহিত্যানুরাগী ও বিদ্যোৎসাহী ধনাঢ্য ব্যক্তি ভিন্ন অপরের অসাধ্য। সুতরাং এ দেশের অনেক বৃহৎ গ্রন্থাগারেও তাহার অভাব লক্ষিত হয়। বঙ্গভাষায় কেহ তাহা অনুবাদেরও চেষ্টা করেন নাই।

মনস্তত্ত্বের দিক হইতে একাধিক-সহস্র রজনীর অত্যদ্ভুত ও অলৌকিক ঘটনাপূর্ণ আখ্যায়িকাগুলির প্রসঙ্গে অনেক কথাই বলা যাইতে পারে। ব্যক্তিগত রুচি অনুসারে কোন কোন তথ্যের আলোচনা অসঙ্গত না হইতেও পারে; কিন্তু ইহা আমার কত ভাল লাগিত, এবং প্রথম বয়সে আমার মন ইহার প্রতি কি ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল, ইত্যাদি ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ দ্বারা গ্রন্থের শ্রেষ্ঠত্ব সপ্রমাণের চেষ্টা অত্যন্ত হাস্যোদ্দীপক; অহমিকার বাহ্যাড়ম্বর নিষ্প্রয়োজন, এবং ঐরূপ আলোচনাও অপ্রাসঙ্গিক। ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ হইলেও, এ কথার উল্লেখ বোধ হয় শিষ্টাচারবিরুদ্ধ, অশোভন উক্তি নহে যে, আমরা প্রথম যৌবনের নবীন উৎসাহে এই বিশাল গ্রন্থের যথাসাধ্য সুললিত অনুবাদ সম্পূর্ণ করিলে বসুমতীর প্রতিষ্ঠাতা এবং সুলভ সৎ-সাহিত্য-প্রচার-যজ্ঞের হোতা, অক্লান্তকর্ম্মা কর্ম্মবীর স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তিন খণ্ডে তাহা প্রকাশ করেন।—সে কি একালের কথা? তাহার পর সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর অতীতপ্রায়! এই ত্রিশ বৎসরে বঙ্গসাহিত্যে ভাষার পরিবর্ত্তন, রুচির পরিবর্ত্তন, এমন কি, শিক্ষার গভীরতায় না হউক, সমাজের সকল স্তরে ইহার ব্যাপকতায়, ও তরুণ-তরুণীর অবাধে মিশামিশির ফলে বর্ত্তমান যুগের চিন্তাধারার কিরূপ বিপুল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, তাহা আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের, বিশেষতঃ, কথা-সাহিত্যের আলোচনা হইতেই সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। আমরা যে সময় পূজনীয় স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুপ্রেরণায় ও আগ্রহে ইংরেজী ভাষা হইতে আরব্য-রজনীর অনুবাদ করি, সেই সময় বটতলার 'আরব্য-উপন্যাস' এ দেশের জনসমাজে সমাদৃত হইলেও, আরব্য-রজনীর আরও দুই একখানি অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল;

তাহা আরব্য-রজনী-বিবৃত আখ্যায়িকা-সমূহের সাদাসিধা স্থূল অনুবাদ মাত্র। তাহা পাঠে পাঠকসমাজ আখ্যায়িকার সাধারণ পরিচয় পাইতেন, কিন্তু যে রস-সৃষ্টিই আরব্য-রজনীর বিশেষত্ব এবং যাহার উপর ইহার বিশিষ্টতা নির্ভর করে, সাধারণ-প্রচলিত আরব্য-উপন্যাসে কেহ তাহার পরিচয় পাইতেন, এরূপ ধারণা করা আমাদের অসাধ্যই হইত।

কাহারও কাহারও বিশ্বাস, ভাষাকে বানপ্রস্থাশ্রমে পাঠাইয়া, কথোপকথনের প্রাদেশিক ভাষার ব্যবহারেই আখ্যায়িকাগুলির সরসতা বর্দ্ধিত হইবে, এবং তাহা পাঠক-পাঠিকার কল্পনার উপর অধিকতর প্রভাব বিস্তার করিবে! কিন্তু সকলে এই ধারণার সমর্থন করিবেন, এরূপ আশা করা যায় না। রস-সৃষ্টির পক্ষে সাধু ভাষার উপযোগিতা কত অধিক, রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প 'মেঘ ও রৌদ্র' বা 'ক্ষুধিত পাষাণ' তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বঙ্গ-সাহিত্যের দুর্ভাগ্য যে, অত-বড় শক্তিশালী লেখক রবীন্দ্রনাথ, ভাষার উপর যাঁহার ঐন্দ্রজালিক প্রভাব বর্ত্তমান, তিনি এ কালে তাঁহার অতুলনীয় ভাষাকে অধিকতর মর্ম্মস্পর্শী এবং সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য করিবার অভিপ্রায়ে যে আদর্শ অবলম্বন করিয়াছেন, এ কালের তরুণ লেখকেরা তাহার অনুকরণ ও অনুসরণের ব্যর্থ চেষ্টায় যে সহজায়ত্ত, শ্রুতিকঠোর, দুঃসহ ন্যাকামীপরিপুষ্ট সঙ্কর ভাষার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে চিরপ্রচলিত এবং আমাদের চিরজীবনের কঠোর সাধনালব্ধ ভাষার মুণ্ডপাত করিয়া ছাড়িয়া দিতেছেন! আরও দুঃখের বিষয় অনেক বৃদ্ধতপস্বী শিং ভাঙ্গিয়া বাছুরের দলে মিশিয়া বাহাদুরী প্রকাশ করিতে লজ্জা বোধ করিতেছেন না! দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, তাঁহারা জননী বীণাপাণির করধৃত বীণা কাড়িয়া লইয়া, তাঁহার 'বীণাপুস্তক-রঞ্জিত হস্তে' গেঁটে বাঁশের এরূপ সুগুরু 'কোঁৎকা' গুঁজিয়া দিয়াছেন, যাহা গুণ্ডার দুর্দমনীয় দাণ্ডার মত জননীর শ্রীচরণাশ্রিত ভক্ত সন্তানগণের মাথা ফাটাইবার পক্ষে অত্যন্ত নিরেট। বস্তুতঃ, রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত বর্ত্তমান ভাষায় যদি তাঁহার 'ক্ষুধিত পাষাণ' রচিত হইত, তাহা হইলে তাঁহার ভাবাভিব্যক্তির অশেষ মুন্সীয়ানা সত্ত্বেও, সেই নীরস কঠিন পাষাণের প্রত্যেক স্তর বিশ্লেষণ করিয়া, কেহ মধুর রস আবিষ্কার করিতে পারিতেন কি না, তাহা তাঁহার অন্ধ-অনুকরণপ্রয়াসী নব্য লেখকের দল ভিন্ন অন্যের—বিশেষতঃ আমাদের মত জননীর প্রাচীন সেবকদের অনুধাবন করা অসাধ্য। আরব্য-রজনীর মূল গ্রন্থ হইতে ইংরেজী ভাষায় যে সকল অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা যদি সাধু ভাষার পরিবর্ত্তে সাধারণ ইংরেজ নরনারীর 'ককনী' ভাষায় অনুবাদিত হইত, তাহা হইলে অনুবাদের উদ্দেশ্য পণ্ড হইত, বর্ণনাগুলি শ্রীভ্রষ্ট হইত, এবং যে সকল স্থানে বিষয়ের উৎকর্ষে বা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে—বৈচিত্র্যে রসধারা প্রগাঢ় ও উপভোগ্য হইয়াছে, সেই সকল স্থানে দপ্তরীর ব্যবহৃত সুতীক্ষ্ণ 'কাতান' ভয়কাতর নিরীহ পাঠকগণের সম্মুখে ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিত; তাহাতে যে রসের সৃষ্টি হইত, তাহা কি বীভৎস রস নহে? বঙ্গভাষার অনুবাদকগণও স্ব স্ব জেলায় ব্যবহৃত ক্রিয়া পদের বিশেষত্ব পরিহার করিতে না পারিয়া, ঐ শ্রেণীর অনুবাদে কেহ লিখিবেন, 'গেলুম', কেহ লিখিবেন, 'গেলাম,' কেহ লিখিবেন, 'গেলেম,'—আরও পূর্ব্বাঞ্চলের লেখক লিখিবেন, 'গেনু'।—কলিকাতার 'গেলুম' যদি দক্ষিণাঞ্চলের অধিবাসীরা সুপ্রযুক্ত বলিয়া শিরোধার্য্য করেন, তাহা হইলে যে অঞ্চলে 'গেনু' ব্যবহৃত হয়, সেই অঞ্চলের পাঠকেরা 'গেলুম'কে অচল ও অপপ্রয়োগ মনে করিলে, দক্ষিণাঞ্চলের আভিজাত্য রুচির লেখকেরা কোন্ যুক্তিতে

ভাববিকাশে ভাষামাধুর্য্য

প্রেম-বৈচিত্র্যের ইন্দ্রধনু

'গেন্থ'কে তাঁহাদের রচনা হইতে নির্ব্বাসিত করিবেন? সাধু ভাষায় এই প্রকার মতভেদের ও বিরোধের অবকাশ নাই।

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে আমার অনূদিত আরব্য-রজনীর প্রথম সংস্করণ তিন খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল। অল্পদিনেই তাহার তিনটি সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ায়, তাহা যে বঙ্গীয় পাঠক-সমাজে সমাদৃত হইয়াছিল, ইহা সহজেই প্রতিপন্ন হয়; অথচ তখন আরব্য-উপন্যাসের অন্যান্য সংস্করণের অভাব ছিল না। তাহার পরও কেহ কেহ ইহার অন্য অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে প্রকাশিত আরব্যরজনীর তৃতীয় সংস্করণ নিঃশেষিত হইবার পর বহু দিন ইহা পুনঃ-প্রকাশিত না হওয়ায় বঙ্গীয় পাঠক-সমাজ ইহার অভাব অনুভব করিতেছিলেন। অনেকে অন্যান্য অনুবাদকের গ্রন্থ দ্বারা সেই অভাব আংশিকভাবে পূর্ণও করিয়াছেন। ইহাতে মনে হয়, ইহা দীর্ঘকাল অপ্রকাশিতভাবে ফেলিয়া না রাখিলে এত দিন বঙ্গের বহু সাহিত্যরসজ্ঞ শিক্ষিত পরিবারে ইহার সহস্র সহস্র খণ্ড সমাদরে গৃহীত ও পঠিত হইত, এবং আজ ইহাকে নূতন করিয়া পরিচিত করিবার জন্য ভূমিকায় এত কথা লিখিতে হইত না।

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরের সুযোগ্য স্বত্বাধিকারী দীর্ঘকাল পরে একাধিকসহস্র আরব্য রজনীর আখ্যায়িকা-গুলির চিত্রময় অভিনব সংস্করণ প্রকাশিত করিলেন। এই নূতন সংস্করণে পুস্তকের ভাষা প্রয়োজনানুযায়ী পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, এবং যে রসে মূল উপন্যাস অভিষিঞ্চিত, সেই রস পরিস্ফুট ও ভাবের অস্বচ্ছতার ত্রুটি যোগ্যতর লেখনীর সাহায্যে এবার সংশোধিত হইয়াছে; এই সংস্করণের উপন্যাস পূর্ব্বপ্রকাশিত গ্রন্থ অপেক্ষা পাঠক-সমাজে অধিকতর সমাদৃত হইবে, ইহা দুরাশা বলিয়া মনে হয় না। বিশেষতঃ, একালে পাঠক-পাঠিকার সংখ্যা অতীত যুগের সাহিত্যরসপিপাসু নর-নারী অপেক্ষা বহু পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে, এবং আশা করি, ইহা পাঠকপাঠিকাগণের মনোরঞ্জনে অধিকতর সমর্থ হইবে। অন্যান্য অনুবাদের সহিত তুলনায় ভাবাভিব্যক্তিতে এবং আখ্যানবস্তুর পরিপূর্ণতায় ইহা পাঠকসমাজকে নিরাশ করিবে না, এ ধারণা না থাকিলে সুযোগ্য প্রকাশক মহাশয় বহুব্যয়ে ইহার চিত্রাদির আমূল সংস্কারসাধন, বহুসংখ্যক সুরঞ্জিত চিত্রে ইহার শোভাবর্দ্ধন করিতেন কি না জানি না। তিনি এবার ইহার ছাপা কাগজ সম্বন্ধেও যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন, ইহার চিত্রসম্পদও অতুলনীয় করিবার চেষ্টায় অর্থব্যয়ে কার্পণ্য প্রকাশ করেন নাই। এই সংস্করণের আরও একটি বিশেষত্ব এই যে, প্রকাশক মহাশয় প্রত্যেক আখ্যায়িকার আদ্যোপান্ত যথাসম্ভব সতর্কতার সহিত বিশ্লেষণ করিয়া, তাহার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শাখার সংক্ষিপ্ত পরিচয় পার্শ্ববর্ত্তী টীকায় সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। ইহাতে সমগ্র আখ্যায়িকাটি, একবার চক্ষু বুলাইলেই, যেন নখদর্পণে পরিলক্ষিত হইতেছে। এই সংক্ষিপ্ত পরিচয়ে প্রত্যেক আখ্যায়িকায় পাঠক-পাঠিকাগণের চিত্ত অধিকতর আকৃষ্ট হইবে, এরূপ আশা করা যাইতে পারে।

একাধিকসহস্র আরব্য-রজনীর আখ্যায়িকাগুলির অতিরিক্ত যে বহু মনোরম আখ্যায়িকা বঙ্গ সাহিত্যে একাল পর্য্যন্ত অপ্রকাশিত আছে, তাহা বোধ হয়, এদেশের অধিকাংশ পাঠক-পাঠিকার অজ্ঞাত। বঙ্গসাহিত্যে আরব্য-রজনীর যে সকল অনুবাদ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে, সেই সকল গ্রন্থে এই অতিরিক্ত আখ্যায়িকাগুলির প্রসঙ্গমাত্রেরও উল্লেখ নাই; অথচ সেগুলি একাধিকসহস্র রজনীর মূল আখ্যায়িকাগুলির তুলনায় কোনও অংশে হীন নহে। সুতরাং তাহা বঙ্গভাষায় অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হইলে, তাহা পাঠে পাঠকসমাজ প্রচুর আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করিবেন, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। আমরা মূল

গ্রন্থের আখ্যায়িকা-সমূহের ধারাবাহিকতা সম্বন্ধে সতর্কতাবলম্বনের ত্রুটি করি নাই। ইহার পরবর্ত্তী অতিরিক্ত আখ্যায়িকাগুলিরও বঙ্গানুবাদ করিয়া ইহার সম্পূর্ণতাসাধন করিব, ইহাই আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা; এবং যদি বর্ত্তমান গ্রন্থ যথেষ্ট সমাদর লাভ করে, তাহা হইলে বিদ্যোৎসাহী প্রকাশক মহাশয় সেই অতিরিক্ত আখ্যায়িকাগুলি প্রকাশের ভার গ্রহণ করিবেন, এরূপ অভিপ্রায়ও প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু এই বহু শ্রম ও ব্যয়সাধ্য সুগুরু কার্য্যের ভার কেবল যে প্রকাশক মহাশয়েরই উৎসাহ ও আগ্রহের উপর নির্ভর করিতেছে, এরূপ আশা করিতে পারিতেছি না। সাহিত্যামোদী ও রসগ্রাহী বঙ্গীয় পাঠকসমাজ যদি বর্ত্তমান গ্রন্থ পাঠে আনন্দলাভ করিয়া, ইহার পরবর্ত্তী অতিরিক্ত আখ্যায়িকাগুলি পাঠের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন, তাহা হইলেই তাহা ভবিষ্যতে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করা সম্ভবপর, এবং প্রকাশক মহাশয়ের পক্ষে সুসাধ্য হইতে পারে। বস্তুতঃ, তাহা বঙ্গীয় পাঠকসমাজের অভিরুচি ও পাঠস্পৃহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। তাঁহাদের অনুকূল অভিমতই যে আমাদের ভবিষ্যৎ কার্য্যপদ্ধতির পথনির্দ্দেশ করিবে, এবং আমাদের চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রমের প্রধান অবলম্বন হইবে, এ কথার উল্লেখ বাহুল্যমাত্র। সাহিত্যসেবা আরম্ভ করিয়া প্রথম জীবনে যে গুরুভার গ্রহণ করিয়াছিলাম—নিষ্ঠাভরে যে ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলাম, জীবনোপান্তে উপস্থিত হইয়া, এই আলোক-প্রভাক্ষীণ নিঃসঙ্গ সন্ধ্যায়, একক জীবনের স্তব্ধতার মধ্যে যদি সেই দুরূহ ব্রতের উদ্‌যাপন করিতে পারি, তাহা হইলেই আমাদের আরব্ধ কার্য্য সাফল্যমণ্ডিত হইয়া সম্পূর্ণতা লাভ করিবে—এই কামনার সহিত আমাদের নিবেদন শেষ করিলাম।

সম্পূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশের আশা

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির;
কলিকাতা ১লা আষাঢ়, ১৩৪২ সাল।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়




গল্প সূচী
J. SINHA

গল্প-সূচী

গল্পসূচী

গল্প-সূচী

চিত্র সূচী

সুরঞ্জিত চিত্র

রেখা-চিত্র-সূচী





প্রণয় অভিযান

সুলতান কনিষ্ঠের জন্য ইন্দ্রভুবনতুল্য একটি প্রাসাদ নির্মাণ করাইয়াছিলেন, সেই প্রাসাদটি সুলতানের প্রাসাদের সন্নিকটে, এই উভয় প্রাসাদের মধ্যে উদ্যানের ভিতর দিয়া একটি গুপ্ত-পথ ছিল। শাহজামানের প্রাসাদ সুলতানের আদেশে মনোরমভাবে সজ্জিত হইয়াছিল।

সুলতানের নিকট হইতে বিদায় লইয়া, শাহজামান বিশ্রামের জন্য এই প্রাসাদে আসিলেন;—স্নান ও বস্ত্র-পরিবর্তনের পর আবার সুলতানের নিকট গমন করিলেন। সেখানে [illegible] কত দীর্ঘকাল পরে উভয়ে নিজ নিজ সুখদুঃখের গল্প করিতে লাগিলেন। উভয়ে একত্র পানভোজন করিলেন, তাহার পর আবার গল্প আরম্ভ হইল। রাত্রি অধিক হইলে, শাহজামান বিশ্রাম-কামনায় সুলতানের প্রাসাদ ত্যাগ করিলেন।

কিন্তু শাহজামানের অদৃষ্টে বিশ্রামসুখ ছিল না। দীর্ঘকাল পরে সহোদরের সহিত আলাপে শাহজামান তাঁহার দুর্ভাগ্যের কথা বিস্মৃত হইয়াছিলেন, সে সকল কথা পুনর্বার তাঁহার মনে উদয় হইল। একাকী শয়ন করিয়া, তিনি ঘোরতর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। স্ত্রীর ব্যভিচারের কথা মনে মনে যতই আন্দোলন করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার চিত্তক্ষোভ বাড়িয়া উঠিল।

রাত্রি গভীর হইল, কিন্তু চিন্তার বিরাম নাই, নিদ্রাও নাই। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তিনি শয্যায় পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিলেন। পরদিন তাঁহাকে দেখিয়া সুলতান ভাবিলেন, শাহজামানের মনে এমন কি কষ্ট যে, তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, মনে প্রফুল্লতা নাই, আমি তাঁহার প্রতি স্নেহ-যত্ন সমাদর প্রকাশে ত্রুটি করি নাই; সুতরাং আমার ব্যবহারে তিনি যে অসন্তুষ্ট হইয়া বিমর্ষ হইয়াছেন, তাহা বোধ হয় না। দেশ হইতে বহু দূরে আসিয়াই কি তাঁহার মনে দুঃখ হইয়াছে, প্রিয়তমা স্ত্রীর বিরহে কি এত কাতর হইয়াছেন? তাহাই যদি হয়, তবে শীঘ্র তাঁহাকে তাঁহার রাজধানী সমরকন্দে পাঠাইয়া দেওয়া উচিত। এই স্থির করিয়া, সুলতান তাঁহার রাজভাণ্ডার হইতে উৎকৃষ্ট দ্রব্য ও মূল্যবান্ হীরকরত্নাদি শাহজামানকে উপহার প্রদান করিলেন, কিন্তু তাহাতেও শাহজামানের মনে সুখের উদয় হওয়া দূরের কথা, তিনি প্রতিদিন অধিকতর বিমর্ষ হইতে লাগিলেন।

একদিন প্রভাতে শাহরিয়ার মৃগয়া করিতে যাইবেন, এই আদেশ-ঘোষণা করিলেন। সুলতান্ শাহরিয়ার মনে করিয়াছিলেন, সহোদরকে মৃগয়ায় লইয়া গেলে হয় ত তাঁহার মনের বিষণ্ণতা বিদূরিত হইতে পারে। নগর হইতে দুই দিনের পথ দূরে মৃগয়ায় যাওয়া স্থির হইল। কিন্তু শাহজামানকে সুলতানের সহিত মৃগয়ায় যাইবার জন্য অনুরোধ করায়, তিনি তাঁহার শরীর অসুস্থ বলিয়া প্রাসাদে থাকিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তিনি একাকী উপবন-প্রান্তবর্ত্তী প্রাসাদে শয়ন করিয়া রহিলেন। চতুর্দ্দিকে সুন্দর হৃদয়-বিমোহন দৃশ্য, পাখীর মিষ্ট গান, বায়ুর মধুর হিল্লোল; কিন্তু এ সকল তাঁহার ভাল লাগিল না, তিনি কেবল তাঁহার দুর্ভাগ্য ও মহিষীর বিশ্বাসঘাতকতার কথাই ভাবিতে লাগিলেন।

সুলতানার প্রণয়-অভিমান

শাহজামান একমনে চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় বাতায়ন-পথে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া একবারে স্তম্ভিত হইলেন;—দেখিলেন, সুলতানের প্রাসাদের একটি গুপ্তদ্বার আপনা হইতে খুলিয়া গেল, আর সুলতানের মনোমোহিনী, অপরূপা সুন্দরী মহিষী, কুড়িজন কিঙ্করীর সহিত মূল্যবান্ বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া, সেই প্রাসাদ-প্রান্তবর্ত্তী উপবনে প্রবেশ করিল। সুলতান-মহিষী ভাবিয়াছিল, শাহজামানও সুলতানের সঙ্গে মৃগয়ায় গিয়াছেন, সুতরাং মহিষী শাহজামানের শয়নকক্ষের নিকটে আসিতেও শঙ্কিত হইল না। শাহজামান সুলতান-মহিষীর কাণ্ড দেখিবার জন্য বাতায়নের নিকটে আসিয়া বাহিরের দিকে

চাহিয়া রহিলেন। তাঁহাকে কেহই দেখিতে পাইল না। মহিষীর সঙ্গিনী তাহাদের বস্ত্রাদি খুলিয়া ফেলিল। তখন শাহজামান সবিস্ময়ে দেখিলেন, সেই বিশজনের সকলেই নারী নহে, তাহাদের মধ্যে দশ জন দাস ও দশজন সুলতানের উপপত্নী। দশ জন উপপত্নী বা সহচরীর সহিত দশ জন শ্বেতকায় দাস সম্মিলিত হইল; মহিষীকেও বে-জোড় অবস্থায় থাকিতে হইল না, মহিষী করতালি ধ্বনি করিয়া আহ্বান করিল, "জীবনসখা, হৃদয়বল্লভ, মাসুদ!" তৎক্ষণাৎ একটা গাছ হইতে বিপুলকায়, কুৎসিতদর্শন ঘোর কৃষ্ণবর্ণ কাফ্রী তাহার ভাঁটার ন্যায় রক্তবর্ণ গোলাকার চক্ষুযুগল বিস্ফারিত করিয়া নামিয়া আসিয়া, সুলতানার সহিত আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ হইল।

সুলতানার উপবন-বিহার

এই সকল পুরুষ ও রমণী তখন যে বীভৎসকার্য্যে প্রবৃত্ত হইল, যে ভাবে তাহারা কাম-ক্রীড়ায় উন্মত্ত হইয়া উঠিল, তাহার বর্ণনা দ্বারা লেখনীকে কলুষিত করা আমাদের পক্ষে অসাধ্য। সুলতান-মহিষী এই কুৎসিতদর্শন দৃঢ়কায় কাফ্রী দাসের সহিত যেরূপ নির্লজ্জভাবে বিহার করিতে লাগিল, তাহা দেখিয়া শাহজামানের অন্তর ঘৃণায় শিহরিয়া উঠিল। এমন অপূর্ব্ব সুন্দরী, লোকমোহিনী তরুণী, শাহরিয়ারের ন্যায় প্রিয়দর্শন দেবকান্ত রূপ, ঐশ্বর্য্য, শক্তি ও খ্যাতির আধার স্বামীর অঙ্কলক্ষ্মী হইয়াও কি করিয়া এই বীভৎসদর্শন পুরুষের অঙ্কে আপনাকে স্বেচ্ছায় বিসর্জ্জন দিতে পারে, ইহা কল্পনা করাও দুঃসাধ্য! অন্যান্য নারীরা শ্বেতকায় দাসগণের সহিত ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিতেছিল। তাহা বরং তাহাদের রুচির সমর্থক; কিন্তু অপরূপ সুন্দরীর পক্ষে বীভৎস, কদাকার কাফ্রী পুরুষ!—শাহজামান বাতায়নের অন্তরালে সরিয়া দাঁড়াইলেন।

শাহজামান সুলতান-মহিষীর ব্যবহার প্রত্যক্ষ করিয়া বুঝিলেন, তাঁহার অগ্রজ সুলতানের জীবন তাঁহার অপেক্ষা আদৌ সুখের নহে। মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত এই সকল স্ত্রী-পুরুষ নানাবিধ উৎকট ও কুৎসিত আমোদ-প্রমোদে মত্ত রহিল। তাহার পর তাহারা নিকটস্থ পুষ্করিণীতে অবগাহন করিল, এবং স্ব স্ব পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া যে গুপ্তপথে তাহারা উদ্যানে প্রবেশ করিয়াছিল, সেই পথেই প্রাসাদে প্রত্যাগমন করিল। মহিষীর উপপতি মাসুদও প্রাচীরের উপর দিয়া বৃক্ষান্তরালপথে অদৃশ্য হইল।

সমস্ত ঘটনা স্বপ্নের মত চক্ষুর উপর ঘটিয়া গেল। শাহজামান মনে মনে বলিলেন, 'আমার দুর্ভাগ্যই যে সকল অপেক্ষা শোচনীয়, তাহা কেমন করিয়া বলিব? বোধ করি, ইহা সকল স্বামীরই অদৃষ্টে সমানভাবে বর্ত্তিয়া থাকে; কারণ, আমার বিশ্ববিজয়ী ভ্রাতা রাজরাজেশ্বর সুলতানও তাঁহার অসতী স্ত্রীর ব্যভিচার নিবারণ করিতে পারেন নাই, দেখিতেছি। তাহা হইলে আমি অনর্থক দুঃখ করিয়া মরি কেন? যাহা সকল স্বামীর অদৃষ্টে ঘটে, তাহা আমার অদৃষ্টেও ঘটিয়াছে। আমি আর দুঃখ করিব না, আক্ষেপকে আর মনে স্থান দিব না, মনের শান্তি নষ্ট করিব না।' এই সকল কথা চিন্তা করিয়া শাহজামান দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ করিলেন, মন প্রফুল্ল করিলেন; সুলতান-মহিষী ও তাঁহার সঙ্গি-সঙ্গিনীগণের আমোদ-প্রমোদ দেখিতে রাত্রি গভীর হইয়াছিল, গভীর রাত্রিতেই আহার করিতে হইল। কিন্তু আজ আর আহারে পূর্ব্ববৎ অরুচি রহিল না,

প্রসা- শুভ াগ

তিনি রুচির সহিত খাদ্যদ্রব্য আহার করিলেন, এমন কি সমরকন্দ ত্যাগ করিবার পর আর একদিনও তিনি উদর পূর্ণ করিয়া এ ভাবে আহার করেন নাই। তাঁহার আহারকালে যে গীতবাদ্য হইতেছিল, তাহাও তিনি সন্তুষ্টমনে উপভোগ করিলেন।

এই ঘটনার পর যথাকালে সুলতান মৃগয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে শাহজামান তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এবার তাঁহার মনে বিষণ্ণভাব ছিল না। দুঃখ-শোক অপগত, মুখ সদাই হাসিতেছিল, প্রাণের

আনন্দ মুখে ফুটিয়া উঠিতেছিল; সুলতান শাহরিয়ার প্রথমে তাঁহার সহোদরের এই পরিবর্তন লক্ষ্য করেন নাই, কিন্তু তাহা পরে লক্ষ্য করিয়া ভ্রাতাকে বলিলেন, "ভাই, পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ যে, আমি মৃগয়ায় যাওয়ার পর তোমার দুঃখ ও বিষাদ দূর হইয়া মুখে হাসি বাহির হইয়াছে। আমি ইহাতে বড়ই খুশী হইয়াছি, এখন তোমার কাছে আমার একটি অনুরোধ আছে, রাখিবে?"

"অবশ্য"—শাহাজামান বলিলেন, "অবশ্যই রাখিব, আপনার কোন অনুরোধ কি আমি অগ্রাহ্য করিতে পারি? আপনার যাহা ইচ্ছা বলিতে পারেন। আপনি কি আদেশ করিবেন, জানিবার জন্য আমি ব্যাকুল হইয়াছি।"

প্রাণের হাসি মুখে ফুটিল কেন?

সুলতান তাঁহার ভ্রাতার বিমর্ষভাব ও হঠাৎ প্রফুল্লতা-লাভের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "আমি তোমার দুঃখ-বিষাদের যে সকল কারণ স্থির করিয়াছিলাম, তাহার একটাও দেখিতেছি [illegible] আমার বিশেষ অনুরোধ, তুমি প্রকাশ করিয়া বল, প্রথমে তুমি বিষণ্ণ ছিলে কেন, [illegible] হঠাৎ স্ফূর্তিই বা কোথা হইতে আসিয়া জুটিল?"

শাহজামান সুলতানের প্রশ্নে কিয়ৎকাল চুপ করিয়া রহিলেন, অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া, অবশেষে তিনি বলিলেন, "আপনি আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর, আমার পূজনীয় ব্যক্তি; আপনি আমার মুখে আপনার প্রশ্নের উত্তর শুনিবার জন্য কৌতূহল প্রকাশ করিবেন না, আপনার কৌতূহল নিবারণ করি, আমার সে সামর্থ্য নাই।"

সুলতান এই কথা শুনিয়া আরও অধিক কৌতূহল প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "হাঁ, তোমাকে বলিতেই হইবে, আমার অনুরোধ তুমি অগ্রাহ্য করিতে পারিবে না।" তখন শাহজামান বলিলেন, "আমি আপনার আদেশের প্রথমাংশ পালন করিব, অর্থাৎ কেন আমি বিষণ্ণচিত্তে কালযাপন করিতেছিলাম, তাহার কারণ বিবৃত করিব; কিন্তু কেন আমার স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিল, মনের প্রফুল্লতা ফিরাইয়া পাইলাম, তাহার কারণ জানিবার জন্য অনুগ্রহপূর্ব্বক আমায় পীড়াপীড়ি করিবেন না।" শাহরিয়ার বলিলেন, "ভাল তোমার বিষণ্ণতার কারণই আমাকে খুলিয়া বল, শুনি।" "তবে শুনুন", বলিয়া সমরকন্দ হইতে যাত্রাকালে শাহজামান তাঁহার মহিষীর যে আচরণ লক্ষ্য করিয়াছিলেন, সুলতানের নিকট তাহা প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন, "ইহাই আমার ক্ষোভ ও বিষাদের কারণ; ইহা কি যথেষ্ট দুর্ভাগ্যের কথা নহে? অসীম ক্ষমতাপন্ন রাজার স্ত্রীও যদি বিশ্বাসঘাতিনী হয়, তবে আর কে স্ব স্ব পত্নীকে বিশ্বাস করিবে?"

সুলতানের নিকট গুপ্ত-রহস্য প্রকাশ

সুলতান বলিলেন, "ভাই, তোমার কথা শুনিয়া আমি একেবারে হতবুদ্ধি হইয়াছি। যাহা হউক, তুমি সেই পাপিষ্ঠা ও তাহার উপপতির প্রাণদণ্ড করিয়াছ, তাহা অতি উত্তম কার্য্যই হইয়াছে। এজন্য আমি তোমার প্রশংসা করি, আমি কিন্তু এ অবস্থায় পড়িলে এত সহজে ক্ষান্ত হইতাম না; আমি একটি রমণীর প্রাণবধ করিয়াই স্থির হইতাম না, আমি আমার ক্রোধশান্তি করিতে সহস্র রমণীর প্রাণবধ করিতাম। তোমার দুঃখের কথা শুনিয়া আমার বিস্ময় দূর হইয়াছে, তোমার আক্ষেপের যথেষ্ট কারণ আছে। বোধ হয়, এমন আর কাহারও অদৃষ্টে ঘটে না, তোমার বড় দুরদৃষ্ট। যাহা হউক, আল্লা তোমার মনে শান্তি দান করিয়াছেন, এজন্য আমি পরম সুখী হইয়াছি। কিরূপে তোমার ক্ষোভ ও দুঃখ দূর হইল, সহসা কি জন্য আবার প্রফুল্ল হইলে, এখন সেই কথা খুলিয়া বল, শুনিতে আমি বড়ই উৎসুক হইয়াছি।"

শাহজামান দেখিলেন, এবার সুলতানের কথার উত্তর দেওয়া আরও কঠিন, কিন্তু সুলতানের পুনঃ পুনঃ অনুরোধে তিনি আর সে কথা আর গোপন করিতে পারিলেন না। বলিলেন,—"আপনি যাহা বলিতে আদেশ করিতেছেন, তাহা আমাকে বলিতেই হইবে; কিন্তু সুলতান! আমি বেশ বুঝিতেছি যে, আমার কথা

শুনিয়া আপনি অন্তরে বড় বেদনা পাইবেন, আমার অপেক্ষাও আপনাকে অধিক ক্ষুব্ধ ও বিষণ্ণ হইতে হইবে। এ সকল কথা আমার অন্তরে লুকান থাকাই উচিত ছিল।"—সুলতান শাহরিয়ার বলিলেন, "ভাই, আর ক্ষণমাত্রও বিলম্ব করিও না, তোমার কথায় আমার কৌতূহল সহস্রগুণে বাড়িয়া গেল। তুমি সকল কথা এই দণ্ডে খুলিয়া বল।" তখন শাহজামান সুলতান-মহিষীর নৈশ-আমোদ-প্রমোদের কাহিনী আ... বর্ণনা করিলেন, তাহার পর বলিলেন,—"এই পৈশাচিক ব্যাপার দেখিয়া আমার বিশ্বাস হইয়াছে, সকল স্ত্রীলোকই এই প্রকৃতির; কেহই কামপ্রবৃত্তি দমন করিতে পারে না। সংসারের গতিই যখন এইরূপ, তখন অসতী স্ত্রীর ব্যবহারে কোন স্বামীরই অসুখী হওয়া উচিত নহে, আমি এই প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াছি। আর এই জন্যই আমি মনের কষ্ট ও অসুখ ত্যাগ করিতে পারিয়াছি। যদিও মন সংযত করিবার জন্য আমাকে বিশেষ চেষ্টা করিতে হইয়াছে, কিন্তু সুলতান দেখিতেছেন, আমার সে চেষ্টা সফল হইয়াছে। এ বিষয়ে যদি আপনি আমার সহিত একমত হন, তাহা হইলে আপনিও আমার ন্যায় সকল ক্ষোভ পরিত্যাগ করুন।"

সুলতানা ব্যভিচারিণী? সম্ভব!

কিন্তু সুলতান সহোদরের এ পরামর্শে মন স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি ক্রোধে গর্জন করিয়া ভ্রাতাকে বলিলেন, "কি বলিলে? পারস্য-সুলতানের মহিষী ব্যভিচারিণী, পরপুরুষে আসক্তা! না, আমি কখন ইহা বিশ্বাস করিব না। হাঁ, তবে যদি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিতে পারি, তাহা হইলে বিশ্বাস করা যাইতে পারে। আমি এ কথা বলি না যে, তুমি আমার সঙ্গে প্রতারণা করিতেছ, কিন্তু আমি তোমার কাছে এ বিষয়ের প্রত্যক্ষ প্রমাণ চাই।"

শাহজামান বলিলেন, "যদি প্রত্যক্ষ প্রমাণ চান, তবে তাহা প্রমাণ করা বড় কঠিন কার্য্য হইবে না। আপনি পুনর্ব্বার মৃগয়াযাত্রার কথা ঘোষণা করুন, আমরা দলবলে নগরত্যাগ করিব, কিন্তু পরে আবার গোপনে প্রাসাদে ফিরিয়া আসিব, তাহা হইলে আমার বিশ্বাস, রাত্রে আমি আপনাকে সে নৈশ-বিহার প্রত্যক্ষ দেখাইতে পারিব।"

সুলতান ভ্রাতার প্রস্তাব সঙ্গত জ্ঞান করিয়া, মৃগয়া যাত্রার আদেশ প্রচার করিলেন। নগরের সর্ব্বত্র তাঁহাদের মৃগয়া যাত্রার কথা বিঘোষিত হইল। সুলতান ও তাঁহার ভ্রাতা মহাসমারোহে যথাকালে মৃগয়ায় যাত্রা করিলেন, শিবিরসংস্থাপন করিয়া তাঁহারা সেখানে রাত্রি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলেন, তাহার পর সুলতান প্রধান উজীরকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমি এখনই স্থানান্তরে যাইব, তুমি শিবিরে আমার প্রতিনিধিত্ব করিবে, কাহাকেও আমার অনুপস্থিতির কথা জানাইবে না।"

অনন্তর সুলতান ও তাঁহার ভ্রাতা অশ্বে আরোহণ করিয়া, অন্যের অদৃশ্য থাকিয়া গোপনে রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন এবং শাহজামানের প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। শাহজামান যেখানে দাঁড়াইয়া সুলতান-মহিষীর বীভৎস আচরণ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাঁহারা অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া সেই বাতায়নের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

...নের
...দ-
...র্শন

তাহার পর পূর্ব্বে যেমন হইয়াছিল, সেইদিনও তাহাই হইল। দশ জন কিঙ্করী ও দশ জন ক্রীতদাস নগ্নদেহে কামক্রীড়ায় মত্ত হইল, মহিষীর উপপতি সেই কৃষ্ণবর্ণ কাফ্রীটাও গুপ্তস্থান হইতে মহিষীর আহ্বানে বাহির হইয়া আসিয়া, নগ্নদেহে মহানন্দে মহিষীর সহিত বীভৎস ক্রীড়ায় যোগদান করিল। সুলতান যে পত্নীকে পরম বিশ্বাসবতী বলিয়া জানিতেন, যে তরুণীর প্রেমে তিনি সম্মোহিত ছিলেন, যাহার সুখশান্তি বিধানের জন্য তিনি সকল সময়েই উৎকণ্ঠিত থাকিতেন, তাঁহার সেই প্রিয়তমা, লোক-ললামভূতা সুন্দরীকুল-গৌরবিনী মহিষী, তাঁহারই এক জন ক্রীতদাস—অসভ্য, বর্ব্বর, কৃষ্ণকায়, কুৎসিতদর্শন অধম কাফ্রীর

সহিত কামোন্মত্তা হইয়া ইন্দ্রিয়লালসা চরিতার্থ করিতেছে! শাহরিয়ার বিস্ময়-বিমূঢ়ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সেখানে দাঁড়াইয়া সকলই দেখিলেন।

মহিষী ও তাঁহার সহচরীগণের আমোদ-প্রমোদ শেষ হইলে সকলে স্ব স্ব স্থানে, স্নানান্তে বেশভূষা পরিধান করিয়া চলিয়া গেল। সুলতান রাগে, ঘৃণায়, অপমানে আগুনের মত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "কি লজ্জা! —কি ঘৃণা! আমি অর্দ্ধপৃথিবীর অধীশ্বর, আমার স্ত্রীর এই ব্যবহার! একটা কাফ্রীর পিরীতে সে এভাবে হাবুডুবু খাইতেছে!! আমার পত্নী যখন এরূপ কার্য্য করিতে পারিল, তখন আর কোন্ পুরুষ আপনাকে সুখী মনে করিবে?" অনন্তর সুলতান তাঁহার ভ্রাতাকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া বলিলেন,—"ভাই! চল আমরা এ সংসার ত্যাগ করি, সতীত্ব পৃথিবীতে নাই, আমরা এ রাজ্য হইতে অন্য কোন রাজার রাজ্যে চলিয়া যাই, সেখানে অজ্ঞাতবাস করিব; এ অপমান ও লজ্জা গোপন করিবার চেষ্টা করিব।" শাহজামান সুলতানের এই প্রস্তাব সঙ্গত জ্ঞান করিলেন না, কিন্তু তাঁহার ভ্রাতার মনের শোচনীয় অবস্থার কথা চিন্তা করিয়া প্রতিবাদও করিতে পারিলেন না; সুতরাং বলিলেন, "সুলতান! আপনি যাহা বলিবেন, আমাকে তাহাই পালন করিতে হইবে, আমার ইচ্ছার কোন কাজ হইবে না। আপনার ইচ্ছানুসারেই আমি চলিব, কিন্তু একটি বিষয়ে আপনাকে অঙ্গীকার করিতে হইবে, কোথাও যদি আমরা আমাদিগের অপেক্ষাও অধিক হতভাগ্য দেখিতে পাই, তাহা হইলে আবার আমরা রাজ্যে প্রত্যাগমন করিব।"

সুলতান বলিলেন, "আচ্ছা, আমি তাহাই অঙ্গীকার করিলাম, কিন্তু আমাদের অপেক্ষা অধিকতর হতভাগ্যের সহিত যে কোথাও আমাদের সাক্ষাৎ হইবে, এরূপ আমার অনুমান হয় না।"—শাহজামান বলিলেন,—"এ বিষয়ে আপনার সহিত আমার মতভেদ আছে। আমার বিশ্বাস, আমাদের অধিক দূর যাইতে হইবে না।" এইরূপ আলোচনার পর উভয় ভ্রাতা গোপনে রাজধানী ত্যাগ করিলেন এবং যতক্ষণ দিবাবসান না হইল, ততক্ষণ চলিতে লাগিলেন। সূর্য্যাস্তের পর চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার হইলে উভয় ভ্রাতা একটি বৃক্ষতলে রাত্রিযাপন করিলেন; প্রভাত হইলে আবার যাত্রা আরম্ভ করিলেন। এইভাবে চলিতে চলিতে অবশেষে তাঁহারা সমুদ্রতীরে একটি প্রান্তরে উপস্থিত হইলেন। সুবিস্তীর্ণ সুন্দর প্রান্তর, কিছুদূরে অতি বৃহৎ অরণ্য। এই অরণ্যের একটি বৃক্ষতলে উপবেশনপূর্ব্বক উভয়ে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন, কিন্তু তখনও তাঁহাদের স্ব স্ব স্ত্রীর সতীত্ব-সম্বন্ধে আলোচনা বন্ধ রহিল না।

উভয়ে বসিয়া আলাপ করিতেছেন, এমন সময় সমুদ্রের দিকে তাঁহারা অতি ভয়ানক শব্দ শুনিতে পাইলেন, তাহার পরই অতি করুণ-রোদনধ্বনি তাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ করিল। সেই শব্দে আকাশ পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। অবশেষে সমুদ্রবক্ষ বিদীর্ণ করিয়া একটি স্তম্ভ উঠিল, সেই স্তম্ভের অগ্রভাগ যেন আকাশ স্পর্শ করিল! এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া সুলতান ও তাঁহার ভ্রাতা মহাভীত হইলেন, তাঁহারা যে বৃক্ষমূলে বসিয়াছিলেন, তাহার শাখায় আরোহণ পূর্ব্বক ব্যাপার কি, তাহাই দেখিতে লাগিলেন। তাঁহারা লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, সেই কৃষ্ণবর্ণ স্তম্ভটা সজীব পদার্থের ন্যায় ধীরে ধীরে তাঁহাদের অভিমুখেই অগ্রসর হইতেছে! ব্যাপার কি, প্রথমে তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন না, কিন্তু শীঘ্রই তাঁহাদের বিস্ময় দূর হইল।

তাঁহারা দেখিলেন, এই কৃষ্ণবর্ণ বিরাট স্তম্ভটা আর কিছুই নহে, একটা দীর্ঘাকৃতি দৈত্যমাত্র। তাহার বর্ণ যেমন কৃষ্ণ, আকারও সেইরূপ ভীষণ। তাহার মস্তকে একটি কাচের সিন্দুক, তাহা সাতটা বড় পিতলের তালা দিয়া বন্ধ করা। দৈত্যটা সেই প্রান্তরে আসিল, এবং তাঁহারা যে বৃক্ষের শাখায়

আত্মবিক্ষোভে দেশত্যাগ

বন্দিনী প্রেয়সী-সহ দৈত্যের আবির্ভাব

বসিয়াছিলেন, সেই গাছের নীচে আসিয়াই সিন্দুক নামাইল। শাহরিয়ার ও শাহজামান বুঝিলেন, দৈত্যের হস্তে পড়িয়া অবিলম্বেই প্রাণ হারাইতে হইবে, আর রক্ষা নাই!

দৈত্যটা সেই বৃক্ষতলে বসিয়া তাহার কোমর হইতে চাবী বাহির করিয়া সিন্দুক খুলিলে একটি পরম-সুন্দরী লাবণ্যবতী যুবতী সুসজ্জিতবেশে সেই সিন্দুকের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল। এই তরুণীর দেহে যৌবন-লাবণ্য তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার কটিদেশ ক্ষীণ, মুখ মণ্ডল অপূর্ব্ব মাধুর্য্যে মণ্ডিত। দেহের বর্ণ পরিপূর্ণ শশাঙ্ককেও লজ্জা দেয়। এই তন্বী যুবতীর দেহকান্তি সমুদ্রতটকে যেন উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল। দৈত্য সেই সুন্দরীকে তাহার পাশে বসাইয়া তাহার প্রতি লুব্ধ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "সুন্দরি! তুমি বড় রূপসী, আমি তোমাকে তোমার বিবাহসভা হইতে হরণ করিয়া আনিয়াছি, তাহার পর সর্ব্বদাই তোমাকে কাছে রাখিয়াছি। তোমার প্রেম-রসের ফেনপুষ্পিত যৌবন-তরঙ্গে আমি ছাড়া কেহ বিহার করিতে পারে নাই। প্রিয়তমে, আমি বড় পরিশ্রান্ত হইয়াছি, এখন কিছুকাল ঘুমাইব, ঘুমে আমার চোখ ভাঙ্গিয়া আসিতেছে, তুমি আমার কাছে কিছুকাল বসিয়া থাক।" দৈত্য, সুন্দরীর কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল, তাহার দীর্ঘ পদদ্বয় সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হইল। অল্পকালের মধ্যেই দৈত্যের নাসাগর্জ্জন আরম্ভ হইল, সেই শব্দে সমুদ্রতীর প্রকম্পিত হইতে লাগিল।



এদিকে সুন্দরী সহসা গাছের দিকে চাহিতেই শাহরিয়ার ও শাহজামানকে দেখিতে পাইল। সে তাঁহাদিগকে নামিয়া আসিবার জন্য ইঙ্গিত করিল। সুলতান ও তাঁহার ভ্রাতা দেখিলেন, আর রক্ষা নাই, দৈত্যের হাতে পড়িয়া প্রাণ হারাইতে হইবে, সুতরাং তাঁহাদের ভয় শতগুণ বাড়িয়া উঠিল। তাঁহারা সানুনয়ে ইঙ্গিতে জানাইলেন যে, তাঁহারা যেখানে আছেন, সেখানেই থাকিবেন, বৃক্ষ হইতে

নামিবার ইচ্ছা নাই, এবং সে জন্য যেন আর অনুরোধ করা না হয়। যুবতী তাহাতে সম্মত না হইয়া দৈত্যের মস্তক ধীরে ধীরে তাহার উৎসঙ্গ হইতে মাটীর উপর নামাইয়া রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং মৃদু, সুমধুর স্বরে বলিল, "নামো, আমি বলিতেছি নামো; যদি না নামো, আমি এই দৈত্যকে এখনই জাগাইব, সে উঠিয়াই তোমাদের প্রাণবধ করিবে।"

প্রণয়-নিবে-দনের অনুনয়

সুন্দরী পুনঃ পুনঃ তাঁহাদিগকে নামিবার জন্য ইঙ্গিত করিতে লাগিল। সুলতান ও তাঁহার ভ্রাতা আর আপত্তি করিতে সাহস করিলেন না। অতি সাবধানে তাঁহারা নীচে নামিলেন। সুন্দরী তাঁহাদিগের নিকটে আসিয়া হাত ধরিল এবং অবিলম্বে তাহার ইন্দ্রিয়লালসা-পরিতৃপ্তির আগ্রহ জানাইল। তাঁহারা প্রথমে এই গর্হিত প্রস্তাবে অসম্মত হইলেন, কিন্তু সুন্দরী বলিল, "আমার কামপিপাসা নিবারণ না করিলে আমি তোমাদিগকে ছাড়িব না, এখনই দৈত্যকে জাগাইয়া তোমরা আমাকে কুৎসিত ইঙ্গিত করিয়াছ বলিয়া তোমাদিগকে ইহার হস্তে সমর্পণ করিব।" ভ্রাতৃযুগল কাতর ভাবে অনুনয় সহকারে বলিলেন, "ভদ্রে! ভগবানের দোহাই, আমাদিগকে এই পাপকার্য্যে প্রলুব্ধ করিও না। আমরা এইরূপ প্রলোভনের পথ ত্যাগ করিয়া পলাইয়া আসিয়াছি। বিশেষতঃ তোমার এই স্বামীটিকে দেখিয়া আমরা আতঙ্কে অভিভূত হইয়াছি।"

বাসনাতাড়িতা নারী তাঁহাদের অনুনয়-বিনয়ে বিন্দুমাত্র বিচলিতা হইল না। সে নানাপ্রকার ভাবভঙ্গী সহকারে তাঁহাদের প্রথম রিপুকে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "বাজে বকিও না। আমার যখন প্রয়োজন, তখন তোমাদিগকে আমার বাসনা মিটাইতেই হইবে। নহিলে আমার স্বামীকে দিয়া এখনই তোমাদিগকে প্রাণে মারিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দিবার ব্যবস্থা করিব।" শাহরিয়ার তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া সহোদরকে বলিলেন, "ভাই, তুমি তবে উহার আদেশ পালন কর।" শাহজামান বলিলেন, "অগ্রে আপনি পথ প্রদর্শন করুন।" মনোগত অভিপ্রায়, এইভাবে যদি নারীকে ভুলাইয়া সময় পাওয়া যায়। কিন্তু চতুরা মোহিনী বলিয়া উঠিল, "তোমরা বৃথা তর্ক করিয়া সময় নষ্ট করিতেছ। তোমরা উভয়েই যদি আমার কামনানলে আহুতি না দেও, তবে কাহারই নিস্তার নাই।" শাহরিয়ার ও শাহজামান অগত্যা তখন যুবতীর পাপ-প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তাঁহারা উভয়ে যুবতীকে পরিতৃপ্ত করিলে সে অত্যন্ত সুখী হইয়া তাঁহাদের প্রশংসাবাদ করিল। তারপর সে অঙ্গাবরণ হইতে একটি মুদ্রাধার বাহির করিয়া একটি মালা দেখাইল। ভ্রাতৃযুগল দেখিলেন, সেই মালাটি মূল্যবান্ অঙ্গুরীয় দ্বারা গ্রথিত। হাস্যস্ফুরিতাধরে সুন্দরী বলিল,—"এগুলি কি জান?" সুলতান বলিলেন, "কিরূপে জানিব? তুমি যদি বল, তাহা হইলেই জানিতে পারি।"

সম্ভোগ-নিদর্শন অঙ্গুরীয় মালা

হাসিমুখে সুন্দরী উত্তর করিল, "আমি যাহাদের প্রণয়-সুধাদানে তৃপ্ত করিয়াছি, তাহাদের প্রত্যেকের অঙ্গুলী হইতে এক একটি আংটী লইয়া রাখিয়াছি। ইহাতে ৫ শত ৭০টি অঙ্গুরীয় আছে। তোমাদের দুই ভ্রাতার দুইটি অঙ্গুরীয় আমাকে দাও। দেখ এই দুর্বৃত্ত দৈত্য আমাকে কত সাবধানে রাখিয়াছে, তথাপি আমি তাহার চোখে ধূলা দিয়া এতগুলি উপপতি করিয়াছি। সে ভাবিয়াছিল যে, আমার এই সুবলিত তনুলতার সমস্ত রস সে একাই ভোগ করিবে। অন্য কেহ তাহাতে ভাগ বসাইতে পারিবে না। কিন্তু সে আমাকে সিন্দুকে পুরিয়া সমুদ্রের নীচে ফেলিয়া রাখিলেও আমি তাহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়াছি। ইহা হইতেই তোমরা বুঝিতে পারিবে যে, যখন কোন রমণী কোন কার্য করিবার সঙ্কল্প করে, তখন পতি বা উপপতি, সেই সঙ্কল্পে বাধা দান করিতে পারে না। পুরুষেরা যেন স্ত্রীলোকগণকে অধিক বন্ধনের মধ্যে না রাখে, তাহা হইলেই তাহাদের সতীত্ব বজায় থাকিবে।"

যুবতী অতঃপর উভয় ভ্রাতার নিকট হইতে দুইটি অঙ্গুরীয় লইয়া মালার গ্রথিত করিয়া চুম্বনদানে বিদায় লইল। তারপর দৈত্যের মস্তক মাটী হইতে কোলে তুলিয়া লইয়া পূর্ব্ববৎ বসিল ;—সুলতান ও তাঁহার ভ্রাতাকে অবিলম্বে সে স্থান পরিত্যাগ করিবার জন্য ইঙ্গিত করিল।

সুলতান-ভ্রাতৃদ্বয় যে পথে আসিয়াছিলেন, সেই পথেই প্রস্থান করিলেন। দৈত্যের দৃষ্টিপথ ছাড়িয়া অনেক দূর আসিলে, শাহরিয়ার শাহজামানকে বলিলেন, "ভাই, আজ আমরা যাহা দেখিলাম, এ সম্বন্ধে তোমার কি বলিবার আছে? এই দৈত্যের সাবধানতার পরিণতি দেখিলে ত? তাহার অবস্থা কি আমাদের অপেক্ষাও শোচনীয় নহে? স্ত্রীলোকের দুরভিসন্ধি যে কত ভয়ানক, তাহার কিছু সন্ধান পাইলে কি?" শাহজামান বলিলেন, "আপনি যাহা বলিলেন, তাহা সত্য। এই দৈত্য আমাদের অপেক্ষাও অধিক হতভাগ্য। অথচ সে আমাদের অপেক্ষা কত অধিক শক্তিশালী। কিন্তু সুন্দরী রমণীকে কঠোর নির্য্যাতনের ভিতর রাখিয়াও তাহার সতীত্ব রক্ষা করিতে পারে নাই। আমরা যাহা খুঁজিতে বাহির হইয়াছিলাম, তাহা ত দেখিলাম, এখন চলুন, রাজ্যে ফিরিয়া যাই। অতঃপর পুনর্ব্বার বিবাহ করাই আমাদের সঙ্গত হইবে। আমার কথা যদি বলেন, তবে আমি এই বলিতে পারি যে, আমার স্ত্রীর সতীত্বরক্ষার উপায় অবলম্বন করিব। সে উপায় কি, তাহা এখন আপনার নিকট প্রকাশ করিব না। আমার বিশ্বাস আছে, একদিন সে কথা আপনি জানিতে পারিবেন ও আমার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবেন।" সুলতান ও তাঁহার ভ্রাতা তৃতীয়দিন রাত্রিতে তাঁহাদের শিবিরে ফিরিয়া আসিলেন।

আর মৃগয়া করা হইল না। শাহরিয়ার রাজধানীতে ফিরিয়া একবারে তাঁহার মহিষীর সহিত সাক্ষাতের জন্য অন্দরে প্রবেশ করিলেন। মহিষীকে অবিলম্বে সুদৃঢ়রূপে রজ্জুবদ্ধ করিয়া, তিনি তাহাকে উজীরের হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক বলিলেন, "এখনই পাপিষ্ঠার মুণ্ডচ্ছেদ কর।" সুলতানের আদেশ অবিলম্বে প্রতিপালিত হইল। সুলতান এই আদেশ প্রদান করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, তিনি স্বহস্তে মহিষীর সহচরীবৃন্দ ও তাহাদের উপপতিসমূহের শিরশ্ছেদন করিলেন। তাহার পর, পৃথিবীতে সাধ্বী নারী নাই, এই বিবেচনা করিয়া তিনি স্থির করিলেন, অতঃপর নবপরিণীতা পত্নীর সতীত্ব যাহাতে নষ্ট না হইতে পারে, এজন্য প্রতি রাত্রিতে তিনি এক একটি নারীকে বিবাহ করিবেন, সে রাত্রে তাহার সহিত মিলনানন্দ উপভোগ করিয়া, পরদিন তাহার প্রাণদণ্ড করিবেন। তিনি তাঁহার ভ্রাতা শাহজামানকেও স্বরাজ্যে ফিরিয়া তাঁহার অনুরূপ কার্য্য করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইলেন।

শাহজামান নিজের রাজ্যে প্রস্থান করিলে, সুলতান প্রধান উজীরকে তাঁহার যে কোন এক জন সেনাপতির বিবাহযোগ্যা কন্যাকে আনিবার আদেশ করিলেন। উজীর রাজ-আজ্ঞা পালন করিলে, সুলতান সেই কন্যাকে বিবাহ করিয়া, তাহার সহবাসে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। প্রভাতে তাহাকে ঘাতকহস্তে সমর্পণ করা হইল, নিরপরাধে অভাগিনীর প্রাণদণ্ড হইল। সেই দিন রাত্রিতে আবার নূতন কন্যা আনিবার জন্য উজীরের প্রতি আদেশ হইল। অতি কঠোর আদেশ হইলেও উজীরকে তাহা পালন করিতে হইল, আর এক জন কর্ম্মচারীর একটি কন্যা আনীত হইল, একরাত্রি মাত্র তাহার সহিত বাস করিয়া, সুলতান পরদিন প্রভাতে তাহারও প্রাণবধের আজ্ঞা প্রদান করিলেন। এইরূপে প্রতিদিন এক একটি সুন্দরী যুবতী নিরপরাধে প্রাণ হারাইতে লাগিল। নগরমধ্যে মহাকোলাহল উপস্থিত হইল। যাহাদের অবিবাহিতা কন্যা আছে, তাহাদের আর দুশ্চিন্তার সীমা রহিল না; সকলেই ভয়ে কাতর হইল, সকলেই ভাবিতে লাগিল, এইবার বুঝি আমার সর্ব্বনাশ হইবে। এতদিন পর্য্যন্ত যে রাজাকে তাহারা পিতার ন্যায় ভক্তি করিয়া আসিয়াছে, সেই রাজাকে তাহারা এখন যমের ন্যায় ভয় করিতে লাগিল।

প্রধান উজীরের এই কার্য্যে কিছুমাত্র অনুরাগ ছিল না, কাহারই বা এমন পাশবিক কার্য্যে অনুরাগ থাকে? কিন্তু রাজ-আজ্ঞা, তিনি সুলতানের ভৃত্যমাত্র, তাঁহাকে তাহা পালন করিতেই হইবে, এই জন্য তিনি সুলতানের আদেশ লঙ্ঘন করিতে পারেন নাই। এই উজীর মহাশয়ের দুইটি সুন্দরী কন্যা ছিল, রূপে-গুণে, বিদ্যা-বিনয়ে যেন সাক্ষাৎ দেবী। এই কন্যাদ্বয়ের জ্যেষ্ঠার নাম শাহারজাদী, কনিষ্ঠার নাম দিনারজাদী। শাহারজাদী কেবল রূপে-গুণেই যে রমণীকুল-শিরোমণি ছিলেন, তাহা নহে, তাঁহার সাহসও অসীম, স্মরণশক্তি অসাধারণ। যাহা তিনি একবার শুনিতেন বা পড়িতেন, তাহাই অবিকল মনে রাখিতে পারিতেন। এতদ্ভিন্ন চিকিৎসাশাস্ত্র, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্য—সকল বিষয়েই তাঁহার অদ্ভুত পারদর্শিতা ছিল। তিনি অতি সুন্দর কবিতাও রচনা করিতে পারিতেন।

শাহারজাদীর করুণা

উজীর এমন সুশীলা, সুন্দরী, সর্ব্বগুণে গুণবতী কন্যাকে যে নয়নপুত্তলি মনে করিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? একদিন তিনি শাহারজাদীর সহিত আলাপ করিতেছেন, অন্যান্য কথার পর শাহারজাদী পিতাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "বাবা, আপনার কাছে আমার এক ভিক্ষা আছে, তাহা পূর্ণ করিতে হইবে। আপনি আমার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবেন না ত?"—উজীর বলিলেন, "মা, যদি তোমার প্রার্থনা অন্যায় ও অসঙ্গত না হয়, তবে আমি কেন তাহা অগ্রাহ্য করিব?"—শাহারজাদী বলিলেন, "না বাবা, ইহা অপেক্ষা সঙ্গত-প্রার্থনা আর কিছুই নাই। আমার অভিপ্রায় কি শুনুন। আমি ইচ্ছা করিয়াছি, নগরবাসিগণের উপর সুলতানের এই পশুবৎ অত্যাচারের আমি প্রতিবিধান করিব। চারিদিকের এই আর্ত্তনাদ ও ক্রন্দন আমি আর সহ্য করিতে পারিতেছি না। আমি পারস্যবাসিগণের বিপদ্ দূর করিব।" উজীর বলিলেন, "মা, তোমার ইচ্ছা খুব মহৎ সন্দেহ নাই, কিন্তু তুমি যাহা নিবারণ করিবে মনে ভাবিয়াছ, তাহাতে সমর্থ হইবে না। তুমি কি উপায় স্থির করিয়াছ, বল।"

[illegible] প্রস্তাব

শাহারজাদী বলিলেন, "সুলতান প্রত্যহই এক একটি বিবাহ করেন, কন্যাসংগ্রহের ভার আপনার উপর, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে একরাত্রির জন্য সুলতানের শয্যাসঙ্গিনী করিয়া দিন। আমার প্রতি আপনার পরম স্নেহ, তাহারই অনুরোধে আপনার নিকট আমি এই প্রার্থনা করিতেছি।" কন্যার কথা শ্রবণ করিয়া, উজীর ভয় ও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, "হা আল্লা! এ কি কথা!—মা, তুমি কি একেবারে জ্ঞান-বুদ্ধি সকলই হারাইয়াছ? আমাকে এমন অনুরোধ করিতে তোমার মনে কোন আশঙ্কা হইল না? তুমি কি জান না যে, সুলতান যাহাকে বিবাহ করিবেন, একরাত্রির অধিক আর তাহাকে জীবিত থাকিতে হইবে না, পরদিন প্রভাতেই তাহার প্রাণদণ্ড হইবে? এ অবস্থায় তুমি অসাধারণ বুদ্ধিমতী হইয়াও তাঁহাকে বিবাহ করিতে চাহিতেছ? এরূপ দুঃসাহসের পরিণামে অসময়ে যে তোমার জীবনের অবসান হইবে, তাহা কি ভাবিয়া দেখ নাই?"

শাহারজাদী সবিনয়ে বলিলেন, "বাবা, আপনি যাহা যাহা বলিলেন, তাহা সকলই সত্য, আমাকে যে মহাবিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে, তাহা আমি জানি; কিন্তু বাবা, সে জন্য আমি আমার সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে পারিতেছি না। যদি আমি এই মহৎ উদ্দেশ্যে প্রাণত্যাগ করি, তাহা হইলে সে মৃত্যু আমার পক্ষে গৌরবের বিষয় হইবে; কিন্তু যদি আমি কৃতকার্য্য হইতে পারি, তাহা হইলে ভাবিয়া দেখুন, আমার দ্বারা দেশের কি মহোপকার হইবে। পারস্যের অবিবাহিতা যুবতীগণকে রক্ষা করিতে পারিব।"

উজীর মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না, মা, তুমি মনে করিও না, তোমার কথায় ভুলিয়া আমি তোমাকে এই বিপদের মুখে নিক্ষেপ করিব। সুলতানের আদেশে আমি কি আমার প্রাণসম প্রিয়দুহিতার বক্ষ

শাণিত ছুরী বিঁধাইতে পারি? পিতার পক্ষে তাহা অপেক্ষা কঠিন কাজ আর কি হইতে পারে? যদি তুমি মৃত্যুভয়ে কাতর না হও, তথাপি তোমার পিতাকে এই নিষ্ঠুর কার্য্য হইতে রক্ষা কর; আমার এ হস্তে যেন তোমার বুকের রক্তপাত করিতে না হয়।"—শাহারজাদী উভয় হস্ত যোড় করিয়া বলিলেন, "বাবা, আমার অনুরোধে কর্ণপাত করুন, সুলতানের সহিত আমার বিবাহ দিন, আমার এ প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবেন না, আপনার কোন ভয় নাই।" উজীর উত্তর করিলেন, "তোমার কথায় আমার রাগ হইতেছে, এজন্য আর তুমি আমাকে অনুরোধ করিও না। কেন তুমি এ ভাবে নিজের প্রাণবিনাশ করিবে? যাহারা ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কাজ না করে, তাহাদিগকে বিপদে পড়িতে হয়, আমি দেখিতেছি, তোমার অবস্থা ঠিক সেই গাধার মত হইবে। গাধার অবস্থা ভালই ছিল, কিন্তু সে শেষ রক্ষা করিতে পারিল না।" শাহারজাদী জিজ্ঞাসা করিলেন, "গাধার কি হইয়াছিল, খুলিয়া বলুন।"—উজীর বলিলেন, "সে বড় অদ্ভুত কথা, মন দিয়া শোন, গল্পটি তোমাকে বলিতেছি ;—

গর্দ্দ-নী

এক জন সদাগরের বহুসংখ্যক গো-মেষাদি পশু ছিল। কেবল এক স্থানে নয়—বহু স্থানেই তাহার অনেক খোঁয়াড় ছিল। একদিন সওদাগর স্ত্রী-পুত্রাদি লইয়া একটি খোঁয়াড় তদারক করিতে গেল। সদাগর পশু-পক্ষীর কথা বুঝিতে পারিত, কিন্তু সে কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবার তাহার অধিকার ছিল না, প্রকাশ করিলেই মরিতে হইবে, এইরূপ বিধান ছিল। সেই জন্য সে পশু-পক্ষীর কথা শুনিয়াও তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ করিত না।

একদিন ঘটনাক্রমে সদাগরের একটা বলদ ও একটা গর্দ্দভ একই খোঁয়াড়ে আবদ্ধ ছিল। সদাগর তাহাদের নিকটে বসিয়া আছে, এমন সময় শুনিতে পাইল, বৃষ গর্দ্দভকে বলিতেছে,—"তুমি ভাই বসিয়া বসিয়া বেশ আরাম ভোগ করিতেছ; কোন চিন্তা নাই, অতি অল্পই খাটিতে হয়, একটা চাকরে দিবারাত্রি তোমার সেবা করে। আমাদের মনিব যখন কোথাও যান, তখন তাঁহাকে বহিয়া লইয়া যাইতে হয়, এই ত তোমার কাজ। এ ছাড়া তোমার আর কোন কাজই নাই, বড় সুখে আছ। কিন্তু আমার প্রতি আমাদের মনিব যে ব্যবহার করেন, তাহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তোমার যত সুখ, আমার তত দুঃখ। দিবারাত্রি আমাকে লাঙ্গল টানিতে হয়, খাটিতে খাটিতে আমার শরীর শুকাইয়া গেল, কিন্তু সমস্ত দিন খাটিয়াও চাট্টি বিচালি ভিন্ন আর কিছু খাইতে পাই না। রাত্রে অতি অপরিষ্কার স্থানে আমাকে বাঁধিয়া রাখে। তোমার অদৃষ্ট আমার চেয়ে কত ভাল। তোমার অবস্থা দেখিয়া আমার ভাই সত্যই হিংসা হয়।"

গর্দ্দ-পদেশ

গাধা বলদের দুঃখকাহিনী শেষ পর্য্যন্ত শুনিয়া বলিল,—"ভাই, তুমি যে একটি মহামূর্খ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, তুমি কেন তাহাদের প্রত্যেক আদেশ নতশিরে পালন কর? এত হীনতা স্বীকার করিয়া তোমার লাভ কি? যদি তুমি সাহস দেখাইতে পারিতে, তাহা হইলে তোমাকে প্রতিদিন এ ভাবে কষ্ট পাইতে হইত না, কিন্তু কেহ কোন দিন তোমার কিছুমাত্র সাহসের পরিচয় পাইল না। একটি দিনও তুমি তোমার শিং নাড়িয়া কাহাকেও ভয় দেখাইলে না, কি মাটীতে খুর ঘসিয়া কখনও রাগ প্রকাশ করিলে না, গম্ভীরগর্জ্জনে কখনও তোমার বলের পরিচয় দিলে না। তুমি আত্মরক্ষার যে সকল উপকরণ লাভ করিয়াছ, কোন দিন তাহা তোমাকে ব্যবহার করিতে দেখিলাম না। কতকগুলি অখাদ্য খড়—তাহাই প্রাণপণে চর্ব্বণ করিবে। আমার উপদেশ শোন। এখন হইতে এক কাজ করিবে, খাবার জিনিষ কিছু পাইলেই তাহা শুঁকিয়া পরিত্যাগ করিবে, খাইবে না; ইহাতেই

তুমি তোমার প্রতি ব্যবহারের পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইবে, তখন আমাকে ধন্যবাদ দিবে।” বলদ গর্দ্দভের পরামর্শ অনুসারে কাজ করিতে সম্মত হইয়া বলিল, “বন্ধু, আমি তোমার উপদেশ অনুসারেই চলিব, তাহার এক চুল অন্যথা করিব না।” উভয় প্রাণীর প্রত্যেক কথা সদাগর শুনিল ও বুঝিতে পারিল।

পরদিন প্রভাতে কৃষক বলদটিকে লাঙ্গলে জুড়িল। যথানিয়মে চাষ আরম্ভ হইল, কিন্তু বলদ সে দিন গর্দ্দভের কথা মনে রাখিয়াছিল, সমস্ত দিন ধরিয়া সে অবাধ্যতাচরণ করিল। রাত্রিতে পরিচারক যখন তাহাকে খোঁয়াড়ে বাঁধিতে গেল, তখন সে শিং নাড়িয়া, খুর দিয়া মাটী খুঁড়িয়া, মহা আস্ফালন করিয়া কৃষককে মারিতে গেল। এইরূপে গর্দ্দভের উপদেশ সে দিন পালন করিল। পরদিন সকালে কৃষক বলদটাকে লাঙ্গলে জুড়িতে গিয়া দেখে, সে রাত্রে এক আঁটি খড়ও খায় নাই, বলদটা মাটীতে পড়িয়া আছে, চারি পা ঊর্দ্ধদিকে প্রসারিত, মধ্যে মধ্যে গাঁ গাঁ করিয়া শব্দ করিতেছে। কৃষক মনে করিল, বলদের কোন কঠিন পীড়া হইয়াছে, তাই সে তাড়াতাড়ি তাহার প্রভু সেই সদাগরের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে সকল কথা বলিল।

সদাগর বুঝিল, গাধার বক্তৃতা শুনিয়াই বলদ মহাশয়ের মেজাজ বিগড়াইয়া গিয়াছে। সুতরাং গর্দ্দভকে উপযুক্ত দণ্ডদানের জন্য সদাগর কৃষককে আদেশ করিল, “আজ ঐ গাধাটাকে দিয়া জমী চাষ করিয়া লও।” তাহাই হইল, গাধাকে সমস্ত দিন ধরিয়া লাঙ্গল টানিতে হইল। কখন লাঙ্গলটানা অভ্যাস না থাকায় অতি অল্প সময়ের মধ্যেই গর্দ্দভ হাঁপাইয়া পড়িল, তাহার উপর কার্য্যে একটু ত্রুটি হইলেই কৃষকের লাঠি পিঠে পড়িল—সন্ধ্যার সময় অতি অবসন্নভাবে গর্দ্দভ খোঁয়াড়ে প্রবেশ করিল, তাহার পর শুইয়া পড়িল, আর উঠিতে পারিল না।

বলদ কিন্তু ভারি খুসী; যত পেটে ধরিল খাইল, তাহার পর পরমসুখে বিশ্রাম করিতে লাগিল। সে মনে মনে গাধার বড় প্রশংসা করিতে লাগিল, গাধাকে মাঠ হইতে ফিরিতে দেখিয়াই তাহার অমূল্য উপদেশের জন্য তাহাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিল। গাধা কোন কথা না বলিয়া অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া থাকিল, রাগে গর্ গর্ করিতে লাগিল, শেষে মনে মনে বলিল, “নিজের বুদ্ধির দোষেই আমি এ বিপদে পড়িলাম। সুখে ছিলাম, কোন কষ্ট ছিল না, সকল ইচ্ছাই পূর্ণ হইতেছিল; মধ্য হইতে গেলাম বলদের ভাল করিতে, এখন প্রাণবাঁচান কঠিন দেখিতেছি। এ ফাঁদ হইতে উদ্ধার হইতে না পারিলে আর গতি নাই।” খোঁয়াড়ে মৃতবৎ পড়িয়া গর্দ্দভ উপায় চিন্তা করিতে লাগিল।

উজীর তাঁহার কন্যা শাহারজাদীকে বলিলেন, “তুমিও বাছা এই গাধার মত, পরে তোমার অবস্থাও এই গাধার মত হইবে। তখন কিন্তু উদ্ধারের আর কোন পথ থাকিবে না।”—শাহারজাদী বলিলেন, “আপনার এই দৃষ্টান্তে আমার সঙ্কল্প নষ্ট হইবে না, সুলতানের সহিত আমার বিবাহ না দিলে আমি কিছুতেই আপনাকে ছাড়িব না, ক্রমাগত বিরক্ত করিব।”—উজীর বলিলেন, “তাহা হইলে আমাকেও অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। সদাগর তাহার স্ত্রীর প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিল, তোমার প্রতিও সেইরূপ ব্যবহার না করিলে তোমার চৈতন্যোদয় হইবে না। সে ব্যবহার কিরূপ, তাহা বলি শোন;—

গাধার সহিত বলদের আর কোন কথা হয় কি না তাহা জানিবার জন্য সদাগর আহারাদির পর খোঁয়াড়ের পাশে গিয়া বসিল, তাহার স্ত্রীও তাহার নিকটে আসিয়া জুটিল। তখন রাত্রি অনেক, আকাশে চন্দ্র উঠিয়া চতুর্দ্দিকে কিরণধারা ঢালিয়া দিতেছেন। সদাগর খোঁয়াড়ের কাছে আসিতেই গাধার মুখে

শুনিতে পাইল, যে বলদটাকে বলিতেছে, “কাল কৃষক তোমাকে খাবার দিতে আসিলে তুমি কি করিবে মতলব করিয়াছ?” বলদ বলিল, “তুমিই ত ভাই মতলব শিখাইয়া দিয়াছ। এখনে আমি গড়িয়া গড়িয়া যাইব, আবার বড় শিং নীচু করিয়া মারিতে যাইব, শেষে চারি পা ছড়াইয়া মড়ার মত শুইয়া পড়িব, যেন কতই ব্যারাম হইয়াছে।” গাধা বলিল, “খবরদার, ও রকম করিও না। সন্ধ্যার সময় ক্ষেত হইতে আসিয়া সদাগরের মুখে যে যে কথা শুনিয়াছি, তাহাতে তোমার জন্য ভাই আমার বড় ভাবনা হইয়াছে।” বলদ বলিল, “বল ভাই বল, তুমি যে আমার প্রাণে ভারি ভয় জন্মাইয়া দিলে। কোন কথা লুকাইও না, সকল খুলিয়া বল।”

গাধা বলিল,—“আমাদের মনিব কৃষককে বলিতেছিল, ‘বলদটা যখন কাজ করিতে পারে না, খাবারও খায় না, তখন ওটা দেখিতেছি নিতান্তই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। আমি কাল উহার প্রাণবধ করিব, তাহার মাংস গরীবকে দান করা যাইবে, চামড়াখানা চামারকে দেওয়া যাইবে, তাহাতে অনেক কাজ হইবে। তুমি কসাইকে ডাকিতে ভুলিও না।’ এই কথা শুনিয়া আমার মনে ভাই বড়ই ভয় হইয়াছে, তোমার সঙ্গে আমার কত কালের বন্ধুতা! তোমার উপকার করাই আমার কর্ত্তব্য, সুতরাং তোমাকে সদুপদেশ দিতেছি শোন। তোমাকে ঘাস ও বিচালী আনিয়া দিবামাত্র তুমি খুব ব্যস্তভাবে সমস্ত খাইয়া ফেলিবে। তাহা হইলেই সদাগর বুঝিবে, তোমার রোগ সারিয়া গিয়াছে, তখন আর তোমার প্রাণবধ করা দরকার মনে করিবে না। যদি তুমি আমার এ উপদেশে না চল, তবে কিন্তু তোমার প্রাণরক্ষার কোনই আশা নাই।” বলদ ভয় পাইয়া হাম্বা হাম্বা করিয়া ডাকিতে লাগিল।

সদাগর পশুদ্বয়ের এই আলাপ শুনিয়া এতই আমোদিত হইল যে, সে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। সদাগরের স্ত্রী তাহার নিকটেই বসিয়াছিল, সে তাহার স্বামীকে হঠাৎ এই ভাবে হাসিতে দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্য বোধ করিল। সে বলিল, “হঠাৎ তুমি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলে কেন, তাহা বল, আমার শুনিতে বড় ইচ্ছা হইয়াছে।”—সদাগর বলিল, “সে কথা আর তোমার শুনিয়া কাজ নাই।” সদাগরপত্নী বলিল, “না, আমি নিশ্চয়ই শুনিব।” সদাগর বলিল, “সে কথা তোমাকে বলা আমার পক্ষে অসম্ভব; এইমাত্র জানিয়া রাখ যে, ঐ গাধা ও বলদটাতে যে কথা হইতেছিল, তাহা শুনিয়াই আমি না হাসিয়া থাকিতে পারি নাই, ইহার অধিক আর তোমাকে বলিতে পারিব না।” সদাগরের স্ত্রী বলিল, “এ আর বলা শক্ত কথা কি? এ কথা বলিলে কি হইবে?” সদাগর বলিল, “বেশী কিছু নয়, তাহা হইলে আমার প্রাণ যাইবে।”—সদাগরের পত্নী অভিমানভরে বলিল, “তুমি কথায় কথায় আমাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য কর, আমি এত অত্যাচার সহ্য করিতে পারি না। তুমি কেন হাসিয়াছ, এ কথা যদি অবিলম্বে আমাকে না বল, তাহা হইলে আল্লার দিব্য করিয়া বলিতেছি, আমি আর তোমার ঘরে থাকিব না। আমি কোনও দিন তোমাকে আমার প্রেম-বিতরণ করিব না।”

সদাগর-পত্নী এই কথা বলিয়া সেখান হইতে উঠিয়া গেল, এবং দরজা বন্ধ করিয়া মানময়ী মানিনীর ন্যায় সমস্ত রাত্রি ধরিয়া অশ্রুত্যাগ করিল। সদাগর সমস্ত রাত্রি বড় দুশ্চিন্তায় কাটাইল। পরদিন স্ত্রীর মানভঙ্গ হইল না দেখিয়া, সদাগর বলিল, “এ ভাবে অনর্থক কষ্ট পাওয়া তোমার উচিত নয়। কথাটা জানিয়া তোমার বিশেষ কোন লাভই নাই, কিন্তু ইহা বলিলে আমার প্রাণবিয়োগ হইবে; এ অবস্থায় এই সামান্য কথা শুনিবার জন্য তোমার পীড়াপীড়ি করা অন্যায়।” স্ত্রী বলিল, “যদি তুমি না বল, তবে আমি উঠিব না, ভাতও খাইব না, তোমার ঘরকন্নাও দেখিব না, কেবল বসিয়া বসিয়া কাঁদিব। আমার

প্রতি তোমার কত ভালবাসা, তা তোমার এই ব্যবহারেই জানিতে পারা [illegible]। কিছুক্ষণ পরে [illegible] বলিল, "তোমার বড় অহঙ্কার ছিল, আবার প্রাণ [illegible] [illegible], তবু কিছু [illegible] [illegible]।" সদাগরের স্ত্রী বলিল, "আমার যাহা করিবেন, তাহা করিয়াছেন, আমি আমার মতলব [illegible]।" [illegible] তখন তাহার পুত্র কন্যা ও প্রতিবাসিগণের দ্বারা তাহার স্ত্রীকে কৌতূহল পরিত্যাগ করিবার জন্য অনুরোধ করিল; কিন্তু কাহারও কথায় সদাগরের স্ত্রী কর্ণপাত করিল না। সদাগরের পুত্রকন্যাগণ যখন দেখিল, কিছুতেই তাহার মাতাকে সন্তুষ্ট করা গেল না, তখন পিতার মৃত্যুভয়ে তাহারা কাঁদিতে লাগিল। পাষাণী তথাপি বিচলিত হইল না। সদাগর একেবারে হতভম্ব হইয়া পড়িল; কি করিবে, তাহা ভাবিয়া পাইল না। নিজের প্রাণবিসর্জ্জন দেওয়াই ভাল, কি স্ত্রীকে অসুখী ও অসন্তুষ্ট করিয়া রাখা ভাল, সদাগর মনে মনে এই কথারই আলোচনা করিতে লাগিল।

প্রেম-রসিক মোরগের জীবন-নীতি

এই সদাগরের একটি মোরগ ও পঞ্চাশটি মোরগী ছিল। তদ্ভিন্ন একটি অতি বিশ্বাসী কুকুরও ছিল। সদাগর দ্বারে বসিয়া ভাবিতেছে, এখন কি করা কর্ত্তব্য, এমন সময় সে দেখিতে পাইল, কুকুর মোরগটার কাছে ছুটিয়া গেল। মোরগ তখন বাহ্য-সংসারের সকল কথা ভুলিয়া এক একটি পত্নীর সহিত প্রেমালাপ করিতেছিল। কুকুর তাহাকে বলিল, "দেখ ভাই মোরগ, এ তোমার বড় অন্যায়, তোমার ব্যবহার দেখিয়া বোধ হয় না যে, তোমার এক বিন্দু আক্কেল আছে।" মোরগ এই কথায় ভারী রাগ করিয়া কুকুরকে বলিল, "আমার আবার আক্কেলের অভাব কি দেখিলে হে আক্কেলবন্ত! অন্যায় কাজটা কি করিলাম, তা বল।" কুকুর বলিল,—"অন্যায় নয়? আমাদের মনিবের এই বিপদ্, সকলে কি হইবে ভাবিয়া কাঁদিয়া অস্থির হইয়াছে, আর তুমি নিশ্চিন্ত মনে পিরীতে রত হইয়াছ।"

মোরগ বলিল, "আমাদের মনিব একটি গাধা। সদাগরের একটি মাত্র স্ত্রী, তাহাকেই বশে রাখিতে পারে না, আর আমি দেখ পঞ্চাশটি মোরগীকে কিরূপ বশে রাখিয়াছি, যা খুশী হইতেছে, তাহাই করিতেছি। যদি তাঁহার একটু বুদ্ধি থাকিত, তাহা হইলে তিনি এ বিপদ্ হইতে সহজেই উদ্ধার হইতে পারিতেন।" কুকুর জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি হইলে কি করিতে?" "আ—!"—মোরগ বলিল, "আমি হইলে ব্যবস্থা অন্যরকম হইত, মাগীকে একখানা ঘরের মধ্যে আটকাইয়া,—বুঝলে কি না, একগাছি বেত দিয়া তাহাকে উত্তমরূপে প্রহার করিতাম। এরূপ করিলে সদাগরণী আর কখন তাহার স্বামীকে গুপ্তকথা প্রকাশ করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিবে না।'

বেতের জ্বালা[illegible] মানিনীর মা[illegible] প্রশমিত

সদাগর মোরগের এই নীতিগর্ভ উপদেশ শুনিয়া তৎক্ষণাৎ উঠিল, তাহার পর সন্নিহিত বৃক্ষ হইতে কয়েকটি সরুডাল সংগ্রহ করিয়া আনিয়া স্ত্রীর নিকট গেল। সদাগর-পত্নী তখন মানের অশ্রু বর্ষণ করিতেছিল, সদাগর দ্বার বন্ধ করিয়া মোরগের নির্দ্দিষ্ট মুষ্টিযোগ প্রয়োগ করিতে লাগিল; অবিলম্বে সদাগরণীর পিঠে সপাসপ্ বেত্রাঘাত হইতে লাগিল। উহা আর থামে না। বিপদ্ দেখিয়া, রোদন ছাড়িয়া, সদাগরের স্ত্রী বলিল, "যথেষ্ট হইয়াছে, আর না, তুমি আর মারিও না, আমি আর কখন তোমাকে তোমার গোপনীয় কথা বলিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিব না!"—এই কথা শুনিয়া সদাগর ঠাণ্ডা হইল, এবং প্রহার বন্ধ করিয়া দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিল। আত্মীয়-প্রতিবাসিগণ যখন শুনিল, সদাগর-পত্নীর চৈতন্যসঞ্চার হইয়াছে, তখন তাহারা মনে মনে ভারি খুসী হইয়া স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া গেল।

উজীর বলিলেন, "মা, তোমার উপরও দেখিতেছি, এই সদাগরপত্নীর মত ব্যবহার করা দরকার।"

শাহারজাদী উত্তর করিলেন, "বাবা, আমি আমার সঙ্কল্প ত্যাগ করিতেছি না বলিয়া, আমার উপর অসন্তুষ্ট হইবেন না। এই সদাগর-পত্নীর গল্প শুনিয়া আমার সঙ্কল্প ত্যাগ করিবার কোন কারণ দেখিতেছি না। আমিও এমন অনেক গল্প জানি, যাহা শুনিলে আপনিও আমার মতের সমর্থন করাই কর্ত্তব্য মনে করিবেন। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমি আপনার কথায় বিচলিত হইব না। কারণ, আপনার স্নেহবশতঃ আমার জীবনের আশঙ্কায় যদি সুলতানের সহিত আমার বিবাহ না দেন, তাহা হইলে আমি স্বয়ং সুলতানের কণ্ঠে বরমাল্য প্রদান করিয়া তাঁহার পত্নী হইব।" এই কথা শুনিয়া উজীর কন্যার কথার আর প্রতিবাদ করিলেন না। ব্যাকুলচিত্তে তিনি সুলতান শাহরিয়ারের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—"আমার জ্যেষ্ঠাকন্যা শাহারজাদী আগামী কল্য আপনাকে পতিরূপে বরণ করিবার জন্য নিতান্ত উৎসুক হইয়াছে।"

উজীরের কথা শুনিয়া সুলতানের বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। তিনি উজীরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি তোমার নিজের সন্তানকে এ ভাবে নষ্ট করিবে, ইহা কি সম্ভব?" উজীর বলিলেন, "জাঁহাপনা, সে নিজেই এই প্রস্তাব করিয়াছে, পরিণাম-চিন্তায় সে কিছুমাত্র ব্যাকুল নহে, একরাত্রির জন্যও আপনার মহিষী হওয়া সে পরম শ্লাঘার বিষয় মনে করে।" সুলতান গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "উজীর, বৃথা আশা মনে স্থান দিও না। মনে রাখিও, প্রভাতে যখন শাহারজাদীকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিব, তখন তাহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞাও তোমাকে প্রদত্ত হইবে। যদি সে আদেশ পালন না কর, তোমার মস্তক দেহচ্যুত করা হইবে।" উজীর বলিলেন, "খোদাবন্দ, যদিও প্রভুর সেই আদেশপালনে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইবার সম্ভাবনা, তথাপি মনুষ্যের ক্রন্দন যে নিষ্ফল, তাহা আমি জানি। যদিও আমি আমার কন্যার পিতা, তথাপি আমার দ্বারা সুলতানের আদেশ কখনই লঙ্ঘিত হইবে না।" এই কথা শুনিয়া সুলতান শাহরিয়ার আর প্রতিবাদ করিলেন না, উজীরের কন্যাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইয়া আদেশ করিলেন, "যে দিন ইচ্ছা তুমি তোমার কন্যাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিতে পার।"

উজীর কন্যার নিকট এই সংবাদ জ্ঞাপন করিলে, শাহারজাদী অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিলেন। শাহারজাদী বলিলেন, "বাবা, আপনি এখন বড় দুঃখিত ও ব্যাকুল হইতেছেন, কিন্তু পরে আপনি আমার কার্য্যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইবেন। এই বিবাহের জন্য আপনাকে কিছুমাত্র অনুতাপ করিতে হইবে না।"

উজীর-কন্যা শাহারজাদী অতঃপর সুলতানের নিকটে উপস্থিত হইবার জন্য নানা সাজে সজ্জিত হইতে লাগিলেন। সুলতানের সন্নিধানে যাইবার পূর্ব্বে তিনি তাঁহার ভগিনী দিনারজাদীকে সম্বোধনপূর্ব্বক গোপনে বলিলেন, "প্রাণের ভগিনি, কোন একটি গুরুত্ব কাজে তোমার সাহায্য গ্রহণ করা আমার আবশ্যক, আমি আশা করি, তুমি এই সাহায্য হইতে আমাকে বঞ্চিত করিবে না; তোমাকে যাহা করিতে হইবে, তুমি তাহার সম্পূর্ণ যোগ্য। সুলতানের সহিত আমার বিবাহ দিবার জন্য বাবা আমাকে প্রাসাদে লইয়া যাইবেন, এ সংবাদে তুমি ভয় পাইও না। আমি যাহা বলি, শোন। আমি সুলতানের নিকট উপস্থিত হইয়া তোমাকে ডাকিয়া পাঠাইব। তিনি যাহাতে আপত্তি তাহাতে না করেন, সে ব্যবস্থাও আমি করিব। সুলতান যখন আমার সহিত বিহার করিয়া তৃপ্ত হইবেন, তাহার পর তুমি আমার সহিত দেখা করিতে চাহিবে। তিনি তোমার সে প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন। অন্ততঃ আমার শেষবাসনা পূর্ণ করিতে তিনি বাধা দিবেন না। সেই সময় তুমি বলিবে 'দিদি, যদি তুমি না ঘুমাইয়া থাক, তবে সকালবেলা পর্য্যন্ত তুমি তোমার পরম আশ্চর্য্য গল্পের একটা বল, শুনিতে আমার বড়ই ইচ্ছা হইয়াছে।' তুমি এই কথা বলিলেই আমি সুলতানের অনুমতি লইয়া গল্প আরম্ভ করিব। সুলতান গল্প শুনিয়া মোহিত হইবেন এবং শেষ পর্য্যন্ত আমার গল্প শুনিবেন, সুতরাং আমাকে হঠাৎ বধ করিবার



রূপবিদ্যুতে অশ্রুধারা



[illegible]



প্রথম রজনী

সওদাগর ও দৈত্যের কাহিনী

দিন-দুনিয়ার মালিক জাঁহাপনা! পূর্ব্বকালে একদেশে একজন সদাগর ছিল, তাহার সম্পত্তি প্রচুর; জমীদারী ছিল, বাণিজ্য ছিল, এতদ্ভিন্ন নগদ টাকাও যথেষ্ট ছিল। তাহার কর্ম্মচারী দাস-দাসী প্রভৃতির সংখ্যাও অনেক ছিল। বাণিজ্যের উন্নতির জন্য তাহাকে অনেক সময়ই দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ করিতে হইত। একদিন সে কার্য্যানুরোধে অশ্বারোহণপূর্ব্বক কোন দূরবর্ত্তী স্থানে গমন করিতেছিল, আহার্য্য-দ্রব্যের মধ্যে একটি থলির ভিতর কতকগুলি বিস্কুট ও অনেকগুলি খর্জ্জুর লইয়াছিল। মরুভূমি পার হইতে হইবে, সেখানে খাদ্যসামগ্রী দুর্লভ, তাই এগুলি তাহাকে সঙ্গে লইতে হইয়াছিল। নির্বিঘ্নে সে যথা-স্থানে উপস্থিত হইল, এবং কার্য্য শেষ করিয়া পুনর্ব্বার স্বদেশযাত্রা করিল।

চলিতে চলিতে চতুর্থদিনে সূর্য্যোত্তাপে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া, পথশ্রম দূর করিবার জন্য সদাগর পথের অদূরে একটি বৃক্ষতলে উপবেশন করিল। একটি প্রকাণ্ড তালগাছের পাদদেশে একটি স্বচ্ছসলিলা নির্ঝরিণী দেখিয়া সে সেই স্থানে তাহার থলিয়া খুলিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করিতে লাগিল। অশ্বটি একটি বৃক্ষশাখায় বাঁধিয়া রাখিল। খর্জ্জুরগুলি আহার করিয়া সদাগর খর্জ্জুরবীজ সজোরে কিঞ্চিৎদূরে নিক্ষেপ করিতেছিল। আহার শেষ হইলে সদাগর হস্ত-মুখ প্রক্ষালন পূর্ব্বক নমাজ বসিল।

বৃদ্ধ দৈত্য আবির্ভাব

নামাজ শেষ হইয়াছে, সদাগর আসনত্যাগ করিয়া উঠিবে, এমন সময় সে দেখিল,—একটি ভীষণাকৃতি, বিকটদেহ, বৃদ্ধ দৈত্য একখানি তীক্ষ্ণধার তরবারি হস্তে দ্রুতগতিতে তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। দৈত্যটা সদাগরের নিকটে আসিয়া গর্জ্জন করিয়া বলিল, "ওরে [illegible], আমি তোর প্রাণবধ করিব;

কারণ, তুই আমার পুত্রের প্রাণসংহার করিয়াছিস্ ।” সদাগর দৈত্যের সেই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখিয়া ও তাহার কথা শুনিয়া ভয়ে কম্পিতস্বরে বলিল, “হে দৈত্যরাজ, আমি কিরূপে আপনার পুত্রের প্রাণ নষ্ট করিলাম, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। আমার ন্যায় ক্ষুদ্রের প্রতি আপনার ন্যায় মহতের এরূপ ক্রোধ অনুচিত।” দৈত্যরাজ গম্ভীরস্বরে বলিল,—“হাঁ, আমি তোকে বধ করিব প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। আমি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিব না, তুই আমার পুত্রকে বধ করিয়াছিস্ কেন?”—সদাগর কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল,—“হা আল্লা! আমি কিরূপে আপনার পুত্রের প্রাণবধ করিলাম? আমি তাহাকে চিনিও না, কখন দেখিও নাই।” দৈত্য বলিল,—“তুই এখানে আসিয়া কি কতকগুলি খর্জ্জুর খাইতে খাইতে তাহার বীজ চারিদিকে নিক্ষেপ করিস্ নাই?” সদাগর বলিল, “তাহা করিয়াছি বটে, কিন্তু তাহাতে কি হইল?” “কি হইল?—আমার ছেলের প্রাণ নষ্ট হইল, আবার কি হইবে? আমার ছেলে এই পথ দিয়া যাইতেছিল, একটা খর্জ্জুরবীজ হঠাৎ তাহার চোখে লাগিয়া তাহার প্রাণবিয়োগ হইয়াছে।” দৈত্য এই কথা বলিলে, সদাগর সবিনয়ে বলিল, “মহাশয়, দুর্ঘটনাটা দৈবাৎ হইয়া গিয়াছে, আমি তাঁহাকে দেখি নাই, তাঁহার সহিত আমার কোনরূপ শত্রুতাও ছিল না, ইচ্ছা করিয়াও মারি নাই, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।” দৈত্য বলিল, “আমার দয়া নাই, ক্ষমাও কাহাকে করি নাই। যে কাহাকেও হত্যা করিয়াছে, তাহার দণ্ডভোগ করাই উচিত, তা সে অপরাধ ইচ্ছা করিয়াই করুক্ আর দৈবাৎই হোক্।” সদাগর দৈত্যের নিকট অনেক অনুনয়-বিনয় করিল, কিন্তু তাহার মনে কিছুমাত্র করুণার উদ্রেক হইল না। সে তাহার সংকল্প ত্যাগ করিল না। সে পুনঃ পুনঃ সরোষে বলিতে লাগিল, “তুই আমার ছেলে মারিয়াছিস্, আমি তোকে বধ করিব।” তাহার পর সে সদাগরকে ধরিয়া মাটীতে ফেলিল এবং তাহার মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিবার জন্য তরবারি উদ্যত করিল।



দৈত্য কিন্তু তরবারির আঘাত করিল না, তাহার মনে যে দয়ার সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা নহে, স্ত্রী-পুত্রাদির কথা স্মরণ করিয়া সদাগর কাতরস্বরে আর্ত্তনাদ ও প্রবলবেগে অশ্রুবর্ষণ করিতেছিল। দৈত্য ভাবিল, "ইহার রোদন শেষ হইবামাত্র ইহার মস্তক দেহচ্যুত করিব, প্রাণ ভরিয়া আগে ও কাঁদিয়া লউক্।" দৈত্য বলিল, "এখন আর বিলাপ করিয়া কোন ফল নাই, ও চক্ষু দিয়া অশ্রুর পরিবর্ত্তে যদি রক্ত ফাটিয়া বাহির হয়, তথাপি আমি দয়া করিব না, বলিয়াছি,—আমার দয়া নাই। আমার পুত্রের প্রাণবধ করিয়াছিস্, আমি প্রতিহিংসা লইব-ই লইব।"

সদাগর কাতরস্বরে বলিল, "আপনার কঠিন হৃদয় কি কোন কারণেই কোমল হইতে পারে না? আপনি কি একটি নিরীহ প্রাণীর প্রাণবধ করিবেনই?"

দৈত্য বলিল "হাঁ, আমি এজন্য প্রস্তুত আছি।"

সুলতানের কৌতূহল ও লালসা উদ্দীপ্ত

এই পর্য্যন্ত গল্প বলা হইয়াছে, এমন সময় শাহারজাদী দেখিলেন, পূর্ব্বদিক্ পরিষ্কার হইয়াছে, অবিলম্বেই সূর্য্যোদয় হইবে। সুলতান অতি প্রত্যূষেই নামাজের জন্য শয্যাত্যাগ করেন বুঝিয়া শাহারজাদী মধ্যপথে গল্প বন্ধ করিলেন। দিনারজাদী বলিলেন, "দিদি, এ বড় আশ্চর্য্য গল্প!" শাহারজাদী বলিলেন,—"ভগিনি, তুমি ত ইহার শেষভাগ শোন নাই, সে আরও আশ্চর্য্য! কি বলিব, সুলতান যদি আমাকে আর একদিন বাঁচাইয়া রাখেন, তাহা হইলে গল্পটি তোমাকে শেষ পর্য্যন্ত শুনাইতে পারি।"

সুলতান শাহরিয়ার গল্পটির মুখবন্ধ মাত্র শুনিয়া বড় আনন্দলাভ করিয়াছিলেন, শেষ কি, তাহা জানিবার জন্য তিনিও বিশেষ কৌতূহলী হইলেন; সুতরাং তিনি মনে মনে সংকল্প করিলেন, এই গল্পটি শেষ হইলে পরদিন প্রভাতে শাহারজাদীর প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিবেন। সুন্দরী-কুল-গরবিণী এই বিদুষী সুন্দরীকে আর একদিন জীবিত রাখিলে কোনই ক্ষতির আশঙ্কা নাই, তাহা বরং পর্য্যাপ্ত আনন্দ-উপভোগের কারণ হইবে। সুলতান মনে মনে ইহা ভাবিয়া সে দিন শাহারজাদীর প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিলেন না, যথাবিধি নামাজ শেষ করিয়া রাজকার্য্য দেখিবার জন্য দরবার-গৃহে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে শাহারজাদীর পিতা উজীর মহাশয় কন্যার জন্য মহা উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সমস্ত রাত্রি তাঁহার নিদ্রা হয় নাই, প্রভাতে প্রতিমুহূর্ত্তেই তাঁহার মনে হইতেছিল, এখনই তাঁহার প্রিয়তমা দুহিতার প্রাণদণ্ডের পরোয়ানা তাঁহার হস্তে প্রদত্ত হইবে। এই সকল ভাবিতে ভাবিতে তিনি সুলতানের সমীপস্থ হইয়া দেখিলেন, সুলতান তাঁহার হস্তে প্রাণদণ্ডের জন্য তাঁহার কন্যাকে সমর্পণ করিলেন না, সে সম্বন্ধে কোন কথাও বলিলেন না।

দ্বিতীয় প্রমোদ-রজনী

সমস্ত দিন রাজকার্য্যাবসানে রাত্রিকালে সুলতান শাহারজাদীর সহিত শয়ন-প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইলেন। প্রমোদ-নিশার অবসানে দিনারজাদী শাহারজাদীকে পূর্ব্বদিনের মত গল্প বলিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। সুলতান শাহারজাদীকে তাঁহার নিকট অনুমতি প্রার্থনার অবসর না দিয়া বলিলেন,—"প্রিয়তমে, তুমি তোমার সদাগর ও দৈত্যের কাহিনী শেষ কর, আমি শুনিবার জন্য বড় উৎসুক হইয়াছি।"

শাহারজাদী আবার গল্প আরম্ভ করিলেন—

জাঁহাপনা, সদাগর যখন দেখিল, দৈত্য কিছুতেই ক্ষান্ত হইবে না, তাহার প্রাণবধ করিবে-ই, তখন সে বলিল, "আমার একটি ক্ষুদ্র প্রার্থনা আছে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া কিছু দিন সময় দিন, ইতিমধ্যে আমি আমার স্ত্রী-পুত্রকন্যাগণকে বিষয় ভাগ করিয়া দিয়া আসি। এখনও আমি দানপত্র প্রস্তুত করি নাই, এখন আমি নিজে বিষয়-সম্পত্তির ভাগ-বাটোয়ারা না করিলে, তাহারা মামলা-মকদ্দমা করিয়া সমস্ত বিষয় নষ্ট

করিয়া ফেলিবে। আমি অঙ্গীকার করিতেছি, আমার এই কাজ শেষ হইলেই আমি আপনার কাছে ফিরিয়া আসিব, তখন আমাকে লইয়া আপনি যা খুসী করিবেন।"

দৈত্য বলিল, "হুঁ, তুই বড় চালাক, আমি ছাড়িয়া দিই আর কি, একবার মুক্তি পাইলে কি আর তুই এ দিকে আসিবি?"

সদাগর বলিল, "আমি আল্লার দিব্য করিয়া বলিতেছি, নিশ্চয়ই আসিব, আল্লার দিব্যে আপনার বিশ্বাস হয় ত?"

দৈত্য জিজ্ঞাসা করিল, "তোর কত দিন বিলম্ব হইবে?" "একবৎসরের আগে আর এ সকল কাজ কিরূপে শেষ হয়? ঠিক একটি বৎসরই লাগিবে, আজ হইতে বার মাস পরে ঠিক এই দিনে এই গাছতলায় আবার আমার সঙ্গে আপনার দেখা হইবে। আমি আসিয়া আপনার হস্তে আত্মসমর্পণ করিব প্রতিজ্ঞা করিতেছি।" সদাগর এই উত্তর দিল।

দৈত্য বলিল, "তোর আল্লার দিব্য দিয়া যে কথা বলিলি, তাহা যেন ঠিক থাকে; এক বৎসর পরে আমি কিন্তু তোকে চাই, কোন ওজর শুনিব না।" সদাগর ভরসা পাইয়া বলিল, "পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে যাইবে ত আমার কথার ব্যতিক্রম হইবে না, ঠিক আসিব।"—এই কথা শুনিয়া দৈত্য ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইল।

সদাগর অশ্বারোহণ পূর্ব্বক বিষণ্নমনে গৃহে ফিরিল। দৈত্য-হস্তে মুক্তিলাভ করিয়া যদিও তাহার মন একটু সুস্থ হইল, কিন্তু এক বৎসর পরেই পুনর্ব্বার সেই বিপদে পড়িতে হইবে ভাবিয়া দুশ্চিন্তায় তাহার হৃদয় কম্পিত হইতেছিল। গৃহে ফিরিলে বহুদিন পরে তাহাকে দেখিয়া তাহার স্ত্রী-পুত্রকন্যাগণ মহা-আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল, কিন্তু সদাগর ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিল। এই ব্যাপারে সকলে অত্যন্ত বিস্মিত হইল, সদাগর তাহার ক্রন্দনের কারণ আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিল।

এই বিবরণ শুনিয়া, সদাগরের পরিবারের মধ্যে ক্রন্দনের রোল উঠিল; সকলেই বুঝিল, সদাগরের আয়ু শেষ হইয়া আসিয়াছে, আর এক বৎসর মাত্র তাহার জীবন। সদাগরের স্ত্রী বুক চাপড়াইয়া, চুল ছিঁড়িয়া করুণস্বরে কাঁদিতে লাগিল, পুত্রকন্যাগণের রোদনে পাষাণ বিদীর্ণ হইতে লাগিল। সদাগরের পরিবারে শোকের ঝড় উঠিল।

যাহা হউক, আর বিলম্ব করা চলে না, এক বৎসরের মধ্যেই সকল কাজ শেষ করিয়া যাইতে হইবে; সদাগর তাহার সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিল, বন্ধুবান্ধবের মধ্যে উপহারাদি বিতরণ করিল, দরিদ্রকে অনেক অর্থ দান করিল এবং বহুসংখ্যক ক্রীতদাস-দাসীকে চিরজীবনের জন্য মুক্তিদান করিল। তাহার পর বিষয়-সম্পত্তির ভাগ-বাটোয়ারা করিতেই একটি বৎসর অতি দ্রুতবেগে দেখিতে দেখিতে চলিয়া গেল।

সদাগর তখন পরিবারবর্গের নিকট বিদায় লইতে বাধ্য হইল। কিন্তু তাহার স্ত্রী-পুত্র সহজে বিদায়দান করিল না, তাহারাও তাহার সহিত দৈত্য-হস্তে দণ্ডভোগ করিবার জন্য তাহার অনুমতি প্রার্থনা করিল। সদাগর তাহাদিগকে অনেক সদুপদেশ প্রদান করিয়া কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা দিয়া, তাহাদিগের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। যে দিবসে দৈত্যের সহিত দেখা করিবে প্রতিজ্ঞা করিয়া গিয়াছিল, ঠিক সেই দিনেই সে যথাস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সদাগর অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া সেই নির্ঝরিণীমূলে উপবেশন করিল, প্রতি মুহূর্ত্তেই দৈত্যের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, কিন্তু দৈত্য আর আসে না, সময় অত্যন্ত দীর্ঘ বোধ হইতে লাগিল।



প্রতিশোধ

সদাগর বৃক্ষতলে বসিয়া আছে, এমন সময় একজন বৃদ্ধ একটি হরিণী সঙ্গে লইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। পরস্পরের অভিবাদনাদি শেষ হইলে, আগন্তুক বৃদ্ধ বলিল, "ভাই, এ ভয়ঙ্কর মরুভূমিতে তুমি কি জন্য আসিয়াছ, তাহা জানিবার জন্য আমার বড় আগ্রহ হইতেছে, তুমি কি জান না যে, এই মরুভূমি অতি ভয়ঙ্কর দৈত্যগণে পূর্ণ? স্থানটি নির্জন বটে, কিন্তু বড় বিপজ্জনক, এখানে অধিক কাল থাকিলে নিশ্চয়ই কোন ভয়ানক বিপদে পড়িবে।"

প্রথম বৃদ্ধের হরিণীসহ আগমন

সদাগর বৃদ্ধের কথা শুনিয়া তাহার বিচিত্র কাহিনী বর্ণনা করিল। বৃদ্ধ মনোযোগের সহিত সকল কথা শুনিয়া বলিল, "ভাই ত, বড় অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতেছি, পৃথিবীতে এমন আশ্চর্য্য ঘটনার কথা আর কখন শুনি নাই। তুমি এমন ভয়ানক প্রতিজ্ঞাও পালন করিতেছ; যাহা হউক, দৈত্য তোমার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করে, তাহা দেখিবার জন্য আমার বড় কৌতূহল হইয়াছে, আমি তাহা না দেখিয়া এখান হইতে উঠিতেছি না।" এই কথা বলিয়া বৃদ্ধ সদাগরের নিকট বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে সেখানে আর একজন বৃদ্ধ আসিয়া উপস্থিত; সে দুইটি কৃষ্ণবর্ণ কুকুর সঙ্গে আনিয়াছিল। এই লোকটি আসিয়া পূর্ব্বকথিত বৃদ্ধ ও সদাগরকে অভিবাদন করিল, সেই বিপদসঙ্কুল স্থানে তাহাদিগের বসিয়া থাকিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। প্রথম বৃদ্ধটি সদাগর-সংক্রান্ত সকল কথা বলিল। বৃদ্ধ শেষে বলিল, "আজ দৈত্যের আসিবার দিন; বোধ হয়, শীঘ্রই সে এখানে উপস্থিত হইবে। সে আসিয়া কি করে, তাহা দেখিবার জন্যই সদাগরের নিকট আমি প্রতীক্ষা করিতেছি।"

দ্বিতীয় বৃদ্ধের কুকুরসহ আগমন

দ্বিতীয় বৃদ্ধটি এই গল্প শুনিয়া এতই আশ্চর্য্য হইল যে, সে-ও এই ঘটনা দেখিবার জন্য সেখানে বসিয়া পড়িল। সকলে বসিয়া গল্প করিতেছে, এমন সময়ে সেখানে আর একজন লোক একটি মাদী অশ্বতর সহ আসিয়া উপস্থিত হইল। সেও বৃদ্ধদ্বয়ের কাছে সদাগরের শোচনীয় কাহিনী শুনিয়া, দৈত্য আসিয়া কি করে দেখিবার জন্য তাহাদের পার্শ্বে উপবেশন করিল।

তৃতীয় বৃদ্ধের অশ্বতরসহ আগমন

অল্পক্ষণ পরে তাহারা মাঠের মধ্যে অনেকদূরে গাঢ় ধূম্রবৎ এক স্তম্ভ দেখিতে পাইল, যেন ভয়ানক ঘূর্ণাবায়ুতে ধূলিরাশি আকাশপথে উড়িয়া আসিতেছে। সেই ধূম্রস্তম্ভ ক্রমে তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। অবশেষে হঠাৎ সমস্ত ধূম কোথায় অন্তর্হিত হইল, তাহার পরিবর্ত্তে সেই বৃদ্ধ দৈত্য তাহাদিগের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। দৈত্যটি অন্য তিনজন পথিকের দিকে একবারও দৃষ্টিপাত না করিয়া, তরবারি হস্তে সদাগরের নিকটস্থ হইল এবং তাহার হাত ধরিয়া বলিল,—"ওঠ, এইবার আমি তোকে বধ করি, তুই আমার পুত্রহন্তা।" সদাগর প্রাণবিসর্জ্জনের জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিলেও ভয়ে কাঁপিতে লাগিল, প্রাণের মায়া সহজে ত্যাগ করিতে পারা যায় না। পথিকত্রয় দৈত্যের বিকটমূর্ত্তি ও তাহার ভয়ানক খড়্গ দেখিয়া প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিল, তাহাদের সেই বিলাপধ্বনিতে আকাশ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

যে লোকটা হরিণী লইয়া সেখানে আসিয়াছিল, সে দেখিল, দৈত্য সদাগরকে ধরিয়াছে, এখনই তাহার প্রাণবধ করিবে। দয়া প্রদর্শন করিবে, সে আশা নাই; তখন সে দৈত্যের পদতলে পড়িয়া তাহার পদদ্বয় চুম্বন করিয়া বলিল, "হে দৈত্যরাজ! আমি সবিনয়ে তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তুমি তোমার এই নিষ্ঠুর সংকল্প পরিত্যাগ কর। তোমার ক্রোধ ত্যাগ করিয়া আমার গোপনরহস্য কথা শ্রবণ কর। আমি আমার জীবনের কাহিনী তোমাকে বলিতেছি, সেই সঙ্গে আমার এই হরিণীর উপাখ্যানও

রহস্য প্রস্তাব

তোমাকে বলিব। যদি তুমি মনে কর, আমার সেই বিচিত্র কাহিনী—এই সদাগরের উপাখ্যান হইতেও অধিক বিস্ময়কর, তাহা হইলে আমার প্রার্থনা যে, তুমি সদাগরের উপর যে দণ্ডবিধান করিবে স্থির করিয়াছ, তাহার এক-তৃতীয়াংশ হইতে তাহাকে মুক্তিদান করিতে হইবে।" দৈত্য কিছুকাল স্তম্ভিত-ভাবে চিন্তা করিয়া বলিল, "আচ্ছা, তোমার প্রস্তাবেই সম্মত হইলাম, এখন তুমি তোমার গল্প বলিতে পার।" সদাগরকে ছাড়িয়া দিয়া দৈত্য বৃদ্ধ পথিকের কাহিনী শুনিতে বসিল।

এদিকে শাহারজাদী এই পর্য্যন্ত বলিতেই রাত্রিশেষ হইল, সুতরাং গল্প এখানেই বন্ধ রাখিতে হইল, কিন্তু এই গল্প সুলতানের নিকট এতই আশ্চর্য্য ও কৌতূহলোদ্দীপক বোধ হইতেছিল যে, তিনি গল্পের শেষ পর্য্যন্ত শুনিবার বাসনায় শাহারজাদীর প্রাণদণ্ডাজ্ঞা সে দিনও স্থগিত রাখিলেন এবং প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করিয়া যথারীতি রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। তখন কন্যার জীবন-সম্বন্ধে উজীরের কথঞ্চিৎ আশা হইল। সুলতান কিন্তু কাহারও নিকট কোন কথা প্রকাশ করিলেন না।

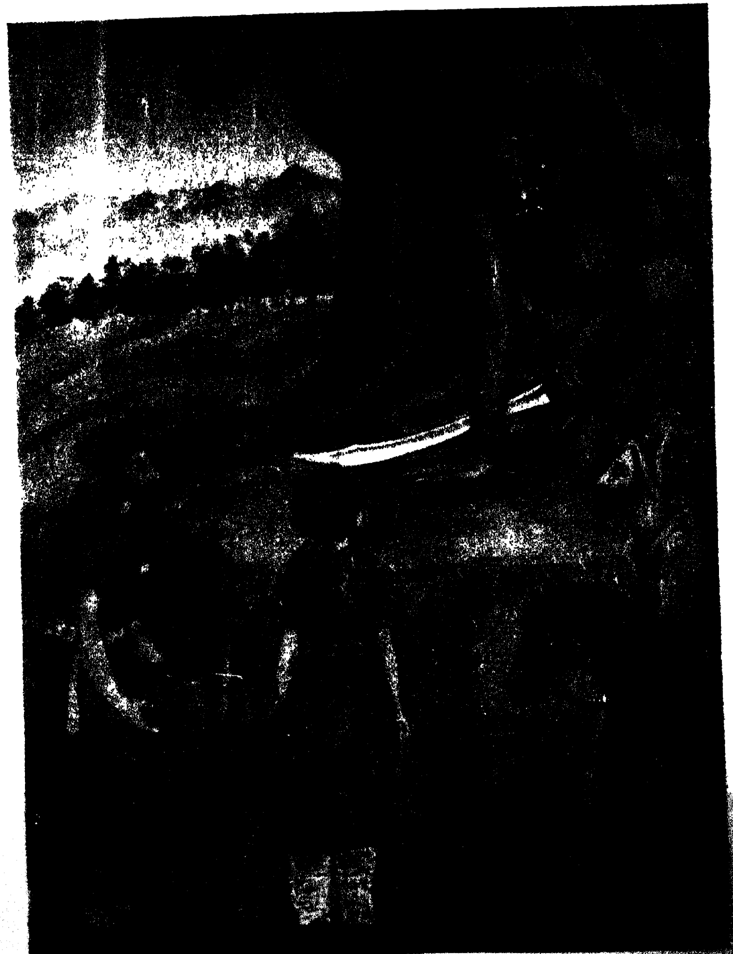
...র প্রমোদ-রজনী

তৃতীয় দিন প্রমোদ-রাত্রিশেষে দিনারজাদীর অনুরোধে শাহারজাদী আবার গল্প বলিতে আরম্ভ করিলেন। যে বৃদ্ধ হরিণী আনিয়াছিল, দৈত্যকে সে নিজের কাহিনী সম্বন্ধে কি বলিল, তাহা শুনিবার জন্য সুলতান উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন, শাহারজাদী সুমিষ্টস্বরে ধীরে ধীরে বৃদ্ধের আত্মকাহিনী বলিতে লাগিলেন।

প্রথম বৃদ্ধ ও হরিণীর কাহিনী

বৃদ্ধ বলিল, "মহাশয়, মনোযোগ দিয়া শুনুন। এই যে হরিণীটি দেখিতেছেন—আমি সঙ্গে লইয়া আসিয়াছি, এটি আমার পিতৃব্যকন্যা—ভগিনী, ভগিনীই বা বলি কেন, আমি ইহাকে বিবাহ করিয়াছিলাম—এ আমার স্ত্রী। যখন ইহার বয়স বারো বৎসর, সেই সময়ে আমি ইহাকে বিবাহ করি, সুতরাং আপনারা বুঝিতেছেন, আমাকে স্বামী ও রক্ষাকর্ত্তামাত্র বলিয়াই মনে করা ইহার উচিত ছিল না, আমি ইহার অন্তরের নিভৃত স্থান পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলাম। ত্রিশ বৎসর আমরা একত্র বাস করি, কিন্তু সন্তানের মুখ দেখিতে পাইলাম না, তথাপি সে জন্য আমি আমার স্ত্রীর প্রতি কোন দিন রূঢ় ব্যবহার করি নাই, সর্ব্বদাই তাহাকে আদর-যত্ন করিতাম। কিন্তু একটি সন্তান-লাভের ইচ্ছা আমার এমন বলবতী হইয়া উঠিল যে, সেই জন্যই আমি একটি সুন্দরী দাসী ক্রয় করিলাম। দাসীগর্ভে অল্পদিনের মধ্যেই আমার একটি অতি রূপবান্ গুণবান্ সন্তানের জন্ম হইল। ইহাতে আমার স্ত্রীর ঈর্ষার আর সীমা রহিল না; সে আমার দাসী ও সন্তানটিকে দুই চক্ষুর বিষ বলিয়া মনে করিতে লাগিল। কিন্তু সে তাহার মনের ভাব এমন গোপনে রাখিয়াছিল যে, তাহা আমি কোনদিন বুঝিতে পারি নাই; অবশেষে যখন বুঝিয়াছিলাম, তখন আর প্রতীকারের কোন পথ ছিল না।

আমার পুত্রটি ক্রমে বড় হইতে লাগিল; তাহার যখন দশ বৎসর বয়স, সেই সময় আমাকে ভিন্ন-দেশে যাত্রা করিতে হইল। আমি আমার দাসী ও পুত্রকে আমার পত্নীর হস্তে সমর্পণ করিয়া বলিলাম, —স্ত্রীর প্রতি আমার কোন সন্দেহ ছিল না, সুতরাং আমি তাহাকে অনুরোধ করিলাম,—"আমার অনুপস্থিতিকালে যেন তাহাদের সুখস্বচ্ছন্দতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়।" বিদেশে আমার এক বৎসর বিলম্ব হইল। এই সময়ের মধ্যে আমার স্ত্রী আমার পুত্র ও দাসীর প্রতি তাহার হিংসা-বৃত্তি



সদাগর ও দৈত্য]

রহস্যপ্রকাশে নিষ্কৃতি

চরিতার্থ করিবার উৎকৃষ্ট সুযোগ প্রাপ্ত হইল। আমার স্ত্রী যাদুবিদ্যা শিখিতেছিল, এই বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিলে সে আমার পুত্রের বিরুদ্ধে এক অতি ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র করিল। তদনুসারে সে আমার পুত্রকে বিদেশে লইয়া গেল এবং বিদ্যাবলে তাহাকে একটি গো-বৎসে রূপান্তরিত করিয়া তাহাকে আমার গৃহে ফিরাইয়া আনিল, তাহার পর সেই বৎসটি আমার খানসামাকে দিয়া বলিল, 'ইহাকে পালন করিতে হইবে।' পাপিষ্ঠা কেবল এই কার্য্য করিয়াই ক্ষান্ত হইল না, আমার সেই সুন্দরী দাসীটিকেও একটি গাভীতে পরিণত করিল। গাভীটিকেও সে আমার খানসামার হস্তে প্রদান করিল।

নারীর প্রতিহিংসা

বিদেশ হইতে গৃহে ফিরিয়া আমি আমার স্ত্রীকে সন্তান ও দাসীর কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, পাপিষ্ঠা অবলীলাক্রমে বলিল, "তোমার দাসী পটল তুলিয়াছে, আর আজ দুই মাস হইতে তোমার ছেলের কোন খবর পাইতেছি না, তাহার কি হইয়াছে তাহা আল্লাই জানেন।" দাসীর মৃত্যুসংবাদে আমি বড় কাতর হইলাম। পুত্রটি নিরুদ্দেশ হইয়াছে শুনিয়া ভাবিলাম, শীঘ্রই হয় ত সে ফিরিয়া আসিবে। এই ভাবে আটমাস চলিয়া গেল, কিন্তু সে ফিরিল না, তাহার কোন সংবাদও পাইলাম না। বাইরম উৎসবের সময় আমি আমার খানসামাকে বলিলাম, "সকল অপেক্ষা হৃষ্টপুষ্ট গাভীটি লইয়া আইস; কোরবানি করিতে হইবে।" আমার খানসামা আমার আদেশানুসারে গাভীরূপিণী আমার সেই দাসীকেই লইয়া আসিল। আমি তাহাকে বাঁধিয়া জবাই করিব, এমন সময়ে সে অশ্রুবর্ষণ পূর্ব্বক এমন দীন নয়নে আমার দিকে চাহিয়া কাতর ভাবে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল যে, তাহাতে আমি বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারিলাম না। তাহার দুঃখে আমার হৃদয় দয়ার্দ্র হইল, আমি আর তাহাকে মারিতে পারিলাম না, হাতের ছুরি হাতেই রহিয়া গেল। খানসামাকে বলিলাম, "ইহাকে রাখিয়া আর একটা গরু লইয়া আয়।"

আমার স্ত্রী সেখানে দাঁড়াইয়া সকলই দেখিতেছিল, গাভীর উপর দয়া-প্রকাশ করিতে দেখিয়া, পাষাণীর তাহা সহ্য হইল না। হিংসায় জ্বলিয়া উঠিয়া সে আমাকে বলিল, "প্রিয়তম স্বামী, তুমি এ কি করিতেছ? তুমি এই গাভীটিই কোরবানি কর, তোমার খানসামা গোয়ালের সর্ব্বোৎকৃষ্ট গাভীই তোমাকে আনিয়া দিয়াছে, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট গাভী আমাদের আর নাই; এ কাজের জন্যই এইটিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপযুক্ত।" আমার স্ত্রীর অনুরোধে ভুলিয়া, আমি আমার মতলব ত্যাগ করিলাম, আবার ছুরি লইয়া সেই গাভীর কাছে উপস্থিত হইলাম। এবার দৃঢ়চিত্তে গাভীর গলায় সেই তীক্ষ্ণ ছুরিকা বসাইবার উদ্যোগ করিলাম দেখিয়া গাভী আবার অতি করুণস্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, তাহার অশ্রুধারাও বহির্গত হইল। তখন আমি উপায়ান্তর না দেখিয়া আমার সেই খানসামার হস্তে ছুরিখানি প্রদান করিয়া বলিলাম, "তুমি নিজে গিয়া কোরবানি কর, ইহার আর্ত্তনাদ ও অশ্রু দেখিয়া আমার মনে বড় কষ্ট হইতেছে, আমি স্বহস্তে ইহার প্রাণনাশ করিতে পারিব না।"

নারী না শয়তানী

আমার খানসামা আমা অপেক্ষা নিষ্ঠুর। যথাসময়ে সে গাভীর গলায় ছুরি দিয়া তাহার প্রাণসংহার করিল। তাহার চামড়া ছাড়াইয়া দেখা গেল, দেহে হাড় ভিন্ন অধিক মাংস নাই, এদিকে কিন্তু তাহাকে খুব হৃষ্ট-পুষ্ট দেখাইয়াছিল। যাহা হউক, আমি ইহাতে দুঃখিত হইয়া একটি হৃষ্ট-পুষ্ট গো-বৎস আনিবার আদেশ করিলাম। অল্পকাল পরে সে একটি অতি সুন্দর গো-বৎস লইয়া উপস্থিত হইল। আমি একবার কল্পনাও করিতে পারি নাই যে, এই গো-বৎসই আমার পুত্র, কিন্তু বৎসটি দেখিয়াই আমার প্রাণের মধ্যে কেমন মমতার সঞ্চার হইল। সে আমাকে দেখিয়া আমার কাছে আসিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিতে

ভিক্ষার হীন ব্যক্তি

লাগিল, অনেকবার তাহার গলার দড়ী ছিঁড়িবারও চেষ্টা করিল। তাহার পর দড়ী ছিঁড়িয়া আমার পদপ্রান্তে নিপতিত হইল, এবং নানাভাবে দীনতা প্রকাশ করিয়া আমার করুণা উদ্রেক করিতে লাগিল; সে যে আমারই পুত্র, তাহা বুঝাইবার জন্য কত চেষ্টা করিল, কিন্তু অবোলজীব সে, কোন কথা প্রকাশ করিতে পারিল না।



গো-বৎসের এই আচরণে আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। আমার হৃদয়ে করুণার উদ্রেক হইল, আমি খান-সামাকে বলিলাম, "ইহাকে এখান হইতে লইয়া যা, ইহার প্রতি বিশেষ যত্ন করিবি, ইহার পরিবর্ত্তে আর একটা বাছুর লইয়া আয়।"

আমার স্ত্রী এই কথা শুনিয়া বলিল, "প্রিয়তম স্বামী, তুমি এ কি করিতেছ? এই বাছুর ছাড়া আর কোনটা কোরবানি করা হইবে না।" আমি বলি-লাম, "প্রাণেশ্বরি, আমি ইহার প্রাণবধ করিতে পারিব না, আমি ইহাকে সযত্নে প্রতিপালন করিব। তুমি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিও না।" পাপিষ্ঠা আমার প্রস্তাবে সম্মত হইল না, সে পুনঃ

করুণা উদ্রেক প্রয়াস

পুনঃ ঐ বাছুরই জবাই করিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিতে লাগিল; অবশেষে অনুরোধে বাধ্য হইয়া আমি সেই বৎসটিকেই বধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলাম। ছুরি তুলিয়া তাহার গলায় বসাইতে যাইব, এমন সময় বাছুরটি অশ্রুপূর্ণ-লোচনে এমন কাতরভাবে আমার দিকে চাহিল যে, আমার হাত হইতে ছুরিখানি খসিয়া পড়িল। তখন আমি আমার স্ত্রীকে বলিলাম, "আমি এ বাছুরটিকে জবাই করিতে পারিব না।" কিন্তু স্ত্রী কিছুতেই আমাকে ছাড়িবে না, শেষে আমি তাহাকে খুসী করিবার জন্য বলিলাম, "আগামী বৎসর বাইরাম উৎসবের সময় এটিকে কোরবানি করা যাইবে, এ বৎসর থাক্"—খানসামা সেই বাছুরটি লইয়া চলিয়া গেল।

পরদিন আমার খানসামা গোপনে আমার কাছে কোন কথা বলিতে চাহিল। সে বলিল, "আমি আপনাকে এমন কোন সংবাদ দিব, যাহা আপনার প্রীতিকর হইতে পারে। আমার একটি মেয়ে আছে, সে কিছু কিছু যাদুবিদ্যা জানে। কাল আমি যখন ঐ বাছুরটি আপনার কাছ হইতে লইয়া যাইতেছিলাম, তখন আমার মেয়ে তাহাকে দেখিয়া প্রথমে হাসিল, পরক্ষণেই কাঁদিয়া উঠিল। তাহার এই অপূর্ব্ব ব্যবহারের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া, আমি সবিস্ময়ে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। আমার কন্যা বলিল, 'বাবা, আপনি যে বাছুরটা আনিয়াছেন, সেটা ত আসল বাছুর নয়, আপনার মনিবের ছেলে। সে যে এখনও জীবিত আছে, এই কথা ভাবিয়া মনের আনন্দে একটু হাসিলাম, কিন্তু তখনই তাহার হতভাগিনী মায়ের কথা মনে পড়ায় আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম, তাহার মাকে কাল আপনারা বধ করিয়াছেন। আপনার মনিবের স্ত্রীর যাদুবিদ্যাতেই ইহাদের এরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, সে এই ছেলে ও ছেলের মাকে দুই চক্ষে দেখিতে পারিত না।'—আমি আমার মেয়ের মুখে এই সংবাদ পাইয়া তাহা আপনাকে বলিতে আসিয়াছি।"—

গোপন রহস্য বিবৃতি

দৈত্য মহাশয়! আমার খানসামার মুখে এই কথা শুনিয়া, তৎক্ষণাৎ তাহার কন্যার সঙ্গে দেখা করিতে চলিলাম। প্রথমে আমি গোয়ালে গিয়া গো-বৎসরূপী আমার ছেলের সঙ্গে দেখা করিলাম—নানা প্রকারে তাহার প্রতি আদর প্রকাশ করিলাম। সে এমন ভাব দেখাইল যে, সে আমার পুত্র, এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ রহিল না।

পরে আমি আমার খানসামার কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, সে আমার ছেলেকে পুনর্ব্বার মানুষের দেহ করিয়া দিতে পারে কি না? সে বলিল, "হাঁ, পারি।"—শুনিয়া আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলাম,—"যদি তাহা পার, তবে আমি তোমাকে যথাসর্ব্বস্বের মালিক করিব।" যুবতী হাসিয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকারপূর্ব্বক আমার প্রস্তাবে সম্মত হইল, কিন্তু সে আমাকে দুইটি অঙ্গীকার করিতে বলিল। প্রথমতঃ—আমার পুত্রের সহিত তাহার বিবাহ দিতে হইবে; দ্বিতীয়তঃ—আমার স্ত্রীর প্রতি শাস্তিবিধানে সম্মতি দান করিতে হইবে। আমি প্রথম প্রস্তাবে আনন্দের সহিত সম্মতি জানাইলাম। দ্বিতীয় প্রস্তাব সম্বন্ধে বলিলাম, "যে স্ত্রী এমন দুষ্কর্ম্ম করিতে পারে, সে দণ্ডলাভের যোগ্য, আমি তোমার হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিলাম, তুমি তাহার উপর যে দণ্ড ইচ্ছা, তাহাই প্রয়োগ করিতে পার। তবে আমার অনুরোধ, তাহাকে বধ করিও না।" যুবতী বলিল, "সে আপনার পুত্রের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছে, তাহার প্রতিও আমি তদ্রূপ ব্যবহার করিব।" আমি ইহাতে আর কোন আপত্তি করিলাম না।

যুবতী তখন এক ঘটী জল আনিয়া তাহা মন্ত্রপূত করিল ও গো-বৎসকে বলিল, "গোবৎস, আল্লা তোমাকে যে দেহ দান করিয়াছেন, ইহা যদি সেই দেহই হয়, তাহা হইলে তুমি এই দেহই ধারণ করিয়া থাক; কিন্তু যদি কোন মায়াবিনীর যাদুমন্ত্রে তোমার এ অবস্থা হইয়া থাকে, তবে তুমি তোমার প্রকৃত রূপ ধারণ কর।"—এই কথা বলিয়া ঘটির সমস্ত জল, সে সেই গোবৎসের উপর ঢালিয়া দিল। গো-বৎস-মূর্ত্তি দূরে গিয়া আমি তৎক্ষণাৎ আমার পুত্রকে সম্মুখে দেখিলাম।

যাদুমন্ত্রের অবসান

আমি তাহাকে কোলে লইয়া আনন্দভরে পুনঃ পুনঃ তাহার মুখচুম্বন করিতে লাগিলাম। তাহার পর সেই যুবতী আমার কি মহা উপকার করিয়াছে, তাহা জানাইয়া আমার পুত্রকে তাহার পাণিগ্রহণে অনুরোধ করিলাম। খানসামার দুহিতার পাণিগ্রহণে আমার পুত্রেরও আর কোন আপত্তি হইল না। তাহার সম্মতি আছে জানিয়া আমি সেই যুবতীর সহিত মহাসমারোহে আমার পুত্রের বিবাহের আয়োজন করিলাম; বিবাহের পূর্ব্বেই সে যুবতী আমার স্ত্রীকে হরিণী করিয়া ফেলিয়াছিল, সেই হরিণী এই আমার সঙ্গে। অন্য কোন জানোয়ার অপেক্ষা হরিণী ভাল মনে করিয়া আমি এই পরিবর্ত্তনে সম্মতি দিয়াছি।

এই ঘটনার কিছু কাল পরে আমার পুত্রবধূটির মৃত্যু হওয়ায় আমার পুত্র বিবাগী হইয়া দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, অনেকদিন তাহার কোন সংবাদ পাই নাই বলিয়া তাহার সন্ধানে বাহির হইয়াছি। হরিণীরূপিণী আমার স্ত্রীকে আর কাহার কাছে রাখিয়া যাইব ? এই ভাবিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়াই ঘুরিতেছি। ইহাই আমার ও এই হরিণীর ইতিহাস। ইহা অপেক্ষা অপূর্ব্ব ঘটনা আপনি আর কখন শুনিয়াছেন কি ?

দৈত্যরাজ এই গল্প শুনিয়া বলিল, "তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা সত্য, বড় অদ্ভুত গল্প, আমি এই সদাগরের এক-তৃতীয়াংশ দণ্ড মাপ করিলাম।"

দ্বিতীয় বৃদ্ধটি, যে দুইটি কৃষ্ণবর্ণ কুকুর সঙ্গে লইয়া সেখানে উপস্থিত হইয়াছিল, [illegible] বলিল, "আমার ও এই দুই কালো কুকুরের ইতিহাস এখন আমি আপনাকে বলিতেছি। [illegible] আমার এই [illegible] আরও আশ্চর্য্য, কিন্তু আপনি অঙ্গীকার করুন, যদি ইহা অধিকতর আশ্চর্য্যজনক বোধ হয়, তাহা হইলে আপনি এই সদাগরের এক-তৃতীয়াংশ অপরাধ ক্ষমা করিবেন ?"—দৈত্য বলিল, "হাঁ, তাহা পারি, কিন্তু তোমার গল্পটি ইহা অপেক্ষাও অধিক অদ্ভুত হইলে তবেই তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিব,—নতুবা নহে।"

দ্বিতীয় বৃদ্ধ এই কথায় সম্মত হইয়া বলিল, "দৈত্যকুলভূষণ ! আমি ও আমার এই দুই কুক্কুর—আমরা তিনজনে সহোদর ভাই।

আমাদের পিতা মৃত্যুকালে আমাদের প্রত্যেককে হাজার টাকা করিয়া দিয়া যান। এই টাকা লইয়া আমরা তিন ভাই-ই সদাগরী আরম্ভ করিলাম। কিছুদিন পরে আমরা একটা দোকান খুলিলাম, আমাদের জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিদেশে গিয়া ব্যবসা করিবেন, এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। তাহার পর দোকানের তাঁহার নিজের অংশ বিক্রয় করিয়া সেই টাকায় বাণিজ্যোপযোগী অনেক দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করিয়া বিদেশে যাত্রা করিলেন।

আমার বড় ভাই বিদেশযাত্রা করিলে এক বৎসর আর তাঁহার কোন সংবাদ পাইলাম না। এক বৎসর পরে আমার দোকানে এক জন দরিদ্র লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। দোকানে আসিয়াই সে বলিল, "আল্লা, তোমার মঙ্গল করুন !" আমিও অভিবাদন করিয়া বলিলাম,—"আল্লা, তোমার মঙ্গল করুন।" "তুমি কি আমাকে চিনিতে পারিতেছ না ?" বলিয়া লোকটি আমার মুখের দিকে চাহিল। আমি মনোযোগের সহিত তাঁহার মুখ দেখিয়া চিনিলাম, আমাদের দাদাই বটে। তখন আমি তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া "দাদা, আপনার যে এরূপ অবস্থা হইয়াছে, তাহা স্বপ্নেও জানিতাম না। আপনার এ দুর্দ্দশার কারণ কি ?" দাদা বলিলেন, "আমাকে আর ও সকল কথা জিজ্ঞাসা করিও না, আমার অবস্থা দেখিয়া ত সকল কথা বুঝিতে পারিতেছ, এই এক বৎসর ধরিয়া যে সকল দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিয়াছি, তাহার কথা আর নূতন করিয়া বলিতে পারিব না, তাহা স্মরণ করিলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইবে।"

আমি তৎক্ষণাৎ দোকান বন্ধ করিয়া দাদার পরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত হইলাম। তাহার পর আমার দোকানের হিসাব করিয়া দেখিলাম, ব্যবসায় আরম্ভ করিবার পর আমার মূলধন প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে। আমি তখন দুই সহস্র মুদ্রার অধিকারী, আমি তাহা হইতে হাজার টাকা লইয়া আমার দাদাকে দান করিলাম। তিনি আনন্দের সহিত সেই দান গ্রহণ করিয়া আবার নূতন করিয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলেন।

ইহার কিছুদিন পরে দ্বিতীয় ভ্রাতা ব্যবসায় উঠাইয়া বিদেশে যাইবার সঙ্কল্প করিল, আমি ও আমার বড় দাদা তাহাকে সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে বহুতর অনুরোধ করিলাম, কিন্তু তাহাকে তাহার সঙ্কল্প হইতে স্খলিত করিতে পারিলাম না। সে তাহার জিনিস পত্র বিক্রয় করিয়া বাণিজ্যের দ্রব্যাদি সত্বর কিনিয়া বিদেশ যাত্রা করিল। এক বৎসর পর সে-ও আমার বড় দাদার মত অসহায় অবস্থায় ফিরিয়া আসিল। ঐ সময়ের মধ্যে আমার হাজার টাকা লাভ হইয়াছিল, আমি তাহাই তাহাকে প্রদান করিলাম। সে সেই টাকাতে একখানি দোকান খুলিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিল।

শ্রদ্ধার প্রতিদান

একদিন আমার দুই ভাই আমাকে বলিলেন,—"জাহাজে চড়িয়া বিদেশে গিয়া বাণিজ্য করায় অনেক লাভ, অতএব তাহাই আমাদের কর্ত্তব্য।" আমি বলিলাম, "একবার ত আপনারা বিদেশে গিয়া বাণিজ্য করিয়া আসিলেন; কিরূপ লাভবান্ হইয়াছিলেন, তাহার পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে; আমি যে আপনাদের মত দুরবস্থায় না পড়িব, তাহা কেমন করিয়া বলিব?"—কিন্তু তাঁহাদিগকে আমি নিরস্ত করিতে পারিলাম না, আমিও তাঁহাদিগের কথায় তখন সম্মত হইলাম না; অবশেষে পাঁচ-বৎসর পরে আমি কোনক্রমে তাঁহাদিগের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া, বাণিজ্য-যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলাম।

তখন বাণিজ্যের জন্য কি কি সামগ্রী লওয়া উচিত, তাহা লইয়া আমার দাদাদের সঙ্গে আলোচনা করিতে করিতে জানিতে পারিলাম, আমি তাঁহাদের প্রত্যেককে আমার লভ্যাংশ হইতে যে হাজার টাকা দান করিয়াছিলাম, তাহা তাঁহারা দুইজনেই নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছেন, তাঁহাদের হস্তে আর কপর্দ্দক মাত্র নাই। কিন্তু এজন্য আমি তাঁহাদিগকে একবারও ভর্ৎসনা করিলাম না; ততদিন ব্যবসায়ে আমার ছয় হাজার টাকা মূলধন দাঁড়াইয়া ছিল; আমি সেই টাকা দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া তিন হাজার টাকা মাত্র লইয়া বিদেশযাত্রা করা কর্ত্তব্য মনে করিলাম। অবশিষ্ট টাকা মাটীর নীচে লুকাইয়া রাখিয়া যাইবার ব্যবস্থা করিলাম এবং আমার দাদাদের বলিলাম,—"তিন হাজার টাকা রাখিয়া যাইতেছি, যদি বিদেশে দৈবদুর্ব্বিপাকে আমাদের মূলধন নষ্ট হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে একেবারে পথে দাঁড়াইতে হইবে না, আবার এখানে আসিয়া দোকান খুলিব।" আমি আমার গৃহকোণে তিন হাজার টাকা প্রোথিত করিয়া রাখিলাম, অবশিষ্ট তিন হাজার আমরা তিনজনে ভাগ করিয়া লইলাম।

অনন্তর জিনিষ-পত্র কিনিয়া একখানি জাহাজ ভাড়া করিয়া আমরা সমুদ্রযাত্রা করিলাম। অনুকূল বায়ুভরে সমুদ্রবক্ষে জাহাজ নাচিতে নাচিতে চলিল। এক মাস সমুদ্রবক্ষে বাস করিয়া, আমরা একটি বন্দরে নিরাপদে প্রবেশ করিলাম। সেখানে আসিয়া আমাদের পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিলাম। লাভ আমারই অধিক হইল। আমি এক টাকার দ্রব্য দশ টাকায় বিক্রয় করিলাম। তাহার পর সেই দেশের জিনিষ-পত্র কিনিয়া তাহা দেশে আনিয়া বিক্রয়ের জন্য [illegible]। অনন্তর আমাদের জাহাজ ভাসিল।

সুন্দরী-বধূ লাভ

যখন আমাদের জাহাজ ছাড়িবে, ঠিক সেই সময়ে সমুদ্রতীরে আমি হঠাৎ একটি স্ত্রীলোককে দেখিতে পাইলাম। রমণীটি পরমাসুন্দরী, কিন্তু পরিচ্ছদ দেখিয়া বড় গরীব বলিয়া বোধ হইল। সে আমার করতল চুম্বন করিয়া আমার প্রতি তাহার ভালবাসা জানাইল এবং তাহাকে বিবাহ করিয়া দেশে লইয়া যাইবার জন্য কাতরভাবে অনুরোধ করিতে লাগিল। কাজটি বড় ভাল হইবে না বলিয়াই প্রথমে আমার বিশ্বাস হয়, তাই আমি তাহার প্রস্তাবে প্রথমতঃ কর্ণপাত করিলাম না, কিন্তু অবশেষে যখন কোনরূপে তাহার হাত হইতে এড়াইতে পারিলাম না, তখন তাহাকে সঙ্গে লওয়াই সঙ্গত মনে হইল। অনন্তর মূল্যবান্ পরিচ্ছদে তাহাকে ভূষিতা করিয়া যথাবিধি বিবাহ করিলাম, তাহার পর স্বদেশে যাত্রা করিলাম।

জাহাজ চলিতে লাগিল। দেখিলাম, আমার নব বিবাহিতা পত্নী অশেষ গুণে গুণবতী, যেমন রূপ তেমনই গুণ। আহার রূপ ও গুণে মুগ্ধ হইয়া আমি প্রতিদিন তাহার প্রতি অধিকতর অনুরক্ত হইয়া উঠিলাম। আমার দুই দাদা বাণিজ্যে আমার ন্যায় লাভবান্ হইতে পারেন নাই, আমার উন্নতিতে তাঁহাদের মনে ঈর্ষানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, এমন কি তাঁহারা আমার প্রাণনাশ করিবার জন্য ষড়যন্ত্র পর্য্যন্ত করিলেন। অবশেষে একদিন রাত্রিতে তাঁহারা আমাকে ও আমার স্ত্রীকে জাহাজের উপর হইতে সমুদ্রমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন, তখন আমরা উভয়েই ঘোর নিদ্রায় আচ্ছন্ন।

সমুদ্রে পড়িয়াও কিন্তু আমরা ডুবিলাম না। আমার স্ত্রী একটি পরী, সুতরাং তাহার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল, সেই ক্ষমতাবলেই আমি রক্ষা পাইলাম। আমি জলে পড়িবামাত্র আমার স্ত্রী আমাকে ক্রোড়ে তুলিয়া একটি দ্বীপে লইয়া গেল। দ্বীপে উপস্থিত হইয়া আমার স্ত্রী সহাস্যে বলিল, "দেখ প্রিয়তম, তুমি আমাকে বিবাহ করিয়া প্রীতি-প্রণয় দান করিয়াছ। সেই ভালবাসার প্রতিদানে আমি তোমার প্রাণ বাঁচাইলাম। আমি সত্যই ত আর মানুষ নহি—আমি পরী; তোমাকে দেখিয়াই আমি তোমার রূপে মোহিত হইয়াছিলাম, নতুবা নরলোকের সাধ্য কি আমার অঙ্গস্পর্শ করে। তুমি যেরূপ সদাশয় ব্যক্তি, তাহাতে তোমার উপকার করাই আমার কর্ত্তব্য, ইহাতে কৃতজ্ঞতামাত্র প্রকাশ করা হইয়াছে। যাহা হউক, আমি তোমার দুই দাদার উপর ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়াছি, তাহাদের প্রাণবধ না করিয়া আমি ক্ষান্ত হইব না।"



আমি আমার স্ত্রীকে আমার জীবন দান করায় বহু ধন্যবাদ প্রদান করিলাম। অবশেষে বলিলাম, "তুমি আমার ভ্রাতাদের ক্ষমা না করিলে আমি ছাড়িব না। যদিও তাহারা আমার প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করিয়াছে, কিন্তু আমি তাহাদিগের বিনাশ বাসনা করি না।" আমি দাদাদের জন্য কতখানি স্বার্থত্যাগ করিয়াছি, আমার স্ত্রীকে সে কথাও বলিলাম। কিন্তু আমার কথা শুনিয়া তাঁহারি ক্রোধের বৃদ্ধি হইল। তিনি

... করিয়া কহিলেন, "এরূপ নরপিশাচ কখন ক্ষমার যোগ্য নহে, আমি এই দণ্ডে তাহাদের প্রতি উপযুক্ত দণ্ডবিধান করিব। আমি তাহাদের জাহাজ সমুদ্রে ডুবাইয়া দিব। সমুদ্রগর্ভে তাহাদের জীবন্ত সমাধি হইবে।" আমি তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলাম, "না সুন্দরী, তুমি কখনই এমন নির্দয় ব্যবহার করিতে পার না, তাহারা যে আমার ভাই; মন্দ করিয়াছে বলিয়া আমরা তাহাদের ভাল না করিব কেন?"

পরীর প্রতিশোধ

আমার এই কথা শুনিয়া পরী বড়ই রাগ করিল, তাহার পর আমাকে মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই দ্বীপ হইতে তুলিয়া আমার গৃহের ছাদে আনিয়া ফেলিয়া কোথায় অন্তর্দ্ধান করিল। আমি ছাদ হইতে নামিয়া দ্বার খুলিলাম, তাহার পর গৃহকোণ হইতে আমার সেই গুপ্তধন বাহির করিয়া ফেলিলাম। আবার রীতিমত দোকান করিতে লাগিলাম। আমার বন্ধু-বান্ধব ও সদাগরেরা দীর্ঘকাল পরে আমাকে দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। বাড়ী আসিয়া এই দুইটি কুকুরকে দেখিতে পাইলাম, তাহারা অত্যন্ত কাতরভাবে আমার পদতলে লুটাইয়া পড়িল। প্রথমে আমি ইহার কোন কারণ বুঝিতে পারিলাম না। শেষে আমার পত্নী—সেই পরী সহসা আমার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিল, "প্রিয়তম, এই কুকুর দুইটিকে দেখিয়া অবাক্ হইও না; ইহারা তোমার দুই গুণধর দাদা।" কথা শুনিয়াই আমার চক্ষুস্থির! আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মানুষ হঠাৎ কুকুর হইয়া গেল কিরূপে?" পরী বলিল, "আমি করিয়াছি! আমার একজন ভগিনী ইহাদের জাহাজখানিও ডুবাইয়া দিয়াছে। তোমার অনেক পণ্যদ্রব্য ডুবিয়া গিয়াছে এবং সে জন্য তোমার বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে বটে, কিন্তু তুমি চিন্তা করিও না, অন্য উপায়ে আমি তোমার ক্ষতিপূরণ করিব। তোমার ভ্রাতৃদ্বয় দশ বৎসর কাল এই ভাবে কুকুর-দেহ বহন করিবে, তাহাদের বিশ্বাসঘাতকতার ইহাই দণ্ড!" এই কথা বলিয়া পরী সে স্থান পরিত্যাগ করিল।

দশ বৎসর শেষ হইয়া আসিল, এখন কোথায় আমার সেই স্ত্রী বা তাহার ভগিনী সেই পরীর সন্ধান পাইব, সেই চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, পথিমধ্যে সহসা এই সদাগর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ। দৈত্য মহাশয়, আপনি প্রথম বৃদ্ধের গল্প শুনিয়াছেন, আমার গল্পও শুনিলেন; এখন বলুন দেখি, আমার এই কাহিনী অতি অদ্ভুত কি না?

দৈত্য বলিল, "হাঁ, ইহা অতি আশ্চর্য্য কাহিনী বটে; আচ্ছা, আমি আমার অঙ্গীকার পালন করিলাম, তোমার এই গল্পের জন্য এই সদাগরের এক-তৃতীয়াংশ অপরাধ ক্ষমা করিলাম।"

তৃতীয় বৃদ্ধ এতক্ষণ নীরবে গল্প শুনিতেছিল, সে দৈত্যকে বলিল, "দৈত্যরাজ—এখন আমার গল্পটি শুনিতে হইবে, কিন্তু যদি আমার গল্প সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অদ্ভুত হয়, তবে এই সদাগরের অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ অপরাধও আপনি ক্ষমা করিবেন, অঙ্গীকার করুন।" দৈত্য সেই অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়া তৃতীয় বৃদ্ধের গল্প শুনিতে বসিল। সে গল্প অতি বিচিত্র ও বিস্ময়কর।

শাহারজাদী বলিলেন, জাঁহাপনা অতঃপর তৃতীয় বৃদ্ধ তাঁহার বিস্ময়কর কাহিনী বলিতে লাগিলেন,—

তৃতীয় বৃদ্ধের বিচিত্র কাহিনী

"রাজাধিরাজ দৈত্যকুলপতি! এই ঘোটকী আমার বিবাহিতা পত্নী। কার্য্যগতিকে আমি এক-বৎসর বিদেশে ছিলাম। পর্য্যটন-শেষে এক গভীর রজনীতে আমি গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। পত্নীর শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, আমার যুবতী পত্নী এক কৃষ্ণকায় ক্রীতদাসের সহিত আলিঙ্গন-বদ্ধাবস্থায় রহিয়াছে। তাহারা প্রেমচর্চ্চা করিতে করিতে এমনই বিভোর হইয়াছিল যে, প্রথমতঃ আমার আগমন লক্ষ্য করে নাই। আমি আমার স্ত্রীর ব্যভিচার দর্শনে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছিলাম। কুৎসিতদর্শন

ক্রীতদাসটা যখন আমার স্ত্রীর ফুল্লারবিন্দ তুল্য ওষ্ঠপুটে চুম্বন-রেখা মুদ্রিত করিতেছিল, তখন আমার স্ত্রী ভাবাবেশে অভিভূত হইয়া পড়িতেছিল।

ক্রোধে কম্পিত-কলেবর হইয়া আমি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র, আমার স্ত্রী আমাকে দেখিতে পাইল। সে তখনই তাহার প্রেমিকনাগরের আলিঙ্গন-পাশ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া একটা ঝারি লইয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে আমার দিকে ছুটিয়া আসিল। তারপর ঝারি হইতে মন্ত্রপূত বারি আমার অঙ্গে নিক্ষেপ করিয়া বলিল,—"তুই এখনই কুকুরযোনি প্রাপ্ত হ'।"

মুহূর্ত্ত মধ্যে আমি কুকুরের দেহ প্রাপ্ত হইলাম। তখনই প্রাণভয়ে দৌড়িতে দৌড়িতে রাজপথে উপনীত হইলাম। সারারাত্রি দৌড়িয়া দিবাভাগে আমি এক মাংস বিক্রেতার দোকানে উপস্থিত হইলাম। তথায় ইতস্ততঃ যে অস্থি মাংস পড়িয়াছিল, ক্ষুধার জ্বালায় তাহা চর্ব্বণ করিতে লাগিলাম। মাংসবিক্রেতা আমাকে দেখিতে পাইয়া দয়াপরবশ হইয়া আমাকে তাহার গৃহে লইয়া গেল।

তাহার যুবতী কন্যা আমাকে দেখিয়াই অবগুণ্ঠনে তাহার মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া বলিল,—"বাবা, আপনি পরপুরুষকে বাড়ীর ভিতর আনিলেন কেন?" তাহার পিতা বলিল, "পুরুষ আবার এখানে কে আছে?" কন্যা বলিল, "এই কুকুরটিই ত পরপুরুষ; উঁহার স্ত্রী উঁহাকে মায়াবলে কুকুর করিয়া দিয়াছে। আমি ইঁহাকে মায়ামুক্ত করিতে পারি।" তাহার পিতা এই কথা শুনিয়া বলিল, "বৎসে, আল্লার দোহাই, তুমি ইহাকে মায়ার জাল হইতে মুক্ত কর।"

যুবতী সুন্দরী তখন একপাত্র জল লইয়া তাহা মন্ত্রপূত করিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়া দিয়া বলিল, "আপনি এই দেহ ত্যাগ করিয়া নিজ স্বাভাবিক দেহ প্রাপ্ত হউন!"

আমি পূর্ব্বদেহ প্রাপ্ত হইয়া, তাহার সুকোমল করপল্লব শ্রদ্ধাভরে চুম্বন করিয়া, আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলাম। তারপর বলিলাম,"ভদ্রে, তুমি আমাকে পুনর্জ্জীবন দিলে, এজন্য আমি তোমার কাছে চিরঋণী রহিলাম। এখন দয়া করিয়া তুমি আমার দুষ্টা স্ত্রীকে অন্য পশুমূর্ত্তিতে রূপান্তরিত করিয়া দিলে আমি আরও বাধিত হইব।"

যুবতী আমার হাতে একপাত্র মন্ত্রপূত জল দিয়া বলিল,—"ভদ্র, আপনার স্ত্রী যখন নিদ্রিত থাকিবে, সেই সময় তাহার দেহে এই জল ছড়াইয়া দিয়া তাহাকে যে দেহ ধারণ করিতে বলিবেন, সে তখনই সেই দেহ ধারণ করিবে।" আমি তাহার নির্দ্দেশমত নিদ্রিতা স্ত্রীর দেহে মন্ত্রপূত বারি নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে ঘোটকীরূপে পরিবর্ত্তিত করিয়াছি। এই সেই ঘোটকী।

দৈত্যরাজ সবিস্ময়ে ঘোটকীকে বলিল, "এ কথা সত্য?" ঘোটকী ইঙ্গিতে তাহা স্বীকার করিল। তখন দৈত্যরাজ তাহা শুনিয়া সদাগরকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

গল্প সমাপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ঊষার আলোক প্রাসাদকক্ষে প্রবেশ করিল। তখন দিনারজাদী বলিলেন, "দিদি, তোমার গল্পগুলি অতি চমৎকার। এমন বৈচিত্র্যপূর্ণ গল্প আমি শুনি নাই।" শাহারজাদী বলিলেন, "এ গল্প ত কিছুই নয়। আমি অন্য যে সকল গল্প জানি, তাহা শুনিলে স্তম্ভিত হইবে। সুলতান যদি অনুমতি করেন, তবে অদ্য রজনীতে সে পরমাশ্চর্য্য কাহিনী বলিতে পারি।" বাদশাহ ভাবিলেন, শাহারজাদীর সুন্দর মুখে এই গল্পগুলি অতি চমৎকার! গল্পের আনন্দপ্রদ মদিরার সহিত এই সুন্দরীর রূপের সুধা পূর্ণমাত্রায় উপভোগ না করিয়া ইহাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হইবে না। এইরূপ চিন্তার পর তরুণী শাহারজাদীর কুসুম-পেলব দেহ বুকে চাপিয়া ধরিয়া সুলতান অবশিষ্ট সময় সুখাবেশে যাপন করিলেন; তারপর নির্দ্দিষ্ট সময়ে রাজদরবারে গিয়া কর্ত্তব্যপালন করিলেন। সন্ধ্যাসমাগমে প্রাসাদে আসিয়া, পান-ভোজনান্তে শাহারজাদীর সহিত বিহার করিলেন।

দিনারজাদী মধ্যরাত্রি-শেষে বলিলেন, "দিদি, এইবার তোমার গল্প আরম্ভ কর। সুলতান বোধ হয় ইহাতে আপত্তি করিবেন না। সুলতান এই কাহিনী শুনিবার জন্য এমন উৎসুক হইয়াছিলেন যে, তিনি সহজেই সম্মতি দিলেন। তখন শাহারজাদী কাহিনী আরম্ভ করিলেন।

* * * * *

মৎস্য-জীবীর ও দৈত্যের বিস্ময়কর কাহিনী

অনেক কাল পূর্ব্বে কোন দেশে একজন বৃদ্ধ জেলে বাস করিত। স্ত্রী ও তিন পুত্র লইয়া অতি কষ্টে সে সংসার চালাইত। সে বড় গরীব ছিল, সমুদ্রে জাল ফেলিয়া যে মৎস্য পাইত, তাহাই তাহার পরিবারবর্গের একমাত্র উপজীবিকা ছিল। সকালবেলা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সে চারিবার জাল ফেলিত।

একদিন অতি প্রত্যুষে সে সমুদ্রতীরে গিয়া সমুদ্রজলে জাল ফেলিল। জাল টানিয়া তুলিতে গিয়া বিষম ভারী বোধ হইল। তাহার বোধ হইল,—জালে কোন বড় মাছ পড়িয়াছে। জেলে মনে মনে মহা খুশী হইল। বহুকষ্টে জাল তীরে তুলিয়া জেলে যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার সকল আশা নিমেষমধ্যে শূন্যে বিলীন হইয়া গেল। জেলে দেখিল, জালে যে পদার্থ উঠিয়াছে—তাহা মাছ নহে, একটা গাধার মৃতদেহ। সকাল বেলা জালে গাধার একটা মৃতদেহ উঠিল দেখিয়া তাহার মনে বড় দুঃখ হইল। সে ভাবিল, আজ দিনটি বড় মন্দ, আজ আর কিছুই হইবে না। কিন্তু সহজে কেহ আশা ত্যাগ করে না, সুতরাং জেলে আবার জলে জাল ফেলিল। আবারও জাল ভারী বোধ হইল, সুতরাং মাছ আছে মনে করিয়া খুসী হইয়া সাবধানে জালখানি টানিয়া তীরে তুলিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য,—সেবার একটা ঝোঁড়া উঠিল, কাদা আর বালিতে ঝোড়া পরিপূর্ণ। জেলে সখেদে বলিল, "হা ভাগ্য! আজ অদৃষ্টে বড় দুঃখ আছে দেখিতেছি। আল্লা, এ বুড়ার উপর একটু মেহেরবাণী কর। আমার সংসার-পালনের আর কোন উপায় নাই। জালে যদি কিছু না উঠে ত ছেলেপিলেগুলা সমস্ত দিন অনাহারে থাকিবে। আল্লা, তোমার কোন কাজ আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না, তোমার রাজ্যে ধার্ম্মিক লোক অনাহারে থাকে, যাহারা মহৎ লোক, কেহ তাহাদের নামও জানিতে পারে না, আর যাহারা পাপিষ্ঠ, পৃথিবীর ভারস্বরূপ—তাহাদিগকেই তুমি সুখী কর, তাহাদিগকে অর্থ, সম্পদ, ধনদৌলত সকলই দান কর।"

এইরূপ আক্ষেপ করিয়া জেলে সেই ঝোড়াটা ক্রোধভরে দূরে নিক্ষেপ করিয়া আবার জলে জাল ফেলিল। এবার কতকগুলি প্রস্তরখণ্ড, শামুক, গুগ্‌লি ও বালি উঠিল। এবার জেলের মনস্তাপের আর সীমা রহিল না। সে নামাজ করিবার সময় বলিল, "আল্লা, তুমি জান, আমি চারিবারের অধিক জাল ফেলি না। তিনবার জাল ফেলা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এ তিনবারে কিছুই পাইলাম না। শেষবার যদি কিছু না পাই, তাহা হইলে আমার আজ অনাহারে দিন কাটিবে। হে আল্লা, দয়া কর! এবার আমার জালে কিছু দাও, দোহাই তোমার।"

সমুদ্র-নিমজ্জি কলসী!

নামাজ শেষ করিয়া জেলে আবার জাল ফেলিল। এবারও জাল বড় ভারী। হয় ত কিছু পাওয়া গিয়াছে, আল্লা মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন ভাবিয়া, জেলে সাবধানে জাল টানিয়া তুলিল; কিন্তু দেখিল, জালে একটি চাঁদা মাছও উঠে নাই, তৎপরিবর্ত্তে একটি তামার কলসী উঠিয়াছে। কলসী অত্যন্ত ভারী দেখিয়া জেলে ভাবিল, "আল্লা আমার প্রার্থনায় কর্ণপাত করিয়াছেন, ইহাতে নিশ্চয়ই অনেক টাকা মোহর আছে।" সাবধানে উহা পরীক্ষা করিয়া দেখিল, কলসীর মুখ ঢাকা, ঢাকনির উপর একটি মোহর।

জেলে কলসীটির সকল দিক্ অত্যন্ত মনোযোগের সহিত পরীক্ষা করিয়া দেখিল, নাড়িয়া চাড়িয়া ভিতরে কিছু আছে কি না, তাহা বুঝিতে পারিল না। কলসীর উপর অনেকক্ষণ কাণ পাতিয়া বসিয়া রহিল, কিন্তু কোন শব্দই পাইল না। তখন তাহার বিশ্বাস হইল, ইহাতে নিশ্চয়ই কোন মূল্যবান্ সম্পত্তি আছে। কি আছে, তাহা দেখিবার জন্য জেলে বড় ব্যস্ত হইয়া উঠিল এবং ছুরি বাহির করিয়া ঢাকনীটা খুলিয়া ফেলিল। ঢাকনী খুলিয়া অধোমুখ করিয়া ঝাঁকাইতে লাগিল, কিন্তু ভিতর হইতে কিছুই পড়িল না। তখন সে কলসীটা ফেলিয়া একদৃষ্টে সে দিকে চাহিয়া রহিল। সে দেখিল, অল্পক্ষণের মধ্যেই কলসীর ভিতর হইতে ধূম বাহির হইতেছে, ধূমের পরিমাণ ক্রমে বাড়িয়া উঠিতেছে দেখিয়া জেলে একটু সরিয়া দাঁড়াইল।



ক্রমে সেই ধূম আকাশ স্পর্শ করিল, জল ও স্থল তাহাতে আচ্ছন্ন হইয়া গেল, যেন শীতের প্রভাতের কুয়াশা! এই দৃশ্য দেখিয়া জেলের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। সমস্ত ধূম বাহির হইয়া জমিয়া গেল এবং এক ভীষণাকার দৈত্যে পরিণত হইল।

আকাশ-জোড়া দেহ লইয়া দৈত্য জেলের নিকট দাঁড়াইয়া ঊর্দ্ধমুখে করজোড়ে বলিল, "সলোমন, সলোমন, আমাকে এবার ক্ষমা কর, আমি আর কখন তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিব না।"

জেলে দৈত্যের মুখে এই কথা শুনিয়া সাহস করিয়া বলিল, "হে গর্ব্বিত দৈত্য! তুমি এ কি কথা বলিতেছ! সলোমন ত আজ প্রায় দুই হাজার বৎসর পৃথিবী ত্যাগ করিয়াছেন!" দৈত্য ঘৃণাভরে জেলের দিকে চাহিয়া ভ্রূকুটি করিয়া কহিল, "রে ক্ষুদ্র মানুষ, আমার সঙ্গে ভদ্রভাবে কথা বল।" জেলে বলিল, "তবে কি তোমাকে সর্ব্বনেশে বলিয়া ডাকিব।" দৈত্য আরও রাগ করিল; বলিল, "ফের যদি ছোট মুখে বড় কথা বলিবি, তোর প্রাণবধ করিব।" জেলে বলিল, "তাহা ত করিবেই, লোকের ভাল করিতে নাই, আমি তোমাকে সমুদ্রগর্ভ হইতে উদ্ধার করিলাম, আর এইরূপে তুমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে!" দৈত্য বলিল, "তুই আমাকে সমুদ্রগর্ভ হইতে তুলিয়াছিস্ বটে, তবুও তোর প্রাণবধ করিতেই হইবে। তবে তোর প্রতি একটা অনুগ্রহ দেখাইতে পারি।" জেলে বলিল, "অনুগ্রহটা কিরূপ প্রকাশ করিয়া বলিলে বুঝিতে পারি।"



দৈত্য বলিল, "এইটুকু অনুগ্রহ করিতে পারি যে, তুমি যে ভাবে মরিতে চাহিবে, সেই ভাবেই তোমার মৃত্যু লাভ হইবে, তা জলে ডুবিয়াই মরিতে চাও, আর অগ্নিতেই পুড়িয়া মর কিম্বা আমার একটি চপেটাঘাতেই পঞ্চত্ব-প্রাপ্তির ইচ্ছা কর, যাহা তোমার ইচ্ছা বল।" জেলে বলিল, "তোমার খুব দয়ার শরীর দেখিতেছি, কিন্তু আমি ত তোমার কোন ক্ষতি করি নাই, তবে আমাকে মারিবে কেন।" দৈত্য বলিল, "আমার উপকার করিয়াই ত তোমার নিজের পায়ে কুড়ুল মারিয়াছ, তোমাকে রক্ষা করিবার আমার সাধ্য নাই, তুমি আমার কথা, কেন তাহা শুনিলেই বুঝিতে পারিবে।—হে মূর্খ জেলে,

"ডেবিডের পুত্র সলোমন আমাকে তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতে বলেন, আমি তাঁহাকে অস্বীকার করিলাম। সলোমন আমার অবাধ্যতায় বিরক্ত হইয়া আমাকে শাস্তিদান করিবার জন্য ঐ তামার কলসে আমাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। আমি যাহাতে সেই কলসের ঢাকনী ঠেলিয়া জোর করিয়া বাহির হইতে না পারি, সেই জন্য ঢাকনীর উপর সলোমন ঈশ্বরের নামাঙ্কিত এক মোহর মারিয়া দিলেন। সলোমনের বশীকৃত এক দৈত্য তখন কলসীটা সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করিয়া গেল। আমি সমুদ্রে পড়িয়া রহিলাম।

"আমাকে কেহই তুলিল না, কলসে আবদ্ধ হইয়া আমার বড় কষ্ট হইতে লাগিল। তখন আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম, এক শত বৎসরের মধ্যে যে আমাকে তুলিবে, আমি তাহাকে মহা ধনবান্ করিয়া দিব। সময় কাটিতে লাগিল, একশত বৎসরের মধ্যে কেহই আমাকে তুলিল না। দ্বিতীয় শত বৎসর আরম্ভ হইল, আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম, এই একশত বৎসরের মধ্যে যে আমাকে তুলিবে, আমি তাহাকে পৃথিবীর সমস্ত গুপ্তধনের সন্ধান বলিয়া দিব। কিন্তু তথাপি আমার সৌভাগ্যোদয় হইল না, কেহ আমাকে তুলিল না। এক ভাবেই আমি সমুদ্রগর্ভে পড়িয়া রহিলাম।

"তৃতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভ কালে আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম, যে আমার উদ্ধার করিবে, পৃথিবীতে তাহাকে আমি অতি শক্তিশালী সম্রাট করিব, সর্ব্বক্ষণ তাহার নিকট বাস করিব। প্রত্যহ তাহার তিনটি অনুরোধ রক্ষা করিব। কিন্তু কেহ আমাকে তুলিল না, সমুদ্রগর্ভে পড়িয়াই সে শত বৎসর কাটিয়া গেল। রাগ করিয়া তখন আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম, অতঃপর যে কেহ আমাকে সমুদ্র হইতে তুলিবে, আমি তাহারই প্রাণবিনাশ করিব, তবে এইটুকু অনুগ্রহ করিব যে, সে যে প্রণালীতে মরিতে চাহিবে, সেইরূপেই তাহাকে মরিতে দেওয়া হইবে। এতকাল পরে তুমি আমাকে উদ্ধার করিয়াছ—বল কি ভাবে মরিতে চাও। আমি শীঘ্রই প্রতিজ্ঞা পালন করিব।"

জেলে দৈত্যের কথা শুনিয়া বিষণ্ণ ভাবে চিন্তা করিতে লাগিল। শেষে বলিল, "আমার দুর্ভাগ্য যে আমি এমন একটা অকৃতজ্ঞ জানোয়ারের হাতে পড়িলাম। তুমি এই অন্যায় প্রতিজ্ঞা পালন না করিলে কোন ক্ষতি হইবে না, হে দৈত্যবর, আমাকে মাপ কর, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া যাই, আল্লা তোমার মঙ্গল করিবেন।"

দৈত্য মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, না, ও সকল কথা খাটিবে না, শীঘ্র বল কিরূপে মরিতে চাও।" জেলে অনেক যুক্তি দেখাইল, অনেক অনুরোধ করিল, দৈত্যের দয়া উদ্রেকের জন্য বিস্তর চেষ্টা করিল, কিন্তু সকলই নিষ্ফল হইল। দৈত্যের সেই এক কথা—এক গোঁ।

বিপদে পড়িলেই মানুষের বুদ্ধি বাড়ে। জেলের মাথায় চাঁ করিয়া একটা মতলব আসিল। জেলে বলিল,— "যখন তুমি কিছুতেই ছাড়িবে না, তখন আমাকে মরিতেই হইবে; কিন্তু সলোমনের মোহরের দিব্য, আমার দিব্য, সত্য করিয়া আমার একটা কথার জবাব দাও।" দৈত্য দেখিল, এত কঠিন দিব্যতে মিথ্যা বলা চলিবে না, সে গর্জ্জন করিয়া বলিল, "শীঘ্র বল, আমি বেশী বিলম্ব করিতে পারি না।"

জেলে বলিল, "তুমি যে আমাকে মারিতে চাহিতেছ, তাহার কারণ কি?—আমি তোমাকে সমুদ্রগর্ভ

হইতে তুলিয়াছি, এই জন্য ত ? কিন্তু তুমি আমাকে বধ করিবার আগে আমার জানিবার দরকার যে, সত্যই তুমি এই কলসে ছিলে, তুমি আল্লার দিব্য করিয়া এ কথা বলিতে পার ?"

দৈত্য বলিল, "আমি আল্লার দিব্য করিয়া বলিতেছি, আমি এই কলসেই ছিলাম।"

দ্ধিচাতুর্য্যে রাট দৈত্য বন্দী !

জেলে বলিল, "আমি ও কথা বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না, তোমার প্রমাণ কি ?—প্রমাণ দ্বারা [illegible] না জন্মাইয়া তুমি আমাকে মারিতে পারিবে না। এই কলসে তোমার একখানা পা ঢুকিতে পারে না, আর তুমি বিকটাকার দৈত্য হইয়া উহার মধ্যে ছিলে, ইহা না দেখিলে কে বিশ্বাস করিবে ?"

জেলের এই কথা শুনিয়া দৈত্যদেহ ক্রমে ধূমপুঞ্জে পরিণত হইল। ক্রমে সে ধূমে জল স্থল আচ্ছন্ন হইয়া গেল, তাহাতে আকাশ ও পৃথিবী পরিপূর্ণ হইল ; অবশেষে সেই ধূম ঘনীভূত হইয়া কলসের মধ্যে প্রবেশ করিল, আর কিছুই বাহিরে থাকিল না। দৈত্য এইরূপে কলসে প্রবেশ পূর্ব্বক বলিল,"রে অবিশ্বাসী নর ! দেখ্ দেখ্ আমার দেহ এই কলসে আঁটিতে পারে কি না ?" জেলে এ কথার উত্তর না দিয়া, কলসের মুখের ঢাকাখানি তুলিয়া তাড়াতাড়ি কলস ঢাকিয়া ফেলিল। তাহার পর বলিল,"রে দুর্ব্বৃত্ত দৈত্য ! আমি তোর উপকার করিয়াছিলাম, সমুদ্রগর্ভ হইতে তোকে উদ্ধার করিয়াছিলাম, প্রত্যুপকারস্বরূপ তুই আমার প্রাণবধের জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলি। আমি তোকে এবার সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিব, কেবল সমুদ্রেই ফেলিয়া ক্ষান্ত হইব না ; এখানে এক ঘর প্রস্তুত করিয়া বাস করিব, আর যে সকল জেলে এখানে মাছ ধরিতে আসিবে, তাহাদের সাবধান করিয়া দিব, যেন তোর মত কৃতঘ্ন পামরকে জালে টানিয়া না তোলে, যে তোর উপকার করিবে, তাহারই প্রাণনষ্ট করিবি !"

দৈত্য জেলের কথা শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, কলসীর বাহিরে আসিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু ঈশ্বরের নামাঙ্কিত সলোমনের মোহর কলসের মুখে থাকায় সে ঢাকনী ঠেলিয়া উঠিতে পারিল না। তখন সে ক্রোধ গোপন করিয়া বলিল, "জেলে ভাই, আমি ঠাট্টা করিতেছিলাম, ভাই, তুমি সত্য ভাবিলে, তুমি কি বোকা ! এখন কলসীর মুখ খোল, আমি বাহিরে যাই।" জেলে বলিল, "এখন আমার কায়দার মধ্যে আসিয়াছ বলিয়াই নরম হইয়া গিয়াছ ! এই একটু আগে কি সুর বাহির করিয়াছিলে, তাহা আমার মনে আছে। মানুষ হইলেও আমি এতই নির্ব্বোধ নই যে, তোমার মতলব বুঝিতে পারি না। আমার চৈতন্য হইয়াছে, তোমাকে এখন সমুদ্রের নীচে ফেলিয়া আমি নিশ্চিন্ত হই।"

অবশেষে দৈত্য বলিল, "আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, এবার যদি তুমি আমাকে মুক্তিদান কর, তবে আর তোমার প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিব না, তুমি এই উপকারের জন্য যথেষ্ট পুরস্কার পাইবে।"

জেলে বলিল, "তোমার মত নিমকহারামকে বিশ্বাস করাও নিরাপদ নহে। তোমাকে মুক্তিদান করিলেই গ্রীকদের রাজা, ডুবান হকিমের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিল, তাহাই করিবে। কি হইয়াছিল শোন,—

গ্রীক-রাজ ও ডুবান হকিম

পারস্যের অন্তর্গত রুম দেশে, যুনান্ নামে এক রাজা ছিলেন। এককালে তাঁহার অনেক গ্রীক প্রজা ছিল। রাজা কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইয়া অনেক দিন হইতে বড় কষ্ট পাইতেছিলেন। চিকিৎসকরা বিস্তর চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে রোগমুক্ত করিতে পারিলেন না ; অবশেষে একজন সুদক্ষ, বিচক্ষণ, বহুদর্শী ও বহু ভাষাবিদ্ হকিম রাজসভায় আগমন করিলেন। হকিমের নাম ডুবান।

হকিম রাজার রোগ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "মহারাজ কুষ্ঠ, আরোগ্য করিব, এজন্য আপনাকে কোন ঔষধ সেবন করিতে কিম্বা মালিস করিতে হইবে না।" রাজা বলিলেন, "তাহা যদি তুমি পার, তবে আমি

তোমাকে প্রচুর অর্থ দান করিব। তোমাকে আমার সর্ব্বপ্রধান প্রিয়পাত্ররূপে গণ্য করিব, কিন্তু তুমি কোন ঔষধ সেবন করাইতে বা মালিশ করিতে পারিবে না—কেমন এই ত তোমার কথা ?" ডুবান বলিলেন, "হাঁ মহারাজ। কাল আমি চিকিৎসা আরম্ভ করিব।"

অভিনব চিকিৎসা সুকৌশল।

ডুবান গৃহে আসিয়া একখানা ফাঁপা হাতলবিশিষ্ট একটি ব্যাট ও একটি বল প্রস্তুত করিলেন, এবং যথাকালে রাজার সমীপস্থ হইয়া তাহা রাজচরণে স্থাপন পূর্ব্বক ভূমিস্পর্শ করিয়া রাজাকে সেলাম করিলেন। তাহার পর রাজাকে বলিলেন, "তিনি যেখানে বল খেলিতেন, সেখানে তাঁহাকে অশ্বারোহণে যাইতে হইবে।" রাজা চিকিৎসকের কথায় অশ্বারোহণে ক্রীড়াস্থলে উপস্থিত হইলে, ডুবান রাজার হস্তে ব্যাটবল দিয়া বলিলেন,—"যতক্ষণ না যথেষ্ট ঘাম হয়, ততক্ষণ এই ব্যাটবল লইয়া ব্যায়াম করুন। এই ব্যাটের হাতলের মধ্যে ঔষধ আছে। আপনার হাতের সংঘর্ষণে ব্যাটের হাতল গরম হইয়া সেই ঔষধ আপনার চর্ম্মের ভিতর দিয়া দেহে প্রবেশ করিবে। তাহার পর আপনি ব্যায়াম বন্ধ রাখিতে পারেন। প্রাসাদে ফিরিয়া আপনাকে স্নান করিতে হইবে, সর্ব্বশরীর উত্তমরূপে মার্জ্জনা করিতে হইবে, তাহার পর আপনি শয়ন করিবেন, দেখিবেন পীড়া আরোগ্য হইয়া গিয়াছে।"

রাজা চিকিৎসকের পরামর্শানুসারে ব্যায়াম করিয়া, তাঁহার উপদেশ যথানির্দ্দিষ্টরূপে পালন করিয়া, এক দিনেই রোগমুক্ত হইলেন। তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। তাঁহার রোগমুক্তির সংবাদে তাঁহার প্রজাবর্গ ও অমাত্যগণ সকলেই মহা আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

চিকিৎসক ডুবান পরদিন রাজার চরণ বন্দনা করিয়া দণ্ডায়মান হইলে রাজা পরম সমাদরে তাঁহার নিজের পাশে উপবেশন করাইলেন। প্রকাশ্য ভাবে তাঁহার গুণগান করিলেন। বিবিধ প্রকারে তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিলেন ; তাহার পর রাজপ্রাসাদে একদিন ভোজের আয়োজন হইল, সে দিন রাজা ডুবানকে সঙ্গে লইয়া একত্র আহার করিলেন। তাঁহাকে বহুমূল্য পুরস্কারে ভূষিত করিলেন। তাঁহার কৃতজ্ঞতা দেখিয়া ডুবান যৎপরোনাস্তি সুখী হইলেন, তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না।

রাজার উজীর লোকটি প্রতারক, প্রবঞ্চক, চরিত্রহীন এবং সর্ব্বপ্রকার নীচকর্ম্মাসক্ত। রাজা চিকিৎসককে যে ভাবে সম্মানিত করিলেন, তাহা দেখিয়া উজীরের হৃদয়ে ঈর্ষানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, তিনি রাজার মনে চিকিৎসকের প্রতি বিদ্বেষ ও অশ্রদ্ধা জন্মাইবার জন্ত নানাবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অবশেষে গোপনে একদিন রাজাকে বলিলেন, "ধর্ম্মাবতার, এরূপ অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তিকে এতখানি বিশ্বাস করা রাজার পক্ষে অসঙ্গত কার্য্য। ডুবান আপনার রোগ দূর করিয়া আপনার বিশ্বাসভাজন হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার গুপ্ত অভিসন্ধি মহারাজের সুবিদিত নহে, আপনাকে বধ করিবার জন্তই লোকটা আপনাকে রোগ হইতে মুক্ত করিয়াছে।" রাজা বলিলেন, "আমাকে তুমি এমন কথা বলিতে সাহস করিতেছ ? মনে রাখিও, কাহাকে তুমি এ সকল কথা বলিতেছ, এমন অন্যায় কথা আমি কিরূপে বিশ্বাস করি ; আমাকে যদি বধ করাই তাঁহার অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে তিনি আমাকে কঠিন রোগ হইতে মুক্ত করিলেন কেন ?" উজীর বলিলেন, "জাঁহাপনা, আমি যে সংবাদ পাইয়াছি, কর্ত্তব্যবোধে তাহাই আপনার নিকট প্রকাশ করিলাম, আমার এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। লোকটাকে আপনি এত অধিক বিশ্বাস করিবেন না, আপনার লোকদিগের এখনও তাহা দেখা উচিত। ডুবান হকিম গ্রীস দেশ হইতে আপনাকে বধ করিবার অভিপ্রায়ে এত দূর আসিয়াছে।"

উজীরের ভীষণ ষড়যন্ত্র

রাজা বলিলেন, "না উজীর, তুমি যাঁহাকে বিশ্বাসঘাতক ও প্রবঞ্চক বলিয়া মনে করিতেছ, আমি তাঁহাকে বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, লোকটি প্রকৃত ধার্ম্মিক, বিশ্বাসী ও মহদাশয় ব্যক্তি।

দেখিলেন, গহনবনে তাঁহার পথ হারাইয়া গিয়াছে, অনেক চেষ্টা করিয়াও পথ দেখিতে পাইলেন না। সহসা দেখিলেন, বনমধ্যে একটি সুন্দরী যুবতী অবনত মস্তকে রোদন করিতেছে। রাজপুত্র অশ্বগতি সংযত করিয়া সেই রমণীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন, তাহাও বলিলেন। স্ত্রীলোকটি বলিল, "আমি কোন ভারতীয় রাজার কন্যা। আমি অশ্বারোহণে চলিতে চলিতে নিদ্রাতুরা হইয়া পড়ি, সেই অবস্থায় আমার ঘোড়ার পিঠ হইতে পড়িয়া যাই, ঘোড়া আমাকে ফেলিয়া পলায়ন করিয়াছে। ঘোড়া যে এখন কোথায়, তাহা আমি জানি না।" রাজপুত্র তাহাকে নিজের ঘোড়ার উপর তাঁহার পৃষ্ঠভাগে চড়াইয়া লইয়া চলিলেন।

ায়াবিনীর
াহন-ফাঁদ

একটা প্রাচীন ভগ্ন অট্টালিকার নিকটে আসিয়া রমণী নামিতে চাহিল। তাহাকে অশ্ব হইতে নামাইয়া রাজপুত্র স্বয়ং অবতরণ করিলেন এবং অশ্বের বল্গা ধরিয়া অট্টালিকার দিকে অগ্রসর হইলেন। কিয়দ্দূর গিয়াই তিনি সবিস্ময়ে শুনিলেন, কে একজন কোথা হইতে বলিতেছে, "বাছা সকল, আনন্দ প্রকাশ কর, আমি তোমাদের জন্য একটি হৃষ্টপুষ্ট যুবককে আনিয়াছি।" এই কথা শুনিয়া একসঙ্গে অনেকে বলিল, "কোথায় মা, কোথায়? আমরা তাহাকে খাইয়া বাঁচি, ক্ষুধার যাতনা আর সহ্য হয় না।"

রাজপুত্র বুঝিলেন, তিনি মহাবিপদের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছেন। এই স্ত্রীলোকটি রাজকন্যা বলিয়া পরিচয় দিল বটে, কিন্তু সে নরমাংসলোলুপা রাক্ষসী ভিন্ন আর কিছুই নহে, যাদুবিদ্যাবলে সে রাজকন্যার মূর্ত্তি ধরিয়া জঙ্গলে বসিয়া শিকারের চেষ্টাতেই ছিল। মায়াবিনীরা এই ভাবেই অসহায় পথিকগণের প্রাণবধ করে। এই সকল কথা ভাবিয়া রাজপুত্র ভয়ে থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। রাজপুত্র আর অগ্রসর না হইয়া তৎক্ষণাৎ অশ্বে আরোহণ করিলেন।

সেই মায়াবিনী রাক্ষসী তখন রাজপুত্রের সম্মুখে আসিয়া মধুরবচনে বলিল, "তুমি কে, আমার কাছে পরিচয় দাও, তোমার কোন ভয় নাই, বল, তুমি কি জন্য এ মহাবনে প্রবেশ করিয়াছ?"

রাজপুত্র বলিলেন, "মৃগয়া করিতে আসিয়া পথ হারাইয়া আমি পথের চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছি।" রাক্ষসী বলিল, "যদি পথ হারাইয়া থাক ভগবান্‌কে ডাক, তিনিই তোমাকে পথ দেখাইয়া দিবেন; এ বিপদ হইতে উদ্ধার করিবেন।"

রাজপুত্র ভাবিলেন, ইহা রাক্ষসীর ছলনামাত্র, কিন্তু তিনি তাহার উপদেশ অগ্রাহ্য করিলেন না। উভয় হস্ত ঊর্দ্ধে তুলিয়া করযোড়ে সেই সর্ব্বান্তর্য্যামী আল্লাকে ডাকিয়া বলিলেন, "হে সর্ব্বশক্তিমান প্রভু, আমাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার কর।" এই প্রার্থনা শুনিবামাত্র রাক্ষসী তাহার অট্টালিকায় প্রবেশ করিল, রাজপুত্রও ঘোড়া ছুটাইয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন এবং শীঘ্রই পথ পাইয়া যথাসময়ে প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন। তাহার পর—তাঁহার পিতার নিকট প্রকাশ করিলেন, উজীরের দোষেই তাঁহাকে এত কষ্ট পাইতে হইয়াছে। রাজা উজীরের প্রতি অত্যন্ত কুপিত হইয়া তাঁহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিলেন।

জীরের
রোচনা

রুম-রাজকে তাঁহার উজীর বলিলেন, "ধর্ম্মাবতার, ডুবানের উপর আপনার অসীম বিশ্বাস, যদি আপনার এই বিশ্বাস দূর না হয়, তাহা হইলে আপনার মঙ্গল নাই, সে এক জন গোয়েন্দামাত্র, শত্রু কর্তৃক আপনার প্রাণনাশের জন্য প্রেরিত হইয়াছে। সে আপনার পীড়া আরোগ্য করিয়াছে বলিতেছেন, কিন্তু তাহার প্রমাণ কোথায়? হয় ত ইহা বাহ্য উপশম মাত্র, ভিতরে রোগ প্রবল আছে। আর এই বাহ্য উপশমই যে কালে অতি শোচনীয় ফল প্রদান করিবে না, তাহাই বা কে বলিল?"

গ্রীকরাজা লোকটি স্বভাবতঃই কিছু দুর্ব্বল প্রকৃতির। উজীরের দুরভিসন্ধি বুঝিয়াও বুঝিলেন না, ক্রমাগত উজীরের কু-পরামর্শ শুনিয়া তাঁহার সংকল্প বিচলিত হইল। তিনি অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "উজীর, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা সত্য বলিয়াই মনে হইতেছে বটে। আমার জীবন নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে ডুবানের এখানে আগমন করা অসম্ভব নহে, হয় ত কোন দিন কোন ঔষধের আঘ্রাণ দ্বারাই আমার প্রাণ নষ্ট করিবে। কি করা এখন কর্ত্তব্য, তাহা স্থির করিতে হইবে।"

ষড়যন্ত্র সফল

উজীর রাজার মতপরিবর্ত্তনে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বলিল, "এ বিপদ হইতে উদ্ধারের একমাত্র উপায় আছে, অবিলম্বে ডুবানের মুণ্ডচ্ছেদনের আদেশ প্রদান করুন।"—রাজার আদেশে কর্ম্মচারিগণ ডুবানকে তাঁহার নিকট উপস্থিত করিল। ডুবান রাজার নিকট উপস্থিত হইলে রাজা বলিলেন, "হকিম, তোমার এ রাজ্যে আসিবার উদ্দেশ্য বুঝিয়াছি, তোমার ষড়যন্ত্রের হস্ত হইতে মুক্তিলাভের জন্য আমি আদেশ করিতেছি, ঘাতক এই দণ্ডে তোমার শিরশ্ছেদন করিবে।"

ডুবান একবারে আকাশ হইতে পড়িলেন, তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না, কিন্তু তিনি বুঝিলেন, অব্যবস্থিত ব্যক্তির অনুগ্রহ অতি ভয়ঙ্কর পদার্থ! রাজা তাঁহাকে গৌরবের সপ্তমস্বর্গে তুলিয়াছিলেন, আবার তিনিই আজ সহসা বিনা কারণে তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিলেন। তথাপি তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, আমার অপরাধ কি?"—রাজা বলিলেন, "আমি জানিতে পারিয়াছি, তুমি শত্রুপক্ষের গুপ্তচর, আমার প্রাণবিনাশের জন্য প্রেরিত হইয়াছ, প্রথমে তুমি আমার পীড়া আরোগ্য করিয়া আমার বিশ্বাসভাজন হইয়াছ, এখন একদিন আমার প্রাণনষ্ট করিবে। যাহাতে তাহা না করিতে পার, সে জন্য তোমার প্রাণবধের আদেশ প্রদান করিয়াছি। ঘাতকগণ অবিলম্বে আমার আদেশ পালন করিবে।"

হকিম রাজার কথায় বুঝিতে পারিলেন, ঈর্ষাকুল ব্যক্তির চক্রান্তেই তাঁহার প্রতি এ আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। দুর্ব্বলচিত্ত রাজা তাহাদিগের বশীভূত, সহজেই তাহাদিগের দুরভিসন্ধিতে মুগ্ধ হইয়াছেন। রাজার রোগ আরোগ্য করিয়া হকিম মনে মনে অনুতাপ করিতে লাগিলেন; অবশেষে রাজাকে বলিলেন, "মহারাজ, এই কি বিচার? আমি আপনাকে উৎকট ব্যাধির হস্ত হইতে মুক্ত করিলাম, আর আপনি প্রত্যুপকারস্বরূপ অনায়াসে আমাকে ঘাতকের হস্তে সমর্পণ করিতেছেন। মহারাজ, প্রসন্ন হউন, আপনি আমাকে জীবনদান করিলে পরমেশ্বর আপনাকে দীর্ঘজীবী করিবেন।"

জেলে দৈত্যকে বলিল,—"গ্রীক্‌রাজ হকিম ডুবানের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিলেন, তুমিও আমার প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলে। যাহা হউক, শেষে কি হইল, তাহা তোমাকে বলি।

উপকারের প্রতিশোধ

রাজা হকিমের কথায় কর্ণপাত মাত্র করিলেন না, বলিলেন, 'তোমাকে দণ্ডভোগ করিতেই হইবে, তোমার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে, সে আদেশ আমি পরিবর্ত্তন করিব না। আমি জানি, তুমি যেমন অদ্ভুত উপায়ে আমার ব্যাধি আরোগ্য করিয়াছ, তাহা অপেক্ষাও অদ্ভুত উপায়ে আমার প্রাণনষ্ট করিবে।'

ঘাতক ডুবানের চক্ষু বস্ত্রাবৃত করিয়া তাহার মস্তকে অসি প্রহার করিবে, এমন সময় ডুবান রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আমার প্রতি যখন কোন মতেই অনুগ্রহ প্রদর্শন করিলেন না, তখন আমাকে কিছুদিনের জন্য বিদায়দান করুন। আমি আমার পরিবারবর্গের নিকট [illegible] বিদায় লইয়া আসি, আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ারও বন্দোবস্ত করিতে হইবে। আমার কতকগুলি অতি উৎকৃষ্ট পুস্তক আছে, কোন ব্যক্তি দেখিয়া তাহা দান করিয়া আসিব। [illegible]

তাহা আমি মহারাজকে উপহার প্রদান করিব বলিয়া সযত্নে রাখিয়াছি—সেখানিও আমাকে আনিতে হইবে।" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেখানি কি পুস্তক যে এত মূল্যবান্ বলিতেছ ?"—ডুবান বলিলেন, "মহারাজ, সে পুস্তকে অনেক অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ আছে, তাহার মধ্যে একটি ব্যাপারের কথা বলি। যখন আমার শিরশ্ছেদন হইবে, সেই সময়ে মহারাজ যদি ঐ পুস্তকের ষষ্ঠ পৃষ্ঠা খুলিয়া তৃতীয় ছত্র পাঠ করেন, তাহা হইলে মহারাজ যে কোন প্রশ্ন করিবেন, আমার ছিন্ন-মুণ্ড তাহার উত্তর প্রদান করিবে।"—রাজা এই পুস্তকখানি লাভের জন্য এত উৎসুক হইয়াছিলেন যে, তিনি ডুবানের প্রাণবধের আজ্ঞা সে দিনের জন্য রহিত করিয়া গৃহ হইতে সেই বিচিত্র পুস্তকখানি আনিবার জন্য তাঁহাকে আদেশ করিলেন।

ডুবান যথাসময়ে পুস্তক লইয়া রাজসভায় প্রত্যাগমন করিলেন। রাজাকে বলিলেন, "মহারাজ, এই পুস্তক গ্রহণ করুন, কিন্তু এখনও বলিতেছি, আমি নিরপরাধ, আমাকে মুক্তিদান করুন।" রাজা বলিলেন, "তাও কি হয় ? যদি তোমার কোন অপরাধ না-ও থাকে, তথাপি তোমার কথা কতদূর সত্য, তোমার পুস্তক সত্যই অসাধারণ গুণ-সম্পন্ন কি না, তাহা পরীক্ষার জন্যও তোমার শিরশ্ছেদন আবশ্যক।"—রাজার আদেশে ডুবানের শিরশ্ছেদন করা হইল। রক্তাক্ত ছিন্নমুণ্ড কথা কহিল ;—বলিল, "মহারাজ, ইচ্ছা করিলে এখন পুস্তক খুলিতে পারেন।" রাজা এই কথা শুনিয়া মহা আগ্রহভরে পুস্তক খুলিলেন, কিন্তু দেখিলেন, প্রথম পৃষ্ঠা দ্বিতীয়ের সহিত যোড়া লাগিয়া রহিয়াছে। রাজা অঙ্গুলীতে জিহ্বা সংযোগ করিয়া সেই পৃষ্ঠা খুলিলেন, কিন্তু কোনই লেখা দেখিতে পাইলেন না। রাজা আবার অঙ্গুলীতে লালা সংযোগ করিয়া পরপৃষ্ঠা খুলিলেন, কিন্তু কোনই লেখা দেখিতে



পাইলেন না, পুস্তকখানি একখানি সাদা খাতা। রাজা অসহিষ্ণুভাবে বলিলেন, "কই হে হকিম, পুস্তকে কোন লেখা দেখিতেছি না কেন?" কাটামুণ্ড বলিল, "ষষ্ঠ পৃষ্ঠা খুলুন, আপনার কৌতূহল চরিতার্থ হইবে।"—রাজা পুনর্ব্বার অঙ্গুলীতে লালা সংযোগ করিতে করিতে ষষ্ঠ পৃষ্ঠা খুলিলেন, কিন্তু ইতিমধ্যেই তাঁহার মস্তক ঘুরিতে লাগিল, তিনি চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন, তাহার পর সবেগে সিংহাসন হইতে ভূপতিত হইলেন। রাজা জানিতেন না যে, দুবান তাঁহার কৃতঘ্নতার প্রতিফলদানের জন্য অতি উৎকট বিষ প্রত্যেক পৃষ্ঠায় সঞ্চিত রাখিয়াছিলেন, অঙ্গুলীসাহায্যে সেই বিষ লালা স্পর্শ হওয়ায় তাহা অচিরকালের মধ্যে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জর্জ্জরিত করিয়া ফেলিল। তখন কাটামুণ্ড গর্জ্জন করিয়া বলিল,—"রে পাষণ্ড, নরপিশাচ, নিরপরাধ ব্যক্তির প্রাণদণ্ড করিবার ফল স্বয়ং ভোগ কর্। পরমেশ্বর আছেন, তিনি অত্যাচারীকে এই ভাবে দণ্ডদান করিয়া থাকেন।" কাটামুণ্ড নীরব হইল, রাজার প্রাণও তাঁহার দেহপিঞ্জর পরিত্যাগ করিল। চতুর্দ্দিকে মহা হাহাকার পড়িয়া গেল।

গল্প শেষ করিয়া জেলে বলিল, "হে দৈত্য, তুমি বুঝিতেছ, তোমাকে পুনর্ব্বার নিষ্কৃতিদান করিলে আর আমার জীবনের আশা নাই, অতএব আমি আর তোমাকে ঐ কলস হইতে বাহির করিব না, এখনই পদাঘাতে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিয়া পৃথিবীর লোককে তোমার মত দুরাচারের হস্ত হইতে রক্ষা করিব।"

দৈত্য সবিনয়ে বলিল, "জেলে ভাই, তুমি অতি সজ্জন, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, যদি তুমি আমাকে মুক্তিদান কর, তাহা হইলে তোমাকে আমি শীঘ্রই বড়লোক করিয়া দিব, তোমাকে আর জাল টানিয়া কষ্টে সংসারপালন করিতে হইবে না।"

জেলে এই কথা শুনিয়া অনেকক্ষণ কি ভাবিল, তাহার পর বলিল,—"আল্লার শপথ করিয়া বল, তুমি কলসী হইতে বাহির হইয়া আমার কোন ক্ষতি করিবে না, আমি যাহাতে ধনবান্ হইতে পারি, তাহা করিবে।" দৈত্য সেই প্রতিজ্ঞা করিলে জেলে সেই কলসীর ঢাকনী উঠাইয়া ফেলিল। মুক্তমুখ কলস হইতে পুঞ্জীভূত ধূম নির্গত হইতে লাগিল, তাহার পর কয়েক মুহূর্ত্ত মধ্যে দৈত্যের ভীষণ আকার জেলের সম্মুখে সুপ্রকাশিত হইল, দৈত্য প্রথমেই কলসটা পদাঘাত করিয়া সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিল দেখিয়া, জেলের মনে ভয়ঙ্কর আতঙ্ক জন্মিল। তাহার মনে হইল, দৈত্যটা এখনই হয় ত তাহার প্রাণসংহার করিবে, তাই সে সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "হে দৈত্যরাজ, তোমার এ কিরূপ বিবেচনা! তুমি এখনই যে প্রতিজ্ঞা করিলে, তাহা এই মুহূর্ত্তেই ভঙ্গ করিবার অভিপ্রায় করিয়াছ?"

দৈত্যের প্রতিজ্ঞা

জেলের ভয় দেখিয়া দৈত্য হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, "না হে তোমার কোন ভয় নাই, আমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা পালন করিব। তোমার জাল লইয়া আমার সঙ্গে এস।"—জেলে জাল ঘাড়ে লইয়া দৈত্যের অনুসরণ করিল। অনেক দূর ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে তাহারা একটি হ্রদের কূলে আসিয়া উপস্থিত হইল। দৈত্য জেলেকে বলিল, "তুমি এই হ্রদে জাল ফেল।" সুদৃশ্য হ্রদ দেখিয়া জেলের মনে বড় আনন্দের সঞ্চার হইল; কারণ, সে বুঝিল, এই বৃহৎ হ্রদে নিশ্চয়ই অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে মাছ আছে। জেলে জাল ফেলিয়া অতি অল্পকাল পরে তাহা টানিয়া তীরে তুলিল, দেখিল, জালে সত্যই মাছ উঠিয়াছে, কিন্তু মৎস্যের সংখ্যা মাত্র চারিটি; চারিটিই সম্পূর্ণ বিভিন্ন বর্ণের মৎস্য—একটি সাদা, একটি লাল, একটি নীল, আর একটি পীতবর্ণ। জেলে দীর্ঘকাল হইতে এই ব্যবসায় করিতেছে, সে অনেক জাতীয় মৎস্য ধরিয়াছে, কিন্তু এমন অদ্ভুত মাছ আর কখন তাহার দৃষ্টিপথে পড়ে নাই। দৈত্য জেলেকে বলিল, "এই মাছ লইয়া তুমি রাজবাড়ী

সৌভাগ্যের পথে

যাও, সেখানে সুলতানকে এই সকল মাছ প্রদান করিলে তিনি খুসী হইয়া তোমাকে এত টাকা দিবেন যে, জীবনে কখন এত টাকা তুমি একত্র দেখ নাই। তুমি প্রতিদিন এই হ্রদের ধারে আসিয়া মাছ ধরিতে পার, কিন্তু সাবধান, লোভে পড়িয়া কোন দিন এক বারের অধিক জাল ফেলিও না ; যদি ফেল, তোমার ভয়ঙ্কর বিপদ ঘটিবে। যদি ভাল চাও আমার উপদেশ অগ্রাহ্য করিও না।" জেলে দৈত্যের উপদেশ পালনে অঙ্গীকার করিয়া, মৎস্যচতুষ্টয় লইয়া মহানন্দে রাজপ্রাসাদাভিমুখে অগ্রসর হইল।

জেলে মাছ লইয়া সুলতানের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, সুলতান সেই মৎস্যচতুষ্টয়ের আকার ও বর্ণগৌরব নিরীক্ষণ করিয়া মোহিত হইলেন। মৎস্যের অনেক প্রশংসা করিয়া উৎকৃষ্ট পাচিকা দ্বারা তাহা রন্ধন করাইবার জন্য উজীরের হস্তে সমর্পণ করিলেন। অনন্তর সুলতান জেলেকে পুরস্কারদানের আদেশ করিলেন। সুলতানের আদেশে প্রত্যেক মৎস্যের জন্য এক শত করিয়া স্বর্ণমুদ্রা হিসাবে চারিশত স্বর্ণমুদ্রা লাভ করিয়া জেলে মহানন্দে গৃহে প্রস্থান করিল। আজ সে জীবন সফল মনে করিল।

মৎস্যচতুষ্টয় রন্ধনের জন্য সুলতানের অন্তঃপুরে প্রেরিত হইল। সুনিপুণা পাচিকা তাহা রন্ধনে প্রবৃত্ত হইল। পাচিকা উনানে তৈল চড়াইয়া তাহার উপর মাছ ছাড়িয়া দিল। এক দিক্ ভাজা হইলে, যেমন সে মাছ কয়টি উল্টাইয়া দিবে, অমনি সে এক অতি অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইল। সে দেখিল, সহসা পাকশালার প্রাচীর বিদীর্ণ হইয়া গেল, আর সেই পথে বিচিত্র পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারে সুসজ্জিতা একটি রূপবতী যুবতী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল, তাহার হস্তে একটি কুহকদণ্ড। এই দৃশ্য দেখিয়া পাচিকা ভয় ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িল। নবাগতা সুন্দরী তাহার দিকে দৃক্‌পাত মাত্র না করিয়া, একটি মৎস্যে তাহার দণ্ড স্পর্শ করিয়া বলিল,

গৃহ-প্রাচীরে সুন্দরী আবির্ভাব



“মাছ, তুমি কি তোমার কর্ত্তব্য পালন করিতেছ?”—যুবতী প্রথমে কোন উত্তর পাইল না দেখিয়া, পুনর্ব্বার সে সেই প্রশ্ন করিল। এবার সেই অর্দ্ধভর্জ্জিত মৎস্যচতুষ্টয় কড়া হইতে মাথা তুলিয়া বলিল, “হাঁ, হাঁ, যদি তুমি মান ত মানি, যদি তুমি দেনা শোধ কর ত আমরাও করি, যদি তুমি পলায়ন কর, তাহা হইলে আমরা জয় করিয়া সুখী হই।” এই কথা শেষ হইতে না হইতে সুন্দরী পদাঘাতে কড়াখানি উল্টাইয়া ফেলিয়া যে পথে আসিয়াছিল, সেই পথে প্রস্থান করিল। গৃহপ্রাচীর আবার পূর্ব্ববৎ অবিভক্ত হইয়া গেল।

পাচিকা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অভিভূতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর মাছগুলি তুলিয়া দেখিল, তাহা উনানের অগ্নে পড়িয়া আছে—পুড়িয়া একেবারে কয়লার মত নির্ম হইয়া গিয়াছে। এখন সুলতানকে সে কি জবাব দিবে? পাচিকা ব্যাকুলভাবে কাঁদিতে লাগিল। সে বুঝিল, যে অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়া গেল, সুলতানকে তাহা বলিলে, তিনি কদাচ সে কথা বিশ্বাস করিবেন না। মিথ্যা কথা বলে করিয়া কুপিত হইয়া তাহার প্রতি গুরুদণ্ড বিধান করিবেন।

পাচিকা পাকগৃহে একাকী বসিয়া বিলাপ করিতেছে, এমন সময় উজীর সেই কক্ষে উপস্থিত হইলেন। পাচিকা উজীরের নিকট সকল কথা প্রকাশ করিল। উজীর অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সুলতানের নিকট এ কথা প্রকাশ না করিয়া, মাছগুলি নষ্ট হইবার অন্য কারণ বলিলেন। তাহার পর তিনি সেই জেলেকে ডাকাইয়া পুনর্ব্বার সেইরূপ মাছ আনিবার আদেশ প্রদান করিলেন। দৈত্য জেলেকে এক দিনে দুই বার জাল ফেলিতে নিষেধ করিয়াছিল, কিন্তু সে কথা উজীরের নিকট প্রকাশ না করিয়া বলিল, “অনেক দূরে গিয়া মাছ ধরিতে হইবে, আজ আর সময় নাই, কাল নিশ্চয়ই আনিয়া দিব।”

পর দিন জেলে আবার সেইরূপ চারি বর্ণের চারিটি মাছ আনিয়া দিল। উজীর তাহাকে পূর্ব্ববৎ পুরস্কার দিয়া বিদায় করিলেন এবং মৎস্যচতুষ্টয় পাচিকার হস্তে রন্ধনার্থ প্রদান করিয়া, তিনি পাকশালার প্রবেশ করিলেন। পাচিকা মৎস্য রন্ধনে প্রবৃত্ত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে পাচিকা পূর্ব্বদিন যে দৃশ্য দেখিয়াছিল, সে দিনও অবিকল সেই দৃশ্য দেখিল। উজীর সাহেব এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে হতভম্ব হইয়া রহিলেন। তাঁহার মুখে কথা সরিল না। অনেকক্ষণ পরে তিনি বলিলেন, “এমন অদ্ভুত ব্যাপার আর কখন দেখি নাই, এমন গুরুতর ঘটনা সুলতানের নিকট গোপনে রাখা উচিত নহে, অবিলম্বে তাঁহাকে এ কথা জানাইতে হইবে।”

সুলতান উজীরের মুখে এই অদ্ভুত বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইলেন, কিন্তু স্বয়ং ইহা না দেখিয়া বিশ্বাস করিলেন না। পরদিন জেলেকে ডাকান হইল, সুলতান তাহাকে পুরস্কারের প্রলোভন দেখাইয়া আবার মৎস্য আনিতে বলিলেন। জেলে তিন দিনের সময় লইয়া মৎস্যের সন্ধানে চলিয়া গেল।

তৃতীয়বার মৎস্য ধরিয়া লইয়া আসিলে সুলতান জেলেকে চারিশত স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিলেন। সুলতান পাচিকাকে মৎস্য রন্ধন করিতে দিয়া স্বয়ং পাকগৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন, কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি দেখিলেন, উজীর তাঁহাকে যেরূপ ঘটনার কথা বলিয়াছিলেন, তাহাই অবিকল সংঘটিত হইল। সুলতান প্রবল বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া সমস্ত দর্শন করিলেন, তাঁহার মুখেও কোন কথা সরিল না।

কুহক না প্রহেলিকা?

অনেকক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া সুলতান উজীরকে বলিলেন, “উজীর, যাহা দেখিলাম, এমন কাণ্ড কখন দেখি নাই, কখন কল্পনাও করি নাই, কিন্তু এই ব্যাপারের অর্থ কি, তাহা আবিষ্কার না করিয়া আমি স্থির থাকিতে পারিতেছি না, জেলেকে খবর দাও, সে কোথায় এ সকল মাছ ধরে, তাহা আমাকে দেখিতে হইবে।” জেলে সুলতানের আদেশে তাঁহার নিকটে নীত হইলে, সে কোথায় এই সকল মাছ

পাইয়াছে, তাহা জিজ্ঞাসা করায় জেলে বলিল, "এই নগরের কিছু দূরে চারিটি পর্ব্বত-বেষ্টিত একটি হ্রদে আমি এই সকল মৎস্য ধরিয়াছি। সে পর্ব্বত ঐ দেখা যাইতেছে।" এই কথা শুনিয়া সুলতান উজীরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মন্ত্রী, তুমি কি সে হ্রদ দেখিয়াছ?" উজীর বলিলেন, "জাঁহাপনা, এ অতি অদ্ভুত কথা; আমি ষাট বৎসর কাল এ অঞ্চলের সর্ব্বত্র ঘুরিয়াছি, ঐ পর্ব্বতের সর্ব্বস্থানে বিচরণ করিয়াছি, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন হ্রদ আমার দৃষ্টিপথে নিপতিত হয় নাই।"

রহস্য উদ্ঘাটনে সুলতানের অভিযান

সুলতান জেলেকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে হ্রদ এখান হইতে কত দূর?" জেলে বলিল, "এখান হইতে তিন ঘণ্টার পথ হইবে।" সুলতানের আদেশে জেলে সুলতান ও তাঁহার সহচরবর্গকে পথ দেখাইয়া সেই হ্রদের কাছে লইয়া চলিল।

তাঁহারা পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া একটি সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর দেখিতে পাইলেন; দেখিয়া তাঁহারা অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন; কারণ, তাঁহারা অনেকবার এই পর্ব্বতের উপর ভ্রমণ করিয়াছেন, কিন্তু এই প্রান্তর কখনও তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। এখানে যে কোন প্রান্তর পূর্ব্বে ছিল, তাহা কেহই বলিতে পারিল না। তাহার পরেই তাঁহারা সেই হ্রদ দেখিতে পাইলেন, হঠাৎ কোথা হইতে হ্রদ আসিল, তাহাও তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন না। দেখিলেন, হ্রদের জলে চারিবর্ণের মাছ মহানন্দে সাঁতার দিতেছে। সুলতানের আদেশে হ্রদের তটে শিবির স্থাপিত হইল। সন্ধ্যাগমে সুলতান সহচরবৃন্দের সহিত সেই শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

সুলতান উজীরকে বলিলেন, "উজীর, অবিলম্বে এ রহস্য ভেদ না করিলে আমার মন স্থির হইবে না, আমি রহস্যভেদের জন্য গোপনে একাকী শিবির ত্যাগ করিব, তুমি এ সংবাদ কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না।"

পাছে সুলতান একাকী কোথাও বিপদে পড়েন, এই আশঙ্কায় উজীর তাঁহাকে একাকী শিবিরত্যাগ করিতে নিষেধ করিলেন; কিন্তু সুলতান সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া, উপযুক্ত পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া একখানি তীক্ষ্ণধার তরবারি লইয়া শিবির হইতে বহির্গত হইলেন।

পার্ব্বত্যপথে সমস্ত রাত্রি একাকী ঘুরিয়া পরদিন প্রত্যুষে সূর্য্যোদয়ের সময় সুলতান একটি প্রশস্ত প্রান্তরে পদার্পণ করিলেন। এখানে আসিয়া অদূরে তিনি একটি সুবৃহৎ কৃষ্ণবর্ণ অট্টালিকা দেখিতে পাইলেন, এতক্ষণে সকল শ্রম সফল হইল ভাবিয়া তিনি বড় আনন্দিত হইলেন; কারণ, তাঁহার বিশ্বাস হইল, সেই অট্টালিকায় উপস্থিত হইতে পারিলেই তিনি সকল রহস্য ভেদ করিতে সমর্থ হইবেন। দ্বিগুণ উৎসাহে সুলতান সেই অট্টালিকাভিমুখে ধাবিত হইলেন।

রহস্যপুরী সন্দর্শন

সুলতান প্রাসাদদ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, কৃষ্ণবর্ণ মর্ম্মর-প্রস্তরের এক সুবিশাল প্রাসাদ! প্রাসাদের দ্বার উন্মুক্ত, কোন দিকে জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নাই। সুলতান ইচ্ছা করিলেই প্রাসাদাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা সঙ্গত জ্ঞান না করিয়া দ্বারে করাঘাত করিলেন। তিনি প্রথমে ধীরে ধীরে আঘাত করিলেন, কিন্তু কেহই সে আঘাতে তাঁহার সম্মুখে আসিল না দেখিয়া সজোরে আঘাত করিলেন। তথাপি তিনি কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তবে কি প্রাসাদটি জনশূন্য? সুলতান ভাবিতে লাগিলেন, এমন সুদৃঢ়, সুন্দর, সুসজ্জিত প্রাসাদে মানুষ নাই, ইহা ত' বড়ই আশ্চর্য্য ব্যাপার! সুলতান একাকীই প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন।

প্রাসাদের আভ্যন্তরীণ শোভা দেখিয়া তিনি একেবারে বিমোহিত হইলেন। বহুমূল্য বিবিধ আসবাবে প্রাসাদের প্রত্যেক কক্ষ সুসজ্জিত। স্থানে স্থানে কৃত্রিম নির্ঝরে জলরাশি উৎসারিত হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে প্রভাত-সূর্য্যরশ্মি নিপতিত হইয়া মুক্তাবিন্দুর ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। মুগ্ধনেত্রে সুলতান এই সকল দৃশ্য

দেখিতে লাগিলেন। প্রাসাদের তিন দিকে রমণীয় উপবন, সুপক্ক ফলে-ফুলে বৃক্ষলতা পরিপূর্ণ, শত শত বিহঙ্গম সুস্বরে গান করিয়া সুলতানের কর্ণে সুধা ঢালিয়া দিতে লাগিল। সুলতান এক কক্ষ হইতে অন্য কক্ষে প্রবেশপূর্ব্বক গৃহস্বামীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

নির্জ্জন প্রাসাদে করুণ আহ্বান

বহুক্ষণ বিচরণের পর তিনি ক্লান্তভাবে একটি কক্ষে একখানি মূল্যবান্ আসনে উপবেশন করিলেন। তিনি সেখানে বসিয়া বাগানের দিকে চাহিয়া বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ অতি কাতর আর্ত্তনাদ তাঁহার কর্ণমূলে প্রবেশ করিল। সুলতান শুনিলেন, কেহ যেন জীবনের অসহ্য যন্ত্রণা আর সহ্য করিতে না পারিয়া অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেছে এবং সকল যাতনার অন্তকারী দয়াময় মৃত্যুকে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিতেছে।

এই রোদনধ্বনি শ্রবণ করিয়া সুলতানের করুণ-হৃদয় বিগলিত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ আসনত্যাগ করিয়া উঠিলেন, শব্দ লক্ষ্য করিয়া দ্রুত চলিলেন, অবশেষে একটি বৃহৎ হলের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। গৃহদ্বারে পরদা প্রসারিত ছিল, পরদা সরাইয়া সেই হলে প্রবেশ করিতেই সুলতান দেখিলেন, একটি অতি সুন্দরকান্তি, উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ-ভূষিত যুবাপুরুষ একখানি প্রস্তর-সিংহাসনে উপবিষ্ট ; কিন্তু তাঁহার মুখে নিরাশা ও বিষাদ মাখান রহিয়াছে, যেন সেই যুবক এই নিভৃত প্রাসাদে জীবনের সকল সুখ বিসর্জ্জন দিয়া, প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছে। সুলতান ধীরপদে সেই যুবকের সমীপস্থ হইয়া, তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন, যুবক নতমস্তকে প্রত্যভিবাদন করিল ; কিন্তু আসন ত্যাগ করিল না, তাহার পর বিনয়-নম্র-স্বরে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, "মহাশয়, আমি বুঝিতেছি, উঠিয়া আপনার প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করা আমার কর্ত্তব্য। কিন্তু আমার সে সামর্থ্য নাই, অতএব আমার শিষ্টাচারের এই ত্রুটি আপনার ঔদার্য্যগুণে মার্জ্জনা করিবেন।" সুলতান যুবকের ভদ্রতায় বিশেষ পরিতৃপ্ত হইয়া বলিলেন, "শিষ্টাচার-প্রদর্শনে কোন ত্রুটি হয় নাই, আপনি অনর্থক ক্ষুণ্ণ হইবেন না, আপনি আমার প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। আপনি যে কারণেই আসনত্যাগে অসমর্থ হউন, তাহাতে আমার বিন্দুমাত্র ক্ষোভ নাই। আপনার রোদনধ্বনি শুনিয়া আমি অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছি, যদি কোন উপকার করিতে পারি, এই আশায় আমি আপনার নিকট আসিয়াছি। যদি বিশেষ কোন বাধা না থাকে, তাহা হইলে আপনি আপনার দুর্ভাগ্যের ইতিহাস আমার নিকট প্রকাশ করুন। কিন্তু সে কথা জানিবার পূর্ব্বে আমার আর কয়েকটি বিশেষ গুরুতর কথা জানা আবশ্যক। এই প্রাসাদের অদূরে যে হ্রদ দেখিলাম, সে হ্রদটি সহসা এখানে কোথা হইতে আসিল, হ্রদে চারিবর্ণের মৎস্য থাকিবারই বা কারণ কি, এই প্রাসাদই বা কিরূপে এখানে অকস্মাৎ আবির্ভূত হইল, আর আপনি এখানে এ অবস্থায় একাকী কি জন্য আর্ত্তনাদ করিতেছেন ?"

এ সকল কথার কোন উত্তর না দিয়া, যুবক অতি করুণ-স্বরে বিলাপ করিতে লাগিল, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "মহাশয় ! অদৃষ্টের গতি বিচিত্র ! রাজরাজেশ্বরকেও একদিনের মধ্যে পথের ভিখারী হইতে হয়। অদৃষ্ট কাহাকে চিরসুখ চিরশান্তি দান করিয়াছে, এমন লোক কি বিশ্বজগতে একজনও আছে ?"

রাজপুত্রের প্রস্তরে পরিণতি

সুলতান যুবকের কথায় পরিতৃপ্ত হইয়া, সহানুভূতিভরে তাঁহার দুঃখক্ষোভের কারণ বিবৃত করিবার জন্য পুনর্ব্বার তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। যুবক তখন বলিল, "মহাশয়, আমার দুর্ভাগ্যের সীমা নাই, সাধে কি আমার চক্ষু হইতে নিরন্তর অবিরলধারে অশ্রুবর্ষণ হয় ?" যুবক তাহার দেহের নিম্নদেশের পরিচ্ছদ অপসারণ করিলে, সুলতান সবিস্ময়ে দেখিলেন, যুবকটির দেহের ঊর্দ্ধভাগ অবিকৃত মনুষ্যদেহের ন্যায় হইলেও কটিদেশের নিম্নভাগ হইতে পদনখর পর্য্যন্ত সমস্ত অংশ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে পরিণত হইয়াছে।

রহস্য উদ্ঘাটন প্রয়াস

সুলতান যুবকের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বলিলেন, "যুবক, আপনার অবস্থা দেখিয়া আমার মনে যুগপৎ ভয় ও বিস্ময়ের সঞ্চার হইয়াছে, আপনার কাহিনী শ্রবণের জন্ত আমার বড় আগ্রহ জন্মিয়াছে, এ কাহিনী অতি অদ্ভুত হইবে সন্দেহ নাই। আমার বিশ্বাস, আপনার সেই কাহিনীর সহিত এই দুর্গের বহির্দ্দেশস্থ হ্রদ ও চারিবর্ণের মৎস্তের কোন ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। সেই জন্ত আমার অনুরোধ, সকল কথা অবিলম্বে খুলিয়া বলুন। ইহাতে আপনি মনে কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করিতে পারিবেন এবং আমিও সম্ভবতঃ কিছু না কিছু প্রতীকারের চেষ্টা করিতে পারিব।"

যুবক উত্তর করিল, "আমি আপনাকে আমার জীবনের বিচিত্র কাহিনী বলিতেছি, শ্রবণ করুন।"—অতঃপর যুবক তাহার অপরূপ কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল :—

* * * * *

কৃষ্ণ-দ্বীপের রাজ-পুত্রের কাহিনী

আমার পিতা এই দ্বীপের অধিপতি ছিলেন, তাঁহার নাম মামুদ। ঐ পর্ব্বত-চতুষ্টয় হইতে এই দেশের নামকরণ হইয়াছিল। পূর্ব্বে এখানে দ্বীপ ছিল, আর আপনি যে হ্রদ দেখিয়া আসিয়াছেন, ঐ হ্রদের স্থানেই আমার পিতার রাজধানী ছিল, সেই রাজধানীই এখন হ্রদে পরিণত হইয়াছে। কিরূপে এই বিচিত্র কাণ্ড ঘটিল, তাহা আমার কাহিনীর আদ্যোপান্ত মনোযোগ দিয়া শুনিলেই আপনি বিশেষরূপে বুঝিতে পারিবেন।

এই রাজ্যের রাজা—আমার পিতা পঁচাত্তর বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। আমি পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী যুবতীর পাণিগ্রহণ করিলাম। এই রমণী আমার জ্ঞাতি পিতৃব্যের কন্যা, সম্বন্ধে ভগিনী। আমার প্রতি আমার পত্নীর গভীর ভালবাসা আছে, সে পরিচয় আমি অনেকবারই পাইয়াছিলাম, এবং আমিও আমার পত্নীর প্রতি স্নেহপ্রদর্শনে কোন দিন ত্রুটি করি নাই। প্রথম যৌবনের দিনগুলি রাজ-কার্য্যের অবকাশে প্রেমচর্চ্চায় তাহার সহিত যাপন করিতাম। তাহার অনবদ্য দেহের উজ্জ্বল যৌবনের সমস্ত রস উপভোগ করিয়া আমি পরিতৃপ্ত হইতাম। আমাদের এই সুখের মিলন পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল। এই সময়ের পর আমার মনে সন্দেহ জন্মিল, আমার প্রতি আমার স্ত্রীর আর পূর্ব্ববৎ আসক্তি নাই।

একদিন সন্ধ্যার পর আমার স্ত্রী স্নানাগারে গা ধুইতে গেলেন, আমি পরিশ্রান্ত ছিলাম, শয্যায় শয়ন করিলাম। আমার পত্নীর দুই জন পরিচারিকাকে সেই কক্ষে ডাকিয়া পরিচর্য্যা করিতে বলিলাম, তাহাদের একজন আমার পদতলে, অন্যজন আমার মস্তকপ্রান্তে বসিয়া আমার পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। কিছু কাল পরে আমি নিদ্রিত হইয়াছি ভাবিয়া, তাহারা ধীরে ধীরে আলাপে প্রবৃত্ত হইল। আমি তখন নয়ন মুদিত করিয়াছিলাম, নিদ্রিত হই নাই, সুতরাং তাহাদের কথোপকথন আমার কর্ণে প্রবেশ করিল, কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া আমি তাহাদের কথাবার্ত্তা আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিলাম।

গুপ্তলীলা প্রকাশ

দাসীদের মধ্যে একজন বলিল, "দেখছিস্ ভাই, এমন সুন্দর রাজা, এত রূপ, আমাদের রাণীর এমন স্বামী মনে ধরে না।" দ্বিতীয়া উত্তর করিল, "যা বলেছিস্ ভাই, রাজা ঘুমাইয়া পড়িলে রাণী প্রত্যহ রাত্রে তাঁহাকে ছাড়িয়া যে কোথায় বাহির হইয়া যান, তা'ত আমি কিছুই ঠিক করিতে পারি না। আচ্ছা, রাজা কি এ ছলা বুঝতে পারেন না?" প্রথমা পূর্ব্ববৎ মৃদুস্বরে বলিল, "বুঝবে কি ক'রে লো! বুঝতে দিলে ত বুঝবে? রাণী রাজাকে প্রত্যহ রাত্রে সরবতের সঙ্গে কি একটা গাছের রস খেতে দেন, আর রাজা সমস্ত

রাত্রি অঘোর অচৈতন্য হয়ে পড়ে থাকেন। তখন মনের আনন্দে যেখানে ইচ্ছা বিহারে যান, আবার ফিরে এসে রাণী রাজার নাকের কাছে একটা কি জিনিস ধরেন, আর তারই গন্ধে রাজার নিদ্রাভঙ্গ হয়। এমন ডাকাতে মেয়েমানুষ ত' ভাই কখন দেখি নি।"

এই কথোপকথন শুনিয়া আমার মনে কি ভাবের উদয় হইল, তাহা আপনি বুঝিতে পারেন, কথায় আমি তাহা প্রকাশ করিতে অসমর্থ। যাহা হউক, আমি অসহিষ্ণুচিত্তে তখনই একটা বিভ্রাট ঘটাইলাম না। অতি কষ্টে মনের ভাব দমন করিয়া শয্যায় পড়িয়া রহিলাম, পরে যখন উঠিলাম, তখন কিছুই যেন জানিতে পারি নাই, এই ভাব দেখাইলাম।

অভিসারিকার অভিযান

রাজ্ঞী স্নানাগার হইতে ফিরিয়া আসিল। রাত্রিকালে আমরা একত্রে আহার করিলাম, আহারান্তে আমি প্রত্যহ যেমন নির্দ্দিষ্ট পানীয় পান করি, সে দিনও সেইরূপ সরবৎ চাহিলাম, রাজ্ঞী এক পেয়ালা সরবৎ প্রদান করিল, কিন্তু সে দিন আর তাহা পান করিলাম না। রাণীর অলক্ষ্যে আমার বসনমধ্যে উহা ঢালিয়া দিয়া পেয়ালাটা রাণীর হাতে প্রত্যর্পণ করিলাম; রাণীকে বুঝিতে দিলাম, আমি সেই সরবৎ অন্য দিনের মতই পান করিয়া ফেলিয়াছি। তাহার পর আমরা উভয়ে শয্যায় শয়ন করিলাম। কিছুকাল পরে আমি ঘুমাইয়াছি ভাবিয়া রাণী অস্ফুট-স্বরে বলিল, "ঘুমাও, আর যেন কখন তোমার নিদ্রা না ভাঙ্গে। ভগবানের শপথ, আমি তোমাকে ঘৃণা করি, তোমার স্পর্শ আমার সর্ব্বদেহে বিষের মত তীব্র ও অসহ্য মনে হয়। কবে যে আল্লা তোমাকে এ জগৎ হইতে টানিয়া লইবেন!"—রাণী বেশভূষায় সুসজ্জিতা হইয়া অবিলম্বে প্রকোষ্ঠ ত্যাগ করিল।

রাণী কক্ষ পরিত্যাগ করিবামাত্র আমি একখানি খড়্গ হস্তে লইয়া, অতি সাবধানে রাণীর অনুগমন করিলাম। সে তাহার যাদুমন্ত্রপূত দণ্ড স্পর্শে কয়েকটি দ্বার মুক্ত করিয়া, সেই পথে অতি ত্বরিতগতিতে ধাবিতা হইল, আমিও অন্ধকারের মধ্যে যতদূর সম্ভব তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে লাগিলাম। ক্রমে সে নগরের বাহিরে উপনীত হইল। আমিও অলক্ষ্যে তাহার অনুসরণ করিতে লাগিলাম। অবশেষে সে একটা স্তূপের সন্নিহিত হইল। তথায় বৃক্ষশাখা, লতাপাতার দ্বারা পরিবেষ্টিত একটি মাটীর ঘরের দ্বারপথে প্রবেশ করিল।

আমি তখন স্তূপের উপর উঠিয়া ঘরের ভিতরের দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম, সেই অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যবতী রাজমহিষী—আমার স্ত্রী এক কদাকার কাফ্রির সহিত মিলিত হইল। এই ক্রীতদাসের বীভৎস রূপ বর্ণনার অতীত। তাহার স্থূল ওষ্ঠযুগল দেখিলেই ঘৃণায় সর্ব্বদেহ শিহরিয়া উঠে। লোকটা মৃত্তিকার উপর তৃণরচিত শয্যায় শায়িত ছিল। তাহার পরিধেয় বসন যেমন ছিন্ন, তেমনই মলিন ও দুর্গন্ধযুক্ত। একখানি পুরাতন কম্বলে ক্রীতদাসটা সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া শুইয়াছিল।

নিভৃত-মিলন

অভিসারিকা নারী তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ভূমিচুম্বন করিয়া দাঁড়াইল। কাফ্রিটা তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "তুই এতক্ষণ কি করিতেছিলি—এত দেরী করিয়া আসিলি কেন? আমার কালো ভাইরা পিপা পিপা মদ খাইয়া যে যাহার সুন্দরী উপপত্নী লইয়া, আমোদ-প্রমোদ করিয়া চলিয়া গেল, আর আমি একা শুইয়া আছি, তোর জন্য এক ফোটা মদও পেটে গেল না।"

রাণী সোহাগভরে তাহার প্রণয়ীকে বলিল, "আমার বিলম্ব হইয়াছে বলিয়া তোমার রাগ করা উচিত নহে, দেখ, আমি স্বাধীনা নই, ইচ্ছামত সময়ে আসিয়া তোমার সঙ্গে আমোদ-প্রমোদ করিতে পারি না, কিন্তু তোমার উপর আমার ভালবাসা কত, তাহার ত পরিচয় পাইয়াছ। তাহাতেও যদি আমার প্রণয় অকৃত্রিম বলিয়া মনে না কর, তবে আমি ইহা অপেক্ষাও গুরুতর প্রমাণ দিব। কি প্রমাণ চাও বল, আমার ক্ষমতা

কত, তাহা ত তুমি অবগত আছ! তোমার ইচ্ছা হইলে আমি কাল সূর্যোদয়ের পূর্ব্বেই এই বৃহৎ নগর ও বিস্তীর্ণ রাজপ্রাসাদ ধ্বংস করিয়া ফেলিতে পারি। সেই শ্মশানে মানুষ থাকিবে না, কেবল বাঘ, ভালুক, চিল, শকুনি বাস করিবে। যদি বল, এখনই আমি এই প্রাসাদের সমস্ত পাথর ককেসস্ পর্ব্বতের পরপারে নিক্ষেপ করিতে পারি। প্রিয়তম! বল, কি চাও, দাসী তোমার আজ্ঞাধীনা, যাহা বলিবে, তাহাই করিব।"

প্রমোদিনী শাসন

কাফ্রিটা এই কৈফিয়তে সন্তুষ্ট হইল না। সে বলিল, "তুই মিথ্যাবাদিনী। তোর কথা আমি বিশ্বাস করি না। দেখ্, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, কাল যদি ঠিক সময়ে না আসিস্, তাহা হইলে তোর সঙ্গে কথা ত বলিব না, আর তুই যে সুখের জন্য পাগল, তাহাও আমার কাছে পাইবি না। তোর দেহ আমি স্পর্শ ই করিব না। কয় বৎসর ধরিয়া তোর সমস্ত যৌবনরস ত আমি উপভোগ করিয়াছি। ঐ দেহে আর এখন কি আছে? আমার কথামত কাজ না করিলে আমি কখনই তোর অতিরিক্ত কামতৃষ্ণা চরিতার্থ করিব না।"

এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া, এই নরকের প্রমোদ-দৃশ্য দেখিয়া, সমগ্র পৃথিবী যেন আমার দৃষ্টি হইতে মুছিয়া গেল। তারপর শুনিলাম, পাপিষ্ঠা বলিতেছে, "প্রাণবল্লভ, হৃদয়রঞ্জন, তুমি ছাড়া আমার প্রাণে আনন্দ দিবার আর কেহ নাই। তুমি যদি আমায় ত্যাগ কর, তবে এ জগতে আমার আর কে রহিল, বল প্রাণসখা?" আমার বিশ্বাসঘাতিনী স্ত্রী কাঁদিতে লাগিল; ইহাতে ঐ পশুটা যেন কিছু শান্ত হইল।

কামবিহ্বলা নারী তখন প্রফুল্লচিত্তে বলিল, "প্রভু, তোমার দাসীর জন্য কি খাবার রাখিয়াছ বল?" লোকটা বলিল, "ঐ পাত্রের ঢাকনীটা খুলিয়া ফেল্, ইঁদুরের কয়খানা হাড় পড়িয়া আছে, তাহাই চিবাও। আর ওখানে ঐ জামার পকেটে খানিকটা বীয়ার মদ আছে, তাহাই পান কর্।"

পাপিষ্ঠা হৃষ্টমনে সেই কদর্য্য খাদ্য আহার করিল। তারপর হাত মুখ ধুইয়া নগ্নদেহে ক্রীতদাসের পার্শ্বে তৃণশয্যায় শয়ন করিল। ইহার পর আমার দেখিবার শক্তি যেন বিলুপ্ত হইল। সন্তর্পণে স্তূপশিখর হইতে নীচে নামিয়া আসিলাম। তারপরে নিঃশব্দে কুটীরমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, তাহারা নিবিড় আলিঙ্গনে নিদ্রিত।

প্রেমাস্পদ আহার

সে দৃশ্য দর্শনে সহিষ্ণুতার সীমা হারাইলাম। উভয়কে খড়্গাঘাতে বিনষ্ট করিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। প্রথম আঘাত ক্রীতদাসটার উপরেই পড়িল। আমার মনে হইল, এক আঘাতেই তাহার মস্তক স্কন্ধচ্যুত হইয়াছে; কিন্তু তাহা হয় নাই, তাহার ত্বক্ ও মাংস বিদীর্ণ হইয়াছিল মাত্র। সে অস্পষ্টস্বরে গোঁয়াইয়া উঠিল। ইহাতে আমার ব্যভিচারিণী স্ত্রীর নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। রাণী আমাকে দেখিতে পাইবার পূর্ব্বেই সে স্থান হইতে চম্পট দিয়া আমি আমার শয়নকক্ষে প্রত্যাগমন করিলাম।

রাণী তাহার উপপতির এই অবস্থা দেখিয়া যাদুমন্ত্রে তাহার দেহে জীবন আবদ্ধ করিয়া রাখিল, বস্তুতঃ সে তখন মৃতও নহে, জীবিতও নহে, এই অবস্থায় পড়িয়া রহিল। আমি প্রাসাদে ফিরিবার পর শুনিলাম, পাপিষ্ঠা চীৎকার-শব্দে রোদন করিতেছে। বুঝিলাম, উপপতির মৃত্যুতে তাহার শোকের সীমা নাই, আমি ইহাতে তুষ্টই হইলাম। পরদিন প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গে দেখিলাম, শ্রীমতী আমার পার্শ্বে ই শয়ন করিয়া নিদ্রাসুখ ভোগ করিতেছে, আমি আর তখন তাহাকে বিরক্ত করিলাম না; দরবার হইতে ফিরিয়া দেখিলাম, রাণী বড়ই কাতরা, চুল ছিঁড়িয়া, শোকের পোষাক পরিয়া, বিমর্ষভাবে বসিয়া আছে। সে আমাকে বলিল, 'আমি তোমাকে তিনটি দুর্ঘটনার কথা বলিব, এই সংবাদ আমি অল্পকাল পূর্ব্বে পাইয়া এমন অধীর হইয়াছি যে, ভাষায় সে কথা প্রকাশ করিতে পারি না।'—আমি অবিচলিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি দুর্ঘটনার সংবাদ বলিতে চাও?'—রাণী বলিল, 'আমার মা'র মৃত্যু হইয়াছে, বাবা যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, আমার ভ্রাতা পাহাড় হইতে পড়িয়া মরিয়াছেন।'—সকলগুলিই মিথ্যা, তাহা বুঝিলাম। আমিই যে তাহার উপপতির যম,

তাহা সে জানিতে পারে নাই, এ কথাও বুঝিলাম। আমি বলিলাম, 'রাণী, তোমার শোকের কোন অপরাধ নাই, কি জন্য তোমার এত শোক, তাহাও আমার অজ্ঞাত নহে। এই গুরুতর শোকে তোমাকে কাতর না দেখিলেই আমি আশ্চর্য্য হইতাম। অতএব ক্রন্দন কর, ক্রন্দন কর, তোমার ঐ নলিন-নয়নের অশ্রু তোমার হৃদয়েরই মহত্ত্ব-প্রকাশক। যাহা হউক, আমি ভরসা করি, সময়ে তোমার এই শোক দূর হইবে, আবার বদনকমলে হাসিরাশি বিকশিত হইবে।'

উপপতির স্মৃতি-পূজা

রাণী তাহার কক্ষে প্রবেশ করিয়া, এক বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত শোক করিল; পাপিষ্ঠার পতি বিদ্যমানেও উপপতি-শোক প্রশমিত হইল না। এক বৎসর পরে সে উদ্যানের মধ্যে একটি সমাধিমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া মৃত উপপতির চিন্তায় জীবনের অবশিষ্টকাল যাপনের সংকল্প করিল। এই সমাধিমন্দিরের নাম রাখিল "অশ্রু-প্রাসাদ।" এই অশ্রু-প্রাসাদে রাজ্ঞী তাহার উপপতির জীবন্মৃত দেহ আনিয়া রাখিয়াছিল, প্রতিদিন রাত্রিতে ঔষধ-প্রয়োগে সেই পাপিষ্ঠের দেহে প্রাণরক্ষা করিত। রাণী প্রত্যহ দুইবার সেখানে যাইত।

রাণীর মৃতকল্প উপপতি কেবল চাহিতে পারিত, শূন্যদৃষ্টিতে চাহিত, এতদ্ভিন্ন তাহার উঠিবার, নড়িবার বা কথা কহিবার শক্তি ছিল না। রাণী তাহার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া, সকরুণ বিলাপে মন্দির প্রতিধ্বনিত করিত;—বলিত, 'প্রিয়তম প্রাণেশ্বর! তোমার এ দশা দেখিয়া আমার বুক যে বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে, তুমি যে যাতনা সহ্য করিতেছ, তাহা যে আর সহ্য করিতে পারি না। প্রাণনাথ, আমি তোমাকে এতবার ডাকিতেছি, এত আদর করিতেছি, কিন্তু তুমি নিরুত্তর, কতকাল এ ভাবে কাটাইবে? একবার কথা কও, আমার হৃদয় শীতল হোক্। তোমার সঙ্গে যতক্ষণ থাকি, ততক্ষণই স্বর্গসুখ ভোগ করি, তোমাকে ছাড়িয়া আমি সমস্ত পৃথিবীর উপরও রাজত্ব করিতে চাহি না।'

ক্রমে বড় বিরক্ত হইয়া উঠিলাম, এত আবদার ত' আর সহ্য হয় না। একদিন সে যখন তাহার উপপতিকে আহ্বানপূর্ব্বক বিলাপ করিতেছে, সেই সময় সহসা সেই সমাধিমন্দিরের কোন গুপ্তস্থান হইতে বাহির হইয়া বলিলাম, "সুন্দরি, এ পর্য্যন্ত অনেক অশ্রুই ত' বর্ষণ করিলে, এখন কিছু শান্ত হইলেই ভাল হয়।"

সুন্দরী বলিয়া উঠিল, "দেখ, আমাকে বাধা দিও না। আমি যাহা করিব, তাহার প্রতিবন্ধকতাচরণ করিও না। যদি কর, তাহা হইলে আমি আত্মহত্যা করিব।" এই কথার পর আমি আর কোন উচ্চবাচ্য করিলাম না। সে তাহার ইচ্ছামত চলিতে লাগিল। তাহার শোক বিন্দুমাত্র হ্রাস পাইল না। সকল সময়েই সে হৃদয়ভেদী ক্রন্দন করিত। এইভাবে আরও এক বৎসর চলিয়া গেল।

তৃতীয় বৎসরের শেষভাগে আমিও অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিলাম। তাহার এই প্রকার অপ্রীতিকর শোকাভিনয় আমার কাছে অসহ্য হইয়া উঠিল। কোনও কারণে উত্তেজিত হইয়া একদিন আমি তাহার নির্ম্মিত সমাধি-মন্দিরে প্রবেশ করিয়া শুনিতে পাইলাম, সে বলিতেছে, "প্রাণবল্লভ, আমার সর্ব্বস্ব, তুমি এ পর্য্যন্ত অভাগীকে একটি কথাও বলিলে না। হে দয়িত! কেন তুমি আমার সহিত কথা বলিতেছ না?"

দয়িত পূজার স্তব

তারপর সে গদগদকণ্ঠে গানের সুরে বলিয়া চলিল, "হে সমাধি! তুমি আমার প্রাণবল্লভকে কেন এমন ভাবে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছ? তাহার চন্দ্রানন মেঘাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। এ নানা শোভার আধার এই বিচিত্রা ধরণী, তাহার অজস্র ভোগবিলাসের উপকরণ আমাকে আকর্ষণ করিতেছে না। স্বর্গও আজ আমার প্রার্থনীয় নহে। আমার হৃদয়ের সূর্য্য ও চন্দ্রস্বরূপ দয়িতকে আমার কাছে ফিরাইয়া দাও!"

কাহারও পরিণীতা পত্নী যদি তাহার উপপতির সম্বন্ধে এইরূপ কথা অবিশ্রান্ত ভাবে বিলাপ উক্তি উচ্চারণ করিয়া যায়; আর সেই নারীর স্বামী যদি স্বকর্ণে তাহা শ্রবণ করে, তাহা হইলে সে কি ক্রুদ্ধ, বিচলিত, বিজাতীয়

জিঘাংসায় উন্মত্ত হইয়া উঠে না ? আমার হৃদয়ে প্রচণ্ড ক্রোধের সঞ্চার হইল। আমি আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিলাম, "বাঃ বাঃ! আর কতকাল এই শোকের খেলা চলিবে ?" তারপর কবিতার ছন্দে আমিও বলিলাম, "হে সমাধি! যাহাকে তুমি গর্ভে ধারণ করিয়াছ ?—তাহার কাম-কলুষিত কদর্য্য আত্মাকে—তাহার পাপাবিদ্ধ দেহকে শীঘ্র গ্রাস কর; তাহার কুৎসিত আননে মৃত্যুর যবনিকা টানিয়া দাও! ইহার কাছে মলমূত্রপূর্ণ নরককুণ্ডও অপ্রার্থনীয় নহে।"

যাদুকরীর
...ধি-নির্য্যাতন

আমার কথা শুনিবামাত্র দুশ্চরিত্রা নারী সলম্ফে উঠিয়া দাঁড়াইল। তারপর চীৎকার করিয়া বলিল,—"ওরে কুকুর, তোকে ধিক্! এ কার্য্য তবে তুই করিয়াছিস্! তুই আমার প্রাণবল্লভকে আঘাত করিয়া অকর্ম্মণ্য করিয়া দিয়াছিস্। তোর জন্যই আমার প্রিয়তম পূর্ণযৌবনে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছে—এই বৎসর শয্যাশায়ী হইয়া আমাকে প্রণয়দানে তুষ্ট করিতে পারিতেছে না।" আমি সক্রোধে বলিয়া উঠিলাম, 'ওরে পাপীয়সি, ভ্রষ্টা নারী! তুই বারবনিতারও অধম! তোর ইন্দ্রিয়লালসা চরিতার্থ করিবার জন্য তুই এই কদাকার কাফ্রিতে উপগত হইতে ঘৃণাবোধ করিস্ না। হাঁ, আমিই তোর উপপতিকে অস্ত্রাঘাত করিয়াছি। এখন তোকেও যমপুরে পাঠাইতেছি।" এই বলিয়া তরবারী কোষমুক্ত করিয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইবামাত্র, সে উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিয়া বলিল,—"ওরে ইতর কুকুর! আর তোর রক্ষা নাই। অতীতকে ফিরাইবার শক্তি আমার নাই; কিন্তু তোকে উপযুক্ত শাস্তি দিব। সারা জীবন তোকে কাঁদাইয়া মারিব।" ইহা বলিয়াই সে দুর্বোধ্য ভাষায় কি মন্ত্র আবৃত্তি করিল। তারপর বলিল,—"আমার ইন্দ্রজাল বিদ্যায় আমি তোকে অর্দ্ধেক মানুষ ও অর্দ্ধেক পাথর করিয়া দিব। তাহা হইলে তুই প্রতিদিন আমার প্রণয়-নিবেদন দেখিতে পাইবি, কিন্তু প্রতিবিধান করিতে পারিবি না; তোকে জীবন্মৃত অবস্থায় রাখিব।" এই বলিয়া সে মন্ত্রপূত জল আমার অঙ্গে নিক্ষেপ করিল, মুহূর্ত্ত মধ্যে আমার শরীরের নিম্নভাগ প্রস্তরে পরিণত হইয়া গেল।

যাদুবিদ্যার
অলৌকিক
প্রভাব

দুশ্চরিত্রা নারী তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া ইন্দ্রজাল বিদ্যার বলে রাজপথ, উদ্যানসমন্বিত সমগ্র নগরীকে রূপান্তরিত করিয়া ফেলিল, চারিটি দ্বীপকে চারিটি পর্ব্বতে পরিণত করিয়া দিল। নগরে চারিশ্রেণীর লোক ছিল—মুসলমান, নাজারেন, ইহুদী ও ম্যাসিয়ান্—পাষাণী তাহাদিগকে হ্রদের জলে শ্বেত, রক্ত, নীল ও পীত এই চারি শ্রেণীর মৎস্য করিয়া রাখিয়াছে। নিষ্ঠুরা রাক্ষসী প্রতিদিন আমার পৃষ্ঠদেশে একশত কশাঘাত করে। প্রতিদিন ক্ষত-পথে রক্ত ঝরিয়া পড়ে, অসহ্য যন্ত্রণায় প্রাণ বাহির হইতে চাহে। তারপর পাপীয়সী কেশরচিত আবরণ দ্বারা আমার দেহ আবৃত করিয়া তাহার উপর এই পোষাক চাপাইয়া দিয়া যায়।"

বলিতে বলিতে যুবক বেদনায় অশ্রুপাত করিতে লাগিল। সুলতান কৃষ্ণদ্বীপের নবীন রাজার দুর্ভাগ্যের সকরুণ ইতিহাস শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—"আপনার দুঃখের সীমা নাই দেখিতেছি। যাহা হউক বন্ধু, সেই নারী এখন কোথায় ? আর সেই সৌধটিই বা কোন্ দিকে অবস্থিত, তাহা আমাকে বলিয়া দিন।" যুবা বলিলেন, "অদূরে ঐ যে গম্বুজ দেখা যাইতেছে, উহারই নিম্নে সেই ক্রীতদাস জীবন্মৃত অবস্থায় রহিয়াছে। আর সেই পাপিষ্ঠা সম্মুখের ঐ ঘরের দরজায় বসিয়া আছে। প্রতিদিন সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই সে এই ঘরে আসিয়া আমাকে কশাঘাত করে। আমি যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতে থাকিলে, সে আনন্দ লাভ করে। তারপর সে কিছু খাদ্য আমায় আনিয়া দেয়। আগামী কল্য প্রভাতেই সে আসিবে।" সুলতান বলিলেন, "বন্ধু, আমি আপনার উপকার করিব। আপনি মুক্তিলাভ করিবেন; মানুষ চিরদিন উচ্চকণ্ঠে সে কাহিনী ঘোষণা করিবে।"

সুলতান সারারজনী কৃষ্ণবীণের জালাবিজড়িত রাজপুত্রের পার্শ্বে যাপন করিলেন। প্রভাত হইবামাত্র তিনি সে কক্ষ ত্যাগ করিয়া স্মৃতি-সৌধের সন্নিধানে চলিলেন। অল্প অনুসন্ধানের ফলে তিনি উহা দেখিতে পাইলেন। মুক্ত তরবারী হস্তে তিনি দ্বারপথে বিচিত্র হর্ম্ম্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রজ্বলিত বর্ত্তিকা ও গুগ্‌গুল প্রভৃতির সুবাসে তিনি দুৃতকর্ম্ম ক্রীতদাসের অবস্থান-স্থান আবিষ্কার করিলেন। লোকটা শায়িত অবস্থায় বস্ত্রাচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছে দেখিয়া, তিনি তরবারীর আঘাতে তাহার প্রাণসংহার করিলেন। তার পর তিনি মৃতদেহ পৃষ্ঠদেশে বহন করিয়া কক্ষের বাহিরে আসিলেন। অদূরে একটা গভীর কূপ দেখিয়া তন্মধ্যে মৃতদেহ নিক্ষেপ করিলেন।

তার পর দ্রুতগতিতে সমাধিকক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, সুলতান ক্রীতদাসের পরিত্যক্ত পরিচ্ছদ দেহে ধারণ করিয়া, তাহার অঙ্গাবরণে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া, নিশ্চলভাবে শয্যার উপর পড়িয়া রহিলেন। পার্শ্বে মুক্ত তরবারী লুকাইয়া রাখিলেন।

প্রায় তিন দণ্ড পরে পাপীয়সী নারী সেই কক্ষে ফিরিয়া আসিল। এই সময়ে সে তাহার স্বামীকে নির্য্যাতিত করিয়া আক্ষেপ মিটাইয়া লইয়াছিল। প্রণয়ভাজনের কক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সে বিলাপ সহকারে বলিতে লাগিল, "প্রাণেশ্বর, হৃদয়বল্লভ! একবার আমার সহিত একটা কথা কও।"

নারী আর্ত্তস্বরে পুনঃ পুনঃ এইভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিল। সুলতান অত্যন্ত অস্পষ্টস্বরে, ক্ষীণকণ্ঠে বিকৃতভাবে কাফ্রিদিগের ভাষায় বলিলেন, "আল্লা—আল্লা—তাঁহার মত শক্তিমান কেহ নাই।" দয়িতকে এতকাল পরে এই ভাবে কথা বলিতে শুনিয়া নারী উল্লাসে লাফাইয়া উঠিল। তার পর অধীরভাবে বলিল, "প্রাণনাথ! এ কি সত্য? সত্যই এতকাল পরে তোমার কথা শুনিলাম?" সুলতান পূর্ব্ববৎ বিকৃতকণ্ঠে বলিলেন, "ওরে, হতভাগী! তোর সঙ্গে কথা বলিব কেন? তুই কি তার যোগ্য?" প্রেমোন্মাদিনী নারী ব্যাকুলকণ্ঠে বলিল, "বল, বল, প্রভু, আমার কি অপরাধ?" প্রচ্ছন্নকণ্ঠে—ক্ষীণস্বরে সুলতান বলিলেন, "না, তোর অপরাধ, নয় ত কি আমার অপরাধ? তুই প্রত্যহ তোর স্বামীকে কেন এত কষ্ট দিতেছিস্? তুই যদি এমন কাজ না করিতিস্, তাহা হইলে এতদিন আমি আরোগ্য লাভ করিতাম, কিন্তু তাহা না করিয়া তুই প্রতিদিন তাহাকে প্রহার ও নির্য্যাতন করিতেছিস্। এই জন্যই ত আমি কথা কহি না, তুই যত কাঁদিস্, আমি নির্ব্বাক্ হইয়া পড়িয়া থাকি।" রাণী বলিল, "তবে আমি কি তাহাকে তাহার নিজমূর্ত্তি প্রদান করিব? তাহা হইলে তুমি কি সন্তুষ্ট হও?"—সুলতান বলিলেন, "হাঁ, তাহাকে শীঘ্র মুক্ত করিয়া দে, আমি আর তাহার রোদন শুনিতে পারিতেছি না।"

রাণী 'অশ্রুপ্রাসাদ' পরিত্যাগ করিয়া গেল, এবং এক পাত্র জল লইয়া তাহার উপর কয়েকটি মন্ত্র উচ্চারণ করিল; সেই মন্ত্র উচ্চারিত হইবামাত্র জল টগবগ করিয়া ফুটিতে লাগিল। তাহার পর সেই জল তাহার অর্দ্ধ-পাষাণ স্বামীর মস্তকে নিক্ষেপ করিয়া বলিল,—"যদি আমার যাদুবিদ্যায় তোমার এ দশা হইয়া থাকে, তবে আমি আদেশ করিতেছি, এখনই তোমার পূর্ব্বাবস্থা হোক্।" যুবক পূর্ব্ব দেহ প্রাপ্ত হইলেন, তখন মায়াবিনী রাজ্ঞী তাঁহাকে বলিল, "এই দণ্ডে এখান হইতে প্রাণ লইয়া পলায়ন কর, নতুবা তোমার প্রাণরক্ষা করা কঠিন হইবে!"—যুবক তৎক্ষণাৎ সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন এবং কোন গুপ্তস্থানে লুক্কায়িত থাকিয়া সুলতানের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

কাফ্রির প্রণয়-সুধার আশায় স্বামীর জীবন-দান

অতঃপর রাণী 'অশ্রুপ্রাসাদে' ফিরিয়া কাফ্রি উপনায়ক-ভ্রমে সুলতানকে বলিল, "হে প্রিয়তম প্রাণেশ্বর! তুমি যে আদেশ করিয়াছ, আমি তাহাই পালন করিয়াছি, এখন উঠ। আমি তোমার বিরহে নিদারুণ যাতনা

ভোগ করিতেছি, কোন সুখে আমার আর প্রবৃত্তি নাই।”—সুলতান কাফ্রির ভাষায় কিছু কর্কশভাবেই বলিলেন,—“তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম এখনও শেষ হয় নাই, তুমি কেবল একাংশ করিয়াছ, এখনও অনেক বাকি।” রাণী বলিল,—“জীবিতেশ্বর! আমি কি বাকি রাখিয়াছি বল। এখনই তাহা শেষ করিব।”—সুলতান বলিলেন, “নগর যেমন ছিল, তেমনই কর, লোকজন যেমন ছিল, তেমনই হোক্‌, যা যেখানে যেমন ছিল তেমনই হইবে, তবে ত আমার মনে শান্তি হইবে। ঐ হ্রদের মাছগুলা প্রতিদিন রাত্রে মাথা তুলিয়া আমাদের দুজনকে অভি-সম্পাত করে। এই জন্যই ত' আমি এতদিন সারিয়া উঠিতে পারিলাম না। শীঘ্র যাও, এই কাজগুলি শেষ করিয়া এস, তাহার পর আমার হাত ধরিয়া আমাকে উঠাও।”

মায়াবিনীর ভোজবাজী অপসারিত

“আমি এখনই এই কার্য্য শেষ করিয়া আসিতেছি”—বলিয়া যাদুকরী চলিয়া গেল। তাহার পর নগর দুর্গ ও নগরবাসিগণকে তাহাদের স্ব স্ব রূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া সুলতানের নিকট সেই ‘অশ্রুপ্রাসাদে’ ফিরিয়া আসিল। কাফ্রি-ভ্রমে সে সুলতানকে বলিল, “প্রিয়তম উঠ, এখন আমরা দুজনে দেশান্তরে গিয়া পরম সুখে আমোদ-প্রমোদ করিব, আমার পাষণ্ড স্বামী প্রাণ লইয়া পলায়ন করিয়াছে।”—সুলতান বলিলেন,“আমাকে ধর—ধরিয়া তোল।” যাদুকরী সুলতানের দেহের নিকটে আসিয়া তাঁহার বামহস্ত ধারণ করিলে, সুলতান দক্ষিণ হস্তের খড়্গের দ্বারা চক্ষুর নিমিষে দুশ্চারিণীর শিরশ্ছেদন করিলেন। তাহার পর তাহার মৃতদেহ পূর্ব্বোক্ত কূপে নিক্ষেপ করিয়া, কৃষ্ণদ্বীপের রাজার নিকট প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, “আপনার আর কোন ভয় নাই, পাপিষ্ঠা তাহার পাপের উপযুক্ত প্রতিফল পাইয়াছে।”

রাজা সুলতানকে যথাযোগ্য ধন্যবাদ দিয়া, নতজানু হইয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। তাহার পর বলিলেন, “সুলতান, আপনি কি মনে করেন আপনার রাজ্য আমার রাজ্যের নিকটে?”—সুলতান বলিলেন, “হাঁ, অধিক দূরে নহে। আমার রাজ্য এখান হইতে চারি পাঁচ ঘণ্টার পথ হইবে।”—রাজা বলিলেন, “না। আপনার রাজ্য এখান হইতে এক বৎসরের পথ; আপনি যখন এখানে আসিয়াছিলেন,—তখন এই স্থান আপনার রাজ্যের অতি নিকটে ছিল বটে, কেবল যাদুকরীর যাদুবিদ্যা-প্রভাবেই এরূপ স্থাননৈকট্য ঘটিয়াছিল, এখন আর সে অবস্থা নাই। যাহা হউক, আমি আপনার সঙ্গে গিয়া, আপনাকে আপনার রাজ্যে পৌঁছাইয়া দিব, যদি পৃথিবীর অপর প্রান্তেও যাইতে হইত, তথাপি আমি নিশ্চয় যাইতাম। আপনি আমার প্রাণদান করিয়াছেন।”

নবজীবন-লাভের সঙ্গে সাম্রাজ্য-লাভের আশ্বাস

সুলতান তাঁহার রাজ্য হইতে এতদূরে আসিয়া পড়িয়াছেন শুনিয়া প্রথমে অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন, কিন্তু যাদুকরীর প্রভাবে সকলই সম্ভব ভাবিয়া সে কথা অবিশ্বাস করিলেন না। রাজাকে সম্বোধনপূর্ব্বক তিনি বলিলেন, “তোমার, যখন একটু উপকার করিতে পারিয়াছি, তখন আমার দীর্ঘ পথকে আর কষ্টকর বলিয়া মনে করিব না। তুমি আমার সঙ্গে যাইবে শুনিয়া আমার বড় আনন্দ হইল। আমার পুত্রসন্তান নাই, তোমাকে আমি আমার পুত্রস্থানীয় মনে করিতেছি, আমার সমস্ত সম্পত্তি তোমাকেই দান করিয়া যাইব।”

শত শত উষ্ট্রে বহুধন রত্ন লইয়া তিন সপ্তাহ পরে উভয়ে সুলতানের রাজ্যে যাত্রা করিলেন; সুলতানের প্রজাগণ তাঁহার অদর্শনে ব্যাকুল হইয়াছিল। তাঁহাকে নিরাপদে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া, সকলে উল্লাস প্রকাশ করিতে লাগিল। সুলতান সকল সুখের মূল সেই জেলেকে বহু ধনরত্ন প্রদান করিলেন।



শাস্তি

শাহারজাদী গল্প শেষ করিয়াই বলিলেন, "শাহানশাহা, এই গল্প চমৎকার হইলেও, ফকির বেশী রাজপুত্র ও পঞ্চ রমণীর কাহিনীর ন্যায় মনোজ্ঞ নহে।" সুলতান তখন গল্প শুনিবার জন্ত এত আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন যে, শাহারজাদীকে উহা বর্ণনা করিতে অনুরোধ করিলেন। শাহারজাদী গল্প আরম্ভ করিলেন।

ফকির-বেশী তিন রাজপুত্র ও পঞ্চ রমণী

কালিফ হারুণ-অল-রসিদের রাজত্বকালে বোগদাদ নগরে এক ভারবাহী বাস করিত। যদিও তাহার উচ্চ পদগৌরব ছিল না, তথাপি লোকটি বড় সুরসিক ও বুদ্ধিমান্। একদিন প্রভাতে সে একটি প্রকাণ্ড ঝাঁকা লইয়া কাজের চেষ্টায় দাঁড়াইয়া আছে, এমন সময় উৎকৃষ্ট বেশধারিণী একটি সম্ভ্রান্ত রমণী তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিলেন, "মুটে, তুমি তোমার ঝাঁকা লইয়া আমার সঙ্গে এস!"—মুটে কিছু উপার্জ্জনের আশায় খুসী হইয়া 'আজ দিন ভাল,' বলিয়া রমণীর পশ্চাতে ধাবিত হইল, ঝাঁকাটা সে ঘাড়ে করিয়া লইল।



একটি রুদ্ধদ্বারের সম্মুখে আসিয়া সেই যুবতী দ্বারে করাঘাত করিলেন। একজন বৃদ্ধ খৃষ্টান সাদা দাড়ির নিশান উড়াইয়া দ্বার-সন্নিকটে আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন। যুবতী খৃষ্টানের হস্তে কয়েকটি মুদ্রা প্রদান করিতেই তিনি বিনা বাক্যে সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন এবং কয়েক মুহূর্ত্ত পরে এক কলস উৎকৃষ্ট মদ্য আনিয়া তাহা যুবতীর সম্মুখে স্থাপন করিলেন; যুবতী মুটেকে কলসী তাহার ঝাঁকায় রাখিতে বলিলেন। অনন্তর যুবতী সে স্থান পরিত্যাগ করিবার সময় মুটেকে তাঁহার সঙ্গে যাইবার আদেশ করিলেন, মুটে মনের আনন্দে বলিতে লাগিল, "আজ দিন ভাল, বড় সুখের দিন।"

রূপসীর ব্যাসাতী

ফুল ও ফলের দোকানে আসিয়া যুবতী আপেল, এপ্রিকট, পিচ, লেবু, কমলা, নারাঙ্গী প্রভৃতি বহুবিধ সুমিষ্ট ফল ক্রয় করিলেন। সেখান হইতে যুবতী এক কসাইখানায় আসিয়া সাড়ে চার সের মাংস ক্রয় করিলেন, তার পর নানাপ্রকার মশলা ক্রয় করিয়া মুটের ঝাঁকায় তুলিয়া দিলেন। মুটে দ্রব্যসামগ্রীর আধিক্যে বিস্মিত হইয়া বলিল, "আপনি এত জিনিষ কিনিবেন জানিলে আমি ঝাঁকা না আনিয়া একটা ঘোড়া লইয়া আসিতাম। আপনি যে সকল দ্রব্য ক্রয় করিয়াছেন, ইহার উপর আর কিছু চাপাইলে আমার লইয়া যাওয়া কঠিন হইবে।"—সুন্দরী একটু হাসিয়া মুটেকে তাঁহার অনুসরণ করিতে বলিলেন।

মধুর হাসির অনুসরণ ইঙ্গিত

এখানে নানাবিধ গন্ধদ্রব্য ক্রয় করা
এবার সুন্দরী এক ঔষধ-বিক্রেতার দোকানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল। সুন্দরী
হইল, তাহাও ঝাঁকায় উঠিল। মুটে অতি কষ্টে ঝাঁকা লইয়া দ্বারে মৃদু করাঘাত করিলেন। মুটে
তখন একটি সুবৃহৎ অট্টালিকার গজদন্তনির্ম্মিত দ্বার-সন্নিকটে আসিয়া কথার আলোচনা করিতে লাগিল। যুবতী
তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া যুবতী ও তাঁহার দ্রব্যরাজি সম্বন্ধে নানা কৌতূহল হইল। যুবতীকে
কে, তিনি কি করেন, ইত্যাদি কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য মুটের বড় কৌতূহল হইল। যুবতীকে
তাঁহার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে যাইবে, এমন সময় সেই দ্বারপথে আর একটি সুন্দরী তাঁহাদের সম্মুখে আসিলেন ;
এই সুন্দরী এমন রূপসী যে, তাঁহার রূপ দেখিয়া মুটের বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইল, সে সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হইয়া

রূপের প্রভায় আত্মবিস্মৃতি

পড়িল, আর একটু হইলেই তাহার মাথার ঝাঁকা মাটীতে পড়িয়াছিল আর কি !
মুটে মনে মনে ভাবিতে লাগিল, "আহা, কি রূপ, এমন রূপ ত কখন দেখি নাই, আর বুঝি কখনও
এমন দেখিব না, এ কি মানুষ না পরী ?" প্রথম যুবতী মুটের মুখের দিকে চাহিয়া তাহার মনের ভাব বুঝিতে
পারিলেন। তিনি মুটের ভাব দেখিয়া এতই আমোদ বোধ করিলেন যে, দ্বারের কথা পর্য্যন্ত ভুলিয়া গেলেন।
নবাগন্তা যুবতী মৃদুস্বরে বলিল, "ওখানে দাঁড়াইয়া কি ভাবিতেছ ? ভিতরে এসো না !"
যুবতী মুটেকে সঙ্গে লইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, পশ্চাতে দ্বার রুদ্ধ হইল। বিভিন্ন গৃহের বিচিত্র
শোভা দেখিয়া মুটের কৌতুক ও আনন্দের সীমা রহিল না। সুন্দর সুন্দর স্তম্ভ, সুচিত্রিত প্রাচীর, বহুমূল্য
সিংহাসন, শীতল জলের কৃত্রিম প্রস্রবণ, মুটে কত বিচিত্র সুদৃশ্য জিনিস দেখিল, তাহার সংখ্যা নাই ;
তাহার বিস্ময় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মুটে ভাবিল, এ কোন আমীর-ওমরাহের বাড়ী, এমন
ভাগ্যবানের বাড়ী মোট বহিয়া আনিয়াও সুখ আছে। সুসজ্জিত প্রশস্ত কক্ষমধ্যে মুটে আর একটি অপূর্ব্ব
সুন্দরীকে উপবিষ্ট দেখিল।

রূপবিদ্যুতের তরঙ্গ ক্রমেই বাড়িতেছে !

এবার আমরা যুবতীত্রয়ের পরিচয় প্রদান করিব। যে যুবতী বাজার করিয়া আনিলেন, তাঁহার নাম
আমিনা, আর যিনি দ্বার খুলিয়া দিলেন, তাঁহার নাম সফি। যাঁহার জন্য এই সকল সামগ্রী আনীত হইল,
তাঁহার নাম জোবেদী।

জোবেদী বলিলেন, "ভগিনি, মুটেটা মোলো যে ! দেখ দেখ, ও একেবারে হাঁপাইয়া উঠিয়াছে, শীঘ্র উহার
মোট নামাইয়া লও !" এই কথায় আমিনা ও সফি মুটের ঝাঁকা নামাইয়া লইলেন। জিনিষপত্র ঝাঁকা হইতে
নামাইয়া লইয়া, আমিনা মুটেকে তাহার পারিশ্রমিক প্রদান করিলেন, তাহার যাহা প্রাপ্য, তাহা অপেক্ষা
অধিকই দান করিলেন। মুটে পয়সা লইয়া বিদায় হইয়া যাইবে, কিন্তু তাহার মন সরিতেছিল না। কাজ
শেষ হইয়াছে, দাঁড়াইতেও পারে না, আবার চলিতেও ইচ্ছা হয় না। এমন অপরূপ রূপ দেখিয়া কি সহজে
সে স্থান ত্যাগ করা যায় ? তাহার উপর মুটে আবার পরম রসিক পুরুষ ; তাহার প্রাণে রসের লহরী
উথলিয়া উঠিল। আমিনার রূপ দেখিয়া সে আরও মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। তাহার পর বাড়ীতে কোন
পুরুষ মানুষ নাই দেখিয়া সে কিছুতেই ভাবিয়া পাইতেছিল না যে, এ কাহারা। পুরুষ মানুষ নাই, অথচ
ভোজের আয়োজন বলিয়া বোধ হইতেছে, ইহার অর্থ কি ? মুটে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া চিন্তা করিতে লাগিল।

জোবেদী প্রথমে ভাবিলেন, ভারি মোট আনিয়া মুটের ঘাড়ে ব্যথা লাগিয়াছে, তাই বুঝি সে দাঁড়াইয়া
কিছুকাল বিশ্রাম করিতেছে ; কিন্তু তাহাকে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া জোবেদী
জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, তোমার ভাড়া তুমি পাইয়াছ ?"—তাহার পর আমিনার দিকে চাহিয়া বলিলেন,
"ভগিনী, মুটেকে আরও কিছু দাও, ঝাঁকা বড় ভারি হইয়াছিল, গরীব মানুষ—কিছু ধরিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।"



চরণ-চুম্বন

মুটে বলিল, "আমি ভাড়া পাইয়াছি, ভাড়ার জন্য আমি এখানে দাঁড়াইয়া নাই, আমি একটা কথা বুঝিতে না পারিয়া কেবল তাহাই ভাবিতেছি।—কথাটা বলি, বেয়াদবি মাপ করিবেন। আপনারা তিন জন পরমাসুন্দরী যুবতী এখানে আছেন, অথচ এত বড় বাড়ীটাতে একটিও পুরুষমানুষ দেখিতেছি না, ইহার অর্থ কি? পুরুষের দলে স্ত্রীলোক না থাকিলে যেমন সে দলের শোভা হয় না, তেমনই পুরুষ ছাড়া স্ত্রীলোকের দলেও কোন শোভা নাই। বিশেষ কোন স্থানে তিনজন লোকমাত্র থাকিলে তাহার অঙ্গহানি হয়, সেখানে চারিজন লোক থাকাই দরকার, আর বোগ্দাদ সহরের ইহাই রীতি, আপনারা দলের এরূপ অঙ্গহানি করিতেছেন কেন?"

প্রমোদ-উৎসব

যুবতীত্রয় মুটের কথা শুনিয়া একবার প্রাণ ভরিয়া হাসিলেন, তাঁহাদের সুন্দর মুখে সুন্দর হাসির শোভা দেখিয়া, মুটের প্রাণে সুখের তরঙ্গ বহিল। মুটে ভাবিল, সে সশরীরে স্বর্গে আসিয়াছে, হুরির দল তাহার চারিদিকে প্রমোদোৎসবে মত্ত!

সেই ভুবনমোহন হাসি হাসিয়া, পরে একটু গম্ভীর হইয়া, জোবেদী বলিলেন, "একজন ঝাঁকা মুটেকে এ কৈফিয়ত দেওয়ার কোন আবশ্যক না থাকিলেও আমি তোমাকে আমাদের পরিচয় দিতেছি। আমরা তিন ভগিনী, আমরা নিজেরাই নিজেদের সকল কাজ করি, নিজেদের ঘরের কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করি না; কারণ, যাহারা ঘরের কথা প্রকাশ করে, তাহাদের ঘর বাহির সকলই সমান।"

যাহা হউক, দুই চারিটি কথায় জোবেদী বুঝিলেন, মুটেগিরি করিলেও লোকটা অপদার্থ নহে, পড়াশুনাও কিছু কিছু আছে, বোধ হয়, সে তাঁহাদের সহিত আহারামোদে যোগ দিতে চায়। সুতরাং তিনি রহস্যভরে বলিলেন, "মুটে সাহেব, আমরা কিছু খানাপিনার আয়োজন করিতেছি। তুমি নিজেই দেখিলে তাহাতে খরচ কত! বিনা ব্যয়ে যে তুমি এই সকল জিনিসের ভাগ লইবে, তাহা কি সঙ্গত?"

মুটে এবার অপ্রতিভ হইয়া চলিয়া যায় দেখিয়া, আমিনা তাহার পক্ষাবলম্বন করিলেন, "জোবেদী, সফী, শোন, লোকটাকে এখানে থাকিয়া কিছু খাওয়া দাওয়া করিতে দাও। এ ব্যক্তি কথাবার্ত্তায় আমাদিগকে বেশ আমোদে রাখিবে; দেখিতেছি, উহার সে ক্ষমতা আছে। ইহার মত শক্ত মুটে না পাইলে আমি এত শীঘ্র এত জিনিস এমন গুছাইয়া আনিতে পারিতাম না। সে অনেক অদ্ভুত গল্প জানে, আমাদিগকে তাহা শুনাইবে।"

সুন্দরীর পদচুম্বন

আমিনার এই কথা শুনিয়া মুটে আনন্দে বিগলিত হইয়া আমিনার পদতলে লুটাইয়া পড়িল; তাঁহার সুন্দর পায়ের ধূলা চাটিতে লাগিল; শেষে বলিল, "ঠাকুরাণী, আপনার কথায় আমার প্রাণ ঠাণ্ডা হইয়া গেল, আমি একেবারে নরলোক হইতে স্বর্গে পৌঁছিয়াছি, আপনার দয়া আমি কখন ভুলিব না। মনে করিবেন না যে, আমি আমাকে আপনাদের সমকক্ষ লোক জ্ঞান করিতেছি, আমি আপনাদের দাসানুদাস।"—মুটে এই কথা বলিয়া মহা খুসী হইয়া তাহার পয়সা জোবেদীর হাতে প্রদান করিতে গেল। জোবেদী গম্ভীর ভাবে তাহাকে বলিলেন, "আমরা যাহা একবার দান করি, তাহা আর ফেরত লই না। আমরা তোমাকে আমাদের ভোজে যোগদান করিতে দিব, কিন্তু তোমাকে প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যে, এখানে যাহা হইবে যা যাহা তুমি প্রত্যক্ষ করিবে, সে সম্বন্ধে কোন কৌতূহল প্রকাশ করিতে পারিবে না; তদ্ভিন্ন তুমি ভদ্রলোকের মত বসিয়া থাকিবে ও কথাবার্ত্তা বলিবে, কোন রকম বেয়াদবি প্রকাশ করিতে পারিবে না। কোনও বিষয়ে প্রশ্ন করিলেই তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে।"

তিন ভগিনীতে আহারের টেবিল বিবিধ ভোজ্যদ্রব্যে সুসজ্জিত করিলেন, মদের বোতল ও স্বর্ণপাত্র আনীত হইল। অনন্তর রমণী তিনজন টেবিলে আহারে বসিলেন, তাঁহারা সেই ঝাঁকা-মুটেকেও তাঁহাদের

এক পাশে বসিতে দিলেন। মুটে এইরূপে তিনজন সম্ভ্রান্ত মহিলার পাশে সেই সুসজ্জিত ভোজনাগারে আহারে বসিয়া স্বর্গসুখ অনুভব করিতে লাগিল।

আহার করিতে করিতে আমিনা মদের বোতল ও পেয়ালা বাহির করিয়া, স্বয়ং কিছু মদ্যপান করিলেন, তাহার পর আরবীয় কায়দায় তাঁহার ভগিনীদিগকেও এক এক পাত্র ঢালিয়া খাইতে দিলেন। তাঁহাদের মদ্যপান হইলে সেই মুটেকেও এক পাত্র পান করিতে দেওয়া হইল। এই অনুগ্রহ দর্শন করিয়া, মুটে সুন্দরীর করচুম্বন করিয়া মনের সুখে গান আরম্ভ করিল; মদ্যপান করিয়া তাহার মনে রীতিমত স্ফূর্ত্তির উদ্রেক হইল। তাহার গান শুনিয়া যুবতী তিনজনও সুধাবর্ষীকণ্ঠে গান গাহিলেন, সকলেই আনন্দসাগরে ভাসিতে লাগিলেন।

নগ্ন-সৌন্দর্য্যের মাধুর্য্যের সঙ্গে চপেটাঘাতের জ্বালা!

প্রশস্ত কক্ষের একদিকে একটা স্নানকুণ্ড ছিল। তাহাতে স্নিগ্ধ সুগন্ধি জল টল-মল করিতেছিল। যুবতীদিগের যখন মত্তাবস্থা সেই সময়ে তাঁহাদের মধ্য হইতে আমিনা যৌবনলীলায়িত দেহ হইতে বস্ত্রাদি উন্মোচন করিয়া নগ্নমূর্ত্তিতে জলক্রীড়া করিতে লাগিলেন। স্নান সমাপ্ত হইলে, যুবতী অসঙ্কোচে গাত্রাদি মার্জ্জনা করিয়া উচ্ছলিত যৌবনের রূপ-তরঙ্গে মুটেকে বিত্রস্ত ও বিভ্রান্ত করিয়া তুলিলেন। তারপর নগ্নদেহে সুন্দরী মুটের উৎসঙ্গে উপবেশন করিয়া, নানারূপ প্রশ্নবাণে তাহাকে জর্জ্জর করিয়া তুলিলেন। বেচারা ভারবাহী এ জন্য প্রস্তুত ছিল না। সুন্দরী তরুণীর যৌবন-পুষ্পিত দেহভার তাহার সর্ব্বদেহে বিচিত্র অনুভূতির সঞ্চার করিলেও সে শ্লীলতাবিরুদ্ধ কোন প্রকার আচরণ করিতে সাহস পাইল না। প্রশ্নগুলির সদুত্তর দিতে না পারায় সুন্দরী তাহার গণ্ডদেশে চপেটাঘাত করিতে লাগিলেন। সুন্দরী নারীর করপল্লবের স্পর্শ সুমধুর হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু পুনঃ পুনঃ প্রহারে মুটের গণ্ডদেশ স্ফীত ও আরক্ত হইয়া উঠিল।

যথাক্রমে দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া যুবতীও অনুরূপ জলক্রীড়ার পর নগ্নসৌন্দর্য্যের সুষমাডালি প্রকাশ করিয়া মুটের ক্রোড়ে উপবেশন করিলেন এবং নানাবিধ প্রশ্ন উত্থাপন করিতে লাগিলেন। মুটে বেচারা রসিক ও সাহসী হইলেও উপযুক্ত উত্তর দিতে পারিল না। তাহার ফলে নগ্ন-সুন্দরীর হস্তপরিবেষিত মুষ্ট্যাঘাত ও চপেটাঘাতের মাধুর্য্যে তাহার আহত গণ্ডস্থল ব্যথায় টাটাইয়া উঠিল।

সুরসিকের চুম্বন প্রতিশোধ!

তবে মুটে রসিকপুরুষ। প্রতিশোধ দিবার বাসনায় সেও নগ্নদেহে জলের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং যুবতীরা যেভাবে অবগাহন করিয়াছিলেন, সেও ঠিক সেইভাবে স্নানকার্য্য সমাপ্ত করিল। তারপর নগ্নদেহে আমিনার ক্রোড়ে বসিয়া সেও তাঁহাদের মত কতিপয় প্রশ্ন করিল। যুবতীরা সে প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে না পারায় সে প্রত্যেকের ফুল্লারবিন্দতুল্য মনোরম গণ্ডদেশে পুনঃপুনঃ চুম্বন-রেখা মুদ্রিত করিয়া দিল। যুবতীরাও তাহাতে প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না।

বেলা শেষ হইয়া আসিল। সফী মুটেকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "বেলা শেষ হইয়াছে, তুমি এখন বিদায় হইতে পার।" মুটের তখন সে স্থান ত্যাগ করিবার ইচ্ছা ছিল না; সে বলিল, "ঠাকুরাণিগণ! আমার এ অবস্থায় আমাকে ত্যাগ করিবার অনুমতি করিতেছেন কেন? আপনাদিগের দিকে চাহিয়া চাহিয়া আমি আত্মহারা হইয়া গিয়াছি। আপনারা আমার মনে যে আনন্দ দান করিয়াছেন, এ অবস্থায় আমি কোন মতে বাড়ী খুঁজিয়া পাইব না। আমি রাত্রে আর বাড়ী যাইতে পারিব না; যেখানে বলিবেন, সেইখানেই আমি পড়িয়া থাকিব! আর যখনই ফিরিয়া যাই, যেমন মানুষটি আসিয়াছিলাম, তেমনটি আর ফিরিব না।"

আমিনা পুনর্ব্বার মুটের প্রার্থনা পূরণ করিবার জন্য তাঁহার ভগিনীদ্বয়কে অনুরোধ করিলেন। তখন তাঁহারা মুটেকে রাত্রিতে সেখানে বাস করিবার অনুমতি দিয়া বলিলেন, "দেখ মুটে, আমরা তোমার প্রার্থনায় সম্মত হইলাম, কিন্তু তোমাকে আবার নূতন করিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হইবে। তুমি আমাদিগকে

যে কিছু কাজ করিতে দেখিবে, তাহা চক্ষু মেলিয়া দেখিয়াই যাইবে, সে সম্বন্ধে কিম্বা তাহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারিবে না ; আর যাহা কিছু শুনিবে, তাহা কেবল শুনিয়াই যাইবে, কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সে সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবে না ; কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহা তোমার পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে না।"

মুটে বলিল, "আপনাদের কথা বুঝিলাম, আপনারা যে অনুমতি করিলেন, প্রাণপণে তাহাই পালন করিব। আমার জিহ্বা সম্পূর্ণ নীরব রহিবে। আর আমার চক্ষুকে আরসীর মত করিয়া রাখিব, আমি এমন একটা কথাও বলিব না, যাহার সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই।" অনন্তর জোবেদী তাহাকে ঘরের দেয়ালের দিকে চাহিয়া দেখিতে বলিলেন। মুটে দেখিল, প্রাচীরে লেখা আছে—"যে ব্যক্তি পরচর্চ্চা করে, তাহাকে অপ্রীতিকর কথা শুনিতে হয়।"

নৈশ-প্রমোদের আয়োজন

আমিনা নৈশাহারের আয়োজন করিলেন। বহুসংখ্যক বাতিতে কক্ষটি দিবালোকের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, অগ্নিকুণ্ড হইতে সুবাসিত ধূম উঠিয়া চতুর্দ্দিক্ পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিল। রমণীগণ সেই মুটেকে লইয়া মধ্যাহ্নকালের ন্যায় আহার করিতে বসিলেন ; নানা ছলে সে বেচারীকে অতিরিক্ত মদ্যপান করাইয়া একেবারে অজ্ঞান করিয়া ফেলিলেন। মুটের মুখ খুলিয়া গেল ; খুব প্রবলবেগে রসিকতা চলিতে লাগিল। আমোদ পূর্ণমাত্রায় চলিতেছে, এমন সময় তাঁহারা দ্বারে করাঘাতশব্দ শুনিতে পাইলেন। শব্দ বাহির হইতে আসিতেছিল। তিনজনেই একত্রে দ্বার খুলিতে উঠিলেন ; সফী সর্ব্বাগ্রে গিয়া দ্বার খুলিয়া দিতে গেলেন। এত রাত্রে কে, কি কাজের জন্য আসিয়াছে জানিবার জন্য তাঁহারা অত্যন্ত ব্যগ্র হইলেন। সফী আসিয়া বলিলেন, "আজ মহানন্দে রাত্রি কাটাইবার অতি উৎকৃষ্ট সুযোগ উপস্থিত। আমাদের গৃহদ্বারে তিনজন ফকির ; তাহারা ফকির কি না, ঠিক বলিতে পারি না, তবে ফকিরের পরিচ্ছদধারী বটে ; কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে, তাহারা তিনজনই একচক্ষু ; তদ্ভিন্ন তাহাদের মস্তক ও দাড়িগোঁফ এমন কি, ভ্রূ পর্য্যন্ত কামান। তাহারা বলিল, তাহারা এইমাত্র বোগদাদ নগরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এখানে তাহারা পূর্ব্বে আর কখনও



সুন্দরীর গৃহদ্বারে ছদ্মবেশী ফকির

আসে নাই। কোথায় বাসা পাওয়া যাইতে পারে, তাহা না জানায় বাসার সন্ধানে দৈবাৎ তাহারা আমাদের দ্বারে ঘা দিয়াছে। আমাদের দয়া প্রার্থনা করিতেছে। ফকির কয়টি অল্পবয়স্ক যুবক; কথাবার্ত্তায় বোধ হইল, নিতান্ত অপদার্থ নহে; কিন্তু তাহাদের আকৃতি ও পরিচ্ছদগত মিল দেখিয়া আমি হাস্য সংবরণ করিতে পারি নাই।"—এই কথা বলিয়া সফী আবার হাসিতে লাগিলেন, সে ভয়ানক হাসি আর থামে না। অন্য ভগিনীরাও সেই হাস্যে যোগদান করিলেন।

সুন্দরীর প্রমোদকক্ষে ফকিরত্রয়ের সম্বর্দ্ধনা

অবশেষে সফী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহাদিগকে ভিতরে আনিব কি?"—এ বিষয়ে জোবেদী ও আমিনার বিশেষ মত না থাকিলেও সফীর আগ্রহ তাঁহারা অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। জোবেদী বলিলেন, "তাহাদের আনিতে পার, কিন্তু তাহারা এখানে অন্যের কথা, কি আচরণ সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করিবে না, এরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া আনিবে। গৃহপ্রাচীরে যে লেখা আছে, তাহা তাহাদিগকে পাঠ করিতে বলিবে।" সফী এই কথা শুনিয়া পরম আনন্দিত মনে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন, এবং ফকির তিনজনকে সঙ্গে লইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ফকিরত্রয় গৃহপ্রবেশ করিয়াই নতমস্তকে যুবতীত্রয়কে নমস্কার করিল। যুবতীগণ প্রত্যভিবাদন জানাইয়া বলিলেন, তাঁহারা বোধ হয় বিশেষ পরিশ্রান্ত হইয়াছেন, সেই বাড়ীতে অনায়াসে বিশ্রাম করিতে পারেন। ফকিরত্রয় অনুরুদ্ধ হইয়া সুন্দরীগণের পাশে উপবেশন করিলেন। তাঁহারা একবার বক্রদৃষ্টিতে মুটের দিকে চাহিলেন; দেখিলেন, লোকটির আকারপ্রকার তাঁহাদেরই মত, প্রভেদের মধ্যে দাড়িগোঁফ ও ভ্রূ কামান নহে; চক্ষু দুইটিই বর্ত্তমান আছে, কিন্তু তাঁহাদের সঙ্গে অনেক বিষয়েরই সাদৃশ্য দৃষ্ট হইল। একজন ফকির বলিলেন, "এ লোকটি আমাদের বিদ্রোহী আরবীয় ভ্রাতার মত দেখিতে।"

অধিক পরিমাণে মদ্যপান করিয়া মুটে ঝিমাইতেছিল, ফকিরের কথা শুনিয়া সে তাহার দিকে একবার সকোপে চাহিল; তাহার পর বলিল, "মহাশয়, আপনারা বসুন, পরের কথা লইয়া চর্চ্চা করিবেন না। দ্বারের উপর কি লেখা আছে, দেখেন নাই কি? এখানে পরের মতে চলিতে হইবে; নিজের ইচ্ছায় কোন কাজ করিতে পারিবেন না।" পূর্ব্বোক্ত ফকির সবিনয়ে বলিলেন, "ভাই সাহেব, আমার কথায় রাগ করিও না। এখানে আমরা তোমাদের কোন আদেশ করিতে আসি নাই, বরং আদেশ প্রতিপালন করিতে প্রস্তুত আছি।" গোলমাল ক্রমে বাড়িয়া উঠে দেখিয়া সুন্দরীগণ মধ্যে পড়িয়া তাহা মিটাইয়া দিলেন।

ফকিরগণ আসনগ্রহণ করিলে তিন ভগিনীতে মিলিয়া তাঁহাদের আহারাদির আয়োজন করিয়া দিলেন; তাঁহাদের পানের জন্য সফী উৎকৃষ্ট মদ্য আনিয়া দিল। উৎকৃষ্ট খাদ্য ও মদ্যে উদর পূর্ণ করিয়া তাঁহারা গীতবাদ্য আরম্ভ করিলেন। সঙ্গীতের সুস্বর, বাদ্যের ঐক্যতানিকের ধ্বনি, সমবেত কণ্ঠের উচ্চ হাস্য—সকল মিলিয়া সেই গৃহটিকে উৎসবভবনে পরিণত করিল। এই ভাবে যখন উৎসব চলিতেছে, এমন সময় সেই গভীর রাত্রিতে সুন্দরীগণের দ্বারে আবার কে করাঘাত করিল; সফী গান বন্ধ রাখিয়া, আগন্তুক কে, তাহা দেখিতে গেলেন।

খালিফের ছদ্মবেশে পরিভ্রমণ

এইখানে শাহারজাদী সুলতানকে বলিলেন, এত রাত্রিতে লোকের বহির্দ্বারে কে আঘাত করিতে পারে, সে সম্বন্ধে সুলতানকে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক বলিয়া মনে করি। বোগদাদের অধীশ্বর খালিফ হারুণ-অল-রসিদ তাঁহার রাজধানীতে অনেক সময়েই ছদ্মবেশে পরিভ্রমণ করিতেন। রাত্রিকালে তিনি নগরীর পথে পথে ঘুরিয়া দেখিতেন, কোথাও কোন গোলযোগ আছে কি না। সে দিন সন্ধ্যাকালে খালিফ তাঁহার প্রধান উজীর জাফরের সহিত প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইয়া, প্রধান খোজা সরুকে সঙ্গে লইয়া

নগরভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। সে দিন তাঁহারা সদাগরের ছদ্মবেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। পথ দিয়া যাইতে যাইতে যে বাড়ীতে ঐ যুবতীগণ বাস করিতেন, সেই বাড়ীর নিকটে আসিয়া, খালিফ গীতবাদ্য ও হাস্যামোদ শুনিতে পাইলেন। তিনি সবিস্ময়ে ইহার কারণ জানিবার জন্য উজীরকে কহিলেন, "উজীর, আমি ঐ বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া গান-বাজনা ও আমোদের কারণ জানিতে ইচ্ছা করি, তুমি দ্বারে গিয়া ধাক্কা দাও।" উজীর খালিফকে কৌতূহল ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিয়া বলিলেন, "ওখানে হয় ত স্ত্রীলোকেরা মদ খাইয়া আমোদ-প্রমোদ করিতেছে, এখন সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহাদের আমোদে বাধাদান করা সম্রাটের উচিত হইবে না, তদ্ভিন্ন অপমানিত হইবারও আশঙ্কা আছে।" খালিফ বলিলেন, "তোমার সে চিন্তার আবশ্যক নাই, যাহা বলিলাম, কর।"

খালিফের আদেশ অনুসারে উজীর দরজায় ধাক্কা দিলেন। সফী উঠিয়া আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিতেই গৃহমধ্যবর্ত্তী উজ্জ্বল দীপালোকে উজীর দেখিলেন, সফী পরমাসুন্দরী যুবতী। তিনি সফীকে অভিবাদন করিয়া বিনীতভাবে বলিলেন, "ঠাকুরাণি! আমরা তিনজন সদাগর মোসল হইতে আজ দশ দিন হইল আসিয়াছি, আমাদের সঙ্গে অনেক মূল্যবান্ পণ্যদ্রব্য আছে, এক খাঁর বাড়ীতে আমরা বাসা লইয়াছি। এই নগরের একজন সদাগর আজ আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, সেখানে আমাদের আহার-আমোদের যথেষ্ট আয়োজন হইয়াছিল, নৃত্যগীত কোলাহলেরও বিরাম ছিল না; সেই কোলাহল শুনিয়া নগরের একজন প্রহরী গৃহস্থসকলকে গ্রেপ্তার করিল, কেবল আমরাই তিনজন প্রাচীর লঙ্ঘিয়া পলাইয়া আসিয়াছি; কিন্তু আমরা এখানে অপরিচিত, তাহার উপর প্রচুর মদ খাইয়া মাতাল হইয়াছি; আমাদের বাসাও অনেক দূর, পথে পাহারাওয়ালার হাতে পড়িয়া যাইতে পারি এবং এত রাত্রে বাসার দ্বার বন্ধ হইয়া থাকিতে পারে। এখানে আপনাদের নৃত্যগীত শুনিয়া বুঝিলাম, আপনারা এখনও জাগিয়া আছেন, তাই অবশিষ্ট রাত্রিটুকুর জন্য আশ্রয়লাভের আশায় আপনাদিগকে বরক্তি করিয়াছি।"

সদাগরবেশী খালিফের আতিথ্য গ্রহণ

সফী জাফরের কথা শুনিয়া তাঁহাদের তিন জনেরই মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিলেন; দেখিলেন, আগন্তুকের কথায় অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই; কারণ, তাঁহাদের আকার দেখিয়াই বুঝিলেন, তাঁহারা সাধারণ লোক নহেন, সুতরাং তিনি সবিনয়ে জানাইলেন, তিনি গৃহকর্ত্রী নহেন, তাঁহারা দ্বারপ্রান্তে মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা করিলে তিনি গৃহকর্ত্রীর অভিপ্রায় তাঁহাদিগকে জানাইতে পারিবেন। আগন্তুকগণ এ প্রস্তাবে সম্মত হইলে সফী তাঁহার ভগিনীগণের নিকট গিয়া সকল কথা প্রকাশ করিলেন; সেই রাত্রির জন্য আগন্তুক-গণকে গৃহে স্থানদান করিতে কাহারও আপত্তি হইল না। খালিফ, উজীর ও অনুচরের সহিত সফীর অনুসরণ করিয়া যেখানে নৃত্যগীত হইতেছিল, সেইখানে উপস্থিত হইলেন। আগন্তুকগণকে সসম্মানে গ্রহণ করিয়া জোবেদী বলিলেন, "আপনারা এখানে আজ রাত্রে থাকিতে পারেন, কিন্তু আপনাদিগকে একটি প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইতে হইবে। আপনারা কেবল নির্ব্বাক্‌ভাবে এখানকার সকল কাণ্ড দেখিয়া যাইবেন, কোন কথা বলিবেন না কিংবা কোন কারণ জানিতে কৌতূহল প্রকাশ করিবেন না; অন্যথা করিলে আপনাদিগকে অপ্রিয় কথা শুনিতে হইবে।" উজীর বলিলেন, "সুন্দরি, আপনার আদেশ শিরোধার্য্য, আমরা এরূপ বেয়াদব লোক নই যে, পরের গৃহে আসিয়া পরচর্চ্চায় সময় কাটাইব।"

পরচর্চ্চার কৌতূহলে বিপদ

সকলে উপবেশন করিলে পূর্ব্ববৎ গান-বাজনা চলিতে লাগিল, ফকিরগণ মহানন্দে গীত আরম্ভ করিয়া দিলেন। এইভাবে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত নৃত্যগীতাদির পর সেই গৃহের দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইল। ডিস, টেবল, বোতল, গেলাস ও বাদ্যযন্ত্রাদি স্থানান্তরিত করা হইল। তাহার পর একটি প্রশস্ত সোফার একদিকে তিনজন

ফকির, অন্যদিকে খালিফ, উজীর ও খোজা উপবেশন করিলেন। আমিনা সেই মুটেকে বলিলেন, "তুমি এখানে দাঁড়াইয়া থাক, তোমার মত জোয়ান মর্দ্দের বসিয়া থাকা শোভা পায় না। আমরা যাহা করিতে বলিব, এখানে দাঁড়াইয়া তাহাই করিতে হইবে।" মুটে অনেকক্ষণ ঘুমাইয়া লইয়াছিল, ইতিমধ্যে মদের নেশাও অনেকটা কাটিয়া গিয়াছিল, সুতরাং সুন্দরীর আদেশ পালনে তাহার আপত্তি হইল না।

প্রমোদ মজলিসে কুকুর নির্য্যাতন

সকলে উপবেশন করিলে আমিনা অন্য কক্ষ হইতে দুইটি প্রকাণ্ড কৃষ্ণবর্ণ কুক্কুরী সেই কক্ষে লইয়া যাইবার জন্য মুটেকে আদেশ করিলেন, মুটে আদেশ পালন করিল। কুক্কুরী দুটিকে দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, তাহারা কিছুমাত্র আদর পায় না। উদরে আহার অপেক্ষা পৃষ্ঠে বেত্রই অধিক পরিমাণে পায়। জোবেদীর আদেশে মুটে একটি কুকুর আমিনার হস্তে প্রদান করিল, অন্যটি জোবেদীর নিকট রহিল। জোবেদীর কাছে যে কুক্কুরীটি ছিল, সে ভয়ানক চীৎকার করিতে লাগিল ও পুনঃ পুনঃ মাথা তুলিয়া অত্যন্ত কাতরতা প্রকাশ করিতে লাগিল; কিন্তু জোবেদী কিছুমাত্র দয়া না করিয়া প্রবলবেগে তাহাকে বেত্রাঘাত করিতে লাগিলেন; কুকুরটি আঘাতে মৃতপ্রায় হইলে জোবেদীও বেত্রচালনে পরিশ্রান্ত হইলেন। তখন তিনি বেত ফেলিয়া দিয়া কুক্কুরীটিকে বক্ষোদেশে তুলিয়া লইয়া প্রবলবেগে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং রুমাল দিয়া কুক্কুরীর চোখের জল মুছাইয়া দিয়া তাহার মুখচুম্বন করিলেন। অতঃপর কুক্কুরীটিকে কক্ষান্তরে রাখিয়া আসা হইল। প্রথমটির প্রতি এই প্রকার বিচিত্র ব্যবহার করিয়া জোবেদী দ্বিতীয় কুক্কুরীটির প্রতিও ঠিক সেইরূপ ব্যবহার করিলেন।

তিনজন ফকির, খালিফ ও তাঁহার সহচররা এই প্রকার ব্যাপার দেখিয়া বিস্ময় দমন করিতে পারিলেন না। খালিফের বিস্ময়ই সকলের অপেক্ষা অধিক হইল, এই অপূর্ব্ব ব্যবহারের মর্ম্ম কি, তাহা স্থির করিবার জন্য তাঁহারা পরস্পর কিছুকাল আলোচনা করার পর খালিফ উজীরকে উহার কারণ জিজ্ঞাসার জন্য আদেশ করিলেন। উজীর খালিফকে ইঙ্গিতে জানাইলেন, তাঁহার কৌতূহল চরিতার্থ করিবার এখনও সময় হয় নাই।

সকলে কিয়ৎকাল নীরব রহিলেন, তাহার পর সফী আসন পরিত্যাগ করিয়া আমিনাকে বলিলেন, "ভগ্নি, উঠ, আমার উদ্দেশ্য বোধ হয় বুঝিয়াছ।" এই ইঙ্গিতমাত্র আমিনা আসন হইতে উঠিয়া ভিন্ন কক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং সাটিনমণ্ডিত সুবর্ণবর্ণে চিত্রিত একটি বাক্স লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। বাক্স খুলিলে দেখা গেল, তাহার মধ্যে একটি অতি সুন্দর বীণা রহিয়াছে। সফী বীণা বাজাইয়া গান করিতে লাগিলেন; সেই সুন্দর গীতে সকলেই মুগ্ধ হইলেন। কিয়ৎকাল গানের পর তিনি পরিশ্রান্ত হইলে আমিনার হস্তে সেই বীণা প্রদান করিলেন;—বলিলেন, "ভগ্নি, আমার গলা শুকাইয়া গিয়াছে, তুমি এখন কিছুকাল বীণা বাজাইয়া গান করিয়া অতিথিগণের হৃদয়ে আনন্দ দান কর।"

আমিনাও গান করিলেন। গান শুনিয়া জোবেদী মুক্ত-হৃদয়ে বলিলেন, "ভগ্নি! তোমার অদ্ভুত ক্ষমতা, শোক যেন তোমার গানে মূর্ত্তিমতী হইয়া উঠিয়াছে, এমন করুণ-সঙ্গীত কখনও শুনি নাই। এই কথা বলিতে না বলিতে আমিনা তাঁহার পরিচ্ছদ খুলিয়া ফেলিয়া বক্ষঃস্থল অনাবৃত করিলে, দর্শকগণ সবিস্ময়ে ও সভয়ে দেখিলেন, আমিনার বক্ষে নিদারুণ ক্ষতচিহ্ন; আমিনা বক্ষ অনাবৃত করিয়াই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। জোবেদী ও সফী দ্রুতবেগে তাঁহার সাহায্যার্থ ধাবিত হইলেন। একজন ফকির বলিলেন, "এমন ভয়ঙ্কর ব্যাপার সন্দর্শন করা অপেক্ষা গাছতলায় পড়িয়া নিদ্রা যাওয়া অনেক ভাল ছিল।"

মিকার বক্ষে দারুণ ক্ষত

খালিফ সমস্ত ব্যাপার জানিবার জন্য বিশেষ ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলে উজীর তাঁহাকে সংগোপনে বলিলেন, "জাঁহাপনা, রাত্রি শেষ হইয়া আসিয়াছে, আপনি ধৈর্য্যধারণ পূর্ব্বক আর কিছুকাল অপেক্ষা করুন, প্রভাত হইলেই আমি এই যুবতীগণকে আপনার রাজসভায় উপস্থিত করিব। তখন আপনি ইহাদের মুখে সকল



আবুহোসেন] প্রমোদ পেয়ালা [৪১০

কথাই জানিতে পারিবেন।" খালিফ বলিলেন যে, তিনি প্রভাত পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে অসমর্থ, অবিলম্বেই তিনি সকল কথা জানিতে চাহেন; কিন্তু কে সর্ব্বপ্রথমে যুবতীগণকে প্রশ্ন করিবে, তাহার কিছুই স্থির হইল না, অবশেষে তাঁহারা নানা কৌশলে মুটেকে প্রশ্ন করিবার জন্য সম্মত করাইলেন। অনেকক্ষণ সেবা-শুশ্রূষার পর আমিনার মূর্চ্ছাভঙ্গ হইলে মুটে জোবেদীকে বলিল, "ঠাকুরাণি, এই ভদ্রলোকগুলি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আপনারা কুকুরের সহিত এরূপ অদ্ভুত ব্যবহার কি জন্য করিলেন এবং আপনার ভগিনী সুন্দরী আমিনার বক্ষঃস্থলে এরূপ ক্ষত হওয়ারই বা কারণ কি? ইহাদের ইচ্ছা অনুসারেই আমি আপনাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

জোবেদী এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং বিরক্তিভাবে বলিলেন, "আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আপনারা এখানে কেহই আমাদের কোন ব্যবহার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবেন না, আপনারাও সেই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু আপনারা আপনাদের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন না, এ জন্য আপনাদিগকে ফলভোগ করিতে হইবে।"

প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গে রূপসীর রোষ

অনন্তর জোবেদী মৃত্তিকায় পদাঘাতপূর্ব্বক তিনবার করতালি দিয়া বলিলেন, "শীঘ্র এস।" মুহূর্ত্তমধ্যে একটী গুপ্ত দ্বার খুলিয়া গেল এবং সেই পথে সাতজন বলবান্ কৃষ্ণবর্ণ কাফ্রি তরবারি হস্তে দ্রুতবেগে প্রবেশ করিল। তাহারা গৃহমধ্যস্থ সাত জন পুরুষকেই ধরাশায়ী করিয়া তাহাদের মস্তক ছেদন করিবার জন্য তরবারি উদ্যত করিল।

এই অদ্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া, খালিফ অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন, উজীরের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়াই এই বিপদে পড়িতে হইল ভাবিয়া, তিনি মনে মনে অনুতাপ করিতে লাগিলেন। এ দিকে কাফ্রি দাসরা তাহাদের অসি উদ্যত করিয়াই জোবেদী ও তাঁহার ভগ্নীদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুরাণি! আপনাদের অনুমতি হইলে এই দুর্ব্বৃত্তদিগের শিরশ্ছেদন করি।"—জোবেদী বলিলেন, "একটু থাম, আগে ইহাদের সকল কথা শুনা যাউক।"—তখন মুটে অত্যন্ত কাতরভাবে বলিল, "ঠাকুরাণি, আল্লার দিব্য, অন্যের অপরাধে আমার প্রাণনষ্ট করিবেন না, আমি নির্দ্দোষ, এই লোকগুলাই অপরাধী, কত সুখে আমাদের সময় কাটিতেছিল, কিন্তু এই একচক্ষু ফকিরগুলা আসিয়া সব গোল করিয়া দিল; কাণার মুখদর্শন করিলে বিপদে পড়িতে হয়, দয়া করিয়া এবার আমার প্রাণরক্ষা করুন।"

রহস্য-রঙ্গিণীর করুণা

জোবেদী মুটের কাতরতা দেখিয়া ও তাহার কথা শুনিয়া মৃদুহাস্য করিলেন। মুটের উপর তাঁহার ক্রোধ অনেক পরিমাণে হ্রাস হইল, তিনি অন্য অন্য অতিথিগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমরা কে, এখনি পরিচয় দাও; নতুবা তোমাদের জীবনের আশা নাই। তোমরা যে ভদ্রলোক কিংবা কোন ভদ্রসমাজে মিশিয়াছ, এ কথা আমার বিশ্বাস হয় না, তোমাদের ভদ্রতাবোধ থাকিলে প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া এ ভাবে আমাদের অপমান করিতে না।"

খালিফ সকল অপেক্ষা অতিশয় ভয় পাইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার প্রকৃত পরিচয় প্রদানের জন্য ইঙ্গিতে উজীরকে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু বুদ্ধিমান্ বিচক্ষণ উজীর খালিফের পরিচয় প্রদান করিতে সম্মত হইলেন না;—বলিলেন, "আমরা যেমন কাজ করিয়াছি, তাহার উপযুক্ত ফলভোগ করিব।"

জোবেদী একে একে সকলের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, একচক্ষু ফকির তিনজনকে বলিলেন, "দেখিতেছি, তোমাদের প্রত্যেকেরই এক একটি চক্ষু নাই, তোমরা কি তিনজনে সহোদর ভ্রাতা?"—তখন একজন ফকির উত্তর করিলেন, "আমাদের পরস্পরের সহিত কাহারও সম্বন্ধ নাই, একটি ভয়ানক বিপদে

পড়িয়া আমার একটি চক্ষু নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেই বিপদে কোন ক্রমে প্রাণরক্ষা হইয়াছে বটে, কিন্তু চক্ষুটি নষ্ট হইয়াছে। সে বড় অদ্ভুত কাহিনী! সেই বিপদের পর আমি মাথার চুল, দাড়ী, গোঁপ, ভ্রূ সমস্ত কামাইয়া ফকিরী গ্রহণ করিয়াছি।"

রহস্য-প্রকাশে নিষ্কৃতির উপায়

জোবেদী অন্য ফকিরদ্বয়কেও সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহারাও প্রথম ফকিরের ন্যায় উত্তর দান করিলেন; কেবল তৃতীয় ফকির বলিলেন, "ঠাকুরাণি, আমরা সাধারণ লোক নহি, তিনজনেই আমরা রাজপুত্র, দৈবঘটনায় আজ সন্ধ্যাকালে আমাদের পরস্পরের আলাপ হইয়াছে, তাহার পূর্ব্বে আমরা কেহ কাহাকেও চিনিতাম না।"

ফকিরদিগের মুখে এই কথা শুনিয়া জোবেদীর ক্রোধ অনেক পরিমাণে শান্ত হইল, তিনি সেই কাফ্রি দাসদিগকে আদেশ করিলেন, "ইহাদিগকে ছাড়িয়া দাও, কিন্তু চলিয়া যাইও না, নিকটে দাঁড়াইয়া থাক। যে তাহার ইতিহাসের কোন অংশ গোপন না করিয়া, সরলভাবে সত্য কথা বলিবে, এবং কি উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়াছে, তাহা গোপনে না রাখিবে তাহার কোন বিপদের আশঙ্কা নাই, কিন্তু ইহার অন্যথা করিলে আমি মার্জ্জনা করিব না।"

মুক্তিলাভের আশায় সকলেই সত্যকথা বলিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। মুটে সর্ব্বপ্রথমে কথা কহিল। সে বলিল, "ঠাকুরাণি, আমার ইতিহাস আপনি সকলই অবগত আছেন, কি জন্য আমি আপনাদের বাড়ী আসিয়াছি, তাহাও আপনার অজ্ঞাত নাই; আপনাদের দ্রব্যসামগ্রী লইয়া বাজার হইতে এখানে আসিয়াছি, তাহার পর আপনাদের অনুগ্রহেই আজ এখানে প্রচুর পরিমাণে আহার ও আমোদ লাভ করিয়াছি, এ অনুগ্রহ কখনও আমি ভুলিব না, ইহাই আমার ইতিহাস।"

মুটের কথা শেষ হইলে জোবেদী তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "তোমাকে ক্ষমা করা গেল, তুমি অবিলম্বে এখান হইতে দূর হইয়া যাও।"—তখন মুটে করযোড়ে বলিল, "ঠাকুরাণি, আপনি অনুমতি করিলে আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া এই কাণা ফকির তিনজন ও ভদ্রলোক কয়েকটির ইতিহাস শুনিয়া যাই;—ইঁহারা যখন আমার কাহিনী শ্রবণ করিয়াছেন, তখন ইঁহাদের কাহিনী শ্রবণেও আমার অধিকার আছে।" জোবেদী তাহার প্রার্থনায় সম্মত হইলে সে একপাশে আসনের উপর বসিল। তাহার মনে এখন বড় আনন্দ; কারণ, তাহার ভয় দূর হইয়াছিল। জোবেদীর আদেশে একজন ফকির প্রথমে তাঁহার নিজের বিচিত্র কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন।

* * * * *

প্রথম কাণা ফকির কাহিনী

প্রথম ফকির বলিলেন, "ঠাকুরাণি! কিরূপে আমি এক চক্ষু হারাইলাম এবং কি জন্যই বা ফকিরী গ্রহণ করিলাম, তাহা বলিবার পূর্ব্বে আপনাকে বলিতে হইতেছে যে, আমি একজন রাজপুত্র। আমার পিতা ও তাঁহার সহোদর উভয়েই সন্নিকটবর্ত্তী দুইটি রাজ্যের রাজা ছিলেন। আমার পিতার সহোদরের দুই সন্তান;—একটী পুত্র ও একটি কন্যা। পুত্রটি আমার সমবয়স্ক।

আমার বয়স হইলে ও লেখাপড়া শিখিলে, আমার পিতা আমাকে ইচ্ছামত সকল কাজ করিতে দিতেন। আমি প্রতিবৎসর যথানিয়মে আমার কাকার রাজ্যে গমন করিতাম এবং কিছুদিন তাঁহার প্রাসাদে বাস করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিতাম। পিতৃব্যগৃহে পুনঃপুনঃ এই ভাবে যাতায়াত করায় আমার পিতৃব্য পুত্রের সহিত অত্যন্ত বন্ধুত্ব হইল। শেষবার আমি যখন কাকার বাড়ীতে যাই, তখন আমার পিতৃব্যপুত্র আমার

সম্বর্দ্ধনার জন্য মহা ধুমধামে ভোজের আয়োজন করিলেন। আহারাদির পর আমরা বসিয়া গল্প করিতেছি, এমন সময় আমার সেই ভ্রাতা আমাকে বলিলেন, "ভাই, গতবার তোমার এখান হইতে যাওয়ার পর আমার মনে যে অদ্ভুত খেয়ালের উদয় হইয়াছে, তাহার কথা তুমি কিছুই জান না। আমি একটি বাড়ী নির্ম্মাণ করাইতেছি। অনেক লোক খাটিতেছে, সম্প্রতি তাহা শেষও হইয়াছে, শীঘ্রই আমরা উভয়ে সেই বাড়ীতেই বাস করিব। আমি তোমাকে সেই বাড়ী দেখাইতে লইয়া যাইব, কিন্তু তুমি প্রতিজ্ঞা কর যে, তুমি যাহা জানিতে পারিবে, তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না।"

গুপ্ত-মন্দিরে প্রমোদিনী চালান

আমার ভ্রাতার সহিত আমার যেরূপ প্রণয় ও ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল, তাহাতে এরূপ প্রতিজ্ঞা করিতে আমি ক্ষণকালের জন্যও দ্বিধা বোধ করিলাম না। আমার প্রতিজ্ঞা শুনিয়া তিনি উঠিলেন—বলিলেন, "তুমি এখানে ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, আমি আসিতেছি।"—অল্পক্ষণের মধ্যেই আমার ভ্রাতা একটি পরমা সুন্দরী যুবতীর হাত ধরিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। যুবতী যেমন সুন্দরী, তেমনি সুসজ্জিতা।



সহোদরা প্রণয়িনী

আমার ভ্রাতা, যুবতীর কোন পরিচয় দিলেন না, আমিও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না। আমরা একত্র বসিয়া পরস্পর আলাপ করিতে লাগিলাম, মদ্যপানও চলিতে লাগিল। রাজপুত্র আমাকে বলিলেন, "আর সময় নাই, তুমি এই যুবতীকে লইয়া এখান হইতে বাহির হইয়া যাও, সোজা চলিয়া গিয়া কিছু দূরে একটি সমাধি-ক্ষেত্র দেখিতে পাইবে, সেখানে একটি নূতন মন্দিরও দেখিবে। মন্দিরের দ্বার খোলা আছে, তোমরা দু'জনে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিবে, আমি শীঘ্রই আসিতেছি।"

বন্ধুর প্রতি আমার যথেষ্ট বিশ্বাস ছিল, আর কিছু জানিবার আবশ্যক হইল না। তখন রাত্রি হইয়াছিল, চন্দ্রালোকে চতুর্দ্দিক্ হাস্যময়, আমি যুবতীকে লইয়া যথানির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলাম। অল্পক্ষণ পরেই রাজপুত্র আমাদের সমীপস্থ হইলেন; তাঁহার হস্তে একটি জলপূর্ণ পাত্র, একখানি কোদালি এবং একটি থলিয়া পূর্ণ চুণ-সুরকী। রাজপুত্র সেই কোদালির সাহায্যে সমাধির মধ্যস্থল খনন করিয়া, প্রস্তরগুলি এক পাশে সরাইয়া

৯

রাখিলেন। খনন করিতে করিতে একটি গুহার দ্বার প্রকাশ হইয়া পড়িল। সেই দ্বারটি টানিয়া তুলিতেই কতকগুলি সিঁড়ি দৃষ্টিপথে পড়িল। রাজপুত্র যুবতীকে তাহা দেখাইয়া বলিলেন, "সুন্দরি, আমি তোমাকে যে স্থানের কথা বলিয়াছি, এই পথ দিয়া সেখানে যাইতে হইবে।"—যুবতী তখন বিনা বাক্য-ব্যয়ে সেই সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিলেন। রাজপুত্র আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ভাই, আজ তুমি আমার বড় উপকার করিয়াছ, তোমাকে যে কষ্ট পাইতে হইয়াছে, সেজন্য আমি তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি, এখন বিদায়!" এই বলিয়া রাজপুত্র সেই যুবতীর অনুসরণ করিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "ভাই, তোমার এরূপ ব্যবহারের অর্থ কি?" রাজপুত্র উত্তর দিলেন, "কিছুই নহে, তুমি যে পথে আসিয়াছ, সেই পথে ফিরিয়া যাও।"

সমাধি-মন্দিরে বিলাস-প্রাসাদ

আমি তাঁহার মুখে আর কোন কথা শুনিতে পাইলাম না। আমার কাকার প্রাসাদে ফিরিয়া আসিয়া কিছু অসুস্থ বোধ করিলাম; কারণ, মদটা অধিক খাওয়া হইয়াছিল। যাহা হউক, আমি আমার শয়নকক্ষে উপস্থিত হইয়া শয্যার শুইয়া পড়িলাম। পরদিন সকালবেলা নিদ্রাভঙ্গে আমার বোধ হইল, রাত্রির ঘটনা সমস্তই স্বপ্ন! আমি রাজপুত্রের সন্ধানে লোক পাঠাইয়া জানিলাম, তিনি রাত্রিকালে ফিরিয়া আসেন নাই, তাঁহার কি হইল, তাহার সন্ধান না পাইয়া সকলেই অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিল। তখন বুঝিলাম, রাত্রির ঘটনা সমস্তই সত্য, আমার উদ্বেগের সীমা রহিল না; আমি গোপনে সমাধি-ভূমিতে উপস্থিত হইলাম;—দেখিলাম, স্থানটি বহুসংখ্যক সমাধি-মন্দিরে সমাচ্ছন্ন। গোপনে বিস্তর অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু বন্ধু কোন্ মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছেন, তাহা নির্ণয় করিতে পারিলাম না। এই ভাবে চারি দিন নানারূপে যথাশক্তি অনুসন্ধান করিলাম।

এ স্থানে বলা আবশ্যক। আমার পিতৃব্য সে দেশের রাজা, এ সময় তিনি রাজধানীতে ছিলেন না, কিছুদিন পূর্ব্বে মৃগয়ায় গিয়াছিলেন। আমি তাঁহার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত তাঁহার অপেক্ষা করিতে না পারিয়া, পিতার রাজ্যে ফিরিয়া আসিলাম, কিন্তু আসিবার সময়ও পিতৃব্যের অমাত্যগণকে রাজপুত্র সম্বন্ধে আমি যেটুকু কথা জানিতাম, তাহা বলিতে পারিলাম না; কারণ, এ কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিব না, বলিয়া বন্ধুর নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলাম।

রাজ্যে ফিরিয়া দেখিলাম, আমার পিতার সৈন্যগণ ও অমাত্যবর্গ উজীরকে আমার পিতৃ-সিংহাসনে বসাইয়াছে। শুনিলাম, আমার পিতার মৃত্যু হওয়াতেই তাহারা এরূপ করিয়াছে। উজীরের বশীভূত সৈন্যগণ সহসা আমাকে ধৃত করিয়া, তাহাদের নূতন রাজার নিকট লইয়া চলিল, আমার ক্ষোভ ও বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

উজীর-বিদ্রোহ

বিদ্রোহী উজীর বহুদিন হইতে আমাকে ঘৃণা করিত, কারণ, বাল্যকালে একদিন আমি প্রাসাদের ছাদে উঠিয়া ধনুর্ব্বাণ লইয়া পক্ষী শিকার করিতেছিলাম, হঠাৎ একটা তীর তাহার চক্ষুতে বিদ্ধ হয়, সে তখন তাহার গৃহছাদে উঠিয়া বায়ুসেবন করিতেছিল। আমি এই দুর্ঘটনার কথা শুনিবামাত্র তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম, কিন্তু সে সন্তুষ্ট হইল না, সুযোগ পাইলেই আমার এই অসাবধানতার প্রতিফল প্রদান করিবে বলিয়া আমাকে ভয় প্রদর্শন করিল।—এতদিনে তাহার সেই সুযোগ উপস্থিত, আমাকে দেখিবামাত্র উজীর সক্রোধে আমার নিকট ছুটিয়া আসিল এবং আমার দক্ষিণ চক্ষুতে অঙ্গুলী প্রবিষ্ট করিয়া আমার চক্ষুটি উৎপাটন করিয়া লইল। সেই দিন হইতে আমি একচক্ষুহীন হইলাম।

সেই দুরাত্মা উজীরের ক্রোধ কিন্তু ইহাতেও প্রশমিত হইল না, সে আদেশ করিল, আমাকে লৌহ-পিঞ্জরে

আবদ্ধ করিয়া অরণ্যের মধ্যে লইয়া গিয়া বধ করিতে হইবে। তদনুসারে ঘাতক আমাকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া নগরবাহিরে লইয়া গেল এবং তাহার নূতন রাজার আদেশ অনুসারে আমাকে বধ করিতে উদ্যত হইল। আমি বিস্তর অনুনয়-বিনয় করিয়া ঘাতকের অনুগ্রহ প্রার্থনা করায় তাহার হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল, সে আমাকে মুক্তিদান করিয়া বলিল, "এই মুহূর্ত্তেই এ দেশ পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তরে চলিয়া যান, আমি আপনাকে ছাড়িয়া দিয়াছি, এ কথা জানিতে পারিলে রাজা আমারও প্রাণবধের আদেশ প্রদান করিবেন।" আমি তদ্দণ্ডেই পিতৃরাজ্য পরিত্যাগ করিলাম এবং ধরা পড়িবার ভয়ে দিবসে গুপ্তস্থানে লুকাইয়া থাকিয়া, রাত্রিতে যতদূর পারি চলিয়া, অবশেষে আমার কাকার রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

পিতৃব্যের রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি আমার দুর্ভাগ্যের কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, কিন্তু দেখিলাম, এতদিন পর্য্যন্ত পুত্রের কোন সন্ধান না পাইয়া, তাঁহার মানসিক অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয় হইয়াছে, পুত্রের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া, তিনি কাতরভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহার কাতরতায় ব্যথিত হইয়া, তাঁহার পুত্র সম্বন্ধে আমি যে গোপনীয় কথা জানিতাম, তাহা প্রকাশ করিলাম—এইরূপে আমি প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিলাম।

সমাধি-মন্দির রহস্য উদ্ঘাটন

আমার পিতৃব্য আমার মুখে সকল কথা অবগত হইয়া বলিলেন, "বৎস, তোমার কথায় আমার নিরাশ হৃদয়ে কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হইল। আমার পুত্র যে এরূপ একটি সমাধিমন্দির প্রস্তুত করিয়াছে, তাহা জানিতাম, এমন কি, তাহা কোথায় নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাও জানি, কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য জানিতাম না। যাহা হউক, সে যখন এ কথা তোমাকে গোপনে রাখিতে বলিয়াছে, তখন ইহা অন্য ব্যক্তির নিকট প্রকাশ না করিয়া, তুমি বিশেষ বুদ্ধিমানের কার্য্যই করিয়াছ, এসো আমরা উভয়ে সঙ্গোপনে এই রহস্যভেদের চেষ্টা করি।"

আমরা ছদ্মবেশে প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইলাম এবং বহু অনুসন্ধানের পর সৌভাগ্যক্রমে সেই সমাধি-মন্দির চিনিয়া বাহির করিলাম। মন্দিরে প্রবেশ করিয়া ভূতলগর্ভস্থ সিঁড়ির দ্বারের দিকে চাহিয়া দেখিলাম,—চুণ, সুরকী দ্বারা উত্তমরূপে আবদ্ধ করা হইয়াছে। বহু কষ্টে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া আমরা ভূগর্ভে প্রবেশ করিলাম। প্রথমে আমার পিতৃব্য চলিতে লাগিলেন, আমি তাঁহার অনুগমন করিলাম। প্রায় পঞ্চাশটি সোপান অতিক্রম করিয়া, আমরা ভূগর্ভস্থ একটি কুঠরীর মধ্যে উপস্থিত হইলাম;—দেখিলাম, অন্ধকারময় কক্ষটি গাঢ় ধূমে পরিপূর্ণ। সেই ধূম আমাদের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিবামাত্র আমাদের ঘোর যন্ত্রণা উপস্থিত হইল। এই ধূম এরূপ গাঢ় যে, তাহা আলোকের গতি সম্পূর্ণরূপে রোধ করিয়াছিল।

প্রেমিক-প্রেমিকার অন্তিম আলিঙ্গন

এই কক্ষ হইতে আমরা আর একটি বৃহৎ কক্ষে উপস্থিত হইলাম;—দেখিলাম, চতুর্দ্দিকে প্রকাণ্ড স্তম্ভশ্রেণী শোভা পাইতেছে, গৃহটি সুসজ্জিত, উজ্জ্বল আলোকমালায় পরিপূর্ণ। সে গৃহের মধ্যস্থলে বহুবিধ খাদ্যদ্রব্য সুসজ্জিত, কিন্তু কোথাও কেহ নাই। কিছু দূরে দেখিলাম, একটি মূল্যবান্ পর্য্যঙ্কে অতি সুন্দর শয্যা, তাহার উপর অতি সূক্ষ্ম কারুকার্য্যবিশিষ্ট মশারি বিলম্বিত। আমার পিতৃব্য সেই শয্যা দেখিয়া দ্রুতবেগে তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং মশারি টানিয়া তুলিলেন। তখন দেখা গেল, তাঁহার পুত্র ও সেই যুবতী পরস্পরের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়া সেই শয্যায় শায়িত আছেন; কিন্তু তাঁহাদের দেহ অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া কয়লায় পরিণত হইয়াছে, যেন তাঁহারা অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইয়া ভস্মীভূত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহাদিগকে কেহ টানিয়া বাহির করিয়াছে। আমি সবিস্ময়ে দেখিলাম, এই ভয়ানক দৃশ্য দেখিয়াও আমার পিতৃব্য কিছুমাত্র বিস্ময় বা বিষাদ প্রকাশ করিলেন না, একবারও তাঁহার মুখে হাহাকার শব্দ শুনিলাম না,

তিনি মহাক্রোধে তাঁহার মৃতপুত্রের মুখে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "পৃথিবীর শাস্তিই এইরূপ, পরলোকেও অনন্তকাল শাস্তি পাইতে হইবে।"—তাহার পর তিনি পায়ের জুতা খুলিয়া তদ্দ্বারা তাঁহার মৃতপুত্রের গাত্রে সবেগে আঘাত করিলেন।

ভগিনীর গুপ্তপ্রেমে আত্মদান

আমার পিতৃব্যকে তাঁহার মৃতপুত্রের প্রতি এইরূপ ব্যবহার করিতে দেখিয়া, আমার মনে ক্রোধ ও ক্ষোভের সঞ্চার হইল ; কিন্তু আমি মনোভাব দমন করিয়া, তাঁহাকে এই অভূতপূর্ব্ব ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। রাজা বলিলেন, "বৎস! আমার পুত্র আমার নাম কলঙ্কিত করিয়াছে, সে তাহার সহোদরা ভগিনীর গুপ্তপ্রণয়ে মুগ্ধ হইয়াছিল, এজন্য আমি তাহাকে যথোপযুক্ত তিরস্কার করিতে ত্রুটি করি নাই, তাহাকে অনেক সদুপদেশও দান করিয়াছি এবং অবশেষে তাহার ভগিনীকে সকল কথা বুঝাইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেও নিষেধ করিয়াছিলাম, কিন্তু পাপিষ্ঠা সুধাভ্রমে যে বিষপানে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহা হইতে নিবৃত্ত হইল না। তাহারা উভয়েই আমার হিতোপদেশ অগ্রাহ্য করিল। অবশেষে তাহারা আমার সতর্কদৃষ্টিকে প্রতারিত করিয়া, তাহাদের পাপলালসা চরিতার্থ করিবার জন্য এই গুপ্ত পাতালগৃহ নির্ম্মাণ করিল এবং আমার রাজধানী অনুপস্থিতির সুযোগে তাহার সহোদরাকে এখানে লইয়া আসিল। এখানে তাহারা তাহাদের বিলাসলালসা চরিতার্থ করিবার সকল উপকরণই সংগ্রহ করিয়াছিল ; কিন্তু বিধাতা এত পাপ সহ্য করিলেন না, তাহাদিগকে যে ভীষণ দণ্ড দান করিলেন, তাহা দেখিতেই পাইতেছ।"—এতক্ষণে রাজা কাতরভাবে রোদন করিতে লাগিলেন, আমিও অশ্রুরোধ করিতে পারিলাম না।

অনন্তর রাজা কিঞ্চিৎ শান্ত হইলে আমাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, "বৎস! আমার অযোগ্য পুত্র নিজ কর্ম্মফলে নিহত হইয়াছে, তুমি আমার উপযুক্ত ভ্রাতুষ্পুত্র, আজ হইতে তুমি আমার পুত্রস্থানীয় হইলে।"—তিনি সস্নেহে পরম আদর সহকারে আমাকে আলিঙ্গন করিলেন।

অনন্তর আমরা সেই ভূগর্ভস্থ গৃহ হইতে উঠিয়া তাহার সিঁড়ির পথ উত্তমরূপে রুদ্ধ করিয়া দিলাম এবং অন্যের অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে পিতৃব্যের প্রাসাদে প্রত্যাগমন করিলাম।

প্রাসাদে আসিয়া আমরা বহুসৈন্যের কোলাহল ও রণবাদ্যধ্বনি শুনিতে পাইলাম ; বুঝিলাম, শত্রুদল আমার পিতৃব্যের রাজ্য আক্রমণ করিতে আসিতেছে। এ আর কেহই নহে, আমার পিতার সেই বিশ্বাসঘাতক উজীর। আমার পিতৃরাজ্য অধিকার করিয়া, অবশেষে সসৈন্যে আমার পিতৃব্যের রাজ্য গ্রাস করিতে আসিয়াছে। আমার পিতৃব্য যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, তাঁহার সৈন্যগণও অসতর্কতাবস্থায় ছিল, সুতরাং শত্রুসৈন্য সহজেই রাজ্য হস্তগত করিল! আমার পিতৃব্য আত্মরক্ষার জন্য চেষ্টা করিয়া, অবশেষে শত্রুহস্তে নিহত হইলেন, আমি বহুকষ্টে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিলাম। শত্রুহস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে এই ফকিরের বেশে আমি রাজধানী পরিত্যাগ করিয়াছি ; অনেক দিন পর্য্যন্ত আমার ভয় দূর হয় নাই। অনেক দেশ ঘুরিয়া অবশেষে আমি মহাপ্রতাপশালী রাজরাজেশ্বর খালিফ হারুণ-অল-রসিদের রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছি এবং এত দিনে আমার প্রাণের ভয় দূর হইয়াছে। আমি স্থির করিয়াছি, এখন আমি খালিফের চরণে শরণ লইব। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, আমার এই জীবনের বিচিত্র ইতিহাস শ্রবণ করিলে তাঁহার হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইবে, এবং তাঁহার সাহায্য হইতে আমি বঞ্চিত হইব না।

বিদ্রোহী উজীরের রাজ্য অধিকার

আজ সন্ধ্যাকালে আমি এই নগরে পদার্পণ করিয়াছি। পথশ্রমে অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলাম, এক স্থানে বিশ্রাম করিতেছি, এমন সময় দ্বিতীয় ফকিরের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, "ভাই, বোধ হয়, তুমিও আমার মত বিদেশী, আমার অনুমান সত্য কি না বল?"—আমি বলিলাম, "আপনি

যথার্থই অনুমান করিয়াছেন।” ঠিক সেই মুহূর্ত্তে তৃতীয় ফকিরটি আমাদের নিকটস্থ হইলেন, তাঁহার পরিচয়ে জানিলাম, তিনিও আমাদের ন্যায় নবাগত পথিক, সেই সন্ধ্যাকালেই বোগদাদে উপস্থিত হইয়াছেন। আমরা তিনজনে পরস্পরের বন্ধুতা-সূত্রে আবদ্ধ হইলাম, প্রতিজ্ঞা করিলাম, বিপদে বা সম্পদে কেহ কাহারও সঙ্গ পরিত্যাগ করিব না।

বোগদাদের রাজপথ দিয়া চলিতে চলিতে আপনাদের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া আনন্দ-কোলাহল শুনিতে পাইলাম। ধীরে ধীরে দরজায় আঘাত করিলাম, তাহার পর যাহা ঘটিয়াছে, তাহা আপনারা জ্ঞাত আছেন, ইহাই আমার ইতিহাস।

প্রথম ফকিরের কথা শুনিয়া, জোবেদী বলিলেন, “তোমার ইতিহাস শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, তুমি এখন যেখানে ইচ্ছা প্রস্থান করিতে পার।”—প্রথম ফকির বলিলেন, “অবশিষ্ট ফকিরদ্বয়ের ও অন্য ভদ্রলোক কয়েকটি ইতিহাস শুনিবার জন্য তিনি সেখানে আরও কিছু কাল অপেক্ষা করিবার অনুমতি চাহেন, বিশেষতঃ তিনি তাঁহার বন্ধুদ্বয়কে ত্যাগ করিতে অসমর্থ।” জোবেদী এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া, দ্বিতীয় ফকিরকে তাঁহার জীবনের কাহিনী বলিবার আদেশ দিলেন।

* * * * *

দ্বিতীয় কাণা ফকির কাহিনী

দ্বিতীয় কাণা ফকির বলিতে আরম্ভ করিলেন;—“ঠাকুরাণি, আমি কিরূপে এক চক্ষু হারাইলাম এবং এতদিন কি ভাবে আমার জীবন অতিবাহিত হইয়াছে, তাহা জানিবার জন্য আপনারা উৎসুক হইয়াছেন, আমি তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন।”

আমার পিতাও রাজা ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই আমি কিছু অধিক নির্ব্বোধ। আমার বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতির জন্য আমার পিতা সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিয়াছিলেন, আমার শিক্ষাদানের জন্য চতুর্দ্দিক্ হইতে বড় বড় মৌলবী সংগ্রহ করা হইয়াছিল। অল্প দিনের মধ্যে সমস্ত কোরাণখানি আমি কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিলাম; কোরাণ সমাপ্ত করিয়া আমি ইতিহাস, কাব্য ও সাহিত্য পাঠে মনোনিবেশ করিলাম, তাহার পর ভূবিদ্যাদি বিভিন্ন বিদ্যা আয়ত্ত করিলাম। চতুর্দ্দিকে আমার শিক্ষার খ্যাতি বিস্তৃত হইয়া পড়িল।

হিন্দুস্থান-বাদশাহের বিদ্যার সমাদর

আমার বিদ্যার খ্যাতি বহুদূরবর্ত্তী ভারতবর্ষের বাদশাহের কর্ণগোচর হইল। তিনি আমার সহিত সাক্ষাতে সমুৎসুক হইয়া বহু ধনরত্ন ও বহুমূল্য উপহারাদি সহ আমার পিতার রাজধানীতে দূত প্রেরণ করিলেন। হিন্দুস্থানের বাদশাহের সহৃদয়তার পরিচয় জানিয়া আমার পিতা অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, এবং মহাসমারোহে আমাকে হিন্দুস্থানে প্রেরণ করিলেন। আমি হিন্দুস্থানের দূতের সহিত ভারতবর্ষে শুভযাত্রা করিলাম।

দস্যুহস্তে নির্য্যাতন

সুদীর্ঘ পথ,—এক মাস ধরিয়া চলিলাম। পথের শেষ হইল না। সহসা একদিন আমরা পঞ্চাশ জন অস্ত্রধারী অশ্বারোহী দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলাম। আমাদের অনুচরের সংখ্যা অধিক ছিল না, তথাপি দস্যুগণের সহিত প্রাণপণে যুদ্ধ করিলাম, কিন্তু তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে পারিলাম না, আমরাই পরাজিত হইলাম এবং পরিত্রাণের কোন উপায় না দেখিয়া, একটি অশ্বে আরোহণ করিয়া, আহতদেহ লইয়া পলায়ন করিলাম। অশ্বটিও আমার ন্যায় আহত হইয়াছিল, কিয়দ্দূর গিয়াই সে প্রাণত্যাগ করিল। আমি আহত ও পরিশ্রান্ত দেহ লইয়া সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থানে অসহায় অবস্থায় নিপতিত হইলাম, দস্যুদলের হস্তে পড়িবার ভয়ে প্রশস্তপথ ছাড়িয়া আমি গুপ্তপথে চলিতে আরম্ভ করিলাম। বহু কষ্টে সমস্ত দিন চলিয়া

সন্ধ্যার সময় আমি এক পর্ব্বতের পাদদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলাম এবং একটি গুহার অনুসন্ধান করিয়া, সামান্য ফলমূল খাইয়া সেই গিরিগুহায় শয়ন করিলাম। পরদিন প্রভাতে উঠিয়া আবার চলিতে লাগিলাম, ধীরে ধীরে অতি কষ্টে এক মাস পথভ্রমণ করিয়া অবশেষে একটি সুন্দর নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম; কিন্তু তখন দেহের ও পরিচ্ছদের যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহাতে কোন ভদ্রলোকের সম্মুখস্থ হওয়া আমার পক্ষে লজ্জার বিষয় হইয়াছিল।

যাহা হউক, অবশেষে আমি এক দরজীর দোকানে উপস্থিত হইয়া তাহার শরণগ্রহণ করিলাম। দরজী দয়াপরবশ হইয়া আমাকে তাহার দোকানে স্থান দান করিল, আমি অকপটভাবে আমার সকল কথা তাহার নিকটে প্রকাশ করিলাম। দরজী বিশেষ মনোযোগের সহিত আমার সকল কথা শ্রবণ করিল, কিন্তু আমাকে সান্ত্বনা করা দূরে থাকুক, সে আমাকে বলিল, "সাবধান, তুমি এখানে আর কাহারও নিকট এ ভাবে আত্মপরিচয় প্রদান করিও না, তাহা হইলে ভয়ানক বিপদে পড়িবে। এই দেশের রাজা তোমার পিতার ভয়ানক শত্রু। এখানে তোমার আগমনের কথা প্রকাশ হইলে, তোমার প্রাণরক্ষা কঠিন হইবে।"—দরজীর কথা শুনিয়া আমার বিশ্বাস হইল, লোকটি প্রকৃতই সজ্জন। আমি তাহার সুপরামর্শের জন্য তাহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলাম এবং আমার বিপদকালে তাহাকেই একমাত্র বন্ধু বলিয়া মনে করিলাম। আমাকে ক্ষুধাতুর দেখিয়া দরজী আমাকে খাদ্যদ্রব্য ও পরিশ্রান্ত দেখিয়া শয্যা প্রদান করিল; আহারান্তে আমি শয্যায় শয়ন করিলাম। দরজীর গৃহে কিছুকাল বাস করিয়া আমি সবল ও সুস্থ হইলাম। একদিন দরজী কথাপ্রসঙ্গে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য কোন স্বাধীন ব্যবসায় অবলম্বনের উপযুক্ত শিক্ষা আমি লাভ করিয়াছি কি না?" আমি বলিলাম, "আমি আইন জানি, ব্যাকরণ জানি, কবিতাও অল্প-বিস্তর জানা আছে এবং হাতের লেখাটিও মন্দ নহে।"—এই কথা শুনিয়া দরজী হাসিয়া বলিল, "তোমার এ বিদ্যাতে এ দেশে এক টুক্‌রা রুটিও উপার্জ্জন করিতে পারিবে না। তোমার যে বিদ্যা, এ রাজ্যে উহা নিতান্তই অনর্থক। আমার উপদেশ শুন, তোমার শরীরে বল আছে, একটা কুঠার লইয়া জঙ্গলে যাও, কাঠ কাটিয়া আনিয়া বিক্রয় কর, যাহা কিছু উপার্জ্জন হইবে, তাহাতেই স্বাধীনভাবে তোমার দিন চলিয়া যাইবে। যতদিন তোমার দুর্দ্দিন না কাটে, তত দিন ঐ ভাবে চালাও। আমি তোমাকে একখানি কুঠার ও কাঠ বাঁধিবার একগাছি দড়ি দিব।"—আমি অগত্যা এই নীচকর্ম্ম করিতেই স্বীকৃত হইলাম এবং এই উপায়ে কিছুদিনের মধ্যে যে অর্থসঞ্চয় করিলাম, তদ্দ্বারা দরজীর ঋণ পরিশোধে সমর্থ হইলাম।

দরদী দর্জ্জীর করুণা

এই ভাবে আমার জীবনের এক বৎসর অতিবাহিত হইল। একদিন আমি কাঠ কাটিতে গিয়া একটা গাছের মূলদেশ কাটিতে কাটিতে মাটীর নীচে একটা লৌহদ্বার দেখিতে পাইলাম; সেই দ্বার খুলিলে ভূগর্ভে কতকগুলি সিঁড়ি আমার দৃষ্টিপথে পড়িল। আমি কুঠার হস্তে লইয়া সেই সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গেলাম—দেখিলাম, একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকার ভিতর আসিয়া সেই সোপানশ্রেণী প্রবেশ করিয়াছে, দেখিয়া বোধ হইল, তাহা একটি প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদ। প্রাসাদটি উজ্জ্বল আলোকমালায় শোভিত। সেই প্রাসাদে একটি সুবর্ণ-নির্ম্মিত সুসজ্জিত পর্য্যঙ্কে একটি অসাধারণ-রূপবতী যুবতী বসিয়া আছেন। যুবতীর অপূর্ব্ব মাধুর্য্য, পীবর-বক্ষঃস্থল এবং বিকশিত যৌবনের রূপের শোভা আমাকে মুগ্ধ করিল। তাঁহাকে দেখিবামাত্র আমি আর অন্যদিকে চক্ষু ফিরাইতে পারিলাম না। সসম্মানে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া তাঁহার নিকটে যাইতেই যুবতী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?—কোন

দৈত্য-প্রাসাদে অনিন্দ্য সুন্দরী

মানব না দৈত্য ?"—আমি বলিলাম, "সুন্দরি, আমি মানুষ, দৈত্যের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই।"—সুন্দরী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "মানুষ হইয়া তুমি কিরূপে এখানে আসিলে? আমি পাঁচ বৎসর এখানে বাস করিতেছি, কিন্তু এতকালের মধ্যে তোমাকে ভিন্ন আর কোন মানুষকে এখানে আসিতে ত দেখি নাই।"

বুঝিলাম, আমার হঠাৎ আবির্ভাবে সুন্দরীর মনে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছে, তাঁহার সৌন্দর্য্যে আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম, তাঁহার বীণানিন্দিত কণ্ঠস্বর আমার কর্ণে সুধাবর্ষণ করিতেছিল, তাঁহাকে একাকী সেই নির্জ্জন প্রাসাদে কিঞ্চিৎ ভীত ও বিচলিত দেখিয়া, আমার জীবনের আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস তাঁহাকে বলিলাম। আমার কথা শুনিয়া যুবতী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "রাজপুত্র, আমি এই ঐশ্বর্য্যপূর্ণ সুসজ্জিত কারাগারে বন্দিনী। আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যদি আমাদিগকে কেহ স্বর্গেও লইয়া যায়, তাহাও আমাদের প্রীতিকর হয় না। আমি ইবনি দ্বীপের রাজকন্যা। আমার পিতা আমার একটি জ্ঞাতি ভ্রাতার সহিত আমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিলেন, বিবাহ রাত্রে আমার পিতার সুসজ্জিত রাজপ্রাসাদে যখন উৎসব চলিতেছিল, সেই সময়,—বিবাহের ঠিক পূর্ব্বমুহূর্ত্তে একটি ভয়ঙ্কর দৈত্য আমাকে অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। দৈত্যের করতলগত হইয়া আমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ি; মূর্চ্ছাভঙ্গে দেখিলাম, আমি এই স্থানে আনীত হইয়াছি। অনেক দিন পর্য্যন্ত আমি অত্যন্ত অশান্ত ও কাতর ছিলাম, সেই দৈত্য অনেক সময়ই আমার নিকটে আসে বলিয়া তাহার ভয়ঙ্কর আকার দেখিতে আমি অভ্যস্ত হইয়াছি। এখানে আমার কোন অভাব নাই, কেবল একটি অভাব আছে, তাহা মনের সুখ।

দৈত্য-বন্দিনী রাজনন্দিনী

"সেই দৈত্য দশদিন অন্তর এক এক রাত্রি এখানে আসিয়া প্রমোদনিশি যাপন করিয়া যায়;—এই দশ দিনের মধ্যে আর তাহার সাক্ষাৎলাভ হয় না, কিন্তু যদি তাহার সহিত সাক্ষাতের আবশ্যক হয়, তাহা হইলে আমার শয়নকক্ষের প্রবেশদ্বারে যে মন্ত্রপূত প্রস্তরখণ্ড আছে, তাহা স্পর্শ করিলেই সে এখানে আসিয়া উপস্থিত হয়। দৈত্য এখান হইতে চারিদিন হইল গিয়াছে, সুতরাং আর ছয়দিন পরে সে আবার ফিরিয়া আসিবে; সুতরাং তোমার ইচ্ছা হইলে এখন পাঁচ দিন এখানে বাস করিতে পার, যথাশক্তি তোমার আতিথ্যসৎকারে আমি কুণ্ঠিত হইব না।"

ভুবনমোহিনী সুন্দরী রাজকন্যার মুখে এই কথা শুনিয়া, আমি মনে মনে যৎপরোনাস্তি উল্লসিত হইলাম, এবং এই প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না। কিছুকাল প্রেমালাপের পর আমি রূপসী-রাণীর সঙ্গে একটি সুন্দর সুসজ্জিত স্নানগৃহে প্রবেশ করিলাম। পরস্পরের সাহচর্য্যে অতি তৃপ্তির সহিত স্নান-লীলা সমাধা করা গেল, যুবতীর কুসুম-সুকোমল স্পর্শে—নির্ঝরের শীতল জলে আমার পরিশ্রান্ত দেহ-মনের সকল ক্লান্তি দূর হইল। স্নানান্তে স্নানগৃহের বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, আমার কাঠুরিয়ার বস্ত্রের পরিবর্ত্তে একটি উৎকৃষ্ট রাজপরিচ্ছদ সংরক্ষিত আছে। আমি সেই পরিচ্ছদ পরিধান করিলাম, আমার দেহের শোভা শতগুণে বর্দ্ধিত হইল।

স্বপ্ন-সুন্দরীর স্নান-বিলাস

অনন্তর ভোজনকক্ষে উপস্থিত হইয়া আমি একখানি অতি সুকোমল গালিচায় উপবেশন করিলে সুন্দরী স্বর্ণপাত্রে বহুবিধ সুমিষ্ট খাদ্য ও উৎকৃষ্ট সুরা প্রদান করিলেন। আমার যথেষ্ট ক্ষুধা হইয়াছিল, উভয়ে একত্রে বসিয়া মহানন্দে পান-ভোজন করিলাম। সমগ্র রজনী উভয়ে এক শয্যায় বিনিদ্র-রজনী যেন সুখ-স্বপ্নে অতিবাহিত করিলাম। যুবতী সমস্ত দেহ-মন দিয়া আমার তৃপ্তিবিধান করিতে লাগিলেন। অনাস্বাদিতপূর্ব্ব সুখভোগে আমার দেহ-মন পরিতৃপ্ত হইল।

পরদিনও এই ভাবে কাটিল, সে দিন সুন্দরী আরও অধিক উৎকৃষ্ট সুরা আনিয়া দিল, তেমন সুমিষ্ট সুরম্য মদ জীবনে আর কখনও পান করি নাই। সে দিন আমি অধিক মদ্য পান করিয়া ফেলিলাম,

আমার মাথা গরম হইয়া উঠিল, আমি উন্মত্তপ্রায় হইয়া সেই স্বপ্ন-সুন্দরীকে বলিলাম, "প্রিয়তমে, অনেক বৎসর ধরিয়া তুমি এই ভূ-গর্ভস্থ গৃহে আবদ্ধ আছ, আমার সঙ্গে চল, আমি তোমাকে মানবের প্রিয়নিবাস আলোকপূর্ণ সুবিস্তীর্ণ পৃথিবীর উপর লইয়া যাই—পরস্পরের মিলন-মাধুর্য্যে সুখস্বপ্ন সফল—জীবন ধন্য করি।"—যুবতী সহাস্যে বলিলেন, "রাজপুত্র, এরূপ কথা আর মুখে আনিও না। যদি তুমি এখানে আমার সহিত নয় দিন নিত্য নব প্রেমরঙ্গে অতিবাহিত কর ও দৈত্য আসিবার দিন লুকাইয়া থাক, তাহা হইলে এখানেই পরমসুখে আমাদের দিনগুলি কাটিয়া যাইবে, আমি পৃথিবীর অন্য সুখ ও ঐশ্বর্য্যের কামনা করি না।"

সুখের নন্দনে বজ্রাঘাত

আমি হাসিয়া বলিলাম, "রাজকন্যা, দৈত্যের ভয়েই যে তুমি এ কথা বলিতেছ, তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি, তুমি দৈত্যকে ভয় করিতে পার, কিন্তু আমি তাহাকে গ্রাহ্যও করি না, এমন কি, তাহার ঐ মন্ত্রপূত প্রস্তরখণ্ডখানি এক দণ্ডে আমি শতখণ্ডে চূর্ণ করিতে পারি। ইহাতে যদি সেই দৈত্য এখানে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আমার এই সবল হস্তের এক মুষ্ট্যাঘাতে তাহার প্রাণবধ করিব। পৃথিবী হইতে দৈত্যকুল ধ্বংস করিবার জন্য আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, এই দৈত্যটাকে দিয়াই সেই ধ্বংস-কার্য্যের আরম্ভ করিব।"—রাজকন্যা জানিতেন, সেই প্রস্তরখণ্ড চূর্ণ করিলে তাহার কি ফল হইবে, সুতরাং তিনি আমাকে তাহা স্পর্শ করিতে নিষেধ করিলেন ;—বলিলেন, "যদি তুমি এরূপ কর, তাহা হইলে আমাদের উভয়েরই প্রাণ যাইবে, দৈত্যের পরিচয় আমি তোমা অপেক্ষা ভাল জানি।" মদ্যের প্রভাবে আমার বিচারবুদ্ধি লোপ পাইয়াছিল, যুবতীর কথায় কর্ণপাত না করিয়া, সেই প্রস্তরখণ্ডে সজোরে আঘাত করিলাম, দেখিতে দেখিতে তাহা খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল।

সেই প্রস্তরখানি চূর্ণ হইবামাত্র সমস্ত প্রাসাদ ভূমিকম্পের ন্যায় কাঁপিয়া উঠিল। তাহার পর মেঘ-গর্জ্জনের ন্যায় শব্দ উত্থিত হইল, প্রাসাদের কৃত্রিম আলোক-রাশি নির্ব্বাপিত হইয়া গেল এবং সেই অনন্ত অন্ধকারের মধ্যে দিগন্তব্যাপী বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ মুহুর্মুহুঃ প্রকাশিত হইতে লাগিল, আমার মদের নেশা একেবারে ছুটিয়া গেল, আমি সভয়ে রাজকন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "রাজকন্যা, এ কি ব্যাপার?" রাজকন্যা নিজের বিপদের কথা ভুলিয়া, আমার কি হইবে সেই চিন্তায় কাতর হইলেন ; সভয়ে বলিলেন, "রাজপুত্র, তোমার জীবনের আর কোন আশা নাই ; এখনও যদি বাঁচিবার সাধ থাকে, প্রাণ লইয়া পলায়ন কর।"

আর সময় নাই। আমি আমার কুঠার ও দড়ি ফেলিয়াই পলায়ন করিলাম, কিন্তু সোপানে উঠিতে হইল না। দেখিলাম, এক অতি ভীষণাকার দৈত্য সেই সোপানপথে অবতরণ করিতেছে। সে আসিয়া রাজকন্যাকে জিজ্ঞাসা করিল, "অসময়ে কেন তুমি আমাকে স্মরণ করিয়াছ?"—রাজকন্যা বলিলেন, "হঠাৎ আমার অসুখ হওয়ায় আমি ঔষধ খাইতে গিয়া পা পিছলাইয়া ঐ পাথরের উপর পড়িয়া গিয়াছিলাম; তাহাতেই উহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।"—দৈত্য সে কথা বিশ্বাস না করিয়া মহাক্রোধে বলিল, "পাপীয়সি, তোর এই মিথ্যা ছলনায় আমি ভুলিব না; এই কুঠার ও দড়ি কোথা হইতে আসিল?"—রাজকন্যা সবিস্ময়ে বলিলেন, "তাহা আমি কি করিয়া বলিব? ঝড়ের বেগে আসিয়াছে। সেই সময় হয় ত তোমারই আগমনের ঝড়ে উহা উড়িয়া আসিয়াছে।"

প্রেমময়ী নির্য্যাতন

বলা বাহুল্য, দৈত্যকে দেখিয়া আমি একটি গুপ্তস্থানে লুকাইয়াছিলাম ; দৈত্য যুবতীর কথা বিশ্বাস না করিয়া, নির্দ্দয়ভাবে তাহাকে কিল ও চড় মারিতে লাগিল ; আমি গুপ্তস্থান হইতে প্রহারের শব্দ শুনিতে লাগিলাম ; কিন্তু তখন আর উপায় ছিল না, মনোমোহিনী সুন্দরীর এই বিপদে অত্যন্ত দুঃখিত ও পরিতপ্ত হইয়া, আমি গুপ্তদ্বারপথে সেই দৈত্যপুরী হইতে বাহির হইয়া আসিলাম।

আমাকে সুস্থদেহে গৃহে ফিরিতে দেখিয়া, আমার শুভাকাঙ্ক্ষী দরজী বড় আনন্দিত হইল। সে ভাবিয়াছিল, গুপ্তচরের মুখে আমার প্রকৃত পরিচয় পাইয়া, সে দেশের রাজা আমার প্রাণদণ্ড করিয়াছেন। আমি দরজীকে ধন্যবাদ দিয়া, নিজের কক্ষে প্রবেশ করিলাম, তাহার কাছে কোন কথা ভাঙ্গিলাম না; কিন্তু আমার আক্ষেপের আর সীমা রহিল না, একটু বুদ্ধিমানের মত কাজ করিলেই রাজকন্যার সহিত পরমসুখে সেই প্রাসাদে বাস করিতে পারিতাম।

দৈত্য-কবলে

আমি আমার শয়নকক্ষে শুইয়া এ সকল কথা ভাবিতেছি, এমন সময় দরজী আসিয়া বলিল, "একজন বৃদ্ধ তোমার কুঠার ও দড়ি লইয়া আসিয়াছে, সে ইহা পথে কুড়াইয়া পাইয়াছে, তোমার সঙ্গী কাঠুরিয়ার মুখে শুনিয়াছে যে, ইহা তোমার জিনিস। এস, তোমার জিনিস সে তোমার হাতে দিয়া যাইবে বলিতেছে।" দরজীর কথা শুনিয়া আমার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল, আমার মুখ শুকাইল। দরজী তাহা লক্ষ্য করিয়া, আমার এই ভাবপরিবর্ত্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছে, এমন সময় সেই বৃদ্ধ আমার বিলম্বে অসহিষ্ণু হইয়া, আমার কক্ষে প্রবেশ করিল এবং আমার কুঠার ও দড়ি আমাকে দিয়া বলিল, "আমি দৈত্যরাজ ইবলিসের দৌহিত্র, এই কুঠার ও দড়ি কি তোমার নয়?"—তাহার পর সে আমাকে কথা বলিবার অবসর না দিয়াই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, আমার কটিদেশ ধরিয়া আকাশমার্গে উঠিতে লাগিল, মহাবেগে কতদূর উঠিল, বলিতে পারি না; তাহার পর আবার সবেগে নামিতে আরম্ভ করিল। আমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম, মূর্চ্ছাভঙ্গে দেখিলাম, আমি দৈত্যের সেই প্রাসাদে ইবনিদ্বীপের সেই সুন্দরী রাজকন্যার সম্মুখে নীত হইয়াছি। কিন্তু কি ভয়ানকদৃশ্য দেখিলাম, রাজকন্যা উলঙ্গিনী, তাঁহার হস্তপদ স্তম্ভের সহিত দৃঢ়ভাবে আবিদ্ধ—সর্ব্বাঙ্গে রক্ত ঝরিতেছে—চক্ষু অশ্রুরাশিতে ভাসিতেছে, দেহে প্রাণ আছে কি না সন্দেহ!

দৈত্য সরোষে সেই যুবতীকে জিজ্ঞাসা করিল, "ওরে পাপীয়সি, এই লোকটা তোর উপপতি কি না, সত্য করিয়া বল্!"—সুন্দরী ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "আমি উহাকে চিনি না, এই প্রথম দেখিতেছি।"



নগ্ন-নারী নির্য্যাতন

দৈত্য আবার গর্জন করিয়া বলিল, "দুশ্চারিণি! এত শাস্তি পাইয়াছিস্, তথাপি মিথ্যা কথা! আচ্ছা, যদি উহাকে না চিনিস্, তাহা হইলে আমার এই তরবারি লইয়া উহার মস্তকচ্ছেদন কর।"—যুবতী কাতরভাবে বলিলেন, "আমার হাত তুলিবার পর্য্যন্ত শক্তি নাই, আর যদি সে শক্তি থাকিত, তাহা হইলেও আমি এই অপরিচিত নির্দ্দোষ লোকের প্রাণবধ করিতাম না।" দৈত্য বলিল, "তোর নষ্টামী বুঝিয়াছি, এই ব্যক্তিই তোর উপপতি।" তাহার পর অগ্নিনেত্রে আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "বল্, তুই ইহাকে চিনিস্ কি না?" আমি চিনি না বলায়, সে আমার হস্তে তাহার খড়্গ দিয়া বলিল, "তবে এখনই তুই ইহার প্রাণবধ কর্।" —আমি ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে তাহার অস্ত্র গ্রহণ করিলাম। তখন সে রাজকন্যার প্রাণবধের জন্য আমাকে ইঙ্গিত করিল; কিন্তু আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না, খড়্গ ফেলিয়া দিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলাম, "আমি কখনই এই দোষহীনা অপরিচিতা অবলার প্রাণবধ করিব না। তোমার এই নিষ্ঠুর আদেশপালন করিবার শক্তি আমার নাই, আমি তোমার হাতে পড়িয়াছি, তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতে পার।" দৈত্য তখন সেই খড়্গ দ্বারা সুন্দরীর একটি হস্ত ছিন্ন করিল, ছিন্নহস্ত দিয়া অজস্র রক্তধারা ঝরিতে লাগিল, যুবতী কাতরদৃষ্টিতে আমার নিকট চির-বিদায় গ্রহণ করিল; দেখিতে দেখিতে তাহার প্রাণবিয়োগ হইল।

প্রমোদিনী সংহার

আমি সেই হৃদয়-বিদারক দৃশ্য দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম। মূর্চ্ছাভঙ্গে দেখিলাম, দৈত্য তখনও সেই একই ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। আমি হতাশভাবে বলিলাম, "তোমার ঐ তরবারির এক আঘাতে আমার প্রাণসংহার কর।" দৈত্য বলিল, "আমি প্রধান অপরাধীর প্রাণদণ্ড করিয়াছি, তোর প্রাণবধ করিলে তোর সকল কষ্টের অবসান হইবে, সেই জন্য তোর প্রাণবধ করিব না; তোকে কুকুর, গাধা, সিংহ, কিম্বা কোন পক্ষীতে পরিণত করিয়া রাখিব, তুই কোন্ রূপ পাইতে চাস্?" আমি দৈত্যের ক্রোধ দূর করিবার জন্য বলিলাম, "যদি তুমি আমার প্রাণবধ না কর, তাহা হইলে আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া যাও, তাহা হইলে এ উপকার আমি চিরকাল মনে রাখিব। অপকার করিলেও ভাললোক সেই অপকারীর উপকার করে, তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি গল্প বলিতেছি, শুন।"

* * * * *

অপরাধীর পুরস্কার

কোন বৃহৎ নগরে দুইজন লোক বাস করিত, তাহারা পরস্পরের প্রতিবাসী ছিল। ইহাদের একজন অন্য প্রতিবেশীর বড় হিংসা করিত। হিংসিত ব্যক্তি তাহার প্রতিবাসীর হিংসার ভয়ে সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া সে নগর ত্যাগ করিয়া রাজধানীতে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এই লোকটি বড় ধার্ম্মিক ছিল। রাজধানীতে আসিয়া তিনি দরবেশের ন্যায় জীবন-যাপন আরম্ভ করিলেন। তাঁহার ধর্ম্মপরায়ণতার খ্যাতি অল্পদিনের মধ্যেই চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইল, তাঁহার ধর্ম্মজীবনেরও অনেক উন্নতি হইল।

তাঁহার এই খ্যাতি ও উন্নতির কথা কিছুদিন পরে তাঁহার সেই পূর্ব্বপ্রতিবাসীর কর্ণগোচর হইল, তখন সে এই ধার্ম্মিক ব্যক্তির সর্ব্বনাশ করিবার জন্য গৃহত্যাগ করিয়া রাজধানীতে আসিল, এবং তাহার পূর্ব্বপ্রতিবাসীর নিকট আসিয়া তাঁহাকে বলিল, "তোমার সহিত গোপনে কোন কথা আছে, অন্য লোক না শুনিতে পায়, এরূপ স্থলে চল।"—ধার্ম্মিক ব্যক্তি এই কথা শুনিয়া, সেই দুরাত্মাকে সঙ্গে লইয়া একটি গোপনীয় স্থানে চলিলেন, চলিতে চলিতে নিকটে একটি কূপ পাইয়া দুরাচার, দরবেশকে এক ধাক্কায় সেই কূপের মধ্যে ফেলিয়া অন্যের অলক্ষ্যে পলায়ন করিল।

সৌভাগ্যক্রমে সেই কূপের মধ্যে কতকগুলি পরী ও অপদেবতা বাস করিত। ধার্ম্মিক ব্যক্তি পড়িতে পড়িতে তাহারা মধ্যপথে তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল; তাঁহার দেহে বিশেষ আঘাত লাগিল না। ধার্ম্মিক ব্যক্তি এত উচ্চ হইতে পড়িয়াও দেহে বিশেষ আঘাত না পাওয়ায় বড় বিস্মিত হইলেন, কিন্তু তিনি পরক্ষণেই শুনিলেন, একজন পরী আর একজনকে বলিতেছে—"যে লোকটিকে আমরা এইমাত্র বাঁচাইলাম, তাঁহাকে চেন কি?" দ্বিতীয় পরী বলিল, "না।"—তখন প্রথম পরী সেই লোকটির সকল গুণের কথা প্রকাশ করিয়া, তাঁহার হিংস্র প্রতিবাসী কর্ত্তৃক তিনি কিরূপে উৎপীড়িত হইতেছেন, তাহার পরিচয় দিল। তাহার পর বলিল, সুলতান ঐ ধার্ম্মিক ব্যক্তির খ্যাতিতে মুগ্ধ হইয়া, কাল ইহাঁর সহিত দেখা করিতে আসিবেন। এই ধার্ম্মিক ব্যক্তি সুলতানের কন্যার জন্য পরমেশ্বরের নিকট উপাসনা করেন, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। আর একটি পরী জিজ্ঞাসা করিল, "সুলতান-কন্যার এমন কি রোগ হইয়াছে যে, এই ধার্ম্মিক দরবেশকে দিয়া, তাঁহার জন্য প্রার্থনা করাইতে হইবে?" ইহার উত্তরে প্রথম পরী বলিল, "ডিমডিম দৈত্যের সন্তান মৈমুন দৈত্য সুলতান-কুমারীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার উপর ভর করিয়াছে, তাহা কি জান না? কিন্তু এই ধার্ম্মিক দরবেশ কিরূপে তাঁহাকে আরোগ্য করিবেন, সে কথা আমার জানা আছে। ঐ দরবেশের মঠে একটা কালো বিড়াল আছে, তাহার লেজের অগ্রভাগ সাদা। সেই সাদা অংশ হইতে সাতগাছি লোম তুলিয়া, সুলতান-কুমারীর নাসারন্ধ্রে তাহার ধূম প্রবেশ করাইলেই মৈমুন দৈত্য বাপ বাপ করিয়া ডাক ছাড়িতে ছাড়িতে পলায়ন করিবে, আর সুলতান-দুহিতার কাছেও আসিতে সাহস করিবে না।"

পরীর আস্তানায়

পরদিন প্রভাতে দরবেশ সেই কূপ হইতে উঠিয়া তাঁহার মঠে উপস্থিত হইলেন; সেখানে অন্যান্য দরবেশের সহিত এই আকস্মিক বিপদ্ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে, সেই কালো বিড়ালটা সেখানে উপস্থিত হইল। দরবেশ তাহাকে দেখিবামাত্র ধরিয়া, তাহার লাঙ্গুলাগ্রভাগের সাতগাছি সাদা লোম উৎপাটন করিয়া রাখিলেন।

দৈত্য-বিলাসিনী সুলতান-নন্দিনী

সেই দিন মধ্যাহ্নের পূর্ব্বেই সুলতান তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারিগণের সহিত সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহার কন্যার পীড়ার কথা প্রকাশ করিয়া, কিরূপে তাঁহার রোগ আরোগ্য হইতে পারে, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন দরবেশ রাজকন্যাকে সেই মঠে আনিবার উপদেশ দিলেন এবং তিনি যে রাজকুমারীকে অবিলম্বেই আরোগ্য করিতে পারিবেন, সে কথাও জানাইবেন। দরবেশের এই আশ্বাস-বাক্যে সুলতান বিশেষ আনন্দিত হইয়া, বহুসংখ্যক খোজা ও পরিচারিকাগণের সহিত রাজকন্যাকে সেই মঠে প্রেরণ করিলেন। দরবেশ সেই সাতগাছি লোম দগ্ধ করিয়া, তাহার ধূম রাজকন্যার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করাইলেন; দেখিতে দেখিতে মৈমুন দৈত্য ভয়ঙ্কর চীৎকার করিয়া রাজকন্যাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিল।

এতদিন রাজকন্যার কিছুমাত্র জ্ঞান ছিল না, এখন তাঁহার চৈতন্য হইল। তিনি বলিলেন, "আমি কোথায়, আমাকে এখানে কে আনিল?" কন্যার পীড়া আরোগ্য হইয়াছে বুঝিয়া, সুলতান দরবেশের উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং দরবেশের হস্তে তাঁহার সেই কন্যা সম্প্রদান করিয়া আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। ইহার কিছু দিন পরে প্রধান উজীরের মৃত্যু হইলে সুলতান দরবেশকে সেই পদে নিযুক্ত করিলেন। দরবেশ বহু দিবস সেই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহার শ্বশুরের মৃত্যুর পর শ্বশুরের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। সুলতানের পুত্রসন্তান ছিল না।

দরবেশ সুলতানী লাভ করিয়া, এক দিন তাঁহার উজীরকে আদেশ করিলেন, "তাঁহার সেই পুরাতন

প্রতিবাসীকে তাঁহার নিকট উপস্থিত করিতে হইবে। যথাসময়ে তাঁহার সেই হিংস্র প্রতিবাসী তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে, সুলতান বলিলেন, "বন্ধু, তোমাকে দেখিয়া আমি বড় খুসী হইলাম।" কোষাধ্যক্ষের প্রতি আদেশ হইল, ইহাকে হাজার থান মোহর এবং কুড়িবস্তা অতি উৎকৃষ্ট বাণিজ্যদ্রব্য উপহার প্রদান কর। সেই হিংস্রব্যক্তি ঐ সকল দ্রব্য লইয়া মহানন্দে গৃহে প্রতিগমন করিল।

বানররূপ প্রদান

দ্বিতীয় কাণা ফকির বলিল, আমি সেই দৈত্যকে এই দৃষ্টান্ত দ্বারা মুগ্ধ করিবার চেষ্টা করিলাম বটে, কিন্তু কৃতকার্য্য হইলাম না, তাহার সংকল্প হইতে সে বিচলিত হইল না। আমাকে সজোরে ধরিয়া বায়ুবেগে ঊর্দ্ধাকাশে উঠিল। এত ঊর্দ্ধে উঠিল যে, পৃথিবী একখানি ক্ষুদ্র শ্বেতবর্ণ মেঘের ন্যায় দেখাইতে লাগিল। সেই উচ্চস্থান হইতে সে এক পর্ব্বতের উপর অবতরণ করিল এবং এক মুষ্টি ধূলি লইয়া মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক তাহা আমার মস্তকে নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "মানুষের আকার পরিত্যাগ করিয়া এখন হইতে বানরের দেহ ধারণ কর।" দেখিতে দেখিতে আমি বানর হইয়া পড়িলাম।

অত্যন্ত দুঃখিতচিত্তে আমি পর্ব্বত হইতে নীচে নামিয়া আসিলাম এবং একটি নূতন রাজ্যে উপস্থিত হইলাম। ক্রমাগত চলিতে লাগিলাম; এক মাস ভ্রমণের পর সমুদ্রতীরে আসিলাম, দেখিলাম, প্রায় এক ক্রোশ দূরে একখানি জাহাজ সমুদ্রবক্ষে ভাসিয়া যাইতেছে। আমি একটি বৃক্ষশাখা ভাঙ্গিয়া তাহা নৌকায় পরিণত করিলাম; সমুদ্রজলে তাহা নিক্ষেপ করিয়া, তাহার উপর উপবেশন করিলাম, আর দুইটি শাখা দাঁড়ের কাজ করিতে লাগিল। জাহাজের সন্নিকটবর্ত্তী হইলে জাহাজের লোকরা আমাকে দেখিতে পাইয়া দড়ি ফেলিয়া, আমাকে জাহাজের উপর তুলিল; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমি বাক্‌শক্তি হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলাম, তথাপি আমার বুদ্ধিনৈপুণ্য দেখিয়া জাহাজের লোকরা যার-পর-নাই চমৎকৃত হইল।

বানরের বুদ্ধি-চাতুর্য্য

এই জাহাজে যে সকল সদাগর ছিল, তাহারা অজ্ঞ ও কুসংস্কারান্ধ লোক। আমাকে জাহাজের উপর দেখিয়া, তাহারা নানাপ্রকার বিপদের আশঙ্কা করিতে লাগিল; কেহ আমাকে বধ করিবার ভয় দেখাইল, কেহ সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিবে বলিল। আমি আত্মরক্ষার কোন উপায় নাই দেখিয়া, অবশেষে জাহাজের কাপ্তেনের পদতলে নিপতিত হইলাম এবং অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা তাঁহার অনুকম্পা প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। অবশেষে কাপ্তেনের মনে দয়ার সঞ্চার হইল, তিনি সকলকে জানাইলেন, কেহ আমার প্রতি কোন অত্যাচার করিলে, তাহাকে কঠিন দণ্ডভোগ করিতে হইবে। কাপ্তেন আমার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কথা কহিতে না পারিলেও আমি আকার ইঙ্গিতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিলাম।

পঞ্চাশদিন পরে জাহাজখানি একটি মহাসমৃদ্ধ নগরের বন্দরে আসিয়া উপস্থিত হইল। জাহাজের চতুর্দ্দিকে বহুসংখ্যক নৌকায় নগরবাসিগণ সমবেত হইতে লাগিল। কয়েকজন রাজকর্ম্মচারী জাহাজে উঠিয়া প্রকাশ করিলেন যে, সেই রাজ্যের সুলতান জাহাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহাদের নাম ধাম লিখিয়া পাঠাইবার জন্য আদেশ করিয়াছেন। ইহার কারণ, সুলতানের প্রধান অমাত্যের হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ছিল, সম্প্রতি তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন; রাজকার্য্য-পরিচালনের জন্য একটি উৎকৃষ্ট হস্তাক্ষর-বিশিষ্ট কর্ম্মচারীর আবশ্যক; বিস্তর অনুসন্ধানেও সেরূপ লোক পাওয়া যায় নাই। জাহাজে সেরূপ কোন লোক থাকিলে এবং হস্তাক্ষর দেখিয়া তাহার লেখা পছন্দ হইলে সুলতান তাহাকে সেই পদ প্রদান করিবেন।



জাহাজের সকল লোক সেই কাগজে দুই চারি ছত্র করিয়া লিখিল; আমিও সেই কাগজখানি টানিয়া লইলাম। বানরে কাগজ ছিঁড়িয়া ফেলিবে বলিয়া, সকলে প্রথমে ভীত হইয়াছিল; কিন্তু যখন আমি সেই কাগজে নানা ভাষায় কবিতা-রচনা করিলাম, তখন তাহাদের ভয় বিস্ময়ে পরিণত হইল। জাহাজের কাপ্তেন মহা আনন্দিত হইয়া বলিলেন, এমন সুন্দর হস্তাক্ষর কোন মানুষেরই তিনি দেখেন নাই।

বানর-সম্বর্দ্ধনা

সুলতান আমার হস্তাক্ষর দেখিয়া, অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহার আস্তাবল হইতে একটি সুসজ্জিত উৎকৃষ্ট অশ্ব আমার জন্য জাহাজের নিকট পাঠাইতে আদেশ দিলেন। সুলতানের আদেশ শুনিয়া তাঁহার কর্ম্মচারিগণ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। ইহাতে সুলতান অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাহাদিগকে কঠিন দণ্ডদানের ভয় প্রদর্শন করিলেন। তাহারা হাসি বন্ধ করিয়া বলিল "সুলতান, আপনি যাহাকে আনিবার জন্য অশ্ব পাঠাইতেছেন, সে মানুষ নহে, একটি বানর।" ইহা শুনিয়া সুলতান অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং বলিলেন, "তোমরা অবিলম্বে আমার নিকট সেই বানরকে উপস্থিত কর।" আমি মহা সমারোহে সুলতানের প্রাসাদে উপনীত হইলাম। সভার সকল লোক আমাকে দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ করিল, রাজধানীর লোক দলে দলে আমাকে দেখিতে আসিল।

যথাকালে সভাভঙ্গ করিয়া সুলতান দরবারগৃহ হইতে বিশ্রামকক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং আমাকে সঙ্গে লইয়া ভোজন করিতে বসিলেন। আমিও তাঁহার প্রতি যথোচিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে বিস্মৃত হইলাম না। টেবিলের উপর দোয়াত কলম দেখিয়া, আমি একটি পীচফলের উপর সুলতানের প্রতি কৃতজ্ঞতা-প্রকাশক কয়েক ছত্র প্রবন্ধ রচনা করিলাম এবং তাহা সুলতানের হস্তে প্রদান করিলাম। ইহাতে সুলতান আমার প্রতি অধিক সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে এক গেলাস অতি উৎকৃষ্ট মদ্য পান করিতে দিলেন; তাহা পান করিয়া আমি প্রফুল্লচিত্তে কয়েক ছত্র কবিতা লিখিলাম, তাহাতে আমার দুর্ভাগ্যের কথা প্রকাশ করিয়াছিলাম। সুলতান সেই কবিতা পাঠ করিয়া শতমুখে আমার প্রশংসা করিলেন। তাহার পর তাঁহার ইচ্ছাক্রমে তাঁহার সহিত সতরঞ্চ খেলিতে লাগিলাম, প্রথমবার সুলতানের জয় হইল, কিন্তু তাহার পর উপর্য্যুপরি দুইবার আমিই জয়লাভ করিলাম।

যাদুকরী সুলতান-নন্দিনী

সুলতানের একটি পরমাসুন্দরী কন্যা ছিল। অত্যন্ত সুন্দরী বলিয়া তাঁহার নাম ছিল তিলোত্তমা। সুলতান তাঁহার কন্যাকে আমোদিত করিবার অভিপ্রায়ে—তাঁহাকে আনিবার জন্য কয়েকজন খোজা পাঠাইয়া দিলেন। রাজকন্যা আবৃতমস্তকে পিতৃসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। সুলতান ইহাতে অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া তাঁহার কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, এখানে এমন কেহই নাই, যাহাকে দেখিয়া তুমি এভাবে অবগুণ্ঠন দিতে পার।" রাজকন্যা বলিলেন, "বাবা! আপনার সম্মুখে এই যে বানর উপবিষ্ট আছেন, ইনি সত্যই বানর নহেন, ইনি এক দেশের রাজপুত্র। এক দৈত্য ঈর্ষাবশতঃ যাদুবিদ্যাবলে ইহাঁকে বানরে পরিণত করিয়াছে।"

এই কথা শুনিয়া সুলতান বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইলেন এবং আমার দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার কন্যা যাহা বলিতেছেন, তাহা কি সত্য?" আমি কথা কহিতে পারিতাম না; ললাটে হাত দিয়া দেখাইলাম, যাহা অদৃষ্টে ছিল, তাহাই হইয়াছে। সুলতান তাঁহার কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দৈত্য যে যাদুমন্ত্রবলে রাজপুত্রকে বানরে পরিণত করিয়াছে, তাহা তুমি কিরূপে জানিলে?" তিলোত্তমা উত্তর করিলেন, "আমার বৃদ্ধা ধাত্রী যাদুবিদ্যায় পারদর্শিনী ছিল, এবং সে আমাকে এ বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিল, ইহাতে আমি এরূপ পারদর্শিনী হইয়াছি যে, ইচ্ছামাত্র আমি আপনার রাজধানী সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত

কিংবা ককেসাস্ পর্ব্বতের অপর পারে স্থানান্তরিত করিতে পারি। যদি কোন লোক কোন যাদুকরের কবলে পড়িয়া কোন জন্তুতে রূপান্তরিত হয়, তাহা হইলে এই বিদ্যাবলে আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে চিনিতে পারি। সেই জন্যই আমি এই রাজপুত্রকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিয়াছি। আপনার অনুমতি হইলে ইহাঁকে আমি পুনর্ব্বার মানুষ করিয়া দিতে পারি।" সুলতান বলিলেন, "আমার অনুরোধে অবিলম্বে তুমি ইহাঁকে ইহাঁর নিজমূর্ত্তি প্রদান কর।"

সিংহরূপে দৈত্য আবির্ভাব

রাজকন্যা তিলোত্তমা তাঁহার কক্ষে গমন করিয়া, একখানি ছুরি লইয়া আসিলেন; ছুরির ফলকের উপর কতকগুলি হিব্রু অক্ষর লেখা। সেই ছুরিকা হস্তে লইয়া তিলোত্তমা অস্ফুটস্বরে কতকগুলি মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন। দেখিতে দেখিতে চারিদিক্ অন্ধকার হইয়া গেল, বোধ হইল যেন রাত্রিকাল সমাগত। আমাদের মনে অত্যন্ত ভয়ের সঞ্চার হইল; সহসা দেখিলাম, সেই অন্ধকারের মধ্যে ইবলিসের দৌহিত্র সেই দৈত্য একটি ভয়ঙ্কর সিংহের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সেই কক্ষে উপস্থিত হইল।

রাজকন্যা তাহাকে দেখিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "রে কুক্কুর, আমার অধীনতা স্বীকার না করিয়া, আমাকে ভয় দেখাইবার জন্য এই ভয়ানক মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিস্? এখনি তোকে উপযুক্ত প্রতিফল পাইতে হইবে।" সিংহ গর্জ্জন করিয়া বলিল, "আমরা পরস্পর কেহ কাহারও অপকার করিব না, এইরূপ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়াছিলাম; তুমি আজ সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে সাহসী হইয়াছ, আজ তোমাকে ইহার প্রতিফল পাইতে হইবে।" এই বলিয়া সে তাহার তীক্ষ্ণ দন্ত বাহির করিয়া রাজকন্যাকে গ্রাস করিতে অগ্রসর হইল। তিলোত্তমা ইহাতে কিছুমাত্র ভীতা না হইয়া, এক লম্ফে সিংহের পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন এবং তাঁহার নিজের একগাছি কেশ ছিঁড়িয়া দুই একটি মন্ত্র উচ্চার করিবামাত্র সেই কেশ একখানি তীক্ষ্ণধার তরবারিতে পরিণত হইল। রাজকন্যা সেই তরবারির আঘাতে সিংহের মুণ্ডচ্ছেদন করিলেন। তাহার পর তাহার দেহ তিন খণ্ড করিয়া ফেলিলেন।

যাদুবিদ্যার ভীষণ সংঘর্ষ

মুণ্ডটা পড়িয়া রহিল, দেহের অপর দুই খণ্ড চক্ষুর নিমিষে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল; কিন্তু অধিক আশ্চর্য্যের কথা এই যে, সিংহের মুণ্ডটা অতি অল্পসময় মধ্যেই একটি প্রকাণ্ড বৃশ্চিকে পরিণত হইল, তাহা দেখিয়া রাজকন্যাও সর্পমূর্ত্তি ধারণ করিলেন, বৃশ্চিক ও সর্পে মহা যুদ্ধ উপস্থিত হইল। বৃশ্চিক যখন দেখিল, সে আর কোন মতেই সর্পকে পারিয়া উঠিতেছে না, তখন সে যুদ্ধ ছাড়িয়া ঈগল পক্ষীর রূপ ধারণ করিয়া আকাশে উড়িয়া গেল। তখন সেই সর্পও কৃষ্ণবর্ণ ভীষণদর্শন মহাপরাক্রান্ত ঈগলের মূর্ত্তি ধরিয়া তাহার অনুসরণ করিল; কিছুকালের জন্য উভয়েই অদৃশ্য হইয়া গেল।

অল্পক্ষণ পর আমাদের সম্মুখের মৃত্তিকা বিদীর্ণ করিয়া একটি বিড়াল বহির্গত হইল, তাহার দেহ শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ লোমে পরিপূর্ণ। বিড়ালটা মিউ মিউ করিয়া ডাকিয়া ডাকিয়া সকলের কাণে তালা লাগাইয়া দিল; কিন্তু পরক্ষণেই ভূগর্ভ হইতে একটি নেকড়ে বাঘ উঠিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। নিকটে একটি দাড়িম্ব পড়িয়াছিল, বিপদ্ দেখিয়া বিড়াল ক্ষুদ্র কীট হইয়া সেই দাড়িম্বে প্রবেশ করিল। দাড়িম্বটা তৎক্ষণাৎ ফুলিতে আরম্ভ করিল, পরে লাফাইতে লাফাইতে ফাটিয়া বহুখণ্ডে ভাঙ্গিয়া গেল।

নেকড়ে বাঘও তৎক্ষণাৎ মোরগদেহ দেহ ধারণ করিয়া দাড়িম্বের বীজগুলি চঞ্চুপুটে তুলিয়া গ্রাস করিতে লাগিল। সে সকল বীজ গ্রাস করিল বটে, কিন্তু একটি বীজ অদূরবর্ত্তী খালের ধারে পড়িয়াছিল, তাহা সে গ্রাস করিবার পূর্ব্বেই জলের মধ্যে গড়াইয়া পড়িল এবং একটি ক্ষুদ্র মৎস্যে পরিণত হইল। তাহা দেখিয়া মোরগটি জলে পড়িয়া, একটি বোয়ালমাছের আকার ধারণ করিয়া, সেই ক্ষুদ্র মৎস্যের অনুসরণ করিল। দুই



অপরাধীর পুরস্কার — যাদু-যুদ্ধ

ঘণ্টা আর তাহাদিগকে দেখা গেল না, তাহার পর এক মহা ভয়ঙ্কর শব্দে আমাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। আমরা চাহিয়া দেখিলাম, দৈত্য ও রাজকন্যা উভয়েই অগ্নিস্রোতে ভাসিতেছে। তাহাদের উভয়ের নিশ্বাসে অগ্নিবর্ষণ হইতে আরম্ভ হইল; ধূম ও লেলিহান অগ্নিশিখায় চতুর্দ্দিক্ পরিপূর্ণ হইল! আমাদের আশঙ্কা হইল, হয় ত সে অগ্নিতে সুলতান-প্রাসাদ ভস্মীভূত হইবে। আমরা দ্রুতবেগে সেখান হইতে পলায়ন করিলাম, কিন্তু সে অগ্নির হস্ত হইতে নিরাপদে পরিত্রাণ পাইলাম না; সুলতানের মুখ ও মাথা ঝল্সাইয়া গেল, প্রধান খোজা সেই অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিল এবং অগ্নির একটি শিখা লাগিয়া আমার এই দক্ষিণ চক্ষুটি নষ্ট হইয়া গেল। আমরা প্রতিমুহূর্ত্তে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছি, এমন সময় রাজকন্যা 'আমি জয়লাভ করিয়াছি' বলিয়া আমাদের নিকট আসিলেন, দৈত্যের মৃতদেহ ভস্মে পরিণত হইল।

অগ্নিস্রোতে যাদুকরীর সন্তরণ

রাজকন্যা আমার নিকটে আসিয়া মন্ত্রপূত জল আমার মস্তকে নিক্ষেপপূর্ব্বক বলিলেন, "যদি তুমি প্রকৃতই মানুষ হও ও যাদুবিদ্যাবলে বানর হইয়া থাক, তাহা হইলে অবিলম্বে নিজমূর্ত্তি ধারণ কর।"—আমি তৎক্ষণাৎ নিজমূর্ত্তি লাভ করিলাম, কিন্তু দক্ষিণ চক্ষুটি আর পাইলাম না।

আমাকে মনুষ্যদেহ দান করিয়া, তিলোত্তমা সুলতানকে বলিলেন, "বাবা, আমি জয়লাভ করিয়াছি বটে, কিন্তু আমার জীবনের পরিবর্ত্তে এই জয়লাভ করিতে হইয়াছে, আমার পরমায়ু শেষ হইয়া আসিয়াছে, আমার শরীরের মধ্যে অগ্নি প্রবেশ করিয়া আমাকে দগ্ধ করিতেছে।" এই কথা শুনিয়া সুলতান স্ত্রীলোকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। কন্যাটিকে তিনি প্রাণের অপেক্ষা ভালবাসিতেন।

কয়েক মুহূর্ত্তমধ্যে রাজকন্যা "পুড়িয়া মরিলাম, পুড়িয়া মরিলাম" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার দেহ ভস্মস্তূপে পরিণত হইল। এই শোচনীয় দৃশ্য দেখিয়া রাজপ্রাসাদে মহা হাহাকার রব উঠিল। আমি মনে মনে ভাবিলাম, আমার চিরজীবন কুকুর কিংবা বানর হইয়া থাকাও ভাল ছিল, আমার জীবনদাত্রীকে এ ভাবে নষ্ট করিয়া, নিজমূর্ত্তি লাভও আমার নিকট বিড়ম্বনামাত্র মনে হইতে লাগিল। সুলতান আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "যতদিন তুমি এখানে না আসিয়াছিলে, ততদিন আমি পরমসুখে ছিলাম, তুমি আসিবার পরই আমার সুখশান্তি সমস্ত নষ্ট হইল, তোমার জন্যেই আমার প্রাণসমা কন্যা হইতে আমি বঞ্চিত হইলাম, আমার কন্যার অকালমৃত্যুতে আমার হৃদয়ে যে শোকের আগুন জ্বলিয়াছে, তাহাতেই হয় ত আমার ইহজীবনের অবসান হইবে। তুমি আমার রাজ্যে অমঙ্গল লইয়া আসিয়াছ; তুমি এখনই আমার রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তরে গমন কর, কাল সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে যদি তোমাকে আমার রাজ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে তোমার প্রাণদণ্ড হইবে।"

সুন্দরীর ভস্মস্তূপে পরিণতি

আমি সুলতানের আদেশ অনুসারে প্রাণভয়ে সেই দিনই তাঁহার রাজ্য পরিত্যাগ করিলাম এবং দাড়ি, গোঁফ, ভ্রূ কামাইয়া ফকিরের বেশে দেশান্তরে যাত্রা করিলাম। বোগদাদাধিপতি মহাপরাক্রান্ত হারুণ-অল্-রসিদের রাজ্য ভিন্ন অন্য কোথাও গমন করিয়া আমার নিরাপদ হইবার আশা নাই বুঝিয়া, নানা রাজ্য ঘুরিতে ঘুরিতে আজ সায়ংকালে এই নগরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, এবং এই নগরেই প্রথম ফকিরের সহিত আমার আলাপ হইয়াছে; তাহার পর যাহা ঘটিয়াছে, তাহা আপনারা অবগত আছেন।

দ্বিতীয় ফকিরের কাহিনী শেষ হইলে, জোবেদী তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি যাহা বলিলে, তাহাতে সন্তুষ্ট হইলাম; এখন তুমি স্বস্থানে প্রস্থান করিতে পার।" কিন্তু এই ফকিরও প্রথম ফকিরের মত অবশিষ্ট ব্যক্তিগণের কাহিনী শ্রবণের জন্য সেখানে কিছুকাল থাকিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। অনন্তর তৃতীয় ফকির তাঁহার কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন।

তৃতীয় কাণা ফকির কাহিনী

ঠাকুরাণি, আমার দুই বন্ধু তাঁহাদের এক-চক্ষু-নাশের যে উপাখ্যান বলিলেন, তাহাতে বুঝিতে পারা গেল, দৈবক্রমেই তাঁহারা এ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন; কিন্তু আমি নিজের নির্ব্বুদ্ধিতা-দোষে এক চক্ষু হইতে বঞ্চিত হইয়াছি; আমার দুর্ভাগ্যের কাহিনী আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করুন।

আমিও এক দেশের রাজপুত্র, আমার পিতার নাম কাসিম, আমার নাম আজিব। পিতার মৃত্যুর পর আমি পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিলাম। সমুদ্রতটে আমার রাজ্যের রাজধানী ছিল, বিস্তীর্ণ রাজ্য, অগাধ ধনসম্পত্তি, অসংখ্য জাহাজ ও বহুসংখ্যক সৈন্য—আমার কোন সুখেরই অভাব ছিল না।

সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, আমি জাহাজে চড়িয়া, আমার শাসিত দ্বীপসমূহ সন্দর্শনে যাত্রা করিলাম। তাহার পর দশখানি জাহাজ লইয়া, নূতন নূতন দ্বীপ আবিষ্কারের সংকল্প করিলাম।

সৈন্যসামন্ত ও মন্ত্রিবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া আমি জাহাজে উঠিলাম। সমুদ্রজলে জাহাজ ভাসিল। চল্লিশ দিন ধরিয়া নিরাপদে জাহাজ চলিল, পথে কোনই বিপদ্ ঘটিল না। চল্লিশ দিনের দিন রাত্রিতে ভয়ানক ঝড় উঠিল, প্রতি মুহূর্ত্তেই আমাদের আশঙ্কা হইতে লাগিল, জাহাজ অবিলম্বেই জলমগ্ন হইবে, কিন্তু তাহা হইল না, কোন রকমে রাত্রিটা কাটিয়া গেল। পরদিন প্রভাতে ঝড়ের বেগ কমিল, মেঘ কাটিয়া গেল, প্রভাতসূর্য্য-কিরণে চারিদিক্ আলোকিত হইয়া উঠিল। আমরা একটি দ্বীপে নামিলাম, সেখানে দুই দিন থাকিয়া খাদ্যদ্রব্যাদি সংগ্রহ করিলাম, তাহার পর আবার জাহাজ ছাড়িয়া দেওয়া হইল। দশ দিন পরে আমরা সেই সমুদ্রমধ্যে স্থলভাগ দেখিবার আশা করিতেছিলাম, কিন্তু আমরা কোথায় যে উপস্থিত হইয়াছি, জাহাজপরিচালক তাহা স্থির করিতে পারিল না। আমাদের চতুর্দ্দিকে অনন্ত মহাসমুদ্রের নীলজল যতদূর দৃষ্টি যায়—ততদূর পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া রহিয়াছে দেখা গেল। তাহার পর দেখিলাম, সমুদ্রমধ্যে কি একটা কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ আমাদের সম্মুখে অবস্থান করিতেছে।

চুম্বক পাহাড়ের ভীষণ আকর্ষণ

এই দৃশ্য দেখিবামাত্র জাহাজপরিচালকের মুখ শুকাইয়া গেল, সে অধীরভাবে তাহার পাগড়ী জাহাজের ডেকের উপর ছুড়িয়া ফেলিয়া চীৎকারশব্দে বলিল, "মহাশয়, আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়াছে, এ বিপদ হইতে উদ্ধারের আর আশা নাই! এই জাহাজের একটি প্রাণীও আর রক্ষা পাইবে না।" আমি তাহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, "আমরা ঝড়ের বেগে আমাদের পথ হইতে বিপথে নীত হইয়াছি। ঐ যে কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ দেখিতেছেন, কাল বেলা দুই প্রহরের মধ্যে আমাদের জাহাজ উহার নিকটস্থ হইবে। ঐ কৃষ্ণবর্ণ পদার্থটি একটি চুম্বকের পাহাড়, আমাদের জাহাজ ঐ পাহাড়ের নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র জাহাজের সমস্ত লোহা চুম্বকপ্রস্তরে আকৃষ্ট হইয়া খুলিয়া যাইবে, এবং জাহাজখানি খণ্ড খণ্ড হইয়া সমুদ্রগর্ভে মগ্ন হইবে; জাহাজ আর কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই আমরা চুম্বকের আকর্ষণ বুঝিতে পারিব।"

জাহাজের পরিচালক আরও বলিল, "এই পর্ব্বতটি অত্যন্ত উচ্চ ও দুরারোহ, ইহার শিখরদেশে একটি ধাতুময়ী অশ্বমূর্ত্তি আছে, অশ্বের উপর ধাতুময় আরোহী। এই আরোহীর বক্ষোদেশে একখানি সীসার ফলক আছে, ঐ ফলকে কতকগুলি যাদুমন্ত্র লিখিত আছে। শুনিতে পাওয়া যায়, ঐ ধাতুমূর্ত্তিই জাহাজধ্বংসের প্রধান কারণ, যতদিন কেহ এই মূর্ত্তি ধ্বংস না করিবে, ততদিন কোন জাহাজের পরিত্রাণ নাই; সমুদ্রের এই অংশে আসিলেই তাহা নষ্ট হইবে।"—জাহাজপরিচালকের কথা শেষ হইলে জাহাজের সকল লোক ভয়ে হতবুদ্ধি হইয়া, কাতরস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল, কিন্তু আত্মরক্ষার কোন উপায় স্থির হইল না।

পরদিন প্রভাতে আমরা সেই পর্ব্বতটিকে আরও পরিষ্কাররূপে দেখিতে পাইলাম। মধ্যাহ্নকালে আমরা তাহার এত নিকটবর্ত্তী হইলাম যে, তাহার আকর্ষণ সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা গেল; দেখিতে দেখিতে



অসাধ্য সাধন

জাহাজ বিপর্য্যয়

জাহাজের স্ক্রুপ ও পেরেকসকল খুলিয়া খুলিয়া সেই পাহাড়ের দিকে ছুটিতে লাগিল। তাহার পরই জাহাজের তক্তাসমূহ শতখণ্ডে বিভক্ত হইয়া সেই অনন্ত সমুদ্রে নিমগ্ন হইল। জাহাজে যে সকল লোক ছিল, তাহারা কেহই রক্ষা পাইল না। সকলেই অল্পকালমধ্যে জলমগ্ন হইল, কেবল সৌভাগ্যক্রমে আল্লা আমাকে এক খণ্ড তক্তা জুটাইয়া দিলেন, আমি সেই তক্তার উপর দেহের সমস্ত ভার নিক্ষেপ করিলাম, তক্তা সমুদ্র-তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে সেই পাহাড়ের পাদদেশে উপস্থিত হইল। যে স্থানে আসিয়া তক্তা পাহাড় স্পর্শ করিল, পর্ব্বতের সেই স্থানটি দুরারোহ নহে, আমি আল্লার নাম লইয়া পাহাড়ের উপর উঠিয়া পড়িলাম। অত্যন্ত সংকীর্ণ পথ, তাহার উপর ভয়ানক পিচ্ছিল, ঝটিকার বেগ এমন প্রবল, প্রতি মুহূর্ত্তেই ভয় হইতে লাগিল, হয় ত' উড়িয়া আবার সমুদ্রগর্ভে পড়িতে হইবে; কিন্তু আল্লার অনুগ্রহে আর কোন বিপদে পড়িতে হইল-না, পাহাড়ের শিখরদেশে একটি গম্বুজ, সেই গম্বুজের উপর পূর্ব্বোক্ত অশ্বারোহীমূর্ত্তি। আমি বহু কষ্টে অতি ধীরে ধীরে সেই গম্বুজের মধ্যে উপস্থিত হইয়া নামাজ শেষ করিলাম।

স্বপ্নাদেশের অনুসরণ

সেই গম্বুজের মধ্যেই আমার রাত্রি কাটিয়া গেল। নিদ্রাঘোরে আমি দেখিলাম, একটী সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধ, আমার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "আজিব, শোন, নিদ্রাভঙ্গে তুমি তোমার পদতলের মৃত্তিকা খুঁড়িবে, কিছুক্ষণ খুঁড়িলেই দেখিতে পাইবে, একটী পিত্তল-নির্ম্মিত ধনুক ও তিনটী সীসকনির্ম্মিত বাণ রহিয়াছে। সেই ধনুকে ঐ বাণ তিনটী যোজন করিয়া, ঐ অশ্বারোহীকে বিদ্ধ করিবে, তাহা হইলেই অশ্বারোহী অশ্বপৃষ্ঠ হইতে সমুদ্রগর্ভে নিপতিত হইবে। তাহার পর সেখানে তুমি ঐ ধনু ও তীর পাইবে, সেই স্থানে ঐ অশ্বটীকে প্রোথিত করিবে। তুমি এইরূপ করিলে পর সমুদ্রের জল স্ফীত হইয়া পর্ব্বতশিখরস্থ গম্বুজ স্পর্শ করিবে। সেই সময় তুমি একখানি ক্ষুদ্র নৌকার আরোহী দেখিতে পাইবে। সে একটী দাঁড় বাহিয়া নৌকা লইয়া, তোমার নিকটে উপস্থিত হইবে, তুমি তখন আল্লার নাম না লইয়া সেই নৌকায় উঠিয়া পড়িবে। নৌকার সেই আরোহীটীও ধাতুনির্ম্মিত, কিন্তু তাহা হইতে তোমার কোন ভয়ের আশঙ্কা নাই। সেই নৌকা দশ দিনের মধ্যে তোমাকে আর একটী দ্বীপে লইয়া যাইবে, তাহার পর সেখান হইতে তুমি নিরাপদে স্বদেশে ফিরিতে পারিবে; কিন্তু তোমাকে আবার বিশেষ করিয়া বলিতেছি, যত দিন নিরাপদে ফিরিতে না পার, ভুলিয়াও আল্লার নাম লইবে না।"

সমুদ্রবক্ষে নিরুদ্দেশ যাত্রা

আমার নিদ্রাবস্থায় সেই বৃদ্ধ যে যে উপদেশ প্রদান করিলেন, আমি তদনুসারেই সকল কাজ করিলাম,—শরাঘাতে সেই ধাতুময় অশ্বারোহীকে সমুদ্রগর্ভে নিপাতিত করিলাম, অশ্বটিকে যথাস্থানে প্রোথিত করিলাম, তাহার পর সমুদ্রজল গম্বুজের সমান স্ফীত হইয়া উঠিলে একটি ধাতুময় মূর্ত্তিকে নৌকা লইয়া, সেই স্থানে উপস্থিত হইতে দেখিয়া নির্ব্বাকভাবে আমি তাহাতে উঠিয়া বসিলাম। সমুদ্রে নয়দিন ধরিয়া নিরাপদে নৌকা চলিল, দশম দিবসে অদূরে একটি দ্বীপ দেখিয়া মনে বড় আনন্দের সঞ্চার হইল, হতাশপ্রাণে আশার অঙ্কুর দেখা দিল, মনের আনন্দে বলিয়া ফেলিলাম, "আল্লা, তোমার অসীম দয়া, ধন্য তোমার নাম!"

যেমন এই কথা বলা, তৎক্ষণাৎ সেই নৌকা ও তদুপরিস্থ ধাতুনির্ম্মিত পরিচালক উভয়েই সমুদ্রগর্ভে ডুবিয়া গেল। আমি আবার জলের উপর ভাসিতে লাগিলাম, এবং প্রাণপণে সাঁতার দিয়া সর্ব্বাপেক্ষা নিকটস্থ দ্বীপের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। বেলা শেষ হইল, রাত্রি আসিয়া চরাচর অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিল, তখনও আমি প্রাণপণে সাঁতার দিতে লাগিলাম, কিন্তু আমার অঙ্গ অবশ হইয়া আসিল, প্রাণের আশা ফুরাইয়া গেল, এমন সময় বিধাতার কি আশ্চর্য্য মহিমা! সহসা প্রবল ঝড় আসিয়া আমাকে স্থলভাগে লইয়া গিয়া ফেলিল। আমি ব্যস্তভাবে তীরে উঠিয়া পরিধেয় বস্ত্রাদি নিঙড়াইয়া তাহা বালির উপর শুকাইতে দিলাম।

র্জন দ্বীপে বস্ত সমাধি রহস্য

পরদিন সকালে রৌদ্রে আমার বস্ত্র শুষ্ক হইলে তাহা পরিধান করিয়া, কোথায় আসিয়াছি, তাহা পরীক্ষার জন্য চারিদিকে ঘুরিতে লাগিলাম। অল্পক্ষণ ঘুরিয়া বুঝিলাম, আমি একটী ক্ষুদ্র দ্বীপে উপস্থিত হইয়াছি। দ্বীপটি জনশূন্য, কিন্তু বেশ সুন্দর, বহুসংখ্যক ফলের গাছে সুশোভিত। আমি এখানে আবদ্ধ হইয়া বিশেষ চিন্তিত হইলাম, কারণ, বহুদূর নিরীক্ষণ করিয়াও মনুষ্যনিবাসের কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না। কি করিব বসিয়া ভাবিতেছি, এমন সময়ে দেখিলাম, একখানি জাহাজ পাল তুলিয়া দ্বীপের দিকে অগ্রসর হইতেছে। কিছুকাল পরে জাহাজখানি আমার অদূরে আসিয়া নঙ্গর করিল। জাহাজের লোকগুলি কিরূপ প্রকৃতি-বিশিষ্ট, তাহা না জানিয়া তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হওয়া সঙ্গত মনে করিলাম না। একটি পত্রবহুল বৃক্ষের উপর বসিয়া তাহাদের গতিবিধি নিরীক্ষণ করিলাম, তাহারা আমাকে দেখিতে পাইল না। কিয়ৎকাল পরে এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখিলাম,—সেই জাহাজখানি দ্বীপসংলগ্ন হইবামাত্র দশজন ক্রীতদাস জাহাজ হইতে নামিয়া কোদালী হস্তে দ্বীপের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইল, এবং একটি স্থান খুঁড়িয়া মৃত্তিকার নিম্নে একটি গুপ্তদ্বার বাহির করিল। তাহার পর বহুসংখ্যক গৃহশোভার সামগ্রী ও খাদ্যদ্রব্যাদি জাহাজ হইতে বহন করিয়া, তাহারা সেই গুপ্তদ্বারপথে ভূগর্ভস্থ গৃহে সঞ্চিত করিতে লাগিল। সর্ব্বশেষে একটি বৃদ্ধ একটি চৌদ্দ পোনর বৎসর-বয়স্ক বালককে সঙ্গে লইয়া, সেই ভূগর্ভস্থ গৃহে প্রবেশ করিলেন। কিছুকাল পরে সেই বালক ভিন্ন আর সকলেই বাহির হইয়া আসিল এবং গুপ্তদ্বারের উপর মাটী চাপা দিয়া, তাহারা জাহাজে প্রত্যাগমন করিল। অনতি-বিলম্বেই জাহাজ দ্বীপ ত্যাগ করিল। আমি স্তম্ভিতহৃদয়ে নিঃশব্দে এই ব্যাপার দেখিতে লাগিলাম।

যখন দেখিলাম, জাহাজ সেই দ্বীপ হইতে অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে, তখন আমি ধীরে ধীরে গাছ হইতে নামিলাম এবং ক্রীতদাসেরা কোদালীর দ্বারা যে স্থান খনন করিয়াছিল, সেইখানে আসিয়া মাটী সরাইতে লাগিলাম। মাটীর কিছু নিম্নে এক খণ্ড অনতিদীর্ঘ প্রস্তর দেখিতে পাইলাম, প্রস্তরখানি উঠা-ইতেই একটি ক্ষুদ্র দ্বার দৃষ্টিগোচর হইল ;—দেখিলাম, দ্বারপ্রান্ত হইতে বহুসংখ্যক সোপান ভূগর্ভে প্রসারিত রহিয়াছে। আমি সেই সোপানশ্রেণী দিয়া ভূগর্ভস্থ একটি বিস্তীর্ণ কক্ষে প্রবেশ করিলাম। কক্ষটী অতি সুন্দররূপে সজ্জিত। পূর্ব্বে যে বালকটির কথা বলিয়াছি, তাহাকে একটি সোফায় উপবিষ্ট দেখিলাম। দুইটি মশালের উজ্জ্বল আলোকে আরও দেখিলাম, তাহার নিকটে ফল, ফুল ও খাদ্যদ্রব্যাদি সজ্জিত রহিয়াছে। যুবকটি আমাকে দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইল। তদ্দর্শনে আমি তাহাকে সাহসদানের জন্য বলিলাম, "যুবক, তুমি যেই হও, আমার ন্যায় একজন রাজপুত্র ও রাজার হস্তে তোমার কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। তোমাকে এখানে কি জন্য জীবন্ত সমাহিত হইতে হইয়াছে, তাহা আমি অবগত নহি, কিন্তু তোমাকে আমি নিরাপদে উদ্ধার করিব, এ কথা স্থির জানিও। তবে একটি কথা আমি বুঝিতে পারিতেছি না, দেখিলাম, কতক-গুলি লোক তোমাকে এই ভূগর্ভস্থ কারাগারে রুদ্ধ করিয়া গেল, কিন্তু সে জন্য তোমার কিছুমাত্র আক্ষেপ নাই, তুমি বিন্দুমাত্রও কাতর হও নাই, ইহার কারণ কি ?"

অজ্ঞাতবাস প্রহেলিকা

যুবক আমার কথায় আশ্বস্ত হইয়া আমাকে বলিল, "রাজপুত্র, আপনি আসন গ্রহণ করুন, আমার জীবনের অদ্ভুত ইতিহাস আপনাকে বলিতেছি :—

আমার পিতা একজন জহুরী। এই ব্যবসায়ে তিনি প্রচুর অর্থসঞ্চয় করিয়াছেন। তাঁহার দাস-দাসী অশ্ব-যান, জাহাজ ইত্যাদিও অনেক আছে। তিনি বহুদিন পূর্ব্বে বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু পুত্রমুখ-দর্শন-সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন নাই। একদিন রাত্রিকালে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, শীঘ্রই তাঁহার পুত্র জন্মিবে বটে, কিন্তু অকালে তাহার প্রাণ নষ্ট হইবে। ইহার অল্প দিন পরেই আমার জন্ম হইল।

আমার পিতা জ্যোতিষীগণের দ্বারা গণনা করাইয়া জানিলেন, "পনর বৎসর বয়সের পূর্ব্বে আমার জীবনের কোন আশঙ্কা নাই। তাহার পর প্রাণনাশের বিশেষ সম্ভাবনা; যদি কোন উপায়ে এই সময়ে প্রাণরক্ষা হয়, তাহা হইলে দীর্ঘজীবনের আশা আছে।" জ্যোতিষিগণ আরও বলিলেন, "কাসিমরাজার পুত্র আজিব চুম্বক-পাহাড়ের উপর সংস্থাপিত অশ্বারোহীমূর্ত্তি নিপাতিত করিবার পর চল্লিশ দিন অতিবাহিত হইলে ঐ রাজপুত্র আজিবের হস্তেই আমার প্রাণবিয়োগ হইবে।"

ভাগ্যলিপি খণ্ডন প্রয়াস

"জ্যোতিষীদের মুখে এই কথা শুনিয়া আমার পিতা বড় চিন্তিত হইলেন, এবং আমার জীবনরক্ষার জন্য কি উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে, মনে মনে তাহাই আন্দোলন করিতে লাগিলেন। অবশেষে এই ভূগর্ভস্থ গৃহে চল্লিশ দিন আমার অজ্ঞাতবাস করাই স্থির হইল। আজ দশ দিন চুম্বকপর্ব্বতের অশ্বারোহীমূর্ত্তি নিপাতিত, সুতরাং জ্যোতিষীদিগের মতে আমার পরমায়ু ত্রিশ দিনের অধিক নাই। আমাকে এখানে লুকাইয়া রাখিবার অভিপ্রায়েই আমার পিতা এই গুপ্তগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই ত্রিশ দিন অতীত হইলেই পিতা স্বয়ং আসিয়া আমাকে লইয়া যাইবেন। যাহা হউক, আমার বিশ্বাস, আমি এ যাত্রা বাঁচিয়া যাইব, কারণ, রাজপুত্র আজিব যে এই জনহীন দ্বীপে আসিয়া, আমার প্রাণবধের জন্য এই ভূগর্ভস্থ গৃহে প্রবেশ করিবেন, এরূপ আমার অনুমান হয় না।"

জহুরীর পুত্রের এই কাহিনী শ্রবণ করিয়া, আমি মনে মনে খুব হাসিলাম, কারণ, জ্যোতিষীদিগের এই গণনার মধ্যে আমি কোন যুক্তি খুঁজিয়া পাইলাম না। আমি যুবকের নিকট আমার পরিচয় প্রদান করিয়া তাহাকে ভীত করা সঙ্গত মনে করিলাম না, তাহাকে সাহস দান করিলাম, তাহার সহিত একত্র হাস্যামোদে কালযাপন করিতে লাগিলাম। এইরূপে অতি অল্প দিনের মধ্যেই আমাদের উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব সংস্থাপিত হইল। দিবারাত্রি আমরা একত্র বাস করিতে লাগিলাম, আহারাদির দ্রব্য এত প্রচুর ছিল যে, তাহাতে দুইজন লোকের বহুদিন অনায়াসে চলিতে পারিত। ঊনত্রিশ দিন নিরাপদে অতিবাহিত হইল।

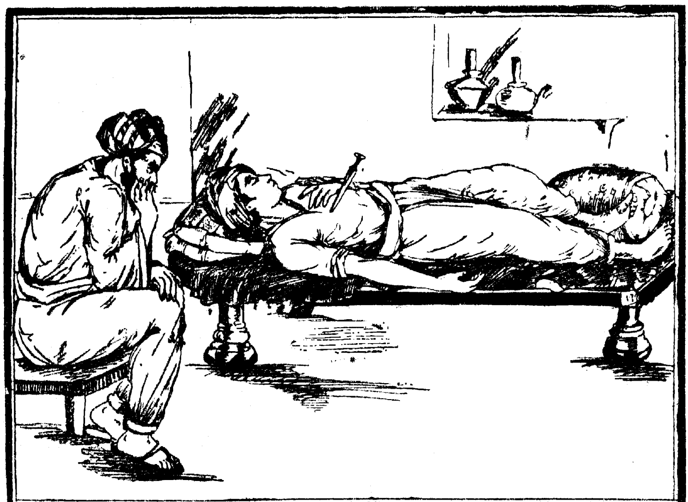
ত্রিশ দিনের দিন যুবকের আর আনন্দের সীমা রহিল না, বিপদ কাটিয়া গিয়াছে ভাবিয়া, তাঁহার সমস্ত চিন্তা দূর হইল। যুবককে নিশ্চিন্ত দেখিয়া আমিও অত্যন্ত সুখী হইলাম। যুবক বলিলেন, "আজ আমার অজ্ঞাতবাসের শেষ দিন, একটু জল গরম করিয়া দিন, ভাল করিয়া স্নান করি।" যুবকের অনুরোধে জল গরম করিতে দিলাম, গরম হইলে সেই জলে যুবক স্নান করিলেন, প্রীতিভরে আমি তাঁহার গাত্রমার্জ্জনা করিয়া দিলাম। স্নানান্তে যুবক কিছুকাল শয্যায় বিশ্রাম করিলেন, তাহার পর আহারার্থ আমার নিকট একটি তরমুজ ও কিছু চিনি চাহিলেন।

নিয়তির অমোঘ বিধান

আমি তাঁহাকে তরমুজ আনিয়া দিলাম, কিন্তু ছুরি খুঁজিয়া পাইলাম না, ছুরি কোথায়, তাঁহাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি তাঁহার মস্তকের উপরস্থ কার্ণিস দেখাইয়া দিলেন। আমি ছুরিখানি পাড়িবার জন্য হাত বাড়াইয়া দিলাম, কিন্তু কার্ণিস অধিক উচ্চ বলিয়া আমাকে দুই পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উপর ভর দিয়া ছুরিখানি স্পর্শ করিতে হইল। যেমন তাহা পাড়িতে যাইব, দৈবাৎ পদস্খলিত হইয়া আমি যুবকের বুকের উপর পড়িয়া গেলাম। আমার হস্তস্থিত শাণিত ছুরিকা তাঁহার বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ হওয়ায় যুবক তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিলেন।

এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় আমি কাতরভাবে রোদন করিতে লাগিলাম, বুকে ও মাথায় করাঘাত করিয়া, পরিচ্ছদ ছিঁড়িয়া, মাটীতে লুটাইয়া পড়িয়া, বহুক্ষণ রোদন করিলাম। দীর্ঘকাল রোদন করার পর আমি বুঝিলাম, বিলাপ ও পরিতাপে আমি আর সেই যুবককে বাঁচাইতে পারিব না; তাঁহার পিতা শীঘ্রই পুত্রের

সন্ধানে আসিবেন স্থির করিয়া, আমি সেই ভূগর্ভস্থ গৃহ পরিত্যাগ করিলাম এবং বহির্দ্বারে সেই প্রস্তরখানি রাখিয়া মৃত্তিকাদ্বারা তাহা আবৃত করিলাম। এই কার্য্য শেষ করিয়া আমি সমুদ্রের দিকে চাহিতেই, দূরে একখানি জাহাজ দেখিতে পাইলাম ;—বুঝিলাম, যুবকের পিতা তাঁহাকে গুপ্তস্থান হইতে লইতে আসিতেছেন। আমি বুঝিলাম, দ্বীপে আসিয়া এই বৃদ্ধ আমাকে দেখিতে পাইলে ও পরে আমি তাঁহার পুত্রের মৃত্যুর কারণ ইহা জানিলে, ক্রোধে ও ক্ষোভে তিনি আমার প্রাণবিনাশ করিবেন, সুতরাং তিনি দ্বীপে আসিয়া কি করেন, তাহা প্রচ্ছন্ন থাকিয়া দেখিবার জন্য আমি অদূরবর্ত্তী ঘনপত্রবিশিষ্ট বৃক্ষশাখায় আরোহণ করিয়া জাহাজ আগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।



অদৃষ্টের পরিহাস

কিছুকাল পরে সেই বৃদ্ধ জহুরী ও তাঁহার দাসগণ সমুদ্রতীরে জাহাজ নঙ্গর করিয়া, অত্যন্ত ব্যস্তভাবে সেই গুহাদ্বারে উপস্থিত হইলেন, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিলেন, কেহ গুহার দ্বারের মৃত্তিকা অপসারিত করিয়াছিল, সুতরাং বৃদ্ধের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, তিনি গুহায় প্রবেশ করিয়া পুত্রের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু হায়, তাঁহাকে আর জীবিত দেখিতে পাইলেন না ! বৃদ্ধের যে অবস্থা হইল, তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব। তাঁহার দাসগণ বহু কষ্টে তাঁহাকে উপরে টানিয়া আনিল, শোকে দুঃখে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, তাঁহার ভৃত্যগণ তাঁহার জীবনের আশা পরিত্যাগ করিল।

পিতৃবক্ষে শোকের বজ্রাঘাত

অনেকক্ষণ পরে তাঁহার চৈতন্যোদয় হইলে, বৃদ্ধ পুত্রের মৃতদেহ ভূগর্ভস্থ গৃহ হইতে উত্তোলন করিয়া অন্য স্থানে তাহা সমাহিত করিলেন, এবং গুপ্তগৃহস্থ দ্রব্যাদি জাহাজে লইয়া যাইবার আদেশ দিয়া বিলাপ করিতে করিতে সেই দ্বীপ পরিত্যাগ করিলেন।

আমি একাকী সেই জনশূন্য দ্বীপে বাস করিতে লাগিলাম। রৌদ্র, বৃষ্টি ও হিংস্রক জন্তুর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য আমাকে সেই গুহামধ্যস্থ গৃহে বাস করিতে হইল, কিন্তু একাকী সেই ভয়ানক স্মৃতিবিজড়িত স্থানে বাস করিতে আমার অসহ্য যন্ত্রণা হইত। একমাস পরে একদিন দেখিলাম, সমুদ্রের জল কিছু হ্রাস হইয়াছে;—দ্বীপ ও স্থলভাগের মধ্যবর্ত্তী জলরাশি অগভীর বোধ হইল। আমি সাহসে ভর করিয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম, জল এক হাতের অধিক বোধ হইল না। ক্রমে জল হইতে উঠিয়া কঠিন মৃত্তিকায় পদার্পণ করিলাম; সমুদ্র হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িলাম। সম্মুখে চাহিয়া বহু দূরে উজ্জ্বল আলোকরাশি দেখিয়া, আমার মনে আশা ও আনন্দের সঞ্চার হইল; কারণ, আমি জানিতাম, অগ্নি কখনও আপনি জ্বলিতে পারে না, নিশ্চয়ই সেখানে মানুষ আছে। দ্রুতবেগে সেই অগ্নিশিখা লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইলাম, অবিলম্বেই আমার ভ্রম দূর হইল; বুঝিলাম, যাহা অগ্নিশিখা বলিয়া বোধ করিয়াছিলাম, তাহা লোহিতবর্ণ-তাম্র-নির্ম্মিত দুর্গাগ্রভাগ, উজ্জ্বল সূর্য্যকিরণে তাহা অগ্নিশিখার ন্যায় প্রজ্বলিত বোধ হইতেছিল।

সপ্তদশ যুবক-বৃদ্ধ সম্মেলন

আমি সেই দুর্গের নিকটে উপবেশন করিয়া বিশ্রাম করিতে করিতে দুর্গশোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম; অবিলম্বেই দেখিলাম, দশটী রূপবান যুবক সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না;—দেখিলাম, তাঁহাদের দশ জনেরই দক্ষিণ চক্ষু নাই। তাঁহারা একটি বৃদ্ধের অনুগমন করিতেছিলেন।

ইঁহাদের সকলেরই দক্ষিণ চক্ষু কিরূপে নষ্ট হইল, তাহা জানিবার জন্য আমি অত্যন্ত উৎসুক হইলাম। আমি তাঁহাদের নিকটে উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহারা অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিলেন। আমি তাঁহাদের নিকট আমার অদ্ভুত ইতিহাস আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণনা করিলাম। সকল কথা শুনিয়া তাঁহারা অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করিলেন ও আমাকে সেই দুর্গে প্রবেশের জন্য অনুরোধ করিলেন। আমি তাঁহাদের সহিত দুর্গে প্রবেশ করিলাম। দুর্গের কক্ষগুলি অতি সুন্দর ও সুসজ্জিত। আমরা সকলেই ভিন্ন ভিন্ন আসনে উপবেশন করিলাম। অনন্তর আমি তাঁহাদের এক চক্ষু নষ্ট হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলিলেন, এ কৌতূহল দমন করাই আমার পক্ষে মঙ্গলের বিষয়। আমাদের সঙ্গে যে বৃদ্ধটী ছিলেন, তিনি উঠিয়া গিয়া গৃহান্তর হইতে প্রচুর খাদ্যদ্রব্য লইয়া আসিলেন; ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে তাহা আমাদের সকলকেই প্রদত্ত হইল। আমরা পরমতৃপ্তির সহিত তাহা ভোজন করিলাম। আহার শেষ হইলে বৃদ্ধ আমাদের প্রত্যেককে এক এক পাত্র মদ্যপান করিতে দিলেন।

সুকঠোর অনুতাপ

আমাদের কথাবার্ত্তায় অনেক রাত্রি হইয়া গেল। রাত্রি গভীর হইয়াছে দেখিয়া একজন যুবক বৃদ্ধকে বলিলেন, "রাত্রি অধিক হইয়াছে, এখন আমাদিগকে শয়ন করিতে হইবে, আসুন, তৎপূর্ব্বে আমরা আমাদের কর্ত্তব্যকর্ম্ম শেষ করি।" এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধ নীলবস্ত্রে আচ্ছাদিত দশটি পাত্র লইয়া আসিলেন। পাত্রগুলি উন্মোচিত হইলে দেখা গেল, প্রত্যেক পাত্রের ভিতর কিঞ্চিৎ পরিমাণ ছাই, কয়লার গুঁড়া ও ভূসা কালী রহিয়াছে। যুবকগণ ঐ সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহা স্ব স্ব মুখে মাখিলেন, তাহার পর মাথা ও বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"আমাদের লালসা ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতার ফল প্রত্যক্ষ করুন।"

প্রায় সমস্ত রাত্রি ধরিয়া এই অদ্ভুত কাণ্ড চলিল। অবশেষে তাঁহারা অত্যন্ত পরিশ্রান্ত ও নির্জ্জীবপ্রায় হইয়া পড়িলে বৃদ্ধ জল আনিয়া দিলেন, সেই জলে যুবকগণ হস্তমুখ প্রক্ষালন করিয়া পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন

করিলেন। তাঁহাদের এই বিচিত্র ব্যবহারের কারণ জানিবার জন্য আমার বিশেষ কৌতূহল জন্মিলেও আমি সে কৌতূহল প্রকাশ করিতে পারিলাম না, কিন্তু উৎকণ্ঠায় সমস্ত রাত্রি আমার নিদ্রা হইল না।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া, আর কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া, আমি যুবকগণকে বলিলাম, "আমার অদৃষ্টে যাহাই থাকুক, আপনারা আপনাদের এই বিচিত্র ব্যবহারের কারণ খুলিয়া বলুন, আমি আর কৌতূহল দমন করিতে পারিতেছি না।" কিন্তু তাঁহারা কোন কথাই প্রকাশ করিলেন না। কয়েক রাত্রি ধরিয়া আমি তাঁহাদিগের সেই একই প্রকার ব্যবহার প্রত্যক্ষ করিলাম।

কৌতূহলের বিপদ

প্রত্যহ এই অদ্ভুত ও বীভৎস দৃশ্য দেখিয়া, আমি বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলাম এবং সেই যুবকগণকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোন্ পথে আমি স্বরাজ্যে প্রতিগমন করিতে পারি, বলিতে পারেন কি, আমি আর এখানে থাকিতে ইচ্ছুক নহি, কারণ, ক্রমাগত একই প্রকার বিরক্তিকর ব্যাপার দেখিয়া আমার ধৈর্য্য নষ্ট হইয়াছে, অথচ এই অপূর্ব্ব ব্যবহারের কারণ কি, তাহা জানিতে পারিতেছি না।" আমাকে এইরূপ আক্ষেপ করিতে শুনিয়া একজন যুবক বলিলেন,—"বন্ধু, আমরা যে কথা আপনার নিকট প্রকাশ করি নাই, তাহা গোপনে রাখিবার অর্থ এই যে, ইহাতে ভবিষ্যতে আপনিও আমাদের ন্যায় দুরবস্থায় না পড়েন, তাহাই আমাদের ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আপনি যখন ইহা জানিবার জন্য প্রতিনিয়ত যৎপরোনাস্তি কৌতূহল প্রকাশ করিতেছেন, তখন আপনাকে সকল কথা খুলিয়া বলিতেছি।"

আমি অধীরভাবে বলিলাম, "বলুন, আমার এই কৌতূহলের জন্য যদি আমাকে কোন প্রকার শাস্তিভোগ করিতে হয়, তাহা হইলে সেজন্য আমি আপনাদিগকে অপরাধী মনে করিব না।" যুবক বলিলেন, "আপনি যখন আমাদের ন্যায় অবস্থায় পতিত হইবেন, তখন আর আমাদের সহিত মিশিতে পারিবেন না, কারণ, আমাদের সংখ্যা পূর্ণ হইয়াছে, আমাদের দলে দশজনের অধিক ব্যক্তির স্থান নাই।" এই কথা শুনিয়াও আমি বিচলিত হইলাম না ;—বলিলাম, "দুর্ভাগ্যক্রমে যদি আমাকে আপনাদের ন্যায় এক চক্ষুহীন হইতে হয়, তাহা হইলে আমি আপনাদের দলবৃদ্ধি না করিয়া নিজের পথ নিজেই দেখিয়া লইব।"

আকাশ-পথে প্রেমিক চালান !

যুবকগণ আমাকে স্থিরপ্রতিজ্ঞ দেখিয়া, একটি বৃহৎ মেষ বধ করিলেন এবং তাহার চর্ম্ম ছাড়াইয়া লইয়া, আমার হস্তে একখানি ছুরি দিয়া বলিলেন, "এই ছুরি লউন, ভবিষ্যতে ইহা দরকারে লাগিবে। আপনাকে আমরা এই মেষচর্ম্মের মধ্যে পূরিয়া ইহা সেলাই করিব এবং তাহা অদূরে কোন অনাবৃত স্থানে রাখিয়া প্রস্থান করিব। আপনি এই চর্ম্মের মধ্যে গোপনে অবস্থান করিবেন ; কিছু কাল পরে একটি অতি সুবৃহৎ বকপক্ষী আসিয়া মেষ ভ্রমে আপনাকে নখে ধরিয়া আকাশে উড়িয়া যাইবে, কিন্তু আপনি ইহাতে ভীত হইবেন না। কিছুকাল আকাশে উড়িয়া সেই পক্ষী আবার পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিবে এবং একটি পর্ব্বতের শৃঙ্গে আপনাকে নামাইয়া খাইবার উপক্রম করিবে। আপনি যে মূহুর্ত্তে বুঝিবেন, আপনাকে পাহাড়ের উপর নামাইয়াছে, তৎক্ষণাৎ এই ছুরি দ্বারা মেষচর্ম্ম বিদারণ করিয়া বাহির হইয়া পড়িবেন, বিলম্ব করিলেই আপনাকে পক্ষীর উদরস্থ হইতে হইবে। যাহা হউক, চর্ম্মের ভিতর হইতে আপনাকে বহির্গত হইতে দেখিয়া, বকপক্ষী ভয়ে উড়িয়া যাইবে। অনন্তর আপনি সেই পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে নামিয়া দূরে যে একটি রাজপ্রাসাদ তুল্য অট্টালিকা দেখিতে পাইবেন, সেই স্থানে গমন করিবেন। আমরা সকলেই সেই অট্টালিকায় অবস্থান করিয়াছিলাম, কিন্তু সেখানে উপস্থিত হইয়া আমরা যাহা দেখিয়াছি বা যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তাহা আপনার নিকটে প্রকাশ করিব না, সে অভিজ্ঞতা আপনি স্বয়ং সঞ্চয় করিবেন।"

যুবক এই কথা বলিয়া আমাকে সেই মেষচর্ম্মে পুরিয়া, চর্ম্ম সেলাই করিলেন এবং আমাকে একটি অনাবৃত স্থানে রাখিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। কিছুক্ষণ পরেই একটি বকপক্ষী আসিয়া আমাকে নখরে ধরিয়া গগনমার্গে উড়িয়া গেল। বহুক্ষণ উড়িয়া সে এক পর্ব্বতশৃঙ্গে উপবেশন করিল। আমি সেই মুহূর্ত্তে হস্তস্থ ছুরিকা দ্বারা সেই মেষচর্ম্ম বিদীর্ণ করিয়া, তাহা হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম; বকপক্ষী আমাকে দেখিয়া ভয়ে উড়িয়া পলাইল। দেখিলাম, পক্ষীটির বর্ণ সাদা, আকার অতি সুবৃহৎ; দেহ দেখিয়া বোধ হইল, সে দশ বিশটা হস্তী তাহার নখরে তুলিয়া আকাশে উড়িয়া যাইতে পারে।

আমি সেই পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে নামিয়া পূর্ব্ববর্ণিত অট্টালিকার উপস্থিত হইলাম। অতি সুন্দর অট্টালিকা, তাহার একশতটি দ্বার, একটি কক্ষের দ্বার সুবর্ণনির্ম্মিত, অবশিষ্টগুলি চন্দনকাষ্ঠনির্ম্মিত। এমন সুন্দর সুসজ্জিত অট্টালিকা জীবনে কোথাও দেখি নাই।

প্রমোদ-সাগরে রূপসী রঙ্গিনী-দলে একক প্রেমিক

আমি ভিন্ন দ্বারপথে একটি প্রশস্ত সুসজ্জিত কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, চল্লিশ জন অনুপম রূপবতী যুবতী সেই কক্ষে আমোদ-প্রমোদে মত্ত আছেন, তাঁহারা সকলেই পরীর ন্যায় সুন্দরী, বসনভূষণ দেখিয়া সকলকেই এক একটি রাজকন্যা বলিয়া মনে হইল। আমাকে দেখিবামাত্র তাঁহারা মহানন্দে একবাক্যে বলিলেন, "সাহসী যুবক, আপনার শুভাগমনে আমাদের গৃহ পবিত্র হইল, দয়া করিয়া ভিতরে আসুন।" আমি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেই একটি সুন্দরী বলিলেন, "আমরা অনেক দিন হইতে আপনার ন্যায় একটি প্রেমিকের প্রতীক্ষা করিতেছি, আপনি পরম সুন্দর, সুরসিক; আপনাকে দেখিয়া বোধ হইতেছে আমাদের সাহচর্য্য আপনার অপ্রীতিকর হইবে না।" তাঁহারা মহাসমাদরে আমাকে একটি উচ্চাসনে বসাইলেন, আমি সেই আসনগ্রহণে কিছু সঙ্কোচ প্রকাশ করিলে, যুবতীগণ বলিলেন, "সে কি মহাশয়, এখানে আপনার সঙ্কোচ কি? ইহা আপনার গৃহ বলিয়া মনে করিবেন। আপনি আমাদের প্রভু, আমরা দাসী, আপনি যাহা বলিবেন, কায়-মনোবাক্যে আমরা তাহাই পালন করিব।" পৃথিবীতে অনেক অদ্ভুত পদার্থ দেখিয়াছি, জীবনে অনেক আশ্চর্য্য কাণ্ডও ঘটিয়াছে, কিন্তু এমন অপূর্ব্ব ব্যাপার আর কখনও দেখি নাই। একজন অপরিচিত, সহায়সম্পদহীন, অসহায় আগন্তুকের প্রতি সুন্দরী-কুলগরবিনী যুবতীগণের সোহাগ নিবেদনের আগ্রহ ও পরিচর্য্যা দেখিয়া ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার বলিয়া আমার বোধ হইতে লাগিল। আমি সুন্দরীগণকে আমার জীবনের কাহিনী সবিস্তারে বলিলাম। ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত হইলে, যুবতীগণের কেহ কেহ উঠিয়া আলোকের বন্দোবস্ত করিতে গেলেন, কেহ কেহ আমার কাছে বসিয়া নানা সোহাগে ও গল্পে আমার মনে আনন্দসঞ্চার করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে উজ্জ্বল আলোকমালায় সেই সুবৃহৎ প্রাসাদ আলোকিত হইয়া উঠিল; এমন উজ্জ্বল আলোক যে, সূর্য্যালোকও তাহার নিকটে লজ্জা পায়। বিলাস-লালসা শতদিক্ হইতে শতধারায় উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল।

নৈশ-বিহারের প্রেমিকা নির্ব্বাচন

রাত্রিকালে মহাসমারোহে পানভোজন চলিতে লাগিল। সুপেয় মদ্যের স্রোত অশ্রান্তধারায় প্রবাহিত হইতে লাগিল; সুন্দর গীত ও সুশ্রাব্য বাদ্যে চতুর্দ্দিক্ উৎসবময় হইয়া উঠিল; মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত এই প্রকার আনন্দোৎসব চলিল। অনন্তর রঙ্গিনীগণ আমাকে সম্বোধনপূর্ব্বক আদরভরে বলিলেন, "দীর্ঘপথ-পর্য্যটনে আপনি বড় পরিশ্রান্ত হইয়াছেন, এখন বিশ্রাম করাই কর্ত্তব্য, আপনি আমাদের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা বাছিয়া লউন। আমরা চল্লিশজন আছি। প্রতি রাত্রিতে আপনি যাহাকে ইচ্ছা এক একজনকে শয্যাসঙ্গিনী করিতে পারিবেন। তবে আজ যাহাকে শয্যাসঙ্গিনী করিবেন, কাল তাহাকে পাইবেন না। আবার ৩৯ দিন পরে তাহাকে পাইতে পারিবেন।" আমি সেই তরুণী সুর-সুন্দরীগণের মধ্য হইতে একজন রঙ্গিনীকে বাছিয়া লইলাম। তিনি আমার সঙ্গে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। অবশিষ্ট উনচল্লিশটী যুবতী সেই রাত্রির মত আমার নিকট

বিদায়চুম্বন গ্রহণ করিয়া, স্ব স্ব কক্ষে বিশ্রামার্থ প্রবেশ করিলেন। সমস্ত রজনী মদনোৎসবে অতিবাহিত হইল। আমি যৌবন-স্বপ্নে বিভোর হইয়া পরমানন্দে বিনিদ্র রাত্রি যাপন করিলাম।

প্রেমের সঙ্গে রূপ-মদিরার মোহন-মিলন

এই সুবিস্তীর্ণ সুন্দর প্রাসাদে, অপ্সরীর ন্যায় চল্লিশটী পরমা সুন্দরী রমণীর সহবাসে আমার জীবনের একটি বৎসর পরমসুখে একটি নিশ্বাসের ন্যায় অতিবাহিত হইল, কোন প্রকার লালসা-তৃপ্তির—প্রেমসুধা পানের বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট রহিল না।

এক বৎসর অতিবাহিত হইলে, সেই চল্লিশজন মনোমোহিনী এক দিন প্রভাতে অশ্রুপূর্ণলোচনে আমার নিকটে উপস্থিত হইয়া কাতরভাবে বলিলেন, "রাজপুত্র, বিদায়, আজ আমরা আপনার নিকটে বিদায় লইব।"



রঙ্গিনী-ঝাঁকের বিদায় অশ্রু-ঝারা

সুন্দরীগণের কথা শুনিয়া আমার মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। তাঁহাদের বিরহ কাতরতা ও অশ্রু দেখিয়া আমার সকল সুখ, সকল আনন্দ, মন হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেল। আমি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁহারা সহসা আমাকে কি অপরাধে পরিত্যাগ করিতেছেন? তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিলেন, "রাজপুত্র, আমাদের কাহিনী শ্রবণ করুন, আমরা সকলেই রাজকন্যা। এখানে আমরা সকলে কি ভাবে প্রমোদ-স্রোতে গা ভাসাইয়া দিনযাপন করি, তাহা দেখিয়াছেন। এক বৎসর আমাদের এখানে স্বাধীনভাবে বাস করিবার অধিকার আছে, কিন্তু বৎসরান্তে চল্লিশদিন আমাদিগকে স্থানান্তরে থাকিতে হয়;—আমরা কোথায়, কি ভাবে থাকিব, তাহা আপনার নিকট প্রকাশ করিবার অধিকার আমাদের নাই। এই চল্লিশদিন পরে আবার আমরা এখানে ফিরিয়া আসিব। আগামী কল্য বৎসর শেষ হইবে, সুতরাং আজই আমাদিগকে এ স্থান হইতে চলিয়া যাইতে হইবে; এ জন্যই আশু বিরহের আশঙ্কায় আমরা এরূপ কাতর হইয়াছি। আপনার ন্যায় সুরসিক আমোদপ্রিয় প্রেমিকের বিরহ অসহ্য।"

প্রেমের স্বপ্নে বিরহের বজ্রপাত

আমরা এই প্রাসাদ পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে ইহার চল্লিশটি বিভিন্ন কক্ষের চাবী আপনার হস্তে প্রদান করিয়া যাইতেছি। আপনি ইচ্ছানুসারে সকল কক্ষই খুলিতে পারেন, কিন্তু আমাদের বিশেষ অনুরোধ, যে কক্ষে সুবর্ণদ্বার আছে, তাহা কদাচ খুলিবেন না; যদি খোলেন, তাহা হইলে আর জীবনে আমাদের

সহিত আপনার সাক্ষাতের আশা থাকিবে না। কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া, আপনি সেই কক্ষ খুলিলেই আপনার মহা অমঙ্গল ঘটিবে। আপনি যদি চল্লিশ দিন মাত্র এই কৌতূহল দমন করিয়া থাকিতে পারেন, তাহা হইলে আবার আপনার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইবে, এক বৎসর আবার আমরা প্রেমতরঙ্গে ভাসিয়া পরমসুখে কালযাপন করিব।" সুন্দরীদিগের ইচ্ছানুসারে কাজ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া, আমি অশ্রুপূর্ণলোচনে তাঁহাদের প্রত্যেককে চুম্বন করিয়া, বিদায় প্রদান করিলাম।

বিদায়-চুম্বন

চল্লিশটি বিভিন্ন কক্ষের চাবী আমার কাছেই ছিল, আমি এক এক দিন এক একটি কক্ষ উন্মুক্ত করিয়া, তাহার ভিতরের শোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। এক একটি কক্ষের প্রান্তভাগে এক একটি সুরম্য বাগান। কোথাও ফুলের বাগান, নয়নানন্দকর সহস্র সহস্র সুগন্ধি কুসুম বিকসিত হইয়া চতুর্দ্দিক্ সুরভিত করিতেছে; কোথাও ফলের বাগান, শত শত বিভিন্ন জাতীয় বৃক্ষে সুপক্ক সুমধুর ফল শোভা পাইতেছে। কোথাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নির্ঝর-ধারা; কৃত্রিম প্রস্রবণ, তাহা হইতে হীরকচূর্ণের ন্যায় স্ফটিকবিমল জলধারা অশ্রান্তবেগে উৎসারিত হইতেছে এবং তাহাতে সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত হইয়া মনোজ্ঞ ইন্দ্রধনুর সপ্তবর্ণ বিকাশ করিতেছে। বৃক্ষে বৃক্ষে পক্ষীর কূজন, ছায়ায় সমীরণের পুলক-হিল্লোল;—আমি একাকী মহানন্দে সেই সকল কক্ষ ও তাহাদের সমীপবর্ত্তী উপবনে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। এতদ্ভিন্ন কত কক্ষে কত অদ্ভুত ও অদৃষ্টপূর্ব্ব সামগ্রী নিরীক্ষণ করিলাম, কত হীরক ও রত্নস্তূপ থরে থরে সজ্জিত দেখিলাম, পৃথিবীর কত দুষ্প্রাপ্য ও মহার্ঘ্য সামগ্রীর একত্র সমাবেশ দেখিলাম, তাহা বর্ণনা করা যায় না। ঠাকুরাণি, এক রাত্রির মধ্যে সে সকল কথা বলিবার সময়ও নাই। তবে সেই সকল সামগ্রী দেখিয়া আমার মনে হইল, ধন্য আমি, আমি এই বিপুল ঐশ্বর্য্যের একমাত্র অধিকারী। এই ভাবে আমি উনচল্লিশ দিনে উনচল্লিশটি কক্ষ খুলিয়া তাহার মধ্যবর্ত্তী সকল পদার্থ দেখিয়া যথেষ্ট আনন্দ লাভ করিলাম। স্বর্ণদ্বারবিশিষ্ট কক্ষটির ভিতর না জানি কি অপূর্ব্ব পদার্থ আছে ভাবিয়া, আমি অত্যন্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া উঠিলাম, চল্লিশ দিনের দিন সে কৌতূহল সংবরণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল, সুন্দরীগণের নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তাহা রক্ষা করিতে পারিলাম না,—সেই কক্ষ খুলিয়া ফেলিলাম।

কক্ষদ্বার উন্মুক্ত করিতেই একটি অতি সুন্দর গন্ধ আমার নাসিকায় প্রবেশ করিল। কিন্তু তাহা এরূপ তীব্র যে, সেই গন্ধে আমার দেহ অবসন্ন হইয়া পড়িল। যাহা হউক, আমি শীঘ্রই সুস্থ হইলাম। অনেকক্ষণ দ্বার খুলিয়া রাখিলাম, গন্ধ কিছু কমিলে আমি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলাম;—দেখিলাম, সুবর্ণনির্ম্মিত দীপাধারে শত শত দীপ জ্বলিতেছে, সেই সকল দীপে বহুবিধ সুগন্ধবিশিষ্ট তৈল জ্বলিয়া এক প্রকার অদ্ভুত মিশ্রগন্ধ উৎপাদন করিয়া চতুর্দ্দিক্ সুরভিত করিতেছে।

সেই গৃহে অনেক আশ্চর্য্য বস্তু ছিল, তন্মধ্যে একটি সুবৃহৎ কৃষ্ণবর্ণ অশ্বই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এমন সুন্দর অশ্ব আমি আর কখনও দেখি নাই। ইহার লাগাম ও জিন প্রভৃতি সরঞ্জাম সুবর্ণালঙ্কৃত। ইহার খাদ্যস্থালীর এক দিকে উৎকৃষ্ট যব ও অন্যদিকে গোলাপগন্ধি সুপেয় জল রহিয়াছে। অশ্বটি দেখিয়া তাহার উপর আরোহণ করিবার জন্য আমার অত্যন্ত আগ্রহ জন্মিল। আমি তাহাকে খুলিয়া তাহার জিন লাগাম ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলাম; তাহার পর তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তাহাকে চালাইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সে অচল রহিল। তখন তাহাকে চাবুক দ্বারা আঘাত করিলাম, আঘাতমাত্রেই অশ্বটি চীৎকারপূর্ব্বক দুইখানি পাখা মেলিয়া আমাকে পৃষ্ঠে লইয়াই আকাশে উঠিল। ক্রমে পরিদৃশ্যমান পৃথিবী অদৃশ্য হইয়া গেল, ভয়ে আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল। অনেক উচ্চে উঠিয়া

কৌতূহলের পরিণাম

অশ্বটি পৃথিবীতে অবতরণ করিতে লাগিল, তাহার পর একটি বৃহৎ অট্টালিকার ছাতের নিকট আসিয়া এমন ভাবে তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঝাড়া দিল যে, আমি তাহার পিঠ হইতে ছাদের উপর পড়িয়া গেলাম ; তখন সে তাহার লেজের এক আঘাতে আমার দক্ষিণ চক্ষুটি নষ্ট করিয়া মুক্তপক্ষে পলায়ন করিল এবং মুহূর্ত্তমধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। আমি ছাদ হইতে নামিয়া গৃহকক্ষে প্রবেশপূর্ব্বক দেখিলাম, যে অট্টালিকায় আমি দশজন একচক্ষু যুবকের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম, ইহা সেই অট্টালিকা। চক্ষুর যাতনায় আমি কাতর হইলাম এবং আমার পূর্ব্বপরিচিত যুবকগণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিলাম, কিন্তু তখন তাঁহারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন না।

প্রেমিকের আকাশ অভিযান



পক্ষিরাজ ঘোড়া

অনেকক্ষণ প্রতীক্ষা করার পর তাঁহারা সেখানে উপস্থিত হইলেন। আমার অবস্থা দেখিয়া তাঁহারা কিছুমাত্র বিস্মিত হইলেন না। আমি তাঁহাদিগকে জানাইলাম, আমার এই শোচনীয় অবস্থার জন্য আমিই একমাত্র দায়ী, তাঁহাদের কোন অপরাধ নাই। যুবকগণ বলিলেন, “এক বৎসরকাল মহানন্দে বাস করিয়া আমাদের যে দশা ঘটিয়াছিল, আপনারও তাহাই ঘটিয়াছে। কৌতূহলবশে স্বর্ণদ্বারবিশিষ্ট কক্ষের দ্বার খুলিয়া আমরা যে বিড়ম্বনা ভোগ করিয়াছি, আপনাকেও তাহাই ভোগ করিতে হইয়াছে, এ ক্ষেত্রে আপনি অধিক বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। যাহা হউক, আমরা আপনাকে আমাদের দলভুক্ত করিতে পারিলে সুখী হইতাম, কিন্তু আমাদের দল পূর্ণ, আমাদের দলে আর আপনার স্থান হইবে না, আপনি সুপ্রসিদ্ধ রাজধানী বোগদাদনগরে গমন করুন, সেখানে নূতন সঙ্গিগণের সহিত আপনার সাক্ষাৎ হইবে।” যুবকগণ আমাকে পথের কথা বলিয়া দিলেন। আমি তাঁহাদের নিকট বিদায়গ্রহণ করিলাম। তাহার পর দাড়ি, গোঁফ ও ভ্রূ কামাইয়া ফকিরের বেশ ধারণ করিয়া নানা স্থান ঘুরিতে ঘুরিতে আজ সন্ধ্যাকালে এই নগরে

আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এখানে আমার ফকির বন্ধুদ্বয়ের সাক্ষাৎ পাইয়াছি। তাহার পর যাহা ঘটিয়াছে, আপনারা তাহা অবগত আছেন।

তৃতীয় কাণা ফকিরের কাহিনী শেষ হইলে, জোবেদী বলিলেন, "তোমরা তিনজন ফকিরই স্বস্থানে প্রস্থান করিতে পার, তোমাদের মুক্তিদান করিলাম।" ফকিররা বলিলেন, "অবশিষ্ট তিনটি ভদ্রলোকের কাহিনী শুনিয়া তাঁহারা সেই স্থান ত্যাগ করিবার মনস্থ করিয়াছেন। ইহাতে আপত্তি না হইলেই তাঁহারা সুখী হইবেন।" জোবেদী তখন খালিফ হারুণ-অল্-রসিদ ও তাঁহার উজীর জাফরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।

উজীরের ফাঁকিবাজী!

উজীর জাফর অত্যন্ত প্রত্যুৎপন্নমতি ছিলেন, খালিফ কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন, "ঠাকুরাণি, আমাদের নূতন কথা কিছুই বলিবার নাই, আমরা তিনজন মোষলনগরের বণিক্, পণ্যদ্রব্য লইয়া বোগ্দাদে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছি। এক খাঁ সাহেবের বাড়ীতে আমরা বাসা লইয়াছিলাম ; একজন সদাগরের গৃহে আমাদের নিমন্ত্রণ ছিল, সেখানে নানাবিধ আমোদ-প্রমোদের আয়োজন হইয়াছিল। প্রচুর পরিমাণে সুরাপান করিয়া, আমরা সকলেই কিছু কিছু বে-এক্তার হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমাদের গোলমাল শুনিয়া নগরের শান্তিরক্ষক প্রহরিগণ আমাদিগকে আক্রমণ করিল, তখন আমরা আত্মরক্ষার জন্য সেখান হইতে পলায়ন করিলাম। যেখানে বাসা লইয়াছিলাম, তত রাত্রে সেখানে দ্বার খোলা পাইব না মনে করিয়া, কোথায় গিয়া রাত্রে বাস করি, এই কথা চিন্তা করিতে করিতে এই পথ দিয়া যাইতেছিলাম, আপনাদের গৃহমধ্যে গীত-বাদ্যধ্বনি শুনিয়া এখানে আসিয়া পড়িয়াছি। তাহার পর যাহা ঘটিয়াছে, সকলই আপনি জানেন।" সকল কথা শুনিয়া জোবেদী কিয়ৎকাল নির্ব্বাক্ রহিলেন। তাঁহার ভাব দেখিয়া বোধ হইল, তিনি উজির জাফরের কথা বিশ্বাস করিলেন না। ফকির তিনজন তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়া এই ছদ্মবেশী সদাগরত্রয়কে মুক্তিদানের জন্য অনুরোধ করিলেন। জোবেদী ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া, তাঁহাদের সকলকেই সে স্থান পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন। তাঁহার আদেশ অবিলম্বে পালিত হইল। আগন্তুকগণের প্রস্থানের পর গৃহদ্বার রুদ্ধ হইল।

সুলতান-সভায় রহস্য-বিবৃতি

পথে আসিয়া ছদ্মবেশী খালিফ ফকিরত্রয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়গণ, এখন আপনারা কি করিবার অভিপ্রায় করিতেছেন?" ফকিররা বলিলেন, "এখনও রাত্রি শেষ হয় নাই, আমরা এ নগরে নূতন আসিয়াছি, এ রাত্রে কোথায় যাইব, তাহা ভাবিয়া পাইতেছি না।" খালিফ বলিলেন, "আপনারা আমার সঙ্গে আসুন, আমি আপনাদিগকে আশ্রয় দিব।" অনন্তর তিনি উজীরের কাণে কাণে বলিলেন, "ফকিরদিগকে আজ তোমার গৃহে লইয়া যাও, কাল প্রভাতে ইহাদিগকে রাজসভায় উপস্থিত করিবে ; ইহাদের কাহিনী বড়ই অদ্ভুত, আমার রাজত্বকালের ইতিহাসে ইহা স্থায়িত্বলাভের যোগ্য ; অতএব ইহা বিস্তারিতরূপে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে।" অতঃপর খালিফ তাঁহার প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। শয্যায় শয়ন করিয়াও তাঁহার নিদ্রা হইল না, কুকুর লইয়া জোবেদী ও আমিনার অপূর্ব্ব ব্যবহার এবং আমিনার বক্ষের আঘাতচিহ্নের ইতিবৃত্ত জানিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইলেন। পরদিন প্রভাতে খালিফের আদেশে তিনটি কাণা ফকির, জোবেদী, আমিনা ও সফী রাজসভায় নীত হইলেন, এবং খালিফ গত রাত্রের প্রসঙ্গ তুলিয়া, তাঁহাদের ইতিহাস জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলে, জোবেদী তাঁহার কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন।

আলোকিত, একখানি ক্ষুদ্র আসনে একটি সুন্দর যুবক উপবেশন করিয়া মধুর-স্বরে কোরাণ পাঠ করিতেছেন। আমি উচ্চৈঃস্বরে আল্লার নাম করিয়া আমার প্রতি যুবকের মনোযোগ আকর্ষণ করিলাম। যুবক পাঠ বন্ধ করিয়া সবিস্ময়ে আমার দিকে চাহিলেন এবং আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি সংক্ষেপে আমার পরিচয় দিয়া, তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম এবং এরূপ সুন্দর নগরের এমন দুর্দ্দশা কেন হইল, কোন্ অপরাধে নগরবাসিগণ সকলেই পাষাণে পরিণত হইলেন, তাহাও জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলাম।

কুসংস্কারের পরিণাম

যুবক কোরাণপাঠ বন্ধ করিয়া বলিলেন, "দেখিতেছি, আপনি বিদেশী, কিন্তু আপনি এখানে উপস্থিত হইয়া মহিমাময় আল্লার পবিত্র নাম উচ্চারণ করাতে বুঝিলাম, আপনি সত্যধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত আছেন। আমার পিতা এই দেশের রাজা। আমার পিতা, তাঁহার সভাসদ্‌বর্গ ও তাঁহার প্রজামণ্ডলী এবং নগরবাসিগণ সকলেই অগ্নির উপাসক ছিলেন, এতদ্ভিন্ন তাঁহারা ঈশ্বরের বিদ্রোহী দৈত্যগণের অধিপতি নার্দ্দূনের শ্রেষ্ঠতায় বিশ্বাসবান্ ছিলেন।

আমার পিতা মাতা জড়োপাসক ছিলেন বটে, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আমার ধাত্রী সত্যধর্ম্মে দীক্ষিতা ছিলেন, কোরাণে তাঁহার বিশেষ জ্ঞান ছিল এবং সমস্ত কোরাণখানি তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। তিনি আমাকে যথানিয়মে আরবীভাষা শিখাইয়াছিলেন এবং তাঁহার নিকট আমি কোরাণ পাঠ করিতে শিখিয়াছিলাম। কিছুদিন পরে তাঁহার মৃত্যু হইল, কিন্তু আমার হৃদয়ে সত্যধর্ম্মের উজ্জ্বল মহিমা সুপরিস্ফুট হইয়াছিল, জড়োপাসনাকে আমি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতে লাগিলাম।

কিঞ্চিদধিক তিন বৎসর অতীত হইল, একদিন নগরবাসিগণ সকলে সুস্পষ্টস্বরে শুনিতে পাইল, কে কোথা হইতে বলিতেছেন, 'নগরবাসিগণ! তোমরা তোমাদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মিথ্যাধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সত্যস্বরূপ আল্লার ভজনা কর, তিনি তোমাদের প্রতি অবশ্যই দয়া করিবেন।'

সমগ্র নগরবাসী প্রস্তরমূর্ত্তিতে রূপান্তরিত

এইরূপে তিন বৎসর প্রত্যহ নগরবাসিগণ এই প্রকই আদেশ শ্রবণ করিল, কিন্তু তাহাদের চৈতন্যোদয় হইল না, তাহারা তাহাদের মিথ্যাধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সত্যস্বরূপ আল্লার উপাসনায় মনোযোগী হইল না। ইহার কয়েক মাস পরে, একদিন শেষরাত্রিতে নগরবাসিগণ সকলেই, এমন কি, আমার পিতা-মাতা পর্য্যন্ত প্রস্তর-মূর্ত্তিতে পরিণত হইলেন। আমিই এই বৃহৎ পুরীতে সত্যরূপ আল্লার ভজনা করিতাম, সুতরাং আমিই কেবল জীবিত রহিলাম।"

যুবকের এই উপাখ্যান শুনিয়া, তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা সমধিক বর্দ্ধিত হইল, আমি তাঁহাকে এই নির্জ্জন নগর পরিত্যাগ করিয়া আমাদের পরমধার্ম্মিক মহামতি খালিফের রাজধানী বোগ্দাদ নগরে গমন করিবার জন্য অনুরোধ করিলাম এবং আমার জাহাজে তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলাম। যুবক আনন্দের সহিত আমার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। পরদিন প্রভাতে সেই রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া বহু মণিমাণিক্যসহ সমুদ্রের বন্দরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম,—দেখিলাম, আমার অদর্শনে ভগিনীদ্বয় এবং কর্ম্মচারী ও ভৃত্যগণ অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতভাবে কালযাপন করিতেছেন। আমি তাঁহাদের নিকট যুবকের পরিচয় দান করিলাম এবং সেই নগরের অধিবাসিগণের অদ্ভুত নিয়তির কথা ব্যক্ত করিলাম।

অনন্তর জাহাজ হইতে বহুসংখ্যক পণ্যদ্রব্য বন্দরে নামাইয়া রাখিয়া এই নগরের অত্যুৎকৃষ্ট ও মহামূল্য দ্রব্যসমূহ যতগুলি সম্ভব জাহাজে তুলিয়া লইলাম এবং উপযুক্ত পরিমাণে খাদ্যদ্রব্যাদি লইয়া জাহাজ ছাড়িয়া দিলাম। জাহাজ বোগ্দাদ অভিমুখে যাত্রা করিল।



জোবেদী] প্রতিহিংসার পুরস্কার [৯৫

সুন্দরীর বাণিজ্য অভিযানে দয়িত-লাভ

জাহাজের উপর কয়েক দিন পরমানন্দে অতিবাহিত হইল, কিন্তু মানুষের সুখ অত্যন্ত অচিরস্থায়ী ; জাহাজে রাজপুত্রের সহিত আমার সদ্ভাব দর্শনে আমার ভগিনীদ্বয়ের মনে ঈর্ষানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। আমি আমার ভগিনীদ্বয়কে অধিকতর ঈর্ষাকুল করিবার জন্য বলিলাম, "আমি এই প্রিয়দর্শন যুবককে স্বদেশে লইয়া গিয়া বিবাহ করিব।" তাহার পর যুবকের নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে আমার অভিপ্রায়ের কথা জানাইয়া বলিলাম, আমার ভগিনীদ্বয়কে অধিকতর সন্তপ্ত করিবার জন্যই আমি তাহাদের নিকট এরূপ কথা প্রকাশ করিয়াছি। ইহা যে কেবল ছলনা মাত্র, এ কথা যেন তিনি ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ না করেন। এই কথা শুনিয়া যুবক বলিলেন, তিনি সত্যই আমার প্রতি আন্তরিক অনুরক্ত হইয়াছেন, ছলনা করা তাঁহার অভিপ্রেত নহে, বোগদাদ নগরে উপস্থিত হইয়া তিনি আমাকে যথাশাস্ত্র বিবাহ করিবেন, এরূপ অঙ্গীকার করিলেন। যুবকের এই কথা আমার ভগিনীদ্বয়ের কর্ণে প্রবেশ করিল ; আমার প্রতি তাঁহাদের ক্রোধ অত্যন্ত বৃদ্ধি হইল, তাঁহারা আমাকে শত্রু মনে করিতে লাগিলেন।

সুবাতাস পাইয়া জাহাজ বেশ চলিতে লাগিল। ক্রমে আমরা পারস্য উপসাগর পার হইয়া, বালসোরার সমীপবর্ত্তী হইলাম। এমন সময় একদিন রাত্রিকালে আমাকে ও সঙ্গী যুবককে নিদ্রিত দেখিয়া, আমার ভগিনীদ্বয় আমাদের দুইজনকেই জাহাজ হইতে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিল। দুর্ভাগ্যক্রমে যুবকটি সমুদ্রগর্ভেই প্রাণত্যাগ করিলেন ; দৈবক্রমে আমার প্রাণরক্ষা হইল, আমি ভাসিতে ভাসিতে চলিলাম, এবং বালসোরার কুড়ি মাইল দূরে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে আসিয়া লাগিলাম। তীরে উঠিয়া সূর্য্যকিরণে বস্ত্র-শুকাইয়া আমি বৃক্ষচ্ছায়ায় গমন করিলাম। এই দ্বীপে অনেক সুমিষ্ট ফলের গাছ ও সুপেয় জলপূর্ণ নির্ঝরিণী ছিল।

বৃক্ষমূলে বসিয়া বিশ্রাম করিতে করিতে দেখিলাম, পক্ষবিশিষ্ট একটি বৃহৎ সর্প আমার দিকে অগ্রসর হইতেছে, এবং পুনঃ পুনঃ জিহ্বা প্রসারিত করিতেছে। আমি বুঝিলাম, সর্পটি কোনরূপে বিপন্ন হইয়াছে ; আমি উঠিয়া তাহার নিকটে গিয়া দেখিলাম, একটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ সর্প তাহাকে গ্রাস করিবার অভিপ্রায়ে তাহার লাঙ্গুল ধরিয়া আকর্ষণ করিতেছে। আমি এই বিপন্ন সর্পটির অবস্থা দর্শনে তাহার প্রতি দয়াপরবশ হইয়া একখণ্ড বৃহৎ প্রস্তর উত্তোলন পূর্ব্বক সজোরে তাহার শত্রুর মস্তকে আঘাত করিলাম। সেই আঘাতে বৃহৎ সর্পটির মস্তক চূর্ণ হইয়া গেল। এইরূপে বিপদ্ হইতে উদ্ধারলাভ করিয়া অন্য সর্পটি পক্ষবিস্তার পূর্ব্বক উড়িয়া গেল। আমি কতক্ষণ সেই বৃক্ষচ্ছায়ায় বসিয়া থাকিয়া অবশেষে নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম।

পরীর প্রতিশোধ

নিদ্রাভঙ্গে চাহিয়া দেখিলাম, একটি কাফ্রী রমণী দুইটি কুক্কুরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া, আমার পাশে বসিয়া আছে। আমি উঠিয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম। কাফ্রী রমণীটি সবিনয়ে বলিল, "আপনি দয়া করিয়া যে সর্পটিকে শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছেন, আমিই সেই সর্প। আপনি আমার যে উপকার করিয়াছেন, তাহার প্রত্যুপকারস্বরূপ আপনার দুই বিশ্বাসঘাতিনী ভগিনীকে কুক্কুরে পরিণত করিয়া আপনার হস্তে সমর্পণ করিতেছি। আমরা প্রকৃতপক্ষে সর্প নহি,—পরী। আমরা অনেক পরী মিলিয়া আপনার জাহাজস্থ দ্রব্যাদি বোগদাদ নগরে আপনার বাড়ীতে রাখিয়া আসিয়াছি, এবং আপনার ভগিনীদ্বয়ের অধিকৃত জাহাজখানি সমুদ্রজলে ডুবাইয়া দিয়াছি। এই পাপীয়সীদ্বয়ের প্রতি আমরা যে দণ্ডবিধান করিয়াছি, তাহা যথেষ্ট নহে, ইহাদের প্রতি আরও গুরুতর দণ্ডবিধান করিতেছি। আমার আদেশ এই যে, ইহাদিগকে প্রত্যহ রাত্রে একশত বেত্রাঘাত করিবেন, এই নিয়মের অন্যথা হইতে পারিবে না, করিলে আপনাকে শাস্তি পাইতে হইবে। এই প্রকারেই ইহাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে।"

হে পরমধর্ম্মপরায়ণ নরপতিশ্রেষ্ঠ ! আপনি পূর্ব্বরাত্রিতে কুক্কুরদ্বয়কে যে বেত্রাঘাত করিতে দেখিয়াছেন, ইহাই তাহার কারণ। আমার প্রতি যৎপরোনাস্তি নির্দ্দয় ব্যবহার করিলেও, ইহারা আমার ভগিনী ; এই অপ্রীতিকর নিষ্ঠুর কর্ত্তব্য পালন করিতে শোকে দুঃখে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়, সেই জন্যই আমি প্রহারের পর তাহাদের জন্য ক্রন্দন করিয়া থাকি। আমার ইতিহাস শেষ করিলাম, আপনি অন্য যে সকল কথা জানিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহা আমার ভগিনী আমিনার মুখেই শুনিতে পাইবেন।

খালিফ হারুণ-অল-রসিদ জোবেদীর এই অদ্ভুত ও পরম বিস্ময়কর উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া, কিয়ৎকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, তাহার পর আমিনাকে তাঁহার বক্ষঃস্থলের ক্ষতচিহ্নের কাহিনী বর্ণনা করিবার জন্য অনুরোধ করিলে, আমিনা ধীরে ধীরে তাঁহার বক্তব্য বিষয় বলিতে আরম্ভ করিলেন।

* * * * *

আমিনার কাহিনী

জাঁহাপনা, আমার ভগিনী আপনার নিকট যে সকল কথা ইতিপূর্ব্বে ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার পুনরুল্লেখের কোন আবশ্যক নাই। পিতার মৃত্যুর পর আমার জননী এই নগরের একজন অতি প্রসিদ্ধ ও ধনাঢ্য সদাগরের সম্পত্তির উত্তরাধিকারীর সহিত আমার বিবাহ প্রদান করেন।

বিবাহের এক বৎসর পরেই আমার স্বামীর মৃত্যু হইল। বিধবা অবস্থায় আমি আমার পতির ত্যক্ত সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হইলাম। আমার হস্তে প্রায় নব্বই হাজার টাকা, এই বিপুল অর্থের সুদ হইতেই আমি অনায়াসে অবশিষ্ট জীবন সুখে অতিবাহিত করিতে পারিতাম, কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পর ছয় মাসের মধ্যেই আমি দশটি পরিচ্ছদ নির্ম্মাণ করাইলাম, ইহার প্রত্যেকটিতে হাজার টাকা খরচ পড়িল। শোকের সময় অতীত হইলে, আমি সেই সকল সুদৃশ্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া আমার রূপের গর্ব্ব পরিস্ফুট করিতাম।

একদিন আমি একাকী গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত আছি, এমন সময় আমার পরিচারিকা সংবাদ দিল, একটি রমণী কোন কারণে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন। আমি তাঁহাকে আমার নিকট আসিয়া দেখা করিতে বলিলে, শুনিলাম, সে অত্যন্ত বৃদ্ধা ; শুনিয়া আমি স্বয়ং গিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। রমণী আমাকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া বলিল, "ভদ্রে, আপনার দয়ার পরিচয় পাইয়াই আপনাকে বিরক্ত করিতে সাহসী হইয়াছি, আমার নিবেদন শ্রবণ করুন। আমার একটি পিতৃহীনা কন্যা আছে, আজ তাহার বিবাহ দিব। আমরা উভয়েই এ নগরে অপরিচিত, নগরের কাহারও সহিত আমাদের পরিচয় নাই, বিবাহে কোন সম্ভ্রান্ত সমাজস্থ লোক উপস্থিত থাকিবেন, তাহারও সম্ভাবনা নাই, সেই জন্য আমি আপনাকে অনুরোধ করিতেছি, দয়া করিয়া আপনি এই বিবাহে উপস্থিত থাকিলে শুভকর্ম্ম সৌষ্ঠব-সহকারে সুসম্পন্ন হইতে পারে। আপনি যদি আমার এই অনুরোধ অগ্রাহ্য করেন, তাহা হইলে আমার অসুবিধা ও মনঃকষ্টের সীমা থাকিবে না।"

সুন্দরীর পরিচ্ছদ-বিন্যাস

বৃদ্ধার চক্ষু হইতে অশ্রুধারা ঝরিতে লাগিল। তাহার অনুনয়-বিনয়ে বিচলিত হইয়া আমি সহানুভূতিভরে বলিলাম, "আপনি চিন্তিত হইবেন না, আমি আপনার এই অনুরোধ রক্ষা করিব। উপযুক্ত পরিচ্ছদে সজ্জিত হইতে আমার যে বিলম্ব, তাহার অধিক বিলম্ব হইবে না।" আমার কথা শুনিয়া বৃদ্ধার আনন্দের সীমা রহিল না। সে আমার পদপ্রান্তে পড়িয়া মৃত্তিকা চুম্বন করিতে লাগিল, কত কৃতজ্ঞতার কথা বলিল, তাহার সংখ্যা নাই। তাহার পর সে বলিল, সন্ধ্যাকালে সে আমার গৃহে উপস্থিত হইয়া, আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবে।

বৃদ্ধা চলিয়া গেলে আমি সুদৃশ্য পরিচ্ছদ ও বহুমূল্য হীরক-রত্নালঙ্কারে সুসজ্জিতা হইয়া তাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধা অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল। সে আমার করচুম্বন করিয়া আনন্দভরে বলিল, "আমার জামাতার আত্মীয়গণ ও পিতা মাতা সকলেই এ নগরে উপস্থিত হইয়াছেন। যে সকল সুন্দরী আসিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই সম্ভ্রান্তঘরের রমণী। আপনি এখন অনুগ্রহ করিয়া, আমার সঙ্গে আসিলে ভাল হয়, আমি পথ দেখাইয়া যাইতেছি।" আমি কতিপয় পরিচারিকা সঙ্গে লইয়া, সেই বৃদ্ধার অনুসরণ করিলাম, একটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বড় রাস্তা দিয়া আসিয়া, একটি প্রকাণ্ড গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলাম; উজ্জ্বল দীপালোকে পাঠ করিলাম, গৃহদ্বারে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে,—"অশ্রান্ত আমোদ-প্রমোদের আলয়।"—এই দ্বার-সন্নিকটে আসিয়া বৃদ্ধা দ্বারে ধাক্কা দিলে ভিতর হইতে লোক আসিয়া অবিলম্বে দ্বার খুলিয়া দিল।

নিমন্ত্রিতার বিবাহ

আমি একটি সুসজ্জিত গৃহকক্ষে প্রবেশ করিতেই একটি পরমা সুন্দরী মহা সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া, আমাকে কাছে বসাইল;—বলিল, "ভগিনি, আপনাকে বিবাহে সাহায্যার্থ আহ্বান করা হইয়াছে বটে, কিন্তু যে ভাবে আপনি সাহায্য করিবেন ভাবিয়া আসিয়াছেন, আমাদের প্রার্থিত সাহায্য তাহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমার একটি ভ্রাতা আছেন, তিনি রূপবান্ ও সম্ভ্রান্তসমাজে বিশেষ পরিচিত, আপনার অসামান্য রূপের কথা শুনিয়া তিনি এমন মুগ্ধ হইয়াছেন যে, আপনাকে বিবাহ করিবার জন্য তিনি অধীর; যদি আপনি দয়া করিয়া তাঁহার প্রার্থনা পূরণ করেন, তাহা হইলে তিনি পৃথিবীতে নিজেকে সর্ব্বাপেক্ষা সৌভাগ্যবান্ প্রেমিক মনে করিবেন। আপনার মান-সম্ভ্রম ও খ্যাতি-প্রতিপত্তির কথা তাঁহার কর্ণগোচর হইয়াছে, তিনি আপনার অযোগ্য স্বামী হইবেন না। আমার প্রার্থনা আপনাকে পূর্ণ করিতেই হইবে, নতুবা আমাদের অন্য উপায় নাই।"

আমার স্বামীর মৃত্যুর পরে পুনর্ব্বার বিবাহসংকল্প কোন দিন আমার মনে উদয় হয় নাই, এখন এই যুবককে বিবাহ করিবার প্রলোভন সম্মুখে দেখিয়া, আমি সেই প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলাম না। আমি মৌনভাবে আমার সম্মতি জ্ঞাপন করিলাম। অল্পকাল পরে সেই গৃহে একটি পরমসুন্দর যুবা প্রবেশ করিলেন। আমি তাঁহার সহিত নানা বিষয়ের আলাপ করিলাম; বুঝিলাম, তিনি আমার পাণিগ্রহণে উৎসুক। আরও দেখিলাম, তাঁহার গুণ সম্বন্ধে সেই যুবতী যাহা বলিয়াছিলেন, তাঁহার গুণ তাহা অপেক্ষাও অনেক অধিক। আমি যুবকের সহিত আলাপে মুগ্ধ হইলাম, তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে আমার যোগ্য পতি জ্ঞান করিয়া মনে মনে তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিলাম।

সেই রাত্রিতেই কাজী আসিলেন, তিনি যথাশাস্ত্র আমাদের বিবাহ দিলেন, চারিজন ভদ্রলোক আমাদের বিবাহের সাক্ষী হইলেন। আমার নূতন স্বামী একটি বিষয়ে আমাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া লইলেন। আমাকে প্রতিজ্ঞা করিতে হইল, আমার স্বামী ভিন্ন আমি অন্য কোন ব্যক্তির সহিত আলাপ করিতে পারিব না, এমন কি, অন্য কোন পুরুষের মুখদর্শনও করিব না। আমার স্বামী প্রতিজ্ঞা করিলেন, আমি যদি আমার প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া চলি, তাহা হইলে তাঁহার সহিত আমার কোন দিন বিরোধ বা মনোমালিন্য হইবে না। আমাদের বিবাহ শেষ হইয়া গেল, অপরের বিবাহ দিতে আসিয়া নিজেই বিবাহ করিয়া ফেলিলাম।

মিলন-নিশি যেন প্রভাত না হয়!

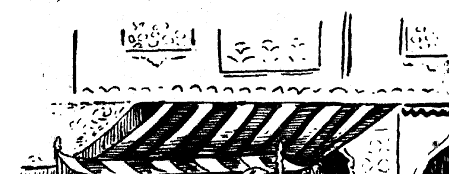
রাত্রে আমি বাসরঘরে স্বামীর সহিত প্রমোদ-রজনী যাপনের জন্য উৎসুক হইলাম। আমার নূতন স্বামী যেমন প্রিয়দর্শন—তেমনই মধুরভাষী। তিনি আমাকে বক্ষোদেশে নিপীড়িত করিয়া সহস্র চুম্বনে আমাকে অধীর করিয়া তুলিলেন। আমি এমন প্রেমিক স্বামী পাইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইলাম। সমস্ত রজনী যৌবন-স্বপ্নে বিভোর হইয়া প্রেমতরঙ্গে ভাসিতে লাগিলাম।

১৩

বৃদ্ধার দূতীয়ালী

বিবাহের এক মাস পরে আমি কিছু রেশমী বস্ত্র কিনিতে বাজারে যাইবার জন্য আমার স্বামীর অনুমতি প্রার্থনা করিলাম, আমার স্বামী তৎক্ষণাৎ অনুমতি দান করিলেন। আমি সেই বৃদ্ধা ও দুইজন পরিচারিকাকে লইয়া বাজারে চলিলাম। বাজারের পথে আসিয়া সেই বৃদ্ধা আমাকে বলিল, "ঠাকুরাণি, আপনি যখন বাজারে আসিয়াছেন, তখন চলুন, আপনাকে আমার পরিচিত কোন সদাগর যুবকের দোকানে লইয়া যাই, সেই ব্যক্তির দোকানে যে সকল রেশমী জিনিষ পাওয়া যায়, তাহা অতি উৎকৃষ্ট। তাহা হইলে আপনাকে আর দোকানে দোকানে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে না, আপনি যে সকল দ্রব্য চাহেন, তাহা এক স্থানেই কিনিতে পাইবেন।"

বৃদ্ধার পরামর্শ সঙ্গত জ্ঞান করিয়া, আমি তাহার সহিত একটি যুবক সদাগরের দোকানে উপস্থিত হইলাম ;—দেখিলাম, সদাগরটি পরম শ্রীমান্। আমি বৃদ্ধাকে যুবকের নিকট হইতে রেশমী বস্ত্রাদি লইয়া দেখাইবার জন্য অনুরোধ করিলাম। বৃদ্ধা আমাকে বলিল, "ঠাকুরাণি, এখানে কেহ নাই, আপনি স্বয়ং যুবককে এই অনুরোধ করুন।" আমি তখন বৃদ্ধাকে আমার বিবাহকালের সেই প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া দিলাম ;—বলিলাম, "আমি বিবাহকালে স্বামীর নিকট যে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়াছি, তাহা লঙ্ঘন করিতে পারিব না।"



যাহা হউক, সদাগর যুবক বৃদ্ধার মারফতে আমাকে বহু-সংখ্যক রেশমী বস্ত্রাদি দেখাইলেন, তন্মধ্যে একখানি বস্ত্র আমার মনোনীত হইল। আমি বৃদ্ধার হস্ত দিয়া যুবককে তাহার মূল্য প্রদান করিলাম, কিন্তু সে বৃদ্ধাকে বলিল, "আমি এই বস্ত্রবিনিময়ে মূল্য গ্রহণ করিব না, আমি এই বস্ত্র সুন্দরীকে বিনামূল্যে প্রদান করিব, কিন্তু ইহার বিনিময়ে আমি এই যুবতীর নিকট একটি দ্রব্য প্রার্থনা করি,—আমি একবার তাঁহার মুখচুম্বন করিব।" আমি এই প্রস্তাবে বিরক্ত হইয়া বলিলাম, "যুবকের এই প্রস্তাব অত্যন্ত অপমানজনক ও রূঢ়।" বৃদ্ধা আমাকে বুঝাইল, ইহাতে আমার প্রতিজ্ঞাভঙ্গের আশঙ্কা নাই ;

নিদারুণ চুম্বন

কারণ, আমাকে সেই যুবকের সহিত কথা কহিতে হইবে না, কেবল গণ্ডস্থলে একটি চুম্বন গ্রহণ করিলেই কার্য্য শেষ হইবে। আমি সেই রেশমী বস্ত্রখানি লাভ করিবার জন্য এতই উৎসুক হইয়াছিলাম যে, বৃদ্ধার পরামর্শ অনুসারে যুবকের অনুরোধ রক্ষা

করিতে সম্মত হইলাম। বৃদ্ধা ও আমার পরিচারিকাগণ আড়াল করিয়া দাঁড়াইলে, যুবক আমার মুখচুম্বন করিল। কিন্তু কেবল মুখচুম্বনই নহে, দুরাত্মা আমার গণ্ডদেশে দংশন করিয়া, অনেকখানি মাংস তুলিয়া লইল;—ঝর্ ঝর্ করিয়া আমার গণ্ডস্থল হইতে রক্তধারা ঝরিতে লাগিল।

আমি লজ্জায় ও বেদনায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম। দোকানদার আমাকে তদবস্থ দেখিয়া পলায়ন করিল। আমি মূর্চ্ছাভঙ্গে দেখিলাম, আমার মুখ রক্তস্রোতে ভাসিতেছে, অনেক লোক সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইতেই আমার পরিচারিকাগণ আমার মুখ ঢাকিয়া দিয়াছিল, তাহারা সেই সকল লোককে প্রকৃত ঘটনা জানিতে না দিয়া বলিয়াছিল, আমার হঠাৎ মূর্চ্ছা হইয়াছে,—শুনিয়া তাহারা তাহাই বিশ্বাস করিয়া চলিয়া গেল। চুম্বনে রক্তিম কপোলে রক্তধারা

অতঃপর বাড়ী ফিরিতে ফিরিতে বৃদ্ধা আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল, এই ব্যাপারে যে তাহার কোন হাত নাই, তাহাই সে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল। তাহার পর সে বলিল, সে এমন আশ্চর্য্য ঔষধ জানে যে, তাহা লাগাইলেই তিন দিনের মধ্যে আমার ক্ষত সম্পূর্ণ আরোগ্য হইতে পারিবে, ক্ষতচিহ্ন পর্য্যন্ত থাকিবে না। আমি বড় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলাম, বহু কষ্টে গৃহে ফিরিয়া আবার মূর্চ্ছিত হইলাম। বৃদ্ধা আমার ক্ষতে ঔষধ প্রয়োগ করিল, আমি মূর্চ্ছাভঙ্গে শয্যায় শয়ন করিলাম।

রাত্রিকালে স্বামী গৃহে আসিলেন। আমার সুরক্তিম গণ্ডে পটী জড়ান দেখিয়া তিনি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, "আমার মাথা ধরিয়াছে।" ভাবিলাম, ইহা শুনিয়াই তিনি সন্তুষ্ট হইয়া থাকিবেন, আর কোন প্রশ্ন করিবেন না; কিন্তু দেখিলাম, আমার কথায় তাঁহার কৌতূহল মিটিল না, তিনি আমার মুখের কাছে বাতী ধরিয়া গালের ক্ষত দেখিতে পাইলেন। তিনি বলিলেন, "এ হইয়াছে কি?" আমি তখনও সত্য গোপন করিয়া বলিলাম, "তুমি আমাকে বাজারে যাইবার অনুমতি দিয়াছিলে, আমি বাজারে যাইতেছিলাম, হঠাৎ কোথা হইতে একটা মুটে এক আঁটি কাঠ লইয়া যাইতে যাইতে একেবারে আমার ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়ে, তাহার একখানা কাঠ আমার গালে বিঁধিয়া গিয়া এই অবস্থা ঘটাইয়াছে। আঘাত সামান্যই লাগিয়াছে।"

আমার এই কথা শুনিয়া আমার স্বামী বলিলেন, "এ বড় অন্যায় কথা, কাল আমি রাজদ্বারে এ সম্বন্ধে সুবিচার প্রার্থনা করিব, এই মুটে বেটারা বড়ই অসাবধান, তাহাদের সকলকে দণ্ডিত না করিয়া আমি কখনই ক্ষান্ত হইব না।"

আমি এই কথা শুনিয়া, ভীত হইয়া, আমার স্বামীকে ক্রোধ ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলাম;— বলিলাম, "এ অতি তুচ্ছ ঘটনা, ইহা লইয়া এতগুলি প্রাণীর উপর অত্যাচার করা সঙ্গত হইবে না, বিশেষতঃ মুটেরও সম্পূর্ণ দোষ নাই।"

আমার স্বামী বলিলেন, "তবে প্রকৃত ঘটনা কি, খুলিয়া বল, কিরূপে ক্ষত হইল?" আমি আবার নূতন ফন্দী আঁটিলাম;—বলিলাম, "একটা লোক গাধার পিঠে ঝাঁটা বোঝাই করিয়া যাইতেছিল, পথের মধ্যে সেই গাধা ঝাঁটা সমেত আমার গায়ের উপর আসিয়া পড়ে, ঝাঁটায় গাল কাটিয়া গিয়াছে।" প্রেমিকার কৈফিয়ৎ

আমার স্বামী বলিলেন, "রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র আমি উজীর জাফরের নিকট উপস্থিত হইয়া, সকল ঝাঁটা-বিক্রেতার মুণ্ডপাতের ব্যবস্থা করিব।"

আমি বলিলাম, "প্রাণনাথ, আল্লার দোহাই, তুমি ক্রোধ ত্যাগ কর। অনর্থক ঝাঁটাবিক্রেতৃগণের উপর রাগ করিও না, তাহাদের বিশেষ দোষ নাই, আমি হঠাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলাম, তাহাতেই আমার এই দশা ঘটিয়াছে।"

স্বামীর সুকঠোর শাসন

এই কথা শুনিয়া আমার স্বামী ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন ;—সক্রোধে বলিলেন, "পাপীয়সি, তোর মুখে অনেক মিথ্যাকথা শুনিয়াছি, আর অধিক মিথ্যা শুনিবার ইচ্ছা নাই।" অনন্তর তিনি ভৃত্যগণকে বলিলেন, "দুশ্চারিণীকে বিছানার উপর হইতে গৃহের মধ্যস্থলে লইয়া আয়।" তাহারা অবিলম্বে এই আদেশ পালন করিল। আমার স্বামী একজন ভৃত্যকে আদেশ করিলেন, "একখানা খড়্গ দ্বারা এই দুশ্চারিণীর মুণ্ডচ্ছেদন কর, তাহার পর ইহার মৃতদেহ টাইগ্রিস্ নদীতে নিক্ষেপ কর, মাছে ইহার দেহ ভক্ষণ করুক। যাহারা আমার প্রমোদিনী হইয়াও বিশ্বাসঘাতিনী হয়, তাহাদিগের প্রতি আমি এইরূপ দণ্ডদান করিয়া থাকি।"

স্বামীর এই কঠোর আদেশ শুনিয়া, আমি অনেক বিলাপ ও পরিতাপ করিলাম, তাঁহার দয়া প্রার্থনা করিলাম, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল না। আমাকে বধ করাই তিনি স্থিরসংকল্প করিলেন ; কঠোরস্বরে তাঁহার ভৃত্যকে আদেশপালন করিতে বলিলেন। ইতিমধ্যে আমার স্বামীর বৃদ্ধা ধাত্রী সেই কক্ষে উপস্থিত হইলেন ; তিনি আমার স্বামীকে ক্রোধ ত্যাগ করিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিলেন, অনেক হিতবচনও বলিলেন, অবশেষে অশ্রুপূর্ণলোচনে আমার জীবনভিক্ষা চাহিলেন। স্বামী তাঁহার কাতরতায় বিচলিত হইলেন ; অবশেষে বলিলেন, "আমি তোমার অনুরোধে পাপিষ্ঠাকে ক্ষমা করিতে পারি, কিন্তু তাহাকে দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল গ্রহণ করিতে হইবে।" অনন্তর স্বামীর আদেশে তাঁহার একটি ভৃত্য একগাছি সূক্ষ্ম বেত্র দ্বারা এমন নির্দ্দয়ভাবে আমার বক্ষে প্রহার করিতে লাগিল যে, আমার বক্ষের কোমল চর্ম্ম ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া গেল, আমি সম্পূর্ণরূপে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িলাম।

দাসহস্তে প্রণয়িনীর লাঞ্ছনা

আমার স্বামী কেবল যে আমার প্রতি এই প্রকার অত্যাচার করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন, তাহা নহে, তিনি ক্রোধবশে ভৃত্যগণকে আদেশ করিয়া, আমার সুসজ্জিত বাসগৃহ এবং পার্শ্ববর্ত্তী অনেকগুলি বাড়ীও ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার মত হৃদয়বান্ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট এমন নির্ম্মম অত্যাচারের কল্পনা কোন দিনই করি নাই। কিন্তু রাজদ্বারে আমি কোনপ্রকার প্রতীকারকামনা করিতে পারিলাম না, কারণ, আমার স্বামীর কোন পরিচয়ই আমি জানিতাম না। তিনি এই নগরে সম্পূর্ণরূপে আত্মগোপন করিয়া বাস করিতেন। তাহার পর তাঁহার ক্ষমতা দেখিয়া, তাঁহাকে সাধারণ ব্যক্তি বলিয়াও আমার মনে হইল না, রাজদ্বারে অভিযোগ করিয়াই বা কি ফল ভাবিয়া আমি নিরুদ্যম রহিলাম, এবং স্বামিগৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়া আমার প্রিয়ভগিনী জোবেদীর নিকট উপস্থিত হইলাম।

আমার দুঃখকাহিনী শুনিয়া জোবেদীর হৃদয়ে দয়াসঞ্চার হইল, তিনি তাঁহার গৃহে আমাকে আশ্রয় দান করিলেন। তাঁহার মুখে তাঁহার জীবনের সকল ইতিহাস শ্রবণ করিলাম, কৃষ্ণবর্ণ কুকুর দুইটির ইতিহাসও তিনি আনুপূর্ব্বিক বলিলেন। অল্পদিনের মধ্যে আমাদের কনিষ্ঠা ভগিনীও বিধবা হইয়া আমাদের নিকটে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। বহুদিনের পরে আবার আমরা তিন ভগিনীতে মিলিত হইলাম। আমরা জীবনের অবশিষ্ট কাল একত্র বাস করিতে কৃতসংকল্প হইলাম। এখন আমরা কয় ভগিনীতে মিলিয়া পরমসুখে একত্র বাস করিতেছি, গৃহের সকল ভার এখন আমার হস্তেই রহিয়াছে। আমি স্বয়ং মধ্যে মধ্যে বাজার করিতে যাই, গত কল্যও গিয়াছিলাম, একজন মুটের মাথায় জিনিসপত্র দিয়া বাড়ী লইয়া আসিলাম, মুটেটি সুরসিক ও মজ্‌লিসী লোক দেখিয়া তাহাকে আর শীঘ্র যাইতে দিই নাই। তাহার কথাবার্ত্তায় আমোদ পাওয়া যাইবে ভাবিয়া তাহাকে থাকিতে বলিয়াছিলাম। সন্ধ্যাকালে তিন জন ফকির আসিয়া আশ্রয় প্রার্থনা করায় আমরা তাঁহাদিগকেও আশ্রয় দিই। তাহার পর মোসলের তিনজন সদাগরের আবির্ভাব হইল। আমাদের দৈনিক কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে দেখিয়া তাঁহারা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন ; আমরা

আমাদের অতিথিগণকে দিয়া অঙ্গীকার করাইয়া লইয়াছিলাম যে, তাঁহারা আমাদের কোন কার্য্যের কারণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবেন না। আমরা অতিথিগণকে তাঁহাদের অভদ্র কৌতূহলের জন্য দণ্ডদান করিতে পারিতাম, কিন্তু তাঁহাদের বিচিত্র কাহিনী শুনিয়াই আমরা তাঁহাদিগকে মুক্তিদান করিয়াছি।

খালিফ হারুণ-অল-রসিদ এই সকল বিবরণ শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত সুখী হইলেন এবং আমিনা ও তাঁহার ভগিনীদ্বয়কে পুরস্কারদানের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অনন্তর মন্ত্রী জাফরকে দিয়া জোবেদীকে বলাইলেন, যে পরী সর্পমূর্ত্তিতে তোমার সাহায্যলাভ করিয়াছিল, এবং অবশেষে তোমার ভগিনীদ্বয়ের প্রতি এমন গুরুদণ্ডবিধান করিয়া গিয়াছে, সেই পরী এখন কোথায় আছে? তোমার ভগিনীদ্বয় কখনও কুকুরদেহ পরিত্যাগ করিতে পারিবে কি না?"

সুলতান-সভায় সৌন্দর্য্যময়ী পরী

জোবেদী বলিলেন, "জাঁহাপনা, আপনাকে বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, সেই পরী আমার হাতে এক বাণ্ডিল চুল দিয়া বলিয়া গিয়াছে, তাহার সহিত সাক্ষাতের আবশ্যক হইলে দুইগাছি চুল পুড়াইলেই তাহার সাক্ষাৎ পাইব। সে ককেসস্ পর্ব্বতের অপরপারে থাকিলেও আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইবে।" জোবেদীর নিকটে কেশগুলি ছিল, তিনি তাহা বাহির করিয়া খালিফকে দেখাইলে, খালিফ তাঁহাকে বলিলেন, "অবিলম্বে সেই পরীকে এইখানে উপস্থিত করিতে হইবে।"

খালিফের আদেশ অনুসারে দুইগাছি কেশ দগ্ধ করিবামাত্র খালিফের রাজসভা মহাবেগে কাঁপিয়া উঠিল। তাহার পর বহুবিধ বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিত হইয়া একটি অপূর্ব্বসুন্দরী সেই সভায় আবির্ভূত হইল, এবং জোবেদীর নিকট সে যে উপকার লাভ করিয়াছে, মুক্তকণ্ঠে সকলের নিকট তাহা প্রকাশ করিল।—এই রমণীই সেই পরী।

খালিফ তখন সেই পরীকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, "সুন্দরি, আমি তোমার নিকটে অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছি, যে দুরাত্মা আমিনাকে বিবাহ করিয়া তাহার লঘু পাপে তাহার প্রতি এমন গুরুদণ্ডের বিধান করিয়াছে, সেই নরাধম কে, তাহা আমি জানিতে চাই, আমার রাজ্যে এমন পাষণ্ড যে বিনা দণ্ডে পরিত্রাণ পাইবে, ইহা আমি ইচ্ছা করি না। আর জোবেদীর ভগিনীদ্বয়ের যথেষ্ট শাস্তি হইয়াছে, পাপ অপেক্ষা পাপের দণ্ড আমার রাজ্যে অধিক হইলে আমার সুনামে কলঙ্ক স্পর্শিবে; অতএব আমার অনুরোধ, তুমি কুকুর দুইটিকে তাহাদের যথার্থ আকার দান কর।" পরীর আজ্ঞাক্রমে কুকুর দুইটি তৎক্ষণাৎ জোবেদীর দুই ভগিনীমূর্ত্তিতে পরিণত হইল। পরীর ইচ্ছায় আমিনার বক্ষের ক্ষতচিহ্নও বিলুপ্ত হইল। আমিনার অজ্ঞাত-নামা স্বামী সম্বন্ধে পরী বলিল, "জাঁহাপনা, এই যুবক আপনার অতি নিকট আত্মীয়, ইনি আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহজাদা আমিন, আমিনার রূপের খ্যাতিতে মুগ্ধ হইয়া তিনি আমিনাকে গোপনে বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি আমিনার প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা ক্ষমার সম্পূর্ণ অযোগ্য নহে; কারণ, আমিনা মিথ্যা বলিয়া তাঁহার মনে গুরুতর সন্দেহ জন্মাইয়া দিয়াছিল।" অতঃপর পরী খালিফকে অভিবাদন করিয়া রাজসভা হইতে অন্তর্হিত হইল।

পঙ্করঙ্গিণীর রূপের মোহন-ফাঁদ

খালিফ তাঁহার পুত্র আমিনকে আহ্বান করিয়া আমিনাকে পুনর্গ্রহণ করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। সকল কথা শুনিয়া আমিন হৃষ্টচিত্তে পরিত্যক্তা পতিগতিপ্রাণা সুন্দরী পত্নীকে সাদরে পুনর্গ্রহণ করিলেন।

জোবেদীর প্রতি খালিফের মনে অনুরাগের সঞ্চার হইয়াছিল, তিনি জোবেদীকে বিবাহ করিলেন, এবং তাঁহার তিন ভগিনীকে পূর্ব্বোক্ত একচক্ষু ফকিরত্রয়ের হস্তে সমর্পণ করিলেন। ফকিররা রাজপুত্র ছিলেন, খালিফের শ্যালীপতি হইয়া, তাঁহারা পরমসুখে বোগদাদ নগরে বাস করিতে লাগিলেন এবং ক্রমে তাঁহারা রাজ্যের উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

শাহারজাদীর উৎফুল্ল যৌবনের সৌন্দর্য্যে ও তাঁহার গল্পের মাধুর্য্যে সুলতান এতই সম্মোহিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিবার কথা বিস্মৃত হইয়া, পরদিন প্রমোদ-নিশা শেষে তাঁহাকে নূতন গল্প বলিবার জন্য নিজেই অনুরোধ করিলেন। মোহন কটাক্ষের বিদ্যুৎবাণ বর্ষণ করিয়া, সস্মিতমুখে শাহারজাদী আবার নূতন কাহিনীর অবতারণা করিলেন।

* * * * *

সিন্দবাদ নাবিকের কাহিনী

বোগদাদাধিপতি হারুণ-অল-রসিদের রাজত্বকালে বোগদাদ নগরে সিন্দবাদ নামে একটি দরিদ্র শ্রমজীবী বাস করিত, মোট বহন করিয়া তাহাকে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইত। একদিন গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্নে প্রচণ্ড রৌদ্রে একটি প্রকাণ্ড মোট মাথায় লইয়া, সে নগরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে যাইতেছিল। চলিতে চলিতে সে পথের এক স্থানে আসিয়া দেখিল, পথের সেই অংশ গোলাপজলে সিক্ত, বায়ু-হিল্লোলে চতুর্দ্দিকে গোলাপগন্ধ বিকীর্ণ হইতেছে। সিন্দবাদ এই স্থানে আসিয়া তাহার মোট নামাইল এবং একটি গৃহের ছায়ায় বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল। প্রকাণ্ড গৃহ, রাজপুরীর ন্যায় প্রশস্ত। সুসজ্জিত গৃহ হইতে সুন্দর সঙ্গীতধ্বনি উত্থিত হইতেছে, পিঞ্জরে বসিয়া শ্যামা ও বুলবুল্ মনের আনন্দে শীস্ দিতেছে, গৃহদ্বারে পরিচ্ছদ-ভূষিত দৌবারিকগণ সশস্ত্রে দ্বার রক্ষা করিতেছে। গৃহবাসিগণ যেন কোন উৎসবে মাতিয়া উঠিয়াছেন। কাহার গৃহে এইরূপ আনন্দোৎসব চলিতেছে, তাহা জানিবার জন্য সিন্দবাদের মনে কৌতূহলের সঞ্চার হইল; সে দ্বারবানের নিকট গৃহস্বামীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। দ্বারবান্ গোঁফে চাড়া দিয়া সবিস্ময়ে বলিল, "কি আশ্চর্য্য, তুমি বিখ্যাত নাবিক সিন্দবাদের নাম শুন নাই? জাহাজে করিয়া তিনি সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহার ধন-দৌলতের সীমা নাই, ইহা সেই নাবিকশ্রেষ্ঠ সিন্দবাদের প্রাসাদ।" মুটে এই কথা শুনিয়া ললাটে করাঘাত পূর্ব্বক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "হা আল্লা, তোমার রাজ্যে বিচার নাই, সিন্দবাদ ও সিন্দবাদ দুজনেরই নাম একরূপ, কিন্তু দুজনের অবস্থার মধ্যে কি আকাশ-পাতাল প্রভেদ! আমি সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া, বৃষ্টি ও রৌদ্রে মোট বহিয়া, অতি কষ্টে এক মুষ্টি অন্ন সংগ্রহ করি, আর এই সিন্দবাদ পথের ধূলা-নিবারণের জন্য গোলাপজল ছড়ায়, তাহার সুখ ও সৌভাগ্যের সীমা নাই!" সিন্দবাদ এইরূপ বিলাপ করিতেছে, এমন সময় একজন ভৃত্য আসিয়া তাহাকে বলিল, "আমার প্রভু সিন্দবাদ নাবিক তোমাকে ডাকিতেছেন, আমার সঙ্গে তাঁহার নিকটে চল।"

াত্ত নাবিক শ্রমজীবী

সিন্দবাদের ন্যায় একজন সামান্য মুটেকে ধনকুবের নাবিক সিন্দবাদ ডাকিতেছেন শুনিয়া, তাহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। সে ভাবিল, তাহাকে কোনরূপ শাস্তি দিবার জন্যই সিন্দবাদ তাহাকে আহ্বান করিয়াছেন। সুতরাং মুটে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইল না, তাহার সঙ্গে মোট আছে এবং তাহা শীঘ্র যথাস্থানে পৌছাইয়া দিতে হইবে বলিয়া, ভৃত্যের সহিত যাইতে আপত্তি করিল; কিন্তু ভৃত্য পীড়াপীড়ি করায়, বিশেষতঃ মোটের রক্ষণাবেক্ষণে সম্মত হওয়ায়, অবশেষে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে সিন্দবাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিল।

সিন্দবাদ ভৃত্যের সহিত একটি সুসজ্জিত প্রশস্ত কক্ষে উপস্থিত হইয়া দেখিল, উৎকৃষ্ট আসনে অনেকগুলি লোক বসিয়া আছেন, আহার-টেবিলে বিবিধ খাদ্যদ্রব্য থরে থরে সজ্জিত, প্রধান আসনে একটি বৃদ্ধ উপবিষ্ট, তাঁহার শ্বেতবর্ণ শ্মশ্রু বক্ষ পর্য্যন্ত বিলম্বিত। সিন্দবাদ বুঝিল, এই লোকটিই সিন্দবাদ নাবিক।

সিন্দবাদ এমন গৃহে জীবনে কখনও পদার্পণ করে নাই, এরূপ একটি সুন্দর গৃহে এতগুলি লোককে একত্র উপবিষ্ট দেখিয়া সে ভয়ে কাঁপিতে লাগিল, কিন্তু সম্ভ্রান্ত সিন্দবাদ মধুরস্বরে তাহাকে নিকটে আহ্বান করিয়া তাঁহার দক্ষিণস্থ আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। শ্রমজীবী সিন্দবাদ উপবেশন করিলে, সিন্দবাদ তাহাকে টেবিলে সজ্জিত উৎকৃষ্ট খাদ্যাদি আহার করিতে বলিলেন, সুপেয় মদ্য আনিয়া দেওয়া হইল। সিন্দবাদের অলৌকিক ব্যবহারে মুটের ভয় দূর হইল, সে তখন মনের আনন্দে পানভোজনে রত হইল।

সৌভাগ্য কোন্ পথে?

আহারাদি যখন প্রায় শেষ হইয়া আসিল, তখন সিন্দবাদ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই, তোমার নাম কি, তুমি কি কর?" সিন্দবাদ বলিল, "আমার নাম সিন্দবাদ, আমি মুটেগিরি করি।" সিন্দবাদ বলিলেন, "তোমার নাম ও আমার নাম একই। তোমার সহিত আলাপ করিয়া আমি তুষ্ট হইলাম। তোমার নিকট আমি একটি কথা জানিতে চাই, আমার ঘরের ছায়ায় বসিয়া, তুমি আল্লাকে ডাকিয়া কি বলিতেছিলে? তোমার কথা আমার কাণে গিয়াছিল, তাই তোমাকে ডাকিবার জন্য লোক পাঠাইয়াছিলাম।" সিন্দবাদ কিয়ৎকাল অবনত-মস্তকে থাকিয়া কাতরভাবে বলিল, "রৌদ্রে প্রকাণ্ড মোট বহিয়া অত্যন্ত ক্লান্ত হওয়াতে আমি অবিবেচকের মত যে দুই একটি কথা বলিয়াছি, তাহার জন্য অপরাধ হইয়া থাকিলে আমাকে ক্ষমা করুন।" সিন্দবাদ বলিলেন, "তুমি মনে করিও না যে, সে জন্য আমি তোমাকে তিরস্কার করিব। তোমার অবস্থা-সম্বন্ধে আমার উত্তম অভিজ্ঞতা আছে, সুতরাং তোমার প্রতি ক্রোধের পরিবর্ত্তে আমার মনে করুণাসঞ্চার হইয়াছে; কিন্তু তুমি যে ভুল ধারণা করিয়াছ, তাহা দূর করা আমার উচিত। তুমি নিশ্চয়ই মনে করিয়াছ, আজ আমি যে ঐশ্বর্য্য ও সুখভোগ করিতেছি, তাহা আল্লা অনুগ্রহ করিয়া, আমাকে ছাপ্পড় ফাড়িয়া দান করিয়াছেন। তোমার এরূপ অনুমান ভুল। আমি অবস্থার উন্নতির জন্য যেরূপ শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করিয়াছি, তাহা কিরূপ কঠোর, সে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নাই বলিয়াই তুমি এরূপ অনুমান করিয়াছ।"

অনন্তর তিনি উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, "মহাশয়গণ, আমি যত কষ্ট সহ্য করিয়াছি, পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কৃপণগণও সেরূপ কষ্ট হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য তাঁহাদের সঞ্চিত সমস্ত অর্থ ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। আমি সাতবার বিভিন্ন সমুদ্রে যাত্রা করি, সেই সকল সমুদ্রযাত্রায় আমাকে কিরূপ ভয়ানক বিপদে পড়িতে হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ করিবার জন্য আপনাদের কৌতূহল জন্মিতে পারে; আমি একে একে তাহা বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ করুন।"

* * * * *

সিন্দবাদের প্রথম সমুদ্র-যাত্রা

সিন্দবাদ নাবিক বলিতে আরম্ভ করিলেন;—আমি ধনবানের সন্তান। যৌবনকালে কুসংসর্গে পড়িয়া আমি পৈতৃক অর্থের অধিকাংশই উড়াইয়া দিয়াছিলাম; তাহার পর ক্রমে আমি বুঝিতে পারিলাম, যে ভাবে আমি অর্থব্যয় করিতেছি, অর্থ সে ভাবে ব্যয় করিবার জন্য নহে, নানাবিধ ক্রিয়াতে আমি জীবনের যে সময় নষ্ট করিয়াছিলাম, তাহা যে অসংখ্য স্বর্ণমুদ্রা অপেক্ষাও মূল্যবান্, তাহাও আমি বুঝিতে পারিলাম। সমস্ত জীবন অপব্যয় করিয়া, বৃদ্ধবয়সে দারিদ্র্যযন্ত্রণা ভোগ অপেক্ষা অধিক দুঃখ আর কিছুই নাই, তাহা বারম্বার আমার মনে পড়িতে লাগিল। আমি পিতার মুখে কত দিন শুনিয়াছি, তিনি বলিতেন, সলোমন বলিয়াছেন, 'দারিদ্র্যযন্ত্রণা অপেক্ষা মৃত্যুই বাঞ্ছনীয়।'—এই কথা স্মরণ করিয়া আমি সম্পূর্ণ নিঃস্ব হইবার পূর্ব্বেই আমার যে কিছু

সম্পত্তি অবশিষ্ট ছিল, তাহা নীলামে বিক্রয় করিয়া, বাণিজ্যযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলাম; এবং কয়েকজন সদাগরের সহিত যোগদান করিলাম; আমরা কয়েকজন সদাগর একত্র বালসোরা হইতে প্রথম সমুদ্রযাত্রা করিলাম।

প্রথমবার আমরা পারস্য উপসাগরপথে পূর্ব্ব-ভারতাভিমুখে যাত্রা করিলাম; এই উপসাগরের পর ভারত-মহাসাগর। প্রথমে কয়েকদিন আমি সমুদ্রপীড়ায় কাতর ছিলাম, কিন্তু শীঘ্রই আমার সে পীড়ার উপশম হইল, তাহার পর আর কখনও আমি সমুদ্রপীড়ায় আক্রান্ত হই নাই। আমরা চলিতে চলিতে কয়েকটি দ্বীপে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য বন্দরে জাহাজ নঙ্গর করিলাম, কিছু পণ্যদ্রব্যও বিক্রয় করিলাম।

দ্বীপ নহে প্রকাণ্ড তিমি

একদিন আমাদের জাহাজে পা'ল তুলিয়া, সমুদ্রের তরঙ্গরাশি ভেদ করিয়া অগ্রসর হইতেছি, এমন সময় অদূরে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ দৃষ্টিগোচর হইল; এই দ্বীপ দেখিয়া জাহাজের কাপ্তেন পা'ল নামাইবার আদেশ প্রদান করিলেন, তাহার পর এই দ্বীপে যাহারা গমন করিতে ইচ্ছুক, তাহাদিগকে প্রস্তুত হইতে বলিলেন। কয়েকজন আরোহীর ন্যায় আমিও জাহাজ হইতে এই দ্বীপে অবতরণ করিলাম এবং দ্বীপের মধ্যস্থলে আসিয়া আহারাদির আয়োজন করিলাম। আমরা পানভোজনে রত আছি, এমন সময় দ্বীপটি সহসা প্রবলবেগে নড়িয়া উঠিল, বোধ হইল যেন মহা ভূমিকম্প আরম্ভ হইয়াছে।



যে সকল আরোহী জাহাজের উপর ছিলেন, তাঁহারা সেই দ্বীপটিকে এই ভাবে অন্দোলিত হইতে দেখিয়া আমাদিগকে তৎক্ষণাৎ জাহাজে উঠিতে অনুরোধ করিলেন; কারণ, আমরা দ্বীপ ভাবিয়া যাহার উপর নামিয়াছিলাম, তাহা দ্বীপ নহে, একটি যোজনব্যাপী তিমির পৃষ্ঠ! জীবনরক্ষার জন্য কেহ নিকটবর্ত্তী নৌকায় লম্ফ প্রদান করিলেন, কেহ বা তিমিকে সমুদ্রগর্ভে প্রবেশের চেষ্টা করিতে দেখিয়া জাহাজে উপস্থিত হইবার জন্য তাহার উচ্চ পৃষ্ঠ হইতে সমুদ্রগর্ভে লম্ফ প্রদান করিলেন; কিন্তু আমার কোন উপায়ই অবলম্বন করা হইল না, আমি তিমিপৃষ্ঠেই রহিয়া গেলাম। তিমি

অসীম সমুদ্রে সাঁতার

সমুদ্রগর্ভে মগ্ন হইবামাত্র আমি সম্মুখে একখানি তক্তা দেখিয়া—যাহা আমরা জাহাজ হইতে জ্বালানীর জন্য আনিয়াছিলাম—তাহারই উপর ভর দিয়া সমুদ্রবক্ষে ভাসিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে যাহারা জাহাজে গিয়া উঠিল, সুবাতাস পাইয়া তাহাদিগকে লইয়া কাপ্তেন জাহাজ ছাড়িয়া দিলেন। আমি ক্ষুদ্র তক্তার উপর নির্ভর করিয়া সমুদ্রতরঙ্গে ভাসিতে লাগিলাম। এক দিন এক রাত্রি সেই ভাবে সমুদ্রবক্ষে কাটিল, পরদিন প্রভাতে দেহে বলও

রহিল না, হৃদয়ে আশাও রহিল না। কিন্তু আল্লার ইচ্ছা কি, তাহা কেহ বলিতে পারে না; আমি তরঙ্গবেগে একটি দ্বীপের প্রান্তে আসিয়া পড়িলাম, নিকটেই একটি বৃক্ষ ছিল, তাহা ধরিয়া বহু কষ্টে দ্বীপের উপর উঠিলাম। অর্দ্ধমৃত অবস্থায় অনাবৃত দ্বীপের উপর আমি পড়িয়া রহিলাম, তাহার অল্পক্ষণ পরেই ধীরে ধীরে সূর্য্যোদয় হইল।

অজ্ঞাত দ্বীপে আশ্রয়-লাভ

অনেকক্ষণ বিশ্রামের পর শরীর কিছু সুস্থ হইল বটে, কিন্তু ক্ষুধার যন্ত্রণা অসহ্য। কোথাও যদি কোন প্রকার ফলমূল পাওয়া যায়, অতি কষ্টে তাহারই সন্ধান করিতে লাগিলাম। অনেক অনুসন্ধানে নির্ম্মল জলপূর্ণ একটি ক্ষুদ্র প্রবাহিনী দেখিতে পাইলাম, অন্য খাদ্যদ্রব্যের অভাবে সেই জল খাইয়াই কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলাম, তাহার পর দ্বীপভ্রমণে যাত্রা করিলাম। দ্বীপটি সুপ্রশস্ত ও সুন্দর;—কিছু দূরে দেখিলাম, একটি ঘোড়া চরিতেছে, আমি তাহার সন্নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র মাটীর নীচে হইতে কে একজন লোক আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। আমি তাহাকে আমার কাহিনী বলিলে, সেই লোকটি আমার হাত ধরিয়া একটি গুহার মধ্যে লইয়া গেল,—দেখিলাম, সেই গুহার মধ্যে আরও কয়েকজন লোক বসিয়া আছে, তাহারা আমাকে দেখিয়া অধিক বিস্মিত হইল কি আমি তাহাদিগকে দেখিয়া অধিক বিস্মিত হইলাম, তাহা স্থির করা কঠিন।

আমাকে তাহারা খাদ্যদ্রব্যাদি দান করিল, তাহা আহার করিয়া মহাপ্রাণীকে পরিতৃপ্ত করিয়া, আমি সেই লোকগুলিকে সেই স্থানে অবস্থানের কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তাহারা বলিল, তাহারা এই দ্বীপের রাজা মিরেজীর সহিস, এখানে তাহারা প্রতি বৎসর তাহাদের রাজার আস্তাবল হইতে ঘোটকী লইয়া আইসে, সিন্ধুঘোটক দ্বারা ঐ সকল ঘোটকীর সন্তান উৎপাদনই তাহাদের আগমনের উদ্দেশ্য। ঐ সকল ঘোটকীর যে শাবক হয়, তাহারা কেবল রাজারই ব্যবহারে লাগে। সহিসরা আরও বলিল, পরদিন তাহারা এই দ্বীপ ত্যাগ করিবে; সুতরাং আর একদিন বিলম্বে আসিলেই এখানে একাকী থাকিয়া আমাকে প্রাণ হারাইতে হইত।

সহিসরা আমার সহিত গল্প করিতেছে, এমন সময় একটি প্রকাণ্ড সিন্ধুঘোটক সমুদ্র হইতে উঠিয়া একটি ঘোটকীর সহিত মিথুনক্রিয়া আরম্ভ করিল। তারপর তাহাকে সমুদ্রমধ্যে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিল, তাহা দেখিয়া সহিসরা উচ্চৈঃস্বরে ঘোর চীৎকার করায় সিন্ধুঘোটকটি পলায়ন করিল। সহিসরা বলিল, "এরূপ ভাবে চীৎকার না করিলে সিন্ধুঘোটকের হস্ত হইতে ঘোটকীদিগের প্রাণরক্ষা করা নিতান্ত কঠিন হইয়া দাঁড়ায়।"

রাজসকাশে

পরদিন সহিসরা রাজধানীতে ফিরিয়া গেল, আমিও তাহাদের সঙ্গে চলিলাম। রাজা মিরেজীর নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং আমার মুখে সমস্ত কথা শুনিয়া, আমার দুঃখ ও বিপদে যথেষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন; যাহাতে আমার কোন অসুবিধা না ঘটে বা কোন বিষয়ে অভাব উপস্থিত না হয়, কর্ম্মচারিগণকে তিনি সে আদেশও দান করিলেন। রাজার সহৃদয়তায় আমার দুঃখ ও কষ্ট দূরীভূত হইল।

আমি নূতন রাজ্যে আসিয়া, বিভিন্ন সম্প্রদায়-ভুক্ত লোকের সহিত মিশিতে লাগিলাম, এবং সেই দেশের আচারব্যবহার রীতি-নীতি প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে লাগিলাম। একদিন আমি বন্দরের কাছে দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময় দেখিলাম, একখানি বিদেশী জাহাজ আসিয়া সেই বন্দরে নঙ্গর করিল; জাহাজ হইতে জিনিসপত্র নামিতে লাগিল। দুই একটি বস্তার উপর আমি দৃষ্টিপাত করিতেই দেখিলাম, বস্তাসমূহের উপর আমার নাম লেখা রহিয়াছে; অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া সেই বস্তাগুলি

মনোযোগের সহিত পরীক্ষা করিতে লাগিলাম, অবশেষে আমার মনে পড়িল, আমি বালসোরা হইতে যে সকল জিনিস জাহাজে বোঝাই দিয়াছিলাম, ইহা তাহাই ; সেই জাহাজের কাপ্তেনকেও আমি চিনিতে পারিলাম ; কিন্তু আমি বুঝিলাম, আমি প্রাণত্যাগ করিয়াছি ভাবিয়া সে নিশ্চিন্ত আছে, সুতরাং আমি কাপ্তেনের নিকটে উপস্থিত হইয়া, তাহাকে এই সকল দ্রব্যের অধিকারীর কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলিল, "এ সকল মাল বোগদাদ নগরের সিন্দবাদ নামক একজন নাবিকের সম্পত্তি।" অনন্তর সে আমার সম্বন্ধে যাহা যাহা জানিত, তাহা সকলই বলিল, অবশেষে জানাইল, এ সকল মাল বিক্রয় করিয়া যাহা কিছু অর্থলাভ হইবে, তাহা সে সিন্দবাদের কোন আত্মীয় থাকিলে তাহাকে প্রদান করিবে। আমি কাপ্তেনকে বলিলাম, "তুমি যাহাকে মৃত বলিয়া মনে করিতেছ, আমিই সেই সিন্দবাদ নাবিক। আমি মরি নাই, এ সকল মাল আমার।" আমার কথা শুনিয়া জাহাজের কাপ্তেন চীৎকার করিয়া সবিস্ময়ে বলিল, "হা আল্লা, এ পৃথিবী কি কেবল প্রবঞ্চকেই পরিপূর্ণ ?" এই বলিয়া, আমার দিকে চাহিয়া পুনরায় কহিল, "আমি স্বয়ং সিন্দবাদকে মরিতে দেখিয়াছি, আমার জাহাজের আরোহিগণও তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছে, আর তুমি আজ নির্লজ্জের মত বলিতেছ, তুমি স্বয়ং সিন্দবাদ ! তোমার সাহস ত কম নয় ? প্রথমে তোমাকে দেখিয়া ভাল লোক বোধ হইয়াছিল, কিন্তু এখন দেখিতেছি, তুমি একজন ঘোর প্রবঞ্চক।" আমি কাপ্তেনকে বলিলাম, "স্থির হও বাপু, আমার সকল কথা শুনিয়া পরে বক্তৃতা করিও।" কাপ্তেন বলিল, "কতকগুলো মিথ্যাকথা বলিবে ত ? আচ্ছা, বল, শুনি।" আমি ধীরে ধীরে সকল ঘটনার উল্লেখ করিলাম, কিরূপে আমি প্রাণরক্ষা করিলাম, তাহাও তাহাকে জ্ঞাত করিলাম।

মৃতের পুনরাগমন সম্ভব কি ?

কাপ্তেন হাঁ করিয়া আমার কথা শুনিতে লাগিল। আমার কাহিনী শেষ হইলে সে বুঝিল, সত্যই আমি প্রবঞ্চক নহি ; জাহাজে যে সকল লোকের সহিত পূর্ব্বে আমার বিশেষ পরিচয় হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ আমাকে চিনিতে পারিয়া, আগ্রহভরে আমার সহিত আলাপ করিল। অবশেষে কাপ্তেন তাহার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া, আমার দ্রব্য আমার হস্তে সমর্পণ করিল, আমি তাহাকে ঐ সকল দ্রব্যের অংশদান করিতে চাহিলেও সে তাহা গ্রহণ করিল না।

ভাগ্যলক্ষ্মীর প্রসাদ লাভ

জাহাজে আমার যে সকল পণ্যদ্রব্য ছিল, তাহার মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট দ্রব্যগুলি রাজা মিরেজীকে উপহার প্রদান করিলাম। আমি কিরূপে আমার সম্পত্তি পুনর্লাভ করিলাম, তাহার বিবরণ শুনিয়া রাজা মহাশয় বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন, তাহার পর আমি তাঁহাকে যে মূল্যের সামগ্রী উপহার দিয়াছিলাম, তাহা অপেক্ষা বহুমূল্যবান্ সামগ্রী আমাকে প্রদান করিলেন। অনন্তর সেই দ্বীপ হইতে আমরা নানা প্রকার মসলা ও গন্ধদ্রব্য লইয়া স্বদেশযাত্রা করিলাম, এবং বিভিন্ন বন্দরে জাহাজ নঙ্গর করিয়া অবশেষে বালসোরায় উপস্থিত হইলাম ; সেবার বাণিজ্যে আমার লক্ষ টাকা লাভ হইল। এই অর্থে আমি বাসগৃহ, ভূমিসম্পত্তি ও দাস-দাসী ক্রয় করিলাম। প্রচুর অর্থলাভে আমার সুখের সীমা রহিল না।

গল্প শেষ করিতে রাত্রি হইল, সকলেই বিশ্রামের জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন দেখিয়া, সিন্দবাদ সে দিনের মত তাঁহাদিগকে বিদায়দান করিলেন। শ্রমিক সিন্দবাদকে তিনি একশত টাকা-পূর্ণ একটি থলি দান করিয়া বলিলেন, "ইহা লইয়া তুমি গৃহে যাও, কাল আসিয়া আমার অন্য অন্য সমুদ্রযাত্রার বিবরণ শ্রবণ করিও।" সিন্দবাদ, নাবিক সিন্দবাদকে তাঁহার এই অপ্রার্থিত দানের জন্য প্রচুর ধন্যবাদ প্রদান করিল, আল্লাকেও পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ দিতে বিস্মৃত হইল না।

সিন্দবাদের দ্বিতীয় সমুদ্র-যাত্রা

পরদিন সকলে সন্ধ্যায় সিন্দবাদের গৃহে উপস্থিত হইলে, পান-ভোজনাদি সমাদরের পর সিন্দবাদ তাঁহার দ্বিতীয়বার সমুদ্রযাত্রার বিবরণ বলিতে আরম্ভ করিলেন।

তিনি বলিলেন,—প্রথমবার সমুদ্র হইতে প্রত্যাগমন করিয়া, আমি স্থির করিলাম, যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছি, জীবনের অবশিষ্ট কাল আরামের সহিত ইহা ভোগ করিব, এই সুখের বোগ্দাদ ছাড়িয়া আর কোথাও যাইব না। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই অলস জীবন অসহ্য হইয়া উঠিল, আবার সমুদ্রপারবর্ত্তী দেশসকল দেখিবার জন্য আমি অধীর হইয়া উঠিলাম। কিছু কিছু পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া, আল্লার নাম স্মরণ করিয়া দ্বিতীয়বার সমুদ্রযাত্রা করা গেল। দ্বীপ হইতে দ্বীপান্তরে জাহাজ বাঁধিয়া অবশেষে আমরা একটি দ্বীপে উপস্থিত হইলাম,—দেখিলাম, সেখানে মানুষের বাস নাই, স্থানটি অসংখ্য ফলের গাছে পরিপূর্ণ; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীতে সমাচ্ছন্ন। আমার সহচরগণ ফুল পাড়িয়া, ফল খাইয়া মহানন্দে বিচরণ করিতে লাগিল, আমি একটি ক্ষুদ্র নির্ঝরিণীর তীরে বসিয়া কিঞ্চিৎ খাদ্যদ্রব্য আহার ও মদ্যপান করিতে লাগিলাম। পরিতৃপ্তির সহিত আহার করিয়া উদরটি পূর্ণ হইলে, আমি একটি বৃক্ষচ্ছায়ায় শয়ন করিলাম। ক্রমে আমার নয়নে অজ্ঞাতসারে নিদ্রার আবির্ভাব হইল। আল্লা জানেন, কতক্ষণ আমি ঘুমাইয়াছিলাম, নিদ্রাভঙ্গে জাহাজে উঠিতে গিয়া দেখি, জাহাজ অদৃশ্য! আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া আমার সহচরগণের অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না।

একাকী সেই নির্জ্জন অরণ্যপ্রদেশে বসিয়া আমি ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিলাম। সহস্র চিন্তায় আমার হৃদয় আচ্ছন্ন হইল, সুখে থাকিতে কেন এমন বিপদে ঝাঁপ দিলাম, ভাবিয়া মনে বড় অনুতাপের সঞ্চার হইল; কিন্তু অনুতাপ নিষ্ফল, তখন আর প্রতীকারের কোন পথ ছিল না। আল্লার যাহা ইচ্ছা, তাহাই পূর্ণ হইবে ভাবিয়া একটি উচ্চবৃক্ষে আরোহণ করিলাম, কিন্তু পরিত্রাণের কোনই উপায় দেখিলাম না। সমুদ্রের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, সে দিকে কেবল আকাশ আর বন। অবশেষে দ্বীপের মধ্যভাগে শ্বেতবর্ণ কি একটা জিনিষ দেখিতে পাইলাম। আমি বৃক্ষ হইতে নামিলাম এবং অবশিষ্ট খাদ্যদ্রব্য সঙ্গে লইয়া, সেই শ্বেতবর্ণ পদার্থটির অভিমুখে ধাবিত হইলাম। উহার নিকটে আসিয়া দেখিলাম, শ্বেতবর্ণ একটি প্রকাণ্ড ভাঁটা; স্পর্শ করিয়া দেখিলাম, ভাঁটাটি বিলক্ষণ নরম ইহার কোন দিকে ছিদ্র আছে কি না, চারিদিক্ ঘুরিয়া তাহা পরীক্ষা করিলাম, কিন্তু কোন ছিদ্র দেখিতে পাইলাম না, সেই ভাঁটার উপরে উঠিবারও কোন উপায় দেখিলাম না, ইহার পরিধি ৩০ হাতের অধিক।

বিরাট রুকপক্ষীর এরোপ্লেন

দিবা অবসান হইল; সহসা চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার হইয়া উঠিল, বোধ হইল, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মেঘে গগনতল আবৃত হইয়াছে। এই ব্যাপার দেখিয়া আমি বড়ই বিস্মিত হইলাম, কিন্তু পরে যাহা দেখিলাম, তাহাতে আর আমার বিস্ময়ের সীমা পরিসীমা রহিল না;—দেখিলাম, একটি বিশালকায় রুক্পক্ষী গগনব্যাপী পক্ষদ্বয় বিস্তার করিয়া আমার দিকে অগ্রসর হইতেছে। এইরূপ বিরাটকায় রুকপক্ষীর কাহিনী আমি নাবিকগণের মুখে পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম। আমি তখন বুঝিলাম, সেই শ্বেতবর্ণ ভাঁটাটি ঐ রুকপক্ষীর ডিম। পক্ষীটি তাহার ডিমের কাছে আসিয়া বসিল। আমি পূর্ব্বেই ডিমের আড়ালে আসিয়া বসিয়াছিলাম, আমি আমার পাগ্ড়ী খুলিয়া রুকের একটি নখের সহিত আমার শরীর দৃঢ়ভাবে বাঁধিলাম; কারণ, আমি মনে করিলাম, পরদিন প্রভাতে পক্ষী যখন এই স্থান পরিত্যাগ করিবে, আমিও সেই সঙ্গে এই নির্জ্জন মরুপ্রদেশ তাহার সহায়তায় ত্যাগ করিতে পারিব;—ইহা ভিন্ন আমার পরিত্রাণের অন্য উপায় ছিল না।

পরদিন প্রভাতে রুকপক্ষী আমাকে লইয়া আকাশে উড়িল। এত উর্দ্ধে উঠিল যে, পৃথিবী দৃষ্টিপথে পড়িল না, তাহার পর সে মহাবেগে নামিতে লাগিল, সেই প্রচণ্ড বেগ আমি সহ্য করিতে পারিলাম না, আমার জ্ঞানলোপের উপক্রম হইল। যাহা হউক, রুক্ একটি পর্ব্বতের উপত্যকায় অবতরণ করিবামাত্র আমি আমার দেহের বন্ধন মুক্ত করিলাম, পক্ষীও তৎক্ষণাৎ আবার উড়িয়া একটি অতি ভীষণদর্শন সর্পের উপর ছোঁ মারিয়া সর্পটিকে ঠোঁটে লইয়া উড়িয়া চলিল। এত বড় সর্প আমি জীবনে আর কখনও কুত্রাপি দেখি নাই।

-উপনিবেশে হীরকস্তূপ

পর্ব্বতের উপত্যকায় পড়িয়া আমি হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলাম ; কারণ, দেখিলাম, উন্নত শৃঙ্গগুলি আকাশ স্পর্শ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে, সেই সকল শৃঙ্গে আরোহণ মনুষ্যের পক্ষে অসম্ভব বোধ হইল। আমি বুঝিলাম, পূর্ব্ববর্ত্তী নির্জ্জন দ্বীপ অপেক্ষা এখানে আমার অবস্থা কিছুমাত্র অধিক আশাপ্রদ নহে।

আমি সেই গিরি-উপত্যকায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া পথের সন্ধান করিতে লাগিলাম। শত শত খণ্ড সুবৃহৎ অত্যুজ্জ্বল হীরক আমার পায়ে ফুটিতে লাগিল। এক স্থানে এত হীরক ? আমি বিস্ময়াভিভূত হইলাম, কিন্তু হীরকখণ্ডগুলি সাবধানে পরীক্ষা করিয়া আমার বিস্ময় ভয়ে পরিণত হইল,—দেখিলাম, এই সকল হীরক অতি প্রকাণ্ডকায় সর্পের শিরোভূষণ। এই সকল সর্প এরূপ সুবৃহৎ যে, তাহারা এক একটি প্রকাণ্ডদেহ হস্তী অনায়াসে গ্রাস করিতে পারে। সর্পগুলি ঈগল ও রুকের ভয়ে দিবাভাগে এই গিরি-উপত্যকায় লুকাইয়া থাকে, রাত্রিকালে আহার অন্বেষণে বাহির হয়। সমস্ত দিন সেই উপত্যকায় বিচরণ করিয়া সায়ংকালে আমি একটি গিরিগুহায় আশ্রয় লইলাম। সেই গুহায় প্রবেশ করিয়া আমি আমার সঙ্গে আনীত খাদ্যদ্রব্য হইতে কিয়দংশ আহার করিলাম। যদিও আমি সর্পের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য গুহামুখ বন্ধ করিয়াছিলাম, তথাপি সমস্ত রাত্রি সর্পের গর্জ্জনে আমার নিদ্রা হইল না।

পরদিন প্রভাতে গুহা হইতে বাহির হইয়া দেখিলাম, সর্পগুলি স্থানান্তরে চলিয়া গিয়াছে, তখন আমি নির্ভয়ে নিদ্রিত হইলাম। আমার তন্দ্রার আবির্ভাব হইয়াছে, এমন সময় আমার বোধ হইল, আমার নিকটে কেহ কোন দ্রব্য নিক্ষেপ করিল। আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া দেখিলাম, বৃহৎ একখণ্ড মাংস আসিয়া পড়িয়াছে, দেখিতে দেখিতে ঐরূপ বহু খণ্ড মাংস পর্ব্বতগাত্র হইতে গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

আমি পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম, সদাগররা এক অদ্ভুত উপায়ে পার্ব্বত্যপ্রদেশে হীরক সংগ্রহ করে। উপায়টি এইরূপ :—তাহারা খণ্ড খণ্ড মাংস কাটিয়া হীরক-সমাচ্ছন্ন উপত্যকায় ছুড়িয়া ফেলে, হীরকগুলি সেই মাংসে বাঁধিয়া যায়, ঈগলপক্ষী হীরকসমেত ঐ মাংসখণ্ড চঞ্চুপুটে তুলিয়া, পাহাড়ের উচ্চস্থানে তাহাদের শাবকগণকে আহার দিতে যায়। ঈগল তাহার কুলায়ে উপস্থিত হইলে সদাগররা দলবদ্ধ হইয়া ঈগলের বাসার নিকটে উপস্থিত হয়, তাহার পর ঈগলকে তাড়াইয়া সেই মাংসবদ্ধ হীরকখণ্ডগুলি হস্তগত করে। পূর্ব্বে এই বৃত্তান্ত আমার নিকট অবিশ্বাস্য গল্প বলিয়াই মনে হইত, কিন্তু এখন এই সকল মাংসখণ্ড দেখিয়া ইহা সত্য বলিয়া বুঝিতে পারিলাম। আমার পদতলে সহস্র সহস্র হীরকখণ্ড, কিন্তু তাহার প্রতি আমার তখন বিন্দুমাত্রও লোভ হয় নাই ; কারণ, আমি যেখানে আসিয়াছি, সেখান হইতে পরিত্রাণলাভের কোনই সম্ভাবনা দেখিলাম না। যাহা হউক, আমি যতগুলি পারিলাম, হীরক সংগ্রহ করিয়া সাবধানে আমার খাদ্যদ্রব্যের থলির ভিতর পূরিলাম, তাহার পর বৃহৎ একখণ্ড মাংস লইয়া তাহা পাগড়ীতে বাঁধিলাম এবং তাহা মাথায় লইয়া নিস্তব্ধভাবে বসিয়া থাকিলাম।

ক-সংগ্রহের উপায়

বসিয়া আছি, এমন সময় মাংসের লোভে ঈগলরা সবেগে সেই উপত্যকার উপর পড়িয়া মাংস সংগ্রহ করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে একটি প্রকাণ্ড ঈগল আমার মাথার উপর রক্ষিত মাংসখণ্ডে ছোঁ মারিল, মাংস আমার পাগড়ীতে এবং পাগড়ী আমার দেহে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ ছিল, সুতরাং আমিও সেই মাংসের

সহিত ঈগল কর্ত্তৃক পর্ব্বতশৃঙ্গে নীত হইলাম। ঈগল আমাকে লইয়া বাসায় গিয়া বসিবামাত্র সদাগররা মহা গোরগোল করিয়া তাহাকে তাড়াইতে গেল। ঈগল ভয় পাইয়া মাংসখণ্ড ছাড়িয়া পলায়ন করিল। একজন সদাগর ঈগলের বাসার নিকটে গিয়া আমাকে দেখিল, তাহার ভয়ের সীমা রহিল না; কিন্তু শীঘ্রই লোকটার ভয় দূর হইল। তাহার শিকার কাড়িয়া লইতে আসিয়াছি ভাবিয়া লোকটা আমার সহিত বিবাদ আরম্ভ করিল। তাহাকে আমি আমার অদ্ভুত ইতিহাস বলিয়া ও আমি যে সকল অত্যুৎকৃষ্ট হীরক সংগ্রহ করিয়াছিলাম, তাহা তাহাকে দেখাইয়া একটু শান্ত করিলাম; এমন সময় অন্যান্য সদাগরগণ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহাদের কাছেও আবার সকল কথা বলিলাম, তাহারা আমার সাহস দর্শনে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া রহিল। ভাগ্যের জয়

আমি সেই সকল সদাগরের সহিত তাহাদের বাসস্থানে গমন করিলাম। সংগৃহীত হীরকগুলি দেখিয়া তাহাদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। এরূপ বৃহৎ ও উৎকৃষ্ট হীরক তাহারা জীবনে কখনও দেখে নাই।

সদাগরগণ সেই স্থানে কয়েক দিন বাস করিয়া যথেষ্ট পরিমাণে হীরক সংগ্রহ করিয়া, সে স্থান ত্যাগ করিল; আমিও তাহাদের সহিত চলিলাম; ভীষণ সর্পসঙ্কুলস্থানে আমাদের প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুর আশঙ্কা ছিল; যাহা হউক, অবশেষে আমরা নিরাপদ স্থানে উপস্থিত হইয়া তথা হইতে রোহা দ্বীপে যাত্রা করিলাম। এই দ্বীপের সম্বন্ধে আপনাদিগকে অনেক কৌতুকাবহ বিবরণ বলিতে পারিতাম, কিন্তু আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি হইবে, এ আশঙ্কায় বিরত হইলাম। এখানে আমি কয়েকখানি হীরকের পরিবর্ত্তে বিবিধ মূল্যবান্ পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিলাম, অবশেষে জাহাজে চড়িয়া বহু বন্দর ঘুরিয়া বালসোরায় উপস্থিত হইলাম, সেখান হইতে নিরাপদে বোগদাদে প্রত্যাগমন করিয়াছি। ইহাই আমার দ্বিতীয়বার সমুদ্রযাত্রার কাহিনী। শ্রোতৃগণ অধিক রাত্রি হওয়ায় স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিলেন। নাবিক সিন্দবাদ শ্রমিক সিন্দবাদকে সে দিনও একশত মুদ্রা উপহার দিলেন।

পরদিন যথাসময়ে বন্ধুগণ সমাগত হইলে সিন্দবাদ নাবিক পানাহারে তাঁহাদের পরিতৃপ্ত করিয়া তাঁহার তৃতীয়বারের সমুদ্রযাত্রার কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন।

সিন্দবাদের তৃতীয় সমুদ্র-যাত্রা

তিনি বলিলেন, সুখে ও শান্তিতে কিছুকাল গৃহবাস করিয়া, আমার মনে আবার সমুদ্রযাত্রার ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠিল, পূর্ব্ব-পূর্ব্ববার যে সমস্ত ভয়ানক বিপদে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলাম, সে সমস্ত কথা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইলাম এবং বহুমূল্য পণ্যদ্রব্য লইয়া বোগদাদ নগর পরিত্যাগ করিয়া বালসোরায় জাহাজে চড়িলাম। এবার বড় বড় বন্দরে জাহাজ লাগাইয়া অনেক দ্রব্য বিক্রয় ও নূতন নূতন পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিলাম, তাহাতে বাণিজ্যের অনেক সুবিধা হইল; অন্যান্যবারের ন্যায় এবারও অনেক সদাগর আমার সহিত বাণিজ্যে যোগদান করিয়াছিল।

অকূল সমুদ্রে আসিয়া একদিন আমরা প্রচণ্ড ঝটিকার হস্তে পড়িলাম। ঝড় কয়েক দিন ধরিয়া চলিল। কয়েক দিন পরে আমরা একটি দ্বীপের কাছে আসিয়া জাহাজ নঙ্গর করিলাম; কিন্তু কাপ্তেন সেই স্থানে জাহাজ রাখিতে বিশেষ আপত্তি করিতে লাগিল। সে বলিল, "এই স্থানের অধিবাসিগণ অত্যন্ত অসভ্য; যদিও তাহারা ক্ষুদ্রদেহ, তথাপি সংখ্যায় এত অধিক যে, তাহাদের গতিরোধ করা অসম্ভব। যদি আমরা দৈবাৎ কোন একটিকে হত্যা করি, তাহা হইলে তাহারা পঙ্গপালের ন্যায় আমাদের জাহাজ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে।" এই বিবরণ শুনিয়া জাহাজের সকল লোকই ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া পড়িল। কাপ্তেনের কথা কত দূর সত্য, আমরা মনে মনে সেই সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছি, এমন সময় দেখিলাম, অতি কুৎসিত আকারের অগণ্য

রাক্ষসদলের জাহাজ অধিকার

অসভ্য মনুষ্য আমাদের জাহাজের দিকে আসিতেছে। এক একটি মানুষ দেড় হাত লম্বা, তাহাদের চুল রক্তবর্ণ। দলে দলে তাহারা আমাদের জাহাজে উঠিল এবং জাহাজের চতুর্দ্দিক্ ঘিরিয়া ও সমুদ্রতীর ঢাকিয়া ফেলিল। তাহারা আমাদের নিকটবর্ত্তী হইয়া অনেক কথা বলিল বটে, কিন্তু তাহাদের দুর্ব্বোধ্য কথা কিছুই আমরা বুঝিতে পারিলাম না। অতি সহজেই তাহারা আমাদের জাহাজ পঙ্গপালের ন্যায় ছাইয়া ফেলিল। আমরা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিলাম। তাহারা জাহাজের নঙ্গর ও দড়ি দড়া কাটিয়া, জাহাজ তীরের নিকট টানিয়া লইয়া গেল এবং আমাদিগকে জাহাজ হইতে নামিতে বাধ্য করিল।

দ্বীপে উঠিয়া আমরা বহু প্রকার ফলমূল দেখিতে পাইলাম, তাহাই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ভক্ষণ করিয়া ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করা গেল। কিছু দূর অগ্রসর হইয়া আমরা একটি বৃহৎ অট্টালিকা দেখিতে পাইলাম; তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, এই অট্টালিকার দ্বার আবলুস-কাষ্ঠনির্ম্মিত। দ্বারে ধাক্কা দিতেই তাহা খুলিয়া গেল; একটি প্রশস্ত অঙ্গনে উপস্থিত হইয়া আমরা দেখিলাম, এক স্থানে স্তূপাকার মনুষ্যের হাড় পড়িয়া রহিয়াছে, আর এক স্থানে নরমাংসের কাবাব করিবার জন্য সারি সারি শিক বিরাজিত। এই দৃশ্য দেখিয়া আমরা ভয়ে কাঁপিতে লাগিলাম, যথেষ্ট পরিশ্রান্তও হইয়াছিলাম, পথক্লান্তিতে ও ভয়ে আমরা সেই স্থানে বসিয়া পড়িলাম; আমাদের উত্থানশক্তি রহিত হইল।



ানুষের শিক-াবাব

ক্রমে বেলা শেষ হইয়া আসিল। সূর্য্যাস্তকালেও আমরা সেই স্থানে বসিয়া রহিলাম। মহাশব্দে সহসা সেই গৃহের দ্বার খুলিয়া গেল এবং গৃহমধ্যে একটি কৃষ্ণবর্ণ মনুষ্যমূর্ত্তি প্রবেশ করিল। তাহার দেহটি তালগাছের ন্যায় দীর্ঘ, আকার অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, কপালে প্রজ্বলিত কয়লার ন্যায় দীপ্যমান একটি চক্ষু, তাহার সম্মুখের দাঁত অত্যন্ত দীর্ঘ ও সুতীক্ষ্ণ,—এত দীর্ঘ যে, তাহা বুকের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। কর্ণ হস্তিকর্ণের ন্যায়, তাহাতে কণ্ঠদেশ আবৃত, নখগুলি বাঁকা ও অত্যন্ত ধারাল। এই কদাকার ভীষণ রাক্ষসকে দেখিয়া আমরা ভয়ে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম এবং বহুক্ষণ মৃতের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া রহিলাম।

মূর্চ্ছাভঙ্গে দেখিলাম, সেই রাক্ষসটা আমাদের নিকটে বসিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমাদিগকে নিরীক্ষণ করিতেছে। অনেকক্ষণ ভাল করিয়া

দেখিয়া, সে তাহার দীর্ঘ হস্ত প্রসারিত করিয়া, আমার ঘাড় চাপিয়া ধরিল, কিন্তু আমার দেহে কেবল হাড় ও চামড়া ভিন্ন অন্য পদার্থ নাই ভাবিয়া আমাকে পরিত্যাগ করিল এবং আমার সঙ্গিগণকে একে একে এইভাবে পরীক্ষা করিতে লাগিল। আমাদের জাহাজের কাপ্তেন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হৃষ্টপুষ্ট ছিল, রাক্ষসটা তাহাকে ধরিয়া শিকে বিদ্ধ করিল এবং অগ্নি জ্বালিয়া তাহাকে ঝলসাইয়া ভক্ষণ করিল। আহারের পর সে নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতে লাগিল, মেঘগর্জ্জন অপেক্ষাও ঘোরতর নাসিকাগর্জ্জন হইতে লাগিল। রাক্ষস পরদিন প্রভাত পর্য্যন্ত ঘুমাইল, আমরা যৎপরোনাস্তি ভয় ও দুশ্চিন্তায় রাত্রিযাপন করিলাম। পরদিন প্রভাতে সে উঠিয়া সেই অট্টালিকা পরিত্যাগ করিল। রাক্ষসের মনুষ্য ভক্ষণ

রাত্রিতে রাক্ষসের ভয়ে আমরা নিঃশব্দে ছিলাম, এখন চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। আমরা সংখ্যায় নিতান্ত অল্প লোক ছিলাম না, কিন্তু তথাপি সেই রাক্ষসের হস্ত হইতে পরিত্রাণের কোন উপায় দেখিলাম না, তাহাকে বধ করিবার যে কোন সম্ভাবনা আছে, সে কথা আমাদের মনেই আসিল না।

রাক্ষসটা প্রস্থান করিলে, আমরা অন্য কোন স্থানে আশ্রয় লইবার ইচ্ছায় সেখান হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম, কিন্তু সে দ্বীপে আর কোথাও মাথা রাখিবার স্থানও দেখিলাম না; অগত্যা ফলমূল ভক্ষণে ক্ষুধা-নিবারণের পর আমরা সেই গৃহেই ফিরিয়া আসিলাম। সে দিনও অপরাহ্ণকালে রাক্ষস সেই প্রাসাদে ফিরিয়া আসিয়া, আমাদের আর একটি সঙ্গীকে পূর্ব্ববৎ কাবাব করিয়া খাইল, তাহার পর শয়ন করিয়া নাসিকাগর্জ্জন আরম্ভ করিল। আমার সঙ্গিগণ এতই ভীত হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদের কেহ কেহ এরূপ ভাবে নিহত হওয়া অপেক্ষা সমুদ্রে ডুবিয়া মরা অল্প ক্লেশকর মনে করিতেছিল। একজন বলিল, "এরূপ ভাবে প্রতিদিন দগ্ধ হইয়া মরা অপেক্ষা এই রাক্ষসটাকে মারিবার চেষ্টায় মরাও অনেক ভাল।" অবশেষে আমরা সকলে পরামর্শ করিয়া সমুদ্রতীরে কয়েকখানি ভেলা নির্ম্মাণ করিয়া তাহা জলে ভাসাইয়া রাখিলাম, প্রত্যেক ভেলায় একসঙ্গে তিন জন করিয়া লোক উঠিবার উপযোগী হইল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমরা সেই প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলাম। রাক্ষস আমাদের মধ্য হইতে আর একজনকে খাইয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করিল, তাহার পর পূর্ব্ব-পূর্ব্ব দিনের ন্যায় শয়ন করিল। তাহার নাসিকাগর্জ্জন আরম্ভ হইলে বুঝিলাম, সে নিদ্রিত হইয়াছে, তখন আমরা দশজন লোক প্রত্যেকে এক একটি শিক লইয়া তাহার অগ্রভাগ অগ্নিতে লাল করিয়া পুড়াইলাম এবং সেগুলির দ্বারা সেই রাক্ষসের ললাটস্থ একটি মাত্র চক্ষু বিদ্ধ করিয়া তাহাকে অন্ধ করিয়া ফেলিলাম।

চক্ষুর যন্ত্রণায় রাক্ষসটা বিকট গর্জ্জন করিতে লাগিল, তাহার আর্ত্তনাদে চতুর্দ্দিক্ কম্পিত হইয়া উঠিল, তাহার পর সে শয্যা ত্যাগ করিয়া আমাদিগকে ধরিবার জন্য দুই বাহু বিস্তার করিল; কিন্তু আমরা দূরে সরিয়া পড়িয়াছিলাম, সুতরাং কাহাকেও সে করকবলিত করিতে পারিল না। তাহার পর তাহাকে আমাদের সন্ধানে ধাবিত হইতে দেখিয়া, আমরা নানা স্থানে লুকাইলাম। রাক্ষস ক্রোধে ও যন্ত্রণায় সে গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক একদিকে ধাবিত হইল।

আমরা সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়া ভেলার উপর উঠিয়া বসিলাম;—ভাবিলাম, যদি রাক্ষসটা আবার আমাদিগকে আক্রমণ করিতে আইসে, তাহা হইলে অগত্যা আমাদিগকে ভেলা সমুদ্রে ভাসাইতে হইবে, অন্যথা আমরা অন্য সুবিধা না পাওয়া পর্য্যন্ত সেই দ্বীপেই অপেক্ষা করিব। মধ্যাহ্ণকালে দেখিলাম, সেই রাক্ষসটা তাহার ন্যায় ভয়ঙ্কর আর দুইটা রাক্ষসকে সঙ্গে লইয়া, দ্রুতবেগে আমাদের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। তাহাদের পশ্চাতে আরও বহুসংখ্যক রাক্ষস। রাক্ষসদলের আক্রমণ

এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখিবামাত্র আমরা সমুদ্রবক্ষে ভেলা ভাসাইয়া দিলাম। রাক্ষসগুলা সমুদ্রতীর হইতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর লইয়া, আমাদের ভেলা লক্ষ্য করিয়া ছুড়িতে লাগিল। সেই সকল প্রস্তরাঘাতে ভেলাগুলি ডুবিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে আরোহিগণকেও সমুদ্রগর্ভে মগ্ন হইয়া প্রাণ হারাইতে হইল। কেবল আমি ও আমার দুইজন সঙ্গী যে ভেলায় ছিলাম, তাহাই রক্ষা পাইল।

...সর্পের ...গ্রাস

সমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে আমরা আর একটি দ্বীপে উপস্থিত হইলাম। সেই দ্বীপে উঠিয়া, ফলমূলাদি আহার করিয়া, সন্ধ্যাকালে আমরা সমুদ্রতীরেই শয়ন করিলাম; পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম, সুতরাং অল্পক্ষণের মধ্যে নিদ্রা আসিল। হঠাৎ শন্ শন্ শব্দে জাগিয়া দেখি, আমাদের অদূরে একটি বৃহৎ সর্প!—তালগাছের ন্যায় লম্বা, স্থূলও সেইরূপ। আমরা বৃক্ষে উঠিতে না উঠিতে সর্পটি মুখ বিস্তার করিয়া আমাদের একজন সঙ্গীকে গ্রাস করিল।

আমার অন্য সঙ্গী ও আমি ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিলাম, কিন্তু বহু দূর হইতে শুনিতে পাইলাম, সর্পটি মহাশব্দে তাহার উদরস্থ অস্থিরাশি বমন করিতেছে। আমরা অপেক্ষাকৃত নিরাপদে রাত্রিবাস করিবার জন্য একটি উচ্চ বৃক্ষচূড়ায় আরোহণ করিলাম। কিন্তু অনতিবিলম্বেই সর্পের আগমনসূচক শন্ শন্ শব্দ শুনিতে পাইলাম। আমরা যে বৃক্ষে আশ্রয় লইয়াছিলাম, সর্পটি অবশেষে সেই বৃক্ষমূলে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং বৃক্ষের উপর তাহার মুখ প্রসারিত করিল। আমার সঙ্গীটি অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী শাখায় বসিয়া ছিল, সর্প তাহাকে ধরিয়া পক্ষীর ন্যায় অবলীলাক্রমে গ্রাস করিয়া ফেলিল।

সমস্ত রাত্রি সেই বৃক্ষশাখায় আমি জীবন্মৃতের ন্যায় অবস্থান করিলাম। রাত্রি প্রভাত হইল, কিন্তু আমার সর্পভয় দূর হইল না। সর্পের হস্ত হইতে পরিত্রাণের আশায় কতকগুলি শুষ্ক কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া বৃক্ষমূল পরিবেষ্টিত করিয়া অগ্নি জ্বালিলাম। আমাকে ভক্ষণ করিবার জন্য সর্পটি সেই রাত্রিতে আবার সেইখানে উপস্থিত হইল, কিন্তু অগ্নির উত্তাপে নিকটে আসিতে পারিল না, অদূরে থাকিয়া ক্রোধে গর্জ্জন করিতে লাগিল; অবশেষে প্রভাতে সে স্বস্থানে প্রস্থান করিল। আমি তখন বৃক্ষ হইতে নামিয়া সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইলাম; জলমগ্ন হইয়া কষ্টকর জীবন বিসর্জ্জন দিব ভাবিতেছি, এমন সময় দূরে একখানি জাহাজ দেখিতে পাইলাম। জাহাজস্থ লোকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আমার পাগড়ী খুলিলাম এবং তাহা আন্দোলন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিলাম। অনেকক্ষণ পরে আমার চেষ্টা সফল হইল। জাহাজের কাপ্তেন আমাকে দেখিতে পাইয়া আমার জন্য একখানি নৌকা পাঠাইলেন।

সেই নৌকায় আরোহণ করিয়া যথাকালে আমি জাহাজে উপস্থিত হইলে, আরোহিগণ আমার ইতিহাস জানিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইলেন। আমি তাঁহাদিগকে আমার বিপদের সকল কথা খুলিয়া বলিলাম,—দেখিলাম, তাঁহারাও সেই নরভুক্ রাক্ষস ও সর্পের বিবরণ অবগত আছেন।

সৌভাগ্য-...্যের প্রভাবে ...ভীতির ...তমসা দূর

সেই জাহাজে আরোহণ করিয়া, আরও অনেক দ্বীপ ঘুরিয়া, আমরা সালাহত দ্বীপে উপস্থিত হইলাম। এই দ্বীপে চন্দনকাষ্ঠের আবাদ হয়। এই দ্বীপের বন্দরে জাহাজ নঙ্গর করিয়া আরোহিগণ তাহাদের পণ্যদ্রব্য কতক বিক্রয় করিলেন এবং কোন কোন পণ্যদ্রব্যের পরিবর্ত্তে সেই দ্বীপজাত নানাবিধ পণ্যদ্রব্য লইয়া জাহাজে তুলিলেন। এই সময় একদিন জাহাজের কাপ্তেন আমাকে বলিলেন, "ভাই, আমার জাহাজে একজন সদাগরের কতকগুলি জিনিস আছে, তাহার মৃত্যু হইয়াছে, সুতরাং সামগ্রীগুলি বিক্রয় করিয়া, যাহা কিছু লাভ হইবে, তাহা মৃত সদাগরের উত্তরাধিকারিগণকে প্রদান করিব, যদি তুমি অনুগ্রহ করিয়া এ সকল দ্রব্যের ভার গ্রহণ কর, তাহা হইলে আমি বিশেষ সুখী হইব।"

ঐ সকল দ্রব্য কোন্ সদাগরের, তাহা জিজ্ঞাসা করায় কাপ্তেন বলিলেন, "উহা সিন্দবাদ নামক একজন নাবিকের মাল।" কাপ্তেনের কথা শুনিয়া আমি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম, তাঁহাকে চিনিতে আর বিলম্ব হইল না। দ্বিতীয়বার যাঁহার জাহাজে আমি সমুদ্রযাত্রা করিয়াছিলাম, দেখিলাম, এ ব্যক্তি সেই কাপ্তেন। কাপ্তেনের সহিত শীঘ্রই আমার পরিচয় হইয়া গেল, তিনি বলিলেন, পূর্ব্ববার আমরা দ্বীপে নামিলে, আমি জাহাজে উঠিয়াছি কি না, তাহার সন্ধান না লইয়াই তিনি জাহাজ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, সেই জন্যই আমাকে বহু বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। যাহা হউক, কাপ্তেন আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং আমাকে এতদিন পরে জীবিত দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন। আমার যে সকল দ্রব্য তিনি বিভিন্ন বন্দরে বিক্রয় করিয়াছিলেন, সে সকল দ্রব্যের মূল্য আমাকে প্রদান করিলেন। আমি কাপ্তেনের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলাম।

মালাহত দ্বীপ হইতে আমরা আর একটি দ্বীপে উপস্থিত হইয়া অনেক মসলা ক্রয় করিলাম, এবং নানা স্থান ঘুরিয়া বালসোরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। বালসোরা হইতে বোগদাদ আসিবার সময় আমি বাণিজ্যলব্ধ এত অধিক অর্থ সঙ্গে লইয়া আসিলাম যে, তাহার সংখ্যা হয় না। গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া দীন-দুঃখীকে অনেক টাকা দান করিলাম, অনেক ভূসম্পত্তিও ক্রয় করিলাম।

সমৃদ্ধির শিখরে প্রতিষ্ঠা

সিন্দবাদ নাবিক তাঁহার তৃতীয়বারের সমুদ্রযাত্রার বিবরণ শেষ করিয়া, পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিনের ন্যায় শ্রমিক সিন্দবাদকে শতমুদ্রা প্রদান করিলেন, এবং তাঁহার বন্ধুগণকে পরদিন তাঁহার গৃহে আসিয়া তাঁহার চতুর্থবারের সমুদ্রযাত্রার কাহিনী শ্রবণের নিমন্ত্রণ করিলেন। রাত্রি অধিক হইয়াছিল, সুতরাং সে দিন সভাভঙ্গ হইল।

* * * * *

সিন্দবাদের চতুর্থ সমুদ্র-যাত্রা

সমুদ্র হইতে তৃতীয়বার প্রত্যাবর্ত্তনের পর আমি অনেক দিন সংসার-সুখে মগ্ন ছিলাম, কিন্তু আবার আমার মনে ধীরে ধীরে সমুদ্রযাত্রার বাসনা বলবতী হইয়া উঠিল; সুতরাং আমি পুনর্ব্বার সমুদ্রযাত্রা করিলাম। এবার পারস্যাভিমুখে যাত্রা করা গেল। পূর্ব্বসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ সন্দর্শন করিয়া আমাদের জাহাজ সমুদ্রপথে অগ্রসর হইয়াছে, এমন সময় একদিন প্রচণ্ড ঝটিকাবেগে জাহাজের সমস্ত পা'ল সহস্রখণ্ডে ছিন্ন হইয়া গেল; কাপ্তেন বিশেষ চেষ্টা করিয়াও জাহাজ রাখিতে পারিল না, একটি বালুকাময় চরে বাধিয়া জাহাজখানি চূর্ণ হইয়া গেল, পণ্যদ্রব্যরাজী সমস্ত নষ্ট হইয়া গেল।

আমি এবং অন্যান্য কয়েকজন নাবিক ও সদাগর তক্তা অবলম্বন করিয়া অদূরবর্ত্তী দ্বীপের দিকে ভাসিয়া চলিলাম। তীরে উঠিয়া সুশীতল জল ও সুপক্ক ফলে ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর করিয়া আমরা শয়ন করিলাম; অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম, শীঘ্রই নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম।

পরদিন প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া লোকালয়ের সন্ধানে ধাবিত হইয়াছি, এমন সময় সেই দেশের কতকগুলি কৃষ্ণবর্ণ অধিবাসী আসিয়া আমাদিগকে পরিবেষ্টন করিল। আমি ও আমার পাঁচজন সহচর তাহাদের সহিত তাহাদের গৃহে চলিলাম। আমরা সকলে সেখানে উপবেশন করিলে তাহারা কতকগুলি লতা আনিয়া আমাদিগকে আহার করিবার জন্য অনুরোধ করিল। ইহা আহার করিলে হয় ত কোন অপকার হইবে ভাবিয়া আমি তাহা আহার করিলাম না। কিন্তু আমার সহচরগণ অত্যন্ত আগ্রহের সহিত তাহা চর্ব্বণ করিতে লাগিল। ইহার ফল অবিলম্বেই তাহাদিগকে ভোগ করিতে হইল; কারণ, কিয়ৎকাল পরে তাহাদের জ্ঞানলোপ হইল, উন্মত্তের ন্যায় প্রলাপ বলিতে আরম্ভ করিল। দ্বীপবাসিগণ

তাহার পর কতকগুলি চাউল নারিকেলতৈলে ভাজিয়া আমাদিগকে খাইতে দিল, আমার সঙ্গিগণ উন্মত্তবৎ হইয়া তাহা প্রচুর পরিমাণে আহার করিল, আমি অল্পপরিমাণ খাইলাম।

নরভুক্ রাক্ষস-দলের কবলে

এই লোকগুলা নরভুক্ মনুষ্য। ক্রমাগত চাউল খাওয়াইয়া, আমাদিগকে হৃষ্টপুষ্ট করিয়া, পরে আমাদিগকে ভক্ষণ করিবে, তাহাদের ইহাই অভিপ্রায় ছিল। আমার সঙ্গিগণ ভবিষ্যৎ জ্ঞান হারাইয়াছিল, তাহাদের কোন চিন্তা ছিল না, কিন্তু আমি সকলই বুঝিতে পারিলাম, প্রতিদিন দুশ্চিন্তায় আমি শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইতে লাগিলাম। ক্রমে আমার সঙ্গিগণকে দুর্ব্বৃত্তরা নিহত করিয়া ভক্ষণ করিল, দুশ্চিন্তায় আমি পীড়িত হইয়া পড়িলাম, সুতরাং সে অবস্থায় আমার মাংস বিশেষ স্পৃহনীয় হইবে না ভাবিয়া তাহারা আমাকে রাখিয়া দিল।

অতঃপর তাহারা আমার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিল না, আমি তাহাদের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিব না ভাবিয়া তাহারা নিশ্চিন্ত ছিল, আমি যেখানে ইচ্ছা, যাইতে পারিতাম। একদিন দুইদিন ঘুরিয়া আমি এই দুর্ব্বৃত্ত নরখাদকগণের বাসস্থান পরিত্যাগ করিলাম। একটি বৃদ্ধ আমাকে পলায়ন করিতে দেখিয়া আমাকে আহ্বান করিল, কিন্তু তাহাকে দেখিয়াই আমি দ্রুতবেগে চলিতে লাগিলাম এবং শীঘ্র তাহার দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিলাম। পাছে ইহারা দলবদ্ধ হইয়া আমার অনুসরণ করে, ইহা ভাবিয়া আমি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দৌড়িয়া চলিলাম, ক্ষুধা বোধ হওয়ায় নারিকেলের জলে ও শস্যে উদর পরিপূর্ণ করিলাম। এই ভাবে দিন কাটিতে লাগিল, লোকালয় হইতে দূরে দূরে থাকিয়া আমি চলিতে লাগিলাম।

অষ্টম দিনে সমুদ্রতীরে আসিয়া দেখিলাম, আমার মত কতকগুলি গৌরবর্ণ লোক সমুদ্রতীরে গোলমরিচ সংগ্রহ করিতেছে। আমি তাহাদিগকে দেখিয়া যথেষ্ট আশ্বস্ত হইলাম; তাহারা আমাকে দেখিয়া আরবী ভাষায় আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল; আমি তাহাদের মুখে আমার মাতৃভাষা শুনিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম, এবং তাহাদিগকে আমার দুর্ভাগ্যের কথা বলিলাম। তাহারা শুনিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, "এই সকল লোক নরভুক্, তুমি বড় অদ্ভুত উপায়ে ইহাদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছ।"

আমি এই লোকগুলির সঙ্গে থাকিলাম। যথেষ্ট পরিমাণ মরিচ সংগ্রহ হইলে তাহারা জাহাজ ছাড়িয়া তাহাদের দেশে ফিরিল, আমিও তাহাদের সঙ্গে তাহাদের দেশে উপস্থিত হইলাম। তাহারা আমাকে সঙ্গে লইয়া তাহাদের রাজার নিকট লইয়া গেল। রাজা আমার সকল কাহিনী শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন, এবং আমাকে পরিচ্ছদ প্রদান করিয়া আমাকে বিশেষ যত্ন করিবার জন্য তাঁহার কর্ম্মচারিগণকে আদেশ করিলেন। আমি এই রাজার দয়ায় আপনাকে নিরাপদ্ ও সুখী মনে করিতে লাগিলাম। কিছুদিনের মধ্যেই আমি রাজা মহাশয়ের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলাম; সে জন্য রাজকর্ম্মচারিবৃন্দ সকলেই আমাকে অত্যন্ত খাতির-যত্ন করিতেন, অল্পদিনের মধ্যে রাজ্যের বহুলোকের সহিত আমার আত্মীয়তা ও বন্ধুতা সংস্থাপিত হইল।

জ্ঞাত রাজ্যে সমাদর

এ দেশে আসিয়া এক অদ্ভুত ব্যবহার দেখিলাম। রাজা হইতে সামান্য প্রজা পর্য্যন্ত কেহই জীন বা লাগামের ব্যবহার জানে না। আমি রাজাকে সুবিধা বুঝাইয়া দিলাম, রাজা বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া, আমাকে জীন ও লাগাম প্রস্তুত করিবার কৌশল জিজ্ঞাসা করিলেন; আমি একজন মিস্ত্রীকে দিয়া তাহা প্রস্তুত করাইলাম। রাজা জীন-লাগামে অশ্বারোহণ করিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন, আমার প্রতি পুরস্কার-প্রদানের আদেশ হইল। নগরের অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও জীন-লাগাম দিয়া অশ্বারোহণে অভ্যাস আরম্ভ করিলেন। আমার ভক্তবৃন্দ ও অনুরাগীর সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি হইল।

আমি প্রায় প্রতিদিনই রাজসভায় উপস্থিত থাকিতাম। একদিন রাজা আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "সিন্দবাদ, আমি তোমাকে বিশেষ স্নেহ করি, আমার প্রজাগণও তোমাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিয়া থাকে; আমি তোমাকে একটি অনুরোধ করিব, তোমাকে তাহা রক্ষা করিতে হইবে।" আমি সবিনয়ে তাঁহার অনুরোধ-রক্ষায় সম্মত হইলে, তিনি বলিলেন, "তুমি এখানে একটি সুন্দরী যুবতীকে বিবাহ কর, তাহা হইলে আর স্বদেশের প্রতি তোমার আকর্ষণ থাকিবে না, তুমি আমাদের দেশেই চিরজীবন বাস করিবে।" আমি রাজ-আজ্ঞার প্রতিবাদ করিতে পারিলাম না, রাজা স্বয়ং চেষ্টা করিয়া একটি সুন্দরী, ধনবতী, গুণবতী যুবতীর সহিত আমার বিবাহ দিলেন। বিবাহের পর আমি আমার স্ত্রীর গৃহে বাস করিতে লাগিলাম। বলা আবশ্যক, আমি সুখীই হইয়াছিলাম, তথাপি আমি চিরজীবন এই প্রবাসে বাস করিব, এরূপ আমার অভিপ্রায় ছিল না, সুযোগ পাইলেই আমি স্ত্রীকে লইয়া পলায়ন করিব, আমার মনে মনে এই প্রকার সংকল্প ছিল। বোগদাদে আমার রাজপ্রসাদতুল্য গৃহ, আমার অতুল ঐশ্বর্য্য, বন্ধুবান্ধব প্রিয়জনগণের কথা আমি কোন দিনই বিস্মৃত হইতে পারি নাই।

প্রেমময়ী পত্নীলাভ

মনে মনে এই সকল কথার আন্দোলন করি, কিন্তু উপায় দেখিতে পাই না। অবশেষে একদিন আমার সুপরিচিত একটি প্রতিবাসীর পত্নীবিয়োগ হইল। আমি সেই বন্ধুকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলাম, "তোমার স্ত্রী অকালে প্রাণত্যাগ করিলেন, আল্লার যাহা ইচ্ছা ছিল, তাহাই হইল, আল্লার মর্জ্জীতে তুমি দীর্ঘজীবী হও।" বন্ধু বিলাপ করিয়া বলিলেন, "তুমি আমাদের দেশের আচার-ব্যবহারের কথা জান না বলিয়াই এরূপ বলিতেছ, আমার জীবনও শেষ হইয়া আসিয়াছে। আমার মৃতপত্নীর দেহের সহিত আমার দেহও সমাহিত করা হইবে, এ দেশের ইহাই নিয়ম। স্বামী মরিলে স্ত্রীকে সহমরণে যাইতে হয়, স্ত্রী মরিলে স্বামীকে সহমরণে যাইতে



হয়, চিরকাল এই নিয়মে কাজ হইতেছে; আমাকেও এই নিয়ম পালন করিতে হইবে, অন্য উপায় নাই।"

সমাধি-বিলাপ

বন্ধুর কথা শুনিয়া ভয় ও বিস্ময়ে আমার হৃদয় পরিপূর্ণ হইল। কি কুৎসিত বর্ব্বর নিয়ম! দেখিলাম, অবিলম্বে বন্ধুপত্নীর সহিত বন্ধুর সমাধির আয়োজন হইতে লাগিল, আত্মীয়বন্ধু ও প্রতিবাসিগণ দলে দলে

মৃত্যুপথযাত্রী বন্ধুর গৃহে সমবেত হইল। বন্ধুপত্নীর মৃতদেহ বহুমূল্য রত্নালঙ্কারে সুসজ্জিত হইল, তাহার পর সেই মৃতার স্বামীকেও সজ্জিত করিয়া শ্মশানাভিমুখে লইয়া যাওয়া হইল।

মীর সহমরণ

একটি উচ্চ পর্ব্বতশিখরে আসিয়া, একটি গভীর গুহাদ্বারে শব নামান হইল, গুহাটির দ্বার প্রস্তরের দ্বারা আবৃত ছিল, সেই প্রস্তরখণ্ড অপসারিত করিয়া শববাহিগণ মৃতদেহটি বস্ত্রালঙ্কারমণ্ডিত অবস্থাতেই সেই গুহামধ্যে নামাইয়া দিল, তাহার পর সেই মৃতার হতভাগ্য স্বামীকে সাত খণ্ড রুটি ও এক পাত্র জল দিয়া নিষ্ঠুররা সেই গুহাগর্ভে নামাইয়া দিল। এইরূপে হতভাগ্যকে জীবন্ত সমাহিত করিয়া, গুহাদ্বার প্রস্তরখণ্ডের দ্বারা পুনর্ব্বার বন্ধ করিয়া, সকলে গৃহে প্রত্যাগমন করিল। এই দৃশ্য দেখিয়া আমি মর্ম্মাহত হইলাম; রাজাকে বলিলাম, "মহাশয়, এমন পৈশাচিক দৃশ্য আর কুত্রাপি দেখি নাই, জীবিত ব্যক্তিকে মৃতব্যক্তির সহিত সমাহিত করা বড়ই বর্ব্বরপ্রথা, আমি অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু এমন প্রথার পরিচয় এই প্রথম পাইলাম। এ কি কুৎসিত নিয়ম!" রাজা বলিলেন, "সিন্দবাদ, এ বিষয়ে আমার কোন হাত নাই। ইহা এ দেশের সামাজিক নিয়ম, আজ যদি আমার রাণীর মৃত্যু হয়, তবে আমাকেও এই নিয়মে বাধ্য হইতে হইবে, আমিও রাণীর সহিত জীবিত ভূগর্ভে সমাহিত হইব!" আমি কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "বিদেশী সম্বন্ধেও কি এই নিয়ম?" রাজা হাসিয়া বলিলেন, "কোন বিদেশী যদি এ দেশের রমণীকে বিবাহ করে, তাহা হইলে তাহাকেও আমাদের দেশের নিয়ম অনুসারে মৃতা পত্নীর সহিত সমাহিত হইতে হইবে। আল্লা না করুন, যদি তোমার পত্নী তোমাকে রাখিয়া পরলোকগমন করেন, তাহা হইলে তোমাকেও তাঁহার মৃতদেহের সহিত সমাহিত হইতে হইবে।"

আমি এই কথা শুনিয়া, মহা ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া পড়িলাম; এ বিপদ্ হইতে পরিত্রাণের কোনই উপায় খুঁজিয়া পাইলাম না। নরভুক্ জাতির হস্তে নিহত হওয়া অপেক্ষা ইহা কোনরূপে বাঞ্ছনীয় বলিয়া আমার মনে হইল না। আমার স্ত্রীর সামান্য অসুখ হইলেই আমার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিত। অবশেষে সত্য সত্যই আমার স্ত্রী কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া শয্যাগত হইলেন, অবশেষে তাঁহার মৃত্যু হইল।

আত্মরক্ষার আর কোন উপায় নাই। আমাকে আমার স্ত্রীর সহিত সমাহিত করিবার জন্য মহা সমারোহে আয়োজন হইতে লাগিল। রাজা আমার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ পাত্রমিত্র লইয়া সমাধিস্থলে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। প্রধান প্রধান নগরবাসিগণও সজ্জিত হইলেন, চারিদিকে আনন্দোৎসব উপস্থিত হইল, কেবল আমি আকুলভাবে কাঁদিতে লাগিলাম।

বর্ব্বর প্রথায় জীবন্ত সমাধি

অবশেষে আমাকে আমার স্ত্রীর মৃতদেহের সহিত পর্ব্বতশৃঙ্গে উপনীত করা হইল। আমি রাজার চরণ দুখানি ধরিয়া প্রাণভিক্ষা চাহিলাম,—বলিলাম, আমি বিদেশী, আমায় মার্জ্জনা করুন;—কিন্তু তাহাতে রাজার হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইল না, কেহই আমার কাতর-প্রার্থনায় কর্ণপাত করিল না। আমি সাতখানি রুটী ও এক পাত্র জল সহ সেই গুহাগর্ভে আমার পত্নীর মৃতদেহের সহিত নিক্ষিপ্ত হইলাম। রাজকর্ম্মচারিগণ আমাদের দেহ রজ্জুবদ্ধ করিয়া, সেই মহা অন্ধকারপূর্ণ পর্ব্বতগুহায় নামাইয়া দিল, আমার কাতর আর্ত্তনাদ তাহাদের কর্ণে পৌঁছিল না, তাহারা গুহামুখ প্রস্তরখণ্ডের দ্বারা বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল। আমার জীবন্ত সমাধি হইল!

গুহাগর্ভে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, পর্ব্বতগাত্রস্থ একটি ফাটল দিয়া গুহামধ্যে অল্প আলোক ও বায়ু প্রবেশ করিতেছে। গুহাটি বিস্তীর্ণ, বোধ হয় দশ হাত গভীর। মৃতদেহ হইতে পূতিগন্ধ উঠিয়া

শীঘ্রই আমাকে ক্ষিপ্তবৎ করিয়া তুলিল, সে দুর্গন্ধ অসহ্য, শত শত শবের গলিত দেহ হইতে সেই পূতিগন্ধ উঠিতেছিল; আমার নিশ্বাস রোধ হইয়া আসিল। আমি সেই গুহার এক প্রান্তে পড়িয়া অশ্রুজলে ভাসিতে লাগিলাম। হায়! এতবার এত বিপদ্ হইতে রক্ষা পাইয়া শেষে কি এই ভাবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে হইবে? ইহাই কি আল্লার ইচ্ছা? যদি আমি বাড়ী ছাড়িয়া না আসিতাম, তাহা হইলে কত সুখে আমার কালাতিপাত হইত, এমন বিপদে কখন পড়িতে হইত না। খোদা মালিক! আমি কাতরভাবে আল্লাকে ডাকিতে লাগিলাম; আমার কাতর আর্ত্তনাদ সেই গুহাগর্ভেই বিলীন হইল।

সমাধি-গহ্বরে মৃত্যুই কি ভাগ্যলিপি?

কিন্তু সেই সমাধিগহ্বরেও আমার জীবনধারণের আকাঙ্ক্ষা বলবতী হইয়া উঠিল। মানুষ সহজে প্রাণের আশা ত্যাগ করিতে পারে না। আমি অবসন্নদেহে কিঞ্চিৎ বলসঞ্চয়ের অভিপ্রায়ে সেই রুটি ও জল পান করিলাম। যে জল ও রুটী ছিল, তাহা দ্বারা কয়েক দিন দেহরক্ষা করিলাম, তাহার পর আর কোন সম্বল রহিল না, আমি ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় আকুল হইয়া পড়িলাম; বুঝিলাম, অনাহারে ও পিপাসাতেই আমার প্রাণবায়ু বহির্গত হইবে।

আমি মরিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম; ক্ষুধায় আর নড়িবার শক্তি রহিল না। এই ভাবে একদিন বসিয়া আছি, দেখিলাম, ধীরে ধীরে গুহাদ্বারের প্রস্তরখণ্ড উন্মোচিত হইল। তাহার পর সেই পথে গুহামধ্যে একটি মৃতদেহ ও একটি জীবিতদেহ উপর হইতে ধীরে ধীরে নামাইয়া দেওয়া হইল। মৃতব্যক্তি পুরুষ। দেখিলাম, পাষণ্ডরা স্ত্রীকে স্বামীর মৃতদেহের সহিত গুহায় নিক্ষেপ করিয়াছে। রমণী গুহাগর্ভে অবতরণ করিবামাত্র আমি কয়েকখণ্ড বৃহৎ অস্থি সংগ্রহ করিয়া সেই বিধবার মস্তকে সজোরে আঘাত করিলাম। কয়েকবার আঘাতেই তাহার প্রাণ বহির্গত হইল, সে হয় ত মনে করিল, ভূতের হাতেই তাহার প্রাণ গেল। যাহা হউক, হতজ্ঞান হইয়া আমাকে এই পিশাচের কার্য্য করিতে হইল। জীবনের মায়ায় মানুষকে এমন পৈশাচিক আচরণও করিতে হয়।

স্ত্রীলোকটিকে নিহত করিয়া আমি তাহার জল ও রুটী দ্বারা উদর পূর্ণ করিলাম, ক্ষুধায় প্রাণ বহির্গত হইতেছিল, তৃষ্ণায় বুক ফাটিয়া যাইতেছিল, রুটী খাইয়া ও জল পান করিয়া অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইলাম। এই রুটী ও জলে কয়েক দিন চলিল। ইতিমধ্যে আর একটি মৃতদেহ ও জীবিত ব্যক্তি সেই গুহাগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইল। সেবার দেখিলাম, জীবিত ব্যক্তি পুরুষ, স্ত্রীর সহিত তাহাকে সমাহিত করা হইয়াছে। এই সময় নগরে মড়ক উপস্থিত হওয়ায় আমার পানাহারের আর কোন কষ্ট রহিল না।

পরে একদিন আমি একটি রমণীকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নিহত করিয়া পানাহারের সংস্থান করিতেছি, এমন সময় সেই অন্ধকারের মধ্যে আমি যেন কাহার পদশব্দ ও নিশ্বাসের শব্দ শুনিতে পাইলাম। আমি শব্দ লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইলাম; বোধ হইল, কেহ যেন আমার অগ্রে অগ্রে ছুটিয়া পলাইতেছে। দ্রুতবেগে তাহার অনুসরণ করিতে লাগিলাম, অবশেষে অনতিদূরে একটি আলোকচ্ছটা দেখিতে পাইলাম; কোন নক্ষত্রের আলোক বলিয়া অনুমান হইল। আমি সেই আলোকের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে লাগিলাম। কখন তাহা অন্তর্হিত হয়, আবার দৃষ্টিগোচর হয়। এই ভাবে চলিতে চলিতে অবশেষে আমি একটি ক্ষুদ্র গুহাদ্বারে উপস্থিত হইলাম; বুঝিলাম, কোন বন্যজন্তু এই পথে সমাধিগুহায় প্রবেশ করিয়া, মৃতদেহ ভক্ষণ করিতেছিল, আমি তাহারই অনুসরণ করিয়া এই গুপ্তপথে আসিয়াছি।

আশার ক্ষীণ-আলোক

আমি গুহা পরিত্যাগ করিয়া আবার পৃথিবীপৃষ্ঠে আসিলাম। ঊর্দ্ধে নির্ম্মল আকাশ, চতুর্দ্দিক্ আলোকময়, আমি প্রাণলাভ করিলাম। উভয় করতল যুক্ত করিয়া আমি প্রাণ ভরিয়া আল্লার নাম লইলাম; বুঝিলাম, আমার কাতর প্রার্থনা গুহাগর্ভ হইতে তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল।

গুহার বাহিরে আসিয়া, কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া, আমি চতুর্দ্দিক্ ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলাম। এ স্থানটি সমুদ্র ও নগরের মধ্যস্থল। কিন্তু নগরের সহিত এ স্থানের কোন সম্বন্ধ নাই, উচ্চপর্ব্বতশৃঙ্গ আকাশ স্পর্শ করিয়া সমুদ্রকূল ও নগরের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে।

য় পথেও
দ্ধসঙ্কট

আমি পুনর্ব্বার গুহাগর্ভে প্রবেশ করিলাম, তাহার পর যে কিছু খাদ্যদ্রব্য, মণিমুক্তা, হীরকাদি ও স্বর্ণালঙ্কার পাইলাম, তাহা সংগ্রহ করিয়া একটি গুপ্তস্থানে সেই সকল দ্রব্য লুকাইয়া রাখিলাম, এবং সমুদ্রতীরে আসিয়া উদ্ধারের উপায় দেখিতে লাগিলাম।

সৌভাগ্যক্রমে দুই তিন দিনের মধ্যেই একখানি জাহাজকে পা'ল তুলিয়া যাইতে দেখিলাম। আমি যে স্থানে বসিয়া ছিলাম, জাহাজখানি তাহার নিকট দিয়াই যাইতেছিল, আমি বস্ত্র আন্দোলিত করিয়া জাহাজের আরোহিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলাম; আমার উচ্চ আহ্বানধ্বনিও বোধ হয়, তাহারা শুনিতে পাইয়াছিল, তাহারা আমাকে লইবার জন্য একখানি নৌকা পাঠাইয়া দিল। আমি সেই নৌকাযোগে জাহাজে উপস্থিত হইলাম। জাহাজের আরোহিগণ আমাকে সেই সমুদ্রতীরে একাকী উপস্থিত হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু আমার ইতিহাস এতই অদ্ভুত যে, তাহা তাহারা কোন ক্রমে বিশ্বাস করিবে না ভাবিয়া আমি সে কথা গোপন রাখিয়া বলিলাম, "আমি একজন সদাগর, আজ দুদিন জাহাজ ভাঙ্গিয়া এই সমুদ্রতীরে পড়িয়াছিলাম, আমার যথাসর্ব্বস্ব জাহাজের সঙ্গে ডুবিয়া গিয়াছে।" জাহাজের আরোহিগণ সকলেই আমার কথা বিশ্বাস করিয়া আমার সহিত আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিল।

আমি গুহাগর্ভ হইতে যথেষ্ট ধনরত্ন অলঙ্কারাদি সঞ্চয় করিয়াছিলাম। অতঃপর আমরা কয়েকটি দ্বীপে উপস্থিত হইলাম, এবং সেই সকল স্থানে বাণিজ্য শেষ হইলে জাহাজ কৈলা দ্বীপে আসিয়া নঙ্গর করিল। এই দ্বীপে অপর্য্যাপ্ত সীসকের খনি ছিল, আমরা প্রচুর পরিমাণে সীসা ও কর্পূর লইয়া জাহাজে উঠিলাম।

ক রাজ্যে
াণিজ্য

কৈলাদ্বীপের রাজা অত্যন্ত ধনবান্ ও প্রতাপশালী; তাঁহার রাজত্ব বহুদূর বিস্তীর্ণ; কিন্তু এই দেশের লোকগুলি এমন অসভ্য যে, তাহারা পরমতৃপ্তির সহিত নরমাংস ভক্ষণ করে। এই দ্বীপে বাণিজ্য শেষ হইলে আমরা জাহাজ ছাড়িয়া, আরও কয়েকটি বন্দর ঘুরিয়া স্বদেশে আসিলাম। এবারও আমি যে ধনরত্ন সঙ্গে আনিয়াছিলাম, তাহা অপর্য্যাপ্ত, আমি সেই ধন কিঞ্চিৎ পরিমাণে গরীব-দুঃখীকে দান করিলাম, কিছু মস্‌জিদেও প্রদান করিলাম। তাহার পর আমার বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত আমোদ-প্রমোদে প্রমত্ত হইয়া, আমি আমার সুদীর্ঘ প্রবাসযাতনা ও বিপদের কষ্ট ভুলিলাম। পরমসুখে দিন কাটিতে লাগিল।

গল্প শেষ করিতে রাত্রি গভীর হইল। সিন্দবাদ নাবিকের চতুর্থ সমুদ্রযাত্রার কাহিনী শ্রবণ করিয়া, শ্রোতৃগণ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। অবশেষে তিনি বন্ধুগণকে বিদায় দান করিলেন, শ্রমিক সিন্দবাদকে পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিনের ন্যায় শত মুদ্রা দান করিয়া, তিনি তাহাকে ও অন্যান্য বন্ধুগণকে পরদিন তাঁহার গৃহে আসিয়া তাঁহার পঞ্চমবার সমুদ্রযাত্রার কাহিনী শ্রবণের জন্য অনুরোধ করিলেন।

পরদিন বন্ধুগণ যথাসময়ে তাঁহার গৃহে সমাগত হইলে, মহানন্দে সকলে পানাহারে প্রবৃত্ত হইলেন। পানাহারের পর সিন্দবাদ তাঁহার পঞ্চমবারের সমুদ্রযাত্রার কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন।

* * * * *

সিন্দবাদের পঞ্চম সমুদ্র-যাত্রা

দীর্ঘকাল ধরিয়া অবিশ্রান্ত সুখভোগের পর আমার মন পুনর্ব্বার প্রবাসযাত্রার জন্ম অধীর হইয়া উঠিল। আমি পণ্যদ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া পঞ্চমবার সমুদ্রযাত্রার জন্ম প্রস্তুত হইলাম এবং নিকটস্থ বন্দরে শকটযোগে সেই সকল সামগ্রী প্রেরণ করিলাম। অতঃপর আর কোন কাপ্তেনের উপর বিশ্বাসস্থাপন না করিয়া নিজেই একখানি জাহাজ ক্রয় করিলাম এবং তাহাতে পণ্যদ্রব্য বোঝাই দিয়া দেখিলাম, তাহাতে আরও অনেক অধিক দ্রব্য আঁটিতে পারে, সুতরাং আমি সেই জাহাজে আরও কয়েকজন সদাগরের জিনিস লইলাম।

সুবাতাস পাইয়া জাহাজ চলিতে লাগিল। আমার জাহাজ সর্ব্বপ্রথমে একটি মরুদ্বীপে নঙ্গর করা হইল। সেখানে আমরা একটি রুকপক্ষীর ডিম্ব দেখিতে পাইলাম। ডিম্বটি ফুটিয়া তখন ছানা বাহির হইতে আরম্ভ হইয়াছে;—দেখিলাম, ছানাটির দেহ তখনও অপূর্ণ। আমার সঙ্গী সদাগররা তাহাদের হস্তস্থিত অস্ত্র দ্বারা ডিম্বটি ভাঙ্গিয়া, রুক্‌-শাবকটিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ব্যঞ্জন রাঁধিয়া খাইল। আমি পূর্ব্বেই তাহাদিগকে এরূপ কার্য্য করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা আমার উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়াছিল, কর্ণপাতই করে নাই।

সদাগররা আহার শেষ করিয়া উঠিবার পূর্ব্বেই আমরা আকাশে দুই খণ্ড সুবৃহৎ মেঘ দেখিতে পাইলাম; তাহারা আকাশ অন্ধকার করিয়া উড়িয়া আসিতেছিল। আমাদের কাপ্তেন বলিলেন, "ইহা মেঘ নহে, নিহত রুক্‌-শাবকের পিতামাতাই মেঘের ন্যায় পক্ষ বিস্তার করিয়া আসিতেছে।" কাপ্তেন তৎক্ষণাৎ আমাদিগকে জাহাজে উঠিতে অনুরোধ করিলেন। বিলম্বে বিপদে পড়িতে হইবে ভাবিয়া আমরা তৎক্ষণাৎ জাহাজে উঠিয়া জাহাজ ভাসাইয়া দিলাম।

রুক্‌পক্ষী দুইটি সেই দ্বীপে উপস্থিত হইয়া তাহাদের শাবকের অদর্শনে অত্যন্ত কাতরস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল, তাহার পর তাহারা যে দিক্‌ হইতে আসিয়াছিল, সেই দিকে উড়িয়া গেল। আমরা দ্রুতবেগে ভিন্ন দিকে ধাবিত হইলাম।

রুকপক্ষীর প্রতিহিংসা

কিন্তু পক্ষী দুইটি উড়িতে উড়িতে পুনর্ব্বার আমাদের জাহাজের উপর দেখা দিল। আমরা সভয়ে দেখিলাম, তাহাদের প্রত্যেকের নখরে এক একটি সুবৃহৎ প্রস্তরস্তূপ! তাহারা আমাদের জাহাজের ঠিক ঊর্দ্ধে আসিল, একটি পক্ষী প্রস্তর নিক্ষেপ করিল। তখন জাহাজের কাপ্তেন অতি সুকৌশলে জাহাজের গতি পরিবর্ত্তন করিলেন। চক্ষুর নিমিষে জাহাজখানি এত দূরে সরিয়া গেল যে, সেই প্রস্তরখণ্ড জাহাজের উপর না পড়িয়া মহাশব্দে সমুদ্রগর্ভে পড়িল। দ্বিতীয় পক্ষীর নিক্ষিপ্ত প্রস্তরের আঘাত হইতে জাহাজখানি কিন্তু আত্মরক্ষা করিতে পারিল না, জাহাজ ঘুরিতে না ঘুরিতে বহু ঊর্দ্ধ হইতে প্রস্তরখানি আসিয়া তাহার উপর নিপতিত হইল এবং জাহাজ সহস্র খণ্ডে চূর্ণ হইয়া গেল! জাহাজের আরোহী ও নাবিকগণ—যাহারা প্রস্তরাঘাতে মরিল না, তাহারা জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিল! জাহাজ চূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমিও জলে পড়িয়াছিলাম, কিন্তু জলমগ্ন হইবার পূর্ব্বেই জাহাজের একখণ্ড কাষ্ঠ আমার হস্তগত হওয়ায় তাহাই অবলম্বন করিয়া জলে ভাসিতে লাগিলাম এবং সৌভাগ্যক্রমে তরঙ্গবেগে আমি একটি দ্বীপে নিক্ষিপ্ত হইলাম। এই দ্বীপের তীরভাগ সমুদ্র হইতে অনেক উচ্চ, অতি কষ্টে তীরে উঠিয়া ঘাসের উপর শয়ন করিলাম এবং কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া দ্বীপ-প্রদক্ষিণের জন্য যাত্রা করিলাম। কিছু দূরে আসিয়া আমার মনে হইল, আমি একটি পরম রমণীয় উদ্যানে প্রবেশ করিয়াছি। চারিদিকে অতি সুদৃশ্য বৃক্ষশ্রেণী, নানা জাতীয় ফল পাকিয়া গাছে ঝুলিতেছে এবং কতকগুলি তখনও অপক্ক অবস্থায় রহিয়াছে। সেই উদ্যানভূমির মধ্যে স্থানে স্থানে নির্ম্মল-সলিলপূর্ণ স্রোতস্বিনী প্রবাহিত থাকিয়া উদ্যানের শোভা ও উর্ব্বরতা শতগুণে বর্দ্ধিত করিয়াছে। আমি উদর পরিপূর্ণ করিয়া সুমিষ্ট ফল ভক্ষণ করিলাম, কূপের জলে পিপাসা নিবারণ করিলাম; তাহার পর মুক্তপ্রাঙ্গণে হরিদ্বর্ণ তৃণশয্যায় শয়ন করিলাম।

রাত্রি আসিল ; কিন্তু এরূপ নির্জ্জনপ্রদেশে একাকী সেই রাত্রিকালে আমার নিদ্রাকর্ষণ হইল না, প্রতি মুহূর্ত্তে শ্বাপদ জন্তুর আক্রমণের আশঙ্কায় নিদ্রার বড় ব্যাঘাত হইল। আমি সেই অন্ধকার রাত্রিতে মুক্ত আকাশতলে নির্জ্জন অরণ্যপ্রদেশে একাকী শয়ন করিয়া নিজের দুর্ব্বুদ্ধিকে শত শত ধিক্কার প্রদান করিতে লাগিলাম ; ইচ্ছা করিয়া এই বিপদের মধ্যে আসিয়া পড়িয়া কি কুকর্ম্মই করিয়াছি ভাবিয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলাম। এইরূপ দুশ্চিন্তায় ও বিলাপে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইল, প্রভাতে সূর্য্যোদয়ে যেন আবার নবজীবন লাভ করিলাম ; আমার দুশ্চিন্তা ও অপ্রসন্নতার অনেক লাঘব হইল, আমি উঠিয়া সেই সকল বৃক্ষের মধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম।

পায় বিষম বিপদ

অনেকক্ষণ পরে একটি ক্ষুদ্র নদীর নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, একজন চলৎশক্তিহীন বৃদ্ধ বসিয়া আছে ; আমি তাহার সম্মুখে আসিয়া অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইলাম। সে আমাকে দেখিয়া কেবল একটু মাথা নাড়িয়া প্রত্যভিবাদন করিল, কোন কথা বলিল না। সে সেখানে কি করিতেছে, কোথা হইতেই বা আসিল, তাহা জিজ্ঞাসা করায় সে কোন উত্তর দিল না, কেবল তাহাকে স্কন্ধে লইয়া আমাকে নদী পার হইবার জন্য ইঙ্গিত করিল ; সে যেরূপ ভাব প্রকাশ করিল, তাহাতে বুঝিলাম, সে কিছু ফল-সংগ্রহের অভিপ্রায় করিয়াছে।



চলৎশক্তিহীন বৃদ্ধকে এমন নির্জ্জন স্থানে অসহায় অবস্থায় দেখিয়া আমার মনে করুণার সঞ্চার হইল, আমি তাহাকে স্কন্ধে লইয়া নদী পার হইলাম এবং তাহাকে নামিতে বলিলাম। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমার স্কন্ধ হইতে অবতরণ করিবার জন্য তাহার কিছুমাত্র আগ্রহ দেখা গেল না ; বরং সে তাহার লোমাবৃত পদদ্বয় দ্বারা আমার কণ্ঠদেশ দৃঢ়রূপে পরিবেষ্টন করিয়া আমার ঘাড়ে কায়েমী রকমের আসন স্থাপন করিল এবং আমার কণ্ঠদেশ এরূপ সবলে আকর্ষণ করিতে লাগিল যে, আমার কণ্ঠরোধের উপক্রম হইল, আমি হাঁপাইতে লাগিলাম।

নাছোড়-বান্দা বৃদ্ধ

কিন্তু বৃদ্ধটির সে দিকে দৃষ্টি নাই, অবিচলিতভাবে সে আমার স্কন্ধে বসিয়া রহিল। তবে হস্তের বন্ধন একটু শিথিল করাতে আমি নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম। আমি একটু দাঁড়াইব ভাবিতেছি, এমন সময়ে সে আমার পার্শ্বদেশে ও উদরে পদাঘাত করিয়া আমাকে চলিতে বাধ্য করিল। আমি তাহাকে একটি

ফলপূর্ণ বৃক্ষের মূলদেশে লইয়া চলিলাম। আমার স্কন্ধে বসিয়া বৃদ্ধ গাছ হইতে প্রচুর ফল পাড়িয়া খাইতে আরম্ভ করিল; বৃদ্ধ চলৎশক্তিবিহীন বটে, কিন্তু খাইল অনেক! হতভাগার পেটটা যেন জালার মত! সমস্ত দিনের মধ্যে সে একবারও আমার কাঁধ হইতে নামিল না। রাত্রিকালে যখন শয়ন করিলাম, তখনও সে আমার স্কন্ধদেশ সবলে আঁকড়াইয়া ধরিয়া শুইয়া পড়িল। প্রভাতে পুনর্ব্বার তাহাকে ঘাড়ে লইয়া উঠিবার জন্য সে পা দিয়া আমাকে পুনঃ পুনঃ খোঁচাইতে লাগিল। আমি মহা বিপন্ন হইয়া পড়িলাম, কিন্তু এই আপদের হাত হইতে উদ্ধারলাভের কোন উপায় দেখিলাম না। আমার মন বড়ই চিন্তাকুল হইয়া উঠিল। একটা প্রকাণ্ড বোঝা কয়েক দিন ধরিয়া ক্রমাগত ঘাড়ে বহিয়া আমার দেহও অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছিল, দেহের এই ক্লান্তি ও মনের অবসন্নতা দূর করিবার জন্য আমি একপ্রকার ফলের রস হইতে উৎপন্ন মদ্য প্রচুর পরিমাণে পান করিলাম। ইহাতে আমার দেহে নববলের সঞ্চার হইল, যথেষ্ট পরিমাণে প্রফুল্লতাও লাভ করিলাম; এমন কি, মদ্যপানে উন্মত্ত হইয়া আমি নৃত্য আরম্ভ করিলাম দেখিয়া, বৃদ্ধও সেই মদ্যপানের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। আমি তাহাকে আকণ্ঠ মদ্যপান করাইলাম; তখন সে নেশায় বিভোর হইয়া তাহার নিজের ভাষায় গান আরম্ভ করিয়া দিল এবং তাহার পদদ্বয়ের বন্ধন খুলিয়া হস্তপদ আস্ফালন করিয়া আনন্দপ্রকাশ করিতে লাগিল; আমিও সুযোগ বুঝিয়া আমার স্কন্ধদেশ হইতে তাহাকে ভূতলে নিক্ষেপ করিলাম; সে ভূমিতে পড়িবামাত্র একখণ্ড বৃহৎ প্রস্তরের আঘাতে তাহার মস্তক চূর্ণ করিলাম, সে তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। এইরূপে আমি বৃদ্ধের কবল হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইলাম;—দেখিলাম, একখানি জাহাজ সুপেয় পানীয়জল সংগ্রহের জন্য অদূরে নঙ্গর ফেলিয়াছে। আমি জাহাজস্থ ব্যক্তিগণের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে আমার বিপদের কথা বলিলাম। আরোহিগণ আমার কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিল; তাহারা বলিল, "এই বৃদ্ধ যে তোমার প্রাণবধ করে নাই, ইহাই বিচিত্র; এই সকল মানুষ ভয়ানক রকমের নরপশু।"

বৃদ্ধের জুলুমে জীবন-সংশয়

আমি সেই সকল লোকের সহিত জাহাজের উপর উপস্থিত হইলাম। কাপ্তেন আমাকে ভদ্রভাবে গ্রহণ করিলেন। সে স্থান হইতে জাহাজ ছাড়িয়া আমরা একটি বন্দরে উপস্থিত হইলাম, সেখানে সকল গৃহই প্রস্তর-নির্ম্মিত।

এখানে সদাগররা অনেকেই জাহাজ হইতে নামিলেন। একজন সদাগরের অনুরোধে আমিও নামিলাম; তাহার পর কয়েকজন লোকের সহিত আমি কতকগুলি বস্তা লইয়া অরণ্যে প্রবেশ করিলাম। অরণ্যে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, প্রচুর নারিকেলগাছ, অসংখ্য নারিকেল, কিন্তু তাহা অপেক্ষাও অধিক বানর। আমরা বানরগুলির দিকে ঢিল ছুড়িতে লাগিলাম, বানরগুলি ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া উচ্চ বৃক্ষচূড়া হইতে নারিকেল ছিঁড়িয়া আমাদিগের দিকে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। এই উপায়ে আমরা বহুসংখ্যক নারিকেল সংগ্রহ করিয়া বাজারে আনিলাম, বাজারে বিক্রয় করিয়া কিঞ্চিৎ অর্থলাভ করা গেল। এই ভাবে কিছুদিন ধরিয়া নারিকেল সংগ্রহ করা হইল, আমিও কিছু অর্থোপার্জ্জন করিলাম।

বানরের সহায়তায় বাণিজ্য

আমাদের জাহাজখানি এখানে নারিকেলের জন্য অনেক দিন প্রতীক্ষা করিবে জানিয়া আমি সেই বন্দর হইতে অন্য একখানি জাহাজে সেই দ্বীপ পরিত্যাগ করিলাম। সেখান হইতে আমরা কুমারীদ্বীপে উপস্থিত হইলাম, এই দ্বীপে প্রচুর চন্দনতরু জন্মে, স্থানীয় অধিবাসিগণ মদ্যপান করে না, আইনানুসারে তাহা নিষিদ্ধ। আমরা এখানে অনেক গোলমরিচ ও চন্দন-কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া মুক্তা-উত্তোলন-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। আমার

নিকটে যে অর্থ ছিল, তদ্দ্বারা বহুসংখ্যক ডুবুরী নিযুক্ত করিলাম। আমি অল্পদিনের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে সুবৃহৎ সুগোল মুক্তা-সঞ্চয়ে সমর্থ হইলাম।

আশাতিরিক্ত মুক্তা সংগৃহীত হইলে আমরা বাসোরা অভিমুখে জাহাজ ভাসাইলাম। বাসোরা হইতে বোগদাদে উপস্থিত হইয়া আমি আমার সংগৃহীত গোলমরিচ, চন্দন-কাষ্ঠ ও মুক্তা বিক্রয় করিয়া প্রভূত অর্থ লাভ করিলাম। আমার লাভের দশমাংশ আমি গরীব-দুঃখীকে প্রদান করিলাম এবং আমার প্রবাস-ক্লান্তি দূর করিবার জন্য আমি বন্ধুজনের সহিত বিবিধ আনন্দে রত হইলাম।

সিন্দবাদ তাঁহার পঞ্চমবার সমুদ্র-ভ্রমণের কাহিনী সমাপ্ত করিয়া, সিন্দবাদ মজুরের হস্তে শত মুদ্রা প্রদান করিলেন, বন্ধুগণকেও সে দিনের জন্য বিদায় দান করিলেন। রাত্রি অধিক হইয়াছিল।

পরদিন যথাসময়ে সকলে সিন্দবাদের গৃহে উপস্থিত হইলে, পান-ভোজনের পর তিনি তাঁহার ষষ্ঠ সমুদ্রযাত্রার কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন।

❋ ❋ ❋ ❋ ❋

সিন্দবাদের ষষ্ঠবার সমুদ্র-যাত্রা

আপনারা শুনিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিবেন যে, এতবার বিপদে পড়িয়াও আমি সমুদ্রযাত্রার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিলাম না। কিছুদিনের মধ্যে আবার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল; এক বৎসরের মধ্যে পুনর্ব্বার সমুদ্রযাত্রা করিলাম।

এবার আর পারস্য উপসাগরের পথে সমুদ্রযাত্রা না করিয়া আমি স্থলপথে পারস্য ও ভারতের ভিতর দিয়া এক বন্দরে উপস্থিত হইলাম। এবার কিছু দীর্ঘকালের জন্য সমুদ্রযাত্রার ইচ্ছা ছিল, দীর্ঘ-পর্য্যটনে সমুৎসুক একজন কাপ্তেনের সহিত আমি বন্দোবস্ত করিলাম।

কয়েকদিন পরে কাপ্তেন সমুদ্রে দিগ্‌ভ্রান্ত হইল। তাহার পর সে ডেকের উপর পাগড়ী ফেলিয়া, দাড়ি-চুল ছিঁড়িয়া, বুকে করাঘাত করিয়া বিলাপ ও পরিতাপ আরম্ভ করিল। আমরা এত গুরুতর বিপদে পড়িয়াছি বলিয়া বুঝিতে পারিলাম না। কাপ্তেনকে কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, "সর্ব্বনাশ হইয়াছে, জাহাজ যে ভাবে চলিতেছে, এ ভাবে চলিলে আর পনের মিনিটের মধ্যে আমাদিগের প্রাণ যাইবে। রক্ষার কোনই উপায় দেখি না, এখন যদি আল্লা রক্ষা করেন।"

অতি অল্পকালের মধ্যেই জাহাজ এক পর্ব্বতের পাদদেশে আসিয়া পড়িল এবং মাটীর কলসীর মত শত খণ্ডে চূর্ণ হইয়া গেল। আমরা বহু কষ্টে আমাদের মূল্যবান্ দ্রব্যাদি লইয়া তীরে উঠিলাম।

তীরে উঠিলাম বটে, কিন্তু কাপ্তেনের কথা শুনিয়া মনে বড় ভয় জন্মিল। কাপ্তেন বলিল, "এ স্থান হইতে স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন কোন রকমে সম্ভব হইবে না, এখানে কোন জাহাজ আসিতে পারে না।"—দেখিলাম, স্থানটি বহুসংখ্যক জাহাজের ভগ্নাবশেষে আচ্ছন্ন। ইতস্ততঃ কত বণিকের কত পণ্যদ্রব্য পড়িয়া আছে, তাহার সংখ্যা নাই।

ত রত্নদ্ব প

আমরা তীরে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম;—দেখিলাম, এই পার্ব্বত্যপ্রদেশ চুণি, পান্না ও হীরকাদিতে পরিপূর্ণ। পাহাড় হইতে আলকাতরার মত এক প্রকার পদার্থ নদীস্রোতের ন্যায় সমুদ্রে পতিত হইতেছে। অরণ্যে বহুসংখ্যক মূল্যবান্ কাষ্ঠ দেখিলাম। ঊর্দ্ধে গিরিশিখর এত উচ্চ যে, তাহাতে আরোহণ করা অসম্ভব। কিন্তু পর্ব্বতগাত্র হইতে একটি ক্ষুদ্র নদী বহির্গত হইয়া, পাহাড়ের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে।

আমরা সেই নির্জ্জন সমুদ্রতীরে পড়িয়া রহিলাম, অনাহারে আমাদের সহযাত্রিগণ একে একে প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। আমার নিকট কিছু খাদ্যসামগ্রী ছিল, আমি তাহা লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম, তাহা আহার করিয়া আমার ক্ষুধানিবৃত্তি হইতে লাগিল, আমি কেবল সেই জন্যই প্রাণধারণে সমর্থ হইলাম, অবশিষ্ট সকলেই প্রাণত্যাগ করিল।

ক্ষুদ্র ভেলায় অজ্ঞাত-রাজ্যে যাত্রা

তখন সেই স্থান হইতে উদ্ধার হইবার জন্য আমি প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলাম। উদ্ধারের অন্য কোন উপায় নাই দেখিয়া আমি বহু চেষ্টায় একখানি ভেলা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে বহুসংখ্যক হীরক ও চুনিপান্না প্রভৃতি বোঝাই করিয়া নদীর জলে ভাসাইয়া দিলাম। ভাবিলাম, নদীর উৎপত্তিস্থল যখন আছে, তখন এই নদী নিশ্চয়ই কোন না কোন স্থলে গিয়া শেষ হইয়াছে।

অনেকবার অনেক বিপদে পড়িয়াছি, কিন্তু প্রতিবারই আল্লার অনুগ্রহে রক্ষা পাইয়াছি। আমি একটি ক্ষুদ্র ভেলার আরোহী, অজ্ঞাত নদীপথে ভাসিয়া চলিয়াছি, আমি কি সেই বিপদ্ হইতে উদ্ধারলাভ করিয়া পুনর্ব্বার অধিক ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইব না? আশা মায়াবিনী!

আমার নিকট অধিক খাদ্যদ্রব্য অবশিষ্ট ছিল না, ভেলার উপর উঠিয়া অতি অল্প পরিমাণে আহার করিতে লাগিলাম, পাছে শীঘ্রই সমস্ত নিঃশেষ হইয়া যায়! তর্‌তর্‌বেগে ভেলা ভাসিয়া চলিল। দুই তিন দিন এই ভাবে চলিলাম। নদীর উভয় পার্শ্বে গগনচুম্বী পর্ব্বত, তাহার মধ্যপথে নদী আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে।

অবশেষে একদিন দেখিলাম, সম্মুখে এক গহ্বর বা সুড়ঙ্গমধ্যে নদীর স্রোত প্রবাহিত। আতঙ্কে শরীর শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু উপায় নাই, আমি ভেলার উপর উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িলাম, শ্রান্তি ও ক্লান্তিতে আমার চৈতন্য লোপ হইল।

কতক্ষণ বা কতদিন ঘুমাইয়াছিলাম, বলিতে পারি না। যখন জাগিলাম, দেখিলাম, একটি সুন্দর শস্যশ্যামল জনপদের নিকটে আসিয়াছি, নদীর তীরে আমার ভেলা বাঁধা রহিয়াছে, অদূরে কতকগুলি কৃষ্ণবর্ণ মনুষ্যমূর্ত্তি! আমি মানুষগুলিকে দেখিয়া উঠিয়া বসিলাম, তাহাদিগকে সেলাম করিলাম, তাহারাও কি কতকগুলি কথা বলিল, কিন্তু একবর্ণও বুঝিলাম না।

তথাপি আমার মনে আনন্দের সঞ্চার হইল। যতই কুস্থান হউক, লোকালয় ত' বটে; প্রাণরক্ষার কিছু সম্ভাবনা জন্মিয়াছে। আমি বসিয়া আল্লার নাম করিতে লাগিলাম। ঐ সকল কৃষ্ণাঙ্গগুলির মধ্যে এক জন লোক আমার ভাষা বুঝিল। সে আমার কথা শুনিয়া আমার নিকটে আসিয়া বলিল, "ভাই, আমাদের দেখিয়া অবাক্ হইও না। আমরা এই দেশেই বাস করি। আমাদের জমীতে জলসেচনের জন্য আমরা নদীর ধারে আসিয়াছি। আমরা দেখিলাম, যে পর্ব্বত হইতে এই নদী বাহির হইয়াছে, সেই পর্ব্বতের দিক্ হইতে কি একটা ভাসিয়া আসিতেছে; দেখিবামাত্র আমরা তৎক্ষণাৎ জলে নামিয়া নদীর মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলাম;—দেখিলাম, এই ভেলাতে তুমি শয়ন করিয়া আছ। তখন ভেলা টানিয়া আনিয়া কূলে বাঁধিয়াছি। এখন তোমার ইতিহাস বল, শুনি, পাহাড়ের দিক্ হইতে ভেলায় চড়িয়া কি জন্য এ ভাবে ভাসিয়া আসিতেছ, জানিবার জন্য আমরা বিশেষ উৎসুক হইয়াছি।"

পার্ব্বত্য নদীপথে নিরুদ্দেশ-অভিযান

আমি বলিলাম, "আল্লা তোমাদের মঙ্গল করুন। আগে কিছু খাইতে দাও, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হইয়া পড়িয়াছি।"—আমাকে তাহারা প্রচুর পরিমাণে মিষ্টান্ন খাইতে দিল, তাহা খাইয়া শীতল জলপান করিয়া, আমার শরীর কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে, আমি তাহাদিগকে আমার বিপদের কথা বলিলাম। তাহারা

শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইল এবং তাহাদের রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট এই সকল কথা বলিতে অনুরোধ করিয়াই ক্ষান্ত হইল না, আরোহণের জন্য আমাকে অশ্ব আনিয়া দিল। সেই অশ্বে আরোহণ করিয়া আমি রাজদর্শনে চলিলাম, কৃষ্ণাঙ্গ দেশীয়গণ আমার পথিপ্রদর্শক হইল।

স্বর্ণদ্বীপ
ভারতবর্ষ

এই দ্বীপের নাম স্বর্ণদ্বীপ। রাজধানীতে আমরা রাজার নিকট উপস্থিত হইলাম। ভারতবর্ষের রাজগণকে যে কেতায় অভিবাদন করিতে হয়, তাহা আমার জানা ছিল, আমি তদনুসারে রাজার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলাম। রাজা সন্তুষ্টচিত্তে আমাকে তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে উপবেশন করাইয়া প্রথমে আমার নাম ধাম ইত্যাদি পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিলে, তিনি আমাকে বলিলেন, "তুমি আমার রাজ্যে কিরূপে উপস্থিত হইলে? কোথা হইতেই বা আসিতেছ?"



আমি কোন কথা গোপন না করিয়া রাজার নিকটে সবিস্তার সকল কথা প্রকাশ করিলাম। তিনি আমার ইতিহাস সযত্নে লিখিয়া লইলেন। তিনি আমার মণি-মাণিক্যাদি সযত্নে পরীক্ষা করিলেন ;—বলিলেন, তাঁহার রত্নভাণ্ডারে এমন রত্ন একখানিও নাই। আমি রাজাকে হীরক-রত্নাদি সমর্পণের প্রস্তাব করিলে, তিনি আমাকে ধন্যবাদ করিয়া বলিলেন, আমার দ্রব্যে তাঁহার আবশ্যক নাই।

ভারত-সম্রাট সকাশে

রাজা আমার বাসস্থান স্থির করিয়া দিলেন, আমার সুখ-স্বচ্ছন্দতা দেখিবার জন্য রাজকর্ম্মচারিগণকে আদেশ দিলেন। আমার দ্রব্যসামগ্রী আমার বাসায় সুরক্ষিত হইল। প্রত্যহ কয়েক ঘণ্টা করিয়া আমাকে রাজদরবারে হাজির থাকিতে হইত।

এই দ্বীপে কিছুদিন বাস করিবার পর আমি স্বদেশপ্রত্যাবর্ত্তনের জন্য রাজা মহাশয়ের অনুমতি প্রার্থনা করিলাম। তিনি আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া, আমাকে তাঁহার রাজভাণ্ডার হইতে বহু ধন-রত্ন প্রদান করিবার জন্য অনুমতি করিলেন।

আমি তাঁহার নিকট বিদায় লইবার সময় তিনি আমার হস্তে আমাদের দেশবিখ্যাত ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ নরপতিকুলভূষণ হারুণ-অল-রসিদের জন্য একখানি পত্র ও কিছু মূল্যবান্ উপহার প্রদান করিলেন।

আমি তাহা মহাসমাদরে গ্রহণ করিলাম, অনন্তর রাজা জাহাজের কাপ্তেন ও কর্ম্মচারিগণকে ডাকিয়া আমার প্রতি বিশেষ যত্ন করিবার আদেশ প্রদান করিলেন।

রাজা আমাদের খালিফের জন্য যে পত্রখানি প্রদান করিলেন, তাহার আধার একপ্রকার চর্ম্মনির্ম্মিত, বর্ণ পীত। এই পত্রের উপর ভারতবর্ষের ভাষায় লিখিত ছিল—

ভারতসম্রাটের সৌজন্য

"সহস্র হস্তীর অধীশ্বর, লক্ষ হীরকখচিত রত্নোদ্ভাসিত প্রাসাদসৌধরাজী ও বিংশ সহস্র হীরকখচিত মুকুটের অধিকারী ভারতবর্ষের রাজচক্রবর্ত্তীর নিকট হইতে মহামহিমান্বিত বোগদাদের সুলতান, খালিফ হারুণ অল-রসিদের সমীপে"

আমি এই পত্র ও উপহার লইয়া বাসোরা অভিমুখে যাত্রা করিলাম, এবং নির্ব্বিঘ্নে বাসোরায় উপস্থিত হইয়া অল্প দিনের মধ্যেই বোগদাদে পদার্পণ করিলাম। আমি সর্ব্বপ্রথমে ভারতেশ্বরের পত্র উপহারসমেত বোগদাদাধিপতির নিকট লইয়া চলিলাম। আমার বহুসংখ্যক ভৃত্য উপহারদ্রব্য স্কন্ধে লইয়া চলিতে লাগিল।

আমি খালিফের নিকট উপহারদ্রব্য ও পত্র সমর্পণ করিয়া ভারত-নৃপতির মহত্ত্বকাহিনী ও তাঁহার ঐশ্বর্য্যের কথা সবিস্তারে নিবেদন করিলাম।

খালিফ হৃষ্টচিত্তে উপহার গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষের অধীশ্বর-লিখিত পত্রখানি পাঠ করিলেন। পত্রপাঠ করিয়া খালিফ বলিলেন, "এই রাজাটি পরম গুণবান্ বটে, পত্রেই ইহা প্রকাশ। তোমার কথা শুনিয়া বুঝিলাম, এইরূপ রাজাই প্রজাশাসনের উপযুক্ত, আর এমন রাজার প্রজারাও সুখী।" আমাকে বিদায়দান করিবার সময় খালিফ উপযুক্ত পুরস্কারে আমাকে আপ্যায়িত করিলেন।

এইরূপে সিন্দবাদ নাবিক তাঁহার ষষ্ঠবার সমুদ্রযাত্রার কাহিনী শেষ করিলে বন্ধুগণ উঠিলেন, শ্রোতা সিন্দবাদকে সে দিনও শতমুদ্রা প্রদান করা হইল। সিন্দবাদ তাঁহার বন্ধুগণকে তাঁহার শেষবার সমুদ্রযাত্রার কাহিনী শ্রবণের জন্য পরদিন তাঁহার গৃহে আসিবার অনুরোধ করিলেন।

পরদিন যথাসময়ে বন্ধুগণ উপস্থিত হইলে, প্রীতিভোজের পর সিন্দবাদ তাঁহাদের নিকট তাঁহার সপ্তম অর্থাৎ শেষবার সমুদ্রযাত্রার কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন। সকলে বিস্ময়পূর্ণ-হৃদয়ে শুনিতে লাগিলেন।

* * * * *

সিন্দবাদের শেষ সমুদ্র-যাত্রা

ষষ্ঠবার সমুদ্র হইতে ফিরিয়া আমি আর সমুদ্রগমনের নামও অনেক দিন করি নাই; বিশেষতঃ আমার যে বয়স হইয়াছিল, তখন বিশ্রামের আবশ্যক। অবশ্য তখনও যৌবন সম্পূর্ণভাবে বিদায় লয় নাই। তবে পুনঃ পুনঃ বিপদে পড়িয়া আমি একেবারে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, সুতরাং দীর্ঘকাল ধরিয়া আমি গৃহে বসিয়া বিরামলাভ করিতে লাগিলাম।

একদিন আমি কয়েক জন বন্ধুর সহিত হাস্যামোদে প্রবৃত্ত আছি, এমন সময়ে আমার এক জন ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, খালিফের এক জন কর্ম্মচারী আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন। আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি বলিলেন, "খালিফ আমাকে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের আদেশ করিয়াছেন।" কর্ম্মচারী মহাশয়ের সহিত রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইলাম। খালিফ আমাকে বলিলেন, "সিন্দবাদ, তোমাকে আমার একটি কাজ করিতে হইবে, তুমি স্বর্ণদ্বীপের রাজার নিকট আমার প্রেরিত পত্র ও উপহার লইয়া গমন কর, তিনি আমাকে যে সকল উপহার প্রেরণ করিয়াছেন, আমি তাহার প্রাপ্তি স্বীকার করিব।"

খালিফের আদেশ অলঙ্ঘনীয়

খালিফের কথা শুনিয়া আমার মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। আমি বলিলাম, "জাঁহাপনা, আপনি আমাকে যে আদেশ করিবেন, আমি তাহা প্রতিপালন করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু আমি পুনঃ পুনঃ সমুদ্রযাত্রা করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছি, দেহে আর তেমন বল নাই, মনে উৎসাহ নাই। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, আর কখন বোগ্দাদ নগর পরিত্যাগ করিব না।"—আমি আমার বার বার সমুদ্রযাত্রার বিপৎপূর্ণ কাহিনী তাঁহার নিকট প্রকাশ করিলাম। খালিফ ধীরভাবে আমার কথাগুলি শুনিয়া কহিলেন, "বার বার যখন বিপদ্, কষ্ট, অসুবিধা সহ্য করিয়াছ, তখন আমার অনুরোধে আর একবার সহ্য করিতে হইবে, তোমাকে অন্য কোথায় যাইতে হইবে না, তুমি স্বর্ণদ্বীপের রাজার নিকট উপহার পৌঁছাইয়া দিয়াই দেশে ফিরিতে পারিবে।"

বুঝিলাম, খালিফ আমাকে কিছুকালের জন্য দেশান্তরিত না করিয়া ছাড়িবেন না, সুতরাং তাঁহার আদেশ-প্রতিপালনে সম্মতি জ্ঞাপন করিতে হইল। আমার সম্মতি শ্রবণে তিনি বিশেষ আনন্দিত হইয়া আমাকে পাথেয় স্বরূপ কয়েক সহস্র মুদ্রা প্রদান করিলেন।

উপহার ও পত্র লইয়া যথাকালে বোগ্দাদ নগর পরিত্যাগ করিলাম এবং জাহাজে চড়িয়া সুবাতাসে অল্পদিনের মধ্যেই স্বর্ণদ্বীপে উপস্থিত হইলাম। স্বর্ণদ্বীপের রাজা পরম পুলকিতচিত্তে আমাকে গ্রহণ করিলেন। আমি খালিফের প্রেরিত উপহার ও পত্র তাঁহার হস্তে প্রদান করিলাম। রাজা আমার প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে সুন্দর উপহার প্রদান করিলেন, কয়েক দিন তাঁহার রাজ্যে বাস করিয়া আমি স্বদেশপ্রত্যাগমনের অনুমতি প্রার্থনা করিলাম। তিনি প্রথমে কোন প্রকারে আমাকে ছাড়িতে চাহিলেন না, অনেক অনুনয়-বিনয়ে সম্মতি লাভ করিলাম এবং জাহাজে চড়িয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলাম। কিন্তু আল্লার ইচ্ছা অন্যরূপ ছিল, যত সহজে আমি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিব ভাবিয়াছিলাম, তত সহজে পারিলাম না, সে কথা বলিতেছি।

জলদস্যুর জাহাজ লুণ্ঠন

জাহাজে উঠিবার তিন চারি দিন পরে একদল জলদস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া, তাহাদের হস্তে আমি বন্দী হইলাম, তাহারা আমাদের জাহাজ অধিকার করিল। জাহাজের যে সকল আরোহী দস্যুগণের বিরুদ্ধাচরণ করিল, তাহারা সকলেই তাহাদের হস্তে নিহত হইল। আমি ও অন্য কয়েক জন সঙ্গী তাহাদের কার্য্যের কোন প্রতিবাদ না করায় আমাদের প্রাণরক্ষা হইল বটে, কিন্তু দস্যুগণ আমাদের বস্ত্রাদি কাড়িয়া লইয়া, ছিন্ন বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া আমাদিগকে একটি দ্বীপে লইয়া গেল; সেখানে আমাদিগকে দাসব্যবসায়ীর নিকট বিক্রয় করিল।

এক জন ধনাঢ্য সদাগর আমাকে ক্রয় করিলেন। আমি সেই সদাগরের সঙ্গে তাঁহার গৃহে উপনীত হইলাম। কয়েক দিন পরে সদাগর আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি বাণিজ্যব্যবসায় বুঝি কি না। আমি তাঁহাকে বলিলাম, "আমি নিজে সদাগর ছিলাম, এই কার্য্যে আমার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি আছে।" সদাগর অতঃপর জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি ধনুর্ব্বাণ দ্বারা শীকার করিতে পারি কি না। আমি বলিলাম, "বাল্যকাল হইতে আমার যথেষ্ট শীকারের সখ ছিল।" আমার কথা শুনিয়া তিনি আমাকে ধনুঃশর প্রদান করিয়া, তাঁহার হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া আমাকে গভীর জঙ্গলে লইয়া চলিলেন। জঙ্গলে উপস্থিত হইলে তিনি আমাকে নামাইয়া দিয়া বলিলেন, "এই গাছে চড়িয়া ধনুর্ব্বাণ হস্তে বসিয়া থাক, এই গাছের নীচে দিয়া বন্যহস্তী যাইবে, এই অরণ্যে বহুসংখ্যক হস্তী আছে। হস্তী দেখিলেই তাহার প্রাণবধ করিবে, যদি কৃতকার্য্য হও, আমাকে জানাইবে।" সদাগর

ভ্রান্ত-বণিক ক্রীতদাস

আমাকে কিঞ্চিৎ খাদ্যদ্রব্য প্রদান করিয়া নগরে প্রত্যাগমন করিলেন, আমি গাছে উঠিয়া সমস্ত রাত্রি হস্তীর আশায় বসিয়া রহিলাম।

হস্তি-শীকার অভিযান

রাত্রিতে কোন হস্তী দেখিতে পাইলাম না। পরদিন প্রভাতে দলে দলে হস্তী সেই বৃক্ষতল দিয়া চলিতে আরম্ভ করিল, আমিও তাহাদের উপর বাণবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলাম; কিন্তু একটির অধিক হস্তীর প্রাণবধ করিতে পারিলাম না। অন্যান্য হস্তীগুলি পালায়ন করিল। আমি বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া নগরে ফিরিয়া আমার প্রভুকে হস্তিবধের কথা অবগত করিলাম। তিনি মহাখুসী হইয়া আমার সঙ্গে জঙ্গলে আসিলেন। জঙ্গলে একটি প্রকাণ্ড গর্ত্ত খনন করিয়া আমরা সেই হস্তীটিকে তাহার মধ্যে পুতিয়া ফেলিলাম। এই হস্তীর মাংস পচিয়া গেলে তাহার দাঁত ও হাড় ভিন্নদেশে পাঠাইবেন, ইহাই আমার প্রভুর ইচ্ছা ছিল। তিনি এই নিয়মে গজদন্ত, অস্থি ও মুক্তা সংগ্রহ করিতেন।

দুই মাস ধরিয়া এই ভাবে হস্তী শীকার করিলাম, এমন এক দিনও যায় নাই, যে দিন একটা-না-একটা হস্তী বধ করিয়াছি। আমি প্রত্যহ এক বৃক্ষে আরোহণ করিয়া শীকার করিতাম না; কখন এ গাছে, কখন ও গাছে আরোহণ করিয়া শীকার করিতে হইত। এক দিন দেখিলাম, কতকগুলি হস্তী সেই অরণ্যে আসিয়া জমিল, কিন্তু তাহারা চলিয়া গেল না, আমি যে গাছে ছিলাম, সেই গাছের নীচে আসিয়া ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিতে লাগিল। এককালে বহু হস্তীর গর্জ্জনে চতুর্দ্দিক্ প্রকম্পিত হইতে লাগিল, পদভরে মেদিনী টলিতে লাগিল। তাহারা আমাকে দেখিয়াছিল। আমি যে বৃক্ষে ছিলাম, তাহারা সেই বৃক্ষমূল স্ব স্ব দন্ত দ্বারা পরিবেষ্টন করিয়া ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিতে লাগিল; আমি ভয়ে গাছে বসিয়া কাঁপিতে লাগিলাম, আমার হাত হইতে তীর-ধনু খসিয়া পড়িল।

হস্তীর করুণা

আমার দিকে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত একদৃষ্টে চাহিয়া সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ-দন্তবিশিষ্ট একটি হাতী তাহার সেই বিশাল দণ্ড-দ্বারা বৃক্ষটিকে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতে লাগিল। প্রথমে বৃক্ষটি প্রবলবেগে আন্দোলিত হইল, তাহার পর গজদন্তের পুনঃ পুনঃ আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া, তাহা সমূলে উৎপাটিত হইয়া গেল। বলা বাহুল্য, সেই সঙ্গে আমিও ভূতলে নিপতিত হইলাম। হাতীটা তৎক্ষণাৎ আমাকে স্কন্ধে তুলিয়া লইল, তাহার পর সমস্ত হস্তী দলবদ্ধ হইয়া চলিতে লাগিল, আমি হাতীর কাঁধের উপর মৃতবৎ পড়িয়া রহিলাম। অবশেষে সেই হস্তীটা পর্ব্বতের একটি নির্জ্জন অংশে আমাকে ফেলিয়া চলিয়া গেল, একটি হাতীও আর সেখানে রহিল না। প্রথমে এই ঘটনা আমার নিকট স্বপ্নবৎ অসম্ভব মনে হইল। হস্তীর এই বিচিত্র ব্যবহারের কোন কারণ বুঝিতে পারিলাম না; কিয়ৎকাল পরে আমি উঠিয়া সেই স্থানটি পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, সেখানে সহস্র সহস্র হস্তিদন্ত ও মৃত হস্তীর অস্থি স্তূপাকারে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এই দৃশ্য দেখিয়া আমি সেই হস্তীর অদ্ভুত ব্যবহারের কারণ বুঝিতে পারিলাম;—বুঝিলাম, ইহারা আমার হস্তিবধের কারণ বুঝিয়া আমাকে তাহাদের সমাধিক্ষেত্রে আনিয়া ফেলিয়াছে। আমি সেখানে আর অধিকক্ষণ অপেক্ষা না করিয়া সুদীর্ঘ পথপর্য্যটনের পর নগরে প্রত্যাগমন করিলাম; অরণ্যের ভিতর হইতে আসিবার সময় আর একটি হস্তীও দেখিতে পাইলাম না।

আমার প্রভু মনে করিয়াছিলেন, আমি অরণ্যে হস্তী কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছি; সুতরাং তিনি আমাকে দেখিয়া বিশেষ হর্ষ প্রকাশ করিলেন, এবং এই কয়েকদিন আমি কোথায় কি ভাবে কাটাইয়াছি, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমার মুখে সকল কথা শুনিয়া তাঁহার আনন্দ ও বিস্ময়ের সীমা রহিল না। পরদিন আমাকে সঙ্গে লইয়া তিনি হস্তীদিগের সমাধিভূমিতে যাত্রা করিলেন এবং যথাকালে সেখানে

হস্তি-সমাধি-ভূমিতে সম্পদ্-রাশি

উপস্থিত হইয়া স্তূপীকৃত অসংখ্য গজদন্ত ও অস্থি দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন, আমাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "ভাই, আজ হইতে তুমি আর আমার দাস নহ, তুমি আজ যে আমাকে অমূল্য ধন দেখাইলে, আমার বিশ্বাস আছে, ইহার সাহায্যে আমি অল্পদিনের মধ্যেই মহা ধনবান্ হইতে পারিব; আল্লা তোমার মঙ্গল করুন। আমি পূর্ব্বেও এই বনে হস্তিশীকারের জন্য আমার বহুসংখ্যক ভৃত্যকে প্রেরণ করিয়াছি, কিন্তু সকলকেই হস্তিকবলে নিহত হইতে হইয়াছে। আমি তোমাকে পুরস্কারস্বরূপ যথেষ্ট অর্থ প্রদান করিব।"



এই ঘটনার কয়েকদিন পরে আমার প্রভু আমাকে স্বাধীনতা দান করিলেন। আমার অর্থলাভও যথেষ্ট হইল, কিন্তু আমাকে বহু দিন জাহাজের জন্য প্রতীক্ষা করিতে হইল। জাহাজ আসিলে আমি তাহাতে আরোহণ করিলাম, প্রচুর পরিমাণে গজদন্তও সঙ্গে লইলাম, এতদ্ভিন্ন আমার প্রভু আমাকে সেই দেশের দুষ্প্রাপ্য কতকগুলি বস্তু উপহার প্রদান করিলেন।

ক্রীত-দাস-আলিঙ্গন

আমি একখানি জাহাজে আরোহণ করিলাম, কিন্তু আমার দুর্ভোগের তখনও শেষ হয় নাই, সমুদ্র-পথে জাহাজ চলিতে চলিতে একস্থানে ভীষণ ঝড়বৃষ্টিতে আক্রান্ত হইলাম। জাহাজের অধ্যক্ষ এইরূপ আকস্মিক বিপৎপাতে বিচলিত হইলেন। অবশেষে জাহাজের মাস্তুলে আরোহণ করিয়া কি দেখিতে লাগিলেন, পরক্ষণেই তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন, "সর্ব্বনাশ, আর আমাদের রক্ষা নাই।" ব্যাপার কি জানিতে চাহিলে তিনি বলিলেন যে, "আমরা সমুদ্রের যে অংশে উপনীত হইয়াছি, এখানে আসিলে কোনও জাহাজ পরিত্রাণ পায় না, এখানে ভীষণাকার মৎস্য জাহাজ গিলিয়া ফেলে।" এই কথা শুনিয়া জাহাজে হাহাকার-ধ্বনি উঠিল, সকলেই প্রাণের আশা বিসর্জ্জন দিলেন।

বিরাট সমুদ্রমৎস্যের জাহাজ-গ্রাস উদ্যম

সেই মুহূর্ত্তে অদূরে এক পর্ব্বতপ্রমাণ মৎস্য ভাসিয়া উঠিল। পরমুহূর্ত্তে দ্বিতীয় মৎস্যও জলের উপর দেখা দিল। আমরা ভগবানের নাম স্মরণ করিতে লাগিলাম, জীবনের আশা ক্রমেই ক্ষীণ হইতে লাগিল; তৃতীয় আর একটি মৎস্য এই সময় জলমধ্য হইতে উত্থিত হইয়া, তাহার বিরাট বদন বিস্তার করিয়া জাহাজখানিকে গ্রাস করিতে আসিল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে প্রলয়ঝটিকা বেগে জাহাজ দুলিয়া উঠিল, পরক্ষণেই ভীষণ তরঙ্গাঘাতে জাহাজ ভাঙ্গিয়া গেল। আমরা সমুদ্রজলে নিক্ষিপ্ত হইলাম। মৎস্য-বিবরের পরিবর্ত্তে সমুদ্রগর্ভে পড়িয়া

জীবনাশায় হতাশ হইয়া পড়িলাম। ভগবানের দয়ায় একখানি বৃহৎ কাষ্ঠের আশ্রয় পাইলাম। অনাহারে তৃষ্ণায় দুই দিন যাপনের পর সমুদ্রতরঙ্গ আমাকে একটি দ্বীপে নিক্ষিপ্ত করিল।

অদৃষ্ট-স্রোতের অনুবর্তন

অতিকষ্টে দ্বীপ পরিভ্রমণ করিয়া দেখিলাম, প্রচুর মিষ্ট ফল ও জল এখানে বিদ্যমান। ক্ষুৎপিপাসা দূর করিয়া, ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া দেখিতে পাইলাম, দ্বীপের মধ্যে একটি নদী প্রবাহিতা, পূর্ব্ববারে নদীতে ভেলা ভাসাইয়া জীবন রক্ষা করিয়াছিলাম, ভাবিলাম, এবারও হয় ত ভগবানের দয়ায় মুক্তিলাভ করিতে পারি। দ্বীপে বহু চন্দনতরু দেখিতে পাইলাম। কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া আরণ্যলতার সাহায্যে একখানি বড় ভেলা নির্ম্মাণ করিলাম। কিছু পানীয় ও ফল সংগ্রহ করিয়া লইয়া ভেলায় আরোহণ করিলাম। নদীর তীব্র স্রোত দ্রুতবেগে ভেলা ভাসাইয়া লইয়া চলিল।

তিন দিন নদীস্রোতে ভেলায় ভাসিবার পর একটা পাহাড়ের কাছে আসিয়া, নদীস্রোত পাহাড়ের অন্ধকারপূর্ণ গুহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে দেখিলাম। পূর্ব্ববারের অভিজ্ঞতা হৃদয়কে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। তীরের দিকে ভেলা লইয়া যাইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল। স্রোতোবেগে গহ্বরমুখে ভেলা দ্রুত ভাসিয়া চলিল। ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া তখন ভেলার উপর সোজা শয়ন করিলাম; প্রাণের আশা রহিল না। কিয়ৎকাল পরে শীতল বাতাসের স্পর্শে চাহিয়া দেখিলাম, মুক্তস্থানে ভেলা আসিয়া পড়িয়াছে। তীরের দিকে চাহিবামাত্র বুঝিতে পারিলাম, একটি ক্ষুদ্র জনপদের পাদদেশ ধৌত করিয়া নদীটি বহিয়া চলিয়াছে। আমাকে তদবস্থায় দেখিয়া তীরের লোকজন জাল ফেলিয়া ভেলাটিকে গতিহীন করিয়া ফেলিল। তীরে উপনীত হইলে জনৈক বৃদ্ধ শেখ পরম সমাদরে আমাকে তাঁহার আলয়ে লইয়া গেলেন।

কয় দিন তাঁহার আশ্রয়ে বাস করিলাম। শেখমহোদয় আমার চন্দনকাষ্ঠের ভেলাটি একসহস্র স্বর্ণমুদ্রায় ক্রয় করিলেন। চন্দনকাষ্ঠের দাম এই অঞ্চলে অত্যন্ত অধিক। কিছু দিন পরে শেখমহোদয় আমার নিকট প্রস্তাব করিলেন, তাঁহার একমাত্র কন্যা ব্যতীত অন্য কোনও আত্মীয়স্বজন নাই; আমি যদি তাঁহার তরুণী সুন্দরী কন্যার পাণিগ্রহণ করি, তাহা হইলে তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারেন, তাঁহার বিপুল সম্পত্তিরও গতি হয়। আমি বিপত্নীক, যৌবন তখনও প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পৌঁছে নাই; সুতরাং বিবাহে সম্মত হইলাম। অনবদ্য সুন্দরীকে বিবাহ করিয়া প্রণয়ানন্দে আমার দিন চলিয়া যাইতে লাগিল। শ্বশুরমহাশয় ইহার কিছুকাল পরে পরলোকে যাত্রা করিলেন। তরুণী ভার্য্যা ও প্রভূত ধনসম্পত্তির মালিক হইয়া, আমি সেখানে বসবাস করিতে লাগিলাম। নাগরিকগণ আমাকে তাহাদের প্রধানরূপে স্বীকার করিয়া লইল।

পক্ষিপৃষ্ঠে স্বর্গরাজ্যে অভিযান

ক্রমে আমি জানিতে পারিলাম, এই জনপদের কতকগুলি নাগরিক প্রতি মাসের শেষে পক্ষীর আকার ধারণ করিয়া, আকাশমার্গে কয় দিন উড়িয়া বেড়ায়। আমি এই সুযোগে আকাশভ্রমণের লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া তাহাদের এক জনকে সম্মত করাইলাম। তার পর প্রেমময়ীকে কোনও কথা না জানাইয়া একদিন পাখীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিলাম। নীলিম আকাশের অজ্ঞাত লোকে পাখী আমায় বহন করিয়া লইয়া চলিল। স্বর্গোদ্যানের অপ্সরাদিগের সঙ্গীত ও কলকণ্ঠের ঝঙ্কার আমার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। আনন্দে অভিভূত হইয়া ভগবানের জয়গান করিলাম। অমনই স্বর্গ হইতে বিদ্যুৎশিখা নির্গত হইয়া পাখীর দলকে আক্রমণ করিল। অনেক পাখী তাহাতে ভস্মীভূত হইয়া গেল। শুধু আমি যাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়াছিলাম, সে পুড়িয়া মরিল না। তবে, সেই পক্ষী চঞ্চল হইয়া আমাকে এক পর্ব্বতের উপর নামাইয়া দিয়া গেল।

শয়তানের অনুচর

পর্ব্বতে নির্বাসিত হইয়া আমি প্রমাদ গণিলাম। সুন্দরী যুবতী পত্নী, গৃহপরিজন হইতে বিচ্যুত হইয়া মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইল। হায়! কেন আমার এ দুর্ব্বুদ্ধি হইল! কয়েক দিন পরে পর্ব্বতে দুই জন সুন্দর যুবকের সহিত দেখা হইল। তাঁহারা দেবদূত বলিয়া পরিচয় দিয়া আমাকে একটি স্বর্ণদণ্ড দান করিয়া গেলেন। এক দিন দেখিলাম, এক সর্প একটি মানুষকে প্রায় গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। মানুষটি আমার কাছে কাতরভাবে সাহায্য প্রার্থনা করিল। স্বর্ণদণ্ডের দ্বারা সর্পকে আঘাত করিবামাত্র সে মানুষটিকে ফেলিয়া পলায়ন করিল। দেখিলাম, লোকটি আমার পূর্ব্বপরিচিত পক্ষী। সে আমাকে তাহার পৃষ্ঠদেশে বহন করিয়া আমার স্ত্রীর কাছে পৌঁছিয়া দিল। প্রিয়তমা আমাকে ফিরিয়া পাইয়া আনন্দিতা হইলেন। তাঁহার কাছে শুনিলাম, ঐ সকল লোক শয়তানের অনুচর। তাঁহার পরামর্শানুসারে সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া প্রচুর অর্থ পাইলাম। তার পর একখানি জাহাজ নির্ম্মাণ করাইয়া কয়েক জন লোক সহ বাসোরায় যাত্রা করিলাম। স্ত্রীকে সঙ্গে আনিলাম।

অনন্তর বোগদাদে নিরাপদে প্রত্যাগমন করিয়া খালিফের নিকট উপস্থিত হইলাম এবং তাঁহাকে দৈত্যকাহিনী সবিস্তারে বিবৃত করিলাম। খালিফ আমার কথা শুনিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিলেন এবং বলিলেন, "দীর্ঘকাল আমার অদর্শনে তিনি চিন্তাকুল ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস ছিল, আল্লা আমাকে নিরাপদে স্বদেশে লইয়া আসিবেন।"

গজদন্ত এবং মৎস্য প্রভৃতি অদ্ভুত ব্যাপারের কাহিনী শ্রবণ করিয়া, তিনি অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করিলেন; কিন্তু আমার কথা অবিশ্বাস্য নহে ভাবিয়াই তিনি ইহা বিশ্বাস করিলেন এবং তাঁহার কার্য্যসাধন করিতে গিয়া আমাকে অশেষ কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে বুঝিয়া, তিনি বহুমূল্য উৎকৃষ্ট পুরস্কারে আমাকে পুরস্কৃত করিলেন। আমি মহানন্দে রাজসভা হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম। অতঃপর আর কখনও আমি সমুদ্রযাত্রা করি নাই।

সে ভাগ্য সুলভ নহে!

সিন্দবাদ তাঁহার বিচিত্র কাহিনী শেষ করিয়া বলিলেন, "বন্ধুগণ, এখন তোমরা বুঝিতেছ, অল্প চেষ্টায় কিংবা অল্প ত্যাগস্বীকারে আমি এই অতুল সম্পত্তিলাভে সমর্থ হই নাই; পৃথিবীতে সহজে কেহ উন্নতি লাভ করিতে পারে না।" শ্রমিক সিন্দবাদ সকল কথা শুনিয়া সিন্দবাদের করচুম্বন করিয়া বলিল, "মহাশয়, আমি স্বীকার করিতেছি, আপনাকে এই অবস্থালাভের জন্য নানা প্রকার ভয়ঙ্কর বিপদে পড়িতে হইয়াছে, কিন্তু আপনি আল্লার অনুগ্রহে সকল বিপদের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া, পরম সুখে—সৌভাগ্যে কালযাপন করিতেছেন। আমি আমার জীবনে কখনও আপনার ন্যায় বিপদে পড়ি নাই এবং আপনার অতীত জীবনের কষ্টের সহিত আমার জীবনের তুলনা হইতেই পারে না। আপনি যাহা সহ্য করিয়াছেন, তাহার বিনিময়ে এই সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি ভোগ করিতে আপনার অধিকার আছে। আল্লা করুন, যেন আপনি সুস্থশরীরে দীর্ঘজীবী হইয়া এই প্রকার সুখভোগ করিতে পারেন।"

সিন্দবাদ শ্রমিক সিন্দবাদকে সে দিনও একশত মুদ্রা উপহার প্রদান করিয়া বলিলেন, "ভাই, আজ হইতে তুমি মুটেগিরি ত্যাগ কর, তোমাকে আমি বন্ধুরূপে গ্রহণ করিলাম, যত দিন আমরা বাঁচিব, উভয়ে একত্র বাস করিব।"

* * * * *

শাহারজাদী সিন্দবাদ নাবিকের সমুদ্রযাত্রার কাহিনী শেষ করিয়া, সুলতানকে বলিলেন, "জাঁহাপনা! আমি আপনার নিকট খালিফ হারুন-অল্-রসিদ বাদশাহের একটিমাত্র নৈশ-ভ্রমণকাহিনী বর্ণনা করিয়াছি, অনুমতি হইলে আরও একটি বলিতে পারি।"

শাহারজাদীর যৌবন-বিহারে—গন্ধমদিরার আবেশে সুলতানের মনে প্রভূত আনন্দ-সঞ্চার হইতেছিল, সুতরাং তিনি আনন্দে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। তখন শাহারজাদী হাসি হাসি মুখে আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন :—

এক দিন খালিফ হারুন-অল্-রসিদ তাঁহার প্রধান উজীর জাফরকে সায়ংকালে তাঁহার সহিত ভ্রমণে বহির্গত হইবার আদেশ প্রদান করিলেন ;—বলিলেন, "আমি নগরের বিভিন্ন অংশে ভ্রমণ করিয়া, আমার রাজ্যের বিচারকগণের সম্বন্ধে লোকের কিরূপ মতামত, তাহা সবিস্তারে জানিব। যদি কাহারও বিরুদ্ধে কোন প্রকার গুরুতর অভিযোগ শুনিতে পাই, তবে তাহার প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া সেই বিচারকের আসনে অপেক্ষাকৃত কর্ত্তব্যপরায়ণ ও কর্ম্মদক্ষ ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিব ; যদি কাহারও সুকার্য্যের প্রশংসা শুনিতে পাই, তাহা হইলে তাহাকে অপেক্ষাকৃত উন্নতপদে প্রতিষ্ঠিত করিব।"

নির্দ্দিষ্ট সময়ে খালিফ উজীর ও সর্দ্দার খোজা মসরুরের সহিত ছদ্মবেশে নগরভ্রমণে বাহির হইলেন। সেই রাত্রিতে খালিফ নগরের বিভিন্ন অংশে ভ্রমণ করিতে করিতে চন্দ্রালোকে এক স্থানে দেখিলেন, একটি দীর্ঘদেহ শুভ্রশ্মশ্রুবহুল বৃদ্ধ মস্তকের উপর স্তূপীকৃত জাল লইয়া এক দিকে ধাবিত হইয়াছে, তাহার হস্তে তালপত্রনির্ম্মিত একটি ঝোড়া ও একগাছি লাঠি। এই বৃদ্ধকে দেখিয়া খালিফ বলিলেন, "ইহাকে দেখিয়া অভাবগ্রস্ত লোক বলিয়াই বোধ হয়, ইহাকে ইহার অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করা যাক্।" খালিফের আদেশে উজীর সেই বৃদ্ধকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভাই, তোমার পরিচয় জানিতে আমাদের বড় আগ্রহ হইয়াছে।" বৃদ্ধটি সবিনয়ে উত্তর করিল, "মহাশয়, আমি মৎস্য-ব্যবসায়ী ; কিন্তু এই ব্যবসায়ে সকল লোকের মধ্যে আমি সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র। আজ মধ্যাহ্নকালে আমি মাছ ধরিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু এত রাত্রি পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়াও একটি মাছ পাই নাই। আমার গৃহে স্ত্রী ও পুত্র কন্যা আছে, আমি এক দিনও তাহাদের উদরপূর্ণ করিয়া আহার দিতে পারি না!"

সেই জেলের কথা শুনিয়া খালিফের মনে করুণার সঞ্চার হইল ; তিনি জেলেকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "নদীর ধারে ফিরিয়া গিয়া আর একবার জাল ফেলিয়া দেখ, জালে যাহা উঠিবে, তাহা লইয়াই আমরা তোমাকে এক শত টাকা দান করিব।" জেলে খালিফের কথা শুনিয়া মহা উৎসাহে টাইগ্রিস্ নদীর তীরে প্রত্যাগমন করিল। খালিফও উজীর এবং সর্দ্দার-খোজার সহিত তাহার অনুসরণ করিলেন। নদীতীরে উপস্থিত হইয়া জেলে মনে মনে বলিল, "হা আল্লা! ইঁহারা আমাকে যাহা দিতে চাহিলেন, তাহার শত ভাগের এক ভাগও যদি দেন, তাহা হইলেও আমার স্ত্রী-পুত্র দুই দিন পেট ভরিয়া আহার করিয়া প্রাণ বাঁচাইতে পারে।"

আশাতীত পুরস্কারের আশা

এই কথা বলিয়া, জেলে নদীতে জাল ফেলিয়া, তাহা টানিয়া তীরে তুলিলে দেখা গেল, জালে একটি সিন্দুক উঠিয়াছে ; সিন্দুকটি দৃঢ়রূপে বদ্ধ। খালিফের আদেশে উজীর জেলেকে এক শত টাকা তৎক্ষণাৎ প্রদান করিয়া তাহাকে সে স্থান হইতে বিদায় দান করিলেন। তাহার পর খোজা মসরুর সেই সিন্দুক ঘাড়ে লইয়া খালিফের আদেশে তাঁহার অনুসরণ করিল। তৎক্ষণাৎ প্রাসাদে প্রত্যাগমন করিয়া খালিফ সিন্দুকটি খুলাইলেন ; দেখিলেন, তাহার ভিতর তালপত্রের একটি প্রকাণ্ড ঝোড়া, ঝোড়ার মুখ লাল ফিতা দিয়া বাঁধা। ছুরি দিয়া সেই বন্ধন ছিন্ন করিয়া, খালিফ সেই ঝোড়ার ভিতর হইতে একটি

জলনিমজ্জিত সিন্দুকে সুন্দরীর মৃতদেহ

বড় বাণ্ডিল বাহির করিলেন; বাণ্ডিলটি একখানি পুরাতন কার্পেট দিয়া বাঁধা, তাহার চারিদিকে দড়ী জড়ান। দড়ী কাটিয়া, কার্পেটের আবরণ খুলিয়া, তাঁহারা সেই বাণ্ডিলের ভিতর যাহা দেখিতে পাইলেন, তাহাতে তাঁহাদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না;—দেখিলেন, তাহার মধ্যে একটি সুন্দরী যুবতীর মৃতদেহ খণ্ড খণ্ড করা রহিয়াছে! খালিফের বিস্ময় অবিলম্বে ক্রোধে পরিণত হইল; তিনি তাঁহার উজীরের প্রতি সকোপদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "রে কুক্কুর! তুই এই ভাবে আমার রাজ্যের দুর্ব্বৃত্তগণের গুপ্তকার্য্যাদির সন্ধান রাখিস্? হত্যাকারিগণ আমার রাজ্যে নির্ভয়ে আমার প্রজাগণকে বধ করিয়া, এই ভাবে টাইগ্রিস্ নদীর জলে নিক্ষেপ করে, মহা বিচারের দিন আল্লার নিকট আমি কি জবাব দিব? যদি তুই এই রমণীর সন্ধান করিতে না পারিস্, তাহা হইলে আমি তোর চল্লিশ জন আত্মীয়ের সহিত তোর প্রাণ বধ করিব। আমি তিন দিন মাত্র সময় প্রদান করিলাম, এই সময়ের মধ্যেই কার্য্যোদ্ধার করা চাই।"



জালে সিন্দুক

উজীর মহা চিন্তাকুলচিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন; মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "হায়! এবার আর আমার পরিত্রাণ নাই। এই প্রকাণ্ড বোগদাদ নগরে লক্ষ লক্ষ লোকের বাস, হত্যার বিন্দুমাত্র কারণ না জানিয়া এই সকল লোকের ভিতর হইতে কিরূপে আমি হত্যাকারীকে খুঁজিয়া বাহির করিব? কে জানে, হত্যাকারী এই রমণীর প্রাণবধ করিয়া কোন দূর-দেশান্তরে পলায়ন করে নাই? অন্য কোন লোক হইলে হয় ত কোন নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে দোষী সাজাইয়া, তাহাকে খালিফের নিকট দোষী প্রমাণ করিয়া, খালিফকে সন্তুষ্ট করিত, কিন্তু আমি তাহা পারিব না, ইহাতে যদি আমার প্রাণ যায়, তাহাতেও আক্ষেপ নাই।"

উজীরের আজ্ঞায় প্রহরিগণ নগরের প্রত্যেক অংশে তন্ন তন্ন করিয়া অপরাধীর অনুসন্ধান করিল, কিন্তু তাহাদের কোন চেষ্টাই সফল হইল না। তিন দিনের দুই দিন চলিয়া গেল; উজীর এই হত্যারহস্যের কোন তত্ত্বই আবিষ্কার করিতে পারিলেন না। ভয়ে ও দুশ্চিন্তায় তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, বুঝিলেন, আল্লা না বাঁচাইলে আর এ যাত্রা কিছুতেই তাঁহার রক্ষা নাই।

তৃতীয় দিনে খালিফের একজন কর্ম্মচারী উজীরের গৃহে উপস্থিত হইয়া, উজীরকে তাঁহার অনুসরণ করিতে বলিলেন। খালিফ উজীরকে তলব দিয়াছিলেন। উজীর কম্পিত-কলেবরে খালিফের নিকটে উপস্থিত হইলে খালিফ তাঁহাকে সেই হত্যাকারী সম্বন্ধে পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিলেন। উজীর অবনতমস্তকে বলিলেন, "জাঁহাপনা, এই হত্যাসম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত আমি কোন রহস্যই ভেদ করিতে পারি নাই; আমি বহু অনুসন্ধান করিয়াছি, কিন্তু কেহই কোন সন্ধান বলিতে পারিল না।" খালিফ চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিলেন, "রে নরাধম, আমি তোর কোন কৈফিয়ৎ শুনিতে চাই না, আমি আদেশ করিতেছি, ঘাতকগণ কল্যই তোর চল্লিশ জন আত্মীয়ের সহিত তোর প্রাণ বিনাশ করিবে। আমি ফাঁসীর হুকুম দিলাম।"

উজীরের ফাঁসীর আদেশ

মহাসমারোহে ফাঁসীর আয়োজন হইতে লাগিল। প্রধান উজীর ও তাঁহার আত্মীয়গণের ফাঁসী দেখিবার জন্য ঢোলসহরতে নগরবাসিগণকে আহ্বান করা হইল। উজীর তাঁহার আত্মীয়গণ সহ বধ্যভূমিতে নীত হইলেন। এতগুলি নিরপরাধ লোকের প্রাণদণ্ড হইতেছে দেখিয়া, নগরবাসিগণ একবাক্যে বিলাপ ও আক্ষেপ করিতে লাগিল, খালিফের সাম্রাজ্যের মধ্যে ইঁহাদের ন্যায় পরোপকারী, দাতা ও নিঃস্বার্থপর ব্যক্তি অধিক ছিলেন না।

ফাঁসীর সকলই প্রস্তুত, এমন সময় একটি সুন্দর যুবাপুরুষ সুসজ্জিতবেশে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তিনি উজীরের নিকট আসিয়া তাঁহার করচুম্বন করিয়া বলিলেন, "উজীর মহাশয়, আপনি বিনা দোষে দণ্ডভোগ করিতেছেন, আমি আপনার পরিবর্ত্তে ফাঁসী যাইব; কারণ, আমিই সেই রমণীর হত্যাকারী, আমিই এই অপরাধের জন্য দণ্ডলাভের যোগ্য।"

উজীর এই অপ্রত্যাশিতপূর্ব্ব সংবাদে উৎফুল্ল হইলেও যুবকের মুখ দেখিয়া, তাহাকে অপরাধী মনে করিতে পারিলেন না। যুবকের প্রতি ক্রোধের পরিবর্ত্তে তাঁহার মনে করুণার সঞ্চার হইল। তিনি যুবককে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে যাইবেন, এমন সময় একজন দীর্ঘাকৃতি প্রৌঢ়বয়স্ক ব্যক্তি সেই জনতা ভেদ করিয়া, উজীরের সমীপস্থ হইয়া বলিলেন, "মহাশয়, এই যুবক যাহা বলিতেছে, তাহা সত্য মনে করিবেন না, আমিই সেই রমণীকে হত্যা করিয়াছি, আমিই দণ্ডলাভের যোগ্য। নির্দ্দোষীকে অপরাধী ভাবিয়া দণ্ডদান করিবেন না।" যুবক বলিলেন, "মহাশয়, আমি যাহা বলিয়াছি, তাহাই সত্য, রমণীর আর কোন হত্যাকারী নাই, আমার প্রতি দণ্ডবিধান করিয়া আপনার কর্ত্তব্য সম্পাদন করুন।" দীর্ঘাকৃতি ব্যক্তি কহিলেন, "কেন বাপু, জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া এরূপ গর্হিত আচরণ করিতেছ? আমি পৃথিবীতে অনেক দিন আসিয়াছি, বহু সুখদুঃখ ভোগ করিয়াছি; সুতরাং জীবনে আমার স্পৃহা নাই, আমার জীবনের পরিবর্ত্তে তোমার জীবনরক্ষা হউক।"—উজীরকে বলিলেন, "মহাশয়, আপনি আমার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা করুন, আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছি।"

যুবক ও বৃদ্ধের ফাঁসী যাইবার আগ্রহ

তখন কে প্রকৃত অপরাধী, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া, উজীর তাঁহাদের দুজনকেই খালিফের সন্নিকটে উপস্থিত করিলেন। খালিফ তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের মধ্যে কে প্রকৃত হত্যাকারী, তাহা সত্য করিয়া বল।" উভয়েই আপনাকে হত্যাকারী বলিয়া স্বীকার করিলেন। তখন খালিফ উজীরকে বলিলেন, "উভয়কেই ফাঁসিকাষ্ঠে লটকাইয়া দাও, ইহাদের উভয়ের একজন হত্যাকারী হইলেও আর একজন মিথ্যা বলিয়া সুবিচারে বিঘ্ন ঘটাইতেছে, তাহারও প্রাণদণ্ড হউক।" —এ কথা শুনিয়া উজীর করযোড়ে বলিলেন, "জাঁহাপানা, এই উভয় ব্যক্তির মধ্যে যদি একজন হত্যাকারী হয়, তাহা হইলে সে অপরাধে অন্য ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের আদেশ সঙ্গত নহে।"

সুন্দরী-হত্যার আত্মপ্রকাশ

এই কথা শুনিয়া যুবক বলিলেন, "আল্লার দিব্য করিয়া বলিতেছি, আমি এই যুবতীর হত্যাকারী; আমি তাহাকে হত্যা করিয়া প্রথমে তাহার দেহ খণ্ড খণ্ড করি, তাহার পর তাহাকে টাইগ্রিসের জলে নিক্ষেপ করি, আজ চারিদিন হইল, এ ঘটনা ঘটিয়াছে। যদি আমার এ কথা সত্য না হয়, তাহা হইলে শেষ দিনের দিন আল্লা যেন আমাকে দয়া না করেন। আমি সত্য কথা বলিলাম, আমার প্রাণদণ্ডের আদেশ হউক।" এই কথা শুনিয়া প্রৌঢ় ব্যক্তি কোন উত্তর করিলেন না। ঈশ্বরের শপথ লইয়া এইরূপ দৃঢ়তার সহিত অপরাধ স্বীকার করায় খালিফ যুবকের দিকে চাহিয়া সকোপে বলিলেন, "রে নরাধম, তুই কি জন্য এইরূপ পৈশাচিক কার্য্য করিয়াছিস্, তাহা বল্, এখন কেনই বা দণ্ডভোগের জন্য অপরাধ স্বীকার করিতেছিস্?" যুবক সবিনয়ে বলিলেন, "হে মহাপরাক্রান্ত বাদশাহ, আমার কাহিনী শ্রবণ করুন, তাহা হইলেই সকল কথা বুঝিতে পারিবেন। আমার এই ইতিহাস-প্রকাশে মানবসমাজের উপকার হইতে পারে।" খালিফ তখন তাঁহাকে তাঁহার বক্তব্য বিষয় বলিবার জন্য আদেশ করিলেন। যুবক বলিতে লাগিলেন;—

* * * * *

যুবক ও তাহার প্রিয়তমা

জাঁহাপনা, যে যুবতীকে আমি হত্যা করিয়া টাইগ্রিসের জলে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম, সে আমার বিবাহিতা পত্নী, এবং ঐ ব্যক্তি, যিনি তাহাকে নিহত করিয়াছেন বলিয়া দণ্ডভোগ করিতে চাহিতেছেন, তিনি আমার স্ত্রীর পিতা এবং আমার পিতৃব্য। ইঁহার কন্যার দ্বাদশ বৎসর বয়সের সময় তাহার সহিত আমার বিবাহ হয়, তাহার পর একাদশ বৎসর অতীত হইয়াছে। এই যুবতীর গর্ভে আমার তিনটি পুত্র হইয়াছে, তাহারা সকলেই জীবিত আছে। আমার স্ত্রী কখনও আমার অসন্তোষের কোন কার্য্য করে নাই। সে ধর্ম্মশীলা ও বুদ্ধিমতী ছিল, আমাকে সুখী করিবার জন্য সে সর্ব্বদাই চেষ্টা করিত; আমিও তাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতাম এবং তাহার সকল প্রার্থনাই পূর্ণ করিতাম।

দুই মাস পূর্ব্বে তাহার পীড়া হয়, আরোগ্যের জন্য আমি কোন চেষ্টারই ত্রুটি করি নাই। এক মাস পরে সে অনেক সুস্থ হইয়া উঠে এবং স্নানাগারে স্নান করিতে যাইতে চাহে। যাইবার পূর্ব্বে সে আমাকে বলিল, "ভাই, আমার আপেল খাইবার বড় ইচ্ছা হইয়াছে, যদি আপেল সংগ্রহ করিতে পার, তাহা হইলে তাহা খাইয়া আমার অরুচি দূর হয়; অনেক দিন হইতে আমার আপেল খাইবার ইচ্ছা হইয়াছে।"—আমি আমার স্ত্রীর কথা শুনিয়া বলিলাম, "আমি সাধ্যানুসারে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিব।"

আপেলের আগ্রহ

আমি তৎক্ষণাৎ বাজারে চলিয়া গেলাম এবং বহুসংখ্যক ফলের দোকানে আপেলের সন্ধান করিতে লাগিলাম, কিন্তু এক টাকা পর্য্যন্ত দাম দিতে স্বীকার করিয়াও বাজারে একটিও আপেল মিলাইতে পারিলাম না। অনেকখানি পরিশ্রম অনর্থক বাজে খরচ হইল ভাবিয়া বিষণ্ণমনে বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। স্নানাগার হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমার স্ত্রী আপেলের বিরহে অস্থির হইয়া উঠিল, সমস্ত রাত্রি আর তাহার নিদ্রা হইল না। পরদিন প্রভাতে উঠিয়াই আমি সহর-সন্নিকটস্থ সমস্ত ফলের বাগানে আপেলের সন্ধানে ঘুরিলাম, কিন্তু সে দুর্লভ ফল কোথাও মিলাইতে পারিলাম না। অবশেষে এক বাগানের বৃদ্ধ মালী বলিল, "বালসোরায় খালিফের যে বাগান আছে, সেখানে ভিন্ন এখন আর কোথাও আপেল পাওয়া যাইবে না।"

যুবকের বিবরণ

বলিয়াছি, আমি আমার স্ত্রীকে প্রাণাধিক ভালবাসিতাম, আপেল না পাইয়া আমি মনে বড় কষ্ট পাইলাম, যেমন করিয়াই হউক, আপেল সংগ্রহ করিতে হইবে ভাবিয়া আমি বালসোরায় যাত্রা করিলাম। আমি সেখানে এরূপ দ্রুত গিয়াছিলাম যে, এক পক্ষের মধ্যেই গৃহে ফিরিয়া আসিতে পারিলাম। প্রত্যেকটির মূল্য এক এক টাকা দিয়া আমি তিনটি আপেল ক্রয় করিয়াছিলাম। বাগানে তিনটির অধিক আপেল ছিল না। আমি আপেল লইয়া গৃহে ফিরিলাম বটে, কিন্তু তখন দেখিলাম, আমার স্ত্রীর আপেলের লোভ দূর হইয়াছে, তাহার পীড়া আবার বাড়িয়া উঠিয়াছে। আমি তাহার রোগশান্তির কোন উপায় দেখিলাম না; আপেল তিনটি আমার স্ত্রীর শয্যাপ্রান্তে পড়িয়া রহিল।

কয়েক দিন পরে একদিন বাজারে দেখিলাম, একটি দীর্ঘাকৃতি কৃষ্ণবর্ণ দাস একটি আপেল লইয়া এক দোকানে প্রবেশ করিতেছে। আমি বালসোরা হইতে যে আপেল আনিয়াছিলাম, ইহা যে তাহারই একটি, তাহা তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিলাম; কারণ, আমি জানিতাম, বোগদাদে কিংবা তাহার নিকটবর্তী কোন স্থানে তখন আপেল মিলিবার সম্ভাবনা ছিল না। আমি সেই ক্রীতদাসের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভাই, এ আপেল তুমি কোথায় পাইলে?"—যুবক মৃদুহাস্যে উত্তর দিল, "ইহা আমি আমার উপপত্নীর নিকট উপহার পাইয়াছি। আমি আজ তাহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম;—দেখিলাম, তাহার বড় অসুখ। আমি তাহার শয্যাপ্রান্তে তিনটি আপেল দেখিয়াছিলাম। অসময়ে সে এমন আপেল কোথায় পাইল, এ কথা জিজ্ঞাসা করায় আমার উপপত্নী বলিল, তাহার স্বামী পনেরো দিনের পথ হইতে ইহা আনিয়া দিয়াছে। আমরা উভয়ে একত্র আহার করিয়া উঠিয়া আসিবার সময় এই আপেলটি লইয়া আসিয়াছি।"



সন্দেহ-ক্রমে প্রিয়তমা হত্যা

সেই দাসের মুখে এই কথা শুনিয়া আমি ক্রোধে দিগ্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইলাম, বাজারে আমার দোকান ছিল, তৎক্ষণাৎ দোকান বন্ধ করিয়া বাড়ী চলিয়া আসিলাম। আমার স্ত্রীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া আপেলের সন্ধান লইলাম;—দেখিলাম, শয্যাপ্রান্তে দুইটি আপেল পড়িয়া আছে। আর একটি আপেল কি হইল, জিজ্ঞাসা করায় আমার স্ত্রী সেই আপেল দুইটির দিকে চাহিয়া স্বাভাবিক স্বরে বলিল, "তাই ত, আর একটা দেখিতেছি না কেন, কোথায় গেল, তাহা বলিতে পারি না।"—আমার স্ত্রীর কথা শুনিয়াই তাহার প্রতি আমার সন্দেহ

দৃঢ়মূল হইল। বুঝিলাম, বাজারে দাসের মুখে যাহা শুনিয়াছি, তাহা সত্য। ক্রোধে আত্মসংবরণ করিতে পারিলাম না, আমার কটিদেশে তীক্ষ্ণধার ছুরি ছিল, তাহা সবেগে আমার স্ত্রীর বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ করিলাম; কিন্তু তাহাতেও আমার ক্রোধশান্তি হইল না, তাহার দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া একটি ঝোড়ার মধ্যে পূরিলাম, তাহার পর সেই ঝোড়ার মুখ লাল ফিতা দিয়া উত্তমরূপে বাঁধিয়া ঐ ঝোড়া পুরাতন কার্পেটে মুড়িয়া একটা সিন্দুকের ভিতর পূরিলাম এবং রাত্রিকালে সেই সিন্দুকটা কাঁধে লইয়া টাইগ্রিস্ নদীর জলে ফেলিয়া দিয়া আসিলাম।

যখন এই ঘটনা ঘটে, তখন আমার ছোট ছেলে দুটি ঘুমাইতেছিল—বড়টি বাড়ীতে ছিল না। আমি আমার স্ত্রীর দেহ নদীতে নিক্ষেপ করিয়া ফিরিয়া আসিলে দেখিলাম, আমার বড় ছেলেটি দ্বারে বসিয়া কাঁদিতেছে। আমি তাহাকে রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, "বাবা, আজ সকাল-বেলা আমি মাকে না বলিয়া; তাঁহার বিছানা হইতে একটা আপেল লইয়া রাস্তায় যাই, সেখানে তাহা লইয়া খেলা করিতেছিলাম, এমন সময় একটা কালো লোক আসিয়া আমার হাত হইতে তাহা কাড়িয়া লইয়া চলিয়া গেল, আমি তাহার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িয়া আপেলটি চাহিলাম; বলিলাম, 'এ আপেল আমার মায়ের, মা'র বড় ব্যারাম, বাবা মা'র জন্য পনেরো দিনের পথ হইতে বড় কষ্টে তিনটি আপেল আনিয়াছেন, ইহা তাহারই একটি, উহা আমাকে ফিরাইয়া দাও।' কিন্তু লোকটি আমার কথা শুনিল না, আমাকে মারিয়া কোন্ পথ দিয়া ছুটিয়া পলাইল, আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। আপেল হারাইয়াছি, মা হয় ত কত রাগ করিবেন।"—ছেলে আবার কাঁদিতে লাগিল।

গল্পের প্রবঞ্চনা।

ছেলের কথা শুনিয়া আমার চৈতন্যোদয় হইল;—বুঝিলাম, সেই নরাধম আমার পুত্রের নিকট হইতে যে কয়েকটি কথা সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহা হইতেই সে এমন একটি অসম্ভব গল্প রচনা করিয়া আমাকে প্রবঞ্চিত করিয়াছে। একটা অপরিচিত কৃষ্ণবর্ণ দাসের মুখে এমন একটা অবিশ্বাস্য কথা শুনিয়া আমি আমার চিরদিনের সুখদুঃখভাগিনী সাধ্বী পত্নীর বুকে ছুরি বিঁধাইয়া দিলাম! শোকে, দুঃখে, অনুতাপে আমি বুক ও মাথা চাপড়াইতে লাগিলাম। আমার পিতৃব্য তাঁহার কন্যাকে দেখিবার জন্য সে দিন আমার গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন, আমি তাঁহার নিকট কোন কথা গোপন করিলাম না, কিরূপে এবং কি জন্য তাঁহার কন্যাকে হত্যা করিয়াছি, তাহা খুলিয়া বলিলাম। সকল কথা শুনিয়া আমার পিতৃব্য বিন্দুমাত্র ক্রোধ প্রকাশ করিলেন না, কন্যার গুণরাজি স্মরণ করিয়া আকুলভাবে বিলাপ করিতে লাগিলেন। আমরা উভয়ে গৃহকোণে পড়িয়া তিন দিন কাঁদিলাম।

জাঁহাপনা, এখন বুঝিতে পারিয়াছেন, আমি কিরূপ পাপী, অনুতাপে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, এখন প্রাণদণ্ড করিয়া আমার কুকর্ম্মের প্রতিফল প্রদান করুন।

খালিফ যুবকের কথা শুনিয়া বিস্ময়সাগরে মগ্ন হইলেন। তিনি দেখিলেন, যুবক যেরূপ অনুতপ্ত হইয়াছে, তাহাতে দণ্ড অপেক্ষা সে মার্জ্জনারই অধিক উপযুক্ত। যুবকের প্রতি তাঁহার হৃদয়ে করুণাসঞ্চার হইল; তিনি বলিলেন, "এই যুবকের অপরাধ ঈশ্বরের নিকট মার্জ্জনীয়, মনুষ্যের নিকটও যুবক মার্জ্জনার পাত্র। সেই নরপিশাচ ক্রীতদাস যুবতীর প্রাণনাশের প্রকৃত কারণ; অতএব উজীর, তোমার প্রতি আদেশ প্রদান করিতেছি, তুমি তিন দিনের মধ্যে সেই দুরাচারকে আমার সম্মুখে উপস্থিত করিবে, নতুবা তোমার শিরশ্ছেদন হইবে।"

উজীরের নূতন বিপদ

হতভাগ্য উজীর আপনাকে নিরাপদ বলিয়া মনে করিতেছিলেন, আবার কোথা হইতে একটা প্রকাণ্ড আপদ্ আসিয়া জুটিল। যাহা হউক, তিনি খালিফের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া, অশ্রুরাশিতে ভাসিতে

ভাসিতে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন ; কারণ, তিনি বুঝিয়াছিলেন, বোগদাদ নগরের ন্যায় সুবিস্তীর্ণ নগরমধ্যে সহস্র সহস্র কৃষ্ণবর্ণ ক্রীতদাসের ভিতর হইতে অপরাধী যুবককে খুঁজিয়া বাহির করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। পরমেশ্বর যদি দয়া করেন, তাহা হইলেই প্রকৃত অপরাধীর সন্ধান হইতে পারে।

উজীরের অন্তিম বিদায়

খালিফ এবারও অপরাধীর সন্ধানের জন্য তিন দিন মাত্র সময় দিয়াছিলেন, বৃথা চিন্তায় ও নিষ্ফল চেষ্টায় দুই দিন কাটিয়া গেল ; তৃতীয় দিনে উজীর জাফর মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া, তাঁহার সম্পত্তির একখানি চরম দানপত্র প্রস্তুত করিলেন। তাহার পর কাজি ও কয়েক জন সাক্ষীকে ডাকাইয়া আনিলেন। তাঁহাদের সম্মুখে উইলে স্বাক্ষর করিয়া, তিনি তাঁহার পরিবারবর্গের নিকট অন্তিম বিদায় গ্রহণ করিলেন ; —গৃহে ক্রন্দনের রোল উঠিল। ইতি-মধ্যে এক জন রাজকর্ম্মচারী উজীরের নিকট আসিয়া জানাইল, খালিফ তাঁহার অকৃতকার্য্যতায় অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে তলব দিয়াছেন। উজীর রাজপ্রাসাদে যাইবার জন্য উদ্‌যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার পাঁচ ছয় বৎসরের একটি কন্যাকে ক্রোড়ে করিয়া ধাত্রী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল।



সাধ্বী-হন্তা দাসের সন্ধান

উজীর এই কন্যাটিকে বড় ভালবাসিতেন ; তিনি তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া সজলনয়নে তাহার মুখচুম্বন করিলেন। মুখচুম্বনকালে তিনি দেখিলেন, তাঁহার কন্যার বুকের কাছে তীব্রগন্ধযুক্ত কি একটা ফল রহিয়াছে ; কি ফল, জিজ্ঞাসা করায় বালিকা বলিল, "বাবা, ইহা একটি আপেল ; ইহার উপর খালিফের নাম লেখা আছে, আমাদের চাকর রোহান দুই টাকায় ইহা আমার কাছে বিক্রয় করিয়াছে।"

আপেল ও চাকর এই কথা দুইটি শুনিয়া, উজীর আনন্দে ও বিস্ময়ে লাফাইয়া উঠিলেন এবং তাঁহার কন্যার হস্ত হইতে আপেলটি গ্রহণ করিয়া, তাঁহার সেই ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, "হতভাগা, এ আপেল তুই কোথায় পাইলি ?" ভৃত্য বলিল, "হুজুর, আপনার দিব্য, আমি ইহা কোন স্থান হইতে চুরি করিয়া আনি নাই ; আজ কয়েক দিন হইল, আমি পথ দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলাম, কয়েকটি ছেলে-মেয়ে সেই পথে খেলা করিতেছে ; তাহাদের মধ্যে এক জনের হাতে একটি আপেল ; আমি তাহার হাত হইতে আপেলটি কাড়িয়া লইলাম ; ছেলেটি আমার নিকট তাহা চাহিয়া বলিল, 'এ আপেল তাহার নহে, তাহার

মা'র ; তাহার মাতা অত্যন্ত পীড়িত বলিয়া তাহার পিতা বহু দূর হইতে এইরূপ তিনটি আপেল সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে।' ছেলেটির কথা শুনিয়াও আমি তাহাকে আপেল প্রদান করিলাম না, বাড়ী লইয়া আসিলাম এবং আপনার কন্যার কাছে দুই টাকায় ইহা বিক্রয় করিলাম।"

জাফর বুঝিলেন, এই দুরাত্মাই একটি নিষ্কলঙ্কচরিত্রা সাধ্বীর প্রাণনাশের কারণ। তিনি তাঁহার সেই ক্রীতদাসকে সঙ্গে লইয়া খালিফের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে সকল কথা জ্ঞাত করিলেন।

খালিফ সকল কথা শুনিয়া ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন ; তাহার পর সক্রোধে বলিলেন, "যে দুরাচার মিথ্যাকথা বলিয়া এ ভাবে একটি ভদ্র পরিবারের সর্ব্বনাশ করিতে পারে, তাহার প্রাণদণ্ড হওয়াই উচিত।" উজীর বলিলেন, "জাঁহাপনা যাহা বলিতেছেন, তাহার উপর কোন কথাই চলিতে পারে না, সত্যই ইহার অপরাধ অমার্জ্জনীয়। কিন্তু আমি কায়রো নগরের উজীর নৌরেদ্দীন আলী ও বসোরার উজীর বদরেদ্দীন হাসেনের যে গল্প জানি, তাহা ইহা অপেক্ষাও বিস্ময়কর, জাঁহাপনার আদেশ হইলে আমি তাহা বলিতে পারি। জাঁহাপনা দেখিবেন, আমার ভৃত্য মার্জ্জনালাভের যোগ্য কি না।" খালিফ উজীরকে গল্প বলিবার আদেশ প্রদান করিলে, উজীর বলিতে লাগিলেন :—

* * * * *

নৌরেদ্দীন আলী ও বদরেদ্দীন হাসেন

জাঁহাপনা, পূর্ব্বকালে মিশর দেশে এক সুলতান ছিলেন, তিনি কেবল সুবিচারক ছিলেন না ; দয়া, সমদর্শিতা, পরোপকার প্রভৃতি রাজগুণেও তিনি অলঙ্কৃত ছিলেন। তাঁহার পরাক্রমে রাজগণ সর্ব্বদাই ভীত থাকিতেন। তাঁহার উজীর অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন, বিদ্যাতে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন, গুণের তিনি উপযুক্ত পুরস্কার দান করিতেন। উজীরের দুই পুত্র ;—পুত্র দুটি বড় রূপবান্, গুণেও তাঁহারা পিতার সমকক্ষ ছিলেন। উজীরপুত্রদ্বয়ের জ্যেষ্ঠটির নাম সামসোদ্দীন মহম্মদ, ছোটটির নাম নৌরেদ্দীন আলী।

উজীরের মৃত্যু হইলে সুলতান তাঁহার পুত্রদ্বয়কে ডাকিয়া অনেক সান্ত্বনাদান করিলেন, তাহার পর তাঁহাদিগের দুই ভ্রাতাকেই অমাত্যপদে নিযুক্ত করিলেন। উভয়েই সুলতানের উজীরপদে নিযুক্ত হইয়া, তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া, পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদনের জন্য বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন এবং সকল কার্য্য শেষ হইলে মাসান্তে তাঁহারা রাজসভায় উপস্থিত হইয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন।

উজীর-ভ্রাতৃদ্বয়ের বিরোধ-রহস্য

সুলতান যখন মৃগয়ায় বাহির হইতেন, তখন দুই ভ্রাতার এক জন সুলতানের সহিত থাকিতেন। এক দিন স্থির হইল, সুলতানের সহিত বড় ভাই সামসোদ্দীন মৃগয়ায় গমন করিবেন। যে দিন যাইবার কথা, তাহার পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে দুই ভ্রাতা নানা বিষয়ে আলাপ করিতেছিলেন ; কথাপ্রসঙ্গে সামসোদ্দীন মহম্মদ তাঁহার সহোদরকে বলিলেন, "ভাই, আমরা এখনও বিবাহ করি নাই, বেশ সুখে আছি, শান্তিরও অভাব নাই। আমার মনে কিন্তু একটা চিন্তার উদয় হইয়াছে, যদি বিবাহ করিতে হয়, তাহা হইলে আমরা যেন এক দিনে কোন সম্ভ্রান্ত ঘরের দুইটি সহোদরা ভগিনীকে বিবাহ করি। তুমি এ বিষয়ে কি বল?" —নৌরেদ্দীন বলিলেন, "দাদা, আপনি অতি উত্তম প্রস্তাব করিয়াছেন, এ বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ সম্মতি আছে, আপনি যাহা বলিবেন, আমি তাহাতে সম্মত আছি।" সামসোদ্দীন বলিলেন, "আমার ইচ্ছা এখানেই শেষ হয় নাই, আমার আরও কিছু কামনা আছে, যদি তোমার ও আমার এক দিনে একটি পুত্র ও একটি কন্যা-সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তাহা হইলে আমরা তাহাদিগের পরস্পরের সহিত বিবাহ দিয়া,

"সুখের মাত্রা আরও বৃদ্ধি করিতে পারি।" ছোট ভাই বলিলেন, "উত্তর প্রস্তাব, তাহাই হইবে, কিন্তু আপনি কি মনে করেন, আমার পুত্র আপনার কন্যাকে বিবাহ করিয়া, আপনার কন্যাকে কোন সম্পত্তির অধিকারিণী করিবে?" সামসোদ্দীন বলিলেন, "বিবাহের চুক্তিপত্র লেখা-পড়া করিবার সময় তুমি আমার কন্যাকে তিন হাজার টাকা, তিনখানি জমীদারী ও তিনটি দাসী দিবে।" নোরেদ্দীন বলিলেন, "এ প্রস্তাবে আমি সম্মত হইতে পারি না। ছেলে মেয়ে অপেক্ষা অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ, মেয়ের জন্য কিছু অর্থ দান করা আপনারই উচিত, কিন্তু আপনি তাহা না করিয়া, অন্যের সম্পত্তি হস্তগত করিবার চেষ্টায় আছেন। এরূপ ব্যবহার বড় অন্যায়।"

নিজ বিবাহের পূর্ব্বেই পুত্রকন্যার বিবাহ-সমস্যা

নোরেদ্দীন কথাটি বাস্তবিকই রহস্যভাবে বলিয়াছিলেন; কিন্তু সে দিন তাঁহার দাদার মেজাজ ভাল ছিল না, তিনি নোরেদ্দীনের কথায় বড় বিরক্ত হইলেন; সক্রোধে বলিলেন, "তোমার পুত্র হতভাগা হইবে, তুমি আমার কন্যা অপেক্ষা তোমার পুত্রকে শ্রেষ্ঠ বল? তুমি মনে করিয়াছ, আমরা উভয়েই সমান। তুমি আমার যে অপমান করিয়াছ, তাহাতে তুমি আমার কন্যাকে তোমার সর্ব্বস্ব দান করিলেও তোমার পুত্রের সহিত তাহার বিবাহ দিব না।" অদ্ভুত কলহ! উভয় ভ্রাতার বিবাহই হয় নাই, অথচ স্ব স্ব পুত্র-কন্যার বিবাহ লইয়া উভয়ে মহাবিবাদে প্রবৃত্ত! সামসোদ্দীনের ক্রোধ কিছুতেই শান্ত হইল না; তিনি বলিলেন, "কাল প্রভাতে যদি সুলতানের সহিত আমাকে মৃগয়ায় যাইতে না হইত, তাহা হইলে আমি তোমার দাম্ভিকতার উপযুক্ত প্রতিফল প্রদান করিতাম। আমি মৃগয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়া, এই অপমানের প্রতিশোধ প্রদান করিব, তুমি কি বিবেচনা কর, আমি অন্যের সম্পত্তি হস্তগত করিবার চেষ্টায় আছি?" তদনন্তর উভয়ে প্রস্থান করিলেন।

সামসোদ্দীন পরদিন প্রত্যূষে উঠিয়া রাজপ্রাসাদে গমন করিলেন এবং সুলতানের সহিত কায়রো নগরাভিমুখে মৃগয়াযাত্রা করিলেন। নোরেদ্দীনের সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইল না, তিনি ভ্রাতার ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত ও দুঃখিত হইয়াছিলেন; তিনি স্থির করিলেন, গৃহ পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। অনন্তর এক দিন ধনরত্ন ও কিছু খাদ্যসামগ্রী একটি অশ্বতরের পৃষ্ঠে স্থাপন করিয়া তিনি গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন; গৃহস্থ দাসদাসীগণকে বলিলেন, "আমি স্থানান্তরে যাইতেছি, সেখানে একাকী যাওয়া দরকার, তাই কাহাকেও সঙ্গে লইলাম না। আমার তিন চারি দিন বিলম্ব হইবে।"

কল্পিত মনোমালিন্যে দেশান্তরিত

বহু পথ অতিক্রম করিয়া নোরেদ্দীন আরবের মরুপথে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু সহসা তাঁহার অশ্বতর খোঁড়া হইয়া গেল, সুতরাং তাঁহাকে পদব্রজেই চলিতে হইল। নোরেদ্দীন পথে চলিতে চলিতে দেখিলেন, এক জন অশ্বারোহী সেই পথে বাসোরায় যাইতেছে; অশ্বারোহী তাঁহার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া, তাঁহাকে স্বীয় অশ্বপৃষ্ঠে লইয়া চলিলেন। বাসোরায় উপস্থিত হইয়া, নোরেদ্দীন অশ্বারোহীকে ধন্যবাদ দিয়া, অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন এবং নগরমধ্যে বাসা খুঁজিতে লাগিলেন। কিছু দূরে এক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে দেখিতে পাইয়া, অন্যান্য লোকের ন্যায় তিনি পথের এক প্রান্তে সরিয়া দাঁড়াইলেন। সম্ভ্রান্ত মহাশয় বিশেষ সমারোহে দলবল লইয়া রাজপথ অতিক্রম করিতেছিলেন। এই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিটি সামান্য লোক নহেন, তিনি বাসোরার সুলতানের উজীর। তিনি শান্তিরক্ষার জন্য রাজ্য দেখিতে আসিয়াছেন।

উজীর মহাশয় ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেছেন, সহসা নোরেদ্দীনের সুগৌর সুন্দর মুখের উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। উজীর তাঁহার পরিচ্ছদ দৃষ্টে বিদেশী বুঝিতে পারিয়া, পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। নোরেদ্দীন

আলী সবিনয়ে বলিলেন, "আমি মিশর হইতে আসিতেছি, কায়রো নগরে আমার জন্ম। আমার এক জন আত্মীয়ের সহিত আমার বিবাদ হইয়াছে, সেই জন্য আমি পৃথিবীভ্রমণে বাহির হইয়াছি, জীবনে আর গৃহে ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা নাই।"

উজীর বলিলেন, "বৎস, পৃথিবী বড় দুঃখময় স্থান। তুমি যে সঙ্কল্প করিয়াছ, তাহা পরিত্যাগ কর, তাহাতে আরও অধিক দুঃখ পাইবে। আমার সঙ্গে এসো, তোমার মনোব্যথা যাহাতে দূর হয়, আমি তাহার চেষ্টা করিব।"

সুন্দরী পত্নীর প্রেম উপভোগের সুযোগ

নৌরেদ্দীন বৃদ্ধ উজীরের অনুসরণ করিলেন, শীঘ্রই পরস্পরের পরিচয় পাইলেন এবং উভয়ে উভয়ের প্রতি অনুরক্ত হইয়া উঠিলেন। এক দিন উজীর নৌরেদ্দীন আলীকে গোপনে বলিলেন, "দেখ বৎস, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আর অধিক দিন যে বাঁচিব, সে সম্ভাবনা নাই। আমার একটি পরম রূপবতী সুশীলা কন্যা আছে, তাহার বিবাহের বয়স হইয়াছে ; আমার কন্যা সর্ব্বপ্রকারে তোমারই উপযুক্ত। আমাদের রাজসভার অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহাদের পুত্রের সহিত আমার কন্যার বিবাহের জন্য উৎসুক আছেন, কিন্তু আমি কাহারও প্রস্তাবে সম্মতি দান করি নাই। আমি তোমাকে পুত্রবৎ স্নেহ করি, বংশগৌরবেও তুমি আমার অপেক্ষা হীন নহ। আমি সুলতানের নিকট তোমাকে পরিচিত করিয়া দিব। আমি বৃদ্ধবয়সে শান্তিলাভের ইচ্ছা করিয়াছি ; আমি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলে, তুমিই যাহাতে আমার পদে নিযুক্ত হইতে পার, তাহারও ব্যবস্থা করিব।"

উজীরের কথা শুনিয়া নৌরেদ্দীন আলী আনন্দ ও কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। উজীর তখন সুলতানের অমাত্য ও তাঁহার বন্ধুগণকে আহ্বান করিয়া, বিবাহের আয়োজন করিতে আদেশ করিলেন। রাজ্যের প্রধান প্রধান লোক উৎসবে নিমন্ত্রিত হইলেন। রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ উৎসবস্থলে সমাগত হইলে, উজীর তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মহাশয়গণ, আমি আপনাদিগের নিকট একটি কথা এত দিন গোপন রাখিয়াছিলাম, আজ প্রকাশ করিতেছি। আমার একটি ভ্রাতা আছেন, তিনি মিশরের সুলতানের উজীর, সেই উজীরের একটি পুত্রকে তিনি আমার নিকট পাঠাইয়াছেন, তাঁহার সহিত আমার কন্যার বিবাহ দিয়া, আমাদের উভয় পরিবারের একত্র সম্পাদন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। আমার এই ভ্রাতুষ্পুত্র এখানে আসিবামাত্র আমি তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছিলাম, এখন তিনি আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করিবেন। আজ আমি বিবাহের দিন স্থির করিয়াছি ; আপনাদের নিকট আমার প্রার্থনা, আপনারা বিবাহসভায় উপস্থিত থাকিয়া এই বিবাহ সম্পন্ন করাইবেন।" সকলে এই প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলেন। যথাকালে কাজী আসিয়া, নৌরেদ্দীনের সহিত উজীরকন্যার বিবাহ সম্পাদন করিলেন।

বিবাহ-উৎসবে সম্মতি-লাভ

বিবাহের পর নৌরেদ্দীন স্নানাদি শেষ করিয়া, অতি উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া, তাঁহার শ্বশুরের নিকট উপস্থিত হইলেন। উজীর তাঁহার জামাতাকে নিকটে বসাইয়া সস্নেহে বলিলেন, "বৎস, তুমি কে এবং কি কার্য্যে নিযুক্ত ছিলে, তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছ, তোমার ভ্রাতার সহিত বিবাদই যে তোমার দেশত্যাগের কারণ, তাহাও বলিয়াছ ; কি লইয়া বিবাদ, তাহা আমি এত দিন জানিতে পারি নাই, সেই বিবাদের কারণ জানিবার জন্য আমার ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে, তুমি এখন আমার নিকট সকল কথা খুলিয়া বলিতে পার ; কারণ, আমি তোমার একমাত্র হিতৈষী আত্মীয়, আমার নিকট তোমার কোন কথা গোপন করা উচিত হইবে না।"

নৌরেদ্দীন আলী উজীরের নিকট তাঁহার সহোদরের সহিত বিবাদের সকল কারণ খুলিয়া বলিলেন। সকল কথা শুনিয়া উজীর হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন; তাহার পর বলিলেন, "আমি তোমার কাছে বড়ই অদ্ভুত কথা শুনিলাম। কাল্পনিক বিবাহ লইয়া যে এমন বিবাদ হইতে পারে, এ কথা আর কখনও শুনি নাই। এমন তুচ্ছ বিষয় লইয়া তোমাদের দুই সহোদরের মধ্যে বিবাদ হইয়াছে শুনিয়া, আমি আন্তরিক বড়ই দুঃখিত হইলাম। আমার বোধ হয়, তুমি যে কথা কৌতুক করিয়া বলিয়াছিলে, তাহা সত্য মনে করিয়াই তোমার সহোদর তোমার প্রতি অত্যধিক ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। যাহা হউক, তোমাদের এ বিবাদ আমার পক্ষে অনুকূলই হইয়াছে, এই বিবাদের ফলেই আমি তোমার ন্যায় রূপবান্ ও গুণবান্ যুবককে জামাতারূপে লাভ করিয়াছি। যাহা হউক, রাত্রি ক্রমে অধিক হইতেছে, তুমি এখন শয়নকক্ষে যাও, বিশ্রাম কর গে; আমার কন্যা তোমার প্রতীক্ষা করিতেছে। আমি কাল সকালে তোমাকে সুলতানের সহিত পরিচিত করিয়া দিব, তোমার যাহাতে চাকরীর সুবিধা হয়, সে চেষ্টাও করা যাইবে।"

নিয়তির বিধানে একই দিনে ভ্রাতৃদ্বয়ের বিবাহ

নৌরেদ্দীন আলী তাঁহার নববিবাহিতা পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে শয়নকক্ষে চলিলেন। আশ্চর্য্যের কথা এই যে, যে দিন উজীরকন্যার সহিত নৌরেদ্দীন আলীর বিবাহ হইল, ঠিক সেই দিনেই কায়রোতে সামসোদ্দীন মহম্মদের বিবাহ হইল।

নৌরেদ্দীন আলী কায়রো পরিত্যাগ করিবার একমাস পরে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সামসোদ্দীন মহম্মদ সুলতানের সহিত মৃগয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নৌরেদ্দীন আলীর সহিত সাক্ষাতের জন্য তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিলেন; কিন্তু দেখিলেন, ভ্রাতার কক্ষ শূন্য; ভৃত্যগণের মুখে শুনিলেন, তিনি চারিদিনের মধ্যে ফিরিবার সম্ভাবনা জানাইয়া কায়রো ত্যাগ করিয়াছেন, কোথায় গিয়াছেন, কেহই জানে না। সামসোদ্দীন এই কথা শুনিয়া বড় দুঃখিত ও অনুতপ্ত হইলেন; তাঁহার কঠিন কথা শুনিয়াই যে তাঁহার ভ্রাতা গৃহত্যাগ করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে আর তাঁহার বিলম্ব হইল না। তিনি ভ্রাতার সন্ধানের জন্য একজন অশ্বারোহীকে অনুরোধ করিলেন, এই অশ্বরোহী ডামস্কস্ যাইতেছিল। অশ্বারোহী কোন সন্ধান পাইলেন না, নৌরেদ্দীন তখন বাসোরায় বিরাজমান।

সামসোদ্দীন ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভ্রাতার অনুসন্ধানের জন্য লোক প্রেরণের সংকল্প করিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার বিবাহের সম্বন্ধ উপস্থিত হইল। কায়রো নগরের কোন মহা ধনবান্ ব্যক্তির একটি পরম রূপবতী কন্যা ছিল, সামসোদ্দীন সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে দিন বাসোরায় উজীরকন্যার সহিত নৌরেদ্দীন আলীর বিবাহ হইল, ঠিক সেই দিনই সামসোদ্দীন কায়রো নগরে লক্ষপতির কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন।

একই দিনে উভয় ভ্রাতার সন্তান-লাভ

কিন্তু এইখানেই শেষ নহে। উভয় ভ্রাতাই সুন্দরী যুবতী পত্নী লাভ করিয়াছিলেন। পুষ্পবাসর রজনীতে উভয় ভ্রাতাই যুবতী পত্নীকে সম্ভাষণ করায় একই দিনে উভয়ের পত্নীই গর্ভে সন্তানধারণ করিলেন। বিধিলিপি! নয় মাস পরে যে দিন সামসোদ্দীন মহম্মদের পত্নী কায়রো নগরে এক কন্যা-সন্তান প্রসব করিলেন, ঠিক সেই দিনই নৌরেদ্দীন আলীর বাসোরা নগরে একটি রূপবান্ পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। বৃদ্ধ উজীর তাঁহার দৌহিত্রের জন্মে আনন্দোৎফুল্ল হইয়া, নগরবাসিগণকে মিষ্টান্ন ও অন্যান্য উপহার বিতরণ করিতে লাগিলেন, এবং নৌরেদ্দীনকে লইয়া সুলতানের সমীপে উপস্থিত করিলেন। উজীর তাঁহার কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলে নৌরেদ্দীন আলী যাহাতে সেই পদে নিযুক্ত হইতে পারেন, উজীর তাহারও বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে উজীরের চেষ্টা সফল হইল। নৌরেদ্দীনকে রাজা তাঁহার উজীরপদে নিযুক্ত করিয়া, বৃদ্ধ উজীরকে রাজকার্য্য হইতে বিদায় দান করিলেন। নৌরেদ্দীন বিশেষ যোগ্যতার সহিত তাঁহার কর্ত্তব্যপালন করিতে লাগিলেন। নৌরেদ্দীন আলীর সহিত উজীর-কন্যার বিবাহের চারি বৎসর পরে উজীরের মৃত্যু হইল। কন্যা-জামাতাকে সুখী দেখিয়া তিনি নিরুদ্বেগে পরলোকযাত্রা করিলেন।

নৌরেদ্দীনের পুত্র বদরেদ্দীন সপ্তম বৎসরে পদার্পণ করিলে, তাহার সুশিক্ষার জন্য নৌরেদ্দীন অতি সুপণ্ডিত মৌলবী নিযুক্ত করিলেন। বালক অল্পদিনের মধ্যে কোরাণ কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিল। অল্পদিনের মধ্যেই সে এমন সুপণ্ডিত হইয়া উঠিল যে, দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে আর শিক্ষকের আবশ্যক হইল না। বদরেদ্দীনের চেহারা এমন সুন্দর ছিল যে, যে তাহাকে দেখিত, সেই মুগ্ধ হইত; তাহার সুমধুর স্বভাবের গুণে সকলেই তাহাকে অন্তরের সহিত যৎপরোনাস্তি স্নেহ করিত।

সুখ কি চিরস্থায়ী ?

বিংশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া উঠিলে, নৌরেদ্দীন একদিন তাঁহার পুত্র বদরেদ্দীনকে সুলতানের নিকট উপস্থিত করিলেন। সুলতান উজীরপুত্রের রূপ ও গুণে মুগ্ধ হইয়া, তাহাকে একটি উচ্চ রাজকর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। নৌরেদ্দীনের সুখের আর সীমা রহিল না।

কিন্তু আল্লা চিরকাল মানুষের অদৃষ্টে সমান সুখ দান করেন নাই। কিছুদিনের মধ্যেই নৌরেদ্দীন কঠিন রোগে আক্রান্ত হইলেন, তাঁহার জীবনের আর কোন আশা রহিল না। তখন তিনি বদরেদ্দীনকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "বৎস, এ পৃথিবীতে কিছুই চিরস্থায়ী নহে, আমি বুঝিতেছি, অতি অল্পকালের মধ্যেই আমাকে ইহলোক পরিত্যাগ করিতে হইবে। আমি এ সময় তোমাকে কয়েকটি উপদেশ প্রদান করিব, তদনুসারে চলিলে তোমার উপকার হইবে। প্রথমতঃ তুমি তোমার পূর্ব্বপুরুষগণের কোন পরিচয়ই অবগত নহ, আমি তোমাকে আমার বংশের পরিচয় প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর।

"আমি মিশর দেশে জন্মগ্রহণ করি। আমার পিতা সেই দেশের সুলতানের উজীর ছিলেন। তোমার জ্যেঠা—আমার দাদা ও আমি উভয়ে আমাদের পিতার মৃত্যুর পর সেই সুলতানের উজীরী লাভ করি। তোমার জ্যেঠার নাম সামসোদ্দীন মহম্মদ, আমি বহুদিন তাঁহার কোন সংবাদ পাই নাই। আমার বিশ্বাস, তিনি এখনও জীবিত আছেন। তাঁহার সহিত মনোমালিন্য হওয়ায় আমি সেই রাজ্য ত্যাগ করিয়া এখানে আসি, এখানে আসিয়া আমি তোমার মাতাকে বিবাহ করি এবং রাজ্যের উচ্চপদ লাভ করি। অন্যান্য বিশেষ

লেফাফার ভিতর জীবনরহস্য

বিবরণ তুমি এই লেফাফার ভিতর রক্ষিত কাগজ পাঠে জানিতে পারিবে। তুমি অবসরকালে এই কাগজখানি পাঠ করিবে, আমি স্বহস্তে ইহা লিখিয়াছি। যে সকল কথা ইহাতে লিখিত আছে, তাহার মধ্যে তুমি দেখিবে, ইহাতে আমার বিবাহের ও তোমার জন্মের তারিখ লিখিত আছে। এই উভয় তারিখ জানা তোমার ভবিষ্যতে আবশ্যক হইবে; সুতরাং তুমি এই কাগজপত্র সযত্নে রক্ষা করিবে।" বদরেদ্দীন অশ্রুপূর্ণ লোচনে পিতার হস্ত হইতে লেফাফাখানি গ্রহণ করিলেন, এবং পিতৃসমীপে প্রতিজ্ঞা করিলেন, এই সকল কাগজপত্র তিনি চিরজীবন সযত্নে রক্ষা করিবেন, কখন ভ্রমেও উহা হস্তান্তর করিবেন না।

প্রগলভতা বর্জ্জনীয়

নৌরেদ্দীন আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন, "যতক্ষণ আমার জীবন আছে, তোমার কল্যাণজনক কয়েকটি কথা বলিয়া যাই, তুমি মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর। তুমি সর্ব্বদা এই উপদেশ স্মরণ রাখিবে যে, কাহারও সহিত প্রগলভভাবে আলাপ করা উচিত নহে, যাহারা প্রগলভতা-দোষশূন্য, তাহাদের জীবন অনেক পরিমাণে নিরাপদ; অতএব কাহারও সহিত অতিরিক্ত বাক্যালাপ করিবে না।

নীতি-উপদেশ বর্ষণ

"আমার দ্বিতীয় উপদেশ এই যে, কাহারও প্রতি অত্যাচার করিবে না, যদি অত্যাচার কর, তাহা হইলে তোমার বহু শত্রুর সৃষ্টি হইবে। মনুষ্যহৃদয় জয় করিতে হইলে দয়া, সহৃদয়তা, পরের দোষ উপেক্ষা প্রভৃতি সদ্‌গুণের আবশ্যক। শত্রুতা দ্বারা মনুষ্যহৃদয় জয় করা যায় না, উৎপীড়ন করিলে কাহাকেও বন্ধুরূপে লাভ করা যায় না, অতএব অত্যাচার ও উৎপীড়ন হইতে সর্ব্বদা দূরে রহিবে।

"আমার তৃতীয় উপদেশ, ক্রোধের সময় তুমি যে সকল কথা বলিবে, তদনুসারে কখনও কাজ করিবে না। একটি প্রবাদ আছে, বোবার শত্রু নাই। এই উপদেশটি অল্প মূল্যবান্ নহে ; কোন বিষয়ে নিরুত্তর থাকিলে আমাদিগকে পশ্চাত্তাপ করিতে হয় না, কিন্তু কথা বলিয়া অনেক সময়ই অনুতাপ জন্মে।

"আমার চতুর্থ উপদেশ, কখনও মদ্যপান করিবে না। মদ্যপান সকল সর্ব্বনাশের মূল।

"পঞ্চম উপদেশ, কখন অমিতব্যয়ী হইবে না, যদি পরিমিত ব্যয় কর, তাহা হইলে তোমাকে কখনও অর্থাভাবে কষ্টভোগ পাইতে হইবে না। কিন্তু তাই বলিয়া কৃপণতা করিয়া যে যথাসর্ব্বস্ব সঞ্চয় করিবে, কোন প্রকার সদ্ব্যয় করিবে না, তাহা আমি বলিতেছি না। যদি তোমার আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছলও না থাকে, তথাপি যে সকল বিষয়ে অর্থব্যয় কর্ত্তব্য, তাহাতে ব্যয় করিবে। অর্থের সুব্যবহার করিলে প্রকৃত সুহৃদ্ অনেক পাইবে, কিন্তু যদি অপব্যবহার কর, তাহা হইলে অনেক অপদার্থ লোক তোমার তোষামোদে প্রবৃত্ত হইলেও সদ্‌গুণশালী ভদ্রলোক তোমাকে ঘৃণা করিবেন। সাধুলোকের নিকট যাহাতে ঘৃণাভাজন হইতে হয়, এরূপ কার্য্য করিবে না।"

নৌরেদ্দীন আলী তাঁহার অন্তিম সময় পর্য্যন্ত পুত্রকে হিতোপদেশ প্রদান করিলেন। নৌরেদ্দীন প্রাণত্যাগ করিলে, বদরেদ্দীন অত্যন্ত শোকাকুল হইলেন। তিনি এরূপ অধীর হইলেন যে, অনেক দিন পর্য্যন্ত কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না, এমন কি, রাজসভায় পর্য্যন্ত উপস্থিত হইলেন না। তিনি রাজকার্য্যে এই ভাবে উপেক্ষা করিলে, সুলতান তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া নূতন উজীরকে আদেশ করিলেন, 'মৃত উজীর নৌরেদ্দীন আলীর স্থাবরাস্থাবর যে কিছু সম্পত্তি আছে, সমস্ত সরকারে বাজেয়াপ্ত কর। মৃত উজীরের পুত্র তাহা কোন অংশ পাইবে না।'—সুলতান বদরেদ্দীনকে গ্রেপ্তার করিয়া কারারুদ্ধ করিবার আদেশও প্রদান করিলেন।

ছদ্মবেশে সমাধিমন্দিরে

বদরেদ্দীনের এক জন বিশ্বস্ত ভৃত্য সুলতানের আদেশের সংবাদ পাইয়া, অবিলম্বে তাহার প্রভুর নিকট উপস্থিত হইল এবং সকল কথা প্রকাশ করিয়া পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিবার জন্য অনুরোধ করিল। বদরেদ্দীন কারারুদ্ধ হইবার আশঙ্কায় গৃহত্যাগ করিয়া ছদ্মবেশে পলায়ন করিলেন। তিনি প্রথমে তাঁহার পিতার সমাধিমন্দিরে উপস্থিত হইয়া, সে রাত্রি সেইখানেই গোপনে বাস করিবার সঙ্কল্প করিলেন। নৌরেদ্দীন এই সমাধিগৃহ তাঁহার জীবিতাবস্থায় নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

বদরেদ্দীন পথে একজন ইহুদী সদাগরের সাক্ষাৎ পাইলেন। এই সদাগরটির প্রচুর অর্থ, তিনি বিষয়-কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গিয়াছিলেন, সেই সময়ে নগরে ফিরিয়া আসিতেছিলেন। ইহুদী ধনপতির নাম আইজাক। আইজাক বদরেদ্দীনকে চিনিতেন এবং তাঁহাকে দেখিবামাত্র সসম্মানে অভিবাদন করিলেন ; কিন্তু বদরেদ্দীন হাসানকে অত্যন্ত চিন্তাকুল দেখিয়া, সদাগরের মনে বড় বিস্ময়ের সঞ্চার হইল। তিনি বদরেদ্দীনকে চিন্তার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বদরেদ্দীন বলিলেন, 'নিদ্রিতাবস্থায় পিতাকে স্বপ্নে দেখিয়াছি, অতি দুঃস্বপ্ন! তাই তাঁহার সমাধিমন্দিরে প্রার্থনা করিতে গিয়াছিলাম।' ইহুদী সদাগর তখনও বদরেদ্দীনের মনস্তাপের প্রকৃত কারণ জানিতে পারেন নাই। তিনি বলিলেন, "মহানুভব, আপনার পিতার

ইহুদীসদাগরের অযাচিত করুণা

কয়েকখানি পণ্যদ্রব্য-পূর্ণ জাহাজ আসিতেছে। সেই সকল জাহাজ এখনও সমুদ্রে রহিয়াছে। আপনি যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক সেই সকল পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করেন, তাহা হইলে আমি নগদ মূল্যে সমস্ত ক্রয় করিয়া লইতে পারি। আপনার নিকট স্বীকার করিতেছি, আপনার যে সকল জাহাজ বন্দরে উপস্থিত হইবে, তাহার জন্য আমি আপনাকে সহস্র মুদ্রা অগ্রিম প্রদান করিব। টাকা আমার সঙ্গেই আছে, কেবল আপনার অনুমতির অপেক্ষা।"

সর্ব্বস্বান্ত হইয়া বদরেদ্দীন বিদেশে পলায়ন করিতেছিলেন, সুতরাং এ সময়ে সহসা এমন একটা লাভের সম্ভাবনা তাঁহার নিকট ঈশ্বরপ্রেরিত অনুগ্রহের ন্যায় বোধ হইল। তিনি ইহুদীর কথায় সম্মত হইলে, ইহুদী তাঁহাকে সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়া, তাঁহার জাহাজের দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া লইল। বদরেদ্দীন ইহুদীর অনুরোধে তাহাকে তাঁহার জাহাজ বিক্রয়ের একখানি কবলা প্রদান করিলেন, ইহুদীও একখানা রসিদ লিখিয়া তাঁহাকে প্রদান করিল। অনন্তর বদরেদ্দীন পিতার সমাধিস্থলে উপস্থিত হইলেন এবং পিতার সমাধিবেদীর উপর পড়িয়া নিজের দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করিয়া, বহু বিলাপ-পরিতাপ করিতে লাগিলেন। তাহার পর রাত্রি অধিক হইলে, সেই স্থানেই নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

সেই সমাধিমন্দিরে একটি দৈত্য বাস করিত, সে নৈশভ্রমণের জন্য সমাধিগর্ভ হইতে বাহির হইয়াই দেখিল, একটি রূপবান্ যুবক সেখানে নিদ্রামগ্ন রহিয়াছে। বদরেদ্দীনকে দেখিয়া দৈত্য মনে মনে তাঁহার রূপের প্রশংসা করিতে লাগিল। এমন রূপ সে আর কখন কোথাও দেখে নাই।

পরে দৈত্য পক্ষবিস্তার করিয়া উড়িয়া গেল, উড়িতে উড়িতে একটি পরীর সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইল। উভয়ে পরস্পরে অভিবাদনাদি শেষ করিলে দৈত্য পরীকে বলিল, "তুমি যদি আমার সঙ্গে আমার বাসস্থানে যাও, তাহা হইলে তোমাকে আমি পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর মনুষ্য দেখাইতে পারি। এমন রূপ আর কখন দেখ নাই, দেখিয়া তাহার রূপের সহস্রবার প্রশংসা করিবে।" পরী দৈত্যের কথা শুনিয়া তাহার সহিত সমাধিক্ষেত্রে অবতরণ করিল, দৈত্য বদরেদ্দীনকে দেখাইয়া সহাস্যে বলিল, "তুমি ত অনেক রাজ্যে ঘুরিয়াছ; বল দেখি,—এমন রূপ, এমন কান্তি আর কোথাও দেখিয়াছ কি?"

সুন্দর মুখের সর্ব্বত্র জয়

পরী বিশেষ মনোযোগের সহিত বদরেদ্দীনকে দেখিল। অবশেষে দৈত্যকে বলিল, "এই যুবক যে অতি সুপুরুষ, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু আমি এইমাত্র কায়রো নগরে যে রূপ দেখিয়া আসিলাম, তাহা ইহা অপেক্ষা কতগুণ শ্রেষ্ঠ, তুমি তাহা না দেখিলে কিরূপে বুঝিবে? আমার অনুরোধ, তুমি একবার আমার সঙ্গে গিয়া তাহাকে দেখ।" দৈত্য বলিল, "তা আমি অনায়াসে যাইতে পারি, কিন্তু কি সে পুরুষ, না রমণী?" পরী বলিল, "মিশরের সুলতানের এক উজীর আছেন, তাঁহার নাম সামসোদ্দীন মহম্মদ। আমি যাহার কথা বলিতেছি, সেই যুবতী সামসোদ্দীনের কন্যা, বয়স প্রায় বিশ বৎসর। এমন সুন্দরী তুমি পৃথিবীর কোথাও দেখ নাই। তুমি আমি কেন, কেহই দেখে নাই। আমাদের পরীদলেও এমন সুন্দরী নাই। মিশরদেশের সুলতান এই কন্যার রূপের খ্যাতি শুনিয়া উজীরকে বলিয়াছিলেন, 'উজীর, তোমার একটি সুন্দরী যুবতী কন্যা আছে, তুমি তাহাকে আমার হস্তে সম্প্রদান কর, আমি তাহাকে বিবাহ করিব।' উজীর এ কথা শুনিয়া আনন্দিত হওয়া দূরের কথা, কিঞ্চিৎ চিন্তাকুল হইলেন। অবশেষে বলিলেন, "খোদাবন্দ, আমি আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নিকট প্রতিশ্রুত ছিলাম, তাহার পুত্র জন্মিলে সেই পুত্রের সহিত আমার কন্যার বিবাহ দিব। আমি বহুদিন হইতে নৌরেদ্দীনের কোন সংবাদ পাই নাই, কিন্তু আজ চারি দিন হইল শুনিয়াছি, আমার ভ্রাতা বাসোরার সুলতানের উজীরপদে নিযুক্ত থাকিয়া, বহু

সম্মান অর্জ্জন করিয়াছিলেন, সম্প্রতি তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন। বদরেদ্দীন নামে তাঁহার একটি কুড়ি বৎসর বয়স্ক পুত্র আছে, আমি আমার ভ্রাতার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তাহা প্রতিপালন করিবার সংকল্প করিয়াছি। সুতরাং আপনার আদেশ পালন করিতে না পারিয়া আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইতেছি!"

প্রত্যাখ্যান প্রতিশোধ

'মিসরের সুলতান, সামসোদ্দীন মহম্মদের কথা শুনিয়া ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইলেন। অতি কর্কশস্বরে তাঁহাকে তিরস্কৃত করিলেন; তাহার পর সক্রোধে বলিলেন, "রে নিমকহারাম, তুই কিরূপে যোগ্যপাত্রে তোর কন্যার বিবাহ দিস্, তাহা আমি দেখিব। আমিও প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তোকে এই নগরের অতি কুৎসিত, নীচবংশোদ্ভব কোন ক্রীতদাসের সহিত তোর সুন্দরী-কন্যার বিবাহ দিতে বাধ্য করিব।" সুলতান তৎক্ষণাৎ উজীরকে পদচ্যুত করিলেন, উজীর মহা-বিষণ্নচিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন, তাঁহার দুশ্চিন্তার সীমা রহিল না!'



বাসক-সজ্জা

পরী বলিতে লাগিল, 'আজ সুলতান আদেশ করিয়াছেন, সামসোদ্দীনের কন্যার সহিত সুলতানের অতি কুৎসিত বিকলাঙ্গ দাসের বিবাহ হইবে। এই দাসটি সুলতানের সহিস, তাহার পৃষ্ঠে একটি কুঁজ আছে। এই কুব্জের হস্তেই সামসোদ্দীনকে কন্যা সম্প্রদান করিতে হইবে। বিবাহের সকল আয়োজন প্রস্তুত দেখিয়া আসিয়াছি। আমি কায়রো ত্যাগকালে দেখিয়াছি, সেই কুমারীকে যুবতীগণ বিবাহযোগ্য বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিত করিতেছে। সেই যুবতীকে তুমি যদি একবার দেখ, তাহা হইলে একবারে অবাক্ হইয়া যাইবে।'

অনন্তর পরী দৈত্যকে বলিল, "এই যুবক অপেক্ষা যে পৃথিবীতে আর কেহ অধিক রূপবান্—রূপবতী আছে, তাহাকে না দেখিলে তুমি কিছুতেই বিশ্বাস করিবে না। যাহা হউক, আমি যাহা বলিতেছি, তাহা সত্য। আমি আরও বলিতেছি যে, সেই যুবতীকে এই যুবকের হস্তেই সমর্পণ করিব, কুব্জ দাসের সঙ্গে কখন তাহার বিবাহ হইতে দিব না; আমার বিবেচনা হয়, সুলতানের এই প্রকার অন্যায় আদেশের বিরুদ্ধ কার্য্য

করা আমাদের কোনক্রমে অসঙ্গত হইবে না।" দৈত্য সন্তুষ্ট হইয়া বলিল, "তুমি অতি উত্তম প্রস্তাব করিয়াছ, আমি সানন্দে ইহাতে সম্মত হইলাম, চল আমরা সুলতানের অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়া বৃদ্ধ উজীর ও তাঁহার কন্যার প্রকৃত হিতসাধন করি। আমি এ জন্য চেষ্টার ত্রুটি করিব না, কিন্তু তুমিও কৃতকার্য্য না হইয়া এই কার্য্যভার ত্যাগ করিতে পারিবে না। এই যুবককে না জানাইয়া আকাশ-পথে কায়রো নগরে লইয়া যাইব, তাহার পরে যাহা অবশিষ্ট কার্য্য, তাহা তোমাকে করিতে হইবে।"

আকাশপথে বর চালান

অনন্তর দৈত্য বদরেদ্দীনকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া, আকাশ-পথে মহাবেগে কায়রো অভিমুখে ধাবিত হইল এবং যে গৃহে বর বিবাহসজ্জায় সজ্জিত হইতেছিল, সেই গৃহদ্বারে তাঁহাকে স্থাপন করিল।

সহসা বদরেদ্দীনের নিদ্রাভঙ্গ হইল। নিদ্রাভঙ্গে তিনি দেখিলেন, তিনি কোন অপরিচিত স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি কোথায় আসিয়াছেন, ব্যস্তভাবে এই কথা জিজ্ঞাসা করিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় দৈত্য তাঁহাকে চুপ করিয়া থাকিতে ইঙ্গিত করিল। তাহার পর তাঁহার হস্তে একটি মশাল প্রদান করিয়া বলিল, "যাও, অদূরে একটি স্নানাগার দেখিবে, সেখানে অনেক লোক দেখিতে পাইবে, তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া বিবাহসভায় যাইবে। তুমি বরকে দেখিলেই চিনিতে পারিবে, সে কুৎসিত, বিকলাঙ্গ ও ক্রীতদাস। সেই বরের দক্ষিণপার্শ্বে সর্ব্বদা থাকিবে; এই টাকা লইয়া যাও, যে সকল লোক সেখানে নৃত্যগীত করিতেছে, এই টাকায় তাহাদিগকে পুরস্কৃত করিবে। যদি কোন দাসীকে দেখিতে পাও, তাহাকে পুরস্কার প্রদান করিতে বিস্মৃত হইবে না। যত টাকা আবশ্যক, এই থলি হইতে লইবে। মুষ্টি পূর্ণ করিয়া টাকা তুলিবে, খরচের ভয় করিও না; এই অর্থের থলি অফুরন্ত। তুমি কোন কার্য্যে বিস্ময় প্রকাশ করিও না, কাহাকেও ভয় করিও না। আমরা যাহা করিব, তাহাতে তোমার মঙ্গল হইবে। তোমার মঙ্গলের জন্যই আমি তোমাকে এ উপদেশ প্রদান করিতেছি, কদাচ ইহার অন্যথা করিবে না।"

বদরেদ্দীন স্নানাগারের দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সেখানে বহু ভৃত্য অপেক্ষা করিতেছে। তিনিও মশাল ধরাইয়া, তাহাদের সহিত মিশিয়া পড়িলেন এবং ক্রমে কুব্জ বরের নিকটস্থ হইলেন। বর অশ্বারোহণে স্নানাগার হইতে বহির্গত হইতেছিল।

বদরেদ্দীন নৃত্যকর ও গায়কগণকে দেখিতে পাইলেন, তাহারা বরের অগ্রগামী হইয়াছিল। বদরেদ্দীন দৈত্যের উপদেশ অনুসারে তাঁহার থলি হইতে এক এক মুষ্টি টাকা লইয়া, তাহাদিগকে দান করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাকে মুক্তহস্তে ধনদান করিতে দেখিয়া, সকলেই সবিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। যে ব্যক্তি একবার তাঁহাকে দেখিল, সেই তাঁহার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইল।

বিবাহ-সভায় যুগল বর!

অনেক পথ ঘুরিয়া বর ও বরযাত্রী দল সামসোদ্দীনের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইল, গৃহদ্বারে সামসোদ্দীনের বন্ধুগণ সুলতানের ভৃত্যগণের পথরোধ করিলেন, মশাল লইয়া তাহাদিগকে প্রাসাদে প্রবেশ করিতে দিলেন না। কিন্তু নৃত্যকর ও গায়কগণ বলিল, যদি এই রূপবান্ যুবককে উজীরপ্রাসাদে প্রবেশ করিতে না দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহারা প্রাসাদে প্রবেশ করিবে না। তাহারা আরও বলিল, 'এই সুরূপ যুবক নিশ্চয়ই কাহারও ক্রীতদাস নহে, কোন বিদেশী, কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া এই বিবাহ দেখিতে আসিয়াছে।' নৃত্যকর ও বাদ্যকরগণের চেষ্টায় বদরেদ্দীন বিবাহ-সভায় প্রবেশ করিতে সমর্থ হইলেন এবং কুব্জ বরের দক্ষিণ পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। বর উজীরকন্যার পার্শ্বে একটি অতি উৎকৃষ্ট ও সুসজ্জিত সিংহাসনে উপবেশন করিয়া, কালোরূপের ছটায় গৃহ উজ্জ্বল করিয়া তুলিতেছিল!

সামসোদ্দীনের কন্যা বহুমূল্য হীরকরত্নাদিতে ভূষিত হইয়া সভায় উপবিষ্ট ছিলেন, কিন্তু তাঁহার মুখে কোন প্রকার আনন্দের চিহ্ন ছিল না ; পার্শ্বে একটি কুৎসিত দাসকে তাঁহার পাণিগ্রহণার্থ উপবিষ্ট দেখিয়া তিনি কি প্রকারে আনন্দ প্রকাশ করিবেন ? বিবাহ-সভায় সুলতানের বহুসংখ্যক প্রধান কর্ম্মচারীর পত্নী উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব স্বামীর পদোচিত আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বদরেদ্দীন হাসেনকে সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, রমণীগণ একদৃষ্টে তাঁহার স্বর্গীয় রূপসুধা পান করিতে লাগিলেন। তিনি আসন গ্রহণ করিলে রমণীগণ তাঁহাকে ভাল করিয়া দেখিবার জন্য স্ব স্ব আসন পরিত্যাগ করিলেন ; যুবকের রূপলাবণ্যে সকলের মনে মোহের সঞ্চার হইল।

সুন্দরীকুল-গরবিণীর বর বিকলাঙ্গ ক্রীতদাস ?

একটি অতি কুৎসিত বিকলাঙ্গ ক্রীতদাসের পার্শ্বেই পরম রূপবান্ যুবক উপস্থিত থাকায়, সেই কুব্জকে আরও অধিক কুৎসিত দেখাইতে লাগিল। রমণীগণ বলাবলি করিতে লাগিলেন, "এই রূপবান্ যুবকই আমাদের কনের বর হইবার উপযুক্ত। এ কুৎসিত কুব্জটাকে কে এখানে পাঠাইল ? ইহাকে দূর করিয়া দাও।" সুন্দরীগণ এমন বিবাহের ঘটক সুলতানের বিরুদ্ধে নানা প্রকার কঠিন মন্তব্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন।

কনে স্ত্রী-আচার অনুসারে সাতবার বেশ পরিবর্ত্তন করিলেন। সাতবার তাঁহাকে সে জন্য বিবাহসভা হইতে উঠিয়া যাইতে হইল, কিন্তু তিনি একবারও সেই কুব্জের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন না, তাঁহার সপ্রেম কটাক্ষ বদরেদ্দীনের উপর নিক্ষিপ্ত হইল। বদরেদ্দীন মুক্তহস্তে কনের দাসীগণকে অর্থদান করিতে লাগিলেন। সকলেই টাকার জন্য তাঁহার চতুর্দ্দিকে সমবেত হইল। সকলেরই ইচ্ছা হইল, এই মনোহরকান্তি যুবকের সহিতই উজীরকন্যার বিবাহ হউক ; এমন কি, তাহারা কুব্জটাকে শুনাইয়াই এ কথা বলিতে লাগিল।

ক্রমে রাত্রি অধিক হইল, সুন্দরীগণ একে একে বিবাহসভা পরিত্যাগ করিলেন। আবার বেশপরিবর্ত্তনের জন্য কনেকে কক্ষান্তরে লইয়া যাওয়া হইল। বিবাহ-সভায় কেবল রহিলেন বদরেদ্দীন, কুব্জ বর এবং কয়েক জন ভৃত্য। কুব্জটা বদরেদ্দীনকে দেখিয়া ঈর্ষানলে প্রজ্বলিত হইতেছিল, সে সকোপদৃষ্টিতে পুনঃ পুনঃ বদরেদ্দীনের দিকে চাহিতে লাগিল। অবশেষে বলিল, "তুমি এখনও এখানে রহিয়াছ কেন, অন্য সকলে গেল, তুমিও চলিয়া যাও।" বদরেদ্দীন অন্য উপায় না দেখিয়া উঠিয়া যাইতেছেন, এমন সময় দ্বারপ্রান্তে সেই পরী ও দৈত্যের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। দৈত্য জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাও ? তুমি এখন বাসর ঘরে যাও, কুব্জ পলায়ন করিয়াছে, তুমি একেবারে কনের গৃহে গিয়া উপস্থিত হইয়া তাহাকে গোপনে বলিবে, তুমিই তাহার বর ; সুলতান পরিহাসচ্ছলে এই কুব্জটাকে বিবাহের জন্য পাঠাইয়াছিলেন, কুব্জ-সহিস এতক্ষণ আস্তাবলে ফিরিয়া ছোলা চিবাইতেছে। তুমি সহজেই উজীরকন্যাকে বিবাহে রাজী করিতে পারিবে। বিকলাঙ্গ সহিসটার জন্য কোন ভয়ের কারণ নাই। উজীরকন্যা তোমারই, তাহার নহে।"

বর অপসারণ সুকৌশল

যখন দৈত্য বদরেদ্দীনকে এইরূপ উৎসাহিত করিতেছিল, সেই সময়ে সহিস সে উৎসবকক্ষ পরিত্যাগ করিল। সহিস যেখানে উপস্থিত হইয়াছিল, সেখানে দৈত্য একটি সুবৃহৎ কৃষ্ণবর্ণ বিড়ালমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া, ভয়ঙ্কর চীৎকার আরম্ভ করিল। সেই চীৎকারে বিরক্ত হইয়া, কুব্জ তাহাকে তাড়াইবার জন্য উভয় হস্ত তুলিয়া 'দূর দূর' করিতে লাগিল। কিন্তু বিড়াল তাহাতে ভয় পাওয়া দূরের কথা, পৃষ্ঠদেশ উচ্চ করিয়া, দীপ্তচক্ষে একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার চক্ষু হইতে যেন আগুনের হল্কা বাহির হইতে লাগিল, বিড়ালটা আরও অধিক চীৎকার করিতে লাগিল এবং দেখিতে দেখিতে তাহার দেহ গর্দ্দভের দেহের ন্যায় বৃদ্ধি পাইল। এই বিকট দৃশ্য দেখিয়া কুব্জ-সহিসের মনে ভয়ের সীমা রহিল না। সাহায্যের জন্য কুব্জটা লোক ডাকিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু ভয়ে তাহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না ; হাঁ করিয়া বসিয়া রহিল।

দৈত্যের হুমকী

তাহার মনে অধিক ভয় উৎপাদনের জন্য দৈত্য সহসা বিড়ালমূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া, মহিষ-মূর্ত্তি ধারণ করিল। তাহার পর গর্জ্জন করিয়া বলিল, 'রে হতভাগা কুব্জ!' মহিষের মুখে এই কথা শুনিবামাত্র সহিসের বুদ্ধিলোপ হইল, সে গৃহতলে পড়িয়া রুমাল দিয়া তাহার চক্ষু ঢাকিয়া কাতরস্বরে বলিল, 'মহিষরাজ, তুমি আমাকে যে আদেশ করিবে, তাহাই আমি পালন করিব, তোমার ও রূপ আর আমাকে দেখাইও না, আমি ভয়ে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িব, আর আমার এত সাধের বিবাহে কাঁটা পড়িবে।' মহিষ ঘোরতর গর্জ্জন করিয়া বলিল, 'মূর্খ, তুই আমার প্রিয়পাত্রীকে বিবাহ করিবি, তোর এত বড় স্পর্দ্ধা?' সহিস বলিল, 'মহিষরাজ! আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন, আমি না বুঝিয়া এই কুকর্ম্ম করিতে আসিয়াছি; আমি জানিতাম না যে, উজীরকন্যা একটা মহিষের প্রেমে পাগলিনী। যাহা হউক, এখন তুমি আমাকে যাহা বলিবে, আমি তাহাই করিব।' দৈত্য বলিল, 'যদি তুই সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে এই ঘর ছাড়িয়া কোথাও যাস্ কিম্বা কাহারও সহিত কথা কহিস্, তাহা হইলে আমি শয়তানের দিব্য করিয়া বলিতেছি, আমি এক কিলে তোর মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিব। যদি তুই এখনি এ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া, তোর আস্তাবলে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিস্, এবং এ দিকে আর ফিরিয়া না আসিস তাহা হইলে আমি তোর প্রাণবধ না করিয়া তোকে ছাড়িয়া দিতে পারি।' দেখিতে দেখিতে দৈত্য মহিষ-দেহ পরিত্যাগ করিয়া ভীষণাকার মনুষ্যমূর্ত্তি ধারণ করিল এবং সেই সহিসের পদদ্বয় ধরিয়া, তাহাকে নতমুণ্ডে কয়েকবার শূন্যে ঘুরাইয়া বলিল, "যদি সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে গৃহত্যাগ করিস্, তাহা হইলে এই ভাবে তোকে তুলিয়া এক আঘাতে তোর মস্তক চূর্ণ করিব।"



সুন্দরী-সোহাগ

এ দিকে বদরেদ্দীন হাসেন পরী ও দৈত্যের কথায় ভরসা পাইয়া, বিবাহগৃহে উপস্থিত হইলেন এবং একাকী উজীরকন্যার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে উজীরকন্যা নূতন সম্মোহন বেশে সজ্জিত হইয়া, সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। উজীরকন্যার সঙ্গে এক জন প্রবীণা দাসী আসিতেছিল, সে দ্বারদেশে আসিয়া বিদায় লইল, গৃহে কে আছে, তাহা ফিরিয়াও দেখিল না।

উজীরকন্যা কুব্জ কুৎসিত বিকলাঙ্গ সহিসের পরিবর্ত্তে বরাসনে সেই পরম সুন্দর যুবককে উপবিষ্ট দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন, কিন্তু বদরেদ্দীন হাসেন তাঁহাকে অতি আদরে সোহাগভরে গ্রহণ করিলেন। যুবতী প্রেম-পুলকিত-চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি বন্ধু, এখানে এখন কিরূপে আসিলে? আমার অনুমান হইতেছে,

তুমি এক জন বরযাত্রী।" বদরেদ্দীন সহাস্তে বলিলেন, "না সুন্দরী, আমি সেই কুৎসিত কুজটার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখি না।"—উজীরকন্যা বলিলেন, "তুমি কে, আমার এমন রূপবান্ গুণবান হবু স্বামীর নিন্দা করিতেছ?"—বদরেদ্দীন বলিলেন, "না প্রিয়তমে, তোমার বুঝিবার ভুল হইয়াছে, তোমার ন্যায় এমন রূপবতী গুণবতী যুবতীর সহিত একটা বিকলাঙ্গ কুৎসিত সহিসের বিবাহ হইতে পারে না; আমিই তোমার যোগ্য বর। সুলতান বিদ্রূপ করিবার জন্য এই কুজটাকে এখানে পাঠাইয়াছিলেন, আমার সহিত তোমার বিবাহ দেওয়াই তাঁহার প্রকৃত অভিপ্রায়। তুমি ত নিজেই দেখিয়াছ, বিবাহ-সভার যত লোক উপস্থিত ছিল, এমন কি, নর্ত্তক ও গায়কগণ পর্য্যন্ত এই কুজটাকে লইয়া কত বিদ্রূপ করিয়াছে! সহিস তাহার আস্তাবলে ফিরিয়া গিয়া এতক্ষণ মহানন্দে ছোলা চিবাইতেছে, সহিসটার জন্য আর চিন্তিত হইও না, তাহাকে আর এখানে আসিতে হইবে না।"

মনোমত দয়িত-মিলন

এই কথা শুনিয়া উজীরকন্যার অনুপম মুখে হাসির গোলাপ ফুটিয়া উঠিল, যেন বর্ষার মেঘ কাটিয়া গিয়া শরতের পূর্ণচন্দ্র আকাশে সমুদিত হইল। বদরেদ্দীনের অতুলনীয় রূপ দেখিয়া তাঁহার প্রাণে আনন্দের তুফান উঠিল, হৃদয় সুখে নাচিতে লাগিল; আনন্দে গদ্গদস্বরে উজীরকন্যা বলিলেন, "আমি ভাই, একবার স্বপ্নেও এত সুখের প্রত্যাশা করি নাই। আমি ভাবিয়াছিলাম, আমার জন্মই চিরদুঃখে কাটিয়া যাইবে। আল্লা যে আমার অদৃষ্টে এত সুখ লিখিয়াছেন, আমার অদৃষ্টে যে তোমার মত পরম সুন্দর স্বামী জুটিল, এ কথা যেন স্বপ্ন, এ আনন্দ আমি আর মনে ধরিয়া রাখিতে পরিতেছি না।"

বিংশবর্ষীয় অপরূপ লাবণ্যময় তরুণ যুবক, অলোকসামান্যা বিংশতি বর্ষীয়া তরুণী পত্নীকে বক্ষোদেশে নিপীড়িত করিয়া, অজস্র চুম্বনে প্রেমনিবেদন করিতে লাগিলেন। কন্দর্পদেবও অবসর বুঝিয়া শর-সন্ধান করিয়া উভয়ের হৃদয় বিদ্ধ করিয়াছিলেন। উদ্‌ভ্রান্ত যৌবনের অনাস্বাদিত রসধারায় তরুণ-তরুণী তন্ময় হইয়া মদনোৎসবে রত হইলেন। উজীরনন্দিনী বুঝিতে পারিলেন, স্বামীর সহবাসে সেই রজনীতেই তিনি সন্তানজননী হইবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করিয়াছেন। প্রমোদরঙ্গে উভয়েই পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন, কিয়ৎকাল কথোপকথনের পর বদরেদ্দীন ও উজীরকন্যা শয়ন করিলেন। বদরেদ্দীন তাঁহার পরিচ্ছদ, পাগ্‌ড়ী ও ইহুদী সদাগরপ্রদত্ত টাকার থলি একখানি চেয়ারের উপর রাখিয়া শয়ন করিলেন, অবিলম্বে তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইল। উজীরকন্যাও অল্পক্ষণের মধ্যে নিদ্রিত হইলেন। তখন পরীর নিকট আসিয়া দৈত্য বলিল, "প্রভাতের আর অধিক বিলম্ব নাই, যে কাজ আরম্ভ করা গিয়াছে, তাহা অবিলম্বে শেষ কর।"

চুম্বনে প্রেম-নিবেদন

পরী সেই শয়নকক্ষে উপস্থিত হইয়া, বদরেদ্দীনকে তাঁহার নিদ্রিতাবস্থায় ক্রোড়ে তুলিয়া লইল এবং আকাশপথে মহাবেগে উড়িয়া দামাস্কস নগরে উপস্থিত হইল। তখন প্রভাতকাল সমাগতপ্রায়; পূর্ব্বাকাশে ঊষার আলোক ফুটিয়া উঠিয়াছে, ধার্ম্মিক মুসলমানগণ শয্যা ত্যাগ করিয়া নমাজের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। পরী বদরেদ্দীনের নিদ্রিত দেহ নগরের দেউড়ীর নিকট রাখিয়া দৈত্যের সহিত প্রস্থান করিল।

ক্রমে দুই একজন করিয়া দেউড়ীর সন্নিকটে অনেক লোক উপস্থিত হইল, তাহারা শয়নের পরিচ্ছদে একটি যুবককে উন্মুক্তস্থলে তৃণশয্যায় শায়িত দেখিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইল। কিন্তু ব্যাপার কি, তাহা কেহই বুঝিতে পারিল না, কিরূপেই বা বুঝিবে। একজন আর একজনকে বলিল, 'দেখ দেখ, একটা মাতাল এখানে চিৎ হইয়া পড়িয়া আছে। সমস্ত রাত্রি অবিশ্রান্ত মদ খাইয়া মাতলামী করিয়াছে, তাহার পর শেষরাত্রি হইতে এখানে পড়িয়া ঘুমাইতেছে।' কিন্তু যুবকের দেহের শোভা দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইল। তাহাদের কলরবে বদরেদ্দীনের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি সবিস্ময়ে

দেখিলেন, উজীর-পুত্রীও নাই, সে সুসজ্জিত গৃহও নাই, তিনি একটা অপরিচিত সহরের পথের ধারে পড়িয়া আছেন, আর একদল লোক তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া কলরব করিতেছে। বদরেদ্দীন উঠিয়া বলিলেন, "মহাশয়গণ! আমি কোথায় আসিয়াছি, দয়া করিয়া বলুন, আর আপনারা আমার কাছে কি চান? এত ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছেন কেন?" একজন যুবক বলিল, "ওহে পথিক, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ? এই নগরের দেউড়ী খুলিলে আমরা পথে বাহির হইয়াই দেখিলাম, তুমি ঘাসের উপর পড়িয়া ঘুমাইতেছ। আমরা তোমাকে দেখিয়া দাঁড়াইলাম, ক্রমে বেশী লোক জুটিতে লাগিল। তুমি কি রাত্রে এখানে ছিলে না? দামাস্কস নগরের দেউড়ীতে পড়িয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছ, কোথায় আসিয়াছি, এমন অসম্ভব কথাও তো কাহারও মুখে শুনি নাই!"

প্রমোদ-নিশি অবসানে কোথায়?

বদরেদ্দীন সবিস্ময়ে বলিলেন, "আল্লা! এমন কথাও ত কোথাও কখন কাহারও মুখে শুনি নাই, আমি বদরেদ্দীন হাসেন দামাস্কস্ নগরের দেউড়ীর ধারে পড়িয়া!—মশায়, আপনারা নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে পরিহাস করিতেছেন। আমার খুব স্মরণ আছে, কাল রাত্রে কায়রো নগরের একটি উৎসব-গৃহে আমি শয়ন করিয়াছিলাম!"—বদরেদ্দীনের এই কথা শুনিয়া সমস্ত লোক হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল, বলিল, 'এ লোকটার মাথা একবারেই খারাপ হইয়া গিয়াছে।'

অবশেষে একজন বৃদ্ধ বদরেদ্দীনকে বলিলেন, "বৎস, নিশ্চয়ই তোমার কোন ভুল হইয়াছে; এটি যে দামাস্কস্ নগর, তাহাতেও আর কোন সন্দেহ নাই। তুমি বলিতেছ, কাল রাত্রে কায়রো নগরে উৎসব-ভবনে নিদ্রিত ছিলে। কায়রো হইতে দামাস্কস যে কতদূর, তাহা অবশ্যই তোমার জানা আছে, সুতরাং তুমি যে কালরাত্রিতে কায়রোতেই ছিলে, তাহা আমরা কিরূপে বিশ্বাস করি?" বদরেদ্দীন বলিলেন, "আল্লার দিব্য করিয়া বলিতে পারি, কাল সমস্ত রাত্রি আমি কায়রো নগরে অতিবাহিত করিয়াছি!" আবার চারিদিকে হাসির লহর উঠিল। সকলে হাততালি দিয়া একবাক্যে বলিয়া উঠিল, "পাগল, পাগল! একবারেই উন্মাদ হইয়াছে!" কেহ কেহ বা বলিল, "আহা, এমন চেহারা, এই বয়স, এত অল্প বয়সেই কাজের বাহির হইয়া পড়িল! কি হতভাগ্য!"—অবশেষে পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধটি বলিলেন, "যুবক, তোমার বুদ্ধি লোপ পাইয়াছে। তুমি এমন পাগলের মত কথা আর বলিও না! যদি তোমার ঘুমের ঘোর না ভাঙ্গিয়া থাকে, উঠিয়া চোখে মুখে জল দাও, সকল কথা ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখ।" বদরেদ্দীন বলিলেন, "ভাল করিয়া ভাবিবার কিছু নাই, কালরাত্রে কায়রো নগরে আমার বিবাহ হইয়াছে, আমি আমার নবপরিণীতা পত্নীর সহিত প্রমোদশয্যায় একত্র শয়ন করিয়াছিলাম। আজ সকাল বেলা দামাস্কস নগরে কিরূপে আসিলাম?"

প্রেমোন্মাদ না প্রণয়-স্বপ্ন?

বৃদ্ধ বলিলেন, "এতক্ষণে বুঝিয়াছি, তুমি বাপু ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতেছিলে, তাহার পর সহসা তোমার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে, তাই এখনও সাব্যস্ত হইতে পার নাই।"—বদরেদ্দীন একবারে বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "না মহাশয়, আপনি ভুল বুঝিয়াছেন। ইহার মধ্যে একটা কিছু রহস্য আছে, কিন্তু তাহা যে কি, আমি বুঝিতে পারিতেছি না। আমার টাকার থলি, বিবাহের পরিচ্ছদ—পাগড়ী এ সকল কোথায়?"

কোন মীমাংসাই হইল না। চারিদিক্ হইতে সকলে 'পাগল! পাগল!' বলিয়া তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। অবশেষে চতুর্দ্দিকে কেবল সেই এক শব্দ—'পাগল, পাগল!' অনেকে জানে না যে, কেন তাহারা পাগল পাগল করিয়া চীৎকার করিতেছে, কিন্তু তথাপি তাহারা চীৎকার করিতেছে। সকলে বড় তামাসার বিষয় পাইল। অবশেষে বদরেদ্দীন একজন হোটেলওয়ালার দোকানে প্রবেশ করিয়া, নিস্তার লাভ করিলেন।

এই হোটেলওয়ালা পূর্ব্বে একদল অশ্বারোহী আরব দস্যুর সর্দ্দার ছিল। সেই ঘৃণায় অথবা দুনামের জন্য সাধারণে তাহাকে ভয় করিত। তাহার সকোপ দৃষ্টিপাত মাত্র জনতা দূর হইল। তখন সে বদরেদ্দীনকে নিকটে বসাইয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। বদরেদ্দীন হাসেন তাঁহার আত্মজীবনকাহিনী যতদূর জানিতেন, হোটেলওয়ালাকে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন, তিনি বাসোরায় তাঁহার পিতার সমাধিস্থলে শয়ন করিয়াছিলেন—জাগিয়া দেখিলেন, তিনি কায়রোর উজীরকন্যার বিবাহ-সভায়, পরে প্রমোদ-বাসরে নিশা-যাপন করিয়াছেন। আবার প্রভাতে জাগিয়া দেখিতেছেন, তিনি সহস্র সহস্র ক্রোশ দূরবর্ত্তী দামাস্কস্ নগরের রাজপথে। এ অসম্ভব ব্যাপারের কোন কারণ তিনি জানিতেন না, হোটেলওয়ালাও তাহা বুঝিতে পারিল না।

অবশেষে হোটেলওয়ালা বলিল, "তোমার কেচ্ছা খুব বহুৎ আচ্ছা বটে, কিন্তু একটা কথা শুন, আমাকে যে সকল কথা বলিলে, এ সকল কথা আর কাহারও কাছে খুলিয়া বলিও না। আল্লা তোমার মঙ্গল করিবেন, আমার এরূপ বিশ্বাস হইতেছে ; কিন্তু যতদিন তোমার সে শুভদিন না আসে, ততদিন তুমি আমার আশ্রয়েই বাস করিতে পার। সংসারে আমার পুত্রাদি নাই, তুমি ইচ্ছা করিলে আমার দত্তকপুত্র হইয়া থাকিতে পার। কিছুদিন পরে নগরে বাহির হইলে আর কোন লোক তোমাকে পাগল পাগল বলিয়া খেপাইয়া তুলিবে না।"

কেচ্ছা খুব বহুৎ আচ্ছা

বদরেদ্দীন অগত্যা সেই হোটেলওয়ালার প্রস্তাবেই সম্মত হইলেন। তিনি দেখিলেন, ইহা ভিন্ন অন্য কোন পথ নাই। হোটেলওয়ালা বদরেদ্দীনকে তাহার পদোচিত পরিচ্ছদে আচ্ছাদিত করিয়া, কাজীর নিকট লইয়া গেল। কয়েকজন সাক্ষী সংগ্রহ করা হইল। কাজী শাস্ত্রানুসারে বদরেদ্দীনকে সেই হোটেল-ওয়ালার দত্তকপুত্রপদে নিযুক্ত করিলেন। বদরেদ্দীন কেবল হাসেন এই সংক্ষিপ্ত নাম গ্রহণ করিয়া তাঁহার নূতন পিতার দোকানে পাচকের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

দামাস্কসের কথা ছাড়িয়া এখন কায়রোর কথা বলি। প্রভাতে সামসোদ্দীন মহম্মদের কন্যার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি চক্ষু মেলিয়া বদরেদ্দীন হাসেনকে দেখিতে পাইলেন না ; ভাবিলেন, তাঁহার প্রিয়তম স্বামী তাঁহার নিদ্রাভঙ্গের আশঙ্কায় ধীরে ধীরে উঠিয়া বাহিরে গিয়াছেন, শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবেন। রুদ্ধগৃহে বসিয়া স্বামীর প্রতীক্ষা করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার পিতা সামসোদ্দীন সেই গৃহদ্বারে সমাগত হইলেন। তিনি কন্যার দুর্ভাগ্যের কথা ভাবিয়া সমস্ত রাত্রি বিলাপ করিয়াছেন, আজ সকালে একবার কন্যার অশ্রুতে অশ্রু মিশাইয়া প্রাণ ভরিয়া কাঁদিবেন ভাবিয়া, কন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। গৃহদ্বারে পিতার কণ্ঠস্বর শুনিয়া কেশবেশ সংযত করিয়া, উজীরনন্দিনী দ্বার খুলিয়া দিলেন ; ভক্তিভরে পিতার করচুম্বন করিয়া সহাস্যে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন।

সামসোদ্দীন মহম্মদ কন্যার এই প্রেম-প্রফুল্লভাব দেখিয়া প্রথমে বিস্মিত হইলেন, তাহার পর তাঁহার বিস্ময় ক্রোধে পরিণত হইল। তিনি সকোপে বলিলেন, "হতভাগিনি, আমার কন্যা হইয়া একটা নীচবংশোদ্ভব কুব্জ সহিসের সহিত তোর বিবাহ হইল, আর তাহার সহিত রাত্রিবাস করিয়া তুই মহাপ্রফুল্ল! আমার মস্তক অবনত হইয়াছে, আর তুই মনের আনন্দে হাসিতেছিস্, আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি!" যুবতী বলিলেন, "হাঁ বাবা, স্বপ্নের মতই!—সেই কুৎসিত কুব্জটার সহিত আমার বিবাহ হয় নাই, বিবাহ-সভায় তাহার লাঞ্ছনার সীমা ছিল না, সেই লাঞ্ছনায় কুব্জটা পলায়ন করিয়াছিল। রাজপুত্রের ন্যায় রূপবান্ সুন্দর যুবকের সহিত আমার বিবাহ হইয়াছে।" সামসোদ্দীন কন্যার কথায় বিশ্বাস করিলেন না ; বলিলেন, "নির্ব্বোধ বালিকা, তুমি কি অসম্ভব কথা বলিতেছ, সেই বিকলাঙ্গ কুব্জ সাহিসটা—" যুবতী বলিলেন, "বাবা, একশ বার সেই হতভাগার নাম করিবেন না, সে উৎসন্ন যাউক ;

নৈরাশ্যের পঙ্কে প্রেমের কমল ফুটিল কেন?

সে আমার গৃহে আসে নাই, আমার বিবাহ-বাসরে আমার সুযোগ্য স্বামীই ছিলেন, তিনি বোধ হয় শীঘ্রই ফিরিবেন, জানি না প্রাতে কোথায় উঠিয়া গিয়াছেন।"

ক্রীতদাসের চপেট

গৃহান্তরে উপস্থিত হইয়া সামসোদ্দীন দেখিলেন, কুব্জ সহিস সেই গৃহে দুইপা ঊর্দ্ধে তুলিয়া নতমস্তকে অবস্থান করিতেছে, যেন সে কোন প্রকার ব্যায়াম শিক্ষা করিতেছে। সামসোদ্দীন বলিলেন, "হতভাগা, তুই এখানে ওভাবে রহিয়াছিস্ কেন? সোজা হইয়া দাঁড়া।" দৈত্য তাহাকে যে ভাবে রাখিয়া গিয়াছিল, সে সেই ভাবেই ছিল, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে সে নড়িবে না, দৈত্যের নিকট এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল; সুতরাং বলিল, "সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে আমি সোজা হইতে পারিতেছি না, মহিষের সেরূপ আদেশ নাই। কাল রাত্রে বিবাহ-উৎসবের সময় একটা কালো বিড়াল আসিয়া আমাকে ভয় দেখাইতে লাগিল, তাহার পর বিড়ালটা একটা মহিষের মত হইয়া আমাকে যে কথা বলিয়াছে, তাহা আমার বেশ মনে আছে। আপনি এখন যান, সূর্য্য উঠিলে আমি নিজের আস্তাবলে যাইব।" সামসোদ্দীন কুব্জটাকে ধরিয়া তাহাকে সোজা করিয়া দাঁড় করাইলেন, কিন্তু সে মুহূর্ত্তকাল আর সেখানে অপেক্ষা করিল না। দ্রুতবেগে রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইল এবং সুলতানের নিকট উপস্থিত হইয়া, দৈত্যহস্তে রাত্রে সে যে লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছে, তাহা প্রকাশ করিল; শুনিয়া সুলতানের মনে অত্যন্ত দুশ্চিন্তার সঞ্চার হইল।

সামসোদ্দীন কন্যার কক্ষে পুনঃ প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কন্যাকার ব্যাপারে হতবুদ্ধি হইয়াছি, তুমি আমাকে তোমার স্বামীর কোন নিদর্শন দেখাইতে পার, তাহার সম্বন্ধে কোন কথা জান?"—কন্যা বলিলেন, "যাহা জানিতাম, সকলই আপনাকে বলিয়াছি। তাঁহার নিদর্শনের মধ্যে ঐ তো দেখিতেছি তাঁহার পাগড়ী ও পোষাক খোলা রহিয়াছে।" সামসোদ্দীন অত্যন্ত ব্যস্তভাবে বদরেদ্দীনের পাগড়ী ও পরিচ্ছদ পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, পাগড়ীর এক প্রান্তে কি একখানি কাগজ সেলাই করিয়া সযত্নে সংরক্ষিত। সামসোদ্দীন বলিলেন, "ইহা কোন রাজার উজীরের পাগড়ী হইবে, কিন্তু সাধারণ প্রচলিত পাগড়ীর মত নহে। যাহা হউক, একখানা কাগজ সযত্নে সেলাই করা দেখিতেছি, ইহা হইতে যদি কোন সন্ধান পাওয়া যায়, কাঁচি আন, দেখি।" কাঁচি দিয়া কাটিয়া পত্রখানি বাহির করা হইল। এ পত্র সেই পত্র, যাহা নোরেদ্দীন মৃত্যুকালে তাঁহার পুত্রকে প্রদান করিয়াছিলেন; পাছে হারাইয়া যায়, এই ভয়ে বদরেদ্দীন পত্রখানি সর্ব্বদা পাকড়ীতে সযত্নে রাখিতেন। পত্রপাঠ করিয়া এবং ইহুদী সদাগর-প্রদত্ত থলিটির ভিতর পণ্যদ্রব্য বিক্রয়লব্ধ টাকা দিবার অঙ্গীকার পত্র দেখিয়া, সামসোদ্দীন সকল কথা বুঝিতে পারিলেন। চীৎকার করিয়া তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

প্রেমনিদর্শন পাগড়ী রহস্য

মূর্চ্ছাভঙ্গে সামসোদ্দীন তাঁহার কন্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মা, যাহা ঘটিয়াছে, তাহা বড়ই বিচিত্র। কিন্তু আল্লার রাজ্যে কিছুই অসম্ভব নহে, তিনি আমার মনোবাঞ্ছা যে এ ভাবে পূর্ণ করিবেন, এ কথা এক দিনও ভাবি নাই। তুমি যাহাকে বিবাহ করিয়াছ, সে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র। আমার প্রিয়তম সহোদর নোরেদ্দীনের পুত্র। আমি আমার ভ্রাতার নিকট প্রতিশ্রুত ছিলাম, আমার কন্যা ও তাহার পুত্র হইলে, পুত্রকন্যার বিবাহ দিব। আল্লা আমাদের সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন।" সামসোদ্দীন তাঁহার ও তাঁহার ভ্রাতার বিবাহ ও সন্তানের জন্ম ঠিক এক দিনেই হইয়াছে দেখিয়া অধিকতর বিস্মিত হইলেন, এবং সুলতানের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সকল কথা বলিলেন। এমন বিস্ময়কর কাহিনী সুলতান কখনও শ্রবণ করেন নাই, কিন্তু বদরেদ্দীনের পাগড়ী ও ইহুদীপ্রদত্ত রসিদ দেখিয়া, তিনি আর কোন কথা অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না। উজীরের সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিলেন।



প্রেমোৎপন্ন

সামসোদ্দীন মহম্মদ একটা কথা কিছুতেই বুঝিতে পারিলেন না, জামাতা প্রভাতে উঠিয়া অদৃশ্য হইলেন কেন? সপ্তাহকাল অপেক্ষা করিয়াও যখন তাঁহার সন্ধান মিলিল না, তখন তিনি কায়রোর সর্ব্বত্র তাঁহার অনুসন্ধানের জন্য লোক নিযুক্ত করিলেন, কিন্তু কোথাও বদরেদ্দীনের সন্ধান পাওয়া গেল না। তখন তিনি নিশ্চয়ই কোন গুরুতর ঘটনা ঘটিয়াছে ভাবিয়া, বিবাহ-রাত্রির সকল ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া, বদরেদ্দীনের পাগড়ী ও টাকার থলিয়ার সহিত সাবধানে সিন্দুকের মধ্যে রাখিয়া দিলেন। বৎসরের পর বৎসর অতীত হইল, বদরেদ্দীন ফিরিল না।

বিবাহ-অভিজ্ঞান সংরক্ষণ

বিবাহরাত্রিতেই উজীরকন্যার গর্ভসঞ্চার হইয়াছিল। নয়মাস পরে তিনি পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সুকুমার এক পুত্র প্রসব করিলেন। বৃদ্ধ উজীর যথাকালে তাহার নামকরণ করিলেন, শিশুর নাম হইল আজিজ। আজিজের বয়স সাত বৎসর হইলে সামসোদ্দীন তাহাকে বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। আজিজ অসাধারণ বুদ্ধিমান্ ছিল, মনোযোগ দিয়া বিদ্যাভ্যাস করিলেও সে বড় দুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল; সহপাঠীদিগের প্রতি বড় অত্যাচার করিত। শিক্ষক তাহাকে অত্যন্ত আদর করিতেন এবং তাহার দোষের প্রতি লক্ষ্য করিতেন না।

বালকরা বিরক্ত হইয়া, অবশেষে এক দিন আজিজকে শাস্তিদানের জন্য এক ষড়্‌যন্ত্র করিল। তাহারা একটি খেলিবার দল করিল; নিয়ম করিল, যে সকল বালক তাহাদের নিজের ও পিতামাতার নাম না বলিতে পারিবে, তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া খেলা করা হইবে না। সকল বালক স্ব স্ব নাম বলিয়া দলে ভর্ত্তি হইল। আজিজকে তাহার মাতা-পিতার নাম জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, "আমার মার নাম সৌন্দর্য্যের রাণী, আমার বাবার নাম সামসোদ্দীন মহম্মদ।" এ কথা শুনিয়া সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, সকলে বলিল, "তুমি যাহাকে বাবা বলিয়া জান, সে তোমার বাবা নহে, তোমার মায়ের বাবা। তোমার বাবা নাই। নিশ্চয়ই, এক দৈত্য আসিয়া সহিসটাকে তাড়াইয়া দিয়া তোমার মাকে বিবাহ করিয়াছিল। তোমার বাবার নাম বলিতে না পারিলে আমাদের দলে তোমাকে খেলিতে লইব না।"

পিতৃপরিচয় সমস্যা

আজিজ কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহে আসিয়া পিতার নাম জিজ্ঞাসা করিল। উজীরকন্যা সাশ্রুনয়নে পুত্রের মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন, "কেন বাবা, তোমার পিতা সামসোদ্দীন মহম্মদ, তাহা কি তুমি জান না, তোমাকে আর কে এত স্নেহ করে?" আজিজ বলিল, "না, তুমি আমাকে মিথ্যা কথা বলিতেছ।" আজিজ তাহার সহপাঠিগণের নিকট যে সকল কথা শুনিয়াছিল, সকল কথা বলিল। উজীরকন্যা আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না, অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সুদীর্ঘ বিরহের কথা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল।

এই সময় উজীর সামসোদ্দীন কন্যার নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি কন্যাকে তাঁহার রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, কন্যা সকল কথা বলিলেন। শুনিয়া উজীরও অশ্রুত্যাগ করিতে লাগিলেন। তিনি কন্যাকে সান্ত্বনা দান করিবার জন্য বলিলেন, "মা, তুমি স্থির হও, আমি আজই তোমার স্বামীর সন্ধানে যাত্রা করিব। যে যাহাই বলুক, কোন দৈত্য যে তোমাকে বিবাহ করে নাই, তাহা আমি জানি।" অনন্তর উজীর সুলতানের নিকট দীর্ঘকালের জন্য বিদায় গ্রহণ করিয়া, জামাতার সন্ধানে গৃহত্যাগ করিলেন। তাঁহার কন্যা ও দৌহিত্র আজিজ তাঁহার সঙ্গে যাত্রা করিল।

উনিশ দিন ক্রমাগত পথ-পর্য্যটনের পর, সামসোদ্দীন কন্যা ও দৌহিত্রকে লইয়া দামাস্কস্ নগরের অদূরে উপস্থিত হইলেন। শিবির নগরপ্রান্তে সংস্থাপন করিয়া, সামসোদ্দীন জামাতার সন্ধানে বাহির হইলেন। আজিজ নগর দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইলে, আজিজের মাতা একটি ভৃত্যের সঙ্গে আজিজকে নগরে পাঠাইয়া দিলেন।

আজিজ সুন্দর বেশে সজ্জিত হইয়া, একখানি বেত্রদণ্ড হস্তে লইয়া ভৃত্যের সঙ্গে নগরে প্রবেশ করিল। পথের লোক বিস্ময়দৃষ্টিতে আজিজের সুন্দর মুখ দেখিতে লাগিল। বাজারে ঘুরিতে ঘুরিতে আজিজ বদরেদ্দীন হাসেনের হোটেলের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। আজিজকে দেখিবার জন্য তাহার চারিদিকে তখন অনেক লোক জমিয়া গিয়াছিল।

অজ্ঞাত পিতৃ-সম্মেলন

আজিজকে দেখিবামাত্র বদরেদ্দীন হাসেন মনে অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিলেন। আজিজের নিকট আসিয়া বলিলেন, "বৎস, তুমি একবার আমার হোটেলে এস, আমি তোমাকে কিছু খাবার খাইতে দিব।" বদরেদ্দীনের নয়ন অশ্রুসিক্ত হইল। আজিজ তাঁহার কথায় মুগ্ধ হইয়া ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া, হোটেলে প্রবেশ করিল। আজিজের ভৃত্য প্রথমে বড় প্রতিবাদ করিয়াছিল, বলিয়াছিল, 'উজীরের ছেলে তুমি, তুমি সামান্য খাবারওয়ালার দোকানে খাবার খাইতে যাইবে, তাহা কিছুতেই হইবে না।' কিন্তু আজিজ সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিয়াছিল, 'ঐ হোটেলওয়ালা যে কোন উজীরের ছেলে নয়, তাহা কে বলিতে পারে। দুরবস্থায় পড়িলে আমাকেও একদিন হোটেল খুলিতে হইবে, মানুষকে ঘৃণা করিতে নাই।'

বদরেদ্দীন হাসেন ভৃত্যকে নানা কথায় সন্তুষ্ট করিলেন। বদরেদ্দীনের প্রতি তাহার মনে যে ঘৃণাভাব ছিল, তাহা দূর হইল। আজিজ পরম হৃষ্টচিত্তে আহার করিতে লাগিল। বদরেদ্দীন প্রাণপণে অতিথিগণের সন্তোষসাধনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

আজিজের সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া বদরেদ্দীন ভাবিতে লাগিলেন, দেশে থাকিলে এতদিন তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী তাঁহাকে এইরূপ একটি পরম সুন্দর পুত্ররত্ন উপহার দান করিতে পারিতেন। স্বীয় দুর্ভাগ্যের কথা মনে করিয়া তিনি অশ্রুত্যাগ করিতে লাগিলেন। আজিজ অল্পকাল পরেই ভৃত্যের সহিত হোটেল ত্যাগ করিল।

বদরেদ্দীন হাসেন তৎক্ষণাৎ দোকান বন্ধ করিয়া আজিজের অনুধাবন করিলেন। কাফ্রি দাস তাঁহাকে দেখিয়া বলিল, "আবার যে তুমি আমাদের সঙ্গে আসিতেছ, তোমার মৎলবটা কি?" বদরেদ্দীন বলিলেন, "রাগ করিও না, নগরে আমার কিছু প্রয়োজন আছে, তাই যাইতেছি।" আজিজকে লইয়া ভৃত্য সামসোদ্দীনের শিবিরের দিকে চলিল, বদরেদ্দীনের দিকে আর তাহারা ফিরিয়াও চাহিল না। অবশেষে আজিজ শিবিরে প্রবেশোদ্যত হইয়া দেখিল, হোটেলওয়ালা তাহাদের তাম্বুর দিকে অগ্রসর হইতেছে। আজিজের মনে বড় ভয় হইল; সে ভাবিল, হয় ত দাদামহাশয় ইহার দোকানে মিষ্টান্ন খাওয়ার কথা শুনিতে পাইবেন, তাহা হইলে ত বড় বিপদ্! আজিজ একখানি ইট তুলিয়া সজোরে বদরেদ্দীনের ললাটে নিক্ষেপ করিল। কপাল ফাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। দুই হাত দিয়া রক্ত মুছিতে মুছিতে বদরেদ্দীন দোকানে ফিরিয়া আসিল; ভাবিল, বালকের কোন দোষ নাই, সে তাহার অনিষ্টাশঙ্কা করিয়া, আত্মরক্ষার জন্য এই কাজ করিয়াছে। রাগ আজিজের উপর না হইয়া, তাঁহার নিজের দগ্ধ অদৃষ্টের উপর হইল। অবশেষে পৃথিবীতে দুঃখকষ্টের সীমা নাই ভাবিয়া, সকলই আল্লার এক্তিয়ার ভাবিয়া তিনি মন সংযত করিলেন।

রক্তধারায় স্নেহের প্রতিদান

অনেক দেশ ঘুরিয়া অবশেষে সামসোদ্দীন বাসোরায় উপস্থিত হইলেন। সুলতান তাঁহার পরিচয় পাইয়া, তাঁহার সহিত সাক্ষাতের অনুমতি প্রদান করিলেন। সুলতান সামসোদ্দীনের দেশভ্রমণের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া সকল কথা জানিতে পারিলেন। তখন তিনি সামসোদ্দীনকে বলিলেন, "আমার উজীর নৌরেদ্দীনের অনেক দিন মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহার মৃত্যুর দুই মাস পরে সহসা একদিন বদরেদ্দীন কোথায় চলিয়া গিয়াছে, অনেক অনুসন্ধান করিয়াও তাহাকে পাওয়া যায় নাই, তাহার মাতা এখনও এখানে জীবিতা আছেন, তিনি আমারই উজীরের কন্যা।" সামসোদ্দীন সেই বিধবার সহিত সাক্ষাতের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

নিরুদ্দিষ্ট জামাতার সন্ধানে

নৌরেদ্দীনের বিধবা পত্নী তাঁহার পুত্রের সহিত যে বাড়ীতে বাস করিতেন, তথায় উপস্থিত হইয়া সামসোদ্দীন দেখিলেন, প্রাসাদোপম সৌধ, মার্ব্বেলনির্ম্মিত স্তম্ভরাজী শোভা পাইতেছে, গৃহে শিল্পচাতুর্য্যেরও অভাব নাই। সামসোদ্দীন তাঁহার ভ্রাতার নাম গৃহদ্বারে স্বর্ণাক্ষরে ক্ষোদিত দেখিলেন। তিনি ভ্রাতার গৃহদ্বার চুম্বন করিয়া, তাঁহার ভ্রাতৃজায়ার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাঁহাকে পরিচয় প্রদান করিয়া, সেখানে তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য জানাইলেন। বিধবা এতকাল পরে তাঁহার স্বামীর সহোদরকে দেখিয়া আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না; বেগে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি সামসোদ্দীনের মুখে তাঁহার কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহের কথা শুনিয়া বুঝিলেন, হয় ত তাঁহার পুত্র এখনও কোথাও জীবিত আছে। তিনি তাঁহার পুত্রবধূ ও পৌত্রকে দেখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলে সামসোদ্দীন তাঁহাদিগকে নৌরেদ্দীনের গৃহে লইয়া চলিলেন। পুত্রবধূ ও পৌত্রের মুখ দেখিয়া বিধবার হৃদয় অনেক পরিমাণে শান্ত হইল। সামসোদ্দীন বদরেদ্দীনকে খুঁজিয়া বাহির করিবেন বলিয়া, বিধবাকে তাঁহার সঙ্গে মিশরে যাত্রা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। সামসোদ্দীন তাঁহাকে লইয়া বাসোরা পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় দামাস্কস্ অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

দামাস্কসে উপস্থিত হইয়া, তিনি মিশরের সুলতানের নিমিত্ত সেই রাজ্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়ের জন্য চারিদিকে লোক প্রেরণ করিলেন। সামসোদ্দীন দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতেছেন শুনিয়া, রাজ্যের সদাগরগণ প্রতিদিন বহু পণ্যদ্রব্য লইয়া, তাঁহার শিবিরে উপস্থিত হইতে লাগিলেন।

একদিন আজিজ তাহার ভৃত্যকে বলিল, "বাসোরা যাইবার পূর্ব্বে আমি হোটেলওয়ালার কপালে ইট মারিয়াছিলাম, সে এখন কেমন আছে, তাহা জানিতে আমার বড় ইচ্ছা হইয়াছে। আমাকে একবার বাজারে লইয়া চল।" আজিজের মাতার অনুমতি লইয়া ভৃত্য আজিজকে বাজারে লইয়া চলিল।

স্নেহের সম্মোহন আকর্ষণ

আজিজ ও তাহার ভৃত্য বাজারের মধ্যে আসিয়া দেখিল, বদরেদ্দীন তখনও পূর্ব্ববৎ মিঠাই প্রস্তুত করিতেছেন। বদরেদ্দীনকে দেখিয়া আজিজ জিজ্ঞাসা করিল, "ওগো হোটেলওয়ালা, তুমি আমাকে চিনিতে পার কি?" আজিজের মুখের দিকে চাহিয়াই বদরেদ্দীন তাহাকে চিনিতে পারিলেন, পূর্ব্ববৎ তাঁহার হৃদয়ে স্নেহের সঞ্চার হইল। তিনি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কোন কথা বলিতে পারিলেন না, কেবল তাঁহার চক্ষু হইতে অশ্রু ঝরিতে লাগিল। বদরেদ্দীন আজিজকে কিছু মিষ্টদ্রব্য খাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন; বলিলেন, "সেবার আমি আপনাদের সঙ্গে আপনাদের তাম্বুর কাছে গিয়া বড়ই অন্যায় কর্ম্ম করিয়াছি, আমার সে অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আমার মনে এমন স্নেহের উদয় হইয়াছিল যে, আমি আপনার সঙ্গে না গিয়া থাকিতে পারি নাই।"

আজিজ বলিল, "তুমি আমাকে যদি আর বিরক্ত না কর, কি আমার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শিবিরে না যাও, তবে আমি তোমার দোকানের মিঠাই খাইতে পারি, কিন্তু তুমি আমার প্রতি এত ভালবাসা দেখাইতেছ কেন, তাহা ত' বুঝিতে পারি না।" বদরেদ্দীন আজিজের কথায় সম্মত হইল, আজিজ মিঠাই ভোজন করিল। বদরেদ্দীন আপনার জীবন ধন্য মনে করিতে লাগিলেন। তিনি আজিজকে ও তাহার ভৃত্যকে অতি উৎকৃষ্ট গোলাপ-সুবাসিত সরবৎ পান করিতে দিলেন। সন্তুষ্ট হইয়া আজিজ বলিল, "আমার দাদা মহাশয় যে কয়দিন এখানে থাকেন, আমি প্রত্যহ তোমার দোকানে আসিব, তোমার দোকানের খাবার জিনিসগুলি বড় ভাল।"

আজিজ শিবিরে প্রত্যাগমন করিলে তাহার মাতা তাহাকে আহারে বসাইয়া, সে বাজারে কি কি জিনিস দেখিয়াছে, সেই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আজিজ সে দিন আর ভাল করিয়া খাইতে পারিল না; বদরেদ্দীনের দোকানে তাহার উদর পূর্ণ হইয়াছিল। আজিজের জন্য তাহার পিতামহী কয়েকখানি পিষ্টক প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা আজিজ খাইল না দেখিয়া তিনি তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

আজিজ বলিল, "ঠাকুমা, তুমি এ কি পিঠা তৈয়ারী করিয়াছ ! আজ বাজারে এক হোটেলওয়ালার হোটেলে যে পিঠা খাইয়া আসিয়াছি, তেমন পিঠা তুমি তৈয়ারী করিতে পার না।"

এই কথা শুনিয়া বদরেদ্দীনের জননী ভৃত্যকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "তুই বাছাকে বাজারে লইয়া গিয়া ভিখারীর ছেলের মত যার তার দোকানে মিঠাই খাইতে দিস্, এই জন্য কি তোর হাতে ছেলে দেওয়া হইয়াছে ?" রাগ করিয়া তিনি সামসোদ্দীনের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং কর্ত্তব্য কর্ম্মে অমনোযোগী ভৃত্যের প্রতি গুরু দণ্ডদানের জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন।

সামসোদ্দীন মহম্মদ ভৃত্যের বিরুদ্ধে এই অভিযোগের কথা শুনিয়া তাহাকে আহ্বান করিলেন এবং ঠাকুরাণী যে কথা বলিতেছেন, তাহা সত্য কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। সামসোদ্দীন মহম্মদ রাগী লোক ছিলেন। বিশেষতঃ তাঁহার প্রাণসম প্রিয় দৌহিত্রের প্রতি অন্যায় অযত্ন তিনি যে কোন মতেই সহ্য করিবেন না, ভৃত্য সাবান তাহা ভালই জানিত। পাছে কোন শাস্তি হয়, এই ভয়ে ভৃত্য প্রথমে বাজারে গিয়া হোটেলওয়ালার দোকানে খাবার খাইবার কথা অস্বীকার করিল ; কিন্তু আজিজ বলিল, "দাদামহাশয়, আমরা হোটেলে যে রকম পিঠা খাইয়া আসিয়াছি, তেমন সুস্বাদু পিঠা আর কখন খাই নাই, খুব বেশী রকম খাওয়া হইয়াছে।" সাবান বলিল, "না মহাশয়, আমরা বাজারে গিয়া কোথাও কিছু খাই নাই, সত্য কথা বলিতেছি।" আজিজ বলিল, "দাদামশাই, কেবল পিঠা নয়, সরবৎ যে খাইয়াছি, অতি আশ্চর্য্য ! বড় দেলখোস সরবৎ !"—সামসোদ্দীন ভৃত্যকে বলিলেন, "তুই মিথ্যাবাদী, আমি আমার নাতির কথা অবিশ্বাস করিয়া তোর কথা বিশ্বাস করিব, ভাবিতেছিস্ ? যাহা হউক, আমার ঐ টেবলের উপর যে সমস্ত খাবার আছে, তাহা যদি তুই খাইতে পারিস্, তবে তোর কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিব।"

দেলখোস সরবৎ

সামসোদ্দীনের টেবলে পাঁচ ছয় সের নানাবিধ মিঠাই স্তূপাকারে সজ্জিত ছিল। ভৃত্য সাবান উদর পূর্ণ করিয়া হোটেল হইতে খাইয়া আসিয়াছিল, এক বিন্দু খাদ্যদ্রব্যের স্থানও আর তাহার উদরে ছিল না, সুতরাং সে কিছু খাদ্য মুখে তুলিয়াই ফেলিয়া দিল ; বলিল, "কাল আহার বড় গুরুতর হইয়াছিল, সে জন্য কিছুই ক্ষুধা নাই।" তখন উজীর ভৃত্যগণকে আদেশ করিলেন, "এই হারামজাদকে আচ্ছা করিয়া প্রহার কর।" ভৃত্যগণ সামসোদ্দীনের আদেশ উৎসাহের সহিত পালন করিতে লাগিল। সাবান ষাঁড়ের মত চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "হোটেলওয়ালার দোকানে পিঠা খাইয়াছি, এখানেও খাইতেছি, হোটেলওয়ালার পিঠা এখানকার পিঠা অপেক্ষা হাজার গুণে ভাল ; সেই চমৎকার পিঠা খাইবার পর এ পিঠা মুখে দেওয়া যায় না।"

নৌরেদ্দীনের বিধবা পত্নী এই কথা শুনিয়া বলিলেন, "সাবান নিশ্চয়ই রাগ করিয়া মিথ্যা কথা বলিতেছে, আমার অপেক্ষা আর কেহ ভাল পিঠা করিতে পারে, তাহা না দেখিলে বিশ্বাস করি না। আমি সেই হোটেলওয়ালার পিঠা দেখিতে চাই।"

পিষ্টক-রহস্যে সমস্যা-সমাধান

তখন সামসোদ্দীনের আদেশে সাবান বদরেদ্দীনের দোকান হইতে পিষ্টক ক্রয় করিয়া আনিল। পিষ্টক মুখে দিয়াই নৌরেদ্দীনের পত্নী সহসা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। সামসোদ্দীন নিকটেই ছিলেন, তিনি তাঁহার ভ্রাতৃবধূর চোখে-মুখে শীতল জল ঢালিয়া অনেকক্ষণ পরে সুস্থ করিয়া তুলিলেন। জ্ঞানলাভ করিয়া তিনি বলিলেন, "এ আমার সন্তানের হাতের পিঠা, এমন পিঠা আর কেহ গড়িতে জানে না।" সামসোদ্দীন বলিলেন, "এ কথা কি করিয়া বিশ্বাস করা যায় ? আপনি ও আপনার পুত্র ভিন্ন পৃথিবীতে উৎকৃষ্ট পিঠা কেহ গড়িতে পারে না, এ কথা কি আপনি জোর করিয়া বলিতে পারেন ?"—বিধবা বলিলেন, "না, তাহা বলিতেছি না, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পিঠা হইতে পারে, কিন্তু ইহার ভিতর যে একটা বিশেষত্ব আছে, তাহা

আমার নিজস্ব, আমার পুত্রকেই কেবল তাহা শিখাইয়াছিলাম। এ পিঠাতে সেই বিশেষত্ব দেখিতে পাইতেছি।" সামসোদ্দীন বলিলেন, "বৌদিদি, আপনি এরূপ অধীর হইবেন না, হোটেলওয়ালা যখন এই নগরেই আছে, তখন তাহাকে এখানে লইয়া আসিলেই আপনার সকল সন্দেহ দূর হইবে, কিন্তু আপনি প্রতিজ্ঞা করুন যে, এই ব্যক্তি আপনার পুত্র হইলে আপনি কিম্বা আপনার পুত্রবধূ,—আমার কন্যা এখানে তাহার সহিত আলাপ-পরিচয় করিবেন না,—তাহাকে কোন কথা জানিতে দিবেন না, কারণ, দামাস্কসে এই সকল কথা প্রকাশ হয়, ইহা আমার ইচ্ছা নহে। কায়রো নগরে উপস্থিত হইয়া যথাকর্ত্তব্য করা যাইবে।"

জামাতা-হরণ অভিযান

অনন্তর তিনি তাঁহার পঞ্চাশ জন ভৃত্যকে আহ্বান করিয়া আদেশ করিলেন, "তোমরা এখনই বাজারে যাও, সাবান যে হোটেল দেখাইয়া দিবে, সেই হোটেলে যে ব্যক্তি পিষ্টক প্রস্তুত করে, তাহার দোকান লুঠ করিয়া, তাহাকে অবিলম্বে এখানে বাঁধিয়া লইয়া আসিবে, কিন্তু সাবধান, তাহাকে আঘাত করিবে না।"

সমসোদ্দীনের ভৃত্যবর্গ দলবদ্ধ হইয়া দামাস্কসের বাজারে উপস্থিত হইল, এবং বদরেদ্দীনের দোকানে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এই ভৃত্যকে যে পিঠা বিক্রয় করিয়াছ, তাহা কাহার প্রস্তুত?" বদরেদ্দীন বলিলেন, "উহা আমি স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়াছি, এরূপ পিঠা আমার মাতা ভিন্ন আর কেহই প্রস্তুত করিতে পারে না।" এই কথা শুনিবামাত্র ভৃত্যগণ দোকানের সমস্ত জিনিস নষ্ট করিয়া, এমন কি, উনান পর্য্যন্ত চূর্ণ করিয়া বদরেদ্দীনকে বন্ধন করিয়া সামসোদ্দীনের তাম্বুতে লইয়া আসিল।

শিবিরে উপনীত হইয়া সামসোদ্দীনকে অভিবাদন করিয়া বদরেদ্দীন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "মহাশয়, আমি এমন কি অপরাধ করিয়াছি যে, আপনার ভৃত্যগণ আমার দোকান লুঠ করিয়া, আমাকে বন্ধন করিয়া লইয়া আসিল?" সামসোদ্দীন কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া সগর্জ্জনে বলিলেন, "রে বর্ব্বর, সত্য করিয়া বল, এ পিঠা তোর স্বহস্তে প্রস্তুত কি না? এরূপ পিঠা যে প্রস্তুত করে, তাহাকে শূলে চড়াইয়া আমি তাহার প্রাণ সংহার করিব। এই কঠোর শাস্তি তাহাকে লইতে হইবে।" বদরেদ্দীন ললাটে করাঘাত করিয়া বলিলেন, "খোদা! এ যে ভয়ানক শাস্তি দেখিতেছি, খারাপ পিঠা করিয়াছি বলিয়া আমার প্রাণদণ্ড হইবে?" সামসোদ্দীন গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "হাঁ, আমি তোকে স্থানান্তরে লইয়া গিয়া তোর প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিব, এ জন্য সুলতানের অনুমতি লইয়াছি।"

বদরেদ্দীনের মাতা ও স্ত্রী পরদার অন্তরাল হইতে বদরেদ্দীনকে দেখিতেছিলেন, যদিও বহুদিন পরে তাঁহারা তাঁহাকে দেখিলেন, তথাপি মুহূর্ত্তমধ্যে চিনিতে পারিলেন। অত্যধিক আনন্দবেগে তাঁহারা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন, কিন্তু পূর্ব্বে কোন কথা প্রকাশ করিবেন না প্রতিজ্ঞা করায়, তাঁহারা মূর্চ্ছাভঙ্গে অতি কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া রহিলেন।

বিবাহ-স্বপ্নের সভা-সজ্জা

বদরেদ্দীনকে লইয়া সামসোদ্দীন পরিবারবর্গের সহিত কায়রো নগরে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর সামসোদ্দীন তাঁহার কন্যাকে বলিলেন, "মা, তোমার বিবাহরাত্রে যেখানে যে দ্রব্য যে ভাবে ছিল, সেই সকল দ্রব্য ঠিক সেই ভাবে সজ্জিত করিয়া রাখ; বিবাহরাত্রের সমস্ত আয়োজনের কথা আমি সবিস্তারে লিখিয়া সিন্দুকে রাখিয়াছি, যদি তোমার কোন ভুল হয়, সেই কাগজখানি বাহির করিয়া পাঠ করিলেই সকল কথা তোমার মনে পড়িবে। বিবাহ-উৎসবের যে সকল আয়োজন বাহিরে হইয়াছিল, আমি সেই সকল আয়োজন ঠিক করিতেছি।"

সমস্ত আয়োজন ঠিক হইলে, উজীর তাঁহার কন্যার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া, যে আসনে বদরেদ্দীনের পাগড়ী, টাকার থলি, পরিচ্ছদ ছিল, সেই আসনে তাহা পূর্ব্ববৎ রাখিয়া কন্যাকে বলিলেন, "আজ রাত্রে সেই বিবাহরাত্রের ন্যায় পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া তোমাকে শয়ন করিতে হইবে। বদরেদ্দীন রাত্রে তোমার

নিকট আসিলে ফিরিবার বিলম্বের জন্ম তাহাকে সাদরে অনুযোগ করিবে; তাহার পর তাহাকে শয়ন করিতে বলিবে। যাহা যাহা ঘটে, সমস্ত কাল সকালে আমাকে ও তোমার শাশুড়ীকে জানাইবে।"

স্বপ্ন কি এতই মধুর ?

রাত্রিকালে বদরেদ্দীন নিদ্রিত হইলে, সামসোদ্দীনের আদেশানুসারে ভৃত্যগণ তাঁহার নিদ্রিত অবস্থাতেই তাঁহার পরিচ্ছদ খুলিয়া লইয়া, বিবাহ-রাত্রিতে তিনি যে পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া শয়ন করিয়াছিলেন, সেইরূপ পরিচ্ছদ পরাইয়া দিল। বদরেদ্দীন পথিশ্রমে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া তখন গভীর নিদ্রায় অভিভূত, তিনি কিছুই জানিতে পারিলেন না। পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন হইলে ভৃত্যগণ তাঁহাকে সজ্জিত বিবাহসভায় আনিয়া শয়ন করাইল। তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, তিনি উঠিয়া বসিলেন। যাহা দেখিলেন, তাহাতে কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। দেখিলেন, বহুকাল পূর্ব্বে তাঁহার বিবাহসভায় যে সকল দৃশ্য দেখিয়াছিলেন, আজ এত কাল পরে ইন্দ্রজালের ন্যায় তাহাই তাঁহার চক্ষুর উপর ভাসিতেছে। তিনি চারিদিকে বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিতে লাগিলেন, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহাকে কাষ্ঠপিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া কায়রোতে লইয়া আসা হইয়াছিল। তিনি কোথায় আসিয়াছেন, সামসোদ্দীন তাহাও জানিতে দেন নাই, কিন্তু সেই বিবাহ-সভায় তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইলে তাঁহার মনে পড়িল, এখানেই তিনি সেই রাত্রিতে বরবেশে বসিয়াছিলেন এবং শত শত সুন্দরী রমণীতে সভা পরিপূর্ণ হইয়াছিল। তাঁহার মনে হইল, রমণীগণ অল্পক্ষণমাত্র চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু আলোকের ঔজ্জ্বল্য এবং আলোকদানের সুগন্ধ তেমনি অবিকৃত রহিয়াছে। বদরেদ্দীন আসনে বসিয়া



চিন্তার প্রশান্তি

উভয় করতলে চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া বলিলেন, 'আল্লা, এ কি সত্য! না আমি স্বপ্ন দেখিতেছি?' তাঁহার মন এরূপ অস্থির হইয়া উঠিল যে, কিছুতেই তিনি স্বস্তি পাইতেছিলেন না। তাই মনের চাঞ্চল্য দূর করিবার জন্য কোন উপকরণ পাওয়া যায় কি না, তাহার অনুসন্ধান জন্য ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেই দেখিতে পাইলেন, সম্মুখেই আধার সমেত একখানি কোরাণ রহিয়াছে। পরম আনন্দে তিনি কোরাণ-পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁহার চিত্ত বিমল শান্তিধারায় স্নিগ্ধ হইয়া উঠিল। সেই সময় তাঁহার স্ত্রী সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। বদরেদ্দীন নিবিষ্টচিত্তে কোরাণ পাঠ করিতেছিলেন, তাঁহার স্ত্রীর উপস্থিতি তিনি জানিতেই পারিলেন না।

স্বামীকে তদবস্থ দেখিয়া বদরেদ্দীনের স্ত্রী স্বাভাবিক মধুর কণ্ঠে বলিলেন, "প্রিয়তম, তুমি এখানে? এসো, রাত্রি অধিক হইয়াছে, আমরা শয়নকক্ষে যাই।"

অতর্কিতভাবে একদিনের পরিচিতা স্ত্রীর কণ্ঠস্বর কাণে যাইতেই বদরেদ্দীন বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইলেন; কিন্তু তখন তাঁহার মনের অবস্থা এইরূপ যে, নিজের উপর তাঁহার কোনরূপ কর্তৃত্ব ছিল না। সুতরাং তিনি উঠিয়া সবিস্ময়ে সভয়ে, মাতালের ন্যায় টলিতে টলিতে স্ত্রীর অনুসরণ করিয়া তাঁহার শয়নকক্ষদ্বারে উপস্থিত হইলেন।

প্রমোদ-কক্ষে সাদর-আহ্বান

বদরেদ্দীনের স্ত্রী অত্যন্ত কোমল কণ্ঠে বলিলেন, "প্রিয়তম, তুমি দ্বারে দাঁড়াইয়া কি করিতেছ, ঘরে আসিয়া শয়ন কর। শয্যা হইতে তুমি অনেকক্ষণ উঠিয়া গিয়াছ, হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া আমার পাশে তোমাকে না দেখিতে পাইয়া বড়ই আশ্চর্য্য বোধ করিতেছিলাম।"—বদরেদ্দীন স্ত্রীর কথা শুনিয়া ধীরে ধীরে স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় স্ত্রীর শয়নকক্ষে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু শয্যায় শয়ন করিলেন না। চেয়ারের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার পাগ্‌ড়ী, পোষাক ও টাকার থলি যেমন তিনি রাখিয়াছিলেন, সে সকল দ্রব্য সেই ভাবেই আছে। তাঁহার মনে হইল, তিনি যাহা দেখিতেছেন, তাহা দশ বৎসর পূর্ব্বের দৃশ্য; তাহা হইলে কি স্বপ্নঘোরে তিনি এ দশ বৎসর অতিবাহিত করিয়াছেন? ললাটে হাত দিয়া দেখিলেন, আজিজ লোষ্ট্রাঘাতে তাঁহার ললাটে যে ক্ষত করিয়া দিয়াছিল, সে ক্ষতচিহ্ন তখনও একেবারে মিলাইয়া যায় নাই। ইহাও কি স্বপ্ন! বদরেদ্দীন তাঁহার পাগ্‌ড়ী ও টাকার থলি উত্তমরূপে পরীক্ষা করিলেন, তাহার পর শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "এ সকল সত্য না ভেল্‌কী, আমি যে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।" তাহার পর তাঁহার স্ত্রী আবার কাতরভাবে বলিলেন, "প্রিয়তম, ওখানে দাঁড়াইয়া কি ভাবিতেছ, এখনও রাত্রি আছে, শয়ন কর," বদরেদ্দীন তাঁহার স্ত্রীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমি সত্যই কি তোমার নিকট হইতে এই রাত্রিকালেই উঠিয়া গিয়াছি?" উজীরকন্যা বলিলেন, "তুমি এরূপ অদ্ভুত প্রশ্ন করিতেছ কেন? তোমার মন বড় অন্যমনস্ক দেখিতেছি, এই একটু আগে কত সোহাগ করিয়াছ, আমার রূপের প্রশংসা করিয়া বিমুগ্ধভাবে কত প্রেম নিবেদন করিয়াছ, এত শীঘ্র তাহা ভুলিবার কারণ কি? সে সকল কি তবে মন-মজান ছলনা মাত্র?"

বদরেদ্দীন বলিলেন, "আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আমি তোমার কাছে শয়ন করিয়াছিলাম, তাহা আমার স্মরণ হয়, কিন্তু তাহার পর আমি যে দশ বৎসর দামাস্কসে বাস করিয়াছি, তাহা ত' ভুলিতে পারিতেছি না। আজ রাত্রে আমি তোমার শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিলে এ দশ বৎসরের স্মৃতি কোথা হইতে আসিল?" উজীরকন্যা বলিলেন, "তুমি নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখিয়াছ।" এই কথা শুনিয়া বদরেদ্দীন উচ্চহাস্যে বলিলেন, "ইহা অপেক্ষা অসম্ভব কথা আর কিছুই নাই, দামাস্কসের সকল কথাই আমার উজ্জ্বলভাবে মনে পড়িতেছে। তবে বহু দিন পূর্ব্বের এক বিচিত্র স্বপ্নের কথা আমার বেশ মনে আছে, পিতার সমাধি-মন্দির হইতে হঠাৎ আলোকদীপ্ত, রূপ-তরঙ্গ-উছল, সুসজ্জিত বিবাহ-সভায় কোন মায়াবলে উপনীত হইয়াছিলাম;—সৌভাগ্যবশে তোমারই মত বিদ্যুৎ-শিখারূপিণী সুন্দরীর সহিত মিলনানন্দে বিভোর হইয়া প্রমোদনিশা যাপন করিয়াছিলাম। হাঁ, একরাত্রে তোমারই পার্শ্বে শয়ন করিয়া প্রমোদ-ক্লান্তিতে অবসন্ন হইয়া, সুকোমল বাহুলতা উপাধানে নিদ্রিত হইয়াছিলাম। কিন্তু সে বিচিত্র সুখস্বপ্নের অবসানে জাগিয়া দেখিলাম, প্রভাতে আমি সহস্র ক্রোশ দূরবর্ত্তী দামাস্কসের নগরদ্বারে পড়িয়া আছি। আমি বিশ্বাস করিলাম না যে দামাস্কাসে আসিয়াছি, কিন্তু লোক আমাকে পাগল মনে করিয়া উপহাস করিতে লাগিল, অবশেষে আমি অগত্যা এক হোটেলওয়ালার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। সেই হোটেলেই আমার দশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। তাহার পর কোথাকার এক জন ওমরাহ আমার দোকান লুঠ করিয়া আমাকে এখানে বাঁধিয়া আনিয়াছেন এবং প্রাণদণ্ড করিবেন বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিয়াছেন।" উজীরকন্যা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এমন কি অপরাধ করিয়াছ যে, সে জন্য তোমার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল?" বদরেদ্দীন

প্রমোদ-নিশার বিচিত্র স্বপ্ন

বলিলেন, "আমার অপরাধ—আমি তাঁহার ভৃত্যের নিকট যে পিষ্টক বিক্রয় করিয়াছিলাম, তাহা তাঁহার মুখরোচক না হওয়াতেই আমার প্রতি এই দণ্ড—এমন অদ্ভুত দণ্ড আল্লার রাজ্যে আর কেহ পাইয়াছে বলিয়া জানি না।"

অবিরাম চুম্বনে বিরহ-সন্তাপ প্রশমিত

যাহা হউক, অনেক কথার আলোচনার পর বদরেদ্দীন শয্যায় শয়ন করিলেন ; সুদীর্ঘ বিরহের সন্তাপ-জ্বালা—মিলনের প্রেমাশ্রুতে প্রশমিত হইল। সুন্দরীর অভিমান—প্রেমদানের পালা সাঙ্গ হইতে মিলন-রজনীর অবসান হইল, কিন্তু অবিরাম চুম্বন-আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইল না। প্রবল সুখের আবেশে বিনিদ্র-রজনী যেন মুহূর্ত্তে কাটিয়া গেল ; স্বপ্নকে সত্য ও সত্যকে স্বপ্ন বলিয়া বারম্বার মনে হইতে লাগিল।

প্রভাতে উজীর সামসোদ্দীন মহম্মদ শয়নকক্ষদ্বারে উপস্থিত হইয়া, বদরেদ্দীনকে সাদরে আহ্বান করিলেন। বদরেদ্দীন দ্বার খুলিয়া দেখিলেন, পিষ্টক-নির্ম্মাণের দোষে যিনি তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ করিয়াছিলেন, তিনিই তাঁহাকে আহ্বান করিতেছেন। ভয় ও বিস্ময়ে বদরেদ্দীনের হৃদয় পরিপূর্ণ হইল। কিন্তু উজীর সহাস্যে সকল কথা প্রকাশ করিয়া তাঁহার ভয় দূর করিলেন এবং বলিলেন, "দৈত্যের অনুগ্রহেই এই বিবাহ হইয়াছিল।" সামসোদ্দীন তাঁহার নিজের ও তাঁহার ভ্রাতা নৌরেদ্দীনের সকল কথা বদরেদ্দীনকে সবিস্তারে বলিলেন।

জ্যেষ্ঠতাতের মুখে সকল কথা শুনিয়া বদরেদ্দীনের মনে অত্যন্ত আনন্দের সঞ্চার হইল ; অল্পক্ষণ পরেই তিনি তাঁহার মাতা ও পুত্র আজিজের সাক্ষাৎ পাইলেন। আজিজকে দেখিবামাত্র তাঁহার রুদ্ধ পুত্রস্নেহ শতধারায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। মাতার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া তিনি শিশুর ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। পবিত্র অশ্রুধারায় সুদীর্ঘ কালের অদর্শনজনিত মনঃকষ্ট বিধৌত হইয়া গেল।

অনন্তর উজীর সামসোদ্দীন মহম্মদ সুলতানের নিকট উপস্থিত হইয়া, সকল কথা বিবৃত করিলেন। সুলতান উজীরের কথা শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। উজীরের গৃহে আনন্দোৎসব চলিতে লাগিল।

উজীর জাফর বদরেদ্দীন হাসেনের এই কাহিনী শেষ করিয়া খালিফ হারুণ-অল-রসীদকে বলিলেন, "জাঁহাপনা, আমার এই গল্প কি সমধিক আশ্চর্য্যজনক নহে ? যদি ইহা আপেলের কাহিনী অপেক্ষা অধিক বিস্ময়কর হয়, তাহা হইলে আমার প্রার্থনা, আমার এই দাসের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা রহিত করুন।" খালিফ তখন অনুগ্রহ পূর্ব্বক, উজীরের ক্রীতদাস রোহানকে মুক্তিদান করিলেন এবং সেই সাধ্বী পত্নীহত্যাকারী যুবকের সহিত তাঁহার একটি সুন্দরী ক্রীতদাসীর বিবাহ দিয়া, তাঁহাকে বহুসংখ্যক উপহারে পুরস্কৃত করিলেন। পত্নীহন্তা যুবক খালিফের নিকট চির-অনুগৃহীত হইয়া রহিলেন।

এই গল্প শেষ হইলে শাহারজাদী সুলতান শাহরিয়াকে প্রভাতী-বিদায়-চুম্বনে প্রীতি প্রদান করিয়া বলিলেন, "হে সুলতানশ্রেষ্ঠ ! আমি আপনাকে যে গল্প বলিলাম, তাহা অপেক্ষাও অধিক আশ্চর্য্য একটি গল্প জানি, আপনি তাহা শ্রবণ করিলে নিশ্চয়ই মুগ্ধ হইবেন। আপনার অনুমতি হইলে আগামী কল্য রাত্রে তাহা বলিতে পারি।" সুলতানের গল্পশ্রবণের ইচ্ছার সঙ্গে শাহারজাদীর রূপসুধাপানের প্রমত্ত বাসনা দিন দিন অত্যন্ত বলবতী হইতেছিল, শাহারজাদীর মুখে তিনি যতই নূতন নূতন গল্প শ্রবণ করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার বিস্ময় বৃদ্ধি হইতেছিল। তিনি এমন অনুপম সুন্দরীকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়া, গল্পশ্রবণের সুখের সঙ্গে প্রমোদ-পিপাসার তৃপ্তি হইতে আপনাকে বঞ্চিত করিতে ইচ্ছা করিলেন না। মনে মনে ভাবিলেন, সৌন্দর্য্যরাণীর সকল গল্প শুনিয়া, কিছুদিন সুখসম্ভোগ করিয়া তাহার পর প্রাণদণ্ডের আদেশ করিলেই চলিবে।

গল্প-সুধায় প্রমোদ-পিয়াসা তৃপ্তির অবসর

পরদিন শেষরাত্রিতে দিনারজাদী যথানিয়মে উঠিয়া, তাঁহার ভগিনীকে বলিলেন, "দিদি, তুমি যে নূতন গল্পটি বলিতে চাহিয়াছ, তাহা বল।" সুলতানের সম্মতি লইয়া শাহারজাদী বলিতে আরম্ভ করিলেন।

কুব্জ ও দরজীর বিস্ময়কর কাহিনী

তাতার দেশের সীমান্তস্থিত কাসগার নগরে, পূর্ব্বকালে এক জন দরজী বাস করিত। দরজীর একটি পরমা সুন্দরী স্ত্রী ছিল, এই স্ত্রী যেমন সুন্দরী, তেমনি গুণবতী ছিল বলিয়া, দরজীর সুখের সীমা ছিল না। এক দিন সে তাহার দোকানে পোষাক সেলাই করিতেছে, এমন সময় একটি ক্ষুদ্রদেহ কুব্জ আসিয়া, তাহার দোকানের দ্বারে বসিয়া, করতাল বাজাইয়া মনানন্দে গান আরম্ভ করিল। তাহার গান ও বাদ্য শুনিয়া, দরজী বড় খুসী হইল। সে মনে মনে ভাবিল, যদি ইহাকে আমার স্ত্রীর নিকট লইয়া গিয়া, ইহার গান শুনাইতে পারি, তাহা হইলে তিনি বড় সন্তুষ্ট হইবেন। অনন্তর দরজী কুব্জের নিকট এই প্রস্তাব করিলে, সে সানন্দে সম্মত হইল। দরজী তাহার দোকান বন্ধ করিয়া, কুব্জকে লইয়া গৃহে চলিল।

দরজীর স্ত্রী তখন আহারের আয়োজন করিতেছিল। দরজী কুব্জকে লইয়া গৃহে উপস্থিত হইলে, তিন জনে একত্র খাইতে বসিল। খাইতে খাইতে কুব্জের গলায় মৎস্যের একটি বড় কাঁটা বিঁধিয়া গেল, অবিলম্বে তাহার মৃত্যু হইল। এই দুর্ঘটনায় দরজী ও তাহার স্ত্রী উভয়েই অত্যন্ত ভীত হইল। তাহারা বুঝিল, যদি রাজকর্ম্মচারিগণের কর্ণে এই সংবাদ প্রবেশ করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে নরহত্যার অভিযোগে দণ্ডিত হইতে হইবে, সুতরাং তাহারা মৃতদেহটি স্থানান্তরিত করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল।



মৃতদেহ চালান

দরজীর বাড়ীর নিকট এক জন ইহুদী চিকিৎসক বাস করিতেন। দরজী ও তাহার স্ত্রী কুব্জের মৃতদেহ বহিয়া সেই চিকিৎসকের বাড়ী লইয়া গেল এবং মৃতদেহটি দরজার সিঁড়ির উপর স্থাপন করিয়া, দরজার কড়া ধরিয়া নাড়িতে লাগিল। দরজা খুলিয়া একজন সুন্দরী দাসী বাহির হইয়া আসিলে দরজী তাহাকে বলিল, "আমরা একটি রোগী আনিয়াছি, তাহার পীড়া অত্যন্ত অধিক, চিকিৎসক মহাশয়কে একবার ডাকিয়া দিলে বড়ই উপকৃত হইব।" দরজী এই বলিয়া দাসীর হস্তে একটি টাকা প্রদান করিল। দাসী চিকিৎসককে সংবাদ প্রদান করিতে চলিল। দরজী ও তাহার স্ত্রী সেই মৃতদেহটি বহন করিয়া, দ্বারপ্রান্তে রাখিয়া গৃহে চম্পট দিল।

ইতিমধ্যে দাসী চিকিৎসকের নিকট উপস্থিত হইয়া, তাহার হস্তে টাকাটি প্রদান করিয়া, রোগীর আগমন সংবাদ দিল। এই সুসংবাদ পাইবামাত্র সেই ইহুদী চিকিৎসক দাসীকে বলিল, 'একটা আলো লইয়া আমার পশ্চাতে আয়।' তাহার পর অন্ধকারের মধ্যেই ডাক্তার দ্রুতবেগে দ্বারের দিকে আসিল; দ্বারপ্রান্তে কুব্জের মৃতদেহ পড়িয়া ছিল, ইহুদী তাহার উপর আসিয়া পড়িল এবং বিরক্ত হইয়া সেই মৃতদেহে পদাঘাত করিল, সঙ্গে সঙ্গে হুমড়ী খাইয়া ইহুদী একবারে সিঁড়ির নীচে আসিয়া পড়িল। দাসী আলো লইয়া আসিলে ডাক্তার সভয়ে দেখিল, তাহার অসাবধান পদসঞ্চালনেই রোগীর মৃত্যু হইয়াছে।

খুনের দায়ে চিকিৎসক

ডাক্তার তখন রাজকর্ম্মচারিগণের হস্ত হইতে পরিত্রাণলাভের অভিপ্রায়ে সেই মৃতদেহটি তাহার স্ত্রীর শয়নকক্ষে লইয়া গেল এবং কিরূপে এই দেহ স্থানান্তরিত করা যায়, তৎসম্বন্ধে স্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিতে লাগিল। অনেক পরামর্শের পর চিকিৎসকের স্ত্রী বলিল, "এক উপায় করা যাউক, আমাদের বাড়ীর পাশে ঐ যে মুসলমানটি আছে, আমাদের ছাদের উপর উঠিয়া, তাহার চিমনীর ভিতর দিয়া এই মৃতদেহ নামাইয়া দেওয়া যাউক।"

এই মুসলমানটি সুলতানের ভাণ্ডারী ছিল। সুলতানের সাংসারিক ব্যয়ের জন্য যে সকল তৈল, ঘৃত, মসলা প্রভৃতি সামগ্রীর আবশ্যক হইত, তাহা সে নিজের বাড়ীতেই জমা করিয়া রাখিত। এই ভাণ্ডারগৃহটি ইঁদুর ছুঁচা প্রভৃতি চতুষ্পদে পরিপূর্ণ ছিল।

ইহুদী চিকিৎসক স্ত্রীর পরামর্শই উৎকৃষ্ট বিবেচনা করিয়া, কুব্জের মৃতদেহ লইয়া ছাদের উপর উঠিল; তাহার পর তাহাতে দড়ী বাঁধিয়া ধীরে ধীরে সেই ভাণ্ডারীর চিমনীর পথে মৃতদেহ নামাইয়া দিল। যখন তাহারা দেখিল, মৃতদেহ গৃহমধ্যে সংস্থাপিত হইয়াছে, তখন তাহারা দড়ী টানিয়া লইয়া, নিজের গৃহে ফিরিয়া আসিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

সুলতানের ভাণ্ডারী সে দিন একটা বিবাহের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিতে রাত্রি কিছু অধিক হইল, দীপ হস্তে লইয়া সে গৃহে প্রবেশ করিয়া, সহসা সবিস্ময়ে দেখিতে পাইল, চিমনীর নীচে একটা লোক দাঁড়াইয়া আছে।

শব-সংগোপন-নৈপুণ্য

ভাণ্ডারী লোকটা কিছু সাহসী ছিল, সে মনে করিল, নিশ্চয়ই কোন চোর ভাণ্ডার হইতে জিনিসপত্র চুরি করিতে আসিয়াছে। সে মনে মনে বলিল, 'আমি ভাবিতাম, জিনিসপত্র ইঁদুরে লইয়া যায়, এতদিনে বুঝিলাম, চিম্‌নী দিয়া চোর নামিয়াই আমার সর্ব্বনাশ করে, আজ উহাকে ভাল রকম শিক্ষা দিতে হইবে।'—এইরূপ মতলব আঁটিয়া, ভাণ্ডারী মহাশয় লগুড়-হস্তে সেই কুব্জের দিকে ধাবিত হইল এবং কুব্জের দেহের উপর প্রচণ্ডবেগে লগুড়াঘাত করিতে লাগিল। কুব্জের দেহটি অবিলম্বেই ভূতলশায়ী হইল। তখন ভাণ্ডারী লাঠি থামাইয়া সভয়ে দেখিল, চোর মরিয়া গিয়াছে। ভাণ্ডারী তখন লাঠি ফেলিয়া, চুল ছিঁড়িয়া, আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিল, 'হায় হায়, যদি ইহাকে একটু কম করিয়া ঠেঙ্গাইতাম, তাহা হইলে এ বিপদে পড়িতে হইত না। এখন প্রাণরক্ষার আর কোন উপায়ই দেখিতেছি না, এই কুব্জো বেটাই আমার সর্ব্বনাশ করিল।'—কিন্তু ক্রমে অধিক রাত্রি হইয়া আসিতেছে, আর অধিক বিলাপের সময় নাই দেখিয়া, সে কুব্জের মৃতদেহ স্কন্ধে লইয়া রাজপথে বাহির হইল এবং অদূরবর্ত্তী স্নানাগারের সন্নিহিত একটি দোকানের সম্মুখে তাহাকে বসাইয়া রাখিয়া, দ্রুতবেগে গৃহে প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

অল্পক্ষণ পরে, এক জন খৃষ্টান সদাগর সেইপথে গৃহে ফিরিতেছিল। সদাগরটি সুলতানের যাবতীয় দ্রব্য সরবরাহ করিত। লোকটা অত্যন্ত মদ্যপ ছিল। পথে ফিরিবার সময় হামামে তাহার স্নান করিবার ইচ্ছা

আমার কথা শুনিয়া, সুন্দরী হৃষ্টচিত্তে আমাকে তাঁহার মুখপদ্ম দেখাইলেন। কি সুন্দর মুখ! যেন সুনীল আকাশে শরতের পূর্ণচন্দ্র ভাসিতেছে। আমি সে মুখ দেখিয়া কামশরে প্রপীড়িত হইলাম, মনে মনে ভাবিলাম, যদি এই রমণীকে লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে আমার জীবন সুখের চরমসীমায় উপস্থিত হইবে। রমণী বস্ত্র লইয়া চলিয়া গেলে আমি দোকানীকে যুবতীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম; শুনিলাম, তিনি এক ধনকুবের আমীরের কন্যা। আমীর মৃত্যুকালে তাঁহার কন্যাকে অগাধ ঐশ্বর্য্য দান করিয়া গিয়াছেন।

প্রেম-উপহারে প্রাণ-বিনিময়

সেদিন আমি ভাল করিয়া আহার করিতে পারিলাম না, সেই মনোমোহিনী সুন্দরী আমার হৃদয় সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়াছিল। পরদিন আমি পুনর্ব্বার বদরেদ্দীনের দোকানে উপস্থিত হইলাম, মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, আজ কি সে সুন্দরী আর আসিবেন না? আর কি তাঁহাকে দেখিয়া এ তাপিত চিত্ত শীতল করিতে পারিব না? এইরূপ নানা কথা ভাবিতেছি, এমন সময় দেখিলাম, যুবতী পূর্ব্বদিন অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট সাজে সজ্জিত হইয়া, রূপের তরঙ্গ তুলিয়া, দাসীসঙ্গে বদরেদ্দীনের দোকানে প্রবেশ করিলেন। তিনি দোকানীর প্রতি লক্ষ্য মাত্র না করিয়া আমাকে বলিলেন, "দেখুন মহাশয়, আমি আমার কথা ঠিক রাখিয়াছি, আপনি কাল আমার যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন—আমার সম্মান রক্ষা করিয়াছেন, আজ আমি আপনার প্রাপ্য টাকা লইয়া আসিয়াছি। আপনি একজন অজ্ঞাতকুলশীলা রমণীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া যেরূপ ভদ্রতাচরণ করিয়াছেন, তাহাতে চিরজীবন আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব।"

আমি বলিলাম, "আপনি অনর্থক কেন এত ব্যস্ত হইয়াছেন, আমি ত' বলিয়াছি, আপনার টাকার জন্য কোন চিন্তা করিতে হইবে না।" সুন্দরী বলিলেন, "সে কি মহাশয়, আপনি আমার এতদূর উপকার করিয়াছেন, আর আমি তাহা এক দিনেই ভুলিয়া যাইব? আমাকে এতদূর অকৃতজ্ঞ মনে করিবেন না"—বলিয়া, রমণী আমার হাতে টাকার তোড়া দিয়া আমার পার্শ্বে বসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মোহন কটাক্ষ সন্ধান করিলেন।

কথাপ্রসঙ্গে আমি সেই যুবতীকে আমার মনের কথা জানাইলাম, আমি যে তাঁহার মোহন রূপ দেখিয়া সংযম হারাইয়াছি, তাহাও তাঁহাকে ইঙ্গিতে জানাইলাম। সুন্দরী আমার কথা শুনিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া, দোকান হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার ভাব দেখিয়া বোধ হইল, তিনি আমার কথা শুনিয়া বিরক্ত হইয়াছেন। রমণী যতদূর চলিলেন, আমি সতৃষ্ণনয়নে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলাম, অবশেষে তিনি অদৃশ্য হইলে, আমিও নিরাশ হৃদয়ে দোকান হইতে উঠিলাম।

মোহন রূপের প্রেমিক ধরা ফাঁদ!

পথে চলিতে চলিতে বোধ হইল, হঠাৎ কেহ পশ্চাৎ হইতে আমার বস্ত্র ধরিয়া আকর্ষণ করিল। আমি ফিরিয়া চাহিলাম; যে রূপসী আমার নয়ন-মন মোহিত করিয়া আমার হৃদয়ে রাজত্ব করিতেছেন, সেই যুবতীর দাসীই আমার বস্ত্র ধরিয়া আকর্ষণ করিয়াছে। দাসী আমাকে বলিল, "আমার মনিব ঠাকুরাণী আপনার সঙ্গে দুই একটি কথা বলিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, যদি আপনি তাঁহার কথা শুনিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমার সঙ্গে আসুন।" আমি তৎক্ষণাৎ দাসীর অনুগমন করিলাম, দেখিলাম, আমার নয়ন-রঞ্জিনী হৃদয়হারিণী রমণীরত্ন আর একটি দোকানে বসিয়া আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন।

সুন্দরী আমাকে তাঁহার পাশে বসাইয়া সুমধুর স্বরে বলিলেন, "আমি কাপড়ের দোকান হইতে আপনার কথা শুনিয়া হঠাৎ উঠিয়া আসিয়াছি বলিয়া, আপনি অসন্তুষ্ট হইবেন না। আমি ঐ দোকানীটার সাক্ষাতে আপনার কথার কোন উত্তর দেওয়া সঙ্গত মনে করি নাই। আপনি যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহাতে আমার মনে পরম সুখোদয় হইয়াছে; আপনাকে দেখিয়া অবধি আমি আপনার হস্তে আমার মন-প্রাণ

সমর্পণ করিয়াছি। আপনার সহিত পরিচিত হওয়ার পর কেবল আপনার কথাই সর্ব্বদা আমার মনে হইতেছে। যে মুহূর্ত্তে আপনাকে দেখিয়াছি, তখন হইতেই আমার হৃদয়ে প্রেমের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে।" যুবতীর কথা শুনিয়া আমার মন আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। সুমধুরহাসিনী বলিলেন, "কিন্তু আমাদের মিলন হইবে কোথায়? যদি তুমি সঙ্গত মনে কর, তাহা হইলে আমি তোমার গৃহে যাই, আর তোমার আপত্তি না থাকিলে তুমি আমার গৃহেও যাইতে পার।" আমি বলিলাম, "আমি এই সহরে অপরিচিত ব্যক্তি, এক খাঁ সাহেবের বাড়ী ভাড়া লইয়া এখানে অবস্থান করিতেছি। আপনার মত সম্ভ্রান্ত-মহিলাকে আমি সেখানে যাইতে বলিতে পারি না, সে আপনার পরস্পর্শের যোগ্যস্থানও নহে। যদি আপনি আমাকে আপনার গৃহ দেখাইয়া দেন, তাহা হইলে আমি সেখানে উপস্থিত হইয়া আপনার আদেশ প্রতিপালন করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি।" যুবতী আমার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া, আমাকে তাঁহার গৃহের সন্ধান বলিয়া দিলেন। অনন্তর তিনি আবার সেই সম্মোহন হাসি হাসিয়া, আমার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন।

মোদ-মন্দিরে লন-ইঙ্গিত

বৃহস্পতিবার প্রভাতে আমার সুন্দরীর প্রাসাদে যাইবার কথা ছিল। আমি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া, সুন্দর পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া, গর্দ্দভারোহণে আমার হৃদয়েশ্বরীর প্রমোদ-মন্দিরে যাত্রা করিলাম। সঙ্গে কিছু অর্থ থাকা আবশ্যক বুঝিয়া, পঞ্চাশটি স্বর্ণমুদ্রা লইলাম, একজন পথিপ্রদর্শক লইয়া সুন্দরীর গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলাম এবং সেই স্থান হইতে আমার পথিপ্রদর্শককে বিদায় করিলাম; তাহাকে বলিলাম, 'আগামী কল্য প্রভাতে এখানে আসিয়া আমাকে বাসায় লইয়া যাইবে।'

আমি যুবতীর গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া দ্বারে করাঘাত করিলাম। দুই জন শ্বেতবর্ণ দাসশিশু দ্বার খুলিয়া দিল। আমাকে দেখিয়া বলিল, 'মহাশয়, আসুন—আসুন, আমাদের কর্ত্রীঠাকুরাণী আপনারই প্রতীক্ষা করিতেছেন। আজ দুইদিন হইতে তিনি আপনার কথা ভিন্ন অন্য কোন কথা বলেন নাই।' আমি যুবতীর সুপ্রশস্ত অট্টালিকায় প্রবেশ করিলাম। অতি সুন্দর পুরী, চতুর্দ্দিকে বাগান, গৃহগুলি পরম রমণীয়। বাগানে বিহঙ্গমকুল মধুরস্বরে গান করিতেছে, নানাজাতীয় ফুল চতুর্দ্দিকে মাধুর্য্য বিকাশ করিতেছে, সুগন্ধে চতুর্দ্দিক্ পরিপূর্ণ! কৃত্রিম নির্ঝর হইতে ঝর ঝর শব্দে মুক্তাবিন্দুর ন্যায় সুবিমল স্বচ্ছজল ঝরিতেছে।

আমি প্রাসাদ-বাতায়নের নিকট দণ্ডায়মান হইয়া বাগানের শোভা দেখিতেছি, এমন সময় সেই চারুহাসিনী রমণীরত্ন হাসিতে হাসিতে আমার নিকটে আসিলেন। নানাবিধ অলঙ্কারে তিনি ভূষিতা হইয়া আসিয়াছিলেন। তখন তাঁহার অবগুণ্ঠন ছিল না, সুতরাং আমি প্রাণ ভরিয়া তাঁহার রূপ-শোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। সত্যই যুবতী নিখুঁত সুন্দরী। পরস্পরের কুশল জিজ্ঞাসার পর, আমি প্রিয়তমার সহিত একটি সুকোমল গালিচায় উপবেশন করিলাম। আমরা নির্জ্জনে পরস্পরের প্রাণের কথা প্রকাশ করিতে লাগিলাম; ভৃত্যগণ আহার্য্য দ্রব্যাদি সুসজ্জিত করিতে লাগিল।

প্রমোদ-নিশার মিলন-মাধুরী

আহারাদির পর আবার আমাদের প্রেমালাপ আরম্ভ হইল, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমাদের কথা শেষ হইল না। সন্ধ্যার সময় নানারকম ফল ও উৎকৃষ্ট মদ্য আসিল। আমরা মদ্যপানে রত হইলাম, সুন্দরী দাসীগণ নৃত্য-গীতে আমাদের আমোদ বৃদ্ধি করিতে লাগিল। প্রিয়তমা দুই-একটি গান করিলেন, তেমন সঙ্গীত আমি কখন শুনি নাই। সুন্দরী একদিনেই আমার সমস্ত হৃদয় অধিকার করিয়া লইলেন। পূর্ব্বে কখনও কোনও সুন্দরীকে এমন মন প্রাণ দিয়া ভালবাসি নাই। এই নবীনা সুন্দরীকে শয্যাসঙ্গিনীরূপে পাইয়া, আমার হৃদয় এক অভূতপূর্ব্ব পুলকরসে শিহরিয়া উঠিল। তাঁহার সুঠাম ও সুকোমল বরবপু বক্ষে নিপীড়িত করিয়া, আমি শয্যার কোমল অঙ্কে দেহ ঢালিয়া দিলাম। সমস্ত রাত্রি আমাদের পরম সুখে যেন মুহূর্ত্তে অতিবাহিত হইল

পরদিন প্রভাতে আমি যুবতীর নিকট বিদায় লইলাম। তাঁহার গৃহত্যাগ করিবার সময়, আমি যে পঞ্চাশখানি স্বর্ণমুদ্রা সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলাম, তাহা সুন্দরীর বালিশের নীচে অতি সতর্কভাবে রাখিয়া দিলাম, প্রিয়তমা তাহা জানিতেও পারিলেন না। আমি বিদায় লইবার পূর্ব্বে চুম্বন-মদিরায় প্রীতি উৎপাদন করিয়া যুবতী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আবার কখন্ আসিবে?' আমি বলিলাম, 'প্রাণেশ্বরি, তুমি আমার জীবনের জীবন, তোমাকে ছাড়িয়া কি অধিক কাল থাকিতে পারি? সূর্য্যাস্তের যে বিলম্ব; সূর্য্যাস্তের পর আর কোথাও থাকিব না।' প্রমোদিনী আমার সঙ্গে দ্বারপ্রান্ত পর্য্যন্ত আসিলেন।

বাজারে আসিয়া আমি একটি খাসি ও কতকগুলি উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য কিনিয়া, আমার প্রিয়তমাকে উপহার পাঠাইলাম। সমস্ত দিন আমার বৈষয়িক কাজকর্ম্ম শেষ করিয়া সায়ংকালে সুসজ্জিত হইয়া, গর্দ্দভারোহণে পুনর্ব্বার আমার মনোমোহিনীর গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম। তরুণী আমাকে পূর্ব্বদিনের ন্যায় আগ্রহভরে গ্রহণ করিলেন, পূর্ব্বদিনের ন্যায় অশ্রান্ত আমোদ-প্রমোদ চলিতে লাগিল। সে দিনও আমি গোপনে সুন্দরীর বালিশের নীচে পঞ্চাশটি মোহর রাখিলাম। প্রত্যহ এই ভাবে আমাদের আমোদ-প্রমোদ চলিতে লাগিল, আমিও প্রত্যহ পঞ্চাশ মোহর হিসাবে আমার হৃদয়রাণীর বালিশের নীচে রাখিতে লাগিলাম।

প্রেমের দায়ে সর্ব্বস্বান্ত

কিন্তু প্রত্যহ পঞ্চাশ মোহর হিসাবে ব্যয় করিয়া, কিছু দিনের মধ্যেই আমার ভয়ানক অর্থকষ্ট উপস্থিত হইল। আমি একবারে কপর্দ্দকশূন্য হইয়া পড়িলাম। এ অবস্থায় কি কর্ত্তব্য ভাবিতে ভাবিতে আমি রাজপথে বাহির হইয়া পড়িলাম এবং একটি উৎসবস্থানে আসিয়া এক জন ধনবান্ ব্যক্তির একটি টাকার থলি চুরি করিলাম। সেই থলিতে টাকা আছে কি মোহর আছে, তাহা প্রথমে বুঝিতে না পারিলেও এই চৌর্য্যে আমার মনে যথেষ্ট আনন্দের সঞ্চার হইল। কারণ, থলিটি বেশ ভারী বোধ হইল।

সেই ধনবান্ ব্যক্তি কিন্তু অবিলম্বেই বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার টাকার থলি চুরি গিয়াছে। তিনি আমার উপর সন্দেহ করিয়া, আমাকে এমন বেত্রাঘাত করিলেন যে, আমাকে তৎক্ষণাৎ ভূমিশয্যা গ্রহণ করিতে হইল। অনেকে আমার পক্ষাবলম্বন করিয়া সেই ব্যক্তিকে তিরস্কার করিতে লাগিল। আমি টাকা চুরি করিয়াছি, তাহা আমাকে দেখিয়া কেহই বিশ্বাস করিল না। ইতিমধ্যে এক জন কোতোয়াল সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল, সে সকল কথা শুনিয়া আমাকে বাঁধিয়া আমার পরিচ্ছদের ভিতর টাকার থলি লুকান আছে কি না, তাহা পরীক্ষার জন্য তাহার অধীনস্থ প্রহরিগণকে আদেশ করিল। শীঘ্রই আমার কাপড়ের ভিতর হইতে চোরামাল বাহির হইয়া পড়িল, আমি লজ্জা ও অপমানে জ্ঞানশূন্য হইলাম।

প্রেমদায়ের যোগ্য পুরস্কার

যাঁহার টাকা, তাঁহাকে টাকার সংখ্যা জিজ্ঞাসা করিবামাত্র তিনি বলিলেন, 'থলিতে আমার কুড়ি টাকা আছে।' কোতোয়াল থলি খুলিয়া দেখিল, সত্যই কুড়ি টাকা আছে। তখন আমার অপরাধ সম্বন্ধে আর কাহারও সন্দেহ রহিল না। আমাকে অপরাধ স্বীকার করিতে হইল। অপরাধ স্বীকার করিবার পর বিচারকের আদেশে আমার দক্ষিণ হস্তের মণিবন্ধ পর্য্যন্ত ছিন্ন করা হইল। যে হস্তে চুরি করিয়াছিলাম, জল্লাদ সেই হস্ত কাটিয়া দিল। বিচারক আমার দক্ষিণ পা-খানিও ছেদন করিবার আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি যাঁহার টাকা চুরি করিয়াছিলাম, তাঁহার নিকট অনুনয়-বিনয় করায় তিনি বিচারককে অনুরোধ করিয়া, আমাকে সেই দণ্ড হইতে অব্যাহতি প্রদান করিলেন।

কোতোয়াল চলিয়া গেলে, সেই ধনবান্ ব্যক্তি আমাকে বলিলেন, "ভাই, আমি বুঝিয়াছি, নিদারুণ অর্থকষ্টে পড়িয়াই তোমার ন্যায় ভদ্রসন্তান এই হীনকর্ম্ম করিয়াছিল, তুমি আমার টাকার তোড়া লইয়া যাও, আমি ইহা তোমাকে দান করিলাম। এই টাকার জন্য তোমাকে যে নিদারুণ কষ্ট ও ক্ষতি সহ্য করিতে হইল,

সে জন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত হইয়াছি।" আমি অতি কষ্টে আমার বাসায় ফিরিয়া আসিলাম, রক্তস্রাবে আমার দেহ অবসন্ন হইয়া পড়িল।

মের মদিরায় ঘৃণা-উপশম প্রয়াস

অতঃপর ছিন্নহস্তে আমার প্রিয়তমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইব, সে প্রবৃত্তি আমার হইল না। বুঝিলাম, সে যখন আমার ছিন্নহস্তের কারণ অবগত হইবে, তখন সে নিশ্চয়ই আমাকে ঘৃণা করিবে। কিন্তু পরদিন মন প্রবোধ মানিল না, গুপ্তপথ দিয়া আমার প্রাণাধিকার প্রমোদ-মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। উপস্থিত হইয়া আমি দাঁড়াইতে পারিলাম না, মাথা ঘুরিয়া উঠিল, অবিলম্বে আমি একটি শোফার উপর শয়ন করিলাম।

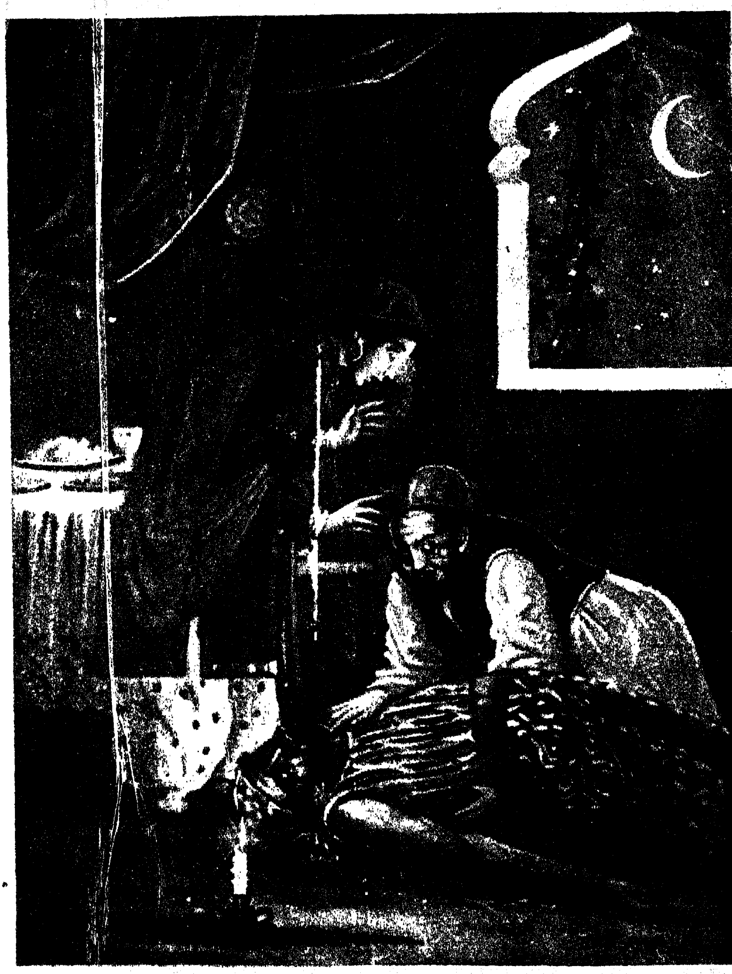
আমি গৃহে আসিয়াছি, সংবাদ পাইয়া আমার প্রিয়তমা সেই কক্ষে ছুটিয়া আসিলেন; আমাকে বলিলেন,



"প্রাণনাথ! তোমাকে এত কাহিল দেখিতেছি কেন? তোমার কি হইয়াছে, শীঘ্র খুলিয়া বল!" আমি সত্য কথা গোপন করিয়া বলিলাম, "রৌদ্রে ঘুরিয়া বড় মাথা ধরিয়াছে, মাথার যন্ত্রণায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছি।" আমার প্রেয়সী বলিলেন, "আমার মাথা খাও, সত্য কথা বল, তুমি যে সত্য কথা গোপন করিতেছ, তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি।" আমি কোন উত্তর করিলাম না, আমার চক্ষু দিয়া অবিরল-ধারে অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

যুগ্ম-কমল অশ্রু-জলে ভাসিল

আমি সমস্ত দিনের মধ্যে আর তাহার সহিত ভাল করিয়া আলাপ করিতে পারিলাম না। সন্ধ্যাকালে ভৃত্যগণ খাবার দিয়া গেলে, যুবতী কিছু আহারের জন্য আমাকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু কিছু আহার করিতে হইলেই আমাকে দক্ষিণ হস্ত বাহির করিতে হইবে, আর কোন কথা গোপন রহিবে না, সেই জন্য আমি বলিলাম, "আমার একটুও ক্ষুধা নাই, আমি কিছু খাইব না।" প্রিয়তমা আমার মুখের কাছে এক পাত্র উৎকৃষ্ট মদ্য ধরিয়া বলিলেন, "ইহা খাও, অসুখ সারিয়া যাইবে, শরীরেও বল হইবে।" আমি বাম হস্ত বাহির করিয়া মদ্যপাত্র ধরিলাম। সুন্দরী বলিলেন, "তুমি বাম হস্তে পাত্র ধরিতেছ কেন? দক্ষিণ হস্তে তোমার কি হইয়াছে?" আমি বলিলাম, "অত্যন্ত ফুলিয়াছে, ভয়ানক বেদনা।" তিনি আমার হাত দেখিবার জন্য নিতান্ত অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু আমি আমার পরিচ্ছদের অন্তরাল হইতে দক্ষিণ হস্ত বাহির করিলাম না। মদ্যপানে শরীর কিঞ্চিৎ সুস্থ বোধ হইলে, আমি নিদ্রিত হইলাম, এক ঘুমে রাত্রি কাটিয়া গেল।



কুব্জ ও দর্জী]

অতর্কিত বিপদ

খৃষ্টানের নেশা ছুটিল!

হইল। আর অল্পকাল পরেই ভোর হইবে, সুতরাং প্রাতঃস্নান সারিবার উদ্দেশে সে টলিতে টলিতে হামামের দিকে চলিল। এমন সময় স্বল্পান্ধকারে সে দেখিতে পাইল, একজন লোক নীরবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। প্রথম রাত্রিতে একব্যক্তি তাহার মাথার টুপী খুলিয়া লইয়াছিল। খৃষ্টান ভাবিল, এই চোর তাহার বস্ত্রাদি চুরি করিবার অভিপ্রায়ে দাঁড়াইয়া আছে। মাতাল খৃষ্টান ক্রোধে অধীর হইয়া, কুব্জের বক্ষোদেশে প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিল। কুব্জের দেহ ভূমিতলে পড়িয়া গেল। চোরের দেহের উপর বসিয়া মাতাল, উচ্চৈঃস্বরে লোক ডাকিতে লাগিল।

তাহার চীৎকার শুনিয়া, একজন প্রহরী ঘটনাস্থলে আসিয়া দেখিল যে, এক জন খৃষ্টান এক মুসলমানকে প্রহার করিতেছে। প্রহরী বলিল, 'তুমি এক জন মুসলমানকে কেন মারিতেছ ?' খৃষ্টান বলিল, 'এই লোকটা আমাকে আক্রমণ করিয়াছিল, তাই আত্মরক্ষার জন্য উহাকে মারিতেছি।' প্রহরী বলিল, 'আর মারিও না, উহাকে ছাড়িয়া দাও।' তারপর তাহাকে তুলিতে গিয়া প্রহরী দেখিল, লোকটা মরিয়া গিয়াছে। তখন সে খৃষ্টান ও কুব্জকে লইয়া, দেশের কাজীর কাছে গেল।

কাজীর বিচার-প্রহেলিকা!

কাজী প্রহরীর নিকট সকল কথা অবগত হইয়া, খৃষ্টানকে বলিলেন, "তুমি এই কুব্জকে হত্যা করিয়াছ, এজন্য তোমার প্রাণ দণ্ড হইবে।" খৃষ্টান বলিল, "হা ভগবান্! আমি একটি ঘুষি মারিয়াছি, তাহাতেই লোকটা মরিয়া গেল!" কিন্তু বিচারে তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ রহিত হইল না। কর্তৃপক্ষের আদেশানুসারে যথাসময়ে ফাঁসীমঞ্চ প্রস্তুত হইল। জল্লাদ খৃষ্টানটির গলদেশে রজ্জু আরোপ করিয়া, তাহাকে উপরে টানিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে, এমন সময় সুলতানের ভাণ্ডারী সেখানে উপস্থিত হইয়া কাজীকে বলিল, "হুজুর, উহাকে ফাঁসী দিবেন না। আমি কুব্জকে হত্যা করিয়াছি।" কাজী এই সংবাদ শ্রবণে বিস্মিত হইলেন। তখন ভাণ্ডারী সকল কথা খুলিয়া বলিল। কাজী এই কথা শুনিয়া খৃষ্টান সদাগরকে ছাড়িয়া দিয়া, তাহার পরিবর্তে উক্ত ভাণ্ডারীকে ফাঁসীকাষ্ঠে তুলিবার হুকুম দিলেন। ভাণ্ডারীর গলায় ফাঁস দেওয়া হইবে, এমন সময়ে ইহুদী চিকিৎসক আসিয়া বলিল, "মহাশয়, আপনারা যে মুসলমানকে অপরাধী স্থির করিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিতেছেন, প্রকৃত পক্ষে তাহার কোন অপরাধ নাই, এই নরহত্যার জন্য আমিই দায়ী।" অনন্তর চিকিৎসক তাহার কীর্তিকাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করিল। ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজী ভাণ্ডারীকে ছাড়িয়া চিকিৎসকেরই প্রাণদণ্ডের অনুমতি প্রদান করিলেন, এমন সময় সেই জনতার ভিতর হইতে পূর্ব্বোক্ত দরজী আসিয়া করযোড়ে কহিল, "আপনারা একটি নিরীহ লোকের প্রাণদণ্ড করিয়া মহাপাপ করিবেন না। এই কুব্জের মৃত্যুর জন্য যদি কাহারও দণ্ড হওয়া উচিত হয়, তবে সে দণ্ড আমারই প্রাপ্য।"—দরজী কুব্জের সমস্ত কথা বিবৃত করিল। সকল কথা শুনিয়া কাজী বলিলেন, "দেখা যাইতেছে, অপর কেহই দোষী নহে।—এই বণিক, ভাণ্ডারী ও চিকিৎসককে ছাড়িয়া, অবিলম্বে দরজীর প্রাণদণ্ড হউক।" দরজী বধ্যমঞ্চের উপর উঠিল।

লোভনীয় ফাঁসী-রহস্য

এ দিকে এই সমস্ত ঘটনা সুলতানের কর্ণগোচর হইল। এই বিস্ময়কর ব্যাপার অবগত হইয়া, তিনি তৎক্ষণাৎ কাজীকে উক্ত কয় ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া দরবারে উপস্থিত হইবার আদেশ করিলেন। তখনও দরজীর প্রাণদণ্ড সম্পন্ন হয় নাই। সকলে দরবারে উপস্থিত হইলে, সুলতান সমস্ত বিবরণ অবগত হইয়া, তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। তার পর বলিলেন, "এমন বিপত্তি-কাহিনী আমি কখনও শুনি নাই। তোমাদের মধ্যে কেহ কি এমন ঘটনার কথা শুনিয়াছ ?" তখন সদাগর কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল, "হুজুরের অনুমতি হইলে আমি যে গল্প জানি, তাহা বর্ণনা করিতে পারি; উহা আমারই জীবনে ঘটিয়াছিল।" সুলতান তাহাকে বলিবার আদেশ প্রদান করিলেন।

* * * * *

ষ্টান সদাগরের গল্প

সদাগর বলিল, "হে শক্তিমান্ নরাধিপ! আমার জন্মভূমি মিশরের কায়রো নগরে। আমার পিতা কপ্ট জাতীয় খৃষ্টান। তিনি ব্যবসা বাণিজ্য করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর আমি পৈতৃক ব্যবসা অবলম্বন করিলাম। এক দিন দোকানে বসিয়া আছি, এমন সময় এক প্রিয়দর্শন যুবা আমার দোকানে গর্দ্দভারোহণে আসিল। সে দেখিতে যেমন সুপুরুষ, তাহার পোষাক-পরিচ্ছদও তেমনি বহুমূল্য। সে আমাকে ভুট্টার নমুনা দেখাইয়া বলিল যে, আমি উহা ক্রয় করিতে পারি কি না। আমি সম্মত হইলে, সে আমাকে বলিল যে, এক দিন সকালে তাহার বাড়ীতে গেলে সে সমস্ত ভুট্টা আমাকে প্রদান করিবে। মাল বিক্রয় হইয়া গেলে, পরে সে আমার নিকট আসিয়া, তাহার প্রাপ্য মূল্য লইয়া যাইবে। লাভের অংশ আমি রাখিতে পারিব। আমি তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া নমুনা লইয়া বাজারে গেলাম। যুবক আমাকে যে দরে দ্রব্য বিক্রয় করিতে চাহিয়াছিল, বাজারে তদপেক্ষা শতকরা দশ টাকা দর বেশী পাইলাম।

বিলক্ষণ দশ টাকা লাভ হইল দেখিয়া আমি বড় খুসী হইলাম, সদাগর যুবকের সহিত দেখা করিতে চলিলাম, তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে সে আমাকে তাহার গুদামে লইয়া গেল; আমি সেখানে সমস্ত মাল ওজন করিলাম; সর্ব্বসমেত দেড়শত বস্তা মাল হইল। গাধার পৃষ্ঠে বোঝাই দিয়া, আমি তাহা বিক্রয় করিয়া আসিলাম, আমি আমার নিজের লাভের অংশ রাখিয়া, সদাগরকে তাহার প্রাপ্য টাকা প্রদান করিতে গেলে সে বলিল, "আমার এখন টাকার আবশ্যক নাই। তুমি তোমার কাছে রাখিয়া দাও, দরকার পড়িলে তোমার নিকট হইতে আমি লইব।"—সদাগরের এই বিচিত্র ব্যবহারে আরও খুসী হইয়া, আমি বাড়ী ফিরিলাম।

এক মাস পরে সদাগর আমার নিকটে আসিয়া, তাহার প্রাপ্য টাকা চাহিল। সদাগর গাধা চড়িয়া আমার বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছিল। আমি বলিলাম, "টাকা ঠিক করাই আছে, কিন্তু আপনি পরিশ্রান্ত হইয়া আসিয়াছেন, গাধা হইতে নামিয়া বিশ্রাম ও আহারাদি করুন।"—সদাগর বলিল, "না, এখন আমার বিশ্রামের সময় নহে, এখনই আমাকে কার্য্যান্তরে যাইতে হইতেছে, তুমি টাকাগুলি বাহির করিয়া রাখ, আমি আসিয়াই তাহা লইব।"—সদাগর ক্ষণমাত্র অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া গেল, এক মাসের মধ্যে আর সে ফিরিয়া আসিল না।—আমি মনে মনে ভাবিলাম, এই যুবক আমাকে অত্যন্ত বিশ্বাস করে দেখিতেছি, আমার সহিত ইহার বিশেষ পরিচয় নাই, তথাপি সে আমার হাতে সাড়ে চারি হাজার টাকা অনায়াসে বিশ্বাস করিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছে; অন্য লোক হইলে নিশ্চয়ই ভাবিত, আমি টাকাগুলা লইয়া পলায়ন করিব।

অদ্ভুত সদাগরের বেসাতী

তৃতীয় মাসের শেষে সদাগর বহুমূল্য পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া, আমার গৃহে উপস্থিত হইল। আমি তাহাকে দেখিবামাত্র তাহার নিকট গিয়া বলিলাম, "আমি আপনার টাকা ঠিক করিয়াই রাখিয়াছি, নামিয়া আসুন, টাকাগুলি গণিয়া তোড়া সমেত আপনার হাতে প্রদান করিতেছি।"—সদাগর বলিল, "সে জন্য তুমি এত ব্যস্ত হইও না, আমার বিশেষ তাড়াতাড়ি নাই; আমি জানি, ভাল লোকের হাতেই আমার টাকা আছে। আমার হাতে এখন যে টাকা আছে, তাহাতেই কাজকর্ম্ম চলিতেছে, অর্থাভাব হইলে তোমার নিকট আসিয়া টাকা লইয়া যাইব। এক সপ্তাহ পরে আমার টাকার দরকার হইতে পারে, সেই সময় আসিব, এখন বিদায়।"—সদাগর তাহার গর্দ্দভের পৃষ্ঠে বেত্রাঘাত করিয়া, কয়েক মুহূর্ত্তমধ্যে আমার দৃষ্টিপথ হইতে অদৃশ্য হইল। আমি তখন মনে করিলাম, এ লোকটি ত' টাকা লইতে ক্রমেই বিলম্ব করিতেছে, পরের হাতে কে এত দিন অনর্থক টাকা ফেলিয়া রাখে? দেখিতেছি, ইহার ব্যবসায়বুদ্ধি এখনও পরিপক্ক হয় নাই! এই টাকা ব্যবসায়ে লাগাইয়া আমি দু পয়সা উপার্জ্জন করি না কেন?

আমার অনুমান মিথ্যা হয় নাই, আর এক বৎসর কাল পর্য্যন্ত সদাগরের কোন সন্ধান পাইলাম না। এক বৎসর পরে সে পূর্ব্ববৎ পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া, আমার সহিত সাক্ষাৎ করিল, কিন্তু তাহাকে কিছু বিমর্ষ বোধ হইল। আমি তাহাকে আমার গৃহে পদার্পণ করিয়া আতিথ্যগ্রহণের জন্য অনুরোধ করিলাম। সদাগর সম্মত হইয়া বলিল, "আমি তোমার গৃহে যাইতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু আমার জন্য তুমি যে কতকগুলি অর্থব্যয় করিবে, তাহা হইবে না।"—আমি তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া, তাহাকে আমার গৃহে আনিলাম। সদাগর যথাকালে আমার সহিত আহার করিতে বসিল, আহারকালে সদাগরের একটি বিশেষত্ব দেখিলাম, দক্ষিণ হস্ত দ্বারা একবারও সে খাদ্যদ্রব্য স্পর্শ করিল না, বাম হস্তেই আহারকার্য্য সম্পন্ন করিল। আমি এরূপ ব্যবহারের কোনই কারণ বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু কি কারণে সে এরূপ ক[illegible] তাহা জানিতে বড়ই উৎসুক হইলাম।

প্রেমলীলার পুরস্কার-রহস্য বিবৃতি

অবশেষে আমি তাহাকে তাহার বাম হস্তে আহারগ্রহণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। আমার কথা শুনিয়া সদাগর একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল এবং কোন উত্তর না দিয়া পরিচ্ছদের ভিতর হইতে তাহার দক্ষিণ হস্তটি বাহির করিয়া আমাকে দেখাইল। আমি সবিস্ময়ে দেখিলাম, তাহার দক্ষিণ হস্তের মণিবন্ধ পর্য্যন্ত কর্ত্তিত—মুষ্টির অংশ নাই।

আমার কৌতূহল বৃদ্ধি হইল, আমি সবিনয়ে সদাগরকে বলিলাম, "আপনার দক্ষিণ হস্ত কিরূপে ছিন্ন হইল, তাহা জানিবার জন্য আমি বড়ই উৎসুক হইয়াছি। যদি আপনার বিশেষ আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে আমার কৌতূহল দূর করুন।"—আহারাদি শেষ হইলে সদাগর অশ্রুপূর্ণলোচনে আমাকে তাহার কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল।

সদাগর যুবক আমাকে বলিল, "আমার বাসস্থান বোগদাদ নগরে। আমার পিতা বোগদাদের মধ্যে এক জন গণ্য-মান্য ও ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। আমি কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া, মিসর দেশের অনেক অদ্ভুত কাহিনীর কথা সর্ব্বদা শ্রবণ করিতাম। ঐ সকল অদ্ভু[illegible] কথা শুনিয়া শুনিয়া, আমার মনে মিসরগমনের ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠিল; এ বিষয়ে আমি আমার পিতার প্রতি প্রার্থনা করিলাম, কিন্তু তিনি আমার মিসরযাত্রার প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলেন না। উহার কিছু দিন পরে পিতার মৃত্যু হইলে, আমি স্বাধীন হইয়া পুনর্ব্বার কায়রো-যাত্রার সংকল্প করিলাম; বোগদাদ ও মোসল নগরে উৎপন্ন বহুবিধ মূল্যবান্ পণ্যদ্রব্য লইয়া, কায়রো নগরের অভিমুখে বাণিজ্যযাত্রা করিলাম।

কায়রো নগরে উপস্থিত হইয়া, আমি মেসরোর খাঁ সাহেবের বাড়ীতে বাসা লইলাম। উটের পৃষ্ঠে বোঝাই দিয়া, যে সকল জিনিসপত্র আনিয়াছিলাম, তাহা একটি গুদাম ভাড়া করিয়া তথায় সঞ্চিত রাখিলাম। ইচ্ছা ছিল, একবারে জিনিসগুলি বিক্রয় করিয়া ফেলিব, কিন্তু দেখিলাম, সে ভাবে বিক্রয় করিলে লাভ হওয়া দূরের কথা, আসল দামও উঠিবে না; অগত্যা কোন বন্ধুর পরামর্শে আমি খুচরা হিসাবে স্থানীয় ব্যবসায়িগণকে তাহা বিক্রয় করিলাম; নগদ দাম পাইলাম না, তাঁহারা রীতিমত রসিদ দিয়া জিনিস লইলেন, কথা থাকিল, তাঁহারা জিনিস বিক্রয় করিয়া টাকা দিবেন।

মিসরের বাণিজ্য-প্রমোদ

পণ্যদ্রব্যাদি বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করিয়া, আমি নানাবিধ আমোদে লিপ্ত হইলাম। আমার সমানবয়স্ক কয়েকটি মিসরীয় যুবকের সহিত আমার বন্ধুত্ব হইয়াছিল, আমোদ করিয়া কিছু অবসর পাইলে আমি ব্যবসায়িগণের দোকানে গিয়া, তাহাদের খাতাপত্র পরীক্ষা করিতাম, আমার জিনিস যাহা বিক্রয় হইত, তাহার টাকাও লইয়া আসিতাম।

সুন্দর চক্ষে প্রেমের ভাষা

এক সোমবারে আমি কায়রোর বাজারে বদরেদ্দীন নামক একজন ব্যবসায়ীর দোকানে বসিয়া আছি, এমন সময় একটি সম্ভ্রান্তমহিলা মূল্যবান্ পরিচ্ছদে ভূষিতা হইয়া, একটি পরিচারিকার সহিত দোকানে প্রবেশ করিয়া আমার নিকট উপবেশন করিলেন। আমি রমণীর সৌন্দর্যাদর্শনে পুলকিত ও মুগ্ধ হইয়া, তাঁহার পরিচয় জানিবার জন্য ব্যগ্র হইলাম। তাঁহার অবগুণ্ঠনের ভিতর দিয়া কৃষ্ণবর্ণ আয়ত চক্ষু দুটি একবার দেখিয়া লইলাম, এমন সুন্দর চক্ষু কখনও দেখি নাই. তাঁহার মধুর স্বর শুনিয়া আমার প্রাণ অধীর হইয়া উঠিল।

রমণীটি সেই দোকানে কিছু সওদা করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার কিছু রেশমী কাপড়ের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু কোন কাপড়ই তাঁহার মনোনীত হইল না। অবশেষে দোকানী তাঁহাকে একখানি অতি উৎকৃষ্ট বস্ত্র দেখাইয়া বলিল, 'ইহা আপনার পছন্দ না হইলে আর উপায় নাই, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্ত্র আপনি কায়রোর বাজারে খুঁজিয়া পাইবেন না।'—রমণী বস্ত্রখানি দেখিয়াই পছন্দ করিলেন; দোকানদার দাম বলিল, এগার শত টাকা! কিন্তু রমণীর নিকট টাকা ছিল না, তিনি সেই দামেই কাপড় কিনিতে সম্মত হইয়া কাপড়খানি লইয়া যাইতে চাহিলেন;—বলিলেন, পরদিন দাম আনিয়া দিবেন। দোকানী রমণীর কথা শুনিয়া সবিনয়ে বলিল, 'ঠাকুরাণি, এ জিনিস আমার হইলে, আপনার কথা অনুসারে এ জিনিস আমি অনায়াসে ছাড়িয়া দিতে পারিতাম; একদিন বিলম্বে দাম পাইলেও কোন ক্ষতি হইত না, কিন্তু এই জিনিস আমার নহে, ঐ যে ভদ্রলোকটিকে দেখিতেছেন, কাপড় উঁহারই; আজ আমি যাহা বিক্রয় করিব, তাহার হিসাব শেষ করিয়া সমস্ত টাকা উঁহাকে প্রদান করিব, এরূপ অঙ্গীকারে আমি এই সকল জিনিস লইয়াছি।' দোকানী রমণীর অনুরোধে বস্ত্রখানি ছাড়িয়া না দেওয়াতে রমণী অত্যন্ত অবমানিত ও বিরক্ত হইয়া, দোকানীকে অনেক কটুবাক্য বলিতে বলিতে তৎক্ষণাৎ দোকান হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন।

প্রত্যাখ্যানোদ্ধতা অভিমানিনী

বলিয়াছি, রমণীর রূপে আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম। সুন্দরী কাপড় না পাইয়া উঠিয়া যাওয়াতে আমি দুঃখিত হইলাম; তাঁহাকে ডাকিয়া বসাইলাম, দোকানীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, এগার শত টাকার কম মূল্যে সে সেই বস্ত্র বিক্রয় করিবে না, হাজার টাকা সে আমাকে প্রদান করিবে, একশত টাকা লাভ করিবে। আমি তাহাকে বলিলাম, 'তুমি আমার নামে খরচ লিখিয়া লও, তোমার লাভের জন্য নগদ এক শত টাকা দিতেছি, কাপড়খানি তুমি ইঁহাকে প্রদান কর।'—দোকানী আমার প্রস্তাবে আর আপত্তি করিল না, কাপড় সুন্দরীর হস্তে প্রদান করিল। সৌন্দর্য্যরাণী সুমধুর হাসি হাসিয়া, আমাকে অশেষ ধন্যবাদ করিলে, আমি তাঁহাকে বলিলাম, 'দামের জন্য আপনি ব্যস্ত হইবেন না, কাল পরশু যে দিন হয় পাঠাইয়া দিবেন, আর যদি আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক ইহা আমার প্রদত্ত উপহার বলিয়া গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আমি যৎপরোনাস্তি অনুগৃহীত হইব।' সুন্দরী এবার মুক্তকণ্ঠে আমার প্রশংসা করিতে লাগিলেন; দেখিলাম, তিনি আমার ব্যবহারে অত্যন্ত প্রফুল্ল হইয়াছেন; সে আনন্দের উচ্ছ্বাস তাঁহার সুন্দর চোখে যেন বিদ্যুৎ-তরঙ্গে প্রবাহিত হইল।

রূপের তরঙ্গ না বিদ্যুতের শিহরণ

সৌন্দর্য্যরাণীর প্রফুল্লতা দর্শনে আমি উৎফুল্ল হইয়া, তাঁহার নিকট একটি প্রস্তাব করিতে সাহসী হইলাম;—বলিলাম, 'আপনি যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনার অবগুণ্ঠন খুলিয়া, একবার আপনার সুন্দর মুখখানি দেখিতে দেন, তাহা হইলে মনে করিব, আমি মহা সৌভাগ্যবান,—আপনি সুদ সমেত সমস্ত টাকা পরিশোধ করিয়াছেন।'



যখন আমি নিদ্রিত ছিলাম, সেই সময় যুবতী কৌতূহলবশে আমার পরিচ্ছদের ভিতর হইতে আমার দক্ষিণ হস্ত বাহির করিয়া দেখিয়াছিলেন। পরদিন প্রভাতে আমি জাগিয়া দেখিলাম, সুন্দরী অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়াছেন, কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষু দুটি ফুলিয়া উঠিয়াছে। তিনি আমাকে আমার অসুখ-সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্ন করিলেন না। যুবতী প্রাণপণে আমার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন, তাঁহার শুশ্রূষা-নৈপুণে আমি কিছু দিনে সুস্থ হইয়া উঠিলাম। অবশেষে আমি একদিন বিদায় প্রার্থনা করিলে যুবতী বলিলেন, 'এ অবস্থায় আমি তোমাকে কখনই ছাড়িয়া দিতে পারিব না। আমি বুঝিতেছি, তোমার এই বিপদের একমাত্র কারণ আমি; তোমার এই যন্ত্রণা ও কষ্ট দেখিয়া আমি যে দীর্ঘকাল জীবিত থাকিব, সেরূপ আশা করি না, আমার বিষয়সম্পত্তি যাহা আছে, তাহা তোমাকে দান করিয়া যাইতেছি।' এই বলিয়া যুবতী সহরের কাজীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কাজী আসিলে তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "এই যুবককে আমি ভালবাসি। ইঁহার সহিত আমার পরিণয়-ক্রিয়া সম্পাদিত করিয়া আপনার কর্ত্তব্য পালন করুন। আমার যথাসর্ব্বস্ব এখন ইঁহার।' কাজী যথারীতি আমাদের উদ্বাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন করাইয়া দিলেন। যুবতী তাঁহার সর্ব্বস্ব আমার নামে লেখাপড়া করিয়া দিলেন। আমি তাঁহাকে এই কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় নাই। তিনি পুনঃপুনঃ বলিলেন, 'তুমি জান না প্রিয়তম, আমি তোমাকে কত ভালবাসি, আমার সর্ব্বস্ব তোমারই!' তিনি আমার হস্তে তাঁহার সিন্দুকের চাবী প্রদান করিলেন। আমার দক্ষিণ হস্তের চিন্তায় যুবতী দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিলেন, অবশেষে পাঁচ ছয় সপ্তাহ পরেই আমার প্রিয়তমা আমাকে চিরদুঃখে ভাসাইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।

প্রমোদিনীর আত্মদান

যুবক এই পর্য্যন্ত বলিয়া আমাকে বলিলেন, "আমি বাম হস্তে কেন আহার করিতেছি, তাহা এখন বুঝিতে পারিতেছেন, এজন্য আশা করি, আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। আমি আপনার সাধুতার জন্য আপনার নিকট বিশেষ বাধিত আছি। আমার সহিত আপনার বন্ধুত্বের উপহারস্বরূপ আমি আমার ভুট্টাবিক্রয়লব্ধ টাকাগুলি আপনাকে প্রদান করিলাম। আমি আমার প্রিয়তমার মৃত্যুর পর কায়রো নগরে বাস করা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া, এই নগর পরিত্যাগ করিয়া যাইব সঙ্কল্প করিয়াছি। যদি আপনি আমার সহিত দেশান্তরে গমন করেন, তাহা হইলে দুই বন্ধুতে একত্র ব্যবসায়-বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হই।" আমি যুবকের বন্ধুতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম।

বন্ধুত্বের পুরস্কার

অনেক দেশ পর্য্যটন করার পর এখানে আসিয়া, আমার বন্ধু পারস্যে গমন করিবার আগ্রহ প্রকাশ করিলেন, কারণ, সেখানে বাস করিতে তাঁহার বাসনা বলবতী হইয়াছিল, আমি এই নগরেই সেই সময় হইতে বাস করিতে লাগিলাম। ইহাই আমার উপন্যাস, এ কাহিনী কি সুলতান অতি অদ্ভুত বলিয়া মনে করেন না?

কাসগারের সুলতান খৃষ্টান সদাগরের কথা শুনিয়া সক্রোধে বলিলেন, "রে নির্ব্বোধ, আমার কুব্জ ভাঁড়ের অপূর্ব্ব মৃত্যুকাহিনীর সহিত একটা যুবতীর প্রণয়কাহিনীর তুলনা করিতে চাস্? তুই একটা গর্দ্দভ, আমি তোদের চারিজনেরই প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিব।"

সুলতানের এই কথা শুনিয়া, তাঁহার ভাণ্ডারী ভয়ে তাঁহার চরণপ্রান্তে নিপতিত হইয়া বলিল, "জাঁহাপনা! ক্রোধ সম্বরণ করুন, আমি আপনার কুব্জ ভাঁড়ের মৃত্যু-রহস্য অপেক্ষা অনেকাংশে অদ্ভুত ও রোমাঞ্চকর একটি কাহিনী জানি, আপনি দয়া করিয়া তাহা শ্রবণ করিলে সন্তুষ্টচিত্তে আমাদের চারিজনকেই মার্জ্জনা করিবেন।"

সুলতান বলিলেন, "আচ্ছা, তোর গল্প বল্—শুনি।" ভাণ্ডারী তখন বলিতে আরম্ভ করিল।—

* * * * *

জীবন সফল মনে করিয়াছিলাম, তুচ্ছ টাকার কথা তখন মনেই আসে নাই। দোকানদারগণ শীঘ্র টাকা না পাইলে আমাকেই ধরিবে, তখন আমি কোথা হইতে এত টাকা দিব ভাবিয়া, বড়ই চিন্তিত হইলাম। আবার আমার মনে সাহস আসিল, এমন অনুপমা সুন্দরী কখনই আমার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করিবেন না।

ক্রমে একমাস অতীত হইল, যুবতীর আর সাক্ষাৎ পাইলাম না, তাঁহার কোন সন্ধানও করিয়া উঠিতে পারিলাম না। আমার আশঙ্কা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল। দোকানদারেরা তাহাদিগের প্রাপ্য টাকার জন্য অত্যন্ত পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিল। তখন অগত্যা আমি আমার দোকানের জিনিসপত্র বিক্রয় করিয়া, তাহাদের দেনা-পরিশোধের সঙ্কল্প করিলাম। কিন্তু সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিবার পূর্ব্বেই একদিন প্রভাতে রমণীকে পূর্ব্ববৎ পরিচারিকা ও খোজা সঙ্গে লইয়া, গর্দ্দভারোহণে আমার দোকানে প্রবেশ করিতে দেখিলাম; দেখিয়া আমার মনে আনন্দের সীমা রহিল না। কয়েক মুহূর্ত্তমধ্যে রমণী আমার হস্তে মোহরের তোড়া প্রদান করিলেন। যুবতীর প্রতি আমার বিশ্বাস ও ভালবাসা সহস্রগুণ বর্দ্ধিত হইল।



যাচিত প্রণয়-প্রস্তাব

সুন্দরী সেদিন আমাকে আরও নানা কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। অবশেষে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি বিবাহ করিয়াছি কি না? আমি তখন একটু সাহস পাইলাম। যুবতীর সহচর খোজা মোহরগুলি গণিতে গণিতে আমাকে বলিল, "আপনি আমার মনিবকে ভালবাসেন, তাহা আমরা বুঝিয়াছি, আপনি সে কথা প্রকাশ করেন না কেন? আমাদের মনিবঠাকুরাণী কিন্তু আপনার পীরিতে একবারে হাবুডুবু খাইতেছেন। তিনি যে বাজারে আসেন, সে কেবল জিনিস কিনিবার জন্য নহে, আপনাকে দেখাই তাঁহার এখানে আসিবার প্রধান উদ্দেশ্য। আপনি প্রস্তাব করিলে আমার ঠাকুরাণী আপনাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইবেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।"

আমি খোজার হস্তে গোপনে কয়েকটি টাকা দিয়া বলিলাম, "আমার প্রতি তোমার ঠাকুরাণীর কিরূপ ভাব, তাহা জানিয়া আমাকে বলিও।" খোজা এক দিন আসিবে বলিয়া আমাকে সসম্মানে সেলাম করিয়া প্রস্থান করিল। সুন্দরীও আমার দোকান পরিত্যাগ করিলেন। আমি দোকানদারদের প্রাপ্য টাকা চুকাইয়া দিলাম।

কয়েক দিন পরে খোজা আমার দোকানে প্রত্যাগমন করিয়া, আমাকে বলিল যে, যুবতী আমার বিরহে পাগলিনীপ্রায় হইয়াছেন, যদি তিনি তাঁহার ইচ্ছামত কাজ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে এত দিন আমাদের মিলন হইত। কিন্তু তিনি স্বাধীনা নহেন, তিনি বোগ্দাদাধিপতি খালিফের প্রিয়তমা সহচরী, খালিফ-মহিষী তাঁহাকে একদণ্ড চক্ষুর আড়াল করিতে পারেন না। যুবতী খালিফ-মহিষী জোবেদীর দক্ষিণ হস্তস্বরূপ। অবশেষে যুবতী খালিফ-মহিষীর নিকট আমাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহাতে জোবেদী বলিয়াছেন, 'আমার ইহাতে আপত্তি নাই, তুমি বিবাহ করিয়া সুখী হও, সে সুখের কথা, কিন্তু তুমি যাহাকে বিবাহ করিতে চাও, সে তোমার যোগ্য পতি হইবে কি না, তাহা জানিতে চাই।' আমাকে দেখিয়া মহিষী জোবেদীর মত হইলে আর বিবাহে আপত্তি নাই বুঝিলাম, আমাকে খালিফের প্রাসাদে যাইতে হইবে। আমি খোজাকে বলিলাম, 'তুমি যাহা বলিবে, আমি তাহাই করিব।' খোজা বলিল, "তোমাকে খালিফের প্রাসাদে জেনানামহলে যাইতে হইবে, সেখানে কোন পুরুষের গমনের অধিকার নাই, মহারাণী জোবেদীর আদেশে আমি অতি গোপনে তোমাকে সেখানে লইয়া যাইব। কিন্তু তোমাকে বিশেষ সাবধানে থাকিতে হইবে, নতুবা, তোমার শির যাইবার আশঙ্কা আছে।"

জীবন বিপন্ন না করিলে কি পীরিত জমে ?

পীরিতের জন্য অনেকেই প্রাণ দেয়, আমিও না হয় বিপদে পড়িব, না হয় প্রাণ যাইবে, তবু এ রূপসী যুবতীর আশা ছাড়িব না, এই ভাবিয়া আমি খোজার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। খোজা তখন বলিল, "টাইগ্রিস্ নদরী তীরে খালিফ-মহিষী জোবেদীর যে প্রার্থনা-মন্দির আছে, আজ ঠিক সন্ধ্যাকালে তুমি সেই মন্দিরে উপস্থিত হইয়া প্রতীক্ষা করিবে; যতক্ষণ নমাজ শেষ না হয়, ততক্ষণ তোমাকে তথায় অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে।"—তাহাই হইল, আমি প্রার্থনা-মন্দিরে গিয়া প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম।

নমাজ শেষ হইলে দেখিলাম, সন্ধ্যার অন্ধকারে একখানি নৌকা তীরবেগে তীরের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে; দেখিলাম, নৌকার দাঁড়ী সকলেই খোজা, খোজারা নৌকা হইতে নামিয়া মস্জিদের মধ্যে কতকগুলি সিন্দুক লইয়া গেল। আমার পরিচিত খোজাটিকেও আমি তাহাদের মধ্যে দেখিলাম। খোজার দল নামিলে আমার চিত্তহারিণী যুবতীও সেই নৌকা হইতে নামিয়া আসিলেন। তিনি আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, "এখানে গল্প করিয়া আমাদের সময় নষ্ট করিবার অবসর নাই।" সুন্দরী একটি সিন্দুক খুলিয়া আমাকে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে বলিলেন; মধুরস্বরে কহিলেন, "প্রিয়তম, তোমার কোন ভয় নাই; আমি যাহা করিব, তাহাতে আমাদের উভয়েরই মঙ্গল হইবে।"—আমি নির্ভয়ে সিন্দুকের মধ্যে প্রবেশ করিলে যুবতী তালা বন্ধ করিলেন। অনন্তর সিন্দুকগুলি পুনর্ব্বার নৌকার উপর লইয়া যাওয়া হইল। নৌকা তখন নদীবক্ষে ভাসিয়া খালিফ-মহিষী জোবেদীর অন্তঃপুরের দিকে চলিতে লাগিল।

রূপসী-রাণীর প্রেমিক-হরণ

সিন্দুকের মধ্যে বসিয়া আমি নানা কথা ভাবিতে লাগিলাম, আমার মনে বড় ভয়ের সঞ্চার হইল, কিন্তু তখন আর আক্ষেপ করিয়া কোন ফল ছিল না, আমি মনে মনে আল্লার নাম করিতে লাগিলাম।

সিন্দুকগুলি প্রাসাদে উপনীত হইলে, তাহার অভ্যন্তরস্থ দ্রব্যাদি পরীক্ষার জন্য খোজা সর্দ্দারের নিকট লোক পাঠান হইল, কিন্তু তখন রাত্রি অধিক হইয়াছিল, খোজা সর্দ্দার বলিল, "এত রাত্রে আর আমি সিন্দুক পরীক্ষার জন্য ঘর ছাড়িয়া যাইতে পারি না, সিন্দুকগুলি তোমারা এখানে লইয়া এসো, আমি একে একে পরীক্ষা করিয়া ছাড়পত্র দিতেছি।" আমি সভয়ে দেখিলাম, আমি যে সিন্দুকে বসিয়াছিলাম, তাহাই সর্ব্বপ্রথমে খোজা সর্দ্দারের নিকট লইয়া যাওয়া হইল। আমি সিন্দুকের মধ্যে বসিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিলাম, আল্লা নসীবে কি লিখিয়াছেন, ভাবিয়া বড়ই দুশ্চিন্তা হইল।

সুলতান হারেমে পুরুষ চালান

যে যুবতীর নিকট সিন্দুকের চাবী ছিল, সে সর্দ্দার খোজাকে বলিল, "আমি এ সিন্দুকের চাবী তোমাকে দিব না। উহার মধ্যে মহামূল্য দ্রব্যাদি আছে, খোদ মহিষী জোবেদীর এ সকল সামগ্রী, তাঁহার আদেশ, চাবী যেন কাহাকেও দেওয়া না হয়। তাঁহার অনুমতি ভিন্ন ইহার চাবী তোমার হস্তে প্রদান করিতে পারি না। বিশেষতঃ এই সিন্দুকের মধ্যে মক্কার জেমজেম ঝরণার জল কতকগুলি বোতলে পূর্ণ আছে, যদি দৈবাৎ তুমি একটা বোতল ভাঙ্গিয়া ফেল, তাহা হইলে জোবেদী ঠাকুরাণী তোমাকে যে কি ভয়ানক শাস্তি দিবেন, তাহা কিছু ভাবিতেছ কি?"—এই কথা শুনিয়া খোজা সর্দ্দারের মনে বড় ভয় হইল, সে আর সিন্দুক খুলিতে চাহিল না। তৎক্ষণাৎ সে সিন্দুক অন্দরে লইয়া যাইতে আদেশ প্রদান করিল।

অল্পক্ষণ পরে 'খালিফ আসিতেছেন, খালিফ আসিতেছেন' এই শব্দ কানে গেল, আমি আরও ভীত হইলাম। মনে হইল, আমার অন্তিম কাল উপস্থিত। খালিফ সিন্দুক দেখিয়া, সিন্দুকে কি আছে, জিজ্ঞাসা করিলেন। বাঁদী সবিনয়ে বলিল, "জোবেদী ঠাকুরাণী কতকগুলি জিনিসপত্র খরিদ করাইয়া, এই সকল সিন্দুকে বোঝাই দিয়া আনিয়াছেন।"—খালিফ বলিলেন, 'সিন্দুক খোল, কি জিনিস দেখি।'—ভয়ে আমার মূর্চ্ছার উপক্রম হইল।

ন্দরী বাঁদীর সাবাস বাহাদুরী

বাঁদী কিন্তু সহজে সিন্দুক খুলিল না; বলিল, "ঠাকুরাণী বলিয়াছেন, তাঁহার আদেশ ভিন্ন যেন সিন্দুক খোলা না হয়, তাঁহার আদেশ না পাইলে জাঁহাপনা এ সকল সিন্দুক খুলিতে আমার ভরসা হয় না।"—খালিফ সক্রোধে কর্কশস্বরে বলিলেন, 'আমার হুকুম, সিন্দুক খোল্, হুকুমমাফিক কাজ না করিলে তোকে কুত্তা দিয়া খাওয়াইব।' দাসী অগত্যা সিন্দুক খুলিতে আরম্ভ করিল। প্রথমে দাসী অন্যান্য সিন্দুক খুলিতে লাগিল, এবং বিলম্ব করিবার জন্য এক একটি জিনিস তুলিয়া খালিফের সম্মুখে ধরিয়া, তাহার গুণের বিস্তর প্রশংসা করিতে লাগিল; কিন্তু খালিফ ক্লান্তির কোন লক্ষণ প্রকাশ করিলেন না। সকল সিন্দুক খোলা হইল, কেবল আমি যেটির মধ্যে বসিয়াছিলাম, সেইটিই অবশিষ্ট রহিল। আমি বুঝিলাম, আমার অন্তিমকাল নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিয়াছে, এখন আল্লা যাহা করেন।

আমি যে সিন্দুকে ছিলাম, খালিফ অবশেষে তাহা খুলিবার আদেশ করিলেন। বাঁদী বলিল, 'জাঁহাপনা, এবার আমাকে ক্ষমা করিতে হইবে। মহিষী জোবেদীর অনুপস্থিতিতে আমি এ সিন্দুক খুলিতে পারিব না। আমার প্রতি এ বিষয়ে বিশেষ নিষেধ আছে, জাঁহাপনা, মহিষীর আগমন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলে সকল দিক্ রক্ষা হয়।' খালিফ বলিলেন, 'তুই মহিষীর প্রিয় বাঁদী বলিয়া আমার কথা অগ্রাহ্য করিস্? আমি কালই তোকে শূলে চড়াইব।'—আমি খালিফের আদেশ শুনিয়া ভাবিলাম, আমি মরিয়া গিয়াছি, জল্লাদে আমার মুণ্ডচ্ছেদন করিয়া এই সিন্দুকে পূরিয়া আমায় গোর দিয়াছে।

যাহা হউক, আমার সৌভাগ্য বশত সহসা এই সময়ে বাহিরে খালিফের কি কাজ পড়িল, তিনি আর সিন্দুক খুলিয়া দেখিবার অবসর পাইলেন না, সিন্দুক না দেখিয়াই প্রস্থান করিলেন। আমার মৃতদেহে জীবনসঞ্চার হইল।

কিয়ৎকাল পরে আমার প্রিয়তমা সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া সিন্দুক হইতে আমাকে বাহির করিলেন। সিন্দুকের মধ্যে বসিয়া আমি যে কষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি, সেজন্য তিনি বিস্তর আক্ষেপ করিলেন;—বলিলেন, 'প্রাণাধিক, আমি তোমাকে বড় ভালবাসি, এত ভালবাসি যে, আমার জীবন বিপন্ন করিয়াও আমি মিলনকামনায় তোমাকে এখানে লইয়া আসিয়াছি। তুমি নিশ্চয় জানিও, আমার দেহে যতক্ষণ প্রাণ আছে, ততক্ষণ কেহ তোমার কেশস্পর্শ করিতে পারিবে না।'—আমি বলিলাম, 'ঠিক বলিয়াছ



চুম্বন বিড়ম্বনা

যৌবন-উছলিত প্রমোদ-মন্দিরায় যন্ত্রণা নিবৃত্তি

যাহা হউক, কিছুদিনের মধ্যেই আমার ক্ষত আরোগ্য হইল। আমি সুস্থ হইবার পর, আমার যুবতী পত্নী আমাকে তাঁহার শয়ন কক্ষে লইয়া গেলেন। তিনি যে আমাকে শাস্তিপ্রদান করিয়াছেন, এজন্য দুঃখপ্রকাশ করিয়া, তিনি সাদরে আমাকে তাঁহার পার্শ্বে আহ্বান করিলেন। বিবাহের পর এই আমাদের প্রথম মধু-যামিনী। নানা কষ্টভোগের পর নিরুপম সৌন্দর্য্য-উচ্ছ্বসিত দেহ অধিকার করিতে পাইয়া, আমি সমস্ত দুঃখ বিস্মৃত হইলাম। মদন-উৎসবে সমস্ত রজনী আমরা যাপন করিলাম। আমি অনেক দিন পরমসুখে প্রাসাদে বাস করিয়াছিলাম। একদিন আমার স্ত্রী আমাকে বলিলেন, "খালিফ-মহিষী আমাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন; আমরা ইচ্ছা করিলে অন্যত্র গৃহ-নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে পারি। প্রাসাদের বাহিরে স্বাধীনভাবে বাস করি, ইহাই আমার ইচ্ছা।" অনন্তর আমার স্ত্রী আমার হস্তে দশ সহস্র টাকা দান করিয়া, আমাকে একটি সুন্দর বাড়ী ক্রয়ের জন্য অনুরোধ করিলেন। আমি নগরমধ্যে একটি সুসজ্জিত গৃহ ক্রয় করিয়া, প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া পরমসুখে বাস করিতে লাগিলাম। দাস-দাসীরও অভাব রহিল না, কিন্তু হায়, আল্লা আমার সকল সুখ অকালে হরণ করিলেন। এক বৎসর যাইতে না যাইতে আমার স্ত্রী পরলোকগমন করিলেন। আমি পুনর্ব্বার বিবাহ করিয়া, সুখী হইতে পারিতাম, কিন্তু দেশভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত বলবতী হইয়াছিল, আমি গৃহ বিক্রয় করিয়া নানা প্রকার পণ্যদ্রব্য কিনিয়া, পারস্যাভিমুখে যাত্রা করিলাম। সেখান হইতে সমরকন্দের ভিতর দিয়া আমি এই নগরে আসিয়াছি এবং এখানে বাস করিতেছি।

ভাণ্ডারীর গল্প শেষ হইলে, কাসগারের সুলতান বলিলেন, "এ গল্প খুব আশ্চর্য্য বটে, কিন্তু আমার কুব্জভাঁড়ের গল্পের ন্যায় অদ্ভুত নহে।" তখন ইহুদী-চিকিৎসক করযোড়ে বলিল, "জাঁহাপনা, আমার গল্প শুনিলে নিশ্চয়ই মোহিত হইবেন।" সুলতান তাহাকে গল্প বলিতে আদেশ করিলেন।

* * * * *

চিকিৎসক-বর্ণিত কাহিনী

ইহুদী-চিকিৎসক বলিতে আরম্ভ করিল :—আমি দামাস্কস্ নগরে চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলাম। আমি এই ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলে, সেই দেশের শাসনকর্ত্তা মহাশয় একটি রোগীর চিকিৎসার্থ তাঁহার ভৃত্য দ্বারা আমাকে আহ্বান করেন। আমি রোগীর গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, একটি সুন্দর যুবক রোগযন্ত্রণায় বড় কষ্ট পাইতেছেন। আমি রোগীর পার্শ্বে উপবেশন করিয়া তাঁহার হাত দেখিতে চাহিলাম, কিন্তু বিস্ময়ের কথা কি বলিব, তিনি আমাকে তাঁহার বাম হস্ত দেখিতে দিলেন। আমি ভাবিলাম, হয় ত' যুবকটি জানেন না যে, চিকিৎসককে কোন্ হাত দেখাইতে হয়, নতুবা তাঁহার এ ব্যবহারের আর কি কারণ থাকিতে পারে? আমি কোন প্রশ্ন না করিয়া যুবকের বামহস্ত গ্রহণ করিয়া, তাঁহার নাড়ীর বেগ পরীক্ষা করিলাম।

নয় দিন ধরিয়া আমি তাঁহার চিকিৎসা করিলাম, কিন্তু দেখিলাম, এই নয় দিনই তিনি আমাকে তাঁহার বাম হস্ত দেখাইলেন। দশম দিনে আমি তাঁহার আরোগ্যস্নানের ব্যবস্থা দিলাম। দামাস্কসের শাসনকর্ত্তা আমার চিকিৎসা-নৈপুণ্যে সন্তুষ্ট হইয়া, আমাকে একটি উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ উপহার প্রদান করিলেন এবং আমাকে তাঁহার পারিবারিক চিকিৎসক নিযুক্ত করিলেন।

স্নানাগারে রহস্যোদ্ঘাটন

যুবক আমার চিকিৎসা-নৈপুণ্যে মুগ্ধ হইয়া, আমাকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিলেন এবং আমাকে তাঁহার স্নানাগারে লইয়া গেলেন। ভৃত্যগণ তাঁহার পরিচ্ছদ খুলিয়া ফেলিলে দেখিলাম, তাঁহার দক্ষিণ হস্তটি নাই। আমি আরও বুঝিলাম, হাতটি অধিক দিন কাটা যায় নাই এবং এই বাহুচ্ছেদনই তাঁহার রোগের কারণ। তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া, আমার মনে যুগপৎ দুঃখ ও বিস্ময়ের সঞ্চার হইল। আমার মনের ভাব বুঝিয়া যুবক বলিলেন, 'আপনি বিস্মিত হইবেন না, একদিন আমি আপনাকে আমার এই বাহুচ্ছেদনের কাহিনী বলিব, তখন বুঝিতে পারিবেন, এরূপ অদ্ভুত কাহিনী আপনি জীবনে কোথাও কোন দিন শুনেন নাই।'

স্নানাগার হইতে প্রত্যাগমন করিয়া, আমি তাঁহার সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইলাম। আমি তাঁহাকে কথাপ্রসঙ্গে বলিলাম, 'আপনি নগরবাহিরে কোন উদ্যানভবনে বাস করিয়া, যদি কিছুদিন নির্ম্মল বায়ু সেবন করেন, তাহা হইলে আপনার শরীর শীঘ্রই সুস্থ হইবার সম্ভাবনা।'—নগরবাহিরে দামাস্কসের শাসনকর্ত্তা মহাশয়ের একটি উদ্যানভবন ছিল, আমি যুবকের আগ্রহে তাঁহার সহিত সেখানে যাত্রা করিলাম।

একদিন যুবক তাঁহার কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন।—মোসলের কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারে আমি জন্মগ্রহণ করি। আমার পিতা ভাই-ভগিনীতে দশটি। কিন্তু আমার পিতার ভিন্ন তাঁহার সহোদরগণের সন্তান হয় নাই। আমি পিতার একমাত্র সন্তান। তিনি আমার সুশিক্ষার জন্য বিস্তর ব্যয় ও আয়াস স্বীকার করিয়াছিলেন।

বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে আমি সম্ভ্রান্ত-সমাজে মিশিতে আরম্ভ করিলাম। এক শুক্রবারে আমি আমার পিতা ও পিতৃব্যগণের সহিত মোসলের মস্‌জিদে নমাজ করিতে গিয়াছিলাম, নমাজ শেষ হইলে সকলে চলিয়া গেল, কেবল আমরা কয়জন গালিচার উপর বসিয়া নানা বিষয় আলাপ করিতে লাগিলাম। ক্রমে ভ্রমণ-বিষয়ের প্রসঙ্গ উঠিল, সকলেই নানা সুন্দর সুন্দর দেশের গল্প করিতে লাগিলেন। আমার এক কাকা বলিলেন, 'পৃথিবীতে যত দেশই থাক, মিসর দেশের ন্যায় সুন্দর স্থান আর কোথাও নাই।'—আমি তাঁহার কথা শুনিয়া মুগ্ধ হইলাম, সেই দিন হইতে মিসর-দর্শনের আকাঙ্ক্ষা আমার হৃদয়ে বলবতী হইয়া উঠিল।

মিসর-সুন্দরীর ন্যায় লালসা উদ্রেক

আমার পিতাও মিসরের পক্ষপাতী ছিলেন, তিনি বলিলেন, 'মিসরের সুন্দরীর মত সুন্দরী আর কোথাও নাই, এত ঐশ্বর্য্য আর কোন দেশেই নাই, নীলের মত নদ আর কোন্ দেশে আছে? কি নির্ম্মল জল! কেমন শস্যশ্যামলা ভূমি! কায়রোর মত নগর কি আর কোথাও আছে? পিরামিড কি অত্যাশ্চর্য্য সামগ্রী, দেখিয়া বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া থাকিতে হয়। আমি যৌবনকালে কয়েক বৎসর মিসরে বাস করিয়াছিলাম, জীবনে আর তেমন সুখের সময় আসিল না।'

পিতার ও আমার পিতৃব্যের মুখে মিসরের এইরূপ গৌরবকাহিনী শ্রবণ করিয়া আমার মনে হইল, যেমন করিয়াই হউক্, মিসর দর্শন করিতে হইবে। আমি পিতাকে আমার অভিপ্রায় জ্ঞাত করিলাম, তিনি বলিলেন, 'তুমি ছেলেমানুষ, দেশপর্য্যটনের কষ্ট সহ্য করিতে পারিবে না। বিশেষতঃ তুমি মিসর-দর্শনে লাভবান্ না হইয়া ক্ষতিগ্রস্তই হইবে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি।' অবশেষে আমি আমার এক কাকার শরণ লইলাম। তিনি আমার জন্য ওকালতী করিয়া পিতার মত করাইতে সমর্থ হইলেন, কিন্তু পিতা সম্পূর্ণ মত দিলেন না, স্থির হইল, তাঁহারা আমাকে দামাস্কসে রাখিয়া মিসরযাত্রা করিবেন। আমাকে অগত্যা সেই প্রস্তাবেই সম্মত হইতে হইল;—পিতৃ-আজ্ঞা!

আমি পিতা ও কাকাদের সঙ্গে মোসল হইতে যাত্রা করিলাম। দামাস্কস্ নগরে উপস্থিত হইলে সেখানকার সৌন্দর্য্য দর্শনে আমি মোহিত হইলাম। দামাস্কসে আমরা একজন খাঁ সাহেবের গৃহে বাসা

লইলাম। আমরা নানাবিধ পণ্যদ্রব্য সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলাম, অল্প দিনের মধ্যেই তাহা বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট লাভ পাইলাম, তখন আমার পিতা ও কাকারা আমাকে সেই নগরে রাখিয়া দামাস্কস পরিত্যাগ করিলেন।

আমি স্বাধীন হইয়া সাবধানে অর্থব্যয় করিতে লাগিলাম। বলিয়াছি, ব্যবসায়ে অনেক টাকা লাভ পাইয়াছিলাম, প্রকাণ্ড বাড়ী ভাড়া লইলাম, এবং তাহা সুন্দররূপে সজ্জিত করিলাম। এই গৃহ একজন জহুরীর—তাহার নাম মদৌন আবদাল রহমন। এই প্রকাণ্ড বাড়ীর জন্য আমাকে মাসিক দুই সেরিফ (প্রায় সাত টাকা) মাত্র ভাড়া দিতে হইত। আমি এখানে আমার নবপরিচিত বন্ধুবান্ধবের সহিত পরমসুখে ও আনন্দে কালযাপন করিতে লাগিলাম।

অভিসারিকার শুভাগমন

একদিন অপরাহ্নে আমি আমার বারান্দায় বসিয়া বায়ুসেবন করিতেছি, এমন সময় একটি অবগুণ্ঠনবতী রমণী আমার গৃহে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমি কোন প্রকার পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ার্থ রাখিয়াছি কি না?'—রমণী আমার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই আমার গৃহকক্ষে প্রবেশ করিলেন। আমি তাঁহার অনুগমন করিয়া, তাঁহাকে গৃহমধ্যে সুখাসনে উপবেশন করিতে অনুরোধ করিলে তিনি উপবেশন করিলেন। আমি বলিলাম, 'এখন আমার কাছে কোন পণ্যদ্রব্য নাই, আপনাকে কিছু জিনিস দেখাইতে পারিলাম না বলিয়া আমি দুঃখিত হইলাম।'—যুবতী অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া, ভুবনমোহন হাস্যে আমার হৃদয় মুগ্ধ করিয়া বলিলেন, 'আপনি ক্ষোভ ত্যাগ করুন, আমি আপনার নিকট কোন জিনিসের জন্য আসি নাই, আপনার সঙ্গে কিছুকাল আমোদ-প্রমোদ করিব বলিয়াই আসিয়াছি।'

আমি রমণীর কথা শুনিয়া পরম আহ্লাদিত হইলাম; ভৃত্যগণকে কিছু সুমিষ্ট ফল ও কয়েক বোতল উৎকৃষ্ট সুরা আনিবার আদেশ প্রদান করিলাম। মদ্যপানে আমাদের প্রাণ খুলিয়া গেল, আমরা পরমানন্দে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত অতিবাহিত করিলাম। তখন আমার প্রথম যৌবন; দেহে রূপ ও শক্তি উভয়ই ছিল। সুন্দরীর সঙ্গসুখ কাহাকে বলে, তাহার কোনও প্রত্যক্ষ জ্ঞান আমার ছিল না। এই লোক-মোহিনী তরুণী উপযাচিকা হইয়া আমার সহিত প্রমোদ-নিশা যাপনের অভিপ্রায় প্রকাশ করায় আমি কৃতার্থ হইয়া গিয়াছিলাম। তরুণী সুন্দরীর দেহে উচ্ছ্বসিত যৌবনের বিদ্যুৎপ্রবাহ বহিতেছিল। সেই তরঙ্গে যৌবন-স্বপ্ন সার্থক করিবার অযাচিত সুযোগকে কোন্ যুবক উপেক্ষা করিতে পারে? আমিও পারিলাম না। সারা রজনী আমি তরুণীর আলিঙ্গনে যাপন করিলাম। পরদিন প্রভাতে রমণী যখন বিদায়গ্রহণ করিবেন, সেই সময়ে আমি তাঁহার হস্তে দশটি সেরিফ প্রদান করিতে উদ্যত হইলাম, রমণী তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন, 'ও কি কথা, আমি উহা কখনই লইব না, কোন স্বার্থলোভে ত' আমি এখানে আসি নাই। তুমি আমার মনে বড় কষ্ট দিলে, আমার এ কষ্ট দূর হয়, যদি তুমি আমার নিকট হইতে দশটি সেরিফ গ্রহণ কর।'—সুন্দরীর আগ্রহে তাঁহার নিকট হইতে দশ সেরিফ গ্রহণ করিলাম। যুবতী বলিলেন, 'তিনদিন পরে সন্ধ্যাকালে আমি আবার আসিব, তুমি প্রস্তুত থাকিও।'—আলিঙ্গন-চুম্বনে আমার অতৃপ্ত পিপাসা কথঞ্চিৎ প্রশমিত করিয়া, যুবতী বিদায়গ্রহণ করিলেন, আমার হৃদয় অবসন্ন হইল, আমার মন সুন্দরীর সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

উপযাচিত যৌবন দান

তিনদিন পরে সন্ধ্যাকালে যুবতী আবার আসিলেন, আবার সেই ভাবে অক্লান্ত আমোদ-প্রমোদে প্রমোদ-নিশার অবসান হইল। প্রভাতে বিদায়গ্রহণকালে প্রেমময়ী আমাকে আবার দশটি সেরিফ প্রদান করিলেন, পাছে তিনি অসন্তুষ্ট হন, এই ভয়ে আমি তাহা প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলাম না।

তৃতীয়বার যুবতী আমার গৃহে আসিলেন। মহানন্দে ও পরম নিঃশঙ্কচিত্তে আমাদের মদ্যপান চলিতে লাগিল। সুন্দরী মদ্যপানে প্রফুল্লিতা হইয়া মুক্তহৃদয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রিয়তম, প্রাণাধিক, আমার সম্বন্ধে তুমি কি মনে কর? আমি কি সুন্দরী?—তোমার মনের মত নই?"—আমি সহাস্যে বলিলাম, "প্রিয়তমে, তুমি রূপসীরাণী! তুমি আমার প্রাণপ্রেয়সী, তুমি আমার হৃদয়রাজ্যের সাম্রাজ্ঞী, তুমি আমার সুলতানা, আমার জীবনের সকল সুখ তোমার উপরেই নির্ভর করিতেছে।"—যুবতী বলিলেন, "যাও যাও প্রাণনাথ, তুমি আর মন-রাখা কথা বলিও না, আমাকে দেখিয়া তুমি এই কথা বলিতেছ, কিন্তু যদি তুমি আমার সখীকে দেখ, তাহা হইলে তাহার পদতলে লুটাইয়া পড়। আমি তাহাকে তোমার কথা বলিয়াছি, সে তোমাকে দেখিবার জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে, তাহাকে আমি তোমার কাছে লইয়া আসিব।"—আমি বলিলাম, "তোমার যেরূপ ইচ্ছা করিতে পার, কিন্তু প্রিয়তমে! তুমি নিশ্চয় জানিও, আমার এ চক্ষু তোমার রূপে যেমন মুগ্ধ হইয়াছে, এমন আর কাহারও রূপ দেখিয়া হইবে না;—আর কাহারও পীরিতে এমন মজিবে না।"—"আচ্ছা, তা দেখা যাইবে, দেখিব, তোমার হৃদয় আমার প্রতি কেমন।"—বলিয়া আসক্তা যুবতী মোহন কটাক্ষে বিদ্যুৎ হানিলেন।

প্রণয়িনীর সুন্দরী উপহার প্রস্তাব

এ সম্বন্ধে আর কোন কথা হইল না। পরদিন প্রভাতে যথারীতি বিদায়-চুম্বন প্রদান করিয়া, যুবতী প্রস্থান করিলেন; প্রস্থানের পূর্ব্বে আমার হস্তে পূর্ব্ববৎ টাকা প্রদান করিলেন, কিন্তু এবার দেখিলাম, দশটির পরিবর্ত্তে তিনি পোনেরটি সেরিফ দান করিয়াছেন; আমাকে লইতে হইল। তিনি বলিলেন, "দুই দিনের মধ্যে আমার সখীকে লইয়া আসিব। তুমি তাহাকে ভালরূপে অভ্যর্থনা করিবে, সন্ধ্যার পরই আমাদের আসিবার সুযোগ।"

আমি গৃহকক্ষগুলি আরও উত্তমরূপে সজ্জিত করিলাম, এবং যথাসময়ে আমি অধীর আগ্রহে সুন্দরীদ্বয়ের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই সুন্দরীদ্বয় আমার গৃহে পদার্পণ করিলেন। অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিলে দেখিলাম, আমার প্রেয়সীর কথা একটুও মিথ্যা নহে, তাঁহার সখী সত্যই অপরূপ সুন্দরী এবং অপেক্ষাকৃত বয়ঃকনিষ্ঠা। এমন বর্ণ, এমন রূপ, এমন বেশভূষা, সর্ব্বোপরি এমন মনোহর কটাক্ষ ও সুললিত কণ্ঠস্বর যে, আমি বোধ করিলাম, পৃথিবীতে এমন সুন্দরী আর দ্বিতীয় নাই।—আমি সুন্দরীর প্রতি অত্যন্ত সৌজন্য প্রকাশ করিয়া, দুই চারিটি কথা বলিতেই উভয় যুবতী হাসিয়া বলিলেন, "ও সকল ভদ্রতার কথা এখন থাকুক, এসো, আমোদ-প্রমোদ করা যাক্, সংসারের যাহা শ্রেষ্ঠ সুখ, তাহা উপভোগ কর।"

সৌজন্য থাক্—প্রেমলীলা চলুক্

আমার প্রেয়সীর সখী আমার পাশে বসিয়া, হাসি হাসিমুখে আড়নয়নে ক্রমাগত আমার দিকে চাহিতে লাগিলেন। মরি মরি, কি সরলতাপূর্ণ হাস্য, কি প্রেম-উছলিত নয়নভঙ্গিমা! আমি আর কোন প্রকারে আত্মসংবরণ করিতে পারিলাম না, তাঁহাকেই আমার হৃদয়রাজ্যের রাণী বলিয়া মনে করিতে লাগিলাম। আমার প্রাণ তাঁহার প্রণয়লালসায় আকুল হইয়া উঠিল। নবীনা সুন্দরীও কত আদরের—কত সোহাগের কথা বলিয়া আমার হৃদয় গলাইয়া ফেলিলেন।

পুরুষের পীরিতের আবার মূল্য কি?

আমার ভাব দেখিয়া, আমার প্রথমা প্রেয়সী কেবল হাসিতে লাগিলেন;—বলিলেন, "কেমন, আমি যাহা বলিয়াছিলাম, তাহাই ঘটিল কি না? তুমি এত অল্প সময়ের মধ্যেই তোমার প্রতিজ্ঞা ভুলিলে, ছি, ছি, পুরুষের পীরিত বড় অসার!"—আমি বলিলাম, "তোমার মন বড় কুৎসিত, আমি কি পীরিতে পড়িয়া এত আদর-যত্ন দেখাইতেছি? উনি কত ভাগ্যে আমার গৃহে আসিয়াছেন, আমার যতদূর সাধ্য, উঁহার আদর করিব, ইহাই ত' ভদ্রতার নিয়ম।"

ক্রমে:আমাদের মদ্যপান চলিতে লাগিল, শেষে আর কোন সঙ্কোচ রহিল না, আমি ও নবাগতা প্রেমিকা—উভয়ের পরস্পরের প্রতি প্রেমের ইঙ্গিত প্রকাশ পাইতে লাগিল। প্রথমা যুবতী তখন মধুর হাসি হাসিয়া বলিলেন, "ভাই, আমার সখী আজ আমাদের অতিথি। সুতরাং উহার প্রতি আমাদের সম্মান প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। আজ রজনীতে তুমি উহাকে তোমার শয্যাসঙ্গিনী করিলে অতিথির প্রতি সম্মান প্রকাশ করা হইবে।" আমি ইহাতে মৌখিক আপত্তি প্রকাশ করিলাম, কিন্তু আমার প্রণয়িনী তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া, নবীনা প্রেমিকাকে আমার সহিত রাত্রিযাপনের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। তাঁহার আদেশে শয্যারও সেই প্রকার বন্দোবস্ত হইল। সখীর সহিত আমাকে একঘরে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আমার প্রণয়িনী কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন।

সখীর প্রণয়-
লীলা দর্শনে
প্রণয়িনীর
আগ্রহ



নবীনা সুন্দরীকে এমনভাবে পাইয়া, আমিও আর ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিলাম না। সুরাপানে তখন আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। হিতাহিত বিবেচনাও তখন ছিল না। চন্দ্রের ন্যায় বিমল রূপজ্যোতিঃ-প্রভান্বিতা, আসবপানমত্তা তরুণীকে আমার হৃদয়ে ধারণ করিলাম। মনে হইল, স্বর্গরাজ্য আমার করায়ত্ত। মদনোৎসবে নিশার অধিকাংশকাল অতিবাহিত করিবার পর নিদ্রাঘোরে আমরা আচ্ছন্ন হইলাম। প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গ হইলে অনুভব করিলাম, সুন্দরী তখনও আমার পার্শ্বে শায়িতা। কিন্তু আমার দেহ যেন স্বেদজলে আর্দ্র বলিয়া বোধ হইল। শয্যা হইতে উঠিয়াই যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার নেশা ছুটিয়া গেল; দেখিলাম, যুবতীর গলদেশ অস্ত্রাঘাতে ছিন্ন—তরুণী রক্তাক্ত দেহে নিস্পন্দভাবে রহিয়াছেন। আমার বস্ত্রাদিও রক্তরঞ্জিত। শয্যাত্যাগ করিয়া শঙ্কিত হৃদয়ে প্রথমা প্রণয়িনীর সন্ধান করিলাম, কিন্তু কোথাও তাঁহার দেখা পাইলাম না। তখন বুঝিলাম, ঈর্ষাবশে সুন্দরী, আমার নবীনা প্রণয়িনীকে হত্যা করিয়া পলাইয়াছে।

আত্ম
হারা
প্রেমা-
লিঙ্গন

কি করিব, কিছুই ভাবিয়া পাইলাম না। অবশেষে সেই দিন রাত্রিতে চন্দ্রালোকে আমি গৃহের মেঝে হইতে কয়েকখানি মার্ব্বেল টালি তুলিয়া ফেলিয়া, একটি গহ্বর খনন করিলাম। তরুণীর মৃতদেহ সেই

প্রমোদ-শয্যা বিভীষিকায় দেশান্তরে পলায়ন

গর্ত্তে সমাহিত করিয়া, আবার পূর্ব্ববৎ টালিগুলি আঁটিয়া দিলাম। তাহার পর আমি বস্ত্রত্যাগ করিয়া বাহির হইতে গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া, যাহার গৃহ ভাড়া লইয়াছিলাম, তাহার নিকট উপস্থিত হইলাম, বলিলাম, "আমি দেশভ্রমণে যাত্রা করিব, আপনি এই চাবী রাখুন, আমি এক বৎসরের বাড়ীভাড়া অগ্রিম দিয়া যাইতেছি।"—তাহার পর আমার যাহা কিছু অর্থাদি ছিল, তাহা লইয়া অশ্বারোহণে কায়রো-যাত্রা করিলাম।

কায়রো নগরে উপস্থিত হইয়া, আমার কাকাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম, তাঁহারা আমাকে সহসা সেখানে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, কারণ, তেমন অসময়ে আমার সেখানে উপস্থিত হইবার কোন হেতুই ছিল না।

বাবা ও কাকারা সেখানকার কাজ শেষ করিয়াছিলেন, তাঁহারা আমাকে তাঁহাদের সঙ্গে লইয়া মোসল-যাত্রা করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, কিন্তু আমি সে প্রস্তাবে সম্মত হইলাম না। তাঁহাদের বাসা ছাড়িয়া নগরের এক প্রান্তে গিয়া আমি গোপনে বাস করিতে লাগিলাম, তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত করিলাম না।

তাঁহারা কায়রো পরিত্যাগ করিলে আমি অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত হইলাম। তিন বৎসর কায়রো নগরে বাস করিলাম। আমি যতদিন কায়রো নগরে ছিলাম, নিয়মিতরূপে দামাস্কস্ নগরে আমার বাড়ীভাড়া পাঠাইতাম। কারণ, সেখানে প্রত্যাগমন করিয়া কয়েক বৎসর বাস করিবার বাসনা ছিল।

কিছুদিন পরে অর্থাভাব হইলে আমি কায়রো হইতে দামাস্কসে ফিরিয়া চলিলাম। আমি জহুরীর সহিত সাক্ষাৎ করিলে সে মহানন্দে আমার অভ্যর্থনা করিল। আমি তাহার সহিত আমার বাসায় উপস্থিত হইলাম; দেখিলাম, যে ভাবে আমি দ্বার বন্ধ করিয়া গিয়াছিলাম, তাহা সেই ভাবেই বন্ধ করা আছে; দ্বারে মোহর করিয়া গিয়াছিলাম, মোহর অবিকৃত রহিয়াছে। দ্বার খুলিয়া আমি দেখিলাম, যাহা যেখানে রাখিয়া গিয়াছিলাম, তাহা সেই স্থানেই সেই ভাবে আছে, কিছুই স্থানান্তরিত হয় নাই।

ঘর পরিষ্কার করিবার সময় যে ঘরে আমি নব প্রণয়িনীকে লইয়া আমোদ-প্রমোদ করিয়াছিলাম, সেই ঘরে এক ছড়া মুক্তামালা কুড়াইয়া পাইলাম। মালাছড়াটি সুবৃহৎ দুষ্প্রাপ্য মুক্তার গাঁথা। আমি তাহা দেখিবামাত্র বুঝিলাম, যে যুবতী নিহত হইয়াছে, ইহা তাহারই মালা। মালা দেখিয়া আমার মনে পূর্ব্বকথা স্মরণ হইল, চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল। আমি মালাছড়াটি সাদরে বুকে লইয়া অনুরাগভরে চুম্বন করিতে লাগিলাম।

মণিদর্শন মুক্তামালা চুম্বন

বড় পথশ্রম হইয়াছিল, কয়েক দিন বিশ্রাম করিলাম; বিশ্রামান্তে আবার আমোদ-প্রমোদে মত্ত হইলাম। ক্রমে আমার টাকা ফুরাইয়া আসিল, শেষে এমন হইল যে, আমার গৃহের সাজসজ্জা বিক্রয় না করিলে আর দিন চলে না।

এই অবস্থা ঘটিলে আমি ভাবিলাম, প্রথমে আর ঘরের সরঞ্জাম বিক্রয় করি কেন? মৃতা যুবতীর যে মূল্যবান্ মুক্তার মালা আমার কাছে রহিয়াছে, তাহাই প্রথমে বিক্রয় করি, তাহাতে অনেক টাকা পাওয়া যাইবে, কিছু দিন বেশ স্ফূর্ত্তি চলিবে।

বাজারে আসিয়া, একজন দালালের নিকট উপস্থিত হইলাম, তাহাকে গোপনে ডাকিয়া মুক্তামালা দেখাইলাম। সে মালা দেখিয়া তাহার অশেষ প্রশংসা করিল,—বলিল, "এ যে অতি মহামূল্য দ্রব্য।" —দালাল সদাগরগণকে সেই মালা দেখাইতে লইয়া গেল, আমি একজন রত্নব্যবসায়ীর দোকানে বসিয়া ফলাফলের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। আমি ভাবিলাম, দুই হাজার সেরিফ নিশ্চয়ই পাইব। কিন্তু

দালাল কিয়ৎক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া যাহা বলিল, তাহাতে হরিষে বিষাদ উপস্থিত হইল। সে বলিল, "মুক্তাগুলি ঝুঁটামতি, মালার দাম পঞ্চাশ সেরিফের অধিক হইবে না।"—আমার টাকার বড় দরকার, আমি তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া বলিলাম, "যাহা হয়, তাহাতেই বিক্রয় করিয়া টাকা আনিয়া দাও।"

জহুরীর চালবাজী

আমি বুঝিতে পারি নাই যে, একজন জহুরী এই মালা আমার কি না, তাহা পরীক্ষার জন্যই মালার এই দাম বলিয়াছিল। মালাটি বাস্তবিক ঝুঁটা মতির ছিল না, কিন্তু আমি তাহা পঞ্চাশ সেরিফেই বিক্রয় করিতে চাহিতেছি শুনিয়া, সেই জহুরী দালালকে লইয়া কোতোয়ালের নিকট উপস্থিত হইল এবং বলিল, 'এ জিনিষ চোরাই মাল, দুই সহস্র সেরিফ মূল্যের এই মুক্তামালা চোর পঞ্চাশ সেরিফে বিক্রয় করিতে আসিয়াছে।'

কোতোয়াল আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, আমি পঞ্চাশ সেরিফে ঐ মালা বিক্রয় করিতে প্রস্তুত আছি কি না? আমি তাহা স্বীকার করিলে, কোতোয়াল হুকুম করিল, আমি যতক্ষণ চৌর্য্য স্বীকার না করি, ততক্ষণ লৌহদণ্ড দ্বারা আমাকে প্রহার করা হইবে। তাহাই হইল, আঘাত-যন্ত্রণায় কাতর হইয়া আমাকে মিথ্যাকথা বলিতে হইল; কহিলাম, "আমি মালা চুরি করিয়াছি।" শুনিয়া কোতোয়াল আমার দক্ষিণ হস্ত ছেদনের আদেশ করিল।

যে জহুরীর নিকট আমি ঘর-ভাড়া লইয়া বাস করিতেছিলাম, আমার দুর্নীতির পরিচয় পাইয়া, সে অনেক তিরস্কারের পর তাহার গৃহ পরিত্যাগ করিবার জন্য আমাকে আদেশ করিল। আমি অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া আরও তিন দিন সেই গৃহে বাস করিবার অনুমতি পাইলাম।

কিন্তু তখনও আমার দুঃখের অবসান হয় নাই, যে জহুরী আমাকে ধরাইয়া দিয়াছিল, তিনদিনের মধ্যেই সে একদল পুলিস-কর্ম্মচারী লইয়া, আমার বাসায় উপস্থিত হইল। তাহাদের অভিপ্রায় কি, জিজ্ঞাসা করিবামাত্র তাহারা আমার হাত-পা বাঁধিয়া ফেলিল। তাহারা ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া বলিল, "এই মুক্তামালা দামাস্কসের শাসনকর্ত্তার, তিন বৎসর হইল, তিনি ইহা হারাইয়াছেন; কেবল তাহাই নহে, সেই সঙ্গে তাঁহার একটি সুন্দরী কন্যাও কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে। আমি বলিলাম, "আমাকে শাসনকর্ত্তা মহাশয়ের নিকট লইয়া চল, আমি তাঁহার নিকট সকল কথা বলিব, তিনি আমার প্রতি যে দণ্ডের ব্যবস্থা করিবেন, আমি তাহাই নতশিরে গ্রহণ করিব।"

আমি দামাস্কসের শাসনকর্ত্তার সম্মুখে নীত হইয়া, তাঁহাকে সকল কথা খুলিয়া বলিলাম, তিনি তাহা বিশ্বাস করিয়া আমাকে মুক্তিদানের আদেশ করিলেন, এবং যে জহুরীর ধূর্ত্ততায় আমার প্রতি এরূপ দণ্ডবিধান করা হইয়াছিল, সেই ধূর্ত্তের প্রতি তাহার দক্ষিণ হস্ত ছেদনের আদেশ প্রদত্ত হইল।

শাসনকর্ত্তা রূপসী কন্যাদ্বয়ের প্রেমলীলা

অনন্তর শাসনকর্ত্তা মহাশয় আমাকে বলিলেন, "বৎস, এই মুক্তামালা যে কিরূপে তোমার হস্তগত হইয়াছে, তাহার বিবরণ শ্রবণ করিলাম। আল্লা কখন্ যে কাহার প্রতি কোন্ অপরাধে কি দণ্ডের বিধান করেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না। তোমার কাহিনী শুনিয়া আমি হৃদয়ে যে আঘাত পাইলাম, তাহার তুলনা হয় না। আমার কাহিনী আমি তোমাকে বলিতেছি; তুমি যে দুই যুবতীর কথা বলিলে, তাহারা আমার দুই কন্যা। প্রথমে যে যুবতী তোমার গৃহে উপস্থিত হইয়া তোমার প্রণয়প্রার্থনা করিয়াছিল, সে আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা; আমি কায়রো নগরে আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত তাহার বিবাহ দিয়াছিলাম। বিধবা হইয়া হতভাগিনী আমার গৃহে ফিরিয়া আইসে এবং কায়রো নগরে সে যে প্রকার দুর্নীতি শিক্ষা করিয়াছিল, এখানে তাহারই পরিচয় দিতে আরম্ভ করে। তাহার

এখানে আসিবার পূর্ব্বে আমার দ্বিতীয়া কন্যা—তোমার আলিঙ্গনপাশে যাহার মৃত্যু হয় বলিতেছ, সে বিশেষ সুশীলা ও সচ্চরিত্রা ছিল, কিন্তু তাহার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর সহবাসে ও দৃষ্টান্তে তাহার চরিত্রও ক্রমে কলঙ্কিত হইয়া উঠে।

উন্মাদিনীর হিংসার অনুতাপ

"আমার দ্বিতীয়া কন্যার অদর্শনে ব্যাকুল হইয়া, আমি জ্যেষ্ঠা কন্যাকে তাহার কথা জিজ্ঞাসা করি, কিন্তু দুশ্চারিণী রোদন করিতে করিতে বলিল, 'বাবা, সে তাহার উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারে সজ্জিত হইয়া বাহিরে গিয়াছে দেখিয়াছি, তাহার পর আর তাহাকে ফিরিতে দেখি নাই।'—আমি তাহার অনুসন্ধানে চারিদিকে লোক পাঠাইলাম, কিন্তু কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা অনুতপ্ত হইয়া দিবারাত্রি ক্রন্দন করিতে লাগিল, আমি ভাবিতাম, সে ভগ্নীর বিরহেই রোদন করিতেছে, সেই-ই যে তাহার কনিষ্ঠা ভগিনীর প্রাণহন্ত্রী, তাহা আমি জানিতাম না। যাহা হউক, নিরন্তর অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া, শেষে সেও প্রাণত্যাগ করিয়াছে; তাহার পূর্ব্বে সে তাহার মাতার নিকট নিজের দুষ্কার্য্যের কথা বলিয়াও গিয়াছে, সুতরাং বৎস, এখন বুঝিতেছি, আমি তোমারই ন্যায় দুর্ভাগ্য। এস, আমরা একত্রে বাস করি, এবং পরস্পর স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পরস্পরের হৃদয়ে শান্তি দান করি। আমার তৃতীয়া কন্যা অতীব সুশীলা, এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুন্দরী, আমি তাহাকে তোমার হস্তেই সমর্পণ করিব। আশা করি, তুমি তাহাকে বিবাহ করিয়া অতঃপর সুখী হইবে। আমি আমার সমস্ত সম্পত্তি তোমার হস্তে সমর্পণ করিয়া যাইব, আমার পুত্রসন্তান নাই।"

তৃতীয় স্ত্রী-লাভের সৌভাগ্য

আমি তাঁহার পদতলে পড়িয়া তাঁহার মনে যে কষ্ট দিয়াছি, সেজন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করিলাম। তিনি আমার হাত ধরিয়া উঠাইলেন এবং সস্নেহে বলিলেন, 'যথেষ্ট হইয়াছে, এ সকল কথার আলোচনায় আর আবশ্যক নাই।'—অনন্তর অবিলম্বে সাক্ষী ডাকিয়া তিনি তাঁহার তৃতীয়া কন্যার সহিত আমার বিবাহ দিলেন।

তাহার পর আমি অবগত হইলাম, আমার পিতার মৃত্যু হইয়াছে, পিতৃব্য আমাকে স্বদেশে উপস্থিত হইয়া পৈতৃক সম্পত্তি অধিকার করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিলেন। যে লোক এই পত্র লইয়া আমার সন্ধানে আসিয়াছিল, এক দিন পথে হঠাৎ তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইল, কিন্তু আমি আমার শ্বশুরকে তাঁহার এই বৃদ্ধাবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিলাম না। আমি আমার কাকাকে আমার সকল সম্পত্তি ভোগ করিবার জন্য অনুরোধ করিলাম। আপনি এখন আমার দক্ষিণ হস্তচ্ছেদনের কাহিনী শুনিলেন, চিকিৎসার সময় আপনাকে বাম হস্ত দেখাইয়া যে অসম্মান প্রদর্শন করিয়াছি, অবস্থা-বিবেচনায় তাহা মার্জ্জনা করুন।

ইহুদী চিকিৎসক বলিল, "এই যুবকের চিকিৎসার পরেও অনেক দিন আমি দামাস্কসে বাস করিয়াছি, দামাস্কসের শাসনকর্ত্তা সেই যুবকের শ্বশুরের মৃত্যুর পর দেশপর্য্যটনের ইচ্ছা বলবতী হওয়ায়, আমি পারস্য দেশ ও ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া, আপনার রাজধানীতে আসিয়া বাস করিতেছি। এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন, আমার এই কাহিনী অতি অদ্ভুত কি না?"

সুলতান বলিলেন, "অদ্ভুত বটে, কিন্তু কুব্জ ভাঁড়ের গল্পের মত নহে। তোমাদের সকলেরই ফাঁসী হইবে।" তখন দরজী সভয়চিত্তে সুলতানের চরণ বন্দনা করিয়া তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করিল. সুলতান তাহাকে গল্প বলিবার অনুমতি দান করিলে, সে বলিতে আরম্ভ করিল।

* * * * *

দরজী-কথিত কাহিনী

এই নগরে একজন বণিক্ আজ দুই দিন হইল আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তাঁহার গৃহে নিমন্ত্রণ রাখিতে গিয়া দেখিলাম, সেখানে আরও বিশ জন নিমন্ত্রিত ব্যক্তির সমাগম হইয়াছে।

গৃহস্বামী বাহিরে গিয়াছিলেন ; দেখিলাম, কিয়ৎকাল পরে তিনি একটি সুপরিচ্ছদশোভিত সুন্দর যুবককে সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসিতেছেন ; যুবকটি খঞ্জ। আমরা গৃহস্বামীকে দেখিয়া তাঁহার প্রতি সম্মানপ্রদর্শনার্থ উঠিয়া দাঁড়াইলাম, তাহার পর যুবককে আমাদের পার্শ্বে উপবেশনের জন্য অনুরোধ করিলাম। যুবক বসিলেন বটে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ অদূরবর্ত্তী আসনে একটি নাপিতকে দেখিয়াই আসন পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া যাইবার উপক্রম করিলেন ; তাহা দেখিয়া আমরা সকলে বিস্মিত হইলাম। গৃহস্বামী তাঁহার এই বিচিত্র ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, যুবক বিরক্তভাবে বলিলেন, "না মহাশয়, আমাকে এখানে আর একদণ্ডও থাকিবার জন্য অনুরোধ করিবেন না, ঐ ওখানে নাপিত বসিয়া আছে, আমি এরূপ দুর্বৃত্ত লোকের সহিত একত্র বসিতে ইচ্ছা করি না।"

আমরা যুবকের কথা শুনিয়া আরও অধিক বিস্মিত হইলাম। না জানি, নাপিতের কি অপরাধ, তাহা বুঝিতে না পরিয়া নাপিতের প্রতি আমাদের মনেও অশ্রদ্ধার সঞ্চার হইল। আমরা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া যুবককে তাঁহার ক্রোধের কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। যুবক বলিলেন, "না মহাশয়, আমি এখানে আর মুহূর্ত্তমাত্র অপেক্ষা করিব না। এই নাপিত আমার খঞ্জ হওয়ার কারণ ; এমন কি, আমি যে সকল যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি, তাহাও উহার জন্য। যাহাতে ঐ দুর্বৃত্তের মুখদর্শন করিতে না হয়, সেই জন্য আমি বোগদাদ ছাড়িয়া এখানে আসিয়াছি ; কিন্তু হতভাগাটা দেখিতেছি, এখানেও আসিয়া জুটিয়াছে। আমি আজই এ নগর ত্যাগ করিব, যেখানে গেলে আর কখনও উহার মুখদর্শন করিতে না হয়, আমি সেইখানেই থাকিবার প্রয়াস পাইব।"—যুবক কিছুতেই সেখানে দাঁড়াইবেন না, আমরাও তাঁহাকে ছাড়িব না, অবশেষে তিনি আমাদের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া আসনে বসিলেন এবং নাপিতের দিকে পৃষ্ঠদেশ স্থাপন করিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার পূর্ব্বকাহিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন।

আমার পিতা বোগদাদের একজন প্রধান রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। আমি তাঁহার একমাত্র পুত্র। তিনি আমাকে তাঁহার পদোচিত শিক্ষা প্রদান করিতে ত্রুটি করেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর আমি তাঁহার পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইলাম, এবং সেই সম্পত্তির অপব্যয় না করিয়া তাহার সদ্ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইলাম। সর্ব্বসাধারণে আমার সুবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া আমাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতে লাগিল।

হাসি নয় প্রাণের ফাঁসী!

যৌবনপথে পদার্পণ করিলেও প্রণয়ের সহিত আমার কোন পরিচয় হয় নাই। বলিতে কি আমি স্ত্রীজাতিকে ঘৃণার্হ জ্ঞান করিতাম, কখনও তাহাদের সংস্পর্শে আসিতাম না। একদিন রাজপথে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলাম, একদল স্ত্রীলোক আমার দিকে অগ্রসর হইতেছে। আমি তাহাদিগের দৃষ্টিপথ হইতে দূরে যাইবার জন্য আর একটি ক্ষুদ্র পথপ্রান্তে একটি গৃহের সম্মুখস্থিত একখানি চৌকীতে উপবেশন করিলাম। আমার সম্মুখে একটি গৃহ, গৃহের একটি বাতায়ন উন্মুক্ত ছিল, সেই বাতায়নপথে সহসা একটি সুন্দরী যুবতীর মুখ দেখিতে পাইলাম। সেই মুখখানি বড়ই সুন্দর—তাহা দেখিয়া আমার চক্ষু যেন ঝলসিয়া গেল! সুন্দরী আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই সুমধুর হাস্য করিলেন, সে হাসি আমার প্রাণ কাড়িয়া লইল, আমি স্ত্রীজাতির প্রতি ঘৃণা ভুলিলাম, প্রেমপূর্ণ-দৃষ্টিতে যুবতীর মুখের দিকে চাহিলাম, কিন্তু যুবতী আমার হৃদয় জয় করিয়া, জানালা বন্ধ করিয়া চলিয়া গেলেন ; আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না।

আমি আসন ত্যাগ করিয়া উঠিব, এমন সময় দেখিলাম, একজন কাজী অশ্বতরে আরোহণ করিয়া কয়েকজন সঙ্গীর সহিত সেই গৃহদ্বারে অবতরণ করিলেন। আমি বুঝিলাম, এই কাজীই আমার চিত্ত-হারিণীর পিতা হইবেন।

:প্রেমজ্বর কি ঔষধে সারে ?

বাড়ী ফিরিলাম, কিন্তু যে মন লইয়া গিয়াছিলাম, সে মন আর ফিরিল না ; প্রেমের প্রথম আক্রমণ আমার দুঃসহ বোধ হইল। আমার জ্বর হইল। বাড়ীর সকলেই মহাচিন্তিত হইলেন। সকলে আমার হঠাৎ অসুখ হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু প্রকৃত কারণ আমি কাহারও নিকট প্রকাশ করিলাম না। আমি কোন কথা বলিলাম না দেখিয়া, তাঁহাদের আশঙ্কা সমধিক বর্দ্ধিত হইল। চিকিৎসা আরম্ভ হইল, কিন্তু ঔষধে রোগশান্তি হওয়া দূরের কথা, প্রতিদিন রোগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

অবশেষে আমার আত্মীয়গণ আমার জীবনের আশা পরিত্যাগ করিলেন। আমাদের বাড়ীর কাছে একটি বৃদ্ধা বাস করিত, আমার রোগের কথা শুনিয়া সে আমাকে দেখিতে আসিল, অনেকক্ষণ মনোযোগ সহকারে আমাকে দেখিয়া বৃদ্ধা,—কিরূপে বলিতে পারি না, আমার প্রকৃত ব্যাধি নির্ণয় করিল। বৃদ্ধা আমার সহিত গোপনে আলাপ করিতে চাহিলে, কক্ষ হইতে সকল লোক বাহির হইলেন, সে কক্ষে কেবল আমি ও বৃদ্ধা রহিলাম।

বৃদ্ধা আমাকে স্নেহপূর্ণ স্বরে আমার রোগের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া, কোন উত্তর পাইল না দেখিয়া, ধীরভাবে আমাকে বলিল, "বৎস, তুমি আমার নিকট অনর্থক প্রকৃত কথা লুকাইতেছ, আমি তোমার রোগ কি, বুঝিতে পারিয়াছি ; তুমি প্রেমজ্বরে আক্রান্ত হইয়াছ, আমি তোমার ব্যাধি আরোগ্য করিতে পারি, কিন্তু কোন্ সুন্দরী তোমার মন চুরি করিয়াছে—কাহার প্রণয়-লালসায় তুমি প্রেমজ্বরে কাতর হইয়াছ, তাহা আমাকে না বলিলে আমি কোন ফল দেখাইতে পারিব না। যদি তুমি সকল কথা খুলিয়া বল, তবে আমি তোমার উপকারের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে পারি।"

প্রণয়-
ফলা-কুশলী
দ্ধার সাবাদ
দূতিয়ালী !

বৃদ্ধার কথা শুনিয়া যদিও আমার মনে আশার সঞ্চার হইল, তথাপি আমি তাহার নিকট হৃদয়দ্বার উদ্ঘাটিত করিতে পারিলাম না। আমি তাহার দিকে চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলাম। বৃদ্ধা বলিল, "বুঝিয়াছি, বাছা, লজ্জায় তুমি কোন কথা বলিতে পারিতেছ না। যদি তুমি মনে করিয়া থাক, তোমার গোপনীয় কথা আমাকে বলিলে তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়িবে, তবে সে ভয় ত্যাগ কর। তোমার মত অনেক যুবকই ঐ প্রেমব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছিল, কিন্তু আমি সকলকেই আরোগ্য করিয়াছি, তোমারও পীড়া আরোগ্য করিতে পারিব, এ ভরসা আমার বিলক্ষণ আছে। প্রেমের দূতিয়ালী করিয়াই বুড়া হইয়াছি—এই মিলনের ঘটকালীতেই আমার বিশেষ আনন্দ।"

আমি বৃদ্ধাকে আমার মনোবিকারের সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলাম। বৃদ্ধা বলিল, "বাছা, তুমি ঠিকই অনুমান করিয়াছ, তোমার চিত্তহারিণী এই সহরের প্রধান কাজীর কন্যা। তিনি যে তোমার মন চুরি করিয়াছেন, এ সংবাদে আমি আশ্চর্য্য বোধ করিতেছি না, মেয়েটি যেন সত্যই পরী। বোগদাদ নগরে এমন সুন্দরী যুবতী দ্বিতীয় আছে কি না সন্দেহ। কিন্তু তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া কথা পাড়াই দায়! মেয়েটির দেমাক বড় বেশী, কাজীও বড় কঠোরপ্রকৃতি, মেয়েদের তিনি বড় শাসনে রাখেন। যদি তুমি আর কোন যুবতীর পীরিতে পড়িতে, আমি অবিলম্বে কার্য্যোদ্ধার করিতে পারিতাম, কিন্তু তুমি বড় কঠিন স্থলে তোমার ভালবাসা সমর্পণ করিয়াছ, দেখা যাক, কতদূর কি করিয়া তুলিতে পারি। ফল কথা তুমি নিরাশ হইও না।"



দুতিয়ালী

পরদিন বৃদ্ধা আমার নিকট উপস্থিত হইল, তাহার মুখ দেখিয়াই বুঝিলাম, সে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। তথাপি আমি ধৈর্য্য ধরিয়া সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলাম। বৃদ্ধা মুখ ভার করিয়া বলিল, "বলিয়াছি ত' বাছা, বড় কঠিন স্থান! তুমি যাহাকে ভালবাসিয়াছ, সে যুবতী বড় কঠিনহৃদয়া, পরের হৃদয় দগ্ধ করিতে পারিলেই তাহার আনন্দ। আমি তোমার বিরহব্যাধির কথা সুন্দরীকে বলিলাম, সে মনোযোগের সহিত সকল কথা শুনিল, কিন্তু তাহাকে যখন তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিলাম, তখন সে ভয়ানক রাগ করিয়া বলিল, 'বুড়ি, এমন কথা মুখে আনিস্ না, আমি তোর মুখ দেখিতে চাহি না, তুই এখান হইতে দূর হইয়া যা!"

বিরহব্যাধি উপশমে বৃদ্ধা দূতীর নৈপুণ্য

বুড়ী অবশেষে বলিল, "কিন্তু তুমি হতাশ হইও না। আমি যখন দূতিয়ালীর ভার লইয়াছি, তখন তোমার কার্য্যোদ্ধার করিবই করিব।"—বৃদ্ধার এই কথা শুনিয়াও আমি আশ্বস্ত হইতে পারিলাম না। সুচতুরা বৃদ্ধা বহু কৌশল খাটাইয়াও আমার মনোমোহিনীর মন কোন প্রকারেই নরম করিতে পারিল না; আমি প্রতিদিন অধিকতর অধীর হইয়া উঠিতে লাগিলাম, চিকিৎসকগণ পর্য্যন্ত আমার প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিলেন।

অবশেষে একদিন সেই বৃদ্ধা আসিয়া যে কথা বলিল, তাহাতে আমার দেহে নবজীবনের সঞ্চার হইল। বৃদ্ধা বলিল, "এত দিনে তোমার রোগ সারাইবার ব্যবস্থা করিয়াছি। কাল সোমবার ছিল, আমি তোমার হৃদয়মোহিনীর নিকট গিয়া প্রথমে দীর্ঘনিশ্বাস ও অশ্রুত্যাগ করিতে লাগিলাম। যুবতী বলিল, 'আইবুড়ী, তোর এমন কি দুঃখ হইল যে, তুই কাঁদিতেছিস্?' আমি বলিলাম, 'আমি তোমাকে যে যুবকের কথা সে দিন বলিয়াছিলাম, সে বুঝি আর বাঁচে না, তোমাকে ভালবাসিয়া তোমার অদর্শনেই তাহার প্রাণ বাহির হইবে। তুমি কি নিষ্ঠুর!'—আমি তাহাকে আরও কত কথা বলিলাম, তাহার সংখ্যা নাই। যুবতীর মন নরম করিবার জন্য আমাকে অনেক বক্তৃতা করিতে হইল; তুমি কিরূপে তাহার মুখ দেখিয়া পাগল হইয়াছ, সে কথাও বলিলাম। অবশেষে তাহার বিরহে তোমার প্রাণনাশের উপক্রম শুনিয়া যুবতীর মন একটু নরম হইল; সে বলিল, 'বুড়ী, তুই যত কথা বলিলি, সমস্তই কি সত্য?'—আমি বলিলাম, 'আল্লার দিব্য, তিনি দিনকে দিন এবং রাত্রিকে রাত্রি করিতেছেন, যাহা বলিলাম, তাহার একটা কথাও মিথ্যা নহে।'—যুবতী বলিল, 'তুই কি মনে করিস্, আমাকে দেখিলেই তাহার ব্যাধি আরোগ্য হইবে?'—আমি বলিলাম, 'সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই, তুমি একবার তাহার সঙ্গে দেখা করিলেই ছোকরা বাঁচিয়া যায়।'—যুবতী অবশেষে তোমার সঙ্গে দেখা করিতে সম্মত হইয়াছে। কিন্তু দেখা মাত্র, সে তাহার পিতার সম্মতি ভিন্ন তোমাকে বিবাহ করিতে পারিবে না, তাহার সহিত তোমার মিলনের কোন আশা নাই, তাহাও বলিয়াছে। আজ মঙ্গলবার, আগামী শুক্রবার মধ্যাহ্নকালে সুন্দরীর পিতা যখন মসজিদে নমাজ করিতে যাইবেন, ঠিক সেই সময় তুমি যুবতীর গৃহে উপস্থিত হইলে তাহার সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইবে, কিন্তু তাহার পিতার প্রত্যাগমনের পূর্ব্বেই তোমাকে ফিরিয়া আসিতে হইবে।" বৃদ্ধার কথা শুনিয়া আমি যেন মৃতপ্রাণে নবজীবন পাইলাম। এই কথা শুনিবামাত্র আমার রোগের অর্দ্ধেক উপশম হইল। আমার আত্মীয়স্বজনগণ আমাকে সুস্থ দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। বৃদ্ধাকে আমি যথোচিত পুরস্কার প্রদানে সন্তুষ্ট করিয়া, উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে আগামী শুক্রবারের প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম।

দয়িতা-মিলনের অধীর প্রতীক্ষা

শুক্রবার নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই বৃদ্ধা আমার গৃহে উপস্থিত হইল। আমি সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া কাজীর গৃহে যাইব, এমন সময়ে বৃদ্ধা বলিল, "তুমি একবার কামাইয়া লও, তাহা হইলে তোমাকে

আরও সুন্দর দেখাইবে।" আমার মনোমোহিনীর নিকট সুন্দর দেখাইবার জন্য আমার মনে যথেষ্ট আগ্রহ ছিল, আমি একটা ভৃত্যকে নাপিত ডাকিয়া আনিতে আদেশ করিলাম। ভৃত্য এই হতভাগা নাপিতটাকে আনিয়া হাজির করিল।

ছাড়বান্দা নাপিত

নাপিত আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি, আপনাকে কামাইতে হইবে, না অস্ত্র করিতে হইবে ?" আমি বলিলাম, "অস্ত্রের আবশ্যক নাই, তুমি শীঘ্র আমাকে কামাইয়া দাও, আমার সত্বর বাহিরে যাইতে হইবে।" সে বলিল, 'বাহিরে যাইবেন, আজ উত্তম দিন, আজ ৬৫৩ সালের ১৮ই সফর শুক্রবার, অতি উত্তম দিন',—বলিয়াই সে জ্যোতিষের নানা কথা বলিতে আরম্ভ করিল।

আমি তাহার বক্তৃতায় বিরক্ত হইয়া বলিলাম, "রেখে দাও তোমার ভাল দিন, আমি তোমাকে দিন দেখাইবার জন্য ডাকি নাই, শীঘ্র কামাইতে হয় কামাও, না হয় চলিয়া যাও। তোমার বক্তৃতা শুনিয়া আমার কোন উপকার হইবে না, তোমার নিকট আমি কোন উপকারের প্রত্যাশাও করি না।"

নাপিত আমার কথায় কর্ণপাত করিল না, সে যে নানা শাস্ত্রবিৎ, ব্যাকরণ হইতে কাব্য জ্যোতিষ হইতে দর্শন—কল শাস্ত্রে যে তাহার সমান ব্যুৎপত্তি আছে, তাহাস প্রতিপন্ন করিবার জন্য কত প্রলাপ বকিল, তাহার বংশের পরিচয় দিল, তাহার ভ্রাতৃগণের ইতিহাস বলিল, শেষে নৃত্যগীত আরম্ভ করিল। আমি ঘণ্টা দুই সময় অপব্যয় করিলাম, তাহার পর যখন তাহার ঘাড় ধরিয়া তাহাকে বিদায় করিব, তখন সে ক্ষুর লইয়া বসিল; কামাইতে বসিয়াও তাহার মুখ থামিল না, হাত অপেক্ষা তাহার মুখ দ্রুত চলিতে লাগিল। অবশেষে কামানো হইলে আমি পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া বাড়ীর বাহির হইলাম, নাপিত তখনও আমার ছাড়ে না। আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি কোথায় যাইবেন?'—আমি বলিলাম, 'নিমন্ত্রণে।'—সে বলিল, 'কখনও কোথাও একাকী নিমন্ত্রণে যাইবেন না, আমি ভৃত্য আছি, আমাকে সঙ্গে লউন, আপনার পিতা আমাকে বড় অনুগ্রহ করিতেন।'

আমি এই হতভাগার হস্ত হইতে কিরূপে মুক্তিলাভ করিব, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম, কিন্তু মুক্তিলাভের ত' কোন উপায় দেখিতে পাইলাম না, শেষে তাহাকে নানা কথায় থামাইয়া বিদায় করিয়া দিলাম, কিন্তু কিছু দূর গিয়াই দেখি, সে আবার অনুসরণ করিতেছে। আমি কাজীর গৃহদ্বারে আসিয়া দেখিলাম, সে পথের মোড়ে রহিয়াছে, তাহার দৃষ্টি আমার উপর। আমি তাহার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইলাম, কিন্তু তখন আত্ম-গোপন করিবার আর উপায় নাই, কাজীর দ্বার মুক্ত দেখিয়া আমি তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিলাম।

মিলনের কণ্টক

দেখিলাম, সুন্দরী আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন, আমার নয়নরঞ্জিনী হৃদয়মোহিনীকে দেখিয়া, আমার হৃদয়ের সকল বেদনা দূর হইল, সকল চাঞ্চল্য ঘুচিয়া গেল। আমি তাঁহার সহিত তাঁহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া আলাপ আরম্ভ করিলাম। সবে মাত্র আলাপ আরম্ভ করিয়াছি, এমন সময়ে রাজপথে অনেক লোকের গোলমাল শুনিতে পাইলাম। যুবতী তাড়াতাড়ি পথের দিকের জানালা খুলিয়া দেখিলেন, তাঁহার পিতা কাজী উপাসনা সমাপনান্তে ফিরিয়া আসিতেছেন। আমি সেই বাতায়নপথে চাহিয়া দেখিলাম, পথের ধারে যে বেঞ্চির উপর বসিয়া আমি সেই যুবতীকে দেখিয়াছিলাম, নাপিত বেটা সেই বেঞ্চিতে বসিয়া আছে, তাহাকে দেখিয়া রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল!

কাজীর গৃহপ্রত্যাগমনে—বিশেষতঃ নাপিতটাকে সেভাবে সেখানে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া, আমার মনে বড় ভয়ের সঞ্চার হইল। কিন্তু আমার প্রাণপ্রতিমা বলিলেন, "ভয় কি? তুমি ভয় করিও না, বাবা আমার ঘরে প্রায়ই আসেন না।" তথাপি তাঁহাকে আমার পলায়নের পথ মুক্ত রাখিতে বলিলাম। কিন্তু হারামজাদা নাপিতের জন্য আমাকে বড় কষ্ট পাইতে হইল; আমি সুস্থিরচিত্তে বসিতে পারিলাম না।

কাজী বাড়ী ফিরিয়াই একজন অবাধ্য ভৃত্যকে লগুড়াঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন। ভৃত্যটা উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার আরম্ভ করিল; এমন কি, সে স্বরে রাজপথ পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। নাপিত ভাবিল, পীরিত করিতে গিয়া আমি ধরা পড়িয়াছি, আমার প্রাণরক্ষা কঠিন, সে ভৃত্যের চীৎকারশব্দকে আমার আর্ত্তনাদ স্থির করিয়া, কাপড় ছিঁড়িয়া মাটীতে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল, পথের লোকের সাহায্য চাহিয়া বলিতে লাগিল, 'কে কোথায় আছ রে ভাই, দৌড়িয়া আইস, আমার মনিবকে কাজী সাহেব খুন করিয়া ফেলিল!'—কেবল তাহাই নহে, সে ছুটিয়া গিয়া আমার ভৃত্যগণকে পর্য্যন্ত সংবাদ দিল, আমি খুন হইয়াছি, শুনিয়া আমার ভৃত্যেরা লাঠি সোটা লইয়া কাজীর গৃহদ্বারে উপস্থিত হইল, এবং দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া দ্বারে ভয়ঙ্কর আঘাত করিতে লাগিল। দ্বারে কে গোলমাল করিতেছে দেখিবার জন্য কাজী সাহেব একজন ভৃত্যকে পাঠাইয়া দিলেন, ভৃত্য তাঁহার নিকট গিয়া সংবাদ দিল, 'হুজুর, হাজার খানেক লোক আসিয়া দ্বারে গোলমাল বাধাইয়াছে, বোধ করি, বাড়ী লুঠ করিবে, এতক্ষণ হয় ত' দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে।'

পীরিতের দায়ে লাঠিপেটার হট্টগোল!

কাজী বহির্দ্বারে আসিয়া, গোলমালের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমার ক্রুদ্ধ ভৃত্যগণ তাঁহাকে দেখিয়া বলিল, 'হতভাগা কাজী, নগরের কুকুর, তুই আমাদের প্রভুর গায়ে হাত দিস্?—তাঁহার প্রাণবধের চেষ্টা করিস্? তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা? তিনি তোর কি করিয়াছেন?'—কাজী বিস্ময়াভিভূত হইয়া বলিলেন, 'তোমরা বল কি? তোমাদের মনিবকে আমি কি জন্য মারিব? তিনি কে, তাহাই জানি না। তোমরা বরং আমার বাড়ীর মধ্যে আসিয়া দেখিতে পার।'—নাপিত বেটা বলিল, 'হাঁ, তুমি আমাদের মনিবকে লাঠি দিয়া ঠেঙ্গাইতেছিলে, আমি স্বকর্ণে তাঁহার চীৎকার শুনিয়াছি, তাহাতেই ত' আমি লোকজন ডাকিলাম।'—কাজী বলিলেন, 'আমি আমার একজন চাকরকে ঠেঙ্গাইতেছিলাম, তোমাদের মনিব কে? তিনি কি আমার বাড়ীতে আসিয়াছেন? কি জন্য তিনি আমার বাড়ীতে আসিবেন, আর কাহার কাছেই বা আসিলেন? আমি তো মসজিদ হইতে এই মাত্র নমাজ সারিয়া আসিতেছি।'—নাপিত বলিল, 'বৃদ্ধ কাজী, তুমি বড় দুরাচার, তোমার ঐ দীর্ঘ দাড়ী এক একগাছি করিয়া উৎপাটন না করিলে তোমার শিক্ষা হইবে না; তোমার মেয়ের সঙ্গে আমাদের মুনিবের—বুঝিয়াছ কি না—পীরিত আছে, মধ্যাহ্নে নমাজের সময় তোমার মেয়ে আমাদের মনিবমহাশয়কে নিমন্ত্রণ করাতেই ত' তিনি তোমার বাড়ীতে আসিয়াছেন, তুমি কোথা হইতে সে সংবাদ পাইয়াছ, তাড়াতাড়ি বাড়ী আসিয়াই তাঁহার পিঠে লগুড়াঘাত আরম্ভ করিয়াছ। মনে করিও না, তুমি কাজী বলিয়াই ফাঁকি দিয়া এড়াইয়া যাইবে, খালিফের কাণে এ কথা উঠিবে, তাহার পর তোমার কাজীগিরী ঘুচিয়া যাইবে, হাতে দড়ী উঠিবে;—বুঝিয়াছ ত?' কাজী বলিলেন, 'এরূপ কলহের কোন আবশ্যক নাই, আমি তোমাদের হুকুম দিলাম, তোমরা আমার গৃহে প্রবেশ কর, তোমাদের প্রভুকে খুঁজিয়া লও।' নাপিত তখন আমার ভৃত্যগণকে সঙ্গে লইয়া, কাজীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল; উন্মত্তের মত তাহারা প্রত্যেক গৃহে তন্ন তন্ন করিয়া আমার অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

গোপন-পীরিতের বিষম বিভ্রাট

আমি ঘরের ভিতর হইতে নাপিতের সকল কথাই শুনিয়াছিলাম। আমি বুঝিলাম, তাহারা আমাকে খুঁজিতে খুঁজিতে যুবতীর শয়নকক্ষেও উপস্থিত হইতে পারে; সুতরাং কোথায় লুকাই, সেই চিন্তায় অস্থির হইয়া উঠিলাম। লুকাইবার উপযুক্ত স্থানও দেখিতে পাইলাম না; অবশেষে দেখিলাম, একটা বড় সিন্দুক এক কোণে খালি পড়িয়া রহিয়াছে, অগত্যা আমার সেই সিন্দুকে প্রবেশ করাই কর্ত্তব্য মনে করিলাম। আর ইতস্ততঃ না করিয়া, আমি সেই চিত্তবিমোহিনীর সুযুক্তির আশ্বাস সাদরে গ্রহণ করিয়া, সিন্দুকেই আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

নাপিত কোন ঘরে আমাকে না পাইয়া, অবশেষে সেই কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে সিন্দুকের কাছে আসিয়া সিন্দুক খুলিয়া দেখিল, এবং আমাকে দেখিতে পাইবামাত্র কোন কথা না বলিয়া সেই সিন্দুক ঘাড়ে লইয়া চলিল, ক্রমে বাটীর বাহিরে পথে আসিয়া উপস্থিত হইল।



...ন্দুকে ...ণয়ী ...হগো-...পন

আমি লজ্জায় লোকজনকে মুখ দেখাইতে পারিব না স্থির করিয়া, সিন্দুকের মধ্যে আর বসিয়া থাকা কর্ত্তব্য মনে করিলাম না। নাপিত সিন্দুক নামাইয়া দশজনের নিকট আমাকে হাস্যাস্পদ করিবার পূর্ব্বেই আমি সিন্দুক হইতে বাহির হইয়া, তাহার স্কন্ধদেশ হইতে লম্ফপ্রদান করিলাম। যেমন লম্ফদান, অমনি পড়িয়া আমার একখানি পা সাংঘাতিক ভাবে আহত হইল। তথাপি আমি লজ্জাভয়ে প্রাণপণে দৌড়িতে লাগিলাম, কিন্তু হতভাগা নাপিত আমার সঙ্গ ছাড়িল না, সে আমার পশ্চাতে দৌড়িতে দৌড়িতে বলিতে লাগিল, 'দাঁড়ান মহাশয়, অত দৌড়ান কেন? আমি আপনার জন্য কি কম কষ্টটা স্বীকার করিয়াছি, আমি না থাকিলে ত' আপনার পীরিতের ফল হাতে হাতেই পাইতেন, গোপনে পীরিত করিতে গেলে এ রকম কষ্ট মধ্যে মধ্যে পাইতেই হয়।' আমাকে দৌড়িতে দেখিয়া ও নাপিতের চীৎকার শুনিয়া পথের লোক করতালি দিয়া আমাকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল, কেহ কেহ বা আমার পশ্চাতে পশ্চাতে দ্রুতপদে ধাবিত হইল।

...তমুখে ...ক্ক-ঘটনা

নাপিত তাহার পর আমার এই কলঙ্কের কথা নানা রকম শাখাপল্লবে ভূষিত করিয়া, সমস্ত সহরে বলিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার উপর আমার যেরূপ রাগ হইয়াছিল, তাহাতে আমার ইচ্ছা হইয়াছিল,

তাহাকে ধরিয়া একদিন গোরসই করি, কিন্তু আরও অধিক কলঙ্কপ্রকাশের ভয়ে তাহা করিতে ক্ষান্ত থাকিতে হইল। তাহার পর হইতে সে যাহাকে দেখিতে পায়, তাহার কাছেই আমার গল্প বলে, আর সে যেন আমার কতই উপকার করিয়াছে, এই ভাব প্রকাশ করে। শেষে তাহার নষ্টামীর জন্য আমাকে নগর ছাড়িয়া পলাইতে হইল, লোকের কাছে আমার মুখ দেখান কঠিন হইয়া উঠিল। আমি আমার আত্মীয়স্বজনের নিকট বিদায় লইয়া বোগদাদ হইতে বিদেশে যাত্রা করিলাম।

পিরীতের আশা বিসর্জনে অনুতাপ

এখানে আসিয়া একদিনও ভাবি নাই যে, সেই দুর্বৃত্ত নাপিতের সহিত আবার আমার সাক্ষাৎ হইবে, কিন্তু এখানে আসিয়াও নিস্তার নাই; দেখি, তত দূরদেশ হইতেও হতভাগাটা এখানে আসিয়া জুটিয়াছে, ইহার জন্য আমি খোঁড়া হইয়াছি, আমাকে পিরীতের আশা বিসর্জন দিতে হইয়াছে, লোকের কাছে অপদস্থ হইয়াছি, শেষে আত্মীয়স্বজন, স্বদেশ সকল ত্যাগ করিয়া এই প্রবাসে আসিতে বাধ্য হইয়াছি। আপনারা কি মনে করেন, আমি আবার ঐ দুরাচারের মুখদর্শন করিব? আমি এখন বিদায় হইলাম, যত শীঘ্র সম্ভব, এ নগরও ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব।"

যুবক তাঁহার কাহিনী শেষ করিয়া আমাদের নিকট হইতে প্রস্থান করিলেন। যিনি তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, তিনি দুঃখিতচিত্তে যুবককে বিদায় দান করিলেন, এবং অজ্ঞাতসারে তাঁহার মনে কষ্ট দিয়াছেন বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

দরজী বলিতে লাগিল;—ভদ্র যুবকটি চলিয়া গেলে আমরা নাপিতকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ইনি যে সকল কথা বলিলেন, তাহা কি সত্য? যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তুমি অমার্জ্জনীয় অপরাধ করিয়াছ।" নাপিত এতক্ষণ কোন কথা বলে নাই, নিম্নদৃষ্টিতে স্থিরভাবে বসিয়াছিল, এতক্ষণ পরে সে মুখ তুলিয়া বলিল, "মহাশয়গণ, এই যুবক যে সকল কথা বলিলেন, তাহার সকলই সত্য, একটি কথাও মিথ্যা নহে। তথাপি আমি যে কোনরূপ অন্যায় করি নাই, আমার কর্ত্তব্যপালন করিয়াছি, এ কথা বলিতে সঙ্কুচিত হইব না। আপনারাই বিবেচনা করিয়া দেখুন, যদি আমি তাঁহাকে কাজীর বাড়ী হইতে সে ভাবে উদ্ধার না করিতাম, তাহা হইলে কি তাঁহার প্রাণরক্ষা হইত? একখানি পা হারাইলেও যে তাঁহাকে জীবন হারাইতে হয় নাই, ইহাই তাঁহার পরম লাভ; কিন্তু তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া আমার উপর অনর্থক রাগ করিয়া মনে কষ্ট পাইতেছেন, আমি কি তাঁহার জন্য কম বিপদ্ মাথায় করিয়া কাজীর বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছিলাম? পৃথিবী নিমকহারামে পরিপূর্ণ, ইহাই তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই যুবকের উপকার করিলাম, আর তিনি প্রত্যুপকারস্বরূপ আমার বদনাম রটাইয়া বেড়াইতেছেন। ইনি বলিলেন, আমার ক্ষুর অপেক্ষা আমার মুখ বেশী চলে, কিন্তু এ কথাও সম্পূর্ণ মিথ্যা, আমি বাজেকথা একটিও বলি না। তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ আমার জীবনের একটি ঘটনার কথা বলিতেছি শুনুন।" নাপিত তাহার জীবনের কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল।

মুখ না ক্ষুর?

* * * * *

নাপিতের আত্ম-কাহিনী

খালিফ মুস্তানসের বিল্লার রাজত্বকালে তাঁহার রাজধানীতে দশজন দস্যু ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ করে; তাহাদের ভয়ে পথে লোক চলিতে পারিত না। লোকের ধনপ্রাণ রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। ক্রমে এ কথা খালিফের কর্ণে প্রবেশ করিল; তিনি সহর-কোতোয়ালকে ডাকিয়া বলিলেন, "আজই দস্যু দশজনকে ধরিয়া আনিতে হইবে, নতুবা তোমার প্রাণদণ্ড করিব।"—কোতোয়াল সেই দিনই বহুসংখ্যক প্রহরীকে চতুর্দ্দিকে পাঠাইয়া দশজন দস্যুকেই ধৃত করিয়া ফেলিল।

সে দিন বায়রাম উৎসব ছিল। সহর লোকে লোকারণ্য, চতুর্দ্দিকে নানা প্রকার আমোদ-প্রমোদ চলিতেছিল। আমি টাইগ্রিস্ নদীতীরে বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিলাম, দশজন লোক ও কয়েক জন প্রহরী একখানি নৌকায় চড়িয়া সহরের দিকে অগ্রসর হইতেছে। আমি সেই নৌকায় উঠিলাম; ভাবিলাম, ইহারা নিশ্চয়ই উৎসব দেখিতে যাইতেছে, আমিও তাহাদের সহিত যাই। নৌকায় উঠিয়া বুঝিতে পারিলাম, আরোহী দশজন অপর কেহই নহে, সেই দশজন দস্যু। কিন্তু তখন আর ভাবিয়া কোন ফল নাই, প্রহরিগণ নদীতীরে উপস্থিত হইয়া, নৌকা বাঁধিয়া, দস্যুদলকে বাঁধিয়া লইয়া চলিল, আমিও সেই সঙ্গে বাঁধা পড়িয়া রাজদরবারে চলিলাম, কিন্তু আমি কোন কথা বলিলাম না।

খালিফের সভায় আমরা নীত হইলে, ক্রুদ্ধ খালিফ আদেশ করিলেন, "অবিলম্বে দস্যু দশজনের শিরশ্ছেদন কর।" ঘাতক দশজন দস্যুর সহিত আমাকেও বাঁধিয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড় করাইল, আমি তখনও কোন কথা বলিলাম না। সৌভাগ্যক্রমে আমি সকলের শেষে দাঁড়াইয়াছিলাম, খালিফের আদেশে ঘাতক দশজন দস্যুর মস্তক দেহচ্যুত করিয়া ক্ষান্ত হইলে, খালিফ্ সক্রোধে বলিলেন, "আমি দস্যুগণের শিরশ্ছদনের আদেশ করিলাম, একজন এখনও বাঁচিয়া রহিল কেন?" ঘাতক বলিল, "শাহানশা, আপনার আদেশে দশজন দস্যুরই প্রাণবধ করিয়াছি, এ ব্যক্তি দশজনের মধ্যে নহে।"—খালিফ তখন দস্যুগণের মুণ্ড গণিয়া দেখিলেন, ঘাতকের কথা সত্য; তখন তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"—আমি বলিলাম, "জাঁহাপনা, আমি আপনার রাজধানীর একজন নির্ব্বিরোধী নাপিত।" তিনি বলিলেন, "তুমি এ ডাকাতের দলে কেন?" আমি সকল কথা খুলিয়া বলিলাম। খালিফ আমার কথা

বাক্সংযম রহস্য

শুনিয়া আমার বাক্যসংযমশক্তির বিস্তর প্রশংসা করিলেন। আমি বলিলাম, "জাঁহাপনা, আমরা সাত ভাই, কিন্তু মৌনব্রতে আমিই বিজয়লাভ করিয়াছি, সেই জন্য লোকে আমাকে গম্ভীর লোক বলে।"—খালিফ সহাস্যে বলিলেন, "তাহারা তোমার ঠিক নামই দিয়াছে, প্রাণনাশের শঙ্কাতেও তুমি যখন কথা বল নাই, তখন তোমার বাক্যসংযম প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। তোমার অন্যান্য ভ্রাতৃগণও কি তোমার ন্যায় এইরূপ অসাধারণ-গুণশালী?" আমি বলিলাম, "জাঁহাপনা, আপনার অনুমতি হয় ত' আমি তাহাদের কাহিনী কীর্ত্তন করি; দেখিবেন, আমার চরিত্রে ও তাহাদের চরিত্রে আকাশপাতাল তফাৎ। তাহারা সকলেই বড় বেশী কথা বলে, চেহারাতেও আমাদের পরস্পরের মধ্যে আকাশপাতাল তফাৎ। আমার প্রথম ভাই কুব্জ, দ্বিতীয় ভাই দন্তহীন, তৃতীয় ভাই অন্ধ, চতুর্থ একচক্ষু, পঞ্চম কাণকাটা, ষষ্ঠ ঠোঁটকাটা। তাহাদের প্রত্যেকের জীবনের ইতিহাস বড়ই বিচিত্র, ধৈর্য্যধারণ করিয়া শ্রবণ করিলে জাঁহাপনা আমোদিত হইবেন সন্দেহ নাই।"

খালিফ আমার কথা শুনিয়া আমার ভ্রাতৃবর্গের কাহিনী শ্রবণের জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলেন, আমি তাঁহাকে একে একে আমার ছয় ভ্রাতার কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিলাম, খালিফ ও তাঁহার অমাত্যগণ মনোযোগের সহিত আমার বর্ণিত কথা শুনিতে আরম্ভ করিলেন।

* * * * *



পিরীতের দায়

জাঁহাপনা, আমার প্রথম ভ্রাতা কুব্জ, তাহার নাম বাক্‌বুক, সে দরজীর ব্যবসায় করিত। একটা কলের অপর পার্শ্বে রাস্তার ধারে তাহার দোকান ছিল, কিন্তু সে কাজকর্ম্ম অধিক জানিত না বলিয়া অতি কষ্টে দিন কাটিত। যে কলের সম্মুখে তাহার দোকান ছিল, সেই কলের অধিকারী বেশ সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি, তাহার স্ত্রীটিও পরমা সুন্দরী। একদিন সকালে আমার দাদা দোকানে কাজ করি[illegible] করিতে পথের অন্য [illegible] সেই কলবাড়ীর দিকে চাহিতেই কলওয়ালার সুন্দরী স্ত্রীকে জানালার ভিতর দি[illegible] দেখিতে পাইল। তাহার রূপ দেখিয়াই দাদার মন খারাপ হইয়া গেল, দাদা হাঁ করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল; কিন্তু যুবতী একবারও তাহার দিকে চাহিল না, কিয়ৎকাল পরে সে জানালা বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল, দাদা সেই দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিল; কিন্তু জানালা আর খুলিল না, রূপসীও দেখা দিলেন না।

প্রথম ভ্রাতার কাহিনী

জানালার দিকে চাহিয়া কাপড় সেলাই করিতে করিতে দাদা সূচে আঙ্গুল বিঁধাইয়া ফেলিল, সমস্ত দিনে বেশী কাজ হইল না। সন্ধ্যা হইলে অগত্যা দোকান বন্ধ করিয়া বাড়ী যাইতে হইল, কিন্তু বাড়ী ফিরিয়াও দাদার মনের উদ্বেগ কমিল না। প্রত্যূষে আসিয়া দাদা দোকান খুলিল, পূর্ব্বদিনের মত একবার ক্ষণকালের জন্য সুন্দরীকে দেখিতে পাইল, তাহাতেই জীবন ধন্য মনে করিল; কিন্তু সুন্দরী তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না। তৃতীয় দিন সুন্দরী পূর্ব্ববৎ জানালার নিকট আসিয়া পথের দিকে চাহিতেই দেখিল, দাদা সূচ হাতে লইয়া একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। যুবতী বিশেষ বুদ্ধিমতী, দাদার মনের ভাব সহজেই বুঝিতে পারিল।

গবাক্ষপথে কটাক্ষের টেলিগ্রাম

রূপসী অত্যন্ত সুরসিকা, দাদার মনের ভাব বুঝিয়া, তাঁহার মনে রাগের সঞ্চার না হইয়া রসের সঞ্চার হইল। সুন্দরী দাদার দিকে সপ্রেম কটাক্ষ সঞ্চালন করিয়া হাসিয়া জানালা বন্ধ করিয়া দিল। দাদা এমনই বেকুব যে, যুবতীর সেই হাসিতেই সে মুগ্ধ হইয়া গেল, ভাবিল, সুন্দরী তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়াছে, কুলমান ভুলিয়া তাহাকে ভজনা করিবে।

দাদাকে লইয়া একটু রঙ্গ করিবার বাসনা যুবতীর মনে বলবতী হইয়া উঠিল। সে একখানি উৎকৃষ্ট কাপড় রেশমী রুমালে বাঁধিয়া একজন দাসীর মারফৎ দাদার দোকানে পাঠাইয়া বলিয়া দিল, "এই কাপড় কাটিয়া একটি পেশোয়াজ প্রস্তুত করিতে হইবে।" দাসী দাদার দোকানে আসিয়া সেই কথা বলিলে দাদার মন আনন্দে নাচিতে লাগিল; ভা[illegible]ল, সুন্দরী তাহার পিরীতের তুফানে পড়িয়া একবার ডুবিতেছে, একবার উঠিতেছে। দাদা দাসীকে দিয়া বলিয়া পাঠাইল, "আমি সকল কাজ ফেলিয়া তোমার ঠাকুরাণীর কাজ আগে করিব। কাল সকালে পেশোয়াজ প্রস্তুত হইয়া থাকিবে।" দাদা প্রাণপণ যত্ন করিয়া সেই দিনেই পোষাকটি প্রস্তুত করিয়া ফেলিল। পিরীতের দায় প্রাণের দায় অপেক্ষাও যে অধিক।

সুরসিকের রাত কাটে কিরূপে ?

পরদিন দাসী আসিয়া দেখিল, দরজীর কথা ঠিক, পোষাক প্রস্তুত। পোষাকটি পরিপাটীরূপে ভাঁজ করিয়া দরজী দাসীর হস্তে প্রদান করিল, অনেক মোলায়েম কথাও বলিল। দাসী মৃদুস্বরে বলিল, "আমি একটা কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। ঠাকুরাণী জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, তোমার মত রসিক পুরুষের রাত্রি কিরূপে কাটে?—তিনি তোমার বিরহে কাল রাত্রিতে চক্ষুর পাতা বুজিতে পারেন নাই। এ সহরে তিনি অনেক মানুষ দেখিয়াছেন, কিন্তু তোমার মত রূপবান্ পুরুষ একটিও তাঁহার নজরে পড়ে নাই;—কিবা কুঁজের শোভা! ঠাকুরাণী তোমার কুঁজ দেখিয়াই পাগলিনী!" লোভে দাদার মুখে লাল পড়িতে লাগিল;—বলিল, "তোমার ঠাকুরাণী ত' একরাত্রি ঘুমাইতে পারেন নাই, আমি তোমার ঠাকুরাণীর রূপের কথা ভাবিয়া চারি রাত্রি চক্ষু মুদি নাই।—তাঁহাকে কথাটা বুঝাইয়া বলিও, আমি তাঁহার দাসানুদাস।"—দাসী হাসিতে হাসিতে বিদায় লইল; দাদা ভাবিল, কার্য্যোদ্ধারের আর বিলম্ব নাই, অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন!

কিয়ৎক্ষণ পরে দাসী দাদার দোকানে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "ঠাকুরাণী তোমার কাজে বড় সন্তুষ্ট হইয়াছেন। পেশোয়াজটি বড় সুন্দর হইয়াছে। তাঁহাকে আর একটি সাটিনের পোষাক প্রস্তুত করিয়া দিতে হইবে ; এই সাটিন লও।"—দাদা আনন্দে বিহ্বল হইয়া বলিল, "তার জন্য চিন্তা কি ? আমি আজ সন্ধ্যার অগ্রেই ইহা শেষ করিয়া দিব, তোমার ঠাকুরাণীর কাজ—সর্ব্বাগ্রে তাহা আমি করিব।" কল-ওয়ালার স্ত্রী ঘন ঘন বাতায়ন-সন্নিকটে আসিয়া দাদাকে প্রলুব্ধ করিতে লাগিল, বিধুমুখের মধুর হাসি দেখিয়া দাদা একেবারে অধীর হইয়া পড়িল। সন্ধ্যা না হইতেই সাটিনের পোষাক প্রস্তুত হইয়া গেল। দাসী আসিয়া অনেক বাহবা দিয়া হাসিমুখে তাহা লইয়া গেল, কিন্তু দাদাকে একটি পয়সাও দিল না, দাদাও পিরীতের খাতিরে একটি পয়সা চাহিল না, দোকান বন্ধ করিয়া বাড়ী গিয়া রাত্রে উপ-বাসে কাটাইল ; পরদিন অন্ন-সংগ্রহের জন্য প্রতিবাসীর নিকট তাহাকে ঋণ করিতে হইল।



পরদিন দাসী আসিয়া বলিল, "মনিবমহাশয়কে ঠাকুরাণী তোমার কাজ দেখাইয়াছিলেন, আমার মনিব তোমার কাজ দেখিয়া বড় খুসী হইয়াছেন, তিনিও তোমাকে কাজ দিবেন, তাহা হইলেই তোমার যাহা মৎলব, তাহা সহ-জেই সিদ্ধ হইবে, তুমি আমার মনিববাড়ী অসঙ্কোচে যাইতে পারিবে, কেহ কোন রকম সন্দেহও করিবে না।"

এই কথা শুনিয়া দাদার মন গলিয়া গেল ; ভাবিল, সুন্দরী সত্য সত্যই তাহার জন্য আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছে ; দাসীর কথা শুনিয়া সে কলে কলওয়ালার সঙ্গে দেখা করিতে চলিল। কলওয়ালা দরজীকে বিশটি জামা প্রস্তুত করিবার উপযুক্ত কাপড় তাহার হস্তে প্রদান করিল।

পাঁচ ছয় দিন পরিশ্রম করিয়া দরজী পরম যত্নে কুড়িটি জামা প্রস্তুত করিল। জামা প্রস্তুত হইলে কলওয়ালা তাহাকে পায়জামা প্রস্তুত করিতে দিল, তাহাও বিশ পঁচিশটা হইবে। দরজী সকল কাজ শেষ করিলে কলওয়ালা তাহাকে তাহার মজুরী প্রদান করিতে গেল, কলওয়ালার স্ত্রী নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিল, সে দাদার দিকে চাহিয়া ইঙ্গিত করিতেই দাদা বলিল, "না, টাকার আবশ্যক নাই, আপনি বড়লোক, প্রতিবাসী, আমি না হয় আপনার কয়েকটা কাজ অমনি করিয়া দিলাম। কত কাজ করিতেছি, আপনার কাজে মজুরী

না হয় নাই লইলাম, তাহাতে ক্ষতি কি? দয়া করিয়া আপনারা মনে রাখিবেন।" হতভাগা যে সুতা দিয়া কলওয়ালার জামা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল, তাহা পর্য্যন্ত তাহাকে ধার করিয়া কিনিতে হইয়াছিল।

যাহা হউক, কলওয়ালার বাড়ী হইতে ফিরিয়া, দাদা আমার নিকট আসিয়া কিছু খাবার চাহিল; বলিল, "খরিদদারের কাছে মজুরী পাওয়া যায় নাই, পয়সা না পাইলে রাত্রে খাওয়া হইবে না।" আমি তাহাকে কয়েক গণ্ডা পয়সা দিলাম, তাহাতেই সে দুই চারি দিন চালাইল।

কয়েকদিন পরে কলওয়ালা দরজীর দোকানে উপস্থিত হইল, আবার তাহাকে একটা পোষাক প্রস্তুত করিতে দিল। দাদা কাপড় লইয়া আসিয়া, দিনরাত্রি খাটিয়া কাজ শেষ করিল, কিন্তু পাছে প্রেয়সী রাগ করিয়া পিরীত চটাইয়া ফেলে, এই ভয়ে একটি পয়সাও লইতে সাহস করিল না; পিরীতের আগ্রহে, ক্ষুধার তাড়নায়, নিদারুণ অর্থকষ্টে দাদার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া উঠিল।

পিরীতের দায়ে ঘানী টানা

কলওয়ালার স্ত্রী কেবল অর্থপিশাচিনী ছিল না, দাদা তাহার পিরীতে পড়িয়াছে: বুঝিয়া, সে তাহাকে উপযুক্ত দণ্ডদানের জন্য স্বামীকে অনুরোধ করিল। একদিন সন্ধ্যাকালে বাক্‌বুককে কলওয়ালা নিমন্ত্রণ করিল, তাহাকে অতি যৎসামান্য খাদ্যদ্রব্য দিয়া বলিল, "ভাই, আজ রাত্রি বেশী হইল, এত রাত্রে আর বাড়ী গিয়া কি করিবে, আমার বাড়ীতেই আজ শুইয়া থাক।" দাদা ইহাতে চরিতার্থ বোধ করিল। দাদাকে একটা কুঠুরীতে শয়ন করিতে দিয়া কলওয়ালা ও তাহার স্ত্রী অন্য কক্ষে শয়ন করিতে গেল। মধ্যরাত্রে কলওয়ালা দাদার শয্যার কাছে উঠিয়া আসিয়া বলিল, "ভাই, ঘুমাইয়াছ কি? আমার গাধাটার হঠাৎ অসুখ হইয়াছে, তুমি যদি আমার কলটা খানিকক্ষণ ঘুরাও, তবে বড় উপকার হয়।" দাদা কলওয়ালাকে বাধিত করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ শয্যাত্যাগ করিল এবং কলঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। কলওয়ালা তাহাকে তাহার কলে গাধার মত করিয়া বাধিয়া তাহার নিতম্বে বেত্রাঘাত আরম্ভ করিল। দাদা বলিল, "ও কি মশাই, মারেন কেন?" কলওয়ালা বলিল, "না মারিলে গাধা কল টানে না। তোমাকে তাহার স্থানে নিযুক্ত করিয়াছি, যে ভাবে তাহাকে চালাই, তোমাকেও সেই ভাবে চালাইতে হইবে।" দাদা নির্ব্বাক্‌ভাবে তাহা সহ্য করিতে লাগিল, কলওয়ালা পুনঃ পুনঃ বেত্রাঘাতে তাহার পৃষ্ঠ ও নিতম্ব ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিল। সমস্ত রাত্রি কল ঘুরাইবার পর প্রভাতে দাসী আসিয়া দাদাকে ছাড়িয়া দিল। দাসী বলিল, "তোমার কষ্টের কথা শুনিয়া আমার ও ঠাকুরাণীর কাল সমস্ত রাত্রি ঘুম হয় নাই। আমাদের মুনিব তোমার সঙ্গে একটু চালাকী করিয়াছেন, সে জন্য তুমি মনে কোন দুঃখ করিও না।" দাদার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া তখন দরবিগলিতধারে ঘর্ম্ম ও রক্ত ঝরিতেছিল, তাহার কথা কহিবারও সামর্থ্য ছিল না। সেই এক রাত্রের চাবুকে দাদার চৈতন্যসঞ্চার হইল, তাহার পীরিতের ব্যাধি একেবারে সারিয়া গেল।

প্রণয়-ব্যাধি প্রশমন চাবুক।

খলিফ এই কাহিনী শ্রবণ করিয়া হাসিতে লাগিলেন, উৎসাহিত হইয়া নাপিত বলিতে লাগিল, "জাঁহাপনা, এখন আমার দ্বিতীয় ভ্রাতার কাহিনী শ্রবণ করুন।"

* * * * *

তীয়
তার
হিনী

আমার দ্বিতীয় ভ্রাতার নাম বাক্‌বারা ;—বাক্‌বারা, দন্তহীন। বাক্‌বারা একদিন একটি নির্জ্জন পথে ভ্রমণ করিতে করিতে একটি বৃদ্ধাকে দেখিতে পাইল ; বৃদ্ধা তাহাকে ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া তাহার একটা কথা শুনিবার জন্ম অনুরোধ করিল। সে বাক্‌বারাকে বলিল, "তুমি যদি আমার সঙ্গে যাইতে সম্মত হও, তাহা হইলে তোমাকে আমি একটি প্রমোদ অট্টালিকায় লইয়া যাইতে পারি। সেখানে তুমি একটি যুবতীকে দেখিতে পাইবে, তাঁহার যে কি অনুপম রূপ, তাহার আর কি পরিচয় দিব, মুখখানি যেন পূর্ণিমার চাঁদ! তিনি তোমাকে কত আদর-যত্ন করিবেন, তোমাকে অতি উৎকৃষ্ট সুরা পান করিতে দিবেন, আমোদ-প্রমোদও খুব হইবে।" বাক্‌বারা বলিল, "তুমি সত্য বলিতেছ ত' ?"—স্ত্রীলোকটি বলিল, "সত্য ভিন্ন আমি কখনও মিথ্যাকথা বলি না, খাঁটি সত্য কথা, কিন্তু তুমি সেখানে গিয়া অল্প কথা বলিবে, বুদ্ধিমানের মত চলিবে, কোন অসঙ্গত কাজ করিবে না।"—বাক্‌বারা বৃদ্ধার সহিত চলিল। একটি সুবৃহৎ অট্টালিকার দেউড়ীতে অনেক লোক বসিয়া ছিল, তাহারা বাক্‌বারাকে সেই অট্টালিকায় প্রবেশ করিতে নিষেধ করিল, কিন্তু অবশেষে বৃদ্ধার ইঙ্গিতে তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিল। বাক্‌বারাকে পুনর্ব্বার ব্যবহার সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়া বৃদ্ধা তাহাকে ভিতরে লইয়া চলিল।

প্রমোদ-
প্রাসাদে
[র]ঙ্গময়ী।

ভিতরে প্রবেশ করিয়া বাক্‌বারা দেখিল, প্রকাণ্ড অট্টালিকা, প্রাঙ্গণে একটি সুন্দর বাগান। বাক্‌বারা একটি সুসজ্জিত কক্ষে প্রবেশ করিয়া বৃদ্ধার উপদেশে একটি সোফায় উপবেশন করিল। সুন্দরী তখনও সে কক্ষে প্রবেশ করেন নাই। বাক্‌বারা বসিয়া বসিয়া চারিদিকের শোভা দেখিতে লাগিল। অবশেষে বাক্‌বারা কতগুলি দাসীপরিবৃতা সুন্দরীকে দেখিতে পাইল, সেই সকল দাসীর সহিত তরুণী সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। বাক্‌বারা তাঁহাকে দেখিয়া আসন হইতে উঠিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল। যুবতী প্রসন্নদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমি তোমাকে দেখিয়া বড় খুসী হইলাম, আশা করি, তুমি এখানে তোমার আশানুরূপ দ্রব্যাদি পাইবে।" বাকবারা যুবতীর কথায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিল।

অবিলম্বে দাসীগণকে খাদ্যদ্রব্য আনিবার আদেশ প্রদান হইল। নানা প্রকার ফলমূল ও মিষ্টান্ন আনীত হইল। যুবতী দেখিলেন, বাক্‌বারার দন্ত নাই, দেখিয়া সুন্দরী ও তাঁহার দাসীরা হাস্য করিতে লাগিল। বাক্‌বারা ভাবিল, যুবতী তাহার সাহচর্য্যলাভের আনন্দে হাসিতেছেন। বাক্‌বারা যুবতীকে বলিল, "দাসীগুলা এখানে কেন? উহাদিগকে বাহির করিয়া দিন, আমরা একটু স্ফূর্ত্তি করি, গোপনে কথাবার্ত্তা বলি।" যুবতী এই কথা শুনিয়া দাসীগণকে বিদায় দিলেন এবং বাক্‌বারাকে নানা প্রকার মিষ্টবাক্যে ও সুমিষ্ট দ্রব্যে আপ্যায়িত করিতে আরম্ভ করিলেন।

সুন্দরীর
[স]োহাগের
দাপট্

আহারের পর নৃত্য-গীত আরম্ভ হইল, দশজন দাসী বাজনা বাজাইয়া গান করিতে লাগিল, কেহ কেহ নৃত্য আরম্ভ করিল। কিয়ৎক্ষণ নৃত্য-গীতের পর যুবতী তাঁহাকে এক গ্লাস মদ্য আনিয়া দিবার জন্য একটি দাসীকে আদেশ করিলেন। সুন্দরী প্রথমে মদ্যপান করিয়া আর এক গ্লাস বাক্‌বারাকে পান করিতে দিলেন। বাক্‌বারা যুবতীর হস্ত চুম্বন করিয়া মহা তৃপ্তিভরে সেই মদ্য পান করিল, রূপসী বাক্‌বারাকে তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করাইয়া, নানা রসের কথা বলিতে লাগিলেন, কোমল হাত দুইখানি দিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিলেন। বাক্‌বারা ভাবিল, সে সশরীরে স্বর্গে গিয়াছে, কিন্তু দাসীগুলা তাহার দিকে চাহিয়া হাসিতেছিল বলিয়া, বাক্‌বারা যুবতীকে আলিঙ্গন করিতে সাহস করিল না। যুবতী বাক্‌বারার গাত্রে সাদরে হাত বুলাইতে লাগিলেন, কখন বা বাক্‌বারার পিঠ চাপড়াইয়া সোহাগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।



 [illegible]

কিন্তু সেই সোহাগের চপেটাঘাত ক্রমে জোরে জোরে চলিতে লাগিল ; অবশেষে চপেটাঘাত বরদাস্ত করা বাক্‌বারার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল, বাক্‌বারা রাগ করিয়া কিছু দূরে সরিয়া বসিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল, এমন সময়ে সেই বৃদ্ধা তাহার দিকে সকোপদৃষ্টিতে চাহিল। বাক্‌বারা বুঝিল, বৃদ্ধার উপদেশ অগ্রাহ্য করাতেই বৃদ্ধা বিরক্ত হইয়াছে। বাক্‌বারা হতভম্ভ হইয়া আবার প্রেমিকার পার্শ্বে আসিয়া বসিল, যুবতী আবার চপেটাঘাত আরম্ভ করিলেন। দাসীরাও সেই আমোদে যোগদান করিল, কেহ তাহার নাক ধরিয়া, কেহ কাণ ধরিয়া টানিতে লাগিল, কেহ সজোরে তাহার পৃষ্ঠে মুষ্ট্যাঘাত করিতে লাগিল। বাক্‌বারা দেখিল, পীরিত করিতে আসিয়া প্রাণ লইয়া টানাটানি!

প্রমোদিনী রঙ্গিণীর সপ্রেম চপেটাঘাত

কিন্তু ইহাতেও বাক্‌বারার ধৈর্য্যভঙ্গ হইল না, সে অবলীলাক্রমে নাসিকা ও কর্ণমর্দ্দন পরিপাক করিতে লাগিল। অবশেষে সুন্দরী বলিলেন, "হে রসিকরাজ, তুমি বড় সাহসী পুরুষ, আমি তোমার হাতে আত্ম-সমর্পণ করিতেছি, আমাকে লইয়া তুমি যাহা ইচ্ছা করিতে পার।"—বাক্‌বারা হাসিয়া বলিল, "বড় খুসী হইলাম, আমার বড় সৌভাগ্য—আপনিও আমাকে লইয়া যেরূপ খুসী করিতে পারেন।"—যুবতী তখন রৌপ্যনির্ম্মিত গোলাপবাসে গোলাপজল ও উৎকৃষ্ট চন্দন আনিবার আদেশ করিলেন, যুবতী বাক্‌বারাকে গোলাপ ও চন্দনে অভিসিঞ্চিত করিলেন।

অতঃপর সুন্দরী বাক্‌বারাকে একজন দাসীর সহিত কক্ষান্তরে উঠিয়া যাইবার জন্য আদেশ করিলেন। বাক্‌বারা বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে ইঁহারা কোথায় লইয়া যাইবেন?"—বৃদ্ধা বলিল, "আমাদের মনিবঠাকুরাণী তোমার স্ত্রীবেশ দেখিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, তোমার দাঁতহীন মুখখানি সে বেশে পরম শোভা ধারণ করিবে। ইহারা তোমার দাড়ী-গোঁফ কামাইয়া ভ্রূতে রং করিয়া স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদে সজ্জিত করিবেন।" বাক্‌বারা বলিল, "আমার ভ্রূ কেন, আমার সর্ব্বাঙ্গ রং কর, তাহাতেও আমার আপত্তি নাই, কারণ, ধুইয়া ফেলিলেই রং উঠিয়া যাইবে; কিন্তু আমি আমার দাড়ী-গোঁফ কামাইব না, দাড়ী-গোঁফ গজাইতে অনেক বিলম্ব হইবে। আমি দাড়ী-গোঁফ ফেলিলে ভদ্রলোকের সঙ্গে মিশিব কি করিয়া?"—বৃদ্ধা বলিল, "এই ত' তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতেছ, পিরীতের জন্য লোক প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হয়, আর তুমি সামান্য দাড়ী-গোঁফ বিসর্জ্জন দিতে আপত্তি করিতেছ?—ছি! তুমি বড় অরসিক! আমার মনিবঠাকুরাণী তোমাকে এত ভালবাসেন, তোমাকে খুসী করিবার জন্য তাঁহার এত চেষ্টা, আর তুমি তাঁহার সামান্য অনুরোধ না রাখিয়া তাঁহার মনে কষ্ট দান করিবে? দাড়ী-গোঁফের মায়ায় এতটা আমোদ নষ্ট করিবে?"

প্রেমের দায়ে দাড়ী-গোঁফ বিসর্জ্জন

বাক্‌বারা অগত্যা দাড়ী-গোঁফ কামাইতে রাজী হইল। অনন্তর তাহাকে অন্য কক্ষে লইয়া গিয়া দাসীরা তাহার দাড়ী-গোঁফ কামাইয়া দিল। গোঁফ কামাইবার সময় বাক্‌বারা বিশেষ আপত্তি করিল না বটে, কিন্তু দাড়ী কামাইবার সময় সে কিছু অধীর হইয়া পড়িল। তাহার আপত্তি দেখিয়া দাসীরা বলিল, "দাড়ীওয়ালা স্ত্রীলোক পৃথিবীতে সর্ব্বদা দেখা যায় না, সুতরাং দাড়ী থাকিলে স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদ খাপ খাইবে না, সমস্ত আমোদ মাটী হইবে।"—বাক্‌বারা তখন অগত্যা স্থির হইয়া রহিল, দেখিতে দেখিতে দাড়ী ক্ষুরের মুখে সাফ হইয়া গেল! তাহার পর দাসীরা ভ্রূ রং করিয়া তাহাকে রমণীর পরিচ্ছদে সজ্জিত করিল।

অতঃপর বাক্‌বারাকে সেই রঙ্গিণী ও তাঁহার সখীগণের নিকট উপস্থিত করিলে, সকলে হাততালি দিয়া হাসিতে লাগিল, বাক্‌বারার অপরূপ মূর্ত্তি দেখিয়া সুন্দরী হাসিতে হাসিতে মাটীতে লুটাইয়া পড়িলেন!

যুবতীর এই ভাব দেখিয়া বাক্‌বারা কিছু অপ্রতিভ ও অপ্রসন্ন হইল। রঙ্গবিলাসিনী বলিলেন, "তোমার রূপে ঢেউ লাগিয়া আমি সাম্‌লাইতে পারিতেছি না। মনে কর ভাই, তুমি আমার মনচোরা, এখন একটি অনুরোধ রাখিলেই হয়, আমার সঙ্গে নৃত্য কর।"—রমণীর পরিচ্ছদে সজ্জিত বাক্‌বারা ধেই ধেই করিয়া সুন্দরী ও তাঁহার সখীগণের সহিত নাচিতে লাগিল। নাচিতে নাচিতে রমণীগণ বাকবারাকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। তারপর বৃদ্ধা বাক্‌বারার কাণে কাণে বলিল, "এইবার তোমার অদৃষ্ট ফিরিবে। সুন্দরী এইবার নগ্নদেহে দৌড়াইতে আরম্ভ করিবেন। তুমিও সম্পূর্ণ নগ্নদেহে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়াইতে আরম্ভ করিবে। সুরাপানে সুন্দরীর মনে উত্তেজনার সঞ্চার হইতেছে। নগ্নদেহে তুমি তাঁহার পিছু পিছু ছুটিয়া তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে পারিলেই তোমার সকল সাধ পূর্ণ হইবে। বাক্‌বারা মদ্য পানে তখন এমন অভিভূত হইয়াছিল যে, সে সানন্দে এই প্রস্তাবে সম্মত হইল। তরুণীসুন্দরী তখন অঙ্গবাস পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার নগ্নদেহের সৌন্দর্য্যে গৃহ যেন আলোকিত হইয়া উঠিল। বাক্‌বারাও সমগ্র অঙ্গাবরণ ত্যাগ করিল। তরুণী মনোমোহিনী তখন নানা উন্মাদনাকর ভঙ্গী সহকারে বাক্‌বারাকে প্রলুব্ধ করিয়া দৌড়িতে আরম্ভ করিল। সুন্দরী যুবতীকে তদবস্থায় দেখিয়া বাক্‌বারা মদনোন্মত্ত হইয়া তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিল। সুন্দরী এক ঘর হইতে অন্য ঘরে হাসিতে হাসিতে প্রবেশ করিলেন, বাক্‌বারাও তাঁহাকে ধরিবার জন্য উন্মত্তের মত ধাবিত হইল। তাহার সর্ব্ব-দেহ তখন বাসনার তাড়নায় থর থর করিয়া কম্পিত হইতেছিল ;—ঘন ঘন তপ্ত নিঃশ্বাস পড়িতেছিল ;—নয়নযুগল আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কিছুকাল এইভাবে দৌড়াদৌড়ি করিতে করিতে বাক্‌বারা একটা অন্ধকারময় গলির মধ্যে আসিয়া পড়িল। রমণীগণ তৎক্ষণাৎ সম্মুখের দরজা বন্ধ করিয়া দিল, বাক্‌বারা অন্ধকারের মধ্যে আর কিছুই দেখিতে পায় না, অনেক চেষ্টায় কিছু দূর অগ্রসর হইয়া, দূরে একটি আলোক দেখিতে পাইয়া, সে সেই দিকে অগ্রসর হইল ;—দেখিল, সম্মুখে রাজপথ ; পথে আসিতেই লোকেরা দেখিল, একটি অদ্ভুত চেহারার মানুষ, দাড়ী-গোঁফ কামান, ভ্রূ রং করা, দেহ নগ্ন। তাহারা

নগ্নদেহে ত্য-উল্লাস



প্রেম- সকের নারী- সজ্জা

বাক্‌বারাকে দেখিয়াই 'পাগল পাগল' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল, হাসি ও করতালিতে রাজপথ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। কেহ কেহ তাহাকে উন্মাদ ভাবিয়া বেত্রাঘাত করিল। ইতিমধ্যে সেই পথ দিয়া একটা গাধা যাইতে দেখিয়া, তাহারা গাধাটাকে ধরিয়া বাক্‌বারাকে তাহার পিটে চড়াইল এবং নগর প্রদক্ষিণ করাইতে লাগিল।

ক্রমে সহরে ঘুরিতে ঘুরিতে তাহারা কোতোয়ালের বাড়ীর কাছে আসিলে, গোলমাল শুনিয়া কোতোয়াল গোলমালের কারণ অনুসন্ধানে জানিলেন, আমার ভ্রাতা উজীর সাহেবের রক্ষিতা সুন্দরীর অন্তঃপুর হইতে অতি অদ্ভুতবেশে পথে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়াই লোকে হাসি-তামাসা করিতেছে। কোতোয়াল সাহেব তৎক্ষণাৎ বাক্‌বারাকে শত বেত্রাঘাতের আদেশ করিলেন; তাহার পর তাহাকে নগর হইতে দূর করিয়া দিলেন।

নাপিত বলিল, "আমার দ্বিতীয় ভ্রাতার ইতিহাস এই প্রকার। এখন তৃতীয় ভ্রাতার কাহিনী অনুগ্রহ করিয়া শ্রবণ করুন।"

* * * * *

তৃতীয় ভ্রাতার কাহিনী

আমার তৃতীয় ভ্রাতা অন্ধ, তাহার নাম ফাকিক্। ফাকিক্ ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। সে নগরের পথঘাট এমন সুন্দররূপে চিনিত যে, তাহাকে কাহারও সাহায্য লইয়া কোন গৃহস্থের বাড়ী যাইতে হইত না; সকলের গৃহদ্বারে গিয়া কড়া নাড়িত এবং যতক্ষণ কেহ আসিয়া দ্বার খুলিয়া না দিত, ততক্ষণ কোন কথা বলিত না।

অন্ধ ভিখারীর সহিত পরিহাস

একদিন সে এক গৃহস্থের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া কড়া নাড়িল, 'কে কড়া নাড়ে' বলিয়া গৃহস্থ ভিতর হইতে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, কিন্তু ফাকিক্ নিরুত্তর! অবশেষে গৃহস্থ দরজা খুলিয়া তাহাকে দেখিতে পাইল, জিজ্ঞাসা করিল, "কি চাও বাপু"—ফাকিক্ বলিল, "আমি অন্ধ, আল্লা তোমার মঙ্গল করুন, আমাকে কিছু ভিক্ষা দাও।"—গৃহস্থ বলিল, "হাত বাড়াও।"—সে কিছু অর্থপ্রত্যাশায় হস্ত প্রসারিত করিল। গৃহস্থ তাহাকে কিছু না দিয়া তাহার হাত ধরিয়া সিঁড়ির উপর দিয়া দ্বিতলে টানিয়া লইয়া গেল; তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল, "কি চাও?"—ফাকিক্ বলিল, "বলিয়াছি ত' আমি অন্ধ, কিছু ভিক্ষা দাও, আল্লা তোমার মঙ্গল করিবেন।"—গৃহস্থ বলিল, "আমি প্রার্থনা করি, পরমেশ্বর তোমাকে দৃষ্টিশক্তি দান করুন, এখানে কিছু মিলিবে না।"—ফাকিক্ বিরক্ত হইয়া বলিল, "এ কথা আগে বলিলেই পারিতে, আমাকে উপরে টানিয়া আনিয়া অনর্থক হয়রাণ করা কেন?"—গৃহস্থ বলিল, "আমি যখন দ্বারে কড়া নাড়ে কে, বলিয়া পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলাম, তখন তুমি উত্তর না দিয়া আমাকে হয়রাণ করিলে কেন?" ফাকিক্ বলিল, "যদি কিছু না দিবে ত' আমাকে যেমন আনিয়াছ, তেমনই নীচে রাখিয়া এসো, আমি সিঁড়ি ঠিক করিয়া যাইতে পারিব না।" গৃহস্থ বলিল, "তাতে আমার ক্ষতি বৃদ্ধি কিছু নাই, নামিয়া যাইতে হয়, তুমি নিজেই যাও, আমি নামাইতে পারিব না।" অন্ধ রাগ করিয়া গৃহস্থকে গালি দিতে দিতে নীচে নামিতে গেল, কিন্তু সকল সিঁড়ি বহিয়া নামিতে না নামিতে মধ্যপথে যেমন তাহার পদস্খলন হইল, অমনই সে ধুপ করিয়া একেবারে নীচে পড়িয়া গেল; তাহার মাথায় ও কোমরে অত্যন্ত আঘাত লাগিল। বহু কষ্টে উঠিয়া সে বাহিরে আসিল, গৃহস্থকে আরও অধিক কুৎসিত ভাষায় গালি দিতে লাগিল।

অনন্তর পথে আসিয়া দুইজন পরিচিত অন্ধের সহিত তাহার মিলন হইল। তাহারা সেই পথ দি[illegible] ভিক্ষা করিতে যাইতেছিল। তাহারা ফাকিক্‌কে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হে, কি মিলিল?" ফাকি[illegible] তাহার দুর্দ্দশার কথা বলিয়া বলিল, "আজ ত' ভাই কিছুই ভিক্ষা মিলাইতে পারিলাম না, চল বাসায় যাই, আমাদের গুপ্তধন হইতে কিছু অর্থ লইয়া খাবার কিনিতে হইবে, আর উপায় কি?" তিনজনে তখন তাহার বাসায় চলিল।

যে গৃহস্থের বাড়ীতে ফাকিক্‌ ভিক্ষা করিতে গিয়াছিল, সে জানালা হইতে অন্ধের কথা শুনিতে পাইল। সে লোকটা চোর—অত্যন্ত ধূর্ত্ত। অন্ধগণের গুপ্তধন আছে শুনিয়া তাহা অপহরণের ইচ্ছা তাহার মনে বলবতী হইয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া অন্ধত্রয়ের অনুসরণ করিল। অন্ধেরা একটি বৃদ্ধার বাড়ীতে বাসা লইয়া সেখানে বাস করিত। অন্ধেরা সেই গৃহে উপস্থিত হইল, চোরও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। ফাকিক্‌ তাহার বন্ধুদ্বয়কে বলিল, "আগে ভাই দরজা বন্ধ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখি, এ ঘরে অন্যলোক আসিয়াছে কি না?" এই কথা বলিয়া সে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিল এবং লাঠি দিয়া ঘরের চারিদিকে অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে লাগিল। চোরটা ধরা পড়িবার ভয়ে, আড়া হইতে একগাছি দড়ি ঝুলিতেছে দেখিয়া, তাহা ধরিয়া শূন্যে ঝুলিতে লাগিল। অন্ধেরা তাহার অস্তিত্ব বুঝিতে না পারিয়া নিশ্চিন্তমনে বসিল। তখন ফাকিক্‌ বলিতে লাগিল, "ভাই, তোমরা আমাকে তোমাদের সকল ধনের তহবিলদার নিযুক্ত করিয়াছ, আমি তোমাদের কাজ অতি সাবধানে চালাইতেছি, আমি বিশ্বাসঘাতক নহি, আমরা যে টাকা এ পর্য্যন্ত ভিক্ষা করিয়া উপার্জ্জন করিয়াছি, তাহা একত্র করিলে দশ সহস্র মুদ্রা হইবে। সমস্ত টাকা আমি তোড়াবন্দী করিয়া রাখিয়াছি।" ফাকিক্‌ কতকগুলি ছিন্নবস্ত্রের ভিতর হইতে দশটা তোড়া বাহির করিয়া বলিল, "ইচ্ছা হইলে তোমরা টাকাগুলি গণিয়া দেখিতে পার, আগে তোড়াগুলি গণিয়া দেখ, ঠিক আছে কি না?—

ক্ষা ব্যবসায়ে অর্থসঞ্চয়

অপর অন্ধদ্বয় বলিল, "তোমার কথায় ভাই আমাদের অবিশ্বাস নাই, টাকা ঠিক আছে, রাখিয়া দাও।" ফাকিক্‌ বলিল, "আজ আমাকে ইহা হইতে এক টাকা লইতে হইতেছে, আজ ত' কিছু ভিক্ষা মিলে নাই, কিছু খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করা আবশ্যক।" একজন অন্ধ বলিল, "আমি যথেষ্ট ভিক্ষা পাইয়াছি, একজন ভাললোক আমাকে নানারকম ফলমূল ও মিঠাই ভিক্ষা দিয়াছেন, এস, সকলে তাহা আহার করি।"

অন্ধ খাদ্যদ্রব্য বাহির করিলে সকলে আহার করিতে লাগিল, চোরও ফাকিকের পার্শ্বে বসিয়া, সেই সকল দ্রব্য আহার করিতে লাগিল। চোর অতি ধীরে ধীরে আহার করিতেছিল, তথাপি তাহার চর্ব্বণশব্দ ফাকিক্‌ শুনিতে পাইল, সে চীৎকার করিয়া বলিল, "আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়াছে, আমাদের মধ্যে নিশ্চয়ই বাহিরের লোক আসিয়াছে!" সে হাত বাড়াইয়া চোরকে ধরিয়া ফেলিল, এবং 'চোর চোর' শব্দে চীৎকার করিয়া তাহাকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল; অন্য দুইজন অন্ধও তাহার উপর পড়িয়া কিল, চড়, লাথি প্রভৃতি মারিতে লাগিল, চোরও তাহাদিগকে যথাসাধ্য প্রহার করিয়া 'চোর চোর' করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

চুর চোরের রসাজি

পল্লীবাসিগণ চারিদিক্‌ হইতে ছুটিয়া আসিয়া গৃহের দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিল, বহুকষ্টে তাহাদের হাতাহাতি বন্ধ করিয়া, তাহাদের বিবাদের কারণ জানিতে চাহিল। আমার ভাই বলিল, "মশায়, এই বেটা চোর, আমাদের যে কিছু সামান্য টাকা আছে, তা চুরি করিবার জন্য এখানে আসিয়াছে।" চোর তৎক্ষণাৎ চক্ষু দুটি বন্ধ করিয়া বলিল, "না মশায়, এই অন্ধ মিথ্যাকথা বলিতেছে. আমি ইহাদের

জন সঙ্গী, আমাকে টাকার ভাগ দিতে হইবে বলিয়া, ইহারা আমাকে ধরিয়া মারিতে আরম্ভ করিয়াছে, আপনারা বিচার করুন্।" প্রতিবাসিগণ চারিজনকে ধরিয়া কাজীর নিকট লইয়া গেল।

কাজীর নিকট উপস্থিত হইয়া চোর চক্ষু দুটি মুদিয়াই বলিল, "হুজুর, আমরা চারিজনেই সমান অপরাধী, কিন্তু আমাদের প্রতিজ্ঞা আছে, আমরা লাঠি না খাইয়া প্রকৃত কথা প্রকাশ করিব না, আমাদের অপরাধ জানিতে চান ত' আগে আমাদিগকে বেত্রাঘাত করুন, আমার পিঠেই বেত্রাঘাত আরম্ভ করিতে পারেন।" ফাকিক্ কথা বলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কাজী তাহাকে চুপ্ করিয়া থাকিতে বলিলেন।

গল্পের কৌশলে অন্ধত্রয়ের সর্ব্বনাশ

ত্রিশ ঘা বেত খাইয়া চোর এক চোখ খুলিল, এবং বিচারকের দয়াপ্রার্থনা করিতে লাগিল, বিচারক অন্ধকে এক চক্ষু খুলিতে দেখিয়া, অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং পুনর্ব্বার অধিক বেগে বেত্রাঘাতের আদেশ করিলেন। আরও পাঁচ সাত ঘা বেত খাইয়া চোর দুই চক্ষু খুলিল। বিচারক জিজ্ঞাসা করিলেন, "রে নরাধম, এরূপ ব্যবহারের অর্থ কি? তোরা কি অন্ধ নহিস্?"—চোর বলিল, "হুজুর, আমি আপনাকে আমাদের গুপ্তকথা বলিব, কিন্তু আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিতে আজ্ঞা হউক্, অভয় দান করিলে আমি সকল কথা বলিতে পারি।"

কাজী তাঁহার ভৃত্যগণকে বেত বন্ধ করিতে বলিয়া চোরকে বলিলেন, "আমি তোকে ক্ষমা করিব, অঙ্গীকার করিতেছি, তুই সকল কথা খুলিয়া বল্।" চোর বলিল, "যখন অভয় দান করিলেন, তখন আর বলিতে বাধা কি? মহাশয়, আমরা চারি ভাই, সকলেই আমরা অন্ধত্বের ভাণ করিয়া লোকের হৃদয়ে সহানুভূতির উদ্রেক করি, তাহাতে আমাদের ভিক্ষার সুবিধা হয়। অন্ধত্বের ভাণ করিয়া আমরা অন্তঃপুরেও যাইয়া থাকি। সুরসিকা যুবতীদের যৌবনের উত্তেজনাকে চরিতার্থ করিয়া, আমরা পরম সুখ ও অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকি। এই উপায়ে আমরা চারিজনে প্রায় দশ হাজার টাকা ভিক্ষা আদায় করিয়া জমাইয়াছি। আজ সকলে গৃহে আসিলে, আমি আমার সঙ্গিগণের নিকট আমার নিজের প্রাপ্য অংশ আড়াই হাজার টাকা চাহিলাম, কিন্তু তাহারা আমার অংশ আমাকে প্রদান করিতে সম্মত হইল না; ভাবিল, আমি আমার ভাগ গ্রহণ করিয়া উহাদিগকে ধরাইয়া দিব। আমি টাকা আদায়ের জন্য পীড়াপীড়ি করায় উহারা আমাকে ফেলিয়া দিয়া কিল, চড়, লাথি মারিতে আরম্ভ করিল; কি করি, আত্মরক্ষার জন্য আমাকেও দুই চারিটি ঘুঁসী মারিতে হইল। এখন ধর্ম্মাবতার সকল কথা শুনিলেন, আমার আড়াই হাজার টাকা আমাকে প্রদানের আদেশ করুন, টাকা লইয়া আমি বাড়ী চলিয়া যাই। ইহারা এখনও চক্ষু মুদিয়া আছে, কিন্তু আশা করি, আমাকে যে পরিমাণ বেত্রাঘাত করিয়াছেন, তাহার তিনগুণ বেত্রাঘাতে ইহাদের চক্ষু খুলিতে পারে।

অন্ধত্বের ভাণে অন্তঃপুর-বিহার!

ফাকিক্ বলিতে চাহিল, "এ চোর মিথ্যাকথা বলিয়া আমাদের সর্ব্বনাশের চেষ্টায় আছে"—কিন্তু কাজী তাহাকে কথা কহিতে দিলেন না, অত্যন্ত ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "রে দুষ্ট! তোরা অন্ধ সাজিয়া এই ভাবে লোককে প্রতারিত করিস্, আমি তোদের প্রাণদণ্ড করিব।"—ফাকিক্ বলিল, "আল্লা সাক্ষী, আমরা সত্যই অন্ধ, এ বেটা চোর আমাদের—"

কথা শেষ হইতে না হইতে কাজী সাহেব সরোষে প্রত্যেক অন্ধের প্রতি দুই শত বেত্রাঘাতের আদেশ দিলেন। কাজীসাহেব মনে করিলেন, যন্ত্রণা পাইলেই ইহারা চক্ষু খুলিবে, কিন্তু কেহই চক্ষু খুলিল না। চোরটা ক্রমাগতই বলিতে লাগিল, "আর ভাই, বৃথা অন্ধ সাজিয়া কোন লাভ নাই, বিদ্যা জাহির হইয়া পড়িয়াছে, চক্ষু না খুলিলে আর পরিত্রাণ নাই।"—অবশেষে সে কাজীকে সম্বোধন করিয়া বলিল,

"খোদাবন্দ, ইহারা কিছুতেই চক্ষু খুলিবে না, চিরকাল অন্ধ সাজিয়া প্রতারণা করিয়া আসিয়াছে, এখন খুলিতে ইহাদের চক্ষুলজ্জা হইতেছে। আপনি এখন ইহাদিগকে ক্ষমা করুন, অনুগ্রহ করিয়া আমার সঙ্গে একজন লোক দিন, আমি আমাদের দশ হাজার টাকা আনিয়া আমার নিকট উপস্থিত করিতেছি।"

কাজীর বিচার।

কাজী তৎক্ষণাৎ লোক পাঠাইয়া দশ হাজার টাকা আনাইয়া লইলেন এবং চোরকে আড়াই হাজার টাকা দান করিয়া, অবশিষ্ট টাকা আত্মসাৎ করিয়া অন্ধ তিনজনকে রাজ্য হইতে দূর করিয়া দিলেন।

ফাকিকের এই দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া, আমি তাহার সন্ধান লইলাম এবং তাহাকে গোপনে নগরে আনিয়া লুকাইয়া রাখিলাম। আমি কাজী সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া সকল কথা বলিতে পারিতাম বটে, কিন্তু পাছে আমাকে কোন বিপদে পড়িতে হয়, এই আশঙ্কায় আমি সে চেষ্টা হইতে নিরস্ত হইলাম। চোরটা অনায়াসে বিনা দণ্ডে অব্যাহতি লাভ করিল।

নাপিতের এই গল্প শুনিয়া অন্যান্য লোকের ন্যায় খালিফও হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। নাপিত তাহার তৃতীয় ভ্রাতার কাহিনী শেষ করিয়া চতুর্থ ভ্রাতার কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল।

* * * * *

চতুর্থ ভ্রাতার কাহিনী

আমার চতুর্থ ভ্রাতার নাম আলকুজ, সে একচক্ষুহীন। সে কসায়ের কাজ করিত। মেড়ার লড়াই দেখাইয়া সহরে অনেক গণ্যমান্য লোকের নিকট সে পরিচিত হইয়াছিল। সে দোকানে অতি উৎকৃষ্ট মাংস রাখিত, এমন ভাল মাংস সহরের আর কোন কসায়ের দোকানে পাওয়া যাইত না। তাহার যথেষ্ট টাকা ছিল, যেখানে ভাল ছাগল-ভেড়া পাইত, অধিক মূল্যে তাহাই কিনিয়া আনিত; ভাল জিনিস কিনিবার জন্য অর্থব্যয়ে কিছুমাত্র কৃপণতা করিত না।

একদিন সে দোকানে বসিয়া আছে, এমন সময় এক বৃদ্ধ, তাহার দোকানে মাংস কিনিতে আসিল। বৃদ্ধের দাড়ী যেমন লম্বা, তেমনি সাদা, বৃদ্ধ আসিয়া তিন সের মাংস কিনিল, এবং চক্‌চকে নূতন কয়টি টাকা বাহির করিয়া দাম দিল। আলকুজ দেখিল, টাকাগুলি অত্যন্ত নূতন, সে বাক্সের একটি স্বতন্ত্র খোপে টাকাগুলি রাখিয়া দিল, অন্য টাকার সহিত তাহা মিশাইল না।

বৃদ্ধ প্রত্যহ আলকুজের দোকানে আসিয়া তিন সের মাংস ক্রয় করিত এবং সেই প্রকার চক্‌চকে নূতন টাকা প্রদান করিত। আলকুজও সেই সকল টাকা বাক্সের স্বতন্ত্র খোপে রাখিত। পাঁচ মাস এই ভাবে গেল, নূতন টাকা অনেকগুলি জুটিল। সেই টাকা দিয়া আলকুজ কতকগুলি ভাল মেষ কিনিবার অভিপ্রায় করিল। অনন্তর বাক্স খুলিয়া টাকা বাহির করিতে গিয়া দেখে, টাকা নাই। কতকগুলি শুষ্ক গাছের পাতা গোল করিয়া কাটা, তাহাই খোপে পড়িয়া রহিয়াছে;—দেখিয়া তাহার চক্ষু স্থির! সে ষাঁড়ের মত চীৎকার করিয়া পাড়ার লোক জুটাইল, এবং বৃদ্ধ যাদুবিদ্যাবলে তাহার কিরূপ সর্ব্বনাশ করিয়া গিয়াছে, তাহা বলিল; টাকার শোকে সে মাথা ও বুক চাপ্‌ড়াইতে লাগিল; কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "বুড়োবেটার একবার দেখা পাইলে হয়। ইতিমধ্যে বৃদ্ধও সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। আলকুজ তাহাকে দেখিবামাত্র মহাক্রোধে তাহার উপর পড়িয়া তাহার পাকা দাড়ী টানিয়া সজোরে আকর্ষণ করিতে করিতে বলিল, "মুসলমানগণ, এই দুষ্ট আমাকে প্রতারণা করিয়াছে, তোমরা সকলে মিলিয়া ইহাকে প্রতিফল প্রদান কর।" গোলমাল শুনিয়া দোকানে অনেক লোক আসিয়া জুটিয়াছিল,

বৃদ্ধ যাদুকরের বুজরুকি



তাহাদের নিকট আলকুজ আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা বলিল। আলকুজের কথা শুনিয়া, বৃদ্ধ কোন প্রকার বিস্ময় বা ক্রোধ প্রকাশ না করিয়া বলিল, "ভাল চাও ত' আমাকে ছাড়িয়া দাও, নতুবা তোমাকে এমন জব্দ করিব যে, তখন আর অনুতাপ করিলেও বাঁচিবে না।" আলকুজ বলিল, "তুমি আমাকে কি জব্দ করিবে? আমি কাহারও সঙ্গে প্রতারণা করি না, মিথ্যা বাটপাড়ির মধ্যেও থাকি না, টাকা দিয়া ছাগল ভেড়া কিনি, মাংস বিক্রয় করি। তুমি আমাকে ভয় দেখাইয়া কি করিবে?" বৃদ্ধ বলিল, "তোমরা সকলে সাক্ষী, এই কসাই মেষমাংস বলিয়া নরমাংস বিক্রয় করে।" আলকুজ বলিল, "তোবা, তোবা, এই লোকটা আসল বাটপাড়!" বৃদ্ধ বলিল, "কখনই নয়, আমার কথায় যাঁহার অবিশ্বাস হইবে, তিনি ইহার দোকানের মধ্যে গিয়া দেখিয়া আসিতে পারেন; এখনও মুণ্ডকাটা একজন মনুষ্যের ধড় ইহার দোকানে মেষের মত করিয়া ঝুলাইয়া রাখিয়াছে।

সেই দিন সকালে আলকুজ একটি মেষ কাটিয়া দোকানে টাঙ্গাইয়া রাখিয়াছিল। যে সকল লোক বৃদ্ধের কথা শুনিল, তাহারা সেই কথা কতদূর সত্য, জানিবার জন্য আলকুজের দোকানে প্রবেশ করিল; —দেখিল, সত্যই একটি মনুষ্যের ধড় দড়ি দিয়া ঝুলানো রহিয়াছে। এই বৃদ্ধটি সত্যই যাদুকর, যাদুবিদ্যা-বলে সে গাছের পাতাকে নূতন টাকায় রূপান্তরিত করিয়া আলকুজকে প্রতারিত করিয়াছিল, এখন আবার মেষদেহকে মুহূর্ত্তমধ্যে নরদেহে পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিল।

মেষদেহ যাদু-বলে মনুষ্যদেহে পরিণত!

যাহারা সেই নরদেহ দেখিল, তাহারা বৃদ্ধকে ছাড়িয়া আলকুজকে মারিতে মারিতে ভূপাতিত করিয়া ফেলিল। এই অবসরে বৃদ্ধ একটি অঙ্গুলী দিয়া তাহার এক চক্ষু উৎপাটন করিয়া লইল; তাহার পর সকলে আলকুজকে লইয়া কাজী সাহেবের নিকট উপস্থিত করিল। মৃতদেহটাও কাজীর নিকট লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, তিনি তৎক্ষণাৎ আলকুজের অপরাধের চাক্ষুষ প্রমাণ পাইলেন। বৃদ্ধ বলিল, "এই দুরাচার মেষমাংস বলিয়া নরহত্যা করিয়া তাহার মাংস বিক্রয় করে, অবিলম্বে ইহার প্রাণদণ্ড হওয়া কর্ত্তব্য।"—আলকুজ বৃদ্ধের প্রদত্ত টাকা পত্রে পরিণত হওয়ার কাহিনী সবিস্তারে বলিল; কিন্তু কাজী আলকুজের কথায় বিশ্বাস করিলেন না; তিনি আলকুজের প্রতি দুইশত বেত্রাঘাতের আদেশ প্রদান করিলেন; তাহার পর তাহার দোকানে যে কিছু টাকা-কড়ি ছিল, সমস্ত বাজেয়াপ্ত করিয়া আলকুজকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিলেন। নির্ব্বাসনের পূর্ব্বে গর্দ্দভে আরোহণ করাইয়া আলকুজকে তিন দিন ধরিয়া নগরের সমস্ত পথে ঘুরাইয়া আনা হইল।

যে সময় আলকুজের এই বিপদ্ ঘটে, তখন আমি বোগ্দাদে অনুপস্থিত ছিলাম। যতদিন দেহের বেদনা দূর না হইল, ততদিন আলকুজ গোপনে বাস করিতে লাগিল। তাহার পৃষ্ঠের আঘাতই গুরুতর হইয়াছিল। যখন সে চলিতে পারিল, তখন গুপ্তপথ দিয়া একটি দূরবর্ত্তী নগরে উপস্থিত হইল। সেখানে দুই একদিন বিশ্রাম করিয়া আলকুজ একদিন নগরপ্রান্তে ভ্রমণ করিতে করিতে দূরে বহু অশ্বারোহীর পদশব্দ শুনিতে পাইল। আলকুজ তখন একটি সুবৃহৎ অট্টালিকার দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াছিল। অশ্বারোহিগণের পদশব্দে সে ভাবিল, রাজকর্ম্মচারিগণ তাহাকে ধরিবার জন্য আসিতেছে। আলকুজ তৎক্ষণাৎ সেই অট্টালিকায় প্রবেশ করিল। দ্বার বন্ধ করিয়া সেই সুপ্রশস্ত অট্টালিকার প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইবামাত্র দুইজন বলবান্ প্রহরী আসিয়া তাহার ঘাড় ধরিল;—বলিল, "আল্লার মর্জ্জি, তুই নিজে আসিয়াই ফাঁদে পা দিয়াছিস্। গত তিন দিন রাত্রিতে তুই আমাদের এতই বিরক্ত করিতেছিস্ যে, আমরা এ তিন দিন একটিবারও চক্ষু মুদিতে পারি নাই। আজ তোকে ধরিয়াছি, আর তোর রক্ষা নাই।"

গাধা প্রহরীর বাঁধা

এই কথা শুনিয়া আলকুজের ভয় ও বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। সে সবিনয়ে সেই প্রহরীদ্বয়কে বলিল, "ভাই তোমরা কি বলিতেছ, আমি তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। তোমরা নিশ্চয়ই আর কাহাকেও মনে করিয়া আমাকে এই সকল কথা বলিতেছ।" প্রহরী বলিল, "আরে থাম্, তুই যে একজন ডাকাত, তা কি আমরা জানি না? তুই ও তোর সঙ্গিগণ আমাদের মনিবের সর্ব্বস্ব লুঠ করিয়া লইয়া গিয়াছিলি, তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া শেষে তাঁহার প্রাণহরণের পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়াছিলি; দেখি, তোর হাতে ছোরা আছে কি না? কাল রাত্রে তোর হাতে ছোরা দেখিয়াছিলাম, কিন্তু তোকে ধরিতে পারি নাই।"— দুর্ভাগ্যক্রমে আলকুজের কাপড়ের মধ্যে একখানি ছোরা লুকানো ছিল, তাহা বাহির হইয়া পড়িল। প্রহরী বলিল, "এখনও মিথ্যাকথা বলিতে সাহসী হইতেছিস্? চোর না হইলে কে এ ভাবে সঙ্গে ছোরা লইয়া বেড়ায়?"—আলকুজ প্রাণের দায়ে তাহার কাহিনী বলিল, কিন্তু তাহার পৃষ্ঠের ক্ষতচিহ্ন তখনও শুকায় নাই, তাহা দেখিয়া প্রহরী বলিল, "তবে রে পাজী' সাধুলোকের পিঠে কি এই রকম মারের দাগ থাকে?"

কাত সন্দেহে নির্য্যাতন

প্রহরীদ্বয় অবিলম্বে আলকুজকে কাজীর কাছে লইয়া গেল। কাজী তাহাকে বলিল, "তুই চুরি করিতে পরের ঘরে প্রবেশ করিয়াছিলি, উপযুক্ত দণ্ডের জন্য প্রস্তুত হ'।"—আলকুজ কাজীকে নিজের ইতিহাস বলিয়া নির্দ্দোষিতা প্রমাণের চেষ্টা করিল, কিন্তু কাজী তাহার কথার বিশ্বাস করিলেন না; তাহার পর তাহার পিঠ দেখিয়া, তাহাকে পুরাতন পাজী স্থির করিয়া, একশত বেত্রাঘাতের আদেশ করিলেন। এতদ্ভিন্ন তাহাকে গাধার উপরে চড়াইয়া, নগরভ্রমণ করান হইল; একজন রাজভৃত্য সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "যে পরের গৃহে চুরি করিবার জন্য প্রবেশ করে, তাহার এই শাস্তি।" ক্রমে আমার কর্ণে এই সকল কথা প্রবেশ করিলে, আমি আলকুজকে গোপনে বোগ্দাদে আনিয়া গুপ্তভাবে রাখিলাম।

নাপিত বলিল,—এই কথা শুনিয়া, খালিফ আলকুজের দুরদৃষ্টের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলেন এবং আমাকে পুরস্কার প্রদান করিয়া বিদায় করিতে চাহিলেন। আমি বলিলাম, "জাঁহাপনা, আমার অবশিষ্ট দুই ভ্রাতার কাহিনী অনুগ্রহ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন, তাহাও অল্প বিস্ময়কর নহে।"—খালিফের আদেশে নাপিত তাহার পঞ্চম ভ্রাতার কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল।

* * * * *

ঞ্চম তার হিনী

জাঁহাপনা, আমার পঞ্চম ভ্রাতার নাম আল্‌নাসার, প্রথমে সে অত্যন্ত অলস ছিল; পিতার স্কন্ধেই সে তাহার জীবিকাভার দিয়া নিশ্চিন্ত ছিল। অবশেষে পিতার মৃত্যু হইলে, তাঁহার ত্যক্ত সম্পত্তি ভাগ করিয়া, আমরা প্রত্যেকে একশত টাকা হিসাবে পাইলাম। এতগুলি টাকা এক সঙ্গে হাতে আসায়, আল্‌নাসার এ টাকা লইয়া কিরূপে ব্যয় করিবে, প্রথমে এই চিন্তাতে বিব্রত হইয়া পড়িল। অবশেষে সে এই টাকা দিয়া, কাচের বাসন কিনিয়া ব্যবসায় করিবার ইচ্ছা করিল। কাচের জিনিস ঝুড়ি-বোঝাই করিয়া আনিয়া সে বাজারে একখানি ক্ষুদ্র দোকান ভাড়া লইল, তাহার পর সেই দোকানের জিনিসগুলি ঝোড়া সমেত রাখিয়া ক্রেতার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

ক্রেতা জুটিল না। ভায়া তখন তাহার ভবিষ্যৎ চিন্তা আরম্ভ করিল। পাশেই এক দরজীর দোকান, দরজী শুনিতে পাইল, ভায়া বলিতেছে, "এক শত টাকা দিয়া আমি এই জিনিসগুলি কিনিয়াছি, ইহা খুচরা বিক্রয় করিয়া আমি দুই শত টাকার সংস্থান করিব। ব্যবসায়ের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমার ক্রমে টাকা বাড়িবে, আমি অবশেষে ইহা হইতে চারি হাজার টাকা লাভ করিব। চারি হাজার হইতে আট হাজার টাকা জমিতে অধিক বিলম্ব হইবে না। যখন দশ হাজার টাকা জমিবে, তখন আমি একখানি জহরতের দোকান করিব। ক্রমে আরও অনেক টাকা উপায় হইবে, বিশ পঁচিশ হাজার টাকা জমিলে আমি ঘরবাড়ী করিব, একজন বড়লোক বলিয়া সর্ব্বজন-পরিচিত হইব। বাড়ীতে সর্ব্বদা নৃত্যগীত চলিবে, ক্রমে যখন লক্ষ টাকা জমিবে, তখন আমীর-ওমরাহগণ আমার সহিত বন্ধুত্বস্থাপনের জন্য লালায়িত হইবে, আমি তখন আর সাধারণলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব না। উজীরকন্যাটি শুনিয়াছি বড়ই রূপসী, বড়ঘরের কন্যাও বটে, তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য উজীরের কাছে লোক পাঠাইব। উজীর আমাকে সৎপাত্র বুঝিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে আমার হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিবে।—না করিবে কেন? আমি ত' অযোগ্য বর নই,—ধন, মান, নাম, রূপ, গুণ সকলই আমার আছে।"

স্বপ্নের প্রাসাদ পদাঘাতে চূর্ণ!

"উজীরকন্যাকে বিবাহ করিয়া আমি তাহার জন্য দশটি যুবতী দাসী কিনিব। আমার স্ত্রী তাহার ঘর হইতে কখনও বাহির হইতে পারিবে না, আমাকে অত্যন্ত ভয় ও ভক্তি করিবে। আমি যখন তাহার নিকট যাইব, বাদসাহের মত বেশভূষা করিয়া যাইব, তাহাকে বুঝিতে দিব, আমি তাহার অপেক্ষা ধনে মানে অনেক শ্রেষ্ঠ। আমি কিন্তু তাহার সঙ্গে অধিক কথা কহিব না; এক এক সময় ভারী রাগ করিব। আমার স্ত্রী আমাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য যখন পায়ে ধরিয়া সাধিবে, তখনও রাগ থামিবে না, এমনই করিয়া পদাঘাতে তাহাকে তফাৎ করিব।"

আল্‌নাসার চিন্তায় এমন বিভোর হইয়াছিল যে, সে সত্য সত্যই সজোরে পদাঘাত করিল, কিন্তু সেই আঘাত তাহার কল্পনাসুন্দরী—রূপবতী উজীরকন্যার দেহে না লাগিয়া একশত টাকা মূল্যের কাচের দ্রব্যপূর্ণ ঝোড়ায় লাগিল; পদাঘাতের বেগে ঝোড়াটী নীচের রাস্তায় পড়িয়া গেল—দেখিতে দেখিতে কাচের বাসনগুলি চূর্ণ হইয়া শত শত খণ্ডে ভাঙ্গিয়া গেল।

এক দরজী আমার ভ্রাতার প্রলাপ শুনিতেছিল, সে সেই ব্যাপার দেখিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। দরজী বলিল, "তোমার স্ত্রী তোমার নিকট কোন অপরাধে অপরাধী নহে, তথাপি নির্দ্দয় হইয়া এমন ভাবে তাহাকে পদাঘাত করিলে? ইহাতে তোমার লজ্জা হওয়া উচিত। যদি উজীরের কন্যার পরিবর্ত্তে তুমি আমার কন্যার সহিত এমন ব্যবহার করিতে, তাহা হইলে আমি তোমার পৃষ্ঠে এক শত বেত্রাঘাত করিতাম, তাহার পর তোমাকে গাধায় চড়াইয়া নগর ঘুরাইতাম।"

পদাঘাত বিড়ম্বনা!

এইবার আল্‌নাসারের চৈতন্যোদয় হইল। সে বুক চাপড়াইয়া, চুল ছিঁড়িয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল। বাজারের সকল লোক তাহার কি হইল দেখিতে আসিল। কেহ তাহার নির্ব্বুদ্ধিতায় হাসিল, কেহ তাহার দুঃখে আহা বলিল। সে বসিয়া আক্ষেপ করিতেছে, এমন সময় একটি সম্ভ্রান্তযুবতী একটি অশ্বতরে আরোহণ করিয়া, সেই স্থান দিয়া স্থানান্তরে যাইতেছিলেন। আল্‌নাসারের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মনে করুণার সঞ্চার হইল। তিনি সেইখানে থামিয়া, আল্‌নাসারের ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, লোকগুলি প্রকৃত কারণ গোপন করিয়া বলিল, "লোকটি বড় গরীব, এক ঝুড়ি কাচের বাসন মাত্র তাহার

সম্বল ছিল, দৈবক্রমে পায়ের আঘাত লাগিয়া বাসনগুলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাই সে কাঁদিতেছে।" সুন্দরী তাঁহার সহচর খোজাকে বলিলেন, "তোর কাছে যত টাকা আছে, সমস্ত ঐ লোকটাকে প্রদান কর্।"— খোজার কাছে পাঁচ শত স্বর্ণ-মুদ্রা ছিল, তাহা সমস্তই আল্নাসারের হস্তে প্রদত্ত হইল, আল্নাসার কখনও ততগুলি টাকা একত্র দেখে নাই, সে মোহরের থলি পাইয়া মনের আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল ; সুন্দরীকে আশীর্বাদ করিতে করিতে দোকান বন্ধ করিয়া সে তৎক্ষণাৎ গৃহে চলিল।



তাহার গৃহে প্রবেশের অল্পক্ষণ পরে একটি স্ত্রীলোক আসিয়া তাহাকে বলিল, 'বাছা, নমাজের সময় হইয়াছে, আমাকে এক ঘটী জল দাও, হাত-পা ধুইব।' আল্নাসার দেখিল, রমণী বৃদ্ধা ; সে তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিল। আল্নাসার ইতিমধ্যে মোহরগুলি একটি গেঁজের মধ্যে পুরিয়া ফেলিল। বৃদ্ধা নমাজ শেষ করিয়া উঠিয়া আল্নাসারকে এই উপকারের জন্য অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিল।

করুণা-ময়ীর দান

বৃদ্ধার যেরূপ পরিচ্ছদ এবং সে যেরূপ অনুনয়বিনয় আরম্ভ করিল, তাহা দেখিয়া আল্নাসার মনে করিল, বৃদ্ধা তাহার নিকট কিছু ভিক্ষা চাহে ; আল্নাসার তাহাকে দুইটি মোহর দান করিতে গেল। বৃদ্ধা বলিল, "আপনি আমাকে এত দুরবস্থাপন্ন মনে করিবেন না যে, আমি আপনার ভিক্ষা লইব, আমি কি ভিক্ষার জন্য আপনার ঘরে আসিয়াছি ? আমি যাঁহার দাসী, তাঁহার টাকারও অভাব নাই, রূপেরও অভাব নাই।"

আল্নাসার রূপের কথা শুনিয়া গলিয়া গেল। সে সেই বৃদ্ধার কাছে তাহার মনিবঠাকুরাণীকে দেখিবার প্রস্তাব করিল, বৃদ্ধা আনন্দের সহিত তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইল ; বলিল, "আপনি ইচ্ছা করিলে ত' তাঁহাকে বিবাহই করিতে পারেন ; তাহা হইলে আপনি অগাধ সম্পত্তির অধিকারী হইবেন। আপনি আমার সঙ্গে চলুন।"

শাটিনীর শলজাল ভার !

আল্নাসার বৃদ্ধার ধূর্ত্ততা বুঝিতে না পারিয়া, পাঁচশত খান মোহর সঙ্গে লইয়া, বৃদ্ধার অনুসরণ করিল। বৃদ্ধা একটি সুবৃহৎ অট্টালিকার দ্বারদেশে তাহাকে লইয়া আসিয়া, দ্বারের কড়া নাড়িতেই একটি গ্রীকদাসী

দ্বার খুলিয়া দিল। বৃদ্ধা আল্‌নাসারকে সুসজ্জিত কক্ষে উৎকৃষ্ট আসনে বসাইয়া, তাহার মনিব-ঠাকুরাণীকে সংবাদ দিতে গেল; অনতিবিলম্বে একটি মধুরহাসিনী রূপবতী যুবতী আসিয়া, সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। রূপ দেখিয়াই আল্‌নাসারের মাথা ঘুরিয়া গেল। যুবতী আসিয়া, তাহার পাশে বসিয়া, হাসিয়া হাসিয়া ভালবাসার কথা বলিতে লাগিল, তাহার পর বলিল, "এখানে আমোদ-প্রমোদের সুবিধা হইবে না, চল, কক্ষান্তরে যাই।" যুবতী আল্‌নাসারের হাত ধরিয়া আর এক কক্ষে উপস্থিত হইল। সেখানে কিছুকাল গল্প করিয়াই, 'আসিতেছি' বলিয়া যুবতী উঠিয়া গেল, আল্‌নাসার বসিয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে একটি কৃষ্ণবর্ণ কাফ্রী দাস আল্‌নাসারের সম্মুখে উপস্থিত হইল, তাহার হস্তে তীক্ষ্ণধার খড়্গ। সেই বিকটমূর্ত্তি ও বিশাল খড়্গ দেখিয়াই আল্‌নাসারের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। কাফ্রী দাস কর্কশস্বরে বলিল, "কে তুই?—এখানে কেন আসিয়াছিস্?" আল্‌নাসার ভয়ে কথা পর্য্যন্ত বলিতে পারিল না। তখন কাফ্রীটা আল্‌নাসারের নিকট হইতে তাহার মোহরগুলি কাড়িয়া লইয়া, তাহার দেহে খড়্গের উল্টা দিক দিয়া পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতে লাগিল। আল্‌নাসার ভূমিতলে পড়িয়া মৃতবৎ অবস্থান করিতে লাগিল। কাফ্রীটা ভাবিল, আল্‌নাসারের প্রাণবিয়োগ হইয়াছে, তখন সে গ্রীক-দাসীটাকে এক পিয়ালা লবণ আনিতে বলিল; কাফ্রী দাস সেই লবণ দিয়া আল্‌নাসারের ক্ষত মর্দ্দন করিতে লাগিল; আল্‌নাসারের কাটাঘায়ে নুন পড়াতে তাহার ভয়ানক যন্ত্রণা হইতে লাগিল, কিন্তু তথাপি সে একটুও নড়িল না; মৃতের ন্যায় পড়িয়া রহিল। তখন কাফ্রীটা আল্‌নাসারকে টানিয়া, অদূরবর্ত্তী একটি সুড়ঙ্গের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া, সুড়ঙ্গের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

কাফ্রী-হস্তে প্রেমিক-লাঞ্ছনা

আল্‌নাসার সুড়ঙ্গের মধ্যে পড়িয়া কিছুকাল অজ্ঞান হইয়া থাকিল, কিন্তু তাহার প্রাণবিয়োগ হয় নাই; অনেকক্ষণ পরে জ্ঞানসঞ্চার হইল, সে দুইদিন অনাহারে সেই সুড়ঙ্গমধ্যে থাকিয়া, পলাইবার চেষ্টায় দ্বিতীয় দিন রাত্রিতে সুড়ঙ্গ হইতে বাহির হইল। পরদিন প্রভাতে বৃদ্ধা গৃহ হইতে বাহির হইবামাত্র সেই দ্বার দিয়া আল্‌নাসার পথে বাহির হইল এবং আমার নিকট উপস্থিত হইয়া, সকল কথা প্রকাশ করিল।

একমাস শয্যাগত থাকিয়া আল্‌নাসার নীরোগ হইল। তখন সে সেই বৃদ্ধাকে তাহার অত্যাচারের প্রতিফলদানে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, একটি তোড়াতে কতকগুলি কাচ পুরিয়া তাহা কটিদেশে বাঁধিল এবং একখানি ছোরা পরিচ্ছদের নীচে লুকাইয়া বৃদ্ধের ছদ্মবেশে সেই সুচতুরা বৃদ্ধার গৃহদ্বারে আসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

ক্রমে প্রভাত হইলে আল্‌নাসার দেখিল, বৃদ্ধা নূতন কোন শিকারের সন্ধানে রাজপথে চলিয়াছে, আল্‌নাসার বৃদ্ধার নিকটে আসিয়া মোলায়েমস্বরে বলিল, "মা, আমি পারস্যদেশ হইতে আসিয়াছি, আমার সঙ্গে পাঁচ হাজার মোহর আছে, কতক মোহর আমাকে ভাঙ্গাইতে হইবে, কোথায় ভাঙ্গাইব বলিতে পার?"—বৃদ্ধা তৎক্ষণাৎ বলিল, "সে জন্য চিন্তা কি, আমার সঙ্গে আইস, আমার ছেলে তোমার মোহর ভাঙ্গাইয়া দিবে। ভাগ্যে তুমি আমাকে এ কথা বলিলে, অন্য কাহারও কাছে বলিলে হয় ত' তোমাকে কোন বিপদে পড়িতে হইত!"—বৃদ্ধা আল্‌নাসারকে আবার সেই বাড়ীতে লইয়া গেল। কিয়ৎকাল পরে সেই কৃষ্ণবর্ণ কাফ্রীটা আসিয়া তাহাকে তাহার সঙ্গে যাইবার জন্য অনুরোধ করিল; কাফ্রী আগে আগে চলিল, আল্‌নাসার পশ্চাতে চলিতেছিল, সেই অবসরে আল্‌নাসার তাহার সুবৃহৎ ছোরা বাহির করিয়া কাফ্রীর মুণ্ডচ্ছেদন করিল এবং তাহার মুণ্ড ও দেহ টানিয়া লইয়া গিয়া সেই গুপ্তসুড়ঙ্গে নিক্ষেপ

প্রতিহিংসা চরিতার্থ

করিল। কিয়ৎকাল পরে ক্রীতদাসীটা এক পিয়ালা লবণ লইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল, কিন্তু আল্‌নাসারকে ছোরা-হস্তে দণ্ডায়মান দেখিয়া, সে ভয়ে পলাইবার চেষ্টা করিল, আল্‌নাসার দ্রুতবেগে তাহার চুল ধরিয়া ছোরার এক আঘাতে তাহার প্রাণনাশ করিল এবং তাহাকেও সেই সুড়ঙ্গের মধ্যে নিক্ষেপ করিল। গোলমাল শুনিয়া বৃদ্ধা আল্‌নাসারের নিকটে উপস্থিত হইল, তাহার পর বিপদ্ দেখিয়া যেমন সে পলায়ন করিতে যাইবে, অমনি আল্‌নাসার তাহার ঘাড় ধরিয়া সক্রোধে বলিল, "হারামজাদি, তুই কি আমাকে চিনিস্?" বৃদ্ধা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "তোমাকে আমি কোন পুরুষে দেখি নাই, কেমন করিয়া চিনিব?"—আল্‌নাসার বলিল, "মনে করিয়া দেখ্, আমার বাড়ীতে তুই নমাজ করিতে গিয়া কি বলিয়াছিলি?"—বৃদ্ধা তাহার পদতলে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল; কিন্তু আল্‌নাসার তাহার কাতরতায় কর্ণপাত না করিয়া, ছোরার এক আঘাতে তাহার শিরশ্ছেদন করিল, তাহার পর তাহার দেহও সেই সুড়ঙ্গে নিক্ষেপ করিয়া ছোরা-হস্তে দ্রুতগতি সুন্দরী যুবতীর কক্ষে উপস্থিত হইল।

প্রেম-প্রলোভন
সঞ্চিত
সম্পদ-স্তূপ

সুন্দরী তাহাকে দেখিয়াই মূর্চ্ছিতার ন্যায় হইয়া পড়িল; তাহার পর তাহার প্রাণদানের জন্য কাতরভাবে অনুরোধ করিতে লাগিল। আল্‌নাসার যুবতীকে প্রাণভিক্ষা দান করিয়া বলিল, 'সুন্দরি, তুমি এই সকল পিশাচের সহিত কিরূপে একত্র বাস কর, তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।" যুবতী বলিল, "আমি কোন সম্রান্ত সদাগরের স্ত্রী, ঐ বৃদ্ধা একদিন আমাদের বাড়ী গিয়া আমাকে বলে, 'ঠাকুরাণি, আমাদের বাড়ীতে একটি বিবাহ আছে, আপনি সেই বিবাহে উপস্থিত থাকিলে আমরা বড়ই আনন্দিত হইব।'—শুনিয়া আমি বহুমূল্য উৎকৃষ্ট বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত হইয়া বিবাহ দেখিতে চলিলাম। বৃদ্ধা আমাকে এখানে আনিয়া আট্‌কাইয়াছে, আজ তিন বৎসর ধরিয়া আমি এখানে অবরুদ্ধ আছি, এতদিনে তুমি আমাকে উদ্ধার করিলে।"—আল্‌নাসার বলিল, "ঐ কাফ্রী দাসটা যে ভাবে অর্থোপার্জ্জন করিত, তাহাতে বোধ হয়, এতদিনে সে বহু অর্থ সঞ্চিত করিয়াছে।" যুবতী বলিল, "অত্যন্ত অধিক, তুমি আমার সঙ্গে আইস, আমি তোমাকে তাহা দেখাইতেছি।"—আল্‌নাসার যুবতীর সঙ্গে গিয়া দেখিল, একটি কক্ষে পুঞ্জীভূত অর্থ রহিয়াছে। আল্‌নাসারের মনে বিস্ময়ের সীমা রহিল না। রাশি রাশি স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা স্তূপাকারে সজ্জিত রহিয়াছে, আল্‌নাসার লুব্ধদৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া রহিল। যুবতী বলিল, "এ সকলই তোমাকে দিলাম, লোকজন আনিয়া সমস্তই তুমি উঠাইয়া লইয়া যাও।"

আল্‌নাসার গৃহে ফিরিয়া দশজন লোক সংগ্রহ করিয়া, যুবতীর গৃহে প্রত্যাগমন করিল; আসিয়া দেখিল, কেহ কোথাও নাই, সেই অল্প সময়ের মধ্যেই রঙ্গিণী সমস্ত ধন লইয়া কোথায় পলায়ন করিয়াছে, শূন্য গৃহ, তবে গৃহে তখনও সাজসজ্জা পূর্ব্ববৎ ছিল। টাকা ও মোহর না পাইয়া আল্‌নাসার সেই সকল সাজসজ্জাই নিজগৃহে লইয়া আসিল।

কাজীর উল্লাস

পরদিন প্রভাতে কোতোয়ালী হইতে বিশজন সিপাহী আসিয়া, আল্‌নাসারকে কাজীর কাছে ধরিয়া লইয়া গেল। কাজী বলিলেন, "তুমি কাল তোমার গৃহে যে সকল জিনিসপত্র রাজপথ দিয়া লইয়া গিয়াছ, তাহা কোথায় পাইয়াছ?"—আল্‌নাসার বলিল, "মহাশয়, আমি আপনাকে সকল কথা খুলিয়া বলিতে পারি, যদি আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন, এরূপ অঙ্গীকারে আবদ্ধ হন।"—কাজী সেইরূপ অঙ্গীকার করিলে আল্‌নাসার সকল কথা বলিল, অবশেষে কাজী সাহেবকে জানাইল, কাফ্রী ভৃত্যটা তাহার যে পাঁচ হাজার মোহর কাড়িয়া লইয়াছে, তাহার বিনিময়ে সেই মূল্য পরিমাণ দ্রব্য সে রাখিয়া, অবশিষ্ট দ্রব্য কাজীকে প্রদান করিতে প্রস্তুত আছে।



লাঞ্ছনার প্রতিশোধ

কাজী তৎক্ষণাৎ আমার ভ্রাতার গৃহে লোক পাঠাইয়া সমুদয় দ্রব্য উঠাইয়া লইয়া গেলেন, এবং তাহা আত্মসাৎ করিয়া আমার ভ্রাতাকে দেশত্যাগ করিবার আদেশ দিলেন। তিনি আরও জানাইলেন, তাঁহার আদেশ পালন না করিলে আল্‌নাসারের প্রাণদণ্ড করা হইবে। আল্‌নাসার প্রাণভয়ে বোগ্দাদ নগর পরিত্যাগ করিয়া নগরান্তরে গমন করিল। শেষে একদল দস্যু তাহাকে ধরিয়া, তাহার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া, তাহাকে উলঙ্গ করিয়া ছাড়িয়া দিল।

নাপিত বলিল, "আমি ভায়ার এই দুর্দ্দশার সংবাদ জানিতে পারিয়া তাহার অনুসন্ধানে বাহির হইলাম, অনেক চেষ্টায় তাহার সন্ধান পাইয়া তাহাকে গোপনে বোগ্দাদ নগরে লইয়া আসিলাম, এবং আমার অন্যান্য ভ্রাতার ন্যায় তাহাকেও পরম যত্নে প্রতিপালন করিতে লাগিলাম।"

নাপিত তাহার পঞ্চম ভ্রাতার কাহিনী শেষ করিয়া, ষষ্ঠ ভ্রাতার কাহিনী বর্ণনার জন্য খালিফের অনুমতি প্রার্থনা করিল। খালিফের কৌতূহল উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছিল, সুতরাং তিনি অনুমতি দান করিলে নাপিত আবার বলিতে আরম্ভ করিল।

❋ ❋ ❋ ❋ ❋

ষষ্ঠ ভ্রাতার কাহিনী

আমার ষষ্ঠ ভ্রাতার নাম সাকাবাক্। তাহার ঠোঁট কাটা। পৈতৃক অর্থের যে শত মুদ্রা তাহার নিজের অংশে পড়িয়াছিল, তাহা লইয়াই সে অর্থোপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইল; কিন্তু অদৃষ্টদোষে সকল অর্থ খোয়াইয়া অবশেষে সে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিল। শীঘ্রই সে এই কার্য্যে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিল, বড়লোকের দ্বারে উপস্থিত হইয়া, কর্ম্মচারী বা ভৃত্যগণকে উৎকোচদানে বশীভূত করিয়া, সে ধনবান্ ব্যক্তিগণের সহিত সাক্ষাৎ করিত এবং এমন ভাবে তাঁহাদের হৃদয় সহানুভূতিতে আর্দ্র করিত যে, তাঁহাদের নিকট হইতে টাকা আদায় না করিয়া ছাড়িত না।

একদিন সে দেখিল, একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকার দ্বারে বহুসংখ্যক ভৃত্য বসিয়া আছে। সাকাবাক্ ভৃত্যগণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "ভাই এ বাড়ী কাহার?" ভৃত্যরা তাহার প্রশ্নে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, "তুমি কোথা হইতে আসিতেছ? এ বাড়ী কাহার, তাহা জান না? এ যে এক রাজপুত্রের বাড়ী।"—সাকাবাক্ জানিত, রাজপুত্রগণ সাধারণতঃ সহৃদয় হইয়া থাকেন, তাই সে ভৃত্যগণকে বলিল, "ভাই, আমাকে কিছু ভিক্ষালাভের সুবিধা করিয়া দিতে পার?"—একজন দ্বারবান্ বলিল, "আমার সঙ্গে এসো, আমি তোমাকে রাজপুত্রের নিকট লইয়া যাইতেছি, তিনি তোমাকে খুসী করিয়া বিদায় করিবেন।"

আমার ভ্রাতা দ্বারবানের নিকট এতখানি সহৃদয়তার আশা করে নাই, সে সন্তুষ্টচিত্তে তাহার অনুগমন করিল। অনন্তর সে অনেকগুলি সুশোভিত কক্ষের ভিতর দিয়া একটি কক্ষে উপস্থিত হইল। সেখানে একজন বৃদ্ধ একখানি সোফায় বসিয়াছিলেন, তাঁহার সুদীর্ঘ সুপক্ক দাড়ী গোঁফ দেখিয়া সাকাবাক্ স্থির করিল, এই ব্যক্তিই এ গৃহের অধিকারী। বাস্তবিক তিনিই রাজপুত্র। রাজপুত্র তাহাকে সদয়ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?" সাকাবাক্ বলিল, "আমি ক্ষুধিত ভিক্ষুক, আপনার নিকট ভিক্ষালাভের আশায় আসিয়াছি।"

তিনি সাকাবাকের কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করিলেন; বলিলেন, "আমি বোগ্দাদ নগরে থাকিতে তোমার মত লোক অনাহারে থাকে, ইহা বড়ই আশ্চর্য্য, ইহা কখনই হইবে না। তোমাকে

ভিনয়-নিপুণ রাজপুত্র

আর কোথাও অন্নের চেষ্টায় ফিরিতে হইবে না।"—সাকাবাক্ তাঁহার হৃদয় অধিকতর বিগলিত করিবার অভিপ্রায়ে বলিল, "মহাশয়, আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, আজ সমস্ত দিন আমার কিছুই আহার হয় নাই।"—রাজপুত্র বলিলেন, "কি, এত বেলা পর্য্যন্ত তুমি অনাহারে আছ? আহা! না জানি, তোমার কত কষ্টই হইতেছে! ওরে!—কে আছিস্, শীঘ্র এক পাত্র জল লইয়া আয়, হাত ধুই।"

জলও আসিল না, কেহ সেখানে উপস্থিতও হইল না; কিন্তু রাজপুত্র যেন দুইহাত ধুইতেছেন, এই ভাবে হাত কচ্‌লাইতে লাগিলেন; সাকাবাক্‌কে বলিলেন, "এসো ভাই, হাত ধোও।" সাকাবাক্ রাজপুত্রকে সুখী করিবার আশায় সেই ভাবে দুই হাত কচলাইতে লাগিল।

তাহার পর রাজপুত্র খাদ্যদ্রব্য আনিবার অনুমতি করিলেন, কিন্তু কেহই খাদ্যসামগ্রী আনিল না। রাজপুত্র তথাপি আহারের ভাণ করিয়া ক্রমাগত হাত মুখে তুলিয়া যেন খাদ্যদ্রব্য আহার করিতেছেন, এই ভাবে চর্ব্বণ করিতে লাগিলেন; সাকাবাক্‌কে বলিলেন, "এসো ভাই, খাও!"—সাকাবাক্‌ও তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিল। রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন ভাই, এমন উৎকৃষ্ট খাবার আর কোথাও খাইয়াছ কি?"—সাকাবাক্ বলিল, "কোথাও না, জীবনে এমন খাবার দেখি নাই, অতি উত্তম—অতি উত্তম।" রাজপুত্র বলিলেন, "পেট ভরিয়া খাও, যে বাবুর্চ্চী এই সকল উৎকৃষ্ট খাদ্যসামগ্রী রন্ধন করে, তাহাকে মাসে পাঁচ শত মোহর বেতন দিতে হয়।—ওরে! মাংস লইয়া আয়।"—কেহ মাংস না আনিলেও রাজপুত্র পূর্ব্ববৎ যেন মাংস চর্ব্বণ করিতে লাগিলেন, সাকাবাক্ বলিল, "ওঃ! বড্ড খাইয়াছি, পেট একদম ভরিয়া গিয়াছে।" রাজপুত্র ছাড়িলেন না, আর নূতন নূতন খাদ্যদ্রব্য—হংসমাংস, সুমিষ্ট চাট্‌নী, মধু, নানাবিধ ফলের আচার প্রভৃতি আনিবার জন্য ফরমায়েস করিলেন. কিছুই আসিল না, তথাপি তিনি পরিতৃপ্তির সহিত সেগুলি আহার করিতে লাগিলেন; শতমুখে তাহার প্রশংসা করিলেন; কখন বা আমার ভ্রাতার মুখের কাছে হাত আনিয়া তাহার মুখে খাদ্যদ্রব্য প্রদান করিতেছেন, এই ভাব দেখাইতে লাগিলেন; ভাইও পরম আগ্রহের সহিত খাইতেছেন, এইরূপ ভাব প্রকাশ করিলেন। অবশেষে রাজপুত্র কিছু মিঠাই আনিবার কথা বলিলে, ভ্রাতা বলিল, "না, আর আমি খাইতে পারিব না, পেট একেবারে দম্‌সম হইয়া উঠিয়াছে।"

রাজপুত্র তখন সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "বেশ,—বেশ, গুরুতর আহারের পর কিঞ্চিৎ মদ্যপান কর্ত্তব্য।" সাকাবাক্ বলিল, "আমাকে মাপ করিবেন, আমি মদ্যপান করি না।" কিন্তু রাজপুত্র তাহাকে মদ না খাওয়াইয়া কিছুতেই ছাড়িলেন না, যে ভাবে আহার হইয়াছিল, সেই ভাবেই মদ্যপান হইল।

নাবঞ্চনের ভবব কায়া

মদ্যপান করিয়া সাকাবাক্ বলিল, "মহাশয়, অতি উৎকৃষ্ট মদ্য, কিন্তু—কিছু পান্‌সে বোধ হইল, তেমন ঝাঁঝ নাই ত!"—রাজপুত্র বলিলেন, "ঝাঁঝ কিছু কম বটে, তা আমি খুব ঝাঁঝওয়ালা মদ তোমাকে দিতে পারি—ওরে কে আছিস্?" আবার সেইরূপ ভাবেই উৎকৃষ্ট মদ্য আসিল, এবার সাকাবাক্ নেশায় যেন একেবারে ভোঁ! সে রাজপুত্রকে এক মুষ্ট্যাঘাত করিল। রাজপুত্র হাত ধরিয়া বলিলেন, "আঃ কর কি? একটুকু মদ খাইয়াই নেশা হইল? সেই জন্যই ত' তোমাকে বেশী ঝাঁঝাল মদ দিই নাই। তুমি নিতান্ত পাতিমাতাল!"—সাকাবাক্ বলিল, "মদ্যপানে আমি বেহুঁস হইয়া এই অন্যায় কার্য্য করিয়াছি, আমাকে মাপ করুন, পূর্ব্বেই ত' বলিয়াছি, আমি মদ্যপানে অভ্যস্ত নই।"

রাজপুত্র হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "আমি অনেক দিন হইতে তোমার মত একজন লোকের খোঁজ করিতেছিলাম। আমি কেবল তোমার অপরাধ মার্জ্জনা করিলাম না, আজ হইতে তুমি

প্রিয়বয়স্ক হইলে। তোমাকে আর কোথাও যাইতে হইবে না, তুমি আমাকে আজ বড় সুখী করিয়াছ। যাহা হউক, এস এখন প্রকৃতই কিছু আহার করা যাক্।" রাজপুত্র তখন করতালি প্রদান করিবামাত্র কয়েকজন ভৃত্য তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। তিনি তাহাদিগকে আহারীয় দ্রব্য আনিতে আদেশ করিলেন। এবার সত্য সত্যই পরিতোষ পূর্ব্বক উভয়ের ভোজন ও মদ্যপানের পর কয়েকটি সুন্দরী নর্ত্তকী আসিয়া, বাদ্যযন্ত্র বাজাইয়া নৃত্যগীত করিতে লাগিল। সাকাবাক্ একবারে মুগ্ধ হইয়া গেল, তাহার ভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিল। নৃত্যগীত শেষ হইলে রাজপুত্র পরম সন্তুষ্ট হইয়া সাকাবাক্‌কে একটি মূল্যবান্ পরিচ্ছদ উপহার প্রদান করিলেন।



দস্যু-প্রমোদিনীর প্রেমরঙ্গ

রাজপুত্র আমার ভ্রাতার গুণে এমন মুগ্ধ হইলেন যে, কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি তাহাকে তাঁহার সমস্ত গৃহের ও কাজকর্ম্মের পরিদর্শকপদে নিযুক্ত করিলেন। সাকাবাক্ বিশ বৎসরকাল প্রভুর সন্তোষ সহকারে তাহার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিল। অবশেষে বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইলে প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য বিধানে তাঁহার মৃত্যু হইল। রাজপুত্রের পুত্র-কন্যাদি কেহ ছিল না, তাঁহার সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত হইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে সাকাবাক্ যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছিল, তাহাও গেল। সর্ব্বস্বান্ত হইয়া সাকাবাক্ মক্কাভ্রমণে যাত্রা করিল, কিন্তু পথে একদল দুর্দ্দান্ত দস্যুর হস্তে অন্যান্য তীর্থযাত্রিগণের সহিত তাহাকে বন্দী হইতে হইল।

দস্যু-শিবিরে ভীষণ নিগ্রহ

দস্যুগণ সাকাবাক্‌কে ক্রমাগত বেত্রাঘাত করিতে লাগিল, যদি কেহ কিছু অর্থ দান করিয়া তাহাকে উদ্ধার করে, এই অভিপ্রায়ে দস্যুরা তাহাকে দিবারাত্রি পীড়ন করিতে লাগিল। দস্যুগণকে তাহার দুরবস্থার কথা জানাইলেও তাহাদের মনে দয়ার সঞ্চার হইল না। অবশেষে তাহার নিকট টাকা পাইবার কোন আশা নাই দেখিয়া, দস্যুপতি ক্রুদ্ধ হইয়া, ছুরি দ্বারা সাকাবাকের অধরোষ্ঠ দ্বিখণ্ডিত করিয়া দিল।

দস্যুপতির একটি সুন্দরী স্ত্রী ছিল, দস্যুপতি স্থানান্তর গমন করিবার সময় সাকাবাক্‌কে তাহার স্ত্রীর হস্তে সমর্পণ করিয়া যায়। স্ত্রীটি সাকাবাক্‌কে ভালবাসিয়া ফেলিল, নানা প্রকার প্রণয়ের লক্ষণও দেখাইতে লাগিল; কিন্তু পাছে কোন বিপদে পড়িতে হয় ভাবিয়া, সাকাবাক্ তাহার প্রতি অনুরাগ প্রকাশে বিরত রহিল। পরন্তু স্ত্রীলোকটি কিছুতেই বিরত হইল না, অবশেষে সে একদিন তাহার স্বামীর সম্মুখেই সাকাবাক্‌কে

বিদ্রূপ করিল, সাকাবাক্ও সেদিন তাহার দুর্ভাগ্য বশতঃ বিদ্রূপের উত্তর প্রদান করিল। দস্যুপতি তৎক্ষণাৎ বুঝিল যে, ইহারা পরস্পরের প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িয়াছে। তখন দস্যুরাজ আমার ভ্রাতার প্রতি যৎপরোনাস্তি নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করিয়া, তাহাকে এক মরুপর্ব্বতে নির্ব্বাসিত করিয়া আসিল। পরে লোকমুখে ভ্রাতার নির্ব্বাসন-সংবাদ পাইয়া আমি সেখানে গমন করিলাম এবং তাহাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া আসিলাম।

নাপিত বলিল, "আমি খালিফ মস্তেনসার বিল্লার নিকট এই কাহিনী কীর্ত্তন করিলে, খালিফ আমাকে মুক্তকণ্ঠে সাধুবাদ প্রদান করিয়া বলিলেন, "তোমাকে লোকে নির্ব্বাক্ মনুষ্য নাম দিয়া তোমার প্রতি সুবিচার করিয়াছে; কিন্তু তুমি আমার রাজ্যত্যাগ করিয়া চলিয়া যাও, ইহা আমার ইচ্ছা, তাহার বিশেষ কারণও আছে; অতএব অবিলম্বে এ রাজ্য পরিত্যাগ কর, এ রাজ্যে আর কখনও পদার্পণ করিও না।" অগত্যা আমাকে বোগ্দাদ পরিত্যাগ করিতে হইল। বহু বৎসর ধরিয়া আমি অনেক রাজ্যপরিভ্রমণের পর সংবাদ পাইলাম, খালিফের মৃত্যু হইয়াছে, তখন আমি বোগ্দাদে প্রত্যাগমন করিলাম, কিন্তু দেখিলাম, আমার ভ্রাতৃগণ সকলেই প্রাণত্যাগ করিয়াছে। আমি বোগ্দাদে প্রত্যাগমনের পর ঐ খঞ্জ যুবকটির প্রেমব্যাধি আরোগ্য করিয়াছিলাম, কিন্তু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা দূরের কথা, তিনি কি ভাবে আমার সহিত ব্যবহার করিলেন, তাহা আপনারা দেখিয়াছেন। যাহা হউক, তাঁহার প্রতি আমার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল, তিনি আমার ভয়ে বোগ্দাদ পরিত্যাগ করিলেও আমি তাঁহার অনুসরণে নিবৃত্ত হইলাম না, অনেক সন্ধানে আজ হঠাৎ তাঁহাকে এখানে দেখিতে পাইলাম; কিন্তু তিনি আমার প্রতি বিরাগ প্রকাশ করিয়া চলিয়া গেলেন।"

প্রেমব্যাধি আরোগ্যের পুরস্কার!

দরজী নাপিতের কাহিনী কীর্ত্তন করিয়া বলিতে লাগিল,—"নাপিতের কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম, সে প্রকৃতই দোষী, ভদ্রসমাজে তাহার স্থান হইতে পারে না, তথাপি আমরা তাহার সহিত একত্র বসিয়া আহারাদি শেষ করিলাম, সন্ধ্যা হইলে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিলেন। আমি দোকানে আসিয়া বসিবার অল্পকাল পরে আপনার কুব্জ ভাঁড়কে দেখিলাম, তাহার গান শুনিয়া আনন্দিত হইলাম এবং তাহার নৃত্যগীতে আমার স্ত্রীকে আনন্দিত করিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে আমার গৃহে লইয়া চলিলাম, সেখানে কিরূপে তাহার মৃত্যু হইল, তাহা পূর্ব্বেই জাঁহাপনার গোচর করিয়াছি।"

কাসগারের সুলতান এই সকল কাহিনী—বিশেষতঃ খঞ্জ যুবকের প্রেমকাহিনী শ্রবণ করিয়া, অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং চারিজনকেই ক্ষমা করিয়া বলিলেন, "সেই অদ্ভুত নাপিত কোথায়, তাহাকে আমি দেখিতে চাই।"—সুলতান দরজীর সহিত লোক পাঠাইয়া অবিলম্বে তাহাকে রাজসভায় ধরিয়া আনাইলেন।

সুলতান দেখিলেন, নাপিতের বয়স প্রায় নব্বই বৎসর হইবে; দাড়ী গোঁফ ও ভ্রূ পাকিয়া সাদা হইয়া গিয়াছে, নাক অতিরিক্ত লম্বা, কাণ দুটি ঝুলিয়া পড়িয়াছে; তাহার মুখ দেখিয়াই সুলতানের হাস্যসম্বরণ করা কঠিন হইয়া উঠিল।

'নির্ব্বাক্-মনুষ্যের' কৌতূহল

সুলতান বলিলেন, "হে নির্ব্বাক্ মনুষ্য, তোমার মুখে একটি গল্প শুনিবার জন্য আমার বড় আগ্রহ হইয়াছে, একটি গল্প বল।"

নাপিত বলিল, "খোদাবন্দ, এই চারিজন লোক এখানে কোন্ অপরাধে মাটীতে পড়িয়া আপনার মার্জ্জনাভিক্ষা করিতেছে, আর ঐ কুব্জটাই বা ওখানে মড়ার মত পড়িয়া রহিয়াছে কেন, জানিবার জন্য বড় উৎসুক হইয়াছি। অগ্রে আমার এই কৌতূহল নিবারণ করুন।"

সুলতান সকল কথা বলিলে, নাপিত কুজের সর্ব্বাঙ্গ বিশেষ মনোযোগের সহিত পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল। সুলতানের সম্মুখে নাপিত এরূপ বেয়াদবী প্রকাশ করিতেছে দেখিয়া সুলতান নাপিতের উপর রাগ করিলেন। তখন নাপিত বলিল, "খোদাবন্দ, এই লোকটা মরে নাই, অজ্ঞান হইয়া আছে মাত্র, দেখুন, আমি উহার প্রাণদান করি।—আমি কেবল নির্ব্বাক্ মনুষ্য নহি, আমি অশেষ-গুণান্বিত, চিকিৎসাশাস্ত্রেও আমার ক্ষমতা আছে।"

নাপিত একটা সন্না দিয়া কুজের গলার কাঁটা টানিয়া বাহির করিল। দেখিতে দেখিতে কুজ বাঁচিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কুজের পুনর্জ্জীবন

কাস্‌গারের সুলতান নাপিতের গুণদর্শনে এতই মুগ্ধ হইলেন যে, তাহাকে বৃত্তিদান করিয়া, রাজসভায় রাখিলেন; দরজী, ভাণ্ডারী, চিকিৎসক ও খৃষ্টান সদাগরকে বহুমূল্য পরিচ্ছদ উপহার প্রদান করিয়া বিদায় প্রদান করিলেন।

কুজের মৃত্যু উপলক্ষে যে সকল কাহিনীর সৃষ্টি হইয়াছিল, সুলতানা শাহারজাদীর মুখে তাহা শ্রবণ করিয়া, দিনারজাদী অত্যন্ত প্রশংসা করিতে লাগিলেন; সুলতান শাহরিয়ারও সেই প্রশংসায় যোগদান করিলেন। সুলতানা শাহারজাদী বলিলেন, "সুলতান যদি আমাকে নিশাশেষে বধ না করেন, তাহা হইলে খালিফ হারুণ-অল্‌-রসিদের প্রিয়বয়স্য আবুল হাসেন আলী, আবু বেকার ও সামসেল নীহারের এমন এক অপূর্ব্ব কাহিনী বলিতে পারি, যাহা এ সকল গল্প অপেক্ষাও মনোরম।"—শাহারজাদীর সৌন্দর্য্য ও গল্প-সুধাপানে প্রমত্ত সুলতান সেই কাহিনীশ্রবণের আগ্রহ প্রকাশ করিলে, শাহারজাদী প্রেমোৎফুল্ল মুখে হাসির সুধা উছলিত করিয়া গল্প আরম্ভ করিলেন।

* * * * *

আবুল হাসেন ও সামসেল নীহারের কাহিনী

খালিফ হারুণ-অল্‌-রসিদের রাজত্বকালে বোগদাদ নগরে একজন চিকিৎসক বাস করিতেন, তাঁহার নাম আবুল হাসেন আবু তাহের। লোকটির টাকাকড়ি ছিল, লোকজনের সহিত মিশিবারও ক্ষমতা ছিল। বুদ্ধিমান্ ও নম্র বলিয়া সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিত। খালিফ তাঁহাকে বড় বিশ্বাস করিতেন, তিনি সুলতানের অন্তঃপুরস্থ সুন্দরীগণের যে সকল পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারাদি সংগ্রহ করিয়া দিতেন, তাহা সকলেরই মনোনীত হইত।

তাঁহার গৃহে বহু সৎলোকের সমাগম হইত। তাঁহাদের মধ্যে যে যুবকের সহিত আবু তাহেরের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বন্ধুত্ব হইয়াছিল, তাঁহার নাম আবুল হাসেন আলী আবু বেকার। আবু বেকার পারস্য দেশের রাজকুমার। এই যুবক যেমন সুপুরুষ ছিলেন, সেইরূপ অসামান্য গুণেরও অধিকারী হইয়াছিলেন। যে তাঁহাকে দেখিত, তাহাকেই তাঁহার পক্ষপাতী হইয়া পড়িতে হইত। তাঁহার কণ্ঠস্বর যেমন মিষ্ট ছিল, বর্ণনাভঙ্গীও সেইরূপ সুন্দর ছিল। এইরূপ নানাগুণে-ভূষিত ব্যক্তির প্রতি গুণগ্রাহী আবু তাহের যে অল্পদিনের মধ্যেই অনুরক্ত হইয়া পড়িবেন, ইহা কিছুমাত্র বিচিত্র নহে।

রাজকুমার আবু বেকার একদিন আবু তাহেরের গৃহে গমন করিয়াছিলেন। তিনি সেখানে কিয়ৎকাল অবস্থানের পর দেখিলেন, দশজন দাসী-পরিবেষ্টিতা হইয়া, একটি রূপবতী যুবতী একটি কৃষ্ণ ও

চোখে-মুখে প্রেমের ভাষা

শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট অশ্বতর হইতে অবরোহণ করিয়া, সেই ভবনে প্রবেশ করিলেন। আবু বেকার সসম্মানে সুন্দরীর অভ্যর্থনা করিয়া, তাঁহাকে সুবর্ণখচিত আসনে উপবেশন করাইয়া, তাঁহার নিকট দণ্ডায়মান হইলেন। সুন্দরী অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিলে তিনি দেখিলেন, মুখখানি বড় সুন্দর, এমন সুন্দর মুখ তিনি আর কখন দেখেন নাই ; ভ্রমরকৃষ্ণ, আরত চক্ষু দেখিয়াই আবু বেকার মোহিত হইলেন, তাঁহার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল, আবু বেকারকে দেখিয়া সুন্দরীর হৃদয়ও আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি চাহিতে লাগিলেন।

কিয়ৎকাল পরে কক্ষান্তরে আবু তাহেরের সহিত সুন্দরীর প্রয়োজনীয় কাজ শেষ হইল। তাঁহার



সহিত যে কথা ছিল, তাহা শেষ করিয়া সুন্দরী আবু বেকারের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আবু তাঁহাকে বলিলেন, "ইনি পারস্য-রাজকুমার ; নাম আবুল হাসেন আবু বেকার। সম্প্রতি ইনি বোগদাদ নগরে অবস্থান করিতে-ছেন।"

প্রথম মিলনে প্রেমের ফাঁদ

আবু বেকার এইরূপ উচ্চ-বংশোদ্ভব, এই পরিচয় পাইয়া, সুন্দরী অপাত্রে প্রণয়স্থাপন করেন নাই ভাবিয়া, যৎপরোনাস্তি উৎফুল্ল হইলেন ; আবু তাহেরকে বলি-লেন, "আপনি যে দিন আমার গৃহে যাইবেন, সেদিন অনুগ্রহ করিয়া আপনার বন্ধুকেও সঙ্গে লইয়া যাইবেন। আপনাদের উভয়েরই নিমন্ত্রণ থাকিল, আমি যথাসময়ে দাসী পাঠাইয়া দিব। আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া আমার এই অনুরোধ রক্ষা না করেন, তাহা হইলে আমি আপনার উপর বড় রাগ করিব, এ জীবনে আর কখন আপনার গৃহে পদার্পণ করিব না।"—আবু তাহের মৃদুহাস্যে বলিলেন, "আপনার অনুরোধ আমি কখনও অন্যথা করিব না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।" যুবতী তাঁহার অশ্বতরে আরোহণ করিয়া যে ভাবে আসিয়াছিলেন, সেই ভাবে প্রস্থান করিলেন।

যুবতী চলিয়া গেলেও আবু বেকার অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সপ্রেম-দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিলেন, আবু তাহের তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তোমার এই ভাব দেখিয়া লোক হাসিবে।" আবু বেকার বলিলেন "ভাই, এত দিনে আমার মনপ্রাণ সকলই চুরি গেল, এই রমণী আমাকে তাঁহার প্রেমফাঁদে

বন্দী করিয়াছেন, আমি তাঁহার বিরহ-যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিব না। বল ভাই, এ রমনী কে?”—আবু তাহের বলিলেন, “ইনি বিখ্যাত সামসেল নীহার, ইনি আমাদের খালিফের প্রধানা সখী; খালিফ ইঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিয়া থাকেন। আমার প্রতি আদেশ আছে, যুবতী যখন যে দ্রব্য চাহিবেন, আমাকে তাহাই সরবরাহ করিয়া দিতে হইবে।”

আবু তাহের এই যুবতী-সম্বন্ধে তাঁহার বন্ধুর সহিত নানা কথা বলিতে লাগিলেন; তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন, এই যুবতীর প্রতি অনুরক্ত হইলে ভবিষ্যতে তাঁহার যথেষ্ট বিপদের আশঙ্কা আছে; কিন্তু আবু বেকারের চিত্তবিকার তাহাতে দূর হইল না, বরং যুবতীকে লাভ করিবার আশা দুরাশামাত্র বুঝিয়াও তিনি অধিকতর আগ্রহান্বিত হইলেন।

প্রেমিকার সাদর-নিমন্ত্রণ

আবু বেকারের এই অবস্থা হইলেও যুবতীর মানসিক অবস্থা অধিকতর শোচনীয় হইয়া উঠিল। তিনি ক্রমাগত চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি উপায়ে তাঁহার প্রেমাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইতে পারে। তিনি বিরহ-যন্ত্রণায় অধীর হইয়া, আবু তাহেরের নিকট একটি দাসী পাঠাইয়া, তাঁহাকে প্রাসাদে উপস্থিত হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন; আবু বেকারকে সঙ্গে লইয়া আসিবার জন্যই বিশেষ অনুরোধ করিলেন। দাসী যে সময় আবু তাহেরের গৃহে উপস্থিত হইল, তখন আবু বেকার সেইখানে উপস্থিত ছিলেন। দাসী আসিয়া তাহার বক্তব্য নিবেদন করিলে, উভয়েই তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাসীর অনুগমন করিলেন এবং যথা-সময়ে খালিফের প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। সামসেল নীহারের জন্য প্রাসাদের একটি অংশ নির্দ্দিষ্ট ছিল, সেখানে দুই বন্ধুতে প্রবেশ করিলে, দাসী তাঁহাদিগকে আসনগ্রহণের জন্য সবিনয়ে অনুরোধ জানাইল। সামসেল নীহারের মহলের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া পারস্য-রাজকুমার মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন, পৃথিবীতে এমন সুন্দর স্থান, এত ঐশ্বর্য্যের সমাবেশ তিনি আর কোথাও দেখেন নাই। কিছুকাল পরে কৃষ্ণবর্ণ কাফ্রীভৃত্য অতি উপাদেয় ও মুখপ্রিয় খাদ্যদ্রব্যসমূহ লইয়া আসিল। প্রেমের হাসি হাসিয়া প্রেমময়ী তাঁহাদিগকে আহারার্থ অনুনয় করিলেন, এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট দ্রব্যগুলি আহার করিবার জন্য সাদরে অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে অন্যান্য ভৃত্যেরা উৎকৃষ্ট মদ্য লইয়া উপস্থিত হইল। আহার শেষ হইলে তাঁহারা পরিতৃপ্তির সহিত মদ্যপান করিলেন। অনন্তর স্বর্ণপাত্রে বিবিধ প্রকার গন্ধদ্রব্য ও চন্দন আনীত হইলে, যুবকদ্বয় তাহা দ্বারা দাড়ী-গোঁফ ও পরিচ্ছদ সুরভিত করিয়া লইলেন।

“আনন্দ-নিকেতনে” প্রমোদ-তরঙ্গ

আহারাদি শেষ হইলে তাঁহারা সেই অপূর্ব্ব প্রাসাদের শোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিচিত্র দ্রব্যসকল সন্দর্শন করিয়া, তাঁহারা পুনঃ পুনঃ বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। সামসেল নীহারের এই পরম রমণীয় প্রাসাদের নাম “আনন্দ-নিকেতন।” আবু তাহের তাঁহার বন্ধুকে কথাপ্রসঙ্গে পুনর্ব্বার এই প্রণয়ব্যাধি হইতে সুস্থ হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন এবং ইহাতে তাঁহার মঙ্গলের আশা নাই, তাহাও পুনঃ পুনঃ জানাইয়া দিলেন।

কিন্তু তাঁহাদিগের কথা শেষ হইতে না হইতেই নর্ত্তকী ও গায়িকাদল আসিয়া, তাঁহাদের চিত্তবিনোদনের জন্য নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। গায়িকাগণ যে গান করিল, তাহা রাজপুত্র আবু বেকারের হৃদয়ভাবেরই প্রতিধ্বনি। সেই গান শুনিয়া তিনি মোহিত হইলেন, তাঁহার হৃদয়ের আবেশ শতগুণে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তিনি শতমুখে গায়িকার প্রশংসা করিলেন। অবশেষে বিশজন সুন্দর পরিচ্ছদধারী ভৃত্য একখানি সুদৃশ্য রৌপ্য-সিংহাসন লইয়া আসিলে, সামসেল নীহার সেই সিংহাসনে উপবেশন করিলেন

এবং মস্তক আন্দোলন করিয়া যুবকদ্বয়কে অভিবাদন করিলেন। তাঁহার দৃষ্টি পারস্য-রাজকুমারের মুখমণ্ডলে আবদ্ধ রহিল। উভয়ের হৃদয় উভয়ের নিকট প্রকাশিত হইল, কেহই মনোভাব গোপন করিতে পারিলেন না।

অতঃপর পুনর্ব্বার নৃত্যগীত আরম্ভ হইল। এবারও সেই প্রেমের সঙ্গীত। সঙ্গীতের ভিতর দিয়া যেন দীর্ঘনিশ্বাস ও আকুলতা অনুরণিত হইতে লাগিল। উভয়ের প্রাণের আশা ও আকাঙ্ক্ষা সুরতরঙ্গে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। আবু বেকার আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তিনি সুগায়ক ছিলেন, বীণার সহিত সুর মিশাইয়া মধুর স্বরে গান করিতে লাগিলেন; তাঁহার হৃদয়ের সকল ভাব গানে উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল।—ক্রমে গান থামিয়া গেল, বীণার ঝঙ্কার নীরব হইল।

সুরতরঙ্গে প্রণয়-নিবেদন

এবার সামসেল নীহার গান আরম্ভ করিলেন। কি সুন্দর কণ্ঠস্বর! কি সুন্দর সঙ্গীত! মানবীকণ্ঠে তাহা সম্ভব বলিয়া আবু বেকারের বিশ্বাস হইল না। সঙ্গীতের প্রত্যেক তরঙ্গ আবু বেকারের হৃদয়কে যেন ডুবাইয়া—ভাসাইয়া কোন অজ্ঞাত রাজ্যে লইয়া গেল, তিনি আত্মবিস্মৃতের ন্যায় বসিয়া রহিলেন, তাঁহার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইল; নয়নে সুন্দরীর রূপ-মাধুরী দেখিতে দেখিতে, কর্ণে সেই মধুর ধ্বনি শ্রবণ করিতে করিতে তিনি সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত চিত্রার্পিতের ন্যায় স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন। এইরূপে প্রণয়ী ও প্রণয়িনী—যুবক ও যুবতী স্ব স্ব সঙ্গীতে তাঁহাদের মনোভাব ব্যক্ত করিলেন। সঙ্গীত শেষ হইলে যুবতী উঠিলেন, যুবকও আসন ত্যাগ করিলেন, দ্বারপ্রান্তে আসিয়া উভয়ে উভয়ের আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ হইলেন। তাঁহাদের মানসিক বিকার এত প্রবল হইয়াছিল যে, যদি দাসীগণ তাঁহাদিগকে না ধরিত, তাহা হইলে উভয়েই মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইতেন। দাসীগণ প্রণয়ি-যুগলকে ধরিয়া একখানি সোফার উপর উপবেশন করাইল এবং তাঁহাদের চক্ষুতে ও মুখে গোলাপ সিঞ্চন করিয়া, তাঁহাদের চৈতন্য-সঞ্চার করিল।

সংজ্ঞালাভ করিয়া, সামসেল নীহার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু আবু তাহেরকে দেখিতে পাইলেন না। আবু তাহের তখন লজ্জিত হইয়া কক্ষান্তরে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, তাঁহাদের এই প্রণয়াভিনয় লইয়া হয় ত' কোন বিপদ্ উপস্থিত হইবে। সামসেল নীহার প্রকৃতিস্থ হইবা-মাত্র, আবু তাহের তাঁহার সন্নিকটবর্ত্তী হইলেন।

আবু তাহের সামসেল নীহারের নিকট উপস্থিত হইলে, যুবতী করুণস্বরে বলিলেন, "আবু তাহের, আপনার অনুগ্রহ ভিন্ন আমি কখনই পারস্য-রাজকুমারের সহিত মিলিত হইতে পারিতাম না, এজন্য আপনার নিকট আমি অশেষ প্রকারে কৃতজ্ঞ, এ কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ করা কদাচ আমার সাধ্য হইবে না। আপনার অনুগ্রহেই আমি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ রূপবান্ গুণবান্ ব্যক্তির প্রণয় লাভ করিয়াছি, আমি চিরজীবন এজন্য আপনার নিকট কৃতজ্ঞ হইয়া রহিব।" আবু তাহের মাথা নাড়িয়া সামসেল নীহারের কথায় সায় দিলেন।

নিরাশায় মের অবসান

তাহার পর সামসেল নীহার পারস্য-রাজকুমারের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "রাজপুত্র, আমি বুঝিয়াছি, আপনি সত্যই আমাকে ভালবাসেন। আমার প্রতি আপনার প্রণয় যতই অধিক হউক, আপনার প্রতি আমার প্রণয়ও সামান্য নহে, ইহাও সমান প্রবল। আমাদের পরস্পরের প্রতি প্রণয় যতই প্রগাঢ় হউক, এ প্রণয়ের ফল কেবল যন্ত্রণা, কষ্ট, অন্তর্দ্দাহ, নিরাশা; ইহা ভিন্ন আর কোন ফল দেখিতে পাইতেছি না। আল্লা যাহা করেন, তাহারই উপর নির্ভর করিয়া থাকা ভিন্ন আমাদের অন্য উপায়



সামসেল নীহার] প্রমোদ-ভোজ [২১৯

নাই ; অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহা লইয়াই আমাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। আপনার প্রতি আমার ভালবাসা, আমার হৃদয়ের মর্ম্মস্থল অধিকার করিয়াছে।" আবুল হাসেন বলিলেন, "ঠাকুরাণি, আপনি যাহা বলিলেন, আমিও তাহা ভিন্ন অন্য কিছু বলিবার ভাষা পাইতেছি না। যদি আপনি আমার প্রণয়ে মুহূর্ত্তের জন্যও সন্দেহ করেন, তাহা হইলে আমার প্রতি বড়ই অন্যায় করা হইবে। এ প্রেম চিরস্থায়ী, ইহা জীবনের অঙ্গীভূত, যখন জীবন যাইবে, তখন আমাদের সমাধিতে পর্য্যন্ত ইহার অস্তিত্ব বর্ত্তমান রহিবে ; দারিদ্র্য, দুঃখ, পীড়ন, নিন্দা, কোনপ্রকার বাধা ইহাকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না ; কখনই এ প্রণয়ের হ্রাস হইবে না।" আবুল হাসেনের চক্ষুপ্রান্ত হইতে অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল, সামসেল নীহারও অশ্রুস্রোতে বাধা দান করিতে পারিলেন না।

আবু তাহের বলিলেন, "ঠাকুরাণি, আপনারা এ ভাবে আক্ষেপ পরিত্যাগ করিয়া পরস্পরের প্রণয়লাভে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করুন। আপনার এই দুঃখের কোন কারণ আমি অনুমান করিতে পারিতেছি না। এখন এই প্রথম মিলনের মধ্যেই যখন আপনার এত আক্ষেপ, তখন বিরহকালে কি করিয়া যে আপনি ধৈর্য্যধারণ করিবেন, তাহা আমি অনুমান করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আমরা অনেকক্ষণ এখানে আসিয়াছি, আর অধিককাল এখানে থাকাও সঙ্গত নহে।"

ক্ষণিক মিলনে তৃপ্তি কোথায় ?

সামসেল নীহার বলিলেন, "নিষ্ঠুর, এ কথা বলিতে কি আপনার মনে একটুও কষ্ট হইল না ? আমার চক্ষে অশ্রু দেখিয়া, আমার মনের কষ্ট বুঝিয়াও আপনি কি করিয়া এমন কঠিন কথা বলিতে পারিলেন ? হা অদৃষ্ট ! আমি যে সুখ চাই, তাহা সর্ব্বক্ষণ আমাকে ভোগ করিতে দিতেছ না কেন ? কেন আমার প্রণয়াস্পদ প্রিয়তমের সহিত মিলনের মধ্যে বিচ্ছেদ আসিয়া, আমার প্রার্থিত সুখের মধ্যে যাতনার সৃষ্টি করিতেছে ?"

অনন্তর সামসেল নীহার একজন দাসীকে ইঙ্গিত করিতেই সে রৌপ্য-টেবিলে কতকগুলি সুমিষ্ট ফল আনিয়া রাখিল। সামসেল নীহার দুই একটি সুমিষ্ট ফল তুলিয়া আবুল হাসেনের মুখে দিলেন, আবুল হাসেনও কয়েকটি ফল স্বহস্তে তাঁহার প্রণয়িনীর মুখে তুলিয়া দিলেন। সামসেল নীহার আবু তাহেরকেও তাঁহাদের ফলাহারে যোগদান করিতে বলিলেন। আবু তাহের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া দুই একটি ফল মুখে তুলিলেন। তাহার পর স্বর্ণভৃঙ্গারে জল ও রৌপ্যনির্ম্মিত গামলা আনীত হইলে, সকলে হাত-মুখ প্রক্ষালন করিলেন। তাঁহারা উপবেশন করিলে, দশজন নৃত্য-গীতকুশলা সুন্দরী দাসীকে নিকটে রাখিয়া সামসেল নীহার অন্যান্য দাসীগণকে বিদায় করিয়া দিলেন। এক পিয়ালা সুমধুর মদ্য হস্তে লইয়া সামসেল নীহার আবার করুণস্বরে গান আরম্ভ করিলেন, একজন দাসী বীণা বাজাইতে লাগিল। সঙ্গীত শেষ হইলে সামসেল নীহার সেই মদ্য-পাত্র নিঃশেষিত করিলেন, এবং আর এক পাত্র তাঁহার প্রিয়তমের হস্তে প্রদান করিলেন। আবুল হাসেনও তাহা হস্তে লইয়া হৃদয়সম্মোহন সুরে গান করিলেন, দাসী বীণায় সুর দিতে লাগিল। তাঁহার গানের অর্থ এই যে, "হে আমার প্রিয়তমা হৃদয়েশ্বরি, আমি তোমার বিরহ স্মরণ করিয়া, এতই অধীর হইয়া পড়িয়াছি যে, আমি যাহা পান করিতেছি, তাহা সুরা না আমার নয়নাশ্রু, তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না।"—সামসেল নীহার আর এক পাত্র সুরা আবু তাহেরের হস্তে প্রদান করিলে, আবু তাহের ধন্যবাদ প্রদান করিয়া তাহা গলাধঃকরণ করিলেন।

প্রেমসঙ্গীতে প্রাণ-বিনিময়

আবার সঙ্গীত আরম্ভ হইল। সামসেল নীহার গান করিতে লাগিলেন। আবুল হাসেন মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সেই সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। এমন সময় সহসা একজন দাসী মহাভীতভাবে সেই কক্ষে

প্রবেশ করিয়া সংবাদ দিল, খালিফের সর্দ্দার খোজা মসরুর ও দুইজন কর্ম্মচারী কোন বিশেষ কার্য্যানুরোধে বাহিরের কক্ষদ্বারে দাঁড়াইয়া আছে, তাঁহার সহিত সাক্ষাতের প্রার্থনা করিতেছে।

এই সংবাদে আবু তাহের ও আবুল হাসেনের দুশ্চিন্তার সীমা রহিল না, তাঁহাদের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, বুকের মধ্যে কাঁপিতে লাগিল, তাঁহারা কি করিবেন, স্থির করিতে না পারিয়া, অস্থির হইয়া উঠিলেন। সামসেল নীহার অবিলম্বে তাঁহাদিগের ভয় দূর করিলেন।

রঙ্গকক্ষে চমকের বজ্রাঘাত!

সামসেল নীহার কথায় কথায় মসরুর ও দুইজন কর্ম্মচারীকে কিছুকাল দ্বার-প্রান্তে আবদ্ধ রাখিতে আদেশ করিয়া দাসীকে বিদায় করিলেন। অবিলম্বে সেই কক্ষের বাতায়নশ্রেণী বন্ধ করা হইল, বাতায়নের দিকের রেশমী-পর্দ্দাশ্রেণী ফেলিয়া দেওয়া হইল; তাহার পর আবুল হাসেন ও আবু তাহের একটি দ্বার দিয়া সেই কক্ষ-প্রান্তবর্ত্তী উপবনে প্রবেশ করিলেন; সামসেল নীহার স্বয়ং তাঁহাদিগকে উপবনমধ্যে লইয়া গেলেন, তাঁহার পশ্চাতে দ্বার বন্ধ হইল। তিনি আবুল হাসেন ও আবু তাহেরকে বলিলেন, "আর কোন ভয় নাই, আপনারা এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ।" কিন্তু তথাপি তাঁহাদের ভয় দূর হইল না।

আবুল হাসেন ও আবু তাহেরকে উপবনে রাখিয়া আসিয়া, সামসেল নীহার পুনর্ব্বার তাঁহার সিংহাসনে উপবেশন করিলেন, এবং মসরুর ও কর্ম্মচারিদ্বয়কে নিকটে আহ্বান করিতে আদেশ দিলেন। বিশজন কাফ্রী খোজা দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া, তাহারা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। খোজাগণের প্রত্যেকের কটিদেশে এক একখানি তীক্ষ্ণধার তরবারি, সুবর্ণালঙ্কৃত কোমরবন্ধে সেই তরবারি আবদ্ধ। মসরুর ও কর্ম্মচারিদ্বয় কক্ষে প্রবেশ করিয়া, আনতমস্তকে অভিবাদন করিতে করিতে সামসেল নীহারের সম্মুখে অগ্রসর হইল। সামসেল নীহার সিংহাসন হইতে উঠিয়া মৃদুহাস্যে খোজা সর্দ্দারকে তাহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মসরুর অবনত-মস্তকে সসম্ভ্রমে বলিল, "ঠাকুরাণি, খালিফের আদেশে আমি আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। খালিফ আদেশ করিয়াছেন, তিনি আপনার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া সুস্থ থাকিতে পারিতেছেন না, আজ সন্ধ্যাকালে তিনি আপনার কামরায় পদার্পণ করিবেন। আপনি যাহাতে তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হইতে পারেন, সে জন্য আপনাকে সংবাদ প্রদান করিতে আসিয়াছি; তাঁহার আশা আছে, আপনি তাঁহাকে সন্দর্শন করিয়া, তাঁহারই ন্যায় আনন্দলাভ করিবেন।"

সামসেল নীহার ভূমিতলে অবনত হইয়া খালিফের আদেশের অনুমোদন করিলেন, তাহার পর বলিলেন, "তুমি খালিফকে আমার সম্মান জানাইয়া বলিবে, তাঁহার এই আদেশে আমি পরম পরিতোষ ও গৌরব বোধ করিলাম, এ দাসী তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত থাকিবে।" অনন্তর তিনি খালিফের উপযুক্ত আয়োজনের জন্য দাসীগণকে আদেশ প্রদান করিলেন।

প্রেমনৈরাশ্যের দাবদাহ

সর্দ্দার খোজা মসরুর প্রস্থান করিলে, সামসেল নীহার আবুল হাসেনকে শীঘ্র বিদায় করিতে হইবে, এই আশঙ্কায় অত্যন্ত মর্ম্ম-পীড়িত হইলেন। তিনি অশ্রুপূর্ণলোচনে যুবকদ্বয়ের নিকট উপস্থিত হইলে, আবু তাহের তাঁহার অশ্রুময় মুখ দেখিয়া কোন প্রকার বিপদের আশঙ্কায় অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন। সামসেল নীহার আবুল হাসেনকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "প্রিয়তম, প্রাণাধিক! আমার সহিত তুলনায় আমা অপেক্ষা তুমি অনেকাংশে সৌভাগ্যবান্, আমার অদর্শনে তোমার কষ্ট হইবে সত্য, কিন্তু আমাকে পুনর্ব্বার দেখিবার আশায় তুমি সে কষ্ট সহ্য করিতে পারিবে; আমার যন্ত্রণার আর সীমা নাই, আমি কেবল যে আমার হৃদয়েশ্বরের বিরহ-যন্ত্রণা সহ্য করিব, তাহাই নহে, আমি তোমাকে ভালবাসিয়া যাঁহাকে দুই চক্ষুর বিষ করিয়াছি, তাঁহাকেই আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিতে হইবে, তাঁহার সহিত আমোদ-প্রমোদ ও প্রেমালাপ

করিতে হইবে, এ যাতনার কি তুলনা আছে?"—সামসেল নীহার কাতরভাবে রোদন করিতে লাগিলেন, বিরহের পূর্ব্বেই তিনি বিরহ-যন্ত্রণায় দগ্ধ হইতে লাগিলেন। আবুল হাসেন তাঁহাকে সান্ত্বনাদানের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কথা বাহির হইল না।

আবু তাহেরের তখন মনের ভাব, কিরূপে এই সিংহের গুহা হইতে তাঁহারা বাহির হইবেন। তিনি মিষ্টবাক্যে উভয়কে সান্ত্বনা করিলেন, ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে বলিলেন। সামসেল জানাইলেন, "খালিফের আগমনের অধিক বিলম্ব নাই, এ অবস্থায় অধীর হইয়া থাকিলে বিশেষ বিপদের আশঙ্কা আছে।" সামসেল নীহার বহু কষ্টে প্রিয়তমের নিকট বিদায়গ্রহণ করিলেন এবং অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে খালিফের অভ্যর্থনার জন্য কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলেন।



বিদায়-অশ্রু-ধারা

বিশ্বাসী ভৃত্য, আবুল হাসেন ও আবু তাহেরকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল, তাহার পর একটি সুপ্রকাণ্ড হলঘরে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাদিগকে নির্ভয়ে বাহির হইয়া যাইতে বলিল। সে পশ্চাতের দ্বার বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল। আবু তাহের ও আবুল হাসেন সেই হলঘরের ভিতর দিয়া চলিতে লাগিলেন, সহসা যদি এখানে খালিফ কিম্বা তাঁহার কোন কর্ম্মচারী আসিয়া উপস্থিত হন, তাহা হইলে আর পলায়নের পথ নাই ভাবিয়া, তাঁহারা অত্যন্ত ভীত হইলেন, এবং এদিক্ ওদিক্ চাহিতে চাহিতে চলিতে লাগিলেন।

হঠাৎ বাতায়নপথে উজ্জ্বল আলোক দেখা গেল। তাঁহারা বাতায়নের নিকটে উপস্থিত হইয়া আলোকের কারণ কি, দেখিবার জন্য কৌতূহলী হইলেন,—দেখিলেন, একশত যুবতী দাসী একশত মশাল হস্তে লইয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে, তাহাদের পশ্চাতে আর একশত বয়োধিকা যুবতী ;—রক্ষীর বেশ, অস্ত্রশস্ত্রে তাহাঁরা সুসজ্জিতা। তাহাদের পশ্চাতে খালিফ, খালিফের দক্ষিণ পার্শ্বে মসরুর, বামে ওয়াসিফ—দ্বিতীয় খোজা সর্দ্দার।

প্রমোদ-বাসরের শোভাযাত্রা

বিংশতিজন সুন্দরী যুবতী দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া, খালিফ কার্পেট-আবৃত পথ দিয়া, সামসেল নীহারের কক্ষাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। এই বিংশতি যুবতীর রূপ অনুপম, তাহাদের কণ্ঠে হীরক-হার, কর্ণে হীরক-দুল। তাহারা সকলেই বাদ্য বাজাইতে বাজাইতে খালিফের সঙ্গে যাইতেছিল। সামসেল নীহার খালিফকে দেখিয়াই তাঁহার পদতলে নিপতিত হইয়া, তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। সেই সময়ে তিনি মনে

আত্মনিবেদনের বঞ্চনা

মনে বলিলেন, 'হে পারস্যরাজকুমার, আমি এখন যাহা করিতে বাধ্য হইয়াছি, যদি তুমি তাহা দেখিতে পাইতে, তাহা হইলে তুমি বুঝিতে, আমার যাতনা কত অধিক। আমি কেবল এই ভাবে তোমার চরণেই লুটাইয়া পড়িতে বাঞ্ছা করি, অন্য কাহারও চরণে নহে, তোমাকে এ ভাবে অভ্যর্থনা করিতেই আমার হৃদয়ে আনন্দসঞ্চার হয়।'

খালিফ সামসেল নীহারের বিনয়প্রকাশে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "সুন্দরি, উঠ, আমি অনেক দিন তোমাকে না দেখিয়া ক্ষুণ্ণ আছি, আমার কাছে বসিয়া আমার মনোবেদনা দূর কর।"—খালিফ সুন্দরীর হাত ধরিয়া তাঁহাকে উঠাইলেন এবং তাঁহাকে লইয়া রৌপ্য-সিংহাসনে বসিলেন। বিশজন দাসী তাঁহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া স্বতন্ত্র আসনে উপবেশন করিল। যাহারা মশালহস্তে আসিয়াছিল, তাহারা বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিল।

চতুর্দ্দিক্ আলোকমালায় সুসজ্জিত হইয়া দিবালোকের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, খালিফ তাহা দেখিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

পারস্য-রাজকুমার ও আবু তাহের তখনও প্রাসাদের মধ্যে হলঘরে অবস্থান করিতেছিলেন, এই আলোকদাম ও উজ্জ্বল দৃশ্য দেখিয়া আবু তাহের সবিস্ময়ে বলিলেন, "আজ যাহা আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইল, এমন সুন্দর দৃশ্য জীবনে কখনও দেখি নাই, সকলই স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইয়াছে। কি বিপুল ঐশ্বর্য্য, কি অতুলনীয় শোভা!"

আবুল হাসেন কোন কথা বলিলেন না, তিনি তখন প্রেমজ্বরে জরজর, বিরহবিষে মর-মর, তিনি বলিলেন, "ভাই আবু তাহের, তুমি যে সকল সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতেছ, আমি তাহা উপভোগ করিতে পারিতেছি না। আমার দুর্ভাগ্য! আমার হৃদয় প্রেমস্বপ্নে আত্মহারা; এই সকল দৃশ্যে কেবল আমার সন্তাপ বাড়িতেছে। আমি বুঝিতেছি, আমার প্রতিদ্বন্দ্বী কিরূপ প্রবল! আমার অদৃষ্ট বড় মন্দ, কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে আমি আপনাকে সকলের অপেক্ষা সুখী মনে করিতেছিলাম, এখন বোধ হইতেছে, আমার অপেক্ষা দুঃখী আর কেহই নাই। এখন মনে হইতেছে, মৃত্যু ভিন্ন আর কিছুই আমার মনে শান্তিদান করিতে পারিবে না। আমার ধৈর্য্য চূর্ণ হইয়াছে, আমি বিরহযাতনায় অভিভূত হইয়াছি, আমার সাহস লোপ পাইয়াছে।"—এমন সময় প্রাসাদান্তরালবর্ত্তী উপবনে কোন শব্দ শুনিয়া হাসেন নীরব হইলেন।

প্রমোদ-স্বপ্ন-ভঙ্গে মূর্চ্ছা

ঐ শব্দ বাগানের দিক্ হইতেই আসিয়াছিল, দাসীগণ খালিফের আদেশে সঙ্গীত আরম্ভ করিয়াছিল, এই সঙ্গীত অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী এবং আকুল উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ, সেই সঙ্গীত শুনিয়া সামসেল নীহারের হৃদয়ে বিরহবেদনা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে খালিফের সঙ্গসুখও তাঁহার দুঃসহ হইল, এত যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। ইহাতে কিঙ্করীগণ অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে ধরিবার জন্য সবেগে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল, সেই জন্যই ঐ শব্দ। দাসীগণ সকলে ধরাধরি করিয়া সামসেল নীহারকে কক্ষান্তরে লইয়া চলিল।

আবুল হাসেন বাতায়নপথে এই দৃশ্য দেখিয়া আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না, তিনি তাঁহার বন্ধুর পাদদেশে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। আবু তাহের ইহাতে বড়ই বিপন্ন হইলেন, তিনি বন্ধুর মূর্চ্ছাভঙ্গের জন্য নানা চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। ঠিক এই মুহূর্ত্তে একজন দাসী সেই হলঘরে প্রবেশ করিয়া, আবু তাহেরকে বলিল, "যদি নির্ব্বিঘ্নে বাহির হইতে চান, তবে

এই সময় আমার অনুগমন করুন, এখন সকলেই ব্যস্ত; কেহ কোন দিকে লক্ষ্য করিবে না, এখন এখান হইতে পলায়ন না করিলে পরে পলায়ন দুর্ঘট হইবে।” আবু তাহের বলিলেন, “হায় হায়! কিরূপে এখন পলায়ন করিব? আবুল হাসেনের কিরূপ অবস্থা চাহিয়া দেখ।” দাসী আবুল হাসেনকে অচেতন দেখিয়া দ্রুতবেগে জল আনিতে গেল এবং পাত্রপূর্ণ সুশীতল গোলাপ-জল লইয়া অবিলম্বে সেইখানে প্রত্যাগমন করিল।

চোখে-মুখে জলের ধারা দেওয়াতে কিছুকাল পরে আবুল হাসেনের চৈতন্যসঞ্চার হইল। তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ দেখিয়া, আবু তাহের অত্যন্ত ব্যস্তভাবে বলিলেন, “বন্ধু! উঠ, পলায়নের এই প্রশস্ত সময়, এখন যদি আমরা এ স্থান ত্যাগ না করি, তবে আমাদের প্রাণরক্ষা করাই দুরূহ হইবে।” আবুল হাসেন তখনও অত্যন্ত দুর্ব্বল, তিনি স্বয়ং উঠিতে পারিলেন না, আবু তাহের ও দাসী তাঁহার হাত ধরিয়া উঠাইলেন, তাহার পর তাঁহারা একটি ক্ষুদ্র লৌহদ্বারের নিকট উপস্থিত হইলেন, এই দ্বার টাইগ্রিস্ নদীর দিকে উন্মুক্ত, দ্বারপ্রান্ত হইতে পথ নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। দাসী করতালি প্রদান করিবামাত্র একটি অদৃশ্য স্থান হইতে একখানি ক্ষুদ্র নৌকা তাঁহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইল। দাসী উভয় বন্ধুকে সেই নৌকার উপর উঠাইয়া দিয়া খালের ধারে দাঁড়াইয়া রহিল। নৌকায় উঠিয়া, আবুল হাসেন বামহস্ত তাঁহার বক্ষঃস্থলে রাখিয়া, দক্ষিণ হস্ত অদূরবর্ত্তী প্রাসাদের দিকে প্রসারিত করিয়া, অতি মৃদুস্বরে বলিলেন, “প্রাণেশ্বরি, আমার হৃদয়ে যে অগ্নি জলিতেছে, সেই অগ্নি তোমার বিরহে আমার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত জলিতে থাকিবে, তাহাতেই দগ্ধ হইয়া আমি এ জীবন ত্যাগ করিব।”



প্রেমিকের চম্পট!

প্রেমস্মৃতি কবরের সাথী

খাল হইতে নৌকা টাইগ্রিসবক্ষে আসিয়া পড়িল। আবুল হাসেন তখনও অত্যন্ত কাতরতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন, আবু তাহের ধৈর্য্যধারণের জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেন। নৌকা তীরে আসিয়া লাগিল, আবু তাহের আবুল হাসেনকে অবতরণ করিতে বলিলেন, কিন্তু তখনও তিনি বড় দুর্ব্বল।

২১৫৮৮১০.১৮৫১১

তাঁহাকে চলৎশক্তিহীন দেখিয়া, আবু তাহের বড় চিন্তিত হইলেন, নিকটেই আবু তাহেরের এক বন্ধুর গৃহ ছিল, সেখানে আবুল হাসেনকে অতি কষ্টে টানিয়া লইয়া চলিলেন। বন্ধুগৃহে উপস্থিত হইলে বন্ধুটি পরম সমাদরে তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা করিলেন এবং এত রাত্রিতে তাঁহারা কোথা হইতে আসিতেছেন, তাহা জানিতে চাহিলেন। আবু তাহের বলিলেন, "ভাই, আজ সন্ধ্যার সময় শুনিলাম, আমার একজন দেনাদার দীর্ঘকালের জন্য বিদেশে যাত্রা করিতেছেন, শুনিয়া আমি টাকাগুলি আদায়ের চেষ্টায় তাঁহার সদনে গিয়াছিলাম, কিন্তু আমি তাঁহার বাড়ী চিনিতাম না বলিয়া, আমার এই বন্ধুটিকে সঙ্গে লইতে হইয়াছিল, ইনি তাঁহার বাড়ী চিনিতেন। অনেক সন্ধানে সেই ব্যক্তির গৃহে উপস্থিত হইলাম, সেখান হইতে ফিরিয়া আসিতেছি, পথে সহসা আমার এই বন্ধুটি পীড়িত হইয়া পড়িলেন, সুতরাং অগত্যা অসময়ে তোমার গৃহে আসিয়াই আশ্রয় লইতে হইল। আজ রাত্রে আমরা এখানে বিশ্রাম করিবার ইচ্ছা করিতেছি।"

আত্মগোপনে বিরহজ্বালার অবসানপ্রয়াস

বন্ধুটি আবু তাহেরের এই কথায় বিশ্বাস করিয়া, তাঁহাদের বিশ্রামের আয়োজন করিয়া দিলেন। আবুল হাসেন শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার নিদ্রা নানাপ্রকার কষ্টদায়ক স্বপ্নে পরিপূর্ণ হইল। অতি কষ্টে রাত্রি অতিবাহিত হইলে, আবু তাহের প্রত্যুষেই বন্ধুর নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন, এবং আবুল হাসেনকে সঙ্গে লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। এই পথপর্য্যটনে আবুল হাসেন অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন, তিনি আবু তাহেরের গৃহে উপস্থিত হইয়াই সোফার উপর পড়িয়া হাঁপাইতে লাগিলেন। আবুল হাসেন তখন আর গৃহে যাইতে অশক্ত দেখিয়া, আবু তাহের স্বগৃহেই তাঁহার শয়নের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। আবুল হাসেনের অসুখের সংবাদ শুনিয়া বন্ধুগণ আবু তাহেরের গৃহে দেখিতে আসিলেন।

অপরাহ্নকালে আবুল হাসেন তাঁহার বন্ধুর নিকট বিদায় চাহিলেন, কিন্তু তাঁহার দৈহিক দুর্ব্বলতার কথা বিবেচনা করিয়া, আবু তাহের তাঁহাকে সেদিন সেই গৃহেই বিশ্রাম করিতে বলিলেন। সায়ংকালে আবু তাহের বন্ধুর চিত্তে প্রফুল্লতাসঞ্চারের অভিপ্রায়ে নৃত্যগীতের আয়োজন করিলেন, কিন্তু নৃত্যগীত-শ্রবণে আবুল হাসেনের চিত্ত প্রফুল্ল না হইয়া আরও অধিক বিষণ্ণ হইল, তাঁহার প্রিয়তমার সহবাসসুখের কথাই পুনঃ পুনঃ তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। আবু তাহের তাঁহার অবস্থা দেখিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে উপদেশ দান করিতে আরম্ভ করিলেন। আবুল হাসেন বলিলেন, "ভাই আবু তাহের, তুমি আমার পরম বন্ধু, আমাকে যে উপদেশ দান করিতেছ, তাহা অতি সঙ্গত উপদেশ, তাহাও বুঝিতেছি, কিন্তু ভাই, তোমার উপদেশ অনুসারে চলা যে আমার পক্ষে কত দুঃসহ, তাহা ত' তুমি বুঝিতেছ না। আমি তোমার উপদেশের মূল্য বুঝিতেছি, কিন্তু তাহা আমার নিকট নিরর্থক হইতেছে। সামসেল নীহারের প্রতি অনুরাগ আমার জীবননাশের কারণ হইবে, তাহা আমি জানি, কিন্তু এই অনুরাগ আমার সমাধিক্ষেত্রেও আমার অনুগমন করিবে।"

সমাধিই এ অনুরাগের সমাপ্তি

আবু তাহেরের সহিত আবুল হাসেন তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলেন। আবু তাহের বিদায় লইবেন, এমন সময় আবুল হাসেন সবিনয়ে বন্ধুকে বলিলেন, "ভাই, আমার ভাব দেখিয়া তুমি আমার উপর রাগ করিও না, তোমার হিতকর উপদেশ অনুসারে আমি যে চলিতে পারিতেছি না, তাহা আমার দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে, কিন্তু ভাগ্যের উপর কাহারও হাত নাই, তুমি আমার পরম বন্ধু, এখন বন্ধুর কাজ কর। আমার সামসেল নীহারের যদি কোন সংবাদ পাও, তবে তাহা আমাকে জানাইয়া আমার দগ্ধ হৃদয় শীতল করিও, তোমার নিকট এখন কেবল আমি এই অনুগ্রহই প্রার্থনা করিতেছি। আমি দেখিয়া আসিয়াছি, সে আমার বিরহে মূর্চ্ছিতা হইয়াছে, তাহার পর তাহার মূর্চ্ছাভঙ্গ হইয়াছে কি না, এখন

কেমন আছে, তাহা কিছুই আমি জানিতে পারিতেছি না।”—আবু তাহের বলিলেন, “তুমি এ জন্য কোন চিন্তা করিও না, আমি নিশ্চয়ই বলিতে পারি, তাঁহার মূর্চ্ছাতে তাঁহার কোন অপকার হয় নাই, তাঁহার পরিচারিকা আমার নিকট শীঘ্রই উপস্থিত হইয়া, আমাকে সকল কথা জ্ঞাত করিবে, এ বিশ্বাস আমার আছে।”

ঔষধে কি প্রেম-ব্যাধি সারে ?

আবু তাহের বন্ধুর নিকট বিদায়গ্রহণ করিয়া, স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং প্রতি মুহূর্ত্তে সামসেল নীহারের দাসীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ [illegible] না, এমন কি, তৎপরদিবসও দাসীর সাক্ষাৎ মিলিল না, তখন আবু তাহের বড় উদ্বিগ্ন হইলেন। এ[illegible]কে আবুল হাসেনের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়াও তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না, সুতরাং তিনি বন্ধুকে দেখিতে চলিলেন। বন্ধুগৃহে উপস্থিত হইয়া আবু তাহের দেখিলেন, আবুল হাসেন শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত, কয়েকজন চিকিৎসক ও বন্ধু তাঁহার শয্যাপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার রোগ আবিষ্কারের জন্য যৎপরোনাস্তি আয়াস স্বীকার করিতেছেন। আবু তাহেরকে দেখিয়া আবুল হাসেন মৃদু হাস্য করিলেন, এই হাস্যের দুইটি অর্থ;—একটি তোমাকে দেখিয়া সুখী হইলাম, দ্বিতীয়টি এই সকল চিকিৎসক কি বোকা, ঔষধ খাওয়াইয়া আমার ব্যাধি আরোগ্য করিতে চাহে!

কিয়ৎকাল পরে চিকিৎসক ও অন্যান্য বন্ধুগণ বিদায়গ্রহণ করিলে, আবু তাহের একাকী আবুল হাসেনের শয্যাপ্রান্তে উপবিষ্ট রহিলেন। আবু তাহের জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভাই, এখন কেমন আছ?”—আবুল হাসেন নৈরাশ্যবিজড়িত-স্বরে বলিলেন, “আর কেমন আছি, পীরিতে প্রমাদ উপস্থিত আর কি! সামসেল নীহারের প্রতি অনুরাগ আমাকে প্রতি মুহূর্ত্তেই অধিক যাতনা দান করিতেছে, যন্ত্রণা আমার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহার উপর হকিমীচিকিৎসকদল আমাকে বিরক্ত করিয়া মারিল। লোক আসিতেছেই—আসিতেছেই, ইহারা আমাকে কোনমতে শান্তিতে থাকিতে দিবে না। অভদ্রতা প্রকাশ না করিলে আর ইহাদিগকে দূর করিবার উপায় দেখিতেছি না। কেবল তোমার সহবাসেই যাহা কিছু শান্তি ও আনন্দ পাই, কিন্তু তুমিও দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছ। যাহা হউক, সামসেল নীহারের—আমার প্রাণতোষিণী প্রিয়তমার কি সংবাদ আনিয়াছ বল, বলিয়া আমার তাপিত চিত্ত শীতল কর, তাহার দাসী কি আসিয়াছিল? কি সংবাদ আনিয়াছ, শীঘ্র বল।”—

পিরীতে প্রমাদ !

আবু তাহের বলিলেন, “তোমার প্রিয়তমার নিকট হইতে আমি আর কোন সংবাদই পাই নাই, দাসী এ পর্য্যন্ত আমার নিকট আসে নাই।” এই কথা শুনিবামাত্র আবুল হাসেনের নেত্র অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল, তিনি আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না, তাঁহার হৃদয়ে শোকসিন্ধু উথলিয়া উঠিল। তাঁহার এই ভাব লক্ষ্য করিয়া আবু তাহের বলিলেন, “ভাই, তুমি বৃথা মনঃকষ্ট পাইতেছ, আমার অনুরোধে তুমি শান্ত হও, এখনই হয় ত' কেহ এখানে আসিয়া পড়িবে, তখন তাহার নিকট তোমার মনের ভাব গোপন করা কঠিন হইবে।”—আবুল হাসেন বলিলেন, “বন্ধু, আমি মনের ভাব মনের ভিতর লুকাইয়া রাখিতে পারি বটে, কিন্তু মুখে সে কথা না বলিলেও, আমি যে অশ্রুগোপনে অসমর্থ। সামসেল নীহারের সুস্থসংবাদ না পাইলে যে আমি কোন প্রকারেই ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিতেছি না। তাহার বিরহে আমি কিরূপে প্রাণধারণ করিব?” আবু তাহের বলিলেন, “ভাই, তোমার কোন ভয় নাই, তুমি নিশ্চয় জানিও, তোমার প্রিয়তমা কুশলে আছেন, এ বিষয়ে তুমি কোন সন্দেহ করিও না। তিনি কোন সংবাদ পাঠাইতে পারেন নাই সত্য, কিন্তু আমি বুঝিতেছি, তিনি সংবাদ পাঠাইবার সুবিধা পান নাই বলিয়াই সংবাদ

পাঠাইতে পারেন নাই, আজ নিশ্চয়ই তাঁহার সংবাদ শুনিতে পাইবে।" এই প্রকার নানা সান্ত্বনাবাক্য বলিয়া আবু তাহের বন্ধুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া আবু তাহের দেখিলেন, সামসেল নীহারের প্রিয়তমা বাদী তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছে, তাহার বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া আবু তাহের অমঙ্গল আশঙ্কায় ভীত হইলেন। তিনি সামসেল নীহারের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেই দাসী বলিল, "অগ্রে আপনাদের কুশল-সংবাদ বলুন, আপনাদের জন্ম বড় দুশ্চিন্তা হইয়াছিল। রাজপুত্রের অবস্থা কিরূপ, তাহা আমরা কিছুই জানিতে পারি নাই, ইহাই দুশ্চিন্তার প্রধান কারণ।" আবু তাহের দাসীকে সকল সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। সকল কথা শুনিয়া দাসী বলিল, "আমার ঠাকুরাণীর অবস্থাও রাজপুত্রের অবস্থা অপেক্ষা ভালো নহে, বরং অধিকতর শোচনীয়। আপনাদিগকে নৌকায় উঠাইয়া দিয়া আমি সামসেল নীহারের কক্ষে প্রত্যাগমন করিয়া দেখি, তখনও তাঁহার মূর্চ্ছাভঙ্গ হয় নাই, সকলেই সযত্নে তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছে, খালিফ তাঁহার পাশে কাতরভাবে বসিয়া আছেন, তিনি সকলকে, বিশেষতঃ আমাকে এই আকস্মিক দুর্ঘটনার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু আমরা সকলেই প্রকৃত কথা গোপন করিলাম। ঠাকুরাণীর অবস্থা দেখিয়া আমরা কেহই অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলাম না। প্রাণপণ যত্নে শুশ্রূষার পর মধ্যরাত্রে তাঁহার চৈতন্যসঞ্চার হইল। তাহা দেখিয়া খালিফ মহা আনন্দিত হইলেন, তিনি সামসেল নীহারকে তাঁহার মূর্চ্ছার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। খালিফ নিকটে বসিয়া আছেন দেখিয়া সামসেল নীহার উঠিবার চেষ্টা করিলেন, খালিফ তাঁহাকে উঠিতে নিষেধ করিলে সামসেল নীহার খালিফের চরণচুম্বন করিয়া বলিলেন, 'জাঁহাপনা, আল্লার নিকট প্রার্থনা করি, যেন আপনার চরণতলে এ অধীনী কিঙ্করীর মৃত্যু হয়, আমার প্রতি আপনার যে কত দয়া, তাহার বিশেষ পরিচয় পাইয়াছি।'

খালিফের প্রমোদিনী তোয়াজ

"খালিফ যুবতীর হস্তধারণ করিয়া বলিলেন, 'আমিও তোমার ভালবাসার যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছি। আমার অনুরোধ, তুমি শরীরের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। তুমি হয় ত' আজ কোন প্রকার অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া এই বিপদ ডাকিয়া আনিয়াছ। তোমার স্বাস্থ্যের যাহা প্রতিকূল, এরূপ কাজ আর কদাপি করিও না। তুমি যে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়াছ, ইহাই পরম সুখের বিষয়। তুমি এখন এইখানেই বিশ্রাম কর, আজ রাত্রে আর তোমার শয়নকক্ষে যাইবার আবশ্যক নাই।'—খালিফ জনৈক কিঙ্করীকে মদ্য আনিতে বলিলে, কিঙ্করী স্বর্ণপাত্রে উৎকৃষ্ট মদিরা লইয়া খালিফের নিকট উপস্থিত হইল। খালিফ স্বহস্তে তাহা একটু একটু করিয়া সামসেল নীহারকে পান করাইলেন। ইহাতে সামসেল নীহারের দেহে কিঞ্চিৎ বলের সঞ্চার হইল, তখন খালিফ তাঁহার নিকট হইতে বিদায়চুম্বন গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

বিদায়ের সোহাগ-চুম্বন

"খালিফ উঠিয়া গেলে সামসেল নীহার আমাকে তাঁহার নিকটস্থ হইবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন, তিনি আমাকে আপনাদের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি যাহা যাহা জানিতাম, সকল কথা তাঁহাকে নিবেদন করিলাম; তবে পাছে তিনি পুনর্ব্বার অধিক কাতর হন, এই ভয়ে রাজপুত্রের মূর্চ্ছার কথা বলিলাম না। ঠাকুরাণী সকল কথা শুনিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, 'প্রিয়তম, তোমাকে যতক্ষণ না দেখিব, ততক্ষণ আমার আর কিছুই ভাল লাগিবে না, আমি সকল আনন্দ, সকল প্রমোদ পরিত্যাগ করিলাম। তোমাকে না পাইলে আর আমার এ অশ্রুপ্রবাহ থামিবে না।'—তিনি পুনর্ব্বার সবেগে অশ্রুত্যাগ করিতে লাগিলেন, তাহার পর আমার ক্রোড়ে দ্বিতীয়বার মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। আমি ও আমার সখীগণ

অনেক কষ্টে তাঁহার মূর্চ্ছাভঙ্গ করিলাম, অনেক প্রকার সান্ত্বনা দান করিলাম। তিনি বহু বিলাপ ও কাতরতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমার একজন সখী তানপূরা হাতে লইয়া গান আরম্ভ করিতেই সামসেল নীহার ইঙ্গিতে তাহাকে নিষেধ করিলেন; তাহাকে ও অন্যান্য দাসীকে গৃহত্যাগ করিতে আদেশ দিলেন। কেবল আমি একাকী গৃহে থাকিলাম, তাঁহার সহিত সেই গৃহে রাত্রিযাপন করিলাম। হা আল্লা, সে যে কি কষ্ট! সমস্ত রাত্রি তিনি কাঁদিয়া কাটাইলেন, আর ক্রমাগত পারস্য-রাজকুমারের নাম করিতে লাগিলেন।

প্রেমোন্মাদিনীর মূর্চ্ছা

"পরদিন খালিফের আদেশে রাজপ্রাসাদের সকল চিকিৎসক সামসেল নীহারকে দেখিতে আসিলেন। চিকিৎসকরা যে সকল ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন, তাহাতে ব্যাধি আরোগ্য না হইয়া আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। রাত্রিতে সামসেল নীহার একটু সুস্থ হইলে, আমাকে ডাকিয়া আবুল হাসেনের সংবাদ লইতে আদেশ করিলেন।"

দাসীমুখে সকল কথা শুনিয়া আবু তাহের তাহাকে সকল সংবাদ সবিস্তারে বলিলেন, আবুল হাসেনের মনের ভাবও কিরূপ শোচনীয়, তাহাও প্রকাশ করিলেন; বলিলেন, "সামসেল নীহারকে ধৈর্য্যধারণ করিতে বিশেষরূপে অনুরোধ করিবে; অন্যথা যদি খালিফের উপস্থিতকালে কোন প্রকারে তাঁহার মুখ দিয়া কোন কথা প্রকাশ হইয়া পড়ে, তাহা হইলে কোনরূপে আমাদের প্রাণরক্ষা হইবে না, সকলকেই প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। খালিফ কাহাকেও মার্জ্জনা করিবেন না।"

দাসীর সহিত কথা শেষ হইলে সে বিদায়গ্রহণ করিল। আবু তাহের তাঁহার আবশ্যকীয় কতকগুলি কাজ শেষ করিয়া অপরাহ্ণে পুনর্ব্বার বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন;—প্রভাতে আবুল হাসেনকে তিনি যেরূপ দেখিয়াছিলেন, অপরাহ্ণেও তাঁহাকে সেইরূপই দেখিলেন। আবুল হাসেন আবু তাহেরকে তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া বলিলেন, "ভাই আবু তাহের, তোমার অনেক বন্ধু আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তোমার মূল্য আমি যত বুঝি, তাহারা সেরূপ বুঝিতে পারে না; আমার জন্য তুমি যৎপরোনাস্তি চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রম করিতেছ, কষ্টস্বীকারেও তোমার ক্লান্তি নাই। তোমার এই স্নেহ ও বন্ধুতার কথা আমি কখনই বিস্মৃত হইব না।"

আবু তাহের বলিলেন, "রাজপুত্র, তুমি এ সকল বাজেকথা কেন বলিতেছ? তোমার একটি চক্ষু বাঁচাইবার জন্য আমি যে আমার একটি চক্ষু নষ্ট করিতে প্রস্তুত, কেবল তাহাই নহে, আমি তোমার জন্য আমার প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে পারি, ইহা শুধু কথার কথা মাত্র মনে করিও না। সামসেল নীহারের দাসী প্রভাতে আমার নিকট আসিয়াছিল, তাঁহার বিরহে তোমার মনে যে যন্ত্রণা হইয়াছে, তোমার বিরহে তিনিও ততোধিক যন্ত্রণা পাইতেছেন, তাহা দাসী-মুখে অবগত হইয়াছি।" আবুল হাসেন আবু তাহেরের মুখে আনুপূর্ব্বিক সকল কথা শ্রবণ করিলেন, সকল কথা শুনিয়া তাঁহার নয়ন হইতে দর-বিগলিত-ধারে অশ্রু পড়িতে লাগিল।

প্রেম-নৈরাশ্যের মর্ম্মবেদনা

উভয় বন্ধুতে কথা কহিতে কহিতে রাত্রি অধিক হইল, সুতরাং আবুল হাসেন আবু তাহেরকে সে রাত্রি তাঁহার গৃহে বাস করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। উভয়ে একত্র রাত্রিযাপন করিলেন।

পরদিন প্রভাতে আবু তাহের বন্ধু-গৃহ হইতে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন, কিছু দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, একটী স্ত্রীলোক তাঁহার দিকে আসিতেছে, তিনি অল্পকালের মধ্যে তাহাকে চিনিতে পারিলেন' সেই স্ত্রীলোকটি আর কেহই নহে, সামসেল নীহারের দাসী। দাসী একখানি পত্র বাহির করিয়া তাহা আবু তাহেরের হস্তে অর্পণ করিল, সামসেল নীহার পত্রখানি তাঁহার প্রিয়তম প্রেমাস্পদ আবুল হাসেনকে

লিখিয়াছিলেন। পত্রখানি দেখিয়া সেই দাসীর সহিত আবু তাহের প্রফুল্লবদনে তৎক্ষণাৎ আবুল হাসেনের গৃহে পুনঃ প্রত্যাগমন করিলেন।

আবু তাহেরকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া, আবুল হাসেন উৎকণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বন্ধু, সংবাদ কি?" আবু তাহের বলিলেন, "সংবাদ ভাল, তুমি যাহা ইচ্ছা করিতেছিলে, আল্লা তাহাই পূর্ণ করিয়াছেন। কক্ষান্তরে সামসেল নীহারের দাসী প্রতীক্ষা করিতেছে, সে তোমার পত্র আনিয়াছে, তোমার অনুমতি হইলেই সে তোমার নিকট আসিয়া সকল কথা জ্ঞাপন করিতে পারে।"—আবুল হাসেন বলিলেন, "বন্ধু, অবিলম্বে দাসীকে আমার এই কক্ষে লইয়া আইস।" আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া আবুল হাসেন শয্যার উপর উপবেশন করিয়া দাসীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

আবুল হাসেন দাসীকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিয়া, তাহাকে কুশল-সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, দাসী সবিনয়ে বলিল, "রাজপুত্র, আপনি প্রেমে পড়িয়া নিরন্তর যে সকল কষ্ট সহ্য করিতেছেন, তাহা আমরা অবগত হইয়াছি। আমি আশা করি, আমাদের ঠাকুরাণীর নিকট হইতে আমি যে পত্র আনিয়াছি, তাহা পাঠ করিয়া আপনার যন্ত্রণার অনেক লাঘব হইবে।"—পত্রখানি দাসী আবুল হাসেনের হস্তে অর্পণ করিল। আবুল হাসেন পত্রখানি পরমাগ্রহে গ্রহণ করিয়া, প্রথমে তাহা চুম্বন করিলেন, তাহার পর খুলিয়া পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন।

প্রেমপত্রে প্রেম চুম্বন

"পারস্যরাজকুমার আলী আবু বেকারের নিকট অধীনী সামসেল নীহারের নিবেদন। যে দাসী আপনার নিকট এই পত্র লইয়া যাইতেছে, সে আপনাকে আমার অবস্থার কথা জানাইবে। কারণ, আপনার বিরহে আমি এতদূর কাতর হইয়াছি যে, আমি আপনাকে আমার সম্বন্ধে কোন কথাই লিখিতে পারিব না। আপনার অদর্শনে আমি পাগলিনীর ন্যায় হইয়া এই পত্রে আমার মনোভাব-প্রকাশের চেষ্টা করিতেছি। হায়, আপনার সঙ্গে কথা না কহিলে কি আমার এ দগ্ধ-হৃদয় শীতল হইবে?

"লোকে বলে, ধৈর্য্যে সকল বেদনার অবসান হয়, কিন্তু আমি যতই ধৈর্য্যধারণ করিতেছি, আমার বেদনা যে ততই বাড়িয়া যাইতেছে। যদিও আমার চিত্তপটে আপনার মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে, কিন্তু আপনাকে না দেখিয়া আমি কোনক্রমে সুস্থ হইতে পারিতেছি না। আমি আপনার বিরহে যে পরিমাণে কাতর হইয়াছি, আপনি কি আমার বিরহে সেরূপ কাতর হইয়াছেন?—হাঁ, হইয়াছেন বৈ কি; আপনার সেই সপ্রেম দৃষ্টিতেই আমি তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। যদি আমার আশা পূর্ণ হইত, তাহা হইলেই আমরা অনন্তসুখে ভাসিতাম, কিন্তু আমাদের সেই আশা পূর্ণ হইবার পথে বিষম বাধা—ঘোর অন্তরায় বর্ত্তমান।

"পত্রে আমি যাহা লিখিতেছি, তাহা আমার অন্তরের কথা। পত্রে এই সকল কথা প্রকাশ করিতেও আমার মনে বড় সুখোদয় হইতেছে। আমার হৃদয়ের এই নিদারুণ ক্ষত আপনিই করিয়াছেন, কিন্তু সেজন্য আমি অসুখী নই, আপনার বিরহে অসহ্য যাতনা ভোগ করিলেও আমি আপনাকে ভালবাসিয়াই সুখী, সে সুখের সহিত কোন যাতনারই তুলনা চলিতে পারে না। যদি আমি মধ্যে মধ্যে আপনাকে দেখিতে পাই, তাহা হইলে সে জন্য আমি সকল অসুবিধা ও কষ্ট ভোগ করিতে প্রস্তুত আছি। আপনি যদি আমার হন, আপনাকে যদি পাই, তাহা হইলে পৃথিবীতে আমি আর কোন সুখেরই কামনা করি না।

হৃদয়কুঞ্জে প্রেমের রাগিণী

"মনে করিবেন না, আমি যাহা লিখিতেছি, আমার মনের ভাব তাহা হইতে ভিন্নরূপ; আমার মনে মনে যাহা হইতেছে, লেখনীর সাধ্য কি, তাহা অবিকল বর্ণনা করে। আমি যত কথাই লিখি না কেন, তাহাতে আমার মনের সকল ভাব ঠিক ব্যক্ত হওয়া অসম্ভব। যতক্ষণ আপনাকে আমি দেখিতে না পাইতেছি, ততক্ষণ আমার চক্ষু হইতে অশ্রু প্রবাহিত হইবে। আমার হৃদয় অহরহঃ আপনাকেই চাহিতেছে, আপনার

প্রিয়তমের চিন্তাই জীবন-সম্বল।

কথা স্মরণ করিয়া আমি ক্রমাগত দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছি। আমার চিন্তা কেবল আপনি ;—প্রিয়তম রাজপুত্রের মূর্ত্তিই আমার হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে। আমি আল্লার নিকট আমার দুর্ভাগ্য দূর করিবার জন্য প্রতিনিয়ত প্রার্থনা করিতেছি। আমি যে যাতনা সহ্য করিতেছি, যে দুঃখ, বিষাদ ও সন্তাপ ভোগ করিতেছি, তাহাই আমি পত্রে আপনার নিকট নিবেদন করিতেছি।

"আমি বড়ই হতভাগিনী, যাঁহাকে ভালবাসিলাম, তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না! যদি আমি আপনার প্রণয়ের পরিচয় না পাইতাম, তাহা হইলে, হয় ত' এতদিন আমার প্রাণধারণ কঠিন হইত। আপনি বলুন, সত্যই আমাকে ভালবাসেন কি না? আমি অতি যত্নে আপনার পত্র সহস্রবার পাঠ করিব, তাহা অতি সাবধানে রাখিব, আপনার পত্র পাঠ করিলে আমার এ যাতনার অনেক লাঘব হইবে। আশা করি, আল্লা আবার আমাদের মিলন ঘটাইবেন, তখন আবার আমরা প্রাণ খুলিয়া পরস্পরের মনের কথা বলিব, এখন বিদায়!



"আবু তাহেরকে আমার বিনয়-নমস্কার জানাইবেন, তাঁহার নিকট আমরা উভয়েই অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।"

পত্রে প্রেম-নিবেদন

আবুল হাসেন কতবার সেই প্রেম-পূর্ণ লিপি পাঠ করিলেন, তাহার সংখ্যা নাই। পাঠ করিতে করিতে কখন তাঁহার নয়নে অশ্রু-স্রোত বহে, কখন দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করেন, কখন হা হতোস্মি বলিয়া খেদ করেন, কখন বা আনন্দে—সুখে তাঁহার বদন-মণ্ডল প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। কয়েকবার পুনঃ পুনঃ পাঠের পর, আবু তাহের তাঁহাকে বলিলেন, "দাসী আর অধিককাল তাঁহার গৃহে অপেক্ষা করিতে পারিবে না, সুতরাং অবিলম্বে ইহার উত্তর প্রেরণ করা উচিত।"—বন্ধুর এই কথা শুনিয়া আবুল হাসেন বলিলেন, "আমি কিরূপে এ পত্রের উত্তর লিখিব, কেমন করিয়া আমার মনের ভাব ভাষায় প্রকাশ করিব?—তাহা যে একান্ত অসম্ভব। আমার চিত্ত বিকল, আমি কি কোন কথা লিখিতে পারিব? কিন্তু উত্তর না পাইলেই বা আমার প্রিয়তমা কি মনে করিবেন, তাহা হইলে হয় ত তিনি শোকে আরও অধীর হইয়া পড়িবেন। উত্তর লেখাই কর্ত্তব্য।"

আবুল হাসেন দোয়াত, কলম ও কাগজ বাহির করিয়া, একখানি পত্র লিখিলেন, অবশেষে তাহা সমাপ্ত

করিয়া, আবু তাহেরের হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন, "ভাই, পড়, আমি চক্ষু মুদিয়া শুনি।" আবু তাহের বন্ধুর হস্ত হইতে পত্র লইয়া পাঠ করিলেন :—

"প্রাণপ্রিয় রাজকুমারের নিকট হইতে সামসেল নীহারসমীপে—

তোমার পত্র পাইবার পূর্ব্বে আমি শোক-সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়াছিলাম, কিন্তু পত্রখানি দেখিয়া আমার মনে অপার আনন্দের সঞ্চার হইয়াছে। সত্যই তোমাকে আমার প্রতিদ্বন্দ্বীর পদতলে সেই দিন সন্ধ্যাকালে আমার বিরহে মূর্চ্ছিত হইতে দেখিয়া, আমার প্রতি তোমার ভালবাসার পরিচয়ে যত সুখী হইয়াছিলাম, পত্র পাঠে তাহা অপেক্ষা অধিক সুখী হইয়াছি। আমার হৃদয় যে ভাবে পরিপূর্ণ, তোমার পত্র অবিকল সেই ভাব প্রকাশ করিয়াছে। আমি বুঝিতেছি, তুমি আমার বিরহে কত যাতনা সহ্য করিতেছ, আমিও যে তোমার বিরহে বড় অধিক কষ্ট পাইতেছি, এ কথাও তুমি বুঝিয়াছ জানিয়া, অনেক শান্তিলাভ করিলাম। তোমার বিরহযন্ত্রণায় কখন আমার নয়নপথে অশ্রুর নির্ঝর প্রবাহিত হয়, কখন আমার হৃদয়ের মধ্যে অনন্ত দাবানল জ্বলিতে থাকে ; কিন্তু সেই আশাই আমাকে জীবিত রাখিয়াছে। আমরা সেই যে পরস্পরের নিকট হইতে বিদায় লইয়াছি, তাহার পর মুহূর্ত্তকালও আর শান্তিভোগ করিতে পারি নাই ; তোমার পত্র পাঠ করিয়া মনে কিঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিয়াছি। তোমার ভালবাসা লাভ করিয়া আমি কত যে অনুগৃহীত হইয়াছি, তাহা ভাষায় প্রকাশ হইতে পারে না। আমি তোমার পত্র সহস্রবার চুম্বন করিয়াছি, কতবার পাঠ করিয়াছি, তাহার সংখ্যা নাই ; যতই পড়িতেছি, ততই নূতন নূতন আনন্দে হৃদয় পূর্ণ হইতেছে। প্রিয়তমে, জীবনে এ প্রণয়ানলের নির্ব্বাণ হইবে না। এ অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া আমি কোন দিনও অসন্তোষবাক্য উচ্চারণ করিব না। আশা আছে, আবার তোমার দেখা পাইব, তোমার হৃদয়ে হৃদয় মিলাইয়া এ দারুণ বিরহ-বেদনার হ্রাস করিব, প্রাণের কথা কাণে কাণে বলিব। যেন তোমাকে ভালবাসিয়াই আমার প্রাণ বহির্গত হয়। আর বেশী কি লিখিব, আমার অশ্রুজলে চক্ষুর দৃষ্টি চলিতেছে না, তাই আর অধিক লিখিতে পারিলাম না। এখন বিদায়।"

নে এ
নলের
ণ নাই !

শেষ ছত্র পাঠ করিয়া আবু তাহেরের নয়নকোণেও অশ্রু লক্ষিত হইল। তিনি পত্রখানি তাঁহার বন্ধুর হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন, "ঠিক হইয়াছে, ইহার কোন কথা বদল করিবার আবশ্যক নাই।"—আবুল হাসেন পত্রখানি মুড়িয়া তাহা মোহর করিলেন, দাসী পত্র লইয়া আবু তাহেরের সহিত প্রস্থান করিল। পথে চলিতে চলিতে আবু তাহেরের বড় দুশ্চিন্তা হইল, তিনি যে তাঁহাদের এই প্রণয়ব্যাপারের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন, এ জন্য তাঁহার মনে আক্ষেপের সঞ্চার হইল। কারণ, তিনি বুঝিলেন, প্রণয়িযুগল যেরূপ বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে এ ব্যাপার যে দীর্ঘকাল গোপনে রহিবে, তাহার অতি অল্পই সম্ভাবনা। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, সামসেল নীহার যদি খালিফের অনুগৃহীতা না হইতেন, তাহা হইলে ইহাদের মিলনের জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতাম ; কিন্তু খালিফের অঙ্কে যাঁহার স্থান, তাঁহাকেও স্থানান্তরিত করে, এত সাধ্য কাহার? ইহা প্রকাশ হইলে খালিফের ক্রোধ প্রথমেই সামসেল নীহারের উপর নিপতিত হইবে, তাহার পর আবুল হাসেনের প্রাণ যাইবে, আমাকেও যে বিপদে পড়িতে হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমার সকল সুখ, সকল সম্মান, সকল সম্পত্তি নষ্ট হইবে, অথচ ইহাদের উপকার করিতে পারিব না ; অতএব এ ব্যাপার হইতে আমার সরিয়া দাঁড়ানই কর্ত্তব্য।

ফ-প্রমো-
মিলনের
কাঙ্ক্ষা

আবু তাহের সমস্ত দিন ধরিয়া এই সকল কথা চিন্তা করিলেন, পরদিন প্রভাতে তিনি আবুল হাসেনের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রবৃত্তি জয় করিবার জন্য উপদেশ দান করিলেন ; এই প্রণয়ের পরিণাম

ফল কিরূপ বিষময় হইবে, তাহাও বুঝাইয়া দিলেন, কিন্তু আবু হাসেন পাগল হইয়াছিলেন, তিনি বুঝিলেন না। এজন্ত প্রাণ যায়, তাহাও স্বীকার, তথাপি সামসেল নীহারের চিন্তা—তাঁহার আশা ছাড়িবেন না, বন্ধুকে স্পষ্টবাক্যে এই কথা বলিলেন।

আবু তাহের বন্ধুর দুর্বুদ্ধি দেখিয়া বড় ব্যথিত ও কিঞ্চিৎ বিরক্তও হইলেন, অধিক কথা না বলিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া গৃহে চলিয়া আসিলেন এবং এ অবস্থায় কি কর্তব্য, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

তিনি গৃহে বসিয়া এই সকল কথা চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার এক জহুরী বন্ধু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। জহুরী দেখিয়াছিলেন, সামসেল নীহারের দাসী ঘন ঘন আবু তাহেরের নিকট যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছে। আবুল হাসেনের গৃহে তাহার গতিবিধিও তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন, এবং আবুল হাসেনের পীড়ার সংবাদও তাঁহার অবিদিত ছিল না। এই সকল দেখিয়া জহুরীর মনে বড় সন্দেহের উদয় হইয়াছিল। আবু তাহেরকে জহুরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই, একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব, ঠিক উত্তর দিবে ত'? সামসেল নীহারের দাসী তোমার সহিত এত ঘন ঘন সাক্ষাৎ করে কেন? আগে ত' এরূপ ছিল না।" আবু তাহের বলিলেন, "দাসী-বাঁদীর কথা কেন জিজ্ঞাসা কর?—হাতে ত' বেশী কাজ নাই, দুদণ্ড গল্প করিয়া যায়, আর কি?"—জহুরী বলিলেন, "ভাই, তুমি সত্যকথা খুলিয়া বলিলে না, তোমার জবাব শুনিয়া বুঝিলাম, ভিতরে কোন গুরুতর রহস্য আছে।"

পিরীতের গুপ্তকথা ব্যক্ত

জহুরী অত্যন্ত আগ্রহের সহিত আবু তাহেরকে প্রকৃত কথা খুলিয়া বলিবার জন্ত অনুরোধ করিলে, আবু তাহের বলিলেন, "ভাই, এ গোপনীয় কথা আর কাহারও কর্ণে প্রবেশ করে, এরূপ ইচ্ছা আমার ছিল না, কিন্তু তুমি আমার বিশেষ বন্ধু, যদি তুমি প্রতিজ্ঞা কর, কাহারও নিকট এ কথা প্রকাশ করিবে না, তাহা হইলে তোমাকে আমি সকল কথা বলিতে পারি।"—জহুরী তৎক্ষণাৎ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। তখন আবু তাহের জহুরী-বন্ধুর নিকট আবুল হাসেন ও সামসেল নীহারের প্রণয়কাহিনী সবিস্তার বর্ণন করিলেন, তাহার পর এই ব্যাপার প্রকাশ হইয়া পড়িলে তাঁহাকেও যে বিপদে পড়িতে হইবে, তাহাও জহুরী-বন্ধুকে জানাইলেন।

জহুরী সকল কথা শুনিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইলেন। অবশেষে তিনিও বলিলেন, "যদি প্রণয়িযুগল সত্বর সাবধান না হন, তাহা হইলে উভয়েরই সর্বনাশ হইবে। এ ব্যাপার কখনও অধিক দিন গোপনে থাকিতে পারে না। ইহার পরিণামফল কিরূপ শোচনীয় হইবে, তাহা আমি মনশ্চক্ষে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। তুমি ভাই, সময় থাকিতে সরিয়া দাঁড়াও, নতুবা তোমাকেও মহা বিপদে পড়িতে হইবে;—সর্বস্বান্ত ত' হইবেই, প্রাণরক্ষাও করিতে পারিবে না।"—আবু তাহেরকে এই উপদেশ দান করিয়া জহুরী স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন। প্রস্থানের পূর্বে তিনি আবার আল্লার নামে দিব্য করিয়া বলিলেন, "এ কথা কর্ণান্তরে প্রবেশ করিবে না।"

দুই দিন পরে আবু তাহেরের আর কোন সন্ধান না পাইয়া জহুরী আবু তাহেরের কোন প্রতিবাসীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, আবু তাহের দেশপর্যটনে যাত্রা করিয়াছেন। আবু তাহেরের অদর্শনে আবুল হাসেন কিরূপ বিচলিত হইবেন ও তাঁহার প্রণয়পাত্রীর সহিত মিলনে হতাশ হইয়া কিরূপ কষ্ট পাইবেন, তাহা ভাবিয়া জহুরী আবুল হাসেনের কষ্টে অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। জহুরীর সহিত আবুল হাসেনের সামান্ত পরিচয় ছিল। তিনি তাঁহার নিকট কিছু জহরত বিক্রয় করিয়াছিলেন। একদিন জহুরী আবুল হাসেনের সহিত

মিলন-পূর্বের অন্তর্ধান

সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন, এবং আবুল হাসেনের নিকট উপস্থিত হইয়া গোপনে বলিলেন, "রাজপুত্র, যদিও আমি আপনার নিকট সুপরিচিত নহি, তথাপি আপনাকে কোন গুরুতর বিষয়ে অনুরোধ করিবার জন্য আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি, আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন।"

জহুরী আবু তাহেরের নগরত্যাগের কথা আবুল হাসেনকে জানাইলেন। আবুল হাসেন এই কথা শুনিয়া বিরহে দুঃখে ম্রিয়মাণ হইলেন। তিনি এখনও মনে করেন নাই, তাঁহার প্রাণের বন্ধু আবু এ অবস্থায় তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন। বন্ধুর ব্যবহারে তিনি মনে গভীর বেদনা পাইলেন।

অনেকক্ষণ চিন্তার পর আবুল হাসেন একজন ভৃত্যকে আবু তাহেরের গৃহে প্রেরণ করিলেন; তাহাকে বলিলেন, "শীঘ্র দেখিয়া আয়, আবু তাহের সত্যই বসোরায় চলিয়া গিয়েছেন কি না? আমি অবিলম্বে এই সংবাদ জানিতে চাই।" জহুরী আবুল হাসেনের সহিত আরও অনেক কথা বলিলেন, কিন্তু আবুল হাসেন কোন কথার উত্তর দিলেন না, অত্যন্ত বিমর্ষভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ভৃত্য ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, "আবু তাহের সত্যসত্যই দুই দিন পূর্ব্বে বসোরা যাত্রা করিয়াছেন। আবু তাহেরের গৃহে একটি দাসীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল, সে আপনার সহিত গোপনে সাক্ষাতের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিল; সুতরাং আমি তাহাকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছি; অনুমতি হইলে আপনার নিকট তাহাকে এইখানে উপস্থিত করিতে পারি।"

আবুল হাসেন বুঝিলেন, ঐ দাসী তাঁহারই প্রিয়তমার নিকট হইতে আসিয়াছে। জহুরী তখন আবুল হাসেনের নিকট হইতে উঠিয়া চলিলেন। দাসীর সহিত আবুল হাসেনের কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল, কথা শেষ হইলে দাসী প্রস্থান করিল।

প্রিয়তমার
সীর অনুসরণ

কিয়ৎক্ষণ পরে জহুরী ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "রাজপুত্র, আমি বুঝিতেছি, খালিফের প্রাসাদে আপনার কোন গোপনীয় কার্য্য আছে।"—আবুল হাসেন বলিলেন, "তুমি কিরূপে জানিলে?"—জহুরী বলিল, "ঐ যে দাসী এখনই আপনার নিকট বিদায় লইয়া গেল, উহারই মুখে শুনিয়াছি। আমি জানি, সে খালিফের প্রধানা অনুগৃহীতা সামসেল নীহারের প্রিয়তমা কিঙ্করী, সে কখনও কখনও আমার দোকানে আসিয়া তাহার মনিবের জন্য জহরত ক্রয় করিয়া থাকে। আমি ইহাও জানি যে, এই দাসী সামসেল নীহারের সকল গোপনীয় সংবাদ রাখিয়া থাকে, দাসীকে আমি বড় গম্ভীরভাবে কয় দিন হইতে ঘুরিতে দেখিতেছি।"

এই কথা শুনিয়া আবুল হাসেনের মনে বড় ভয় হইল; তিনি ভাবিলেন, লোকটা নিশ্চয়ই আমাদের ভিতরের কথা কিছু কিছু জানে, নতুবা এভাবে কথা বলিবে কেন?"—আবুল হাসেন কয়েক মুহূর্ত্ত নির্ব্বাক্ রহিলেন; কি করিবেন, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি জহুরীকে বলিলেন, "তোমার কথায় আমার বোধ হইতেছে, তুমি এ সম্বন্ধে কোন কোন কথা জান, আমি তোমার কথা শুনিতে ইচ্ছা করি।"

প্রণয়-মিলনে
আত্মনিয়োগ

জহুরী আবু তাহেরের নিকট যে সকল কথা শুনিয়াছিলেন, তাহা সকলই বলিলেন; অবশেষে আবু তাহের আত্মরক্ষাসঙ্কল্পেই বসোরা-যাত্রা করিয়াছেন, তাহাও বলিলেন। অনন্তর তিনি অত্যন্ত সহানুভূতি দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন, "রাজপুত্র, আপনাকে এই বিপদে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া আবু তাহেরের পক্ষে সঙ্গত হয় নাই। আমি আপনাকে এই ভাবে বিপন্ন দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইয়াছি, আপনি অনুমতি করিলে আমি যথাসাধ্য আপনার সাহায্য করিতে পারি। আবু তাহেরের উপর আপনি যে বিশ্বাসস্থাপন করিয়াছিলেন, আমাকেও যদি সেইরূপ বিশ্বাস করেন, তাহা হইলে আমি বোধ করি, আপনার কোন

না কোন উপকারে লাগিতে পারি। আমার জীবন পর্য্যন্ত আপনার কার্য্যে উৎসর্গ করিতে আমি কৃতসঙ্কল্প আছি। আল্লার দিব্য করিয়া বলিতেছি, আমাদের পবিত্র ধর্ম্মে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ দ্রব্য, সকলের দিব্য করিয়া বলিতেছি, আপনাদের গুপ্তকথা কেহই জানিতে পারিবে না। আপনার একটি বন্ধু গিয়াছে, আর একটি বন্ধু তাহার স্থান পূরণ করিবে।"

আবুল হাসেন এই কথায় মনে বল পাইলেন, আবু তাহেরের অভাবদুঃখ তাঁহার মন হইতে বিদূরিত হইল, তিনি জহুরীর সাহায্যগ্রহণে সম্মত হইলেন। তখন কি ভাবে কার্য্য করিলে অভীষ্টসিদ্ধি হইতে পারে, সে সম্বন্ধে দুজনে নানাবিধ আলোচনা হইতে লাগিল। দাসীটি যাহাতে জহুরীকে বিশ্বাস করে, সেই জন্যই চেষ্টা করা সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হইল। সে যে সকল চিঠিপত্র আনিবে, তাহা জহুরীকে প্রদান করিবে, কারণ, দাসী সর্ব্বদা আবুল হাসেনের গৃহে আসিলে লোকের সন্দেহ বৃদ্ধি পাইতে পারে। এই সকল বিষয়ের আলোচনার পর জহুরী উঠিলেন এবং আবুল হাসেন তাঁহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারেন, পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে উঠিলেও তাঁহার বিশ্বাসঘাতক হইবার সম্ভাবনা নাই, ইত্যাদি কথা বলিয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

জহুরী গৃহে যাইতে যাইতে সহসা দেখিলেন, পথে একখানি পত্র পড়িয়া রহিয়াছে। পত্রখানি মোহর করা ছিল না, জহুরী তাহা কুড়াইয়া লইয়া আগ্রহ সহকারে পাঠ করিতে লাগিলেন। তাহাতে লেখা ছিল :—

"পারস্যরাজকুমারের প্রতি সামসেল নীহারের নিবেদন—

পথপ্রান্তে আকাঙ্ক্ষিত প্রেমপত্র

"দাসীমুখে তোমার দুঃখের কথা শুনিয়া আমি বড়ই কষ্ট পাইলাম, আবু তাহেরকে হারাইয়া সত্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি; কিন্তু সেজন্য তোমার উৎসাহের যেন অভাব না হয়। বিপৎকালে বন্ধু পরিত্যাগ করিলে, তাহা দুঃখের বিষয় হয় বটে, কিন্তু তাহাতে শান্তি অবলম্বন করিয়া ধৈর্য্যধারণই কর্ত্তব্য। এজন্য যেন আমরা মুহূর্ত্তের জন্যও পরস্পরের প্রতি প্রেমহীন না হই। দুঃখ ভিন্ন পৃথিবীতে কে সুখলাভ করিতে পারে? আমাদের এই সকল কষ্টের অবসানে আমরা অবশ্যই সুখী হইব। এখন বিদায়।"

সামসেল নীহার দাসীমুখে আবু তাহেরের নগরত্যাগ-বৃত্তান্ত শুনিয়া, এই পত্রখানি লিখিয়া, তাহা আবুল হাসেনের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন, পত্রখানি আবুল হাসেনের নিকট আনিবার সময় দাসী অসাবধানতা বশতঃ পথে ফেলিয়াছিল। যখন সে জানিতে পারিল, পত্রখানি পড়িয়া গিয়াছে, তখন সে তাহা খুঁজিতে খুঁজিতে দেখে যে, জহুরী তাহা কুড়াইয়া লইয়া পাঠ করিতেছেন। দাসী সেই পত্র জহুরীর নিকট চাহিল, জহুরী পত্র প্রদান করিলেন না, তাহার কথায় কর্ণপাতও করিলেন না। দাসী জহুরীর অনুসরণ করিল; ক্রমে জহুরী তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলে দাসীও পত্রখানি প্রাপ্তির আশায় তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইল। দাসীকে তাঁহার নির্জ্জন কক্ষে লইয়া গিয়া জহুরী বলিলেন, "এ পত্র যে সামসেল নীহার আবুল হাসেনকে লিখিয়াছেন, তাহা বুঝিয়াছি, আমি সত্যই এই প্রেমিকযুগলের হিতাকাঙ্ক্ষী, তুমি এই পত্র লইয়া যাও, আমি আবুল হাসেনের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, আবু তাহের তাঁহার যেরূপ হিতৈষী, আমিও তদ্রূপ। আমি ইঁহাদের মিলনসঙ্কল্পে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব, তাহা আবুল হাসেনকে বলিয়াছি, তোমাকেও বলিতেছি; তুমি তোমার ঠাকুরাণীর নিকট উপস্থিত হইয়া এ সকল কথা তাঁহার নিকট প্রকাশ করিবে।"

প্রণয়-মিলনের সাধনা

দাসী সন্তুষ্ট হইয়া, পত্র লইয়া, আবুল হাসেনের নিকট উপস্থিত হইল। আবুল হাসেন সেই পত্র পাঠ করিয়া যে উত্তর লিখিলেন, তাহা দাসী জহুরীর নিকট লইয়া আসিল। জহুরী সেই পত্র পাঠ করিয়া দাসীর হস্তে প্রত্যর্পণ করিলেন। দাসী বলিল, "আমি ঠাকুরাণীর নিকট উপস্থিত হইয়া আপনার প্রতি

বিশ্বাসস্থাপন করিতে অনুরোধ করিব, আবু তাহের তাঁহার যেরূপ উপকার করিয়াছেন, আশা করি, আপনিও তদ্রূপ উপকার করিতে সমর্থ হইবেন। ঠাকুরাণী যে পত্র পাঠাইবেন, তাহা আমি লইয়া আসিয়া আপনার হস্তেই প্রদান করিব।"

পরদিন সামসেল নীহারের দাসী জহুরীর নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বলিল, "আমি ঠাকুরাণীকে সকল কথা খুলিয়া বলিয়াছি। তিনি আপনার সহৃদয়তার পরিচয় পাইয়া বড় সন্তুষ্ট হইয়াছেন, কিন্তু তিনি প্রথমে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চান, তাঁহার আদেশ অনুসারে আমি আপনাকে লইতে আসিয়াছি, আপনি আমার সহিত সামসেল নীহারের নিকট চলুন।"

খালিফ-প্রাসাদে প্রবেশ-বিভ্রাট!

জহুরী এবার বড় বিপদে পড়িলেন, কিয়ৎকাল চিন্তার পর তিনি বলিলেন, "তোমার ঠাকুরাণী এই আদেশপ্রদানের পূর্ব্বে সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া যে আদেশ দিয়াছেন, তাহা ত' বোধ হয় না। আবু তাহেরের প্রতি খালিফের আদেশ ছিল, তিনি প্রাসাদের সর্ব্বত্র গমন করিতে পারিবেন, সুতরাং তিনি প্রাসাদের কোন স্থানে গমন করিলে প্রহরিগণ তাঁহাকে আটকাইত না। এমন কি, তিনি অকুণ্ঠিতভাবে সামসেল নীহারের মহলেও প্রবেশ করিতে পারিতেন, আমার সে সুবিধা নাই, আমি কোন্ সাহসে সেখানে প্রবেশ করি? তুমিই বুঝিতে পারিতেছ, নির্ব্বিঘ্নে আমার সেখানে যাওয়া অসম্ভব। তুমি তোমার মনিব-ঠাকুরাণীকে এ কথা বুঝাইয়া বলিবে। তিনি এ বিষয়ে চিন্তা করিলেই আমার কথা যে অসঙ্গত নহে, তাহা বুঝিতে পারিবেন।"

দাসী বলিল, "আপনার কোন ভয় নাই, আপনি চলুন। আপনার যদি বিপদে পড়িবার সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে সামসেল নীহার কখনই এরূপ আদেশ প্রদান করিতেন না। আপনাকে সাবধানে লইয়া যাইবার অনুমতি আমি পাইয়াছি, সেইরূপেই লইয়া যাইব। আপনি বুঝিতে পারিবেন, আপনার ভয় নিতান্তই অনর্থক।"

দাসীর কথায় জহুরী সাহস পাইয়া, তাহার সহিত সামসেল নীহারের মহলে প্রবেশ করিলেন। প্রাসাদে প্রবেশ করিতে তাঁহার আপদ-মস্তক কাঁপিতে লাগিল। তাঁহাকে এইরূপ কম্পিতকলেবর হইতে দেখিয়া দাসী বলিল, "আপনার যেরূপ অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে প্রাসাদে প্রবেশ করা আপনার পক্ষে বড়ই অপ্রীতিকর হইবে বোধ হইতেছে। আপনি বাড়ী ফিরিয়া যান, আমি আমার মনিবঠাকুরাণীকে আপনার ভয়ের কথা বলিব, তাহা হইলে তিনি স্বয়ং আপনার গৃহে উপস্থিত হইয়া সাক্ষাৎ করিবেন।"—দাসী একাকী সামসেল নীহারের নিকট উপস্থিত হইয়া, জহুরীর ভয়ের কথা তাঁহাকে জানাইলে, সামসেল নীহার স্বয়ং জহুরীর সহিত সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

অভিসারিকার অভিযান

যথাসময়ে সামসেল নীহার জহুরীর গৃহে উপস্থিত হইলে, জহুরী বিশেষ সম্মানের সহিত তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। সামসেল নীহার জহুরীর নিঃস্বার্থ পরোপকারবৃত্তিতে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহাকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান করিলেন, তাহার পর প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

সামসেল নীহার জহুরীর গৃহ ত্যাগ করিলে, জহুরী সামসেল নীহারের আগমনকাহিনী আবুল হাসেনকে বলিবার জন্য তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলেন। আবুল হাসেন জহুরীর অকৃত্রিম বন্ধুত্বের পরিচয় পাইয়া আবু তাহেরের শোক বিস্মৃত হইলেন, মহানন্দে তাঁহাকে আলিঙ্গন দান করিলেন ও সুখদুঃখের অনেক কথা প্রকাশ করিলেন।

জহুরী গৃহে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, সামসেল নীহারের দাসী তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। দাসী বলিল, "ঠাকুরাণী রাজপুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছেন, আপনার গৃহই সাক্ষাতের উৎকৃষ্ট স্থান বলিয়া তিনি মনে করেন। এ বিষয়ে আপনার মত কি?"

প্রমোদ-বাসর সজ্জা

জহুরী বলিলেন, "ইহাতে আমার অমত নাই, কিন্তু এই মিলনের জন্য আমি আমার অপেক্ষাও একটি উৎকৃষ্ট গৃহ ঠিক করিতে পারি। সেই গৃহে এখন কেহই বাস করে না, আমি তাঁহাদের জন্য গৃহ উত্তমরূপে সজ্জিত করিয়া রাখিব।"

দাসী সামসেল নীহারের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সকল কথা বলিল। সামসেল নীহার এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। জহুরী তাঁহার সম্মতি জানিবামাত্র বন্ধুবান্ধবগণের নিকট হইতে গৃহ-সজ্জার নানাবিধ আসবাব চাহিয়া লইয়া, সেই গৃহ সজ্জিত করিয়া দিলেন। তাহার পর নির্দ্দিষ্ট দিনে আবুল হাসেন কোন ভৃত্যকে সঙ্গে না লইয়া, একাকী জহুরীর সঙ্গে গুপ্তপথ দিয়া, সেই গৃহে উপস্থিত হইলেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে দুই জন খোজা ও সেই দাসীকে সঙ্গে লইয়া সামসেল নীহার সেই গৃহে উপস্থিত হইলেন।

আবার বহুদিন পরে প্রণয়িযুগলের মিলন হইল। দুইটি মিলনব্যাকুল হৃদয় বিচ্ছেদের বহ্নিজ্বালায় পুড়িয়া মরিতেছিল। এত দিন পরে জনহীন কক্ষে পরস্পর পরস্পরকে কাছে পাইয়া, আনন্দে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। নদীর প্রবল প্রবাহধারা যেন মিলন-প্রত্যাশী সমুদ্রের বক্ষোদেশে ঝাঁপাইয়া পড়িল। পারস্য-রাজকুমার এ পর্য্যন্ত অন্য কোনও রমণীর প্রণয়ে আত্মনিবেদন করেন নাই। সামসেল নীহারের ন্যায় পূর্ণ-যৌবনা স্বপ্নসুন্দরীকে বক্ষোদেশে নিপীড়িত করিয়া তিনি অনির্ব্বচনীয় সুখে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। উভয়ে নানা কথায় সময়ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন, অজস্র-চুম্বনে পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রণয় নিবেদন করিলেন, মনের বেদনা প্রকাশ করিতে উভয়েরই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। আহারাদির বিশেষ আয়োজন ছিল, প্রণয়িযুগল অল্প আহার করিলেন, তাহার পর তাঁহারা উৎকৃষ্ট সুরা পান করিলেন। সামসেল নীহার বিরহ-বেদনা ভুলিয়া একটি বীণা-হস্তে যেমন গান করিতে যাইবেন, এমন সময় এক জন ভৃত্য অত্যন্ত ব্যস্তভাবে জহুরীর নিকট আসিয়া প্রকাশ করিল, "কতকগুলি অস্ত্রধারী ব্যক্তি দ্বারদেশে আসিয়া, দ্বার ভাঙ্গিয়া, বাড়ীর মধ্যে আসিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহাদিগকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় তাহারা কোন উত্তর দিল না, শীঘ্রই দ্বার ভাঙ্গিয়া এখানে উপস্থিত হইবে।" জহুরী এই সংবাদ শুনিবামাত্র দ্বারদেশে আসিলেন, এবং দ্বার-প্রান্তে লুকাইয়া দেখিলেন, প্রায় দশ জন অস্ত্রধারী ব্যক্তি দ্বার ভাঙ্গিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়াছে। জহুরী প্রাণভয়ে সেই ভবন ত্যাগ করিয়া, একটি প্রতিবাসীর গৃহে প্রবেশ করিয়া আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। তিনি মনে করিলেন, খালিফ গোপনে সামসেল নীহারের অভিসারবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, তাঁহাকে ধরিবার জন্য এই সকল লোক প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি উৎকণ্ঠিতভাবে উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন। মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত মহা গণ্ডগোল চলিল। অবশেষে সমস্ত গোলযোগ থামিয়া গেল। তখন জহুরী তাঁহার প্রতিবাসীর নিকট একখানি তরবারি চাহিয়া লইয়া, গোলযোগের কারণ নির্ণয় করিতে বাহির হইলেন। তিনি প্রথমে স্বগৃহে উপস্থিত হইলেন, তাঁহার ভৃত্যকে গোলমালের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, তিনি যাহাদিগকে খালিফের অনুচর মনে করিয়াছিলেন, তাহারা দস্যুদল; ডাকাতি করিবার জন্য তাহারা ঐ বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছিল; মূল্যবান্ আসবাবগুলি লুণ্ঠন করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছে।

মিলন-মাধুর্য্য

জহুরী এই কথা শুনিয়া একবারে বসিয়া পড়িলেন। সেই গৃহ সুসজ্জিত করিবার জন্য তিনি বন্ধুগণের নিকট হইতে নানাবিধ মূল্যবান্ দ্রব্যাদি ধার করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, এখন তিনি কিরূপে তাঁহাদিগকে সেই সকল দ্রব্য প্রত্যর্পণ করিবেন, ভাবিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। তিনি তাঁহার অদূরদর্শিতার জন্য অত্যন্ত আক্ষেপ করিতে লাগিলেন, এবং আবু তাহেরকে তাঁহার অপেক্ষা অনেক অধিক দূরদর্শী ও বিচক্ষণ বলিয়া বুঝিতে পারিলেন।

দস্যুকবলে প্রেমিক-প্রেমিকা

ডাকাতির পরদিন মধ্যাহ্নকালে ভৃত্য আসিয়া জহুরীকে সংবাদ দিল, এক জন অপরিচিত লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে। জহুরী সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তিকে তাঁহার গৃহে প্রবেশ করাইতে অনিচ্ছুক হইয়া, বাহিরে আসিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। লোকটি তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বলিল, "মহাশয়, যদিও আমি আপনার অপরিচিত, তথাপি আপনি আমার অপরিচিত নহেন।" জহুরী বলিলেন, "আসুন, বাড়ীর ভিতরে যাই, যাহা কথা থাকে, সেখানে হইবে।" অপরিচিত ব্যক্তি বলিল, "আ... এ বাড়ীতে কাজ নাই, আপনার আর একখানি বাড়ী আছে, সেইখানে চলুন।" জহুরী বলিলেন, "আপনি কিরূপে সে বাড়ীর কথা জানিলেন?"—অপরিচিত ব্যক্তি সহাস্যে উত্তর করিল, "আমি যে তাহা জানি, তাহা ত' আপনি বুঝিয়াছেন, এখন আসুন, আপনি ইতস্ততঃ করিবেন না, আমি আপনাকে একটি সুসংবাদ দিব।" জহুরী বলিলেন, "সে গৃহে ডাকাতি হইয়া গিয়াছে, দ্বার-জানালা ভাঙ্গা, সেখানে কোন গোপনীয় কথা চলিতে পারিবে না।"—'তবে আমার সঙ্গে আসুন' বলিয়া সেই ব্যক্তি জহুরীকে সঙ্গে লইয়া চলিল। সমস্ত দিন সে চলিতে লাগিল, জহুরী বিস্মিত হইলেন।

সন্ধ্যা হইয়া আসিল। পথশ্রমে দেহ ক্লান্ত। জহুরীর ধৈর্য্য লুপ্ত হইল, অবশেষে উভয়ে টাইগ্রিস্ নদীর তীরদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নদীতীরে একখানি নৌকা বাঁধা ছিল, সেই নৌকায় আরোহণ করিয়া তাঁহারা উভয়ে অপর পারে উপস্থিত হইলেন। অতঃপর অনেক পথ ঘুরিয়া উভয়ে একটি গৃহদ্বারে সমাগত হইলে, অপরিচিত ব্যক্তি দ্বার উন্মুক্ত করিল। জহুরী গৃহে প্রবেশ করিলে, সেই অপরিচিত ব্যক্তি গৃহদ্বার উত্তমরূপে অর্গলবদ্ধ করিয়া, জহুরীকে লইয়া একটি কক্ষে উপস্থিত হইল।

সেই কক্ষে দশ জন লোক বসিয়া ছিল, তাহারা জহুরীকে তাহাদের পার্শ্বে উপবেশন করিতে বলিল। লোকগুলিকে এই অপরিচিত স্থানে দলবদ্ধ অবস্থায় দেখিয়া, জহুরীর মনে বিশেষ ভয়ের সঞ্চার হইল; কিন্তু তিনি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন, বসিয়া পড়িলেন। দশ জন লোক প্রথমে আহারাদি করিল, তাঁহাকেও তাহাদের সঙ্গে আহার করিতে অনুরোধ করিল, আহারাদির পর জহুরীর নিকট পূর্ব্বরাত্রির সমস্ত ঘটনা জানিতে চাহিল। এক জন বলিল, "আমাদের কাছে কোন কথা গোপন করিও না, আমরা প্রণয়িযুগলের নিকট সকল কথা শুনিয়াছি, তথাপি তোমার কাছে আর একবার আনুপূর্ব্বিক শুনিতে চাই।"

অভিসারিকার পরিচয়

জহুরী বুঝিলেন, ইহারা পূর্ব্বরাত্রির দস্যুদল। জহুরী সবিনয়ে দস্যুদলপতিকে বলিলেন, "মহাশয়, সেই যুবক-যুবতীর কোন সংবাদ না জানিয়া আমি বড় চিন্তিত হইয়াছি, আপনি যদি তাঁহাদের সংবাদ জানেন, বলিয়া চিন্তা দূর করুন।" দলপতি বলিল, "আপনি কোন চিন্তা করিবেন না, আমরা তাঁহাদিগকে অতি উৎকৃষ্ট স্থানেই রাখিয়াছি। তাঁহারা নিরাপদে আছেন।" দস্যুপতি দুইটি স্বতন্ত্র কক্ষের দিকে অঙ্গুলী প্রসারণ করিয়া বলিল, "তাঁহাদিগকে দুইটি বিভিন্ন কক্ষে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। তাঁহারা বলিয়াছেন, আপনি তাঁহাদের সকল বিবরণ অবগত আছেন, আপনি তাঁহাদের সম্বন্ধে সকল কথা খুলিয়া বলুন, কোন কথা গোপন করিবার আবশ্যক নাই; কারণ, তাহাতে আপনার বা তাঁহাদের কোন অপকার হইবে না। আমরা তাঁহাদের প্রতি যথোচিত ভদ্রতা প্রকাশ করিয়াছি, আপনার প্রতিও কোন প্রকার অভদ্রতা আমরা বোধ হয় প্রকাশ করি নাই।" জহুরী আশ্বস্ত হইয়া দস্যুদলের নিকট আবুল হাসেন ও সামসেল নীহারের পরিচয় ও তাঁহাদের প্রণয়কাহিনী প্রকাশ করিলেন।

এই অদ্ভুত বিবরণ শ্রবণ করিয়া দস্যুদল বলিল, "এই রমণীই কি সুন্দরীশ্রেষ্ঠা খালিফের আদরিণী প্রিয়তমা সামসেল নীহার আর পুরুষটি সুবিখ্যাত পারস্যরাজপুত্র আলী আবুল হাসেন?" অনন্তর দস্যুদল

অবিলম্বে সামসেল নীহারের নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহার পদপ্রান্তে নিপতিত হইল এবং কাতরভাবে তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল। তাহারা বলিল, যদি তাহারা পূর্ব্বরাত্রিতে তাঁহার পরিচয় পাইত, তাহা হইলে কখনও তাঁহাকে সে ভাবে আবদ্ধ করিত না। কেবল ইহাই নহে, তাহারা যে সকল সামগ্রী লুণ্ঠন করিয়াছিল, তাহাও জহুরীকে প্রত্যর্পণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল, এবং সামসেল নীহারকে কোন নিরাপদ্ স্থানে রাখিয়া আসিতে প্রতিশ্রুত হইল।

সামসেল নীহার এবং আবুল হাসেন বলিলেন, যদি তাহারা তাঁহাদের সম্বন্ধে কোন কথা প্রকাশ না করে, তবে তাঁহারা তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন। তাহারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলে, উভয়ে গৃহকক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। সামসেল নীহারের ভৃত্যদ্বয় ও দাসীর কি হইল, তাহা জহুরী আবুল হাসেনের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, তিনি তাহাদের কোন সংবাদই রাখেন না। দস্যুদল তাঁহাদিগকে ধরিয়া লইয়া আসিয়াছে, এবং সেই গৃহে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে,.এই মাত্র তিনি অবগত আছেন।

দস্যুদল সামসেল নীহার, জহুরী ও আবুল হাসেনকে লইয়া নদী পার হইল, এবং নদীতীরে আসিয়া গুপ্তপথ দিয়া অপরপারে প্রস্থান করিল। তখন রাত্রি গভীর হইয়াছিল।

প্রণয় অভিযানের বিড়ম্বনা।

তীরে উঠিয়া সামসেল নীহার, আবুল হাসেন ও জহুরী রাজপথে অগ্রসর হইবেন, এমন সময় কোতোয়াল আসিয়া তাঁহাদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল; এত রাত্রিতে তাঁহারা কোথা হইতে আসিতেছেন ও কোথায় যাইবেন, তাহাও জানিতে চাহিল। ইহাতে সকলেই ভীত হইলেন, বিশেষতঃ সামসেল নীহার ও আবুল হাসেন মহা ভীত হইয়া পড়িলেন। জহুরী দেখিল, এ সময় হতবুদ্ধি হইলে সকলেরই প্রাণনাশের সম্ভাবনা বলবতী, সুতরাং তিনি বলিলেন, "মহাশয়, আমরা সকলেই এই নগরের সম্ভ্রান্তবংশীয় ব্যক্তি, নৌকা হইতে আমরা এই মাত্র অবতরণ করিলাম। নৌকায় অন্যান্য আরোহী সকলেই দস্যু, তাহারা আমাদের গৃহ ভাঙ্গিয়া, সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া, আমাদিগকে বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছিল। অবশেষে নানা কৌশলে আমরা তাহাদিগের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছি। তাহারা আমাদিগের যে সকল সামগ্রী লুণ্ঠন করিয়াছিল, তাহাও আংশিকরূপে আমাদিগকে প্রত্যর্পণ করিয়াছে।" দস্যুদল যে সকল দ্রব্য ফিরাইয়া দিয়াছিল, জহুরী তাহা কোতোয়ালকে দেখাইলেন।

কোতোয়াল এই উত্তরে সন্তুষ্ট হইল না, সে আবুল হাসেনের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল, "সত্য করিয়া বল, এই রমণীটি কে? তুমি কিরূপে ইহার সহিত পরিচিত হইলে? ইনি তোমার সঙ্গেই বা কেন? সহরের কোন্ অংশে তোমার বাস?"

সুন্দরী কুলরাণীর পদপ্রান্তে

এই প্রশ্নের উত্তর কি করিবেন, আবুল হাসেন তাহা নির্ণয় করিতে না পারিয়া নির্ব্বাক্ রহিলেন, কিন্তু সামসেল নীহার আর সময় নষ্ট করা কর্ত্তব্য জ্ঞান করিলেন না; তিনি বুঝিলেন, কোতোয়াল সামান্য গোলমাল করিলে, সকলেরই প্রাণ নষ্ট হইবে, সুতরাং কোতোয়ালকে কিছু দূরে ডাকিয়া, দুই একটি কথা বলিলেন। কোতোয়াল তাঁহার কথা শুনিয়াই অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, তাহার পর তিনি তাঁহার অধীনস্থ প্রহরিগণকে তৎক্ষণাৎ দুইখানি নৌকা আনিতে আদেশ করিলেন।

নৌকাদ্বয় কূলে নীত হইলে সামসেল নীহার একখানি নৌকার আরোহণ করিলেন, অন্যখানিতে জহুরী ও আবুল হাসেন উঠিলেন। নৌকা চলিতে লাগিল।

৯৫ ১৫০৯.৪

নৌকায় আরোহণ করিয়া আবুল হাসেন যথাসময়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন; কিন্তু তিনি দুশ্চিন্তায় অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন; সামসেল নীহারের কি অবস্থা ঘটিল, তাহা জানিতে না পারিয়া, তাঁহার আক্ষেপের সীমা রহিল না। তিনি কয়েক দিন শয্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন, কেবল তাঁহার প্রিয়তম বন্ধুগণের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কিন্তু তিনি কেন নিরুদ্দেশ হইয়াছিলেন, তাহা কাহারও নিকট ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করিলেন না।

অভিসারিকার প্রত্যাবর্তন

দুই এক দিন পরে জহুরী তাঁহার এক জন বন্ধুর দোকানে বেড়াইতে গিয়া ফিরিবার সময় দেখিলেন, পথে একটি স্ত্রীলোক তাঁহাকে নিকটে আসিবার জন্য ইঙ্গিত করিতেছে। জহুরী তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, এই স্ত্রীলোক সামসেল নীহারের কিঙ্করী। তিনি তাহাকে দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন, এবং তাহার সহিত নিভৃতে আলাপ করিবার জন্য তাহাকে তাঁহার অনুগমন করিতে অনুরোধ করিলেন। কিছুদূরে একটি পুরাতন নির্জন মসজিদ ছিল, উভয়ে তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া, জহুরী দাসীকে দস্যুদলের হস্তে নিপতিত হওয়ার পর কি কি ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা তাহাকে বিবৃত করিতে বলিলেন; কিন্তু দাসী তাঁহার বিবরণ অগ্রে শুনিবার জন্য এমন আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল যে, তাঁহাকেই প্রথমে তাঁহার কাহিনী তৎসকাশে আনুপূর্ব্বিক বলিতে হইল।

সকল কথা শুনিয়া দাসী বলিল, "দস্যুদল উপস্থিত হইলে আমি তাহাদিগকে খালিফের রক্ষী সৈন্য বলিয়া মনে করিলাম; ভাবিলাম, খালিফ এই গুপ্তপ্রণয়কাহিনী অবগত হইয়া আমাদিগের প্রাণবধের জন্য এই সকল সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন; সুতরাং নিজের প্রাণরক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে আমি দ্রুতবেগে সেই গৃহের ছাদে উঠিয়া লুকাইয়া রহিলাম। অন্য দুই জন ভৃত্যও আমার অনুসরণ করিল। ছাদে উঠিয়া দেখিলাম, এক ছাদ হইতে অন্য ছাদে যাওয়া যায়, সুতরাং ক্রমে আমরা বহু ছাদের উপর দিয়া পলাইয়া এক জন ভদ্রলোকের গৃহে উপস্থিত হইলাম, তিনি আমাদিগকে পরম সমাদরে স্থান দিলেন। সেইখানেই আমরা রাত্রিযাপন করিলাম।

"পরদিন প্রভাতে গৃহস্বামীকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া, আমরা সামসেল নীহারের মহলে প্রত্যাগমন করিলাম। ঠাকুরাণীর কি হইল, জানিতে না পারিয়া আমরা যৎপরোনাস্তি ভীত ও চিন্তিত হইয়া পড়িলাম। সামসেল নীহারকে ত্যাগ করিয়া, আমাদিগকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া, অন্যান্য দাসীগণও অত্যন্ত ভীত হইল। আমরা তাহাদিগকে বলিলাম, 'ঠাকুরাণীকে তাঁহার কোন বান্ধবীগৃহে রাখিয়া চলিয়া আসিয়াছি, তিনি আমাদিগকে ডাকিয়া পাঠাইলে আমরা গিয়া তাঁহাকে লইয়া আসিব।' আমাদের এই উত্তরে দাসীগণের চিন্তা ও ভয় দূর হইল।

সংগোপনের পুরস্কার

"কিন্তু সমস্ত দিনের মধ্যে আমার চিন্তা দূর হইল না। রাত্রিতে আমি নদীর দিকের গুপ্তদ্বার খুলিয়া নদীর ধারে আসিয়া দাঁড়াইলাম, কিয়ৎক্ষণ পরে খালে একখানি নৌকা দেখিয়া আমি মাঝিকে ডাকিলাম; তাহাকে বলিলাম, 'নৌকা বাহিয়া নদীতীর অন্বেষণ করিয়া দেখ, যদি কোন রমণীকে দেখিতে পাও, তাহাকে এখানে লইয়া আসিবে।'

"মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত অন্বেষণ করিলাম। গভীর রাত্রিতে দেখিলাম, সেই নৌকায় দুই জন আরোহী ও একটি আরোহিণী নদীকূলে আসিলেন, লোক দুজন আরোহিণীকে তীরে তুলিলেন; দেখিলাম, সেই আরোহিণীই সামসেল নীহার। তাঁহার আদেশে আমি হাজার মোহরের একটি তোড়া আনিয়া, যে প্রহরিদ্বয় তাঁহাকে নদীতীরে আনিয়াছিল, তাহাদিগকে পুরস্কার দান করিলাম। তাহার পর দাসীদিগের সহায়তায় সেই

গুপ্তপথ দিয়া ঠাকুরাণীকে তাঁহার মহলে লইয়া আসিলাম। শয্যায় শয়ন করিবামাত্র সামসেল নীহার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, সমস্ত রাত্রির মধ্যে আর তাঁহার মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল না, আমরা প্রাণপণে তাঁহার সেবা করিতে লাগিলাম।

"মূর্চ্ছাভঙ্গে তিনি কেবল অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন, ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পতিত হইতে লাগিল। আমি সবিনয়ে তাঁহাকে তাঁহার উদ্ধারের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি রোদন করিতে করিতে বলিলেন, 'বাঁদী, সে দুঃখের কথা আর জিজ্ঞাসা করিস্ নি, হায়! দস্যু-হস্তে যত দিন আমার প্রাণ বহির্গত না হইবে, তত দিন আমার যন্ত্রণার অবসান হইবে না।'

প্রণয়-বঞ্চিতার বিরহ-উচ্ছ্বাস

"আমি তাঁহার মুক্তিলাভের সংবাদ-শ্রবণের জন্য পুনঃ পুনঃ আগ্রহ প্রকাশ করিলে, অবশেষে তিনি বলিলেন, 'তবে শোন, দস্যুদল যখন সেই গৃহে প্রবেশ করিল, তখন আমি মনে করিলাম, আমার অন্তিমকাল উপস্থিত হইয়াছে, রাজপুত্রের প্রাণরক্ষারও কোন উপায় নাই। যাহা হউক, মৃত্যুর ভয়ে ভীত হইলাম না, কারণ, আমরা উভয়ে একত্র মরিতে পাইব ভাবিয়া আমার মনে একটু আনন্দই হইয়াছিল; কিন্তু দস্যুরা আমাদিগকে না মারিয়া সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী লুণ্ঠন করিয়া আমাদিগকেও সঙ্গে লইয়া চলিল।

"পথে তাহারা আমাদের নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। আমি বলিলাম, আমি এক জন নর্ত্তকী, আবুল হাসেনকে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, তিনি এই নগরের এক জন অধিবাসী। তাহাদের গৃহে উপস্থিত হইলে, দস্যুদল আমার বসনভূষণাদি পরীক্ষা করিল। আমার অঙ্গে যে সকল বহুমূল্য হীরকালঙ্কার ছিল, তাহা দেখিয়া তাহারা বলিল, 'তুমি সামান্য স্ত্রীলোক নহ, একজন নর্ত্তকী এত অলঙ্কার কোথায় পাইবে? সত্য বল, তুমি কে?'

"'আমার কাছে কোন উত্তর না পাইয়া, তাহারা আবুল হাসেনকে এই প্রশ্ন করিল। তিনি বলিলেন, 'আমরা এক জহুরীর গৃহে আসিয়াছিলাম,' অনন্তর তিনি জহুরীর নাম ও তাহার পরিচয় প্রদান করিলেন। এক জন দস্যু বলিল, 'আমি সেই জহুরীকে জানি, কাল আমি তাহাকে এখানে লইয়া আসিব, তাহার পর যাহা কর্ত্তব্য, করা যাইবে। তাহার পর আমাদিগের দুজনকে স্বতন্ত্র কক্ষে আবদ্ধ করিয়া রাখিল।

"'পরদিন জহুরী সেখানে আনীত হইলে, সে আমাদিগের প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিল। তখন দস্যুদল আমাদের নিকটে আসিয়া ক্ষমাপ্রার্থনা করিল; আমাদিগের তিন জনকে একখানি নৌকায় তুলিয়া টাইগ্রিস্-তটে লইয়া গেল। আমরা নদীপার হইয়া একদল প্রহরীর হাতে পড়িলাম। প্রহরি-সর্দ্দার আমাদের প্রকৃত পরিচয় না পাইয়া ছাড়িতে চাহিল না, তখন অগত্যা তাহাকে নির্জ্জনে ডাকিয়া আমার পরিচয় দিলাম। তখন সে আমার পদতলে পড়িয়া আমার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিল; দুইখানি নৌকা লইয়া আসিল, একখানি নৌকায় চড়িয়া আবুল হাসেন ও জহুরী গৃহে ফিরিলেন, অন্যখানিতে আমি আসিয়াছি। তাহার পর যাহা হইয়াছে, তুই সকলই জানিস্। আমাদিগকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিতে গিয়া জহুরী অনেক কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, আমাদের জন্য তাঁহাকে বিস্তর ক্ষতিস্বীকারও করিতে হইয়াছে, আমি আদেশ করিতেছি, কাল তুই দুই হাজার মোহর লইয়া জহুরীকে দিয়া আসিবি। আবুল হাসেন কেমন আছেন, তাহারও খবর লইবি। আমার জন্য প্রাণনাথ বড়ই যাতনা ভোগ করিয়াছেন, আমি অতি অভাগিনী।"

দাসী জহুরীকে বলিল, "তাঁহার আদেশে আমি আপনার কাছে গমন করিয়াছিলাম, আপনার বাড়ীতে আপনাকে দেখিতে না পাইয়া ফিরিতেছি, এমন সময় পথে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। আমি আপনাকে

দেখিতে না পাইয়া মোহরের তোড়া একটি পরিচিত লোকের জিম্মায় রাখিয়াছি, আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি লইয়া আসিতেছি।"

অল্পক্ষণের মধ্যে দাসী মোহরের তোড়া লইয়া সেই মসজিদে ফিরিয়া আসিল এবং জহুরীর হস্তে তাহা সমর্পণ করিয়া বলিল, "আপনি আপনার ক্ষতিপূরণস্বরূপ এই অর্থ গ্রহণ করুন।"

জহুরী বলিলেন, "আমার ক্ষতিপূরণের কোন আবশ্যক ছিল না, সামসেল নীহার যে নির্ব্বিঘ্নে প্রাসাদে পৌঁছিয়াছেন, ইহাই পরম সুখের কথা। যাহা হউক, তাঁহার আদেশ অগ্রাহ্য করিবার সাধ্য আমার নাই, সুতরাং তাঁহার প্রেরিত মোহর গ্রহণ করিলাম। তাঁহাকে বলিবে, যত দিন আমি বাঁচিব, তাঁহার অনুগ্রহ আমার স্মরণ থাকিবে।" দাসী পুনর্ব্বার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে আশা দিয়া মসজিদ হইতে প্রস্থান করিল। মোহরের তোড়া লইয়া জহুরী পরমানন্দে গৃহে ফিরিলেন।

জহুরীর আনন্দের সীমা রহিল না, এতগুলি মোহর, তাহার উপর সামসেল নীহার ও আবুল হাসেনের গুপ্তপ্রণয়-ব্যাপারে কোন অনর্থ সংঘটিত হয় নাই, এই সুসংবাদ। জহুরী এই অর্থ দ্বারা পুনর্ব্বার বহুবিধ দ্রব্য ক্রয় করিয়া সামসেল নীহার ও আবুল হাসেনের জন্য প্রমোদগৃহ সুসজ্জিত করিলেন। তাহার পর তিনি আবুল হাসেনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাত্রা করিলেন।

পুনরায় প্রমোদগৃহ-সজ্জা

জহুরী আবুল হাসেনের গৃহে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন, তিনি গৃহে প্রত্যাগমনের পর হইতে অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় নিপতিত ছিলেন; এমন কি, তাঁহার জীবনের আশা পর্য্যন্ত ছিল না এবং তিনি একটি কথাও বলিতেছেন না। জহুরী নিঃশব্দে তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিলেন;—দেখিলেন, আবুল হাসেন শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, চক্ষু মুদিত, মুখ শুষ্ক। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া জহুরীর মনে অত্যন্ত কষ্টবোধ হইল। জহুরী আবুল হাসেনকে নমস্কার করিয়া তাঁহার পার্শ্বে বসিলেন, এবং তাঁহাকে প্রফুল্ল হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

আবুল হাসেন আহার ত্যাগ করিয়াছিলেন, জহুরী তাঁহাকে আহারের জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন এবং বলিলেন, "আপনি আহার করিয়া কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে আমি আপনাকে সুসংবাদ দিব।"

অগত্যা নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও আবুল হাসেনকে কিঞ্চিৎ আহার করিতে হইল। আহারের পর আবুল হাসেন জহুরীর নিকট বর্ণিত সকল কথা শুনিতে পাইলেন। আবুল হাসেন কোন কথাই বলিতে পারিলেন না, কেবল অশ্রুত্যাগ করিতে লাগিলেন। অবশেষে কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ প্রিয়তম বন্ধু জহুরীকে তিনি মূল্যবান্ অঙ্গুরীয় উপহার প্রদান করিলেন।

জহুরী উপহারগ্রহণে বিশেষ অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেও অবশেষে আবুল হাসেনের আগ্রহাতিশয্যে তাঁহাকে উহা গ্রহণ করিতে হইল। রাত্রিকালে উভয়ে একত্র নানাবিষয়ে কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

এ প্রেম সমাধি-ভূমি অধিকার করিবে।

পরদিন প্রভাতে জহুরীর হাত ধরিয়া আবুল হাসেন ক্ষীণস্বরে বলিলেন "ভাই, তুমি বুঝিয়াছ, আমার আর কোন আশা নাই; আমি আমার প্রিয়তমাকে দুইবার পাইয়াও হারাইলাম। এখন আমার মৃত্যু ভিন্ন অন্য পথ নাই। যদি আমাদের ধর্ম্মে আত্মহত্যা মহাপাপ বলিয়া পরিগণিত না হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি এ জীবনের অবসান করিতাম; কিন্তু তাহার আবশ্যক নাই। আমি বুঝিতেছি, আমার মনোমোহিনীর বিরহে আমি আর দীর্ঘকাল প্রাণধারণ করিতে পারিব না। যদি তুমি পুনর্ব্বার আমার প্রিয়তমার দাসীর সাক্ষাৎ পাও, তাহাকে দিয়া সামসেল নীহারকে বলিয়া পাঠাইবে, তাঁহার বিরহেই আমি প্রাণত্যাগ করিব, তাঁহার প্রতি আমার যে অনুরাগ আছে, তাহা আমার সঙ্গে সমাধিভূমি পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া রহিবে।"

সেই দিনেই সামসেল নীহারের দাসী জহুরীর নিকট উপস্থিত হইল। জহুরী তাহার মুখ দেখিয়াই বুঝিলেন, কিছু শোচনীয় ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে। জহুরী তাহাকে সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে, দাসী কম্পিতস্বরে বলিল, "আমাদের সকল চেষ্টা বৃথা হইয়াছে, কাল আপনার নিকট হইতে প্রাসাদে ফিরিয়া গিয়া যে ভয়ানক সংবাদ শুনিয়াছি, তাহা বলিতেছি—শুনুন।

"আমাদের সঙ্গে যে দুই জন খোজা আপনার গৃহে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে এক জন কোন অন্যায়কর্ম্ম করাতে সামসেল নীহার তাহার প্রতি দণ্ডবিধান করেন। ইহাতে সে ক্রুদ্ধ হইয়া সামসেল নীহারের মহল পরিত্যাগ করিয়া, আমাদের প্রহরিদলভুক্ত এক জন খোজার নিকট সকল কথা প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। ক্রমে এ কথা খালিফের কর্ণে উঠিয়াছে, তিনি আজ প্রভাতে বিশজন খোজা পাঠাইয়া সামসেল নীহারকে তাঁহার সম্মুখে ধরিয়া লইয়া গিয়াছেন। কি হইয়াছে না হইয়াছে, আল্লা জানেন, আমি কিন্তু গতিক ভাল বলিয়া মনে করিতেছি না।"—দাসী আর কোন কথা না বলিয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।

খোজার মুখে গুপ্তপ্রেম-লীলা প্রকাশ

জহুরী এই সংবাদে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বজ্রাহতের ন্যায় নিশ্চলভাবে অবস্থান করিলেন। যখন তাঁহার মোহ দূর হইল, তখন তিনি দ্রুতবেগে আবুল হাসেনের নিকট উপস্থিত হইয়া অধীরভাবে বলিলেন, "যুবরাজ, ধৈর্য্য ও সাহস অবলম্বন করুন, অতি দুঃসংবাদ শ্রবণের জন্য প্রস্তুত হউন।"

আবুল হাসেন রুদ্ধনিশ্বাসে বলিলেন, "আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছি, দুই কথায় তোমার বক্তব্য শেষ কর। আবশ্যক হইলে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিব, সে জন্য আমি সর্ব্বক্ষণই প্রস্তুত রহিয়াছি।"

জহুরী দাসীমুখে যে সংবাদ শুনিয়াছিলেন, তাহা আবুল হাসেনের গোচর করিলেন; তাহার পর বলিলেন, "বুঝিতেছেন, আর বাঁচিবার আশা নাই, সুতরাং এ ভাবে বসিয়া থাকিবেন না, এখনই উঠুন, এখন সময় বড় মূল্যবান্। যাহাতে খালিফের ক্রোধ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারেন, তাহার উপায় করুন।"

ভয়ে, শোকে, দুঃখে, দুশ্চিন্তায় অধীর হইলেও আবুল হাসেন জহুরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন তুমি কি করিতে বল? আমি বল, বুদ্ধি, আশা, সাহস সকলই হারাইয়াছি।" জহুরী বলিলেন, "অন্য কোন উপায় নাই, অবিলম্বে দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া, বোগদাদ নগর পরিত্যাগ করিয়া আনোয়ারে যাত্রা করুন। কাল প্রত্যূষে সেখানে উপস্থিত হইতে পারিবেন, সেখান হইতে পুনর্ব্বার নূতন অশ্বে আরোহণ করিয়া স্থানান্তরে যাওয়া কঠিন হইবে না।"

দ্রুতগামী অশ্বে প্রেমিকের পলায়ন

আবুল হাসেন এই উপায়ই সঙ্গত মনে করিলেন। তিনি তাঁহার জননীর নিকট বিদায়গ্রহণ করিয়া, কতকগুলি ধনরত্ন সঙ্গে লইয়া, জহুরী ও কয়েকজন ভৃত্য সমভিব্যাহারে অশ্বারোহণে বোগদাদ নগর পরিত্যাগ করিলেন।

পথিমধ্যে শেষরাত্রিতে তাঁহারা একদল দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেন। দস্যু-দলের সহিত তাঁহাদের যুদ্ধ হইল। আবুল হাসেনের ভৃত্যগণ দস্যু-হস্তে প্রাণ হারাইল। অবশেষে আবুল হাসেন ও জহুরী তাঁহাদের অর্থাদির সহিত দস্যুহস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। দস্যুদল অর্থাদি লুণ্ঠন করিয়া, তাঁহাদিগকে সেই স্থানে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

আবুল হাসেন জহুরীকে বলিলেন, "ভাই, যথেষ্ট হইয়াছে, আর নয়, আমি এখানেই পড়িয়া থাকি, আমার জীবনে আর কি প্রলোভন আছে?—আমার প্রাণাধিকা সামসেল নীহার যে পথে গিয়াছেন, আমিও

সৌন্দর্য্য-নির্ঝর-তীরে নিরাশা

সেই পথে সেই প্রেমময়ীর অনুসরণ করিব। সৌন্দর্য্য-নির্ঝরিণীর সমীপবর্ত্তী হইয়াও আমি সে রূপসুধাপানে আমার পিপাসিত চিত্ত তৃপ্ত করিতে পারিলাম না;—আশা-মরীচিকার ছলনায় বারংবার বিড়ম্বিত হইলাম মাত্র—আমার মত হতভাগ্য জগতে কে আছে? আমার হৃদয়রাণী সামসেল নীহারের বিরহ-বেদনার যে দাবদাহে প্রতিনিয়ত বিদগ্ধ হইতেছি—মৃত্যুর শীতলস্পর্শ ব্যতীত সে যন্ত্রণার উপশম সম্ভব নহে!"

জহুরী বলিলেন, "আল্লার যাহা ইচ্ছা, তাহাই পূর্ণ হয়, এজন্য আমাদের আক্ষেপ করা বৃথা, আমরা যেন বিনা প্রতিবাদে তাঁহার সকল বিধান সহ্য করিতে পারি। চলুন, আর রাত্রি নাই, প্রভাতে যাহা হয়, করা যাইবে।" তখন অন্য উপায় না দেখিয়া আবুল হাসেন জহুরীর সহিত চলিতে লাগিলেন। কিছু দূরে একটি মসজিদ ছিল, তাহার দ্বার উন্মুক্ত, উভয়ে সেই মসজিদে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

প্রভাতে এক জন লোক সেই মসজিদে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার প্রভাতী প্রার্থনা শেষ হইলে, তিনি দেখিলেন, এক কোণে দুই জন লোক উপবিষ্ট। লোকদুটিকে বিদেশী পথিক বলিয়া তাঁহার বোধ হইল। তিনি জহুরী ও আবুল হাসেনের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। জহুরী বলিলেন, "আমরা পথিক, বোগদাদ নগর হইতে আসিতেছি, পথে দস্যুদল আমাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। এখন আমরা সম্পূর্ণ নিরুপায়, এ অপরিচিত স্থলে এমন কাহাকেও চিনি না যে, তাঁহার আশ্রয়গ্রহণ করি।"

আগন্তুক বলিলেন, "আপনারা আমার সঙ্গে আসুন, আমি যথাসাধ্য আপনাদিগের সাহায্য করিব।"

জহুরী আবুল হাসেনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কি করা যায়?"—আবুল হাসেন বলিলেন, "এ ব্যক্তি আমাদের অপরিচিত বটে, কিন্তু ইঁহার সঙ্গে গেলে কোন পরিচিত লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইলেও হইতে পারে; সুতরাং ইঁহার গৃহে না যাওয়াই আমার বিবেচনায় সঙ্গত।"

আগন্তুক ব্যক্তি তাঁহাদিগকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন জহুরী বলিলেন, "আপনার অনুগ্রহে আমরা বিশেষ বাধিত হইলাম, কিন্তু আপনার গৃহে যাইতে আমাদের একটি আপত্তি আছে। দেখিতেছেন, আমরা প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় আছি, দস্যুরা আমাদের পরিধেয় বস্ত্র পর্য্যন্ত কাড়িয়া লইয়াছে, এ অবস্থায় আমরা কিরূপে আপনার অনুসরণ করি?"—আগন্তুক নিজ পরিধেয়ের একাংশ ছিন্ন করিয়া, অবিলম্বে তাহা জহুরী ও আবুল হাসেনকে প্রদান করিলেন। অগত্যা তাহাই পরিধান করিয়া তাঁহারা আগন্তুকের সহিত তাঁহার গৃহে চলিলেন।

প্রেম-পরিণাম

আগন্তুক বিশেষ যত্নের সহিত অতিথিসৎকার করিলেন, কিন্তু আবুল হাসেন পথশ্রমে মনঃকষ্টে এমন কাতর হইয়াছিলেন যে, তিনি উত্থানশক্তিরহিত হইয়া পড়িলেন, তাঁহার জন্য জহুরী বড় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

আবুল হাসেনের পীড়া ক্রমে বর্দ্ধিত হইল, অবশেষে এই অপরিচিত গৃহে বান্ধববর্জ্জিত স্থানে তাঁহার আসন্নকাল উপস্থিত হইল। আবুল হাসেন জহুরীর হাত ধরিয়া অতি কাতরভাবে বলিলেন, "ভাই, চলিলাম, আমার জন্য তোমাকে বড় কষ্ট পাইতে হইল, তোমার নিকট আমি কতদূর কৃতজ্ঞ, তাহা প্রকাশ করিতে পারি না; বড় দুঃখ, এ ঋণ শোধ করিতে পারিলাম না। আজ আমি এ স্থানে এ ভাবে

কেন প্রাণত্যাগ করিতেছি, তাহা তুমি সকলের অপেক্ষা ভাল জান। মৃত্যুকালে মাতার সহিত সাক্ষাৎ হইল না, ইহাই আমার বড় দুঃখ; আর মৃত্যুর পর প্রিয়তমা সামসেল নীহারের সহিত মিলিত হইতে পারিব, ইহাই আমার পরম শান্তি! আমার মৃতদেহ বোগ্দাদে লইয়া গিয়া মায়ের নিকট সমর্পণ করিবে, তিনি যেন অশ্রুধারায় আমার সমাধি সিক্ত করিতে পারেন। তাঁহার উপাসনায় যেন আমার আত্মার উদ্ধার হয়।"—আবুল হাসেন আর অধিক কথা বলিতে পারিলেন না, তাঁহার প্রাণবিহঙ্গ দেহপিঞ্জর ত্যাগ করিল।



প্রেমের প্রতি-দানে জীবন-দান

জহুরী বোগ্দাদ নগরে প্রত্যাগমন করিয়া আবুল হাসেনের মাতার নিকট পুত্রের মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। বৃদ্ধা বহু বিলাপ ও পরিতাপের পর প্রিয়পুত্রের মৃতদেহ আনয়নের জন্য দাসদাসী লইয়া বোগ্দাদ নগর ত্যাগ করিলেন।

অনন্তর জহুরী শোকাকুলচিত্তে অবনতবদনে গৃহে ফিরিতেছেন, এমন সময়ে পথে সামসেল নীহারের দাসীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। দাসীর নয়নে অশ্রুধারা ঝরিতেছিল, সে তাঁহার সহিত ধীরে ধীরে তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইল।

দুটি ফুল এক-সঙ্গে ঝরিল!

দাসী তাঁহাকে জানাইল, "সামসেল নীহার ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।"

জহুরী সবিষাদে বলিলেন, "হায়! স্বর্গের দুটি কুসুম একসঙ্গে ঝরিয়া পড়িল! তাঁহাদের প্রেম এ পৃথিবীর নহে—সত্যই স্বর্গীয়। সামসেল নীহার কিরূপে প্রাণত্যাগ করিলেন, বল।"

আবুল হাসেনের মৃত্যুসংবাদে সামসেল নীহারের দাসী ললাটে করাঘাত করিয়া বলিল, "হায়, হায়! দুজনেই চলিয়া গেলেন! আবুল হাসেনের কিরূপে মৃত্যু হইল, আপনি এ সংবাদ অগ্রে বলুন, আমি শুনিবার জন্য বড়ই কাতর হইয়াছি। আমার কথা আমি পরে বলিতেছি।"

জহুরী আবুল হাসেনের পলায়ন ও মৃত্যুকাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করিলেন। সমস্ত শুনিয়া দাসী অশ্রু-পূর্ণলোচনে বলিতে লাগিল, "আমি আপনাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, খালিফ সামসেল নীহারকে তাঁহার সমক্ষে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, খালিফ তাঁহার ও আবুল হাসেনের প্রণয়কাহিনী দুই জন খোজার মুখে সবই শুনিয়াছিলেন। আপনি হয় ত মনে করিতেছেন, এই সংবাদে খালিফ ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া সামসেল নীহারের মস্তকচ্ছেদনের আদেশ দান করিয়াছেন! এ কথা কখনও মনে করিবেন না। তিনি বিন্দুমাত্র ক্রোধ প্রকাশ করিলেন না, সামসেল নীহারের হৃদয়-বেদনায় তাঁহার প্রতি সহানুভূতিভরে খালিফের চক্ষু আর্দ্র হইল। খালিফ সামসেল নীহারকে সম্মুখে আহ্বান করিয়া দেখিলেন, তাঁহার মুখে কিছুমাত্র ভয় কিম্বা বিস্ময়ের চিহ্ন নাই, কেবল অশ্রুরাশিতে নয়নকমল দুটি ছলছল করিয়া ভাসিতেছে। খালিফ বলিলেন, 'সামসেল নীহার, তুমি যে এভাবে অশ্রুমুখী হইয়া, আমার সম্মুখে উপস্থিত হইবে, ইহা আমি কখনও মনে করি নাই; তুমি জান, আমি নিরন্তর তোমার প্রতি কিরূপ অনুরাগ প্রকাশ করিয়া আসিয়াছি, ইহা মৌখিক প্রণয়-মাত্র নহে, তাহার পরিচয়ও বোধ করি তুমি কিছু কিছু পাইয়াছ। আমার এখনও কোন ভাবান্তর উপস্থিত হয় নাই, আমি এখনও তোমাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসি। তোমার শত্রুগণ আমার নিকটে তোমার বিরুদ্ধে যে সকল কথা বলিয়াছে, তাহা আমি বিশ্বাস করি না, তুমি ক্ষোভ দূর কর, যে ভাবে প্রত্যহ আমোদ-প্রমোদ কর, আজও তাহাই কর।'—খালিফ তাঁহাকে প্রাসাদের এক কক্ষে প্রবেশ করিয়া মনস্থির করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

নয়ন-কমল অশ্রুজলে ছলছল

"সামসেল নীহারের মন সংযত হইল না; তিনি খালিফের অনুগ্রহের অনুপযুক্ত মনে করিয়া আরও দুঃখিতা ও ব্যথিতা হইলেন।

"সায়ংকালে খালিফ নর্ত্তকীবৃন্দে পরিবৃত হইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। চতুর্দ্দিকে আলোকমালা প্রজ্বলিত হইল, ফুলের গন্ধে কক্ষ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। খালিফ সামসেল নীহারকে তাঁহার ক্রোড়-সন্নিকটে উপবেশন করাইয়া, তাঁহাকে সুমিষ্ট ফলমূল ভোজন করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে আর খালিফের কোন অনুরোধ রক্ষা করিতে হইল না। তিনি খালিফের পাদমূলে নিপতিত হইয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রাণত্যাগ করিলেন, আনন্দ-সঙ্গীত থামিয়া গেল, চতুর্দ্দিকে হাহাকার উঠিল। খালিফ স্বয়ং তাঁহার প্রিয়তমাবিয়োগে অশ্রুত্যাগ করিতে লাগিলেন। খালিফ আদেশ করিলেন, 'উৎসবের আলোক নির্ব্বাণ কর, বাদ্যযন্ত্রসমূহ বন্ধ কর।' তাঁহার আদেশ প্রতিপালিত হইল।

"সমস্ত রাত্রি আমি মৃতদেহের নিকট বসিয়া অশ্রুত্যাগ করিলাম। এখন আমার একটি কার্য্য অবশিষ্ট আছে। সামসেল নীহারের দেহের সহিত আবুল হাসেনের দেহ একত্র করিয়া তাহা সমাহিত করিতে চাই, ইহাই আমার একমাত্র বাসনা।"—দাসী নীরব হইল।

প্রেমিক-প্রেমিকার একত্র সমাধি

কিন্তু তাহার আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রহিল না, নগরবাসিগণ যখন সামসেল নীহারের সমাধিস্থলে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সমাধির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে আসিল, তখন দাসী তাহাদের নিকট সামসেল নীহার ও আবুল হাসেনের প্রণয়কাহিনী কীর্ত্তন করিল, সকলে একবাক্যে প্রণয়িযুগলের দেহ একত্র সমাহিত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। তদনুসারে উভয় দেহ একত্র সমাহিত হইল। এখনও দেশবিদেশের মুসলমানগণ এই সমাধিস্থলকে পবিত্র তীর্থ মনে করিয়া এখানে আসিয়া উপাসনা করেন।

দিনারজাদী শাহারজাদীর এই গল্প শ্রবণ করিয়া মোহিত হইলেন। শাহারজাদী বলিলেন, "সুলতান যদি দয়া করিয়া প্রভাতে আমার প্রাণদণ্ডের আদেশ না করেন, তাহা হইলে আমি আর একটি কাহিনী বলিব, তাহা ইহা অপেক্ষাও সুমধুর। সুলতান শাহরিয়ার শাহারজাদীর অনুপম যৌবন ও রস-উচ্ছ্বসিত গল্পলহরীতে তৃপ্ত হইতেছিলেন; তিনি নূতন গল্প শ্রবণের জন্য উৎসুক হইয়া সে দিনও তাঁহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিলেন না। পরদিন শেষরাত্রিতে শাহারজাদী নূতন কাহিনী আরম্ভ করিলেন।

বেদৌরার প্রেম-কাহিনী

পারস্যদেশ হইতে কুড়ি দিন জাহাজ চালাইয়া খালেদানদ্বীপে উপস্থিত হইতে পারা যায়। এই দ্বীপ কয়েকটি সুবৃহৎ প্রদেশে বিভক্ত। নগরগুলি সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও জনপূর্ণ। এই দেশে পূর্ব্বকালে এক জন সুলতান ছিলেন, তাঁহার নাম সা জামান। সুলতানের চারিটি মহিষী, সকলেই ভিন্ন ভিন্ন দেশের রাজকন্যা; এতদ্ভিন্ন রাজার ষাটটি উপপত্নী ছিল।

সা জামান ধন, জন ও ঐশ্বর্য্য লইয়া মহাসুখে রাজ্য করিতেন। তাঁহার রাজ্যে কোন প্রকার অশান্তি ছিল না, কেবল এক বিষয়ে তাঁহার সুখের অভাব ছিল, অনেক বয়স হইলেও তাঁহাকে পুত্র-মুখ-সন্দর্শন-সুখ হইতে বঞ্চিত থাকিতে হইয়াছিল। এতগুলি স্ত্রী—কেহই পুত্ররত্নের মুখ সন্দর্শন করিতে পারেন নাই, এজন্য সুলতানের মনে কষ্টের সীমা ছিল না। এ বিপুল রাজ্যসুখ তাঁহার অবর্ত্তমানে কে ভোগ করিবে, এই চিন্তাই রাজার মনে প্রবল হইয়াছিল। অবশেষে তিনি এক দিন তাঁহার উজীরকে বলিলেন, "উজীর, যাহাতে এই কষ্ট নিবারণ হয়, তাহার কোন উপায় যদি তোমার জানা থাকে, আমাকে বলিয়া আমার উদ্বেগ দূর কর।"

উজীর বলিলেন, "সুলতান, আল্লা আপনাকে যে সুখ হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছেন, ক্ষুদ্র মনুষ্যের সাধ্য কি যে তাহা আপনাকে প্রদান করে? আমার বিবেচনায় রাজ্যের ফকিরগণকে নিমন্ত্রণ করা উচিত, তাঁহাদিগের নিকট আপনি আপনার প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলে, তাঁহারা একটা উপায় করিলেও করিতে পারেন।"

সুলতান এই প্রস্তাব সঙ্গত জ্ঞান করিয়া, প্রধান উজীরকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া, বহুসংখ্যক ফকিরকে নিমন্ত্রিত করিলেন এবং তাঁহাদিগকে আহারাদি প্রদান করিয়া, তাঁহাদিগের নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন।

পুত্রলাভের প্রার্থনা

অবশেষে এক জন ধার্ম্মিক ফকির সুলতানের ব্যবহারে পরিতুষ্ট হইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, 'সম্বৎসরকালের মধ্যেই সুলতান পুত্রমুখ দর্শন করিবেন।' ফকিরের বাক্য মিথ্যা হইবার নহে, অল্পদিনের মধ্যেই প্রধান মহিষী গর্ভবতী হইলেন এবং যথাকালে তিনি পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় রূপবান্ এক সন্তান প্রসব করিলেন। সুলতান পুত্রের নাম রাখিলেন, কামারাল জামান।

সুলতান পুত্রটিকে মহাযত্নের সহিত শিক্ষাদান করিতে লাগিলেন, কামারাল জামান অসাধারণ মেধাসম্পন্ন ছিলেন, অল্পবয়সেই তিনি বহু বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার চরিত্র, শিক্ষা, রূপ ও গুণ একত্র মিশিয়া তাঁহার বৃদ্ধ পিতার মনে অনুপম আনন্দবিধান করিতে লাগিল।

পুত্র পঞ্চদশ বৎসরে পদার্পণ করিলে, সুলতান এক দিন উজীরকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "উজীর, আমি সুদীর্ঘ-কাল ধরিয়া রাজ্যশাসন করিলাম, আমার দেহে আর বল নাই, মনে উৎসাহ নাই, আমি এখন অবসর গ্রহণ করিবার মানস করিয়াছি; আমার পুত্রটিও সর্ব্বগুণে গুণান্বিত ও সুশিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াছে, উপযুক্ত পুত্রহস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করাই আমার কর্ত্তব্য, এ বিষয়ে তোমার মত কি?"

প্রমোদশ্রান্ত রাজার অবসাদ

উজীর বলিলেন, "জাঁহাপনা, রাজকুমার এখনও শিশু বলিলেই হয়, তিনি নবযৌবনে পদার্পণ করিতেছেন মাত্র। রাজ্যশাসনের গুরুভার বহন করিবার যোগ্যতা এখনও তিনি লাভ করিতে পারেন নাই। প্রথমে তাঁহাকে বিবাহ দিয়া, তাঁহাকে সাংসারিক শিক্ষা দান করিতে হইবে, ইহা তাঁহার চরিত্রের পক্ষেও মঙ্গলজনক হইবে; ক্রমে তিনি রাজকর্ম্মে অভ্যস্ত হইলে, পরে রাজ্যশাসন তাঁহার পক্ষে দুর্ভর হইবে না।"

সুলতান উজীরের এই পরামর্শ সঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন। তখন তিনি তাঁহার প্রিয় পুত্র কামারাল জামানকে নিজের নিকটে আহ্বান করিলেন।

সুলতাননন্দন জানিতেন, তাঁহার পিতা একটি নির্দ্দিষ্ট সময়েই তাঁহাকে আহ্বান করেন, সে দিন অসময়ে তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছেন দেখিয়া, তিনি অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। অবিলম্বে পিতৃ-সমীপে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া নতদৃষ্টিতে দণ্ডায়মান হইলেন।

সুলতান স্নেহপূর্ণস্বরে পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বৎস! আমি তোমাকে একটি বিশেষ কারণে আহ্বান করিয়াছি, তুমি আমার একমাত্র পুত্র, আমার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী, কেবল সিংহাসন নহে, আমার যশও তোমাকে রক্ষা করিতে হইবে। সংসারে প্রবেশের প্রথম দ্বার—বিবাহ; আমি তোমার বিবাহ দিতে চাই,—এ সম্বন্ধে তোমার মত কি?"

রাজপুত্র এই কথা শুনিয়া অবনত-মস্তকে অবস্থান করিতে লাগিলেন, তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল, সর্ব্বাঙ্গ ঘামিয়া উঠিল, অবশেষে তিনি অতি ধীরে ধীরে পিতাকে বলিলেন, "বাবা, এ বিষয়ে আমাকে ক্ষমা করিতে হইবে, আপনার আদেশ শুনিয়া আমি অত্যন্ত ভীত হইয়াছি। আমার এত অল্পবয়সে আপনি যে আমাকে এই কঠিন বন্ধনে ফেলিবেন, তাহা আমি একবারও মনে করিতে পারি নাই। আমি কখনও বিবাহ করিব কি না, এ বিষয়ে সন্দেহ আছে, কারণ, বিবাহ দুঃখের কারণস্বরূপ, বিবাহিত জীবন বড় দুঃখময়, ইহাই আমার বিশ্বাস; আমি দেখিতেছি, সংসারে মানুষ যত দুঃখ, কষ্ট বা যাতনা ভোগ করে, রমণীই তাহার প্রধান কারণ; পুস্তকাদিতেও পাঠ করিয়াছি, ইহারা সর্ব্বপ্রকার পাপের জননী। হয় ত' কালে আমার এই মত পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, কিন্তু যত দিন আমার মত পরিবর্ত্তিত না হয়, তত দিন আমাকে এজন্য আদেশ করিবেন না।"

বিবাহিত জীবন দুঃখময়।

পুত্রের কথা শুনিয়া সুলতান মনে বড় কষ্ট পাইলেন—পুত্রের ব্যবহারে বড় দুঃখিত হইলেন। তিনি কোন দিন স্বপ্নেও ভাবেন নাই, তাঁহার পুত্র তাঁহার আদেশ-পালনে এরূপ অবহেলা করিবে। তিনি পুত্রকে যৎপরোনাস্তি স্নেহ করিতেন, মৌখিক অসন্তোষ প্রকাশ না করিয়া বলিলেন, "আমি হঠাৎ তোমাকে কোন কাজে বাধ্য করিতে চাহি না, আমি তোমাকে সময় দিলাম, তুমি এ বিষয়ে ভাল করিয়া চিন্তা কর; তুমি ভাবিয়া দেখিও, এই সুবৃহৎ রাজ্য তোমাকে শাসন করিতে হইবে, কিন্তু গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ না করিয়া কেহ রাজকর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারে না, রাজ্য-শাসন ফকিরের কর্ম্ম নহে; সুতরাং রাজকর্ত্তব্য

পালনের অনুরোধেও তোমাকে বিবাহ করিতে হইবে, বিশেষতঃ আমার বংশ তোমাতেই শেষ হইয়া যায়, ইহা আমার ইচ্ছা হইতে পারে না, বংশরক্ষার্থ তোমাকে বিবাহ করিতে হইবে, এই বংশ আমার বা তোমার নিজস্ব নহে, ইহা পিতৃপুরুষের ধারা, ইহা অবশ্যই রক্ষণীয়।"

সুলতান পুত্রকে এক বৎসর সময় দিলেন। এক বৎসর অতীত হইলে, তিনি আবার রাজপুত্রকে তাঁহার সন্নিকটে উপস্থিত করিলেন, বলিলেন, "বৎস! তোমাকে যে বিষয় বিবেচনার জন্য এক বৎসর সময় দিয়াছিলাম, তৎসম্বন্ধে কিরূপ বিবেচনা করিয়াছ, আজ আমি জানিতে চাই। এক বৎসর অতীত হইয়াছে; সুতরাং আমার বিশ্বাস, তুমি সকল কথা ভালরূপে বিবেচনা করিয়াছ। আমি আশা করি, তুমি এখন বিবাহের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত।"

সুন্দরী সঙ্গিনী অনিষ্টের মূল

কামারাল জামান সঙ্কল্প স্থির করিয়াছিলেন। তিনি দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "হাঁ, সকল বিষয়ে বিবেচনা করিয়াছি। বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, জীবনে প্রকৃত সুখলাভেচ্ছা থাকিলে, বিবাহ না করাই কর্ত্তব্য; সুতরাং আমি বিবাহ করিব না, এইরূপ সংকল্প করিয়াছি। সুন্দরী সঙ্গিনী আমাদিগের সর্ব্বপ্রকার অনিষ্টের মূলস্বরূপ, প্রত্যহ চক্ষুর উপর তাহার শত শত দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করিতেছি। রমণীজাতির উপর আমার বড়ই ঘৃণা, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে ক্ষমা করুন, রমণীর সহিত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইতে আমার ইচ্ছা নাই, এমন কি, জীবনে আমি সুন্দরী রমণীর মুখ দর্শন করিব না।"

সা জামান ভিন্ন অন্য কোন সুলতান হইলে, তাঁহার আদেশের প্রতি এই প্রকার অবজ্ঞা-প্রদর্শনে নিশ্চয়ই কুপিত হইয়া অতি কঠোর দণ্ডাজ্ঞা করিতেন, কিন্তু সা জামান ভিন্ন প্রকৃতির নরপতি ছিলেন। পুত্রের ব্যবহারে তাঁহার প্রতি কোপ প্রকাশ না করিয়া, তিনি পুত্রকে মিষ্টবাক্যে বুঝাইতে লাগিলেন, পরে পুত্রকে বিদায় দান করিয়া এ সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য, উজীরকে তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। উজীর বলিলেন, "রাজকুমারকে আর এক বৎসর চিন্তা করিবার সময় দেওয়া উচিত, বিবাহ যে তাঁহার একান্ত কর্ত্তব্য, এ বিষয়ে মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে বুঝাইতে হইবে। আরও এক বৎসর পরে যদি তাঁহার মতপরিবর্ত্তন না হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে রাজদরবারে আহ্বান করিয়া, রাজ্যের মঙ্গলার্থ তাঁহাকে বিবাহ করিতে হইবে, ইহা সর্ব্বজনসমক্ষে তাঁহাকে বুঝাইতে হইবে। রাজপুত্র বুদ্ধিমান্, সমগ্র দরবারের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না। আমার অনুরোধে আপনি ধৈর্য্যধারণ করিয়া আরও এক বৎসর প্রতীক্ষা করুন, ধৈর্য্যধারণ ভিন্ন পৃথিবীতে কোন কার্য্য সফল হয় না।"

বিবাহে সম্মতির আশায় সময়দান

অনিচ্ছাসত্বেও সুলতানকে এই উপদেশ গ্রাহ্য করিতে হইল। সভাভঙ্গে উজীরকে বিদায় দান করিয়া, সুলতান তাঁহার মহিষীর মহলে প্রবেশ করিলেন। তিনি কামারাল জামানের জননীকে পুত্রের বিবাহে অনিচ্ছার কথা জ্ঞাপন করিলেন, তাহার পর বলিলেন, "আমি জানি, তোমার পুত্র আমার অপেক্ষা তোমার অধিক অনুগত; সে আমার আদেশ অগ্রাহ্য করিতেছে বটে, কিন্তু তোমার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারে, তুমি তাহাকে এ জন্য বিশেষ অনুরোধ কর। তাহাকে জানাইবে, সে যদি আমার আদেশ-পালনে অসম্মত হয়, তাহা হইলে আমাকে বাধ্য হইয়া, তাহার প্রতি কঠোর ব্যবহার করিতে হইবে, রাজ্য ও বংশরক্ষার্থ তাহাকে বিবাহ করিতে হইবে, এ বিষয়ে অধিক কথা বলিতে ইচ্ছুক নহি।"

কামারাল জামানের মাতা ফতিমা পুত্রের আচরণের কথা শুনিয়া বড় বেদনা পাইলেন, স্বামীকে জানাইলেন, তিনি এ বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।

কয়েকদিন পরে কামারাল জামান মাতৃ-সন্নিধানে উপস্থিত হইলে, ফতিমা বলিলেন, "বাছা, তুমি বিবাহ করিতে সম্পূর্ণ অসম্মত হওয়ায়, আমরা মনে বড় কষ্ট পাইয়াছি, তোমার এরূপ অসঙ্গত জেদের কারণ ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি পুস্তকাদিতে নারীজাতির অনেক দুর্নীতি ও নীচাশয়তার কাহিনী পাঠ করিয়াছ সত্য, কিন্তু পৃথিবীতে সকলেই কিছু এইরূপ নহে; সুশীলা, সচ্চরিত্রা, পতিব্রতা নারীও পৃথিবীতে অনেক আছেন, তাঁহারা সত্যই পৃথিবীর অলঙ্কারস্বরূপ। পৃথিবীতে যেমন নর-পিশাচিনী আছে, তেমনই নর-পিশাচ আছে, তাই বলিয়া কি বিবাহ করিবে না স্থির করিতে হয়? তুমি পুস্তকাদিতে কত নরাধমের কাহিনী পাঠ করিয়াছ, আবার কত মহাপ্রাণ দেবচরিত্র পুরুষের পুণ্যকথাও অবগত আছ, বস্তুতঃ পৃথিবী ভাল-মন্দে মিশান, মন্দ ত্যাগ করিয়া ভাল গ্রহণ করিলে পরিণামে কখনও অনুতাপ করিতে হয় না।"



মাতৃ-অনু-রোধ

কামারাল জামান বলিলেন, "মা,আপনি যে কথা বলিলেন,তাহা সত্য। আপনার ন্যায় গুণবতী, ধর্ম্মপ্রাণা রমণী পৃথিবীর অলঙ্কার-স্বরূপ, কিন্তু পিশাচীর সংখ্যাও অগণ্য। আপনি মন্দ হইতে ভাল বাছিয়া লইতে বলিতেছেন, কিন্তু ইচ্ছা করিলেই কি ভাল পাওয়া যায়? পশ্চাৎ অনুতাপ অপেক্ষা একেবারে অনুতাপের কারণ না হওয়াই ভাল, সেই জন্য আমি বিবাহ করিব না বলিয়াছি। আপনি জানেন, বাবা বিবাহের জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছেন, সম্ভবতঃ তিনি কোন রাজকন্যার সহিত আমার বিবাহ দিবেন, সে সুন্দরী হইতে পারে, কিন্তু তাহার হৃদয়ের পরিচয় কোথায় পাইব? হয় ত, তাহার দুর্ব্ব্যবহারে রাজ্য নষ্ট হইয়া যাইবে, তখন কিরূপে এ রাজ্য রক্ষা করিব? অবশ্য দুষ্টা স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু তাহাতে আমার মানসিক শান্তি একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবে। আমি বিবাহ না করিলে বংশরক্ষা হইবে না, এই কথা আপনি বলিতে পারেন, কিন্তু মা, কত পুত্র ত' পিতা জীবিত থাকিতেই ইহলোক ত্যাগ করে, তাহাতে কি কোন ক্ষতি হয়?—আপনি আর আমাকে বিবাহের জন্য অনুরোধ করিবেন না, আমি বিবাহ করিব না স্থির করিয়াছি।"

সুন্দরীর হৃদয়ের পরিচয় ত' অজ্ঞাত?

মহিষী পুত্রকে নানা প্রকার বুঝাইলেন, কিন্তু কামারাল জামানের সঙ্কল্প বিচলিত হইল না। অবশেষে একদিন সুলতান রাজকুমারকে দরবারে আহ্বান করিলেন। কুমার দরবারে উপস্থিত হইলে, সুলতান তাঁহাকে বলিলেন, "পুত্র, তোমাকে বিবাহের জন্য আমি বহুদিন হইতে অনুরোধ করিতেছি; কিন্তু তুমি এমনই দুঃশীল যে, মাতৃ-আজ্ঞা পর্য্যন্ত লঙ্ঘন করিয়াছ। তোমার ব্যবহারে আমার ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়াছে, আজ আমি ও আমার দরবারস্থ অমাত্যগণ সকলে বলিতেছি, রাজ্যপালনার্থ ও বংশ-রক্ষার্থ তোমার বিবাহ করা আবশ্যক, তোমাকে বিবাহ করিতেই হইবে, তোমার কোন আপত্তিতে আমরা কর্ণপাত করিব না।"

কামারাল জামান সংক্ষেপে বলিলেন, "আমার স্থিরসঙ্কল্প আছে, আমি কখনও বিবাহ করিব না।" এই কথা শুনিয়া সুলতান ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, কর্কশস্বরে বলিলেন, "হতভাগ্য সন্তান, পিতৃ-আজ্ঞা মাতৃ-আজ্ঞা ও রাজ-আজ্ঞা ল   নর জন্য তোমাকে গুরুতর দণ্ডভোগ করিতে হইবে। যতদিন তুমি বিবাহ করিতে সম্মত না হও, ত   নে আমি তোমাকে নির্ব্বাসনের আদেশ প্রদান করিলাম।" রাজা ভৃত্যগণের প্রতি আদেশ করিবামাত্র, তাহারা রাজকুমারকে ধৃত করিয়া নির্ব্বাসনে লইয়া চলিল, নগর হইতে অনেক দূরে একটি পুরাতন নির্জ্জন মন্দিরে তাঁহার নিভৃত-বাসের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল, একটি শয্যা, কয়েকখানি পুস্তক ও একটি ভৃত্য মাত্র তিনি কারাগারে সঙ্গিস্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন।

রাজপুত্রের নির্ব্বাসন

কামারাল জামান সুলতানের আদেশে কিছুমাত্র দুঃখিত হইলেন না, তিনি পুস্তকগুলি পাইয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। দিবসে তাহাই তিনি বিশেষ আগ্রহের সহিত পাঠ করিলেন, সায়ংকালে কোরাণ পাঠ করিয়া আরাধনা করিলেন, তাহার পর রাত্রি সমাগত হইলে, তিনি দীপ নির্ব্বাণ না করিয়াই শয়ন করিলেন।

এই মন্দির-প্রাঙ্গণে একটি পুরাতন কূপ ছিল। কূপের মধ্যে দৈত্যরাজ দামরিয়াতের কন্যা মৈমুনী নামে একটি পরী বাস করিত। মধ্যরাত্রিতে পরী কূপ হইতে বাহির হইয়া, নৈশভ্রমণে যাত্রা করিবে, এমন সময়ে কামারাল জামানের শয়নকক্ষে দীপালোক দেখিতে পাইল। এ স্থানে সে কখনও আলোক দেখে নাই, সে দিন সহসা আলোক দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল, এবং সেখানে কে কি অভিপ্রায়ে আলোক লইয়া আসিয়াছে, জানিবার জন্য সে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল, দ্বারের প্রহরী তাহাকে দেখিতেও পাইল না। পরী কামারাল জামানকে দেখিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া রহিল; কামারাল জামানের অর্দ্ধবদন বসনে আবৃত থাকিলেও পরী বুঝিল, এই যুবক পরম রূপবান্। রাজপুত্রকে ভাল করিয়া দেখিবার বাসনা তাহার মনে বলবতী হইয়া উঠিল। সে অতি ধীরে রাজপুত্রের মুখের বসন অপসারিত করিলে, দেখিতে পাইল, অনুপম লাবণ্যমণ্ডিত সৌম্য-শান্ত মুখশ্রী। মনুষ্যের এমন সুন্দর রূপ সে আর কখনও দেখে নাই। পরী মনে মনে বলিতে লাগিল, "মরি মরি, কি রূপ! চক্ষুর কি শোভা! কেমন বঙ্কিম ভ্রূ! এমন সুন্দর যুবককে কে এখানে নির্ব্বাসিত করিয়াছে? তাহার মনে কি কিছুমাত্র দয়া-মায়া নাই? নিশ্চয়ই এ রাজপুত্র, রাজপুত্রের প্রতি এ অত্যাচার কেন?"

পরী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নির্নিমেষলোচনে রাজপুত্রের রূপ নিরীক্ষণ করিল। তাহার পর তাহার গণ্ডে ও ললাটে অতি ধীরে চুম্বন করিয়া, মুখের বস্ত্র পূর্ব্বে যে ভাবে ছিল, সেই ভাবে টানিয়া দিয়া পাখা মেলিয়া আকাশপথে উড়িয়া গেল। অনেক দূরে উঠিয়া সে অদূরে একটি শব্দ শুনিতে পাইল, কোথা হইতে শব্দ আসিতেছে, জানিবার জন্য সে শব্দ লক্ষ্য করিয়া সেই দিকে ধাবিত হইল; কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিল, একজন দৈত্য ঝড়বেগে স্থানান্তরে যাইতেছে, তাহারই শব্দ। এই দৈত্যটি সলোমনের প্রাধান্য স্বীকার না করায় পরী ও অন্যান্য দৈত্যগণ ইহার বিরোধী ছিল। দৈত্য সত্বরে দেখিল, তাহার শত্রুপক্ষীয় একটি পরী তাহাকে লক্ষ্য করিয়া উড়িয়া আসিতেছে।

পরীর সোহাগ-চুম্বন

এই দৈত্যের নাম দান্‌হাস্। দান্‌হাস্ পরীকে অদূরে দেখিয়া সবিনয়ে বলিল, "মৈমুনী পরী, পরীরাজ্যে তুমি সুন্দরী-শ্রেষ্ঠ, আজ অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রাণদান কর, তুমি আমাকে যে আদেশ করিবে, আমি তাহাই পালন করিব। আমি কখনও তোমার কোন অনিষ্ট করিব না।"

মৈমুনী বলিল, "রে দুরাচার দৈত্য! তোর সাধ্য কি যে আমার অনিষ্ট করিস্! আমি তোকে ভয় করি না। যাহা হউক, আমি তোর কোন অপকার করিব না, মাছি মারিয়া কেন হাত গন্ধ করিব, তাহাতে আমার গৌরব নাই। যাহা হউক, আমি যাহা জিজ্ঞাসা করি, উত্তর দে, তুই কোথা হইতে আসিতেছিস্, দেখিবার মত কি দেখিয়াছিস্, আর আজ রাত্রে কি করিয়াছিস্, তাহার পরিচয় প্রদান কর্।"

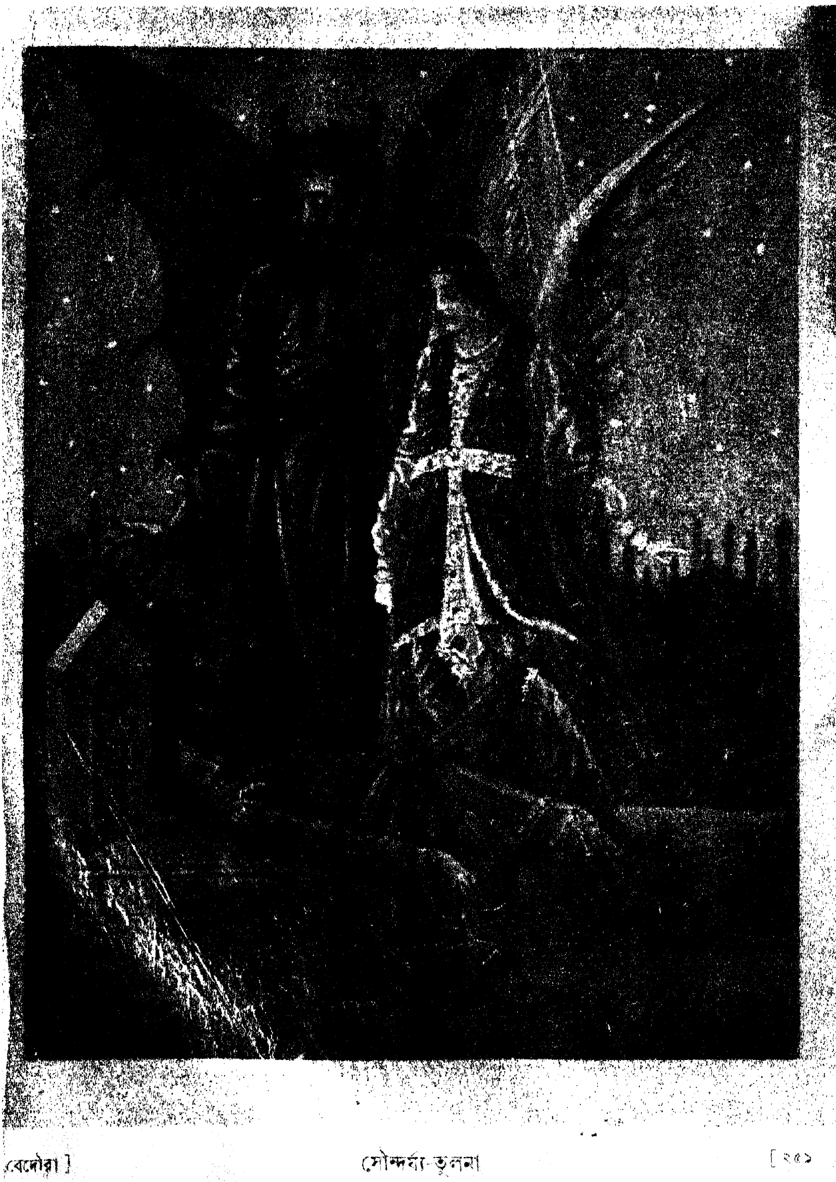
বিশ্ববিমোহিনী সুন্দরী-সন্দেশ

দান্‌হাস্ করযোড়ে বলিল, "সুন্দরি! আজ তোমাকে এক অপূর্ব্ব কথা শুনাইব। আমি চীনরাজ্য হইতে উড়িয়া আসিতেছি। চীন একটি প্রকাণ্ড দেশ, এমন ধনজনপূর্ণ দেশ পৃথিবীতে আর নাই। সেই দেশের এখন যিনি রাজা, তাঁহার নাম গাইউর, তাঁহার একটি কন্যা আছে, এমন রূপবতী নারী আমি পৃথিবীর আর কোন দেশে দেখি নাই, সেই যুবতী যে কত সুন্দরী, তাহা আমি, কি তুমি, কি আমাদের দৈত্যকুলে কেহ ভাষায় প্রকাশ করিয়া বলিতে পারে না। না দেখিয়া সে রূপ কেমন, তাহা অনুভব করা যায় না। তাহার চুল পায়ের গোড়ায় পড়িয়াছে, সে চুল রেশমের মত কুঞ্চিত, তাহার শোভাই বা কত! কপালখানি যেন একখানি দর্পণ, চক্ষু কালো কালো, চোখে যেন আগুন জ্বলিতেছে, নাক বড় বেশী লম্বাও নয় খুব খাটোও নয়, মুখখানি ছোট, ওষ্ঠে যেন সিন্দূর মাখান রহিয়াছে এমনই লাল, দাঁতগুলি এক একটি মুক্তার মত, যেন কে কতকগুলি মুক্তা একত্র গাঁথিয়া রাখিয়াছে। যুবতী যখন কথা বলে, তখন যেন বীণার ঝঙ্কার হয়, তাহার বুদ্ধির কথা আর জিজ্ঞাসা করিও না, নরলোকে এত বুদ্ধি কাহারও দেখি নাই। তাহার কুচযুগের সহিত তুলনা করিলে অতি শুভ্র কমল-কলিকাকেও লজ্জায় নতমস্তক হইতে হয়। বলিতে কি, পৃথিবীর মধ্যে সে শ্রেষ্ঠ সুন্দরী, এমন সুন্দরী মানুষের মধ্যে নাই; কিন্তু এই সুন্দরীর রূপ দেখিয়া চক্ষু সার্থক করা সকলের ভাগ্যে ঘটে না। যাহার সহিত তাহার বিবাহ হইবে, সেই ভাগ্যবান্ যুবক ভিন্ন অন্যে তাহার বদনচন্দ্রমা দর্শন করিতে পারিবে না। তাহার পিতা তাহার জন্য এক সাতমহল পুরী নির্ম্মাণ করিয়া, তাহাকে তাহারই মধ্যে রাখিয়াছেন। প্রথম মহল শুভ্র প্রস্তরনির্ম্মিত, আর শেষ মহল—যেখানে সে বাস করে, স্বর্ণ-নির্ম্মিত, অন্যান্য মহলগুলি নানা বিভিন্ন ধাতু দ্বারা নির্ম্মিত। এই শেষ মহলে বাগান আছে, ফোয়ারা আছে, ঝিল আছে, কুঞ্জবন আছে, রাজকন্যার সুখস্বচ্ছন্দতার জন্য যাহা যাহা আবশ্যক, সকলই আছে।

"রাজকন্যার রূপের কথা শুনিয়া অনেক দেশের রাজপুত্র তাহাকে বিবাহের জন্য প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু কন্যার সম্মতি ভিন্ন রাজা কাহারও সহিত তাহার বিবাহ দিবেন না। রাজকন্যা বিবাহে অসম্মত। সে বলে, 'এত সুখ আর কোথায় মিলিবে? এমন সুখের রাজ্য আর কোথায় পাইব? বিবাহ করিয়া কেন অন্যের কিঙ্করী হইতে যাইব? স্বাধীন আছি, বেশ আছি, বিবাহ করিব না।'

বিবাহবন্ধনে সুন্দরী অস্বীকৃতা

"শেষে এক রাজা রাজকন্যাকে বিবাহ করিবার প্রার্থনা জানান, এই রাজা চীনের রাজা অপেক্ষাও ধনবান্, তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য, কিন্তু তাঁহাকে বিবাহ করিতেও রাজকন্যার প্রবৃত্তি হইল না, সেই রাজার প্রস্তাবও অগ্রাহ্য হইল। অনন্তর চীনদেশাধিপতি রাজকন্যাকে পুনঃ পুনঃ এই বিবাহে সম্মত হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। রাজকন্যা বলিলেন, 'আপনি যদি অধিক পীড়াপীড়ি করেন, তাহা হইলে আমি বুকে ছুরি মারিয়া এ প্রাণ ত্যাগ করিব, তখন আপনি আর কাহাকে অনুরোধ করিবেন?'



বেদৌরা]　　সৌন্দর্য্য-তুলনা　　[২৫১

"চীনরাজ কন্যার কথায় অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'তুমি সত্যই পাগল হইয়াছ, আমি তোমার সঙ্গে সেইরূপই ব্যবহার করিব।' রাজা তাঁহার কন্যাকে সেই প্রাসাদের একটি কক্ষে বন্দিনী করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার সেবার জন্য কেবল দশ জন দাসী আছে, প্রধানা দাসী রাজকন্যার ধাত্রী। রাজা রাজকন্যাকে বিবাহে অসম্মতা দেখিয়া, রাজকন্যা পাগল হইয়াছে স্থির করিয়া, দেশদেশান্তরে ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন, যিনি রাজকন্যার ব্যাধি আরোগ্য করিতে পারিবেন, রাজা তাঁহারই হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিবেন।

দৈত্যের রূপ-স্তুতি

"আমি রাজকন্যাকে প্রত্যহই দেখিতে যাই। তাহার রূপে মুগ্ধ হইলেও আমি কোনও দিন রাজকন্যার দেহ স্পর্শ করি নাই। আমি যে এত হিংস্র-প্রকৃতির দৈত্য, তথাপি তাহাকে দেখিলে আমার মনে হয়, যদি রাজকন্যার কোন উপকার করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমার জীবন সার্থক হইত। আমার অনুরোধ, সেই রাজকন্যাকে দেখিয়া তুমি তোমার নয়ন তৃপ্ত কর, জীবন ধন্য কর, তাহাকে দেখিলে তোমার এ রূপের অহঙ্কার ঘুচিয়া যাইবে, সে সৌন্দর্য্যের কাছে তোমার মাথা নোয়াইতে হইবে। যদি তুমি যাও, তাহা হইলে আমি তোমাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতে পারি।"

দৈত্যের এই কথা শুনিয়া পরী কোন উত্তর করিল না, কেবল হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। ইহাতে দৈত্যের মনে বড় বিস্ময় জন্মিল, দৈত্য তাহার হাস্যের কারণ জানিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। পরী তখন হাসি বন্ধ করিয়া বলিল, "তুই মনে করিস্, তুই যাহা দেখিয়াছিস্, তাহা অপেক্ষা সুন্দর পৃথিবীতে আর কিছু নাই। আমি ভাবিয়াছিলাম, কি অদ্ভুত কথাই না তুই বলিবি! তুই যে সুন্দরীর কথা বলিলি, সে যাহার পায়ের আঙুলেরও সমান নয়, এমন এক রূপবান্ রাজপুত্রকে আজ আমি দেখিয়া আসিয়াছি। তুই যদি একবার তাহাকে দেখিস্, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবি, মানুষের রূপ কতদূর মনোহর হইতে পারে।"

দানূহাস বলিল, "মৈমুনী সুন্দরি, এ রাজপুত্রটি কে?" পরী রাজপুত্রের পরিচয় দিল এবং রাজপুত্রও যে দৈত্যবর্ণিত রাজকন্যার মত বিবাহে অসম্মত, তাহাও জানাইল। শেষে বলিল, "বিবাহে অসম্মত হওয়াতেই, তাহার পিতাও তাহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া আমার বাসস্থানের নিকটে একটা মন্দিরের মধ্যে তাহাকে কারাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।"

দানূহাস্ বলিল, "পরী সুন্দরি, আমি যতক্ষণ এই যুবককে স্বয়ং না দেখিতেছি, ততক্ষণ সে রাজকন্যা অপেক্ষা অধিক সুন্দর, তাহা স্বীকার করিতে পারিতেছি না, তোমার ভয়েও সে সকল কথা স্বীকার করিব না। আমি যে রাজকন্যার কথা বলিতেছি, মানুষ তাহা অপেক্ষা সুরূপ হইতে পারে না।"

রূপ-তুলনার বিরোধ

পরী বলিল, "থাম, থাম রে দুর্বৃত্ত দৈত্য, আমি বলিতেছি, তুই সে রূপ দেখিস্ নাই বলিয়াই তোর ভ্রম ঘুচিতেছে না।" দৈত্য বলিল, "আমিও তাহা বলিতেছি, আমার রাজকন্যাকে যদি তুমি একবার দেখ, তাহা হইলে তোমারও ভ্রম ঘুচিবে। আমার অনুরোধ, তুমি প্রথমে আমার রাজকন্যাকে দেখ, তাহার পর আমাকে তোমার রাজপুত্র কিরূপ, তাহা দেখাও, তাহা হইলে আমাদের তর্কের মীমাংসা হইতে পারে।"

মৈমুনী বলিল, "আমার এখন চীনদেশে যাইবার অবসর নাই। তুই এক কাজ কর, তুই চীনরাজের কন্যাকে লইয়া আয়, আমার রাজপুত্রের পাশে তাহাকে আনিয়া রাখ, তখন দু'জনের রূপের তুলনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবি, কে অধিক সুন্দর।"

দান্‌হাস্ অগত্যা পরীর প্রস্তাবে সম্মত হইয়া, চীনদেশে ফিরিয়া যাইবে, এমন সময়ে পরী বলিল, "থাম্, রাজপুত্র কোথায় আছে, আগে আমার সঙ্গে আসিয়া দেখিয়া যা, তাহার পর রাজকন্যাকে সেখানে লইয়া আসিস্।" পরী দান্‌হাসকে সঙ্গে লইয়া, রাজপুত্র কামারাল জামানের নির্ব্বাসন-মন্দির দেখাইয়া দিল। দৈত্য তখন রাজকন্যাকে আনিতে গেল।

দৈত্য বায়ুবেগে চীনদেশে উপস্থিত হইয়া দেখিল, রাজকন্যা পালঙ্কের উপর অঘোর নিদ্রায় অভিভূত। সে তাহাকে সেই অবস্থাতেই কোলে তুলিয়া লইয়া, আকাশপথে উঠিল, তাহার পর ক্ষতবেগে রাজপুত্রের কারাগারে প্রবেশ করিয়া, রাজকন্যাকে রাজপুত্রের পার্শ্বে শয়ন করাইল। দৈত্য ও পরী উভয়ে কতক্ষণ



সৌন্দর্য্য পরীক্ষা

পর্য্যন্ত নির্ব্বাক্-ভাবে উভয়ের সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিল, তাহার পর দৈত্য পরীকে বলিল, "রূপসী দেখ, রাজকন্যার রূপ দেখ, আমি ত' বলিয়াছি, রাজকন্যাই অধিক সুন্দরী, এবার তোমার চক্ষু-কর্ণের বিবাদ দূর হইয়াছে ত'? এখনও কি কোন সন্দেহ আছে?"

মৈমুনী বলিল, "সন্দেহ! সন্দেহ ত' সম্পূর্ণই আছে। আমি বলিতেছি, রাজপুত্র রাজকন্যা অপেক্ষাও সুন্দর। অনেক গুণে অধিক সুন্দর; উভয়ের সৌন্দর্য্যের তুলনাই হয় না, রাজকন্যা সুন্দরী স্বীকার করি, কিন্তু ভাল করিয়া তুলনা কর, দেখিতে পাইবে, রাজপুত্রই শ্রেষ্ঠ।"

সৌন্দর্য্য-তর্কের সমস্যা

দৈত্য বলিল, "সুন্দরি, যদি আমি চিরজীবন ধরিয়া তুলনা করি, তাহা হইলেও আমাকে স্বীকার করিতে হইবে, রাজকন্যাই অধিক সুন্দরী।"

পরী বলিল, "তোর কথা আমি স্বীকার করিতে পারি না, দেখিতেছি, তুইও আমার কথা স্বীকার করিবি না, মধ্যস্থ ভিন্ন আমাদের এ তর্কের মীমাংসা হইবে না।"

"মধ্যস্থের কথাই আমি মানিব, কিন্তু এখন মধ্যস্থ কোথায় পাওয়া যাইবে ?" দৈত্য এই কথা বলিবামাত্র পরী মৃত্তিকায় সজোরে পদাঘাত করিল, তৎক্ষণাৎ ভূমিতল বিদীর্ণ হইয়া একটি কৃষ্ণবর্ণ ভীষণাকৃতি দৈত্য ভূগর্ভ হইতে নির্গত হইল। সে কুব্জ, খঞ্জ, তাহার এক চক্ষু নাই এবং মস্তকে ছয়টি শৃঙ্গ, তাহার নখগুলি বাঘের নখের মত বাঁকা ও ধারাল।—এই দৈত্যের নাম কাসকাস।

কাসকাস ভূগর্ভ হইতে উঠিয়া পরীর পদতলে নিপতিত হইল। পরী তাহাকে উঠাইয়া বলিল, "কাসকাস, তোমাকে মধ্যস্থ হইতে হইবে। এই রাজপুত্র ও রাজকন্যাকে দেখিতেছ, উহাদের মধ্যে কে অধিক সুন্দর, তাহা তুমি পরীক্ষা করিয়া বল।"

সৌন্দর্য্য-তুলনার সঙ্গত প্রস্তাব

কাসকাস বিশেষ মনোযোগের সহিত রাজকন্যা ও রাজপুত্রের সকল অঙ্গ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল, তাহার পর বলিল, "আমি দেখিতেছি, এ সিদ্ধান্ত আমাকে দিয়া হইবে না। আমি দুজনকেই দেখিলাম, দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি, যাহার প্রতি যখন দৃষ্টি ফিরাইতেছি, তাহাকেই অধিক সুন্দর বোধ হইতেছে। উভয়েই নিখুঁত সুন্দর। কাহার অধিক প্রশংসা করিব ? যদি উভয়ের মধ্যেই কেহ অপর অপেক্ষা অধিক সুন্দর হয়, তবে তাহা পরীক্ষার একটি উপায় আছে। ইহাদের এক এক জনকে এক একবার জাগাইয়া পরীক্ষা করুন, কে অপরের সহিত আলাপ করিবার জন্য অধিক আগ্রহ প্রকাশ করে, যাহার আগ্রহ অধিক হইবে, তাহারই সৌন্দর্য্য অধিক, এ কথা স্বীকার করিতে হইবে।"

কাসকাসের এই প্রস্তাব দানহাস ও মৈমুনী উভয়েই সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিল। তখন মৈমুনী একটি ক্ষুদ্র মক্ষিকা-রূপ ধারণ করিয়া, রাজপুত্রের নাসিকার উপর উপবেশন করিল এবং এমন সজোরে দংশন করিল যে, কামারাল জামান সেই দংশনযন্ত্রণায় জাগরিত হইলেন। মক্ষিকাকে বিতাড়িত করিতে গিয়া পাশে রাজকন্যার গাত্রে হাত পড়িল, অমনই বিস্ময়ভরে রাজপুত্র উঠিয়া বসিলেন। রাজকন্যাকে নিদ্রিত অবস্থায় তাঁহার পার্শ্বে শায়িত দেখিয়া তিনি যেমন বিস্মিত, তেমনই মুগ্ধ হইলেন। পূর্ণচন্দ্রের আলোক-রশ্মির ন্যায় সমুজ্জ্বল রূপপ্রভা সেই তরুণীর দেহে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল। নবনীত-কোমল দেহের স্পর্শ কি মাদকতাপূর্ণ ! নিদ্রাঘোরে তরুণীর পীবর বক্ষঃস্থল ধীরে ধীরে আন্দোলিত হইতেছিল। ঈষৎ বিভিন্ন ওষ্ঠাধরের অবকাশপথে মুক্তার ন্যায় শুভ্র দন্তপংক্তির কিয়দংশ দেখা যাইতেছিল। তরুণীর যৌবন-পুষ্পিত দেহলতা তরুণ যুবককে প্রবলভাবে আকর্ষণ করিতে লাগিল। তিনি আবেগভরে বলিতে লাগিলেন, "বাঃ—কি রূপ ! এমন রূপ ত কখন দেখি নাই, এ যুবতী এখানে কোথা হইতে আসিল ? আমার হৃদয়-মন যে মুহূর্ত্তে হরণ করিল !" রাজপুত্র মোহাবিষ্ট হইয়া রাজকন্যার ওষ্ঠে ও ললাটে চুম্বন-রেখা অঙ্কিত করিলেন, আগ্রহভরে তাঁহাকে উঠাইবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হইল না। দানহাস যাদুবিদ্যাপ্রভাবে রাজকন্যাকে অজ্ঞান করিয়া রাখিয়াছিল, তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল না।

যৌবন-পুষ্পিতা দেহলতার আকর্ষণ

রাজপুত্র বিলাপ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "প্রিয়তমে, প্রাণাধিকে ! তুমি কি একবার চক্ষু মেলিয়া চাহিবে না ? একবার দেখ, কে তোমাকে উঠিবার জন্য অনুরোধ করিতেছে। আমি চিরদিনের জন্য তোমার চরণের দাস হইয়া রহিব। আমাকে তোমার প্রণয়ের অযোগ্য বলিয়া মনে করিতেছ কি ?" যুবরাজ তরুণীর শিথিল দেহলতা বক্ষোদেশে নিপীড়িত করিবার জন্য—দুর্দ্দমনীয় বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য উদ্যত হইলেন। সহসা রাজপুত্রের মনে হইল, হয় ত' তাঁহাকে বিবাহে সম্মত করিবার জন্য তাঁহার পিতা তাঁহার অজ্ঞাতসারে এই সুন্দরীকে শয্যাপ্রান্তে স্থাপন করিয়াছেন এবং স্বয়ং অলক্ষ্যে থাকিয়া তাঁহার মনোভাব পরীক্ষা করিতেছেন ! সুতরাং তিনি সংযতভাবে বলিলেন, "বাবা এমন কন্যার সহিত

প্রেমিকের অঙ্গুরীয়-বিনিময়

আমার বিবাহ দিবেন জানিলে আমি কি কখনও তাঁহার আদেশের অবাধ্যতাচরণ করি? হায়, হায়! তাঁহার অবাধ্য হইয়া মনে কত কষ্ট পাইয়াছি, মাতা-পিতার মনেও কত কষ্ট দিয়াছি। বড়ই কুকর্ম্ম করিয়াছি; কিন্তু সুন্দরীকে জাগাইয়া কোন কথা জানিবারও ত সুবিধা পাইতেছি না। এ কি নিদ্রা! যাহা হউক, ইহার অঙ্গুলীতে একটি হীরাকাঙ্গুরীয় দেখিতেছি, আমি এটি খুলিয়া লইয়া নিজের অঙ্গুলীতে ধারণ করি। এই অঙ্গুরী আমার প্রিয়তমার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ চিরকাল আমার অঙ্গুলীতে ধারণ করিব।"

চীন রাজকন্যার অঙ্গুলীতে যে অঙ্গুরী ছিল, তাহা তিনি খুলিয়া লইয়া নিজের অঙ্গুলীতে পরিধান করিলেন এবং নিজের অঙ্গুরীটি চীন-রাজকন্যার অঙ্গুলীতে পরাইয়া দিলেন, তাহার পর মৈমুনীর যাদুমন্ত্রে তাঁহার নয়নে নিদ্রাঘোর ঘনাইয়া আসিল, তিনি তৎক্ষণাৎ রাজকন্যার পার্শ্বদেশে ঢলিয়া পড়িলেন এবং অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই অঘোর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইলেন।

রাজপুত্রের নিদ্রা গভীর হইলে দানহাস একটি মক্ষিকার রূপ পরিগ্রহ করিয়া রাজকন্যার ওষ্ঠে দংশন করিল, দংশন-বেদনায় কাতর হইয়া রাজকন্যা নয়ন উন্মীলন করিলেন, দেখিলেন,—তাঁহার পার্শ্বদেশে একটি পুরুষ শয়ন করিয়া আছে; দেখিয়া তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না, তিনি উঠিয়া দেখিলেন, কি সুন্দর! কি অনুপম রূপ! বিস্ময় মুহূর্ত্তমধ্যে আনন্দে পরিণত হইল। এমন তরুণ-বয়স্ক রূপবান্ যুবক তিনি জীবনে কখনও দেখেন নাই। এই যুবকটিই কি তাঁহার ভাবী স্বামী?

রাজকন্যা বলিলেন, "এই যুবককে কি আমার পিতা আমার সহিত বিবাহের জন্য আনিয়াছেন? ইঁহাকেই কি বিবাহ করিবার জন্য তিনি আমাকে এত অনুরোধ করিয়াছিলেন? ওঃ—আমি কি নির্বোধ! আগে যদি আমি ইঁহাকে দেখিতাম, তাহা হইলে একবারও বিবাহে অসম্মত হইতাম না। ইঁহার [illegible] বিকাইয়া চিরদাসী হইয়া রহিতাম। হে প্রিয়তম প্রাণেশ্বর! উঠ, কোন্ পুরুষ, কোন্ রসিক [illegible] প্রিয়তমা প্রেয়সীর সহিত এক শয্যায় শয়ন করিয়া, প্রেম-রসাস্বাদনে আপনাকে বঞ্চিত রাখে, বা [illegible] করিয়া নিদ্রিত থাকে?"

অজস্র-চুম্বনে প্রেমিকার আত্মদান

যুবতী রাজকন্যা কামারাল জামানের হাত ধরিয়া সবেগে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন, রাজপুত্রের নিদ্রাভঙ্গ হইল না। তখন আবেগভরে যুবতী কামারাল জামানের নয়নে, ওষ্ঠে, বক্ষোদেশে অজস্র চুম্বন-রেখা মুদ্রিত করিয়া দিলেন। কন্দর্পের তীব্রবাণসমূহের অমোঘ আঘাতে তরুণীর সমগ্র ইন্দ্রিয়কে আচ্ছন্ন ও জর্জ্জর করিয়া ফেলিয়াছিল। অধীরভাবে যুবতী তরুণ যুবককে জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোনও মতেই রাজপুত্রের নিদ্রাভঙ্গ হইল না! যুবতী পুনর্ব্বার আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "এ কি গভীর নিদ্রা! নিশ্চয়ই আমার কোন শত্রু, এই যুবকের প্রেমের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী, শত্রুতা করিয়া মায়ামন্ত্রে ইঁহাকে অচেতন করিয়া রাখিয়াছে। হায়, আমি এখন কি করিব? কি করিলে ইঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইবে?" যুবতী রাজপুত্রের করতলের দিকে চাহিতেই তাঁহার অঙ্গুলীতে নিজের অঙ্গুরী দেখিতে পাইলেন, সবিস্ময়ে নিজের অঙ্গুলীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, দেখিলেন, একটি অপরিচিত অঙ্গুরী। রাজকন্যা বুঝিলেন, তাঁহাদের বিবাহ হইয়াছে, বিবাহ না হইলে এ ভাবে অঙ্গুরীয়-পরিবর্ত্তন হইবে কেন? অনেক চেষ্টাতেও রাজকন্যা যখন রাজপুত্রের নিদ্রাভঙ্গ করিতে পারিলেন না, তখন তিনি বলিলেন, "আমি তোমার নিদ্রা ভাঙ্গাইতে পারিলাম না, কিন্তু তুমি যে হও, একদিন আমাদের সাক্ষাৎ হইবে।" এই বলিয়া রাজকন্যা রাজপুত্রের পার্শ্বে শয়ন করিলেন, অমনই নিদ্রাভারে তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় আচ্ছন্ন হইল, তিনি গভীর নিদ্রায় মগ্ন হইলেন।

তখন পরী দান্‌হাসকে বলিল, "কি রে হতভাগা, দেখিলি? কে অধিক সুন্দর, তাহার কিছু প্রমাণ ইলি? তোর চক্ষু থাকে ত' দেখিয়াছিস্‌, কর্ণ থাকে ত' শুনিয়াছিস্‌, রাজকুমারী রাজপুত্র অপেক্ষা শত-ণে অধিক আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে, সুতরাং বুঝিয়াছিস্‌, রাজপুত্রই অধিক সুন্দর, এখন যা, রাজকন্যাকে মন লইয়া আসিয়াছিস্‌, এখনই তাহার মহলে তাহার শয্যায় রাখিয়া আয়, তুই ও কাসকাস দুজনে াকে ধরিয়া লইয়া যা।"

দান্‌হাস ও কাসকাস পরীর আজ্ঞায় চীন-রাজকন্যা বেদৌরাকে লইয়া আকাশে উঠিল এবং মুহূর্ত্তমধ্যে দৃশ্য হইয়া গেল। মৈমুনী তাহার বাসস্থান কূপের মধ্যে প্রবেশ করিল।

সুন্দরী সন্ধানের নির্য্যাতন

পরদিন প্রভাতে কামারাল জামানের নিদ্রাভঙ্গ হইলে তিনি শয্যার উত্তর-পার্শ্ব নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, র্ব্বরাত্রিতে যে বিশ্ববিমোহিনী সুন্দরীকে ক্ষণকালের জন্য শয্যাপ্রান্তে নিদ্রিতা দেখিয়াছিলেন, তিনি অদৃশ্য ইয়াছেন। রাজপুত্র মনে মনে বলিলেন, "আমি যাহা সন্দেহ করিয়াছি, তাহাই বটে, আমার বাবাই ামার বিবাহে রুচি জন্মাইবার জন্য এই খেলা খেলিয়াছেন।" ভৃত্য তখনও নিদ্রিত ছিল, রাজপুত্র তাহাকে ত্র উঠিয়া তাঁহার নিকটে আসিতে আদেশ করিলেন।

রাজপুত্র হস্ত-মুখ প্রক্ষালনান্তে নমাজ ও কোরাণ পাঠ সমাপ্ত করিয়া ভৃত্যকে বলিলেন, "আমি যে থা জিজ্ঞাসা করিব, তাহার সত্য উত্তর দিবি। মিথ্যা হইলে তোর মাথা কাটিয়া ফেলিব। কাল রাত্রে সুন্দরী আমার বিছানায় শয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহাকে এখানে কে আনিয়াছিল?"

ভৃত্য সবিস্ময়ে বলিল, "রাজপুত্র, আপনি কোন্‌ রমণীর কথা বলিতেছেন?" রাজপুত্র বলিলেন, আমার শয্যায় কাল রাত্রে যিনি শুইয়াছিলেন।" ভৃত্য বলিল, "রাজপুত্র, আমি আল্লার দিব্য করিয়া লিতে পারি, আমি এ ঘটনার কিছুই জানি না। আমি দ্বারে বসিয়া থাকি, দ্বারেই শয়ন করি; আমি ানিলাম না, অথচ আপনার গৃহে স্ত্রীলোক আসিল, এ অতি অসম্ভব ক।"

প্রেমিকের প্রচণ্ড চপেটাঘাত

"হারামজাদা, মিথ্যাবাদী" বলিয়া রাজপুত্র তাহার গণ্ডদেশে একটি প্রচণ্ড চপেটাঘাত করিলেন। সে পেটাঘাতে ঘুরিতে ঘুরিতে পড়িয়া গেল, কিন্তু তাহাতেও নিস্তার পাইল না; রাজপুত্র তাহাকে রজ্জুবদ্ধ রিয়া কূপের মধ্যে নামাইয়া কয়েকবার তাহাকে কূপের জলে ডুবাইলেন, তাহার পর বলিলেন, "তোকে কেবারেই ডুবাইয়া মারিব, শীঘ্র বল, রাত্রে আমার ঘরে যে যুবতী আসিয়াছিল, তাহাকে কে াঠাইয়াছিল?"

প্রাণের ভয়ে ভৃত্য বলিল, "দড়িতে আমি কূপের মধ্যে ঝুলিতেছি, আর জলে খাবি খাইতেছি, পরে না উঠিলে কিছু বলিতে পারিব না।"

রাজপুত্র তাহাকে উপরে তুলিলেন, তাহার বন্ধন মোচন করিয়া বলিলেন, "শীঘ্র বল, কে তাঁহাকে াঠাইয়াছিল।" ভৃত্য বলিল, "আজ্ঞে, সকালে কূপের জলে ডুবিয়া বড় কম্প বোধ হইতেছে, কাপড় ভিজিয়া গিয়াছে, না বদল করিলে কি করিয়া বলি?"

রাজপুত্র ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "বদমাস্‌! শীঘ্র কাপড় ছাড়িয়া আসিয়া আমাকে খবর বল, বলিলে তোকে একদম জাহান্নমে পাঠাইব।"

জাহান্নমে প্রেরিত হইবার ভয়ে ভৃত্য আর সে মন্দিরে দাঁড়াইল না, বস্ত্রপরিবর্ত্তনের ছলে সে একবারে াসাদের দিকে ধাবিত হইল। সে একেবারে সুলতানের পদপ্রান্তে আছড়াইয়া পড়িল, বলিল, "জাঁহাপনা, াপনার পুত্র ক্ষেপিয়াছেন, তিনি আমাকে জাহান্নমে পাঠাইতে চান, আমার অপরাধ—কাল রাত্রে কোন্‌

যুবতী আসিয়া তাঁহার কাছে শয়ন করিয়াছিলেন, আমি কেন তাহা বলিতে পারি না ?' জাঁহাপনা, আমি জানি, তাঁহার শয়নকক্ষে কাল রাত্রে একটি মশা পর্য্যন্ত প্রবেশ করে নাই। তিনি বলেন, তিনি যুবতীকে পাশে লইয়া শুইয়াছিলেন, কে সেই যুবতীকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়াছিল, তাহা আমি বলিতে পারি নাই বলিয়া আমার কোমরে দড়ী বাঁধিয়া আট দশবার কূপে ডুবাইয়াছেন। বহু কষ্টে প্রাণ লইয়া পলাইয়াছি, যুবরাজ একেবারে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছেন।"

শয়নমন্দিরে সুন্দরী আবির্ভাবের রহস্য কি ?

সুলতান পুত্রকে নির্ব্বাসিত করিয়া নিরতিশয় দুঃখিত হইয়াছিলেন, এখন আবার তাহার বুদ্ধিভ্রংশের বিবরণে ক্ষুব্ধ হইলেন, তাঁহার নয়নে অশ্রুধারা বহিল। উজীরকে বলিলেন, "উজীর, ভৃত্য যাহা বলিতেছে, তাহার এক বর্ণ বুঝিতে পারিতেছি না, তুমি অবিলম্বে কামারাল জামানের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ব্যাপার কি জানিয়া আইস।" উজীর তৎক্ষণাৎ রাজপুত্রের নিকট উপস্থিত হইয়া ভৃত্য-কথিত সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। রাজপুত্র বলিলেন, "ভৃত্য সত্য কথাই বলিয়াছে, কাল রাত্রে আমার শয্যাপার্শ্বে এক সুন্দরীকে শয়ন করিয়া থাকিতে দেখিয়াছিলাম, আমি সেই যুবতীর পরিচয় চাহি, আর কে তাহাকে আমার নিকট পাঠাইয়াছিল, তাহাও জানিতে ইচ্ছা করি। আপনি অবশ্যই এ ব্যাপারের রহস্য অবগত আছেন।"

উজীরের মনে বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তিনি স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, রাজপুত্রকে বলিলেন, "ইহা অত্যন্ত অবিশ্বাস্য কথা!"

রাজপুত্র গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি আমার চক্ষুকে অবিশ্বাস করিতে পারি না, আমি জানিতে চাই, কে সেই রমণী ? আপনাকে অবশ্য এ উত্তর দিতে হইবে, নতুবা আপনাকে ছাড়িব না!"

উজীর কিঞ্চিৎ অপমান বোধ করিয়া বিষণ্ণদৃষ্টিতে রাজপুত্রের মুখের দিকে চাহিলেন, কি উত্তর করিবেন, ভাবিয়া পাইলেন না।

রাজপুত্র বলিলেন, "আমার নিকট অজ্ঞতার ভাণ করা অনর্থক। আমি নির্ব্বোধ নহি, সকলই বুঝিতে পারিয়াছি, এ আপনাদের ষড়যন্ত্র মাত্র, আমাকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য এই সুন্দরীকে আপনারা গোপনে আমার শয়নমন্দিরে পাঠাইয়াছিলেন, সে যাহাতে কোন প্রকারে আমার সহিত কথা না কহে, এজন্য তাহাকে নিদ্রার ভাণ করিয়া থাকিতে আদেশ করিয়াছিলেন, তাহার পর আমি নিদ্রিত হইলে তাহাকে আমার শয্যাপ্রান্ত হইতে অপসারিত করিয়াছেন।" উজীর বলিলেন, "আমি আল্লার দিব্য করিয়া বলিতেছি, এ ঘটনা আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, আপনার পিতাও ইহা অবগত নহেন, আমার অনুমান হয়, আপনি স্বপ্নে কোন সুন্দরীকে দেখিয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসার জন্য আমার উপর পীড়াপীড়ি করিতেছেন, আপনার অভিপ্রায় পূর্ণ করিবার সাধ্য আমার নাই।"

উজীরের দাড়ি-দায়!

রাজপুত্র সক্রোধে বলিলেন, "আপনি আমাকে মিথ্যা কথা বলিয়া তাহার পর বিদ্রূপ করিতে সাহসী হইতেছেন! আমি স্বপ্ন দেখিয়া আপনার নিকট প্রলাপ বকিতেছি!" রাজপুত্র সহসা বৃদ্ধ উজীরের শ্বেতবর্ণ লম্বা দাড়ি ধরিয়া সজোরে টানিতে লাগিলেন, সে টান সহ্য করিতে না পারিয়া কতকগুলি দাড়ি উপড়াইয়া আসিল। উজীর বিনা প্রতিবাদে এ অপমান সহ্য করিলেন, মনে মনে বলিলেন, "রাজপুত্র সত্যই ক্ষেপিয়াছেন, ভৃত্যের যে দশা হইয়াছে, আমারও তাহাই হইল; কিন্তু এ দুরাচারের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিব কি করিয়া ?" রাজপুত্র উজীরের দাড়ি ছাড়িয়া তাঁহার পৃষ্ঠে কিল বর্ষণ করিতে লাগিলেন, এক একটি কিল বজ্রাঘাতের ন্যায় পৃষ্ঠে নিপতিত হইতে লাগিল, পিঠ আধ হাত ফুলিয়া উঠিল!

উজীর প্রহার অসহ্য জ্ঞান করিয়া বলিলেন, "রাজপুত্র, এ বৃদ্ধের প্রাণবধ করিবেন না, তাহা হইলে কোন সংবাদই জানিতে পারিবেন না। আমি সুলতানের নিকট উপস্থিত হইয়া সকল কথা জানিয়া, তাহা সত্বর আপনার গোচর করিতেছি, তিনি বোধ হয় এ সকল ব্যাপার জানেন।"

রাজপুত্র উজীরকে ছাড়িয়া দিলে, তিনি দ্রুতবেগে সুলতানের নিকট প্রস্থান করিলেন। রাজপুত্র তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাবাকে বলিবেন, কাল রাত্রে আমার শয্যাপ্রান্তে যে যুবতীকে দেখিয়াছিলাম, তাহাকে আমি বিবাহ করিতে সম্পূর্ণ রাজী আছি। তিনি কি বলেন, অবিলম্বে আমাকে জানাইবেন।"

উজীর সুলতানের নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে সকল কথা জানাইলেন। অবশেষে বলিলেন, "ভৃত্য আপনাকে যাহা বলিয়াছে, তাহা সমস্তই সত্য, রাজপুত্র নিশ্চয়ই ক্ষেপিয়াছেন, নতুবা যিনি কখনও আমার সঙ্গে মুখ তুলিয়া কথা বলিতে সাহসী হন নাই, তিনি আমার দাড়িগুলা পড়্-পড়্ করিয়া উপড়াইয়া দিলেন; কীলের চোটে হাড়গুলো বোধ হয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।"

সুলতান উজীরের কথা শুনিয়া মহা চিন্তিত হইলেন। তিনি এই ঘটনার রহস্যভেদের জন্য উজীরকে সঙ্গে লইয়া পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন এবং রাজপুত্রের নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে পাশে বসাইয়া নানা প্রকার প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, কিন্তু পুত্রের জ্ঞানের কোন বৈলক্ষণ্য দেখিলেন না; অবশেষে সুলতান তাঁহাকে তাঁহার নৈশকাহিনী বলিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কামারাল জামান উজীরকে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, পিতাকেও তাহাই জানাইলেন। অবশেষে বলিলেন, "যদি সেই অনুপমা যুবতীর সহিত আমার বিবাহ দেন, তাহা হইলে আমি অবিলম্বে বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছি। আমি স্ত্রীজাতির প্রতি যতই অবজ্ঞা প্রকাশ করি না কেন, সেই রমণীকে বিবাহ করিতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই।"

স্বপ্নের প্রেম-নিবেদন

সুলতান সা জামান পুত্রমুখে এই কথা শুনিয়া বজ্রাহতের ন্যায় স্তম্ভিতভাবে বসিয়া রহিলেন। কিয়ৎকাল পরে বলিলেন, "বৎস, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা আমার নিকট বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। আমি সে যুবতী সম্বন্ধে কোন কথা জানি না, আমি আমার রাজমুকুটের দিব্য করিয়া এ কথা বলিতেছি। আমার আদেশ গ্রহণ না করিয়া এ মন্দিরে কে প্রবেশ করিতে সাহসী হইবে, তাহাও বুঝিতে পারিতেছি না, এমন কি, এই প্রহরীও কোন সংবাদ অবগত নহে। আমার অনুমান হয়, তুমি স্বপ্ন দেখিয়াছ।"

উজীর মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "হাঁ, হাঁ, আমারও ঐরূপ অনুমান, কিন্তু এই অনুমান কথা প্রকাশ করিতে গিয়া আমার অর্দ্ধেক দাড়ির দফা নিকাশ হইয়াছে।"

রাজপুত্র বলিলেন, "স্বপ্ন বলিয়া না হয় বিশ্বাস করিতাম, কিন্তু স্বপ্নে কি অঙ্গুরী-পরিবর্ত্তন হয়? এই অঙ্গুরীটি দেখুন, বুঝিবেন, আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি কি না, সেই যুবতীর হস্ত হইতে আমি এই অঙ্গুরী গ্রহণ করিয়াছি।"

স্বপ্ন-সুন্দরীর প্রেমে সত্য কোথায়?

সুলতান পুত্রের হস্তস্থ অঙ্গুরী নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিলেন, রাত্রির কাণ্ড স্বপ্ন অপেক্ষাও গুরুতর ব্যাপার। তিনি পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বুঝিলাম, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা সমস্তই সত্য কথা। আমি এ কথা বিশ্বাস করিলাম, কিন্তু আমি সেই অন্তর্হিতা যুবতীর সন্ধান কিরূপে করিব? কে তাহাকে আনিয়াছিল, কোথায় তাহার গৃহ, কিছুই জানি না, তাহার আগমনের কারণও কিছু বুঝিতে পারিতেছি না, তাহার অলৌকিক রূপে তোমাকে মুগ্ধ করিয়া এ ভাবে অন্তর্হিত হইবার কারণও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, আমি যে কিরূপে তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিব, তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছি না।"

সুলতান পুত্রকে মুক্তিদান করিয়া তাঁহাকে প্রাসাদে লইয়া আসিলেন। রাজপুত্র বিরহ-যন্ত্রণায় আকুল হইয়া শয্যাগ্রহণ করিলেন। অবশেষে রাজপুত্রের স্বাস্থ্যোন্নতির মানসে উজীর সুলতানকে স্থান-পরিবর্ত্তনের অনুরোধ করিলেন। রাজধানী হইতে দূরবর্ত্তী একটি দ্বীপে রাজপুত্রকে স্থানান্তরিত করা হইল, স্থির হইল, প্রতি সপ্তাহে উজীর দুইবার করিয়া সাক্ষাৎ করিবেন। দ্বীপের সুন্দর দৃশ্যে, মৃদু সমীরণে এবং বন-বিহঙ্গের মধুর সঙ্গীতে যুবরাজের বিরহ-অবসন্ন হৃদয়ের বেদনা কথঞ্চিৎ লাঘব হইবে।



এই দ্বীপে একটি সুদৃঢ় দুর্গ ছিল, সেই দুর্গে যুবরাজ কামারাল জামানের আবাসস্থান স্থির হইল।

এ দিকের ব্যাপার এইরূপ, এখন অন্য দিকের কথা বলিতেছি।

বেদৌরার প্রেম-প্রহেলিকা

দান্‌হাস ও কাসকাস দৈত্যদ্বয় চীন-রাজকুমারীকে তাঁহার সাত মহল প্রাসাদের শয্যায় যথা-কালে শয়ন করাইয়া প্রস্থান করিল।

পরদিন প্রভাতে রাজকন্যার নিদ্রাভঙ্গ হইল। পার্শ্বে চাহিয়া রাজকন্যা দেখিলেন, কেহই নাই। দাসীগণকে ডাকিলেন, বৃদ্ধা ধাত্রীও অবিলম্বে ছুটিয়া আসিল। রাজকন্যা ধাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাল রাত্রে আমার শয্যায় যে যুবক শয়ন করিয়াছিলেন, তিনি কোথায়? আমি তাঁকে বড় ভালবাসিয়া ফেলিয়াছি।"

ধাত্রী বলিল, "রাজকন্যা, তুমি কি বলিতেছ, এই সাতমহল প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া রাত্রে তোমার ঘরে পুরুষ আসিয়া তোমার কাছে শুইয়াছিল, এ কি কথা, ভাল করিয়া বুঝিয়া বল।"

রাজকন্যা বলিলেন, "সত্যই এক পরম রূপবান্ যুবক আমার পাশে নিদ্রিত ছিলেন, আমি তাঁহাকে এত করিয়া উঠাইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু তিনি উঠিলেন না, শেষে আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম। কোথায় সেই যুবক?"

ধাত্রী বলিল, "মা, আমার সঙ্গে তোমার বিদ্রূপ করা উচিত নয়। এখন উঠিয়া হাত-মুখ ধোও, বেলা হইয়াছে।"

প্রেমময়ীর বিরহ-বিকার

রাজকন্যা বলিলেন, "না বুড়ী, আমি বিদ্রূপ করিতেছি না। আমি সত্যই সে যুবককে দেখিতে চাই, তাঁহার বিরহে আমার প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হইয়াছে।"

ধাত্রী বলিল, "ছি মা, কি আবোল-তাবোল বকিতেছ, তোমার মহলে অপর পুরুষ আসিয়াছে? যা নয়, তাই বলিতেছ কেন?"

এবার রাজকন্যার ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। তিনি ধাত্রীর চুলের মুঠি ধরিয়া সবেগে কীল-চড় মারিতে লাগিলেন। বুড়ী মুখব্যাদান করিয়া কাঁদিতে লাগিল। রাজকন্যা প্রহার বন্ধ রাখিয়া বলিলেন, "শীঘ্র বল্, সেই যুবক কোথায়, নতুবা এখনই তোর প্রাণবধ করিব।" বুড়ী বলিল, "বড় লাগিয়াছে, দাঁড়াও, একটু হাঁপ ছাড়িয়া লই, তাহার পর বলিতেছি।" রাজকন্যা বুড়ীকে ছাড়িবামাত্র সে দ্রুতবেগে রাজ্ঞীর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "রাণী-মা ! তোমার কন্যার বুদ্ধিলোপ হইয়াছে, বেদোরা একেবারে ক্ষেপিয়া গিয়াছে, সত্বর তাহার মহলে গিয়া দেখিয়া আসুন।"

ধাত্রীর কথা শুনিয়া রাজ্ঞী কন্যার মহলে ছুটিলেন। তিনি কন্যার নিকট আসিয়া বলিলেন, "ছিঃ মা, বুড়ী ধাই, তাকে কি এভাবে মারিতে হয়, এ তোমার পক্ষে সঙ্গত হয় নাই, আমি তোমার উপর বড় রাগ করিয়াছি।"

রাজকন্যা বলিলেন, "ধাইবুড়ী ভয়ানক মিথ্যা কথা বলে। আমি যে যুবকের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহার কথা সে জানে না বলিতেছে, কাল রাত্রে আমি তাহার পাশে শয়ন করিয়াছিলাম, আর বাঁদী এই ঘরে থাকিয়া তাহার কথা জানে না ! আমি সেই যুবককে বিবাহ করিব, তাহাকে না পাইলে আমার দেহে প্রাণ থাকিবে না।"

রাজ্ঞী বলিলেন, "তুমি যে অসম্ভব কথা বলিতেছ মা ! তোমার কথা আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।" রাজকুমারী মায়ের প্রতি সম্যক শ্রদ্ধা প্রদর্শনে বিস্মৃত হইয়া বলিলেন, "মা, তুমি ও বাবা কিছুদিন ধরিয়া, আমি বিবাহে অসম্মত বলিয়া আমার উপর নির্য্যাতন আরম্ভ করিয়াছিলে, এখন আমি বিবাহে সম্মত আছি ; কিন্তু যাহাকে বিবাহ করিতে চাহিতেছি, সত্বর সেই যুবককে আনিয়া দাও, নতুবা আমি আত্মহত্যা করিব।"

বাঞ্ছিত-মিলন না হইলে আত্মহত্যার পণ

রাজ্ঞী বলিলেন, "তোমার পাগলের মত কথা কে বিশ্বাস করিবে ? আমাদের অজ্ঞাতসারে এ পুরীতে পুরুষ প্রবেশ করিয়াছে, ইহা কোনক্রমে বিশ্বাস করা যায় না।" রাজকন্যা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, তখন রাণী রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সকল কথা বলিলেন। রাজা এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং কন্যার মহলে উপস্থিত হইলেন। রাজকন্যা বলিলেন, "বাবা, আমি কোন কথা শুনিতে চাহি না, হয় সেই যুবককে আনিয়া দিন, না হয় আমাকে বিষ দিন, বিষ খাইয়া সকল যন্ত্রণার অবসান করি, সেই যুবক ভিন্ন আমার জীবনে সুখ নাই !"

রাজা বলিলেন, "তোমার অন্দরে অন্য পুরুষ আসিয়া তোমার শয্যায় শয়ন করিয়াছে, এ কথা আমি কোনক্রমে বিশ্বাস করিতে পারি না। তুমি নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখিয়াছ। স্বপ্নের কথা ভুলিয়া যাও। অন্য রূপবান্ রাজপুত্রের সহিত আমি তোমার বিবাহের আয়োজন করিতেছি।"

রাজকন্যা বলিলেন, "বাবা, আপনি আমার সঙ্গে পরিহাস করিবেন না। সত্যই কাল রাত্রে একটি পরম রূপবান্ যুবকের সহিত আমি এক শয্যায় শয়ন করিয়াছিলাম, আমার অঙ্গুলীতে এখনও তাঁহার অঙ্গুরী রহিয়াছে দেখুন। যাঁহার এই অঙ্গুরী, তাঁহাকে আনিলে আমি সানন্দচিত্তে বিবাহ করিব, নতুবা প্রাণ বাহির হইলেও আমি অন্যের গলায় মালা দিব না।" রাজা অত্যন্ত কুপিত হইলেন, কিন্তু পাছে মনে ব্যথা পাইয়া রাজকন্যা আত্মহত্যা করিয়া বসেন, এই ভয়ে কোন কথা বলিলেন না। রাজকন্যাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিবার আদেশ দিলেন, দ্বারে প্রহরীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইল। পরে রাজা আদেশ করিলেন, "বৃদ্ধ ধাত্রী ভিন্ন আর কেহই রাজকন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবে না।"

প্রেমের নাগ-পাশের উপর শাসন-শৃঙ্খল

অবশেষে রাজা ঘোষণা করিলেন, তাঁহার কন্যা কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন, যে কোন ব্যক্তি রাজকন্যার ব্যাধি দূর করিতে পারিবে, তাহারই হস্তে তিনি কন্যা সম্প্রদান করিবেন, ভবিষ্যতে তাহাকে সিংহাসনও দান করিবেন, কিন্তু ব্যাধি আরোগ্য করিতে না পারিলে তাহার শিরশ্ছেদন করিবেন।

প্রেমব্যাধি আরোগ্য প্রয়াসে শিরশ্ছেদ

এক আমীরপুত্র লোভবশতঃ রাজকন্যাকে বিবাহ করিবার জন্য উদ্যত হইল। রাজকন্যার ব্যাধি আরোগ্য করিবার অভিপ্রায়ে রাজকন্যার নিকট উপস্থিত হইল, কিন্তু রাজকন্যার ব্যাধি দূর করা তাহার সাধ্যে হইল না। আমীরপুত্রের শিরশ্ছেদন হইল। এইরূপে অনেকের শিরশ্ছেদন হইল, রাজাজ্ঞায় সেই সকল ছিন্ন শির নগরের দেউড়ীতে ঝুলাইয়া রাখা হইল।

রাজকন্যার ধাত্রীর একটি সন্তান ছিল, তাঁহার নাম মার্জ্জাবান। তিনি রাজকন্যার ধর্ম্ম-ভ্রাতা হইতেন। বাল্যকাল হইতেই রাজকন্যার সহিত মার্জ্জাবানের অকৃত্রিম ভালবাসা হইয়াছিল, তাহা স্বামি-স্ত্রীর প্রণয় নহে, ভ্রাতা-ভগিনীর ভালবাসা মাত্র। মার্জ্জাবান বহুবিদ্যায় সুপণ্ডিত হইয়া দেশ-পর্য্যটনে বাহির হইয়াছিলেন। অনেক দেশ-পর্য্যটনের পর বহুদর্শিতা লাভ করিয়া তিনি কয়েক বৎসর পরে চীনরাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন। নগরদ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সারি সারি নরমুণ্ড ঝুলিতেছে, ইহাতে তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। প্রথমেই তিনি তাঁহার মাতাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার পর রাজকন্যা কেমন আছেন, তাহা জানিতে চাহিলেন। রাজকন্যার ধাত্রী—মার্জ্জাবানের জননী সকল কথা পুত্রের নিকট গোচর করিল। মার্জ্জাবান সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, "মা, রাজকন্যার সঙ্গে আমি একবার গোপনে সাক্ষাৎ করিতে চাই, রাজা যখন কাহাকেও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিবেন না, তখন প্রকাশ্যে সাক্ষাতের কোন সম্ভাবনা নাই।"—ধাত্রী কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া বলিল, "আজ বাবা, তোমাকে এ কথার উত্তর দিতে পারিলাম না, যাহা করিব, কাল তোমাকে বলিব।"

পরদিন ধাত্রীপুত্র রমণীর বেশে সজ্জিত হইলেন এবং ধাত্রীর সঙ্গে রাজকুমারীর মহলদ্বারে উপস্থিত হইলেন। ধাত্রী প্রহরীকে বলিল, "এটি আমার কন্যা, রাজকন্যার সঙ্গে একবার দেখা করে, ইহার বড় ইচ্ছা, আমার বিশেষ অনুরোধ, তুমি একবার দ্বার ছাড়িয়া দাও।" প্রহরী রাজার নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও ধাত্রীর অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিল না, দ্বার ছাড়িয়া দিল। মার্জ্জাবান রাজকন্যার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

মার্জ্জাবান বিশেষ সম্ভ্রমের সহিত রাজকন্যাকে অভিবাদন করিলেন। অনেকদিন পরে মার্জ্জাবানকে দেখিয়া রাজকন্যার মনে প্রচুর আনন্দোদয় হইল। ধাত্রী পূর্ব্বেই রাজকন্যাকে পুত্রের আগমন-কাহিনী বলিয়াছিল, নারীবেশে তাহাকে তাঁহার নিকট উপস্থিত করিবে, সে অনুমতিও লইয়াছিল। মার্জ্জাবান বলিলেন, "শুনিলাম, তুমি কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছ, কেহই তোমাকে আরোগ্য করিতে পারিতেছে না, তোমার জন্য আমার বড় চিন্তা হইয়াছে। আমি চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছি, তোমার পীড়ার কি লক্ষণ, তাহা তোমার মুখে শুনিলে, আমি তোমাকে আরোগ্য করিবার চেষ্টা করিতে পারি।"

া-ভ্রাতার কট প্রেম-র প্রকাশ

ধাত্রীপুত্রের কথা শুনিয়া রাজকন্যা বলিলেন, "ভাই, তুমিও মনে করিতেছ, আমি পাগল হইয়াছি? আমার কাছে সকল কথা শুনিলেই ব্যাপার কি, তাহা তুমি বুঝিতে পারিবে।"

রাজকন্যা তখন মার্জ্জাবানের নিকট সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। এমন কি, অঙ্গুরী পর্য্যন্ত তাঁহাকে দেখাইলেন, তাহার পর বলিলেন, "কোন কথা গোপন না করিয়া আমি সমস্তই তোমাকে খুলিয়া বলিলাম, তুমি অবশ্যই স্বীকার করিবে যে, ইহার মধ্যে একটা কোন রহস্য আছে, এই রহস্যভেদ হইতেছে না বলিয়াই সকলে মনে করিতেছে, আমি পাগল হইয়াছি।"

মার্জ্জাবান অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "তোমার কথা শুনিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি বটে, কিন্তু তুমি যাহা যাহা বলিলে, তাহা সত্য হইলে আমার বিবেচনা হয়, তোমার হতাশ হইবার কোন কারণ নাই, একদিন তোমার আশা পূর্ণ হইবেই, কিন্তু তুমি ধৈর্য্যধারণ কর। আমি যে সকল দেশে এখন পর্য্যন্ত যাই নাই, শীঘ্রই সেই সকল দেশভ্রমণে যাত্রা করিব, আমার প্রত্যাগমনের পর তুমি দেখিবে, তোমার হৃদয়রত্নের সংবাদ লইয়া আসিয়াছি।" মার্জ্জাবান রাজকন্যার নিকট বিদায়গ্রহণ করিলেন।

প্রেমিক-সন্ধান অভিযান

অতঃপর মার্জ্জাবান পুনরায় বিদেশে যাত্রা করিলেন। নানা দেশ, দ্বীপ ও উপদ্বীপ পরিভ্রমণ করিয়া কোথাও তিনি রাজকন্যা বেদৌরার অপূর্ব্ব প্রেম-কাহিনী সম্বন্ধে কাহারও মুখে কোন কথা শুনিতে পাইলেন না। চারিমাস পরে তিনি টরফ নগরে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন, সেই দেশের রাজপুত্র পীড়িত এবং তাঁহার পীড়ার কাহিনী রাজকুমারী বেদৌরার ইতিহাসের অনুরূপ। এই সংবাদে মার্জ্জাবান যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন। মার্জ্জাবান জাহাজে চড়িয়া সেই রাজ্যের রাজধানীতে যাত্রা করিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে জাহাজ একটি পর্ব্বতে লাগিয়া চূর্ণ হইয়া গেল এবং কামারাল জামান যে দ্বীপে অবস্থান করিতেছিলেন, তাহারই সন্নিকটে তাহা জলমগ্ন হইল।

মার্জ্জাবান ভালরূপ সন্তরণ জানিতেন। তিনি সন্তরণ করিয়া দ্বীপে উঠিলেন, সুলতান সা জামানের দুর্গ হইতে তিনি যথেষ্ট সাহায্য প্রাপ্ত হইলেন; এবং দুর্গমধ্যে মহা সমারোহে গৃহীত হইলেন। উজীর তখন সেই দুর্গে উপস্থিত ছিলেন, বস্ত্রাদি-পরিবর্ত্তনের পর কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া মার্জ্জাবান উজীর-সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন।

মার্জ্জাবানের সহিত আলাপ করিয়া উজীরের মনে বিশেষ আনন্দোদয় হইল, মার্জ্জাবান সুশীল, সুন্দর যুবক, তাহার উপর নানাশাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য জন্মিয়াছিল, বাক্‌শক্তিও অনুপম ছিল। উজীর বলিলেন, "মহাশয়, দেখিতেছি আপনি এক জন অসাধারণ ব্যক্তি। আমাদের রাজপুত্র কোন সঙ্কটজনক পীড়ায় বিশেষ কষ্ট পাইতেছেন, তাঁহার আরোগ্যের কোন উপায় করিতে পারেন কি? রাজপুত্রের পীড়ায় রাজা হইতে অমাত্যবৃন্দ, এমন কি, প্রজামণ্ডলী পর্য্যন্ত কাহারও মনে সুখ নাই।"

পীড়ার বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলে উজীর মার্জ্জাবানকে রাজপুত্র কামারাল জামানের পীড়ার সকল কথা সবিস্তারে অবগত করিলেন। তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত হইতে দ্বীপান্তরিত হওয়ার কারণ পর্য্যন্ত কোন কথা গোপন করিলেন না।

মার্জ্জাবানের আনন্দের আর সীমা রহিল না। তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, এই রাজপুত্রই চীনরাজকন্যার প্রণয়তরণীর একমাত্র কাণ্ডারী, তাঁহার যৌবনবসন্তের কোকিল। কিন্তু তিনি উজীরের নিকট তৎক্ষণাৎ কোন কথা প্রকাশ করিলেন না। তিনি বলিলেন, "যুবরাজকে দেখিলে বলিতে পারি, রোগ দুঃসাধ্য কি আরোগ্যলাভের যোগ্য।" উজীর বলিলেন, "আমার সঙ্গে আসুন, আপনাকে রাজপুত্রের সহিত পরিচিত করিয়া দিতেছি।"

চিত্তচোরের সন্ধান মিলিল!

মার্জ্জাবান যখন রাজপুত্রকে তাঁহার শয়নকক্ষে দেখিলেন, তখন রাজপুত্র উত্থানশক্তিরহিত, মুখ মলিন, চক্ষু মুদ্রিত। সুলতান পীড়িত পুত্রের নিকটে বসিয়া চিন্তামগ্ন ছিলেন, মার্জ্জাবান রাজপুত্রকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "কি আশ্চর্য্য, এমন অদ্ভুত সাদৃশ্য ত আর কখনও দেখি নাই।" রাজকন্যার সহিত কামারাল জামানের সাদৃশ্যের কথাই তিনি বলিয়াছিলেন।

কবিতার মধ্যে বিরহ-শান্তি

রাজপুত্র চক্ষু মুদ্রিত করিয়া চিন্তা করিতেছিলেন, মার্জ্জাবানের এই কথা শুনিয়া চক্ষু খুলিলেন, মার্জ্জাবান সেই অবসরে একটি কবিতা আবৃত্তি করিলেন ; কবিতাটির মর্ম্ম এই যে, 'মিলনের রাত্রি শেষ হইল, নিশাশেষে চক্রবাক্ চক্রবাকী দুপারে বিরহ-শয্যায় লুটাইতে লাগিল। হে চক্রবাক্, অশ্রু মুছিয়া সান্ত্বনা অবলম্বন কর, তোমাদের ভবিষ্যৎ মিলনকে মধুময় করিবার জন্যই বিরহের এই ব্যবধান।'

সুলতান কিম্বা উজীর এ কবিতার কোন অর্থ বুঝিলেন না, কিন্তু রাজপুত্র ইহা শুনিবামাত্র বুঝিলেন, আগন্তুক যুবক তাঁহার প্রিয়তমার সংবাদ অবগত আছেন। সহসা তাঁহার মুখ প্রফুল্ল হইল, নিষ্প্রভ চক্ষু প্রভান্বিত হইয়া উঠিল। রাজপুত্র পিতাকে ইঙ্গিত করিলেন, 'উঁহাকে আমার কাছে বসিতে দিন।' সুলতান উঠিয়া মার্জ্জাবানকে সেখানে বসিতে দিলেন। পুত্রের মুখভাব দেখিয়া সুলতানেরও মনে কিঞ্চিৎ আনন্দসঞ্চার হইয়াছিল। সুলতান মার্জ্জাবানকে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, মার্জ্জাবান কেবলমাত্র বলিলেন, 'আমি চীনদেশাধিপতির প্রজা।' সুলতান বলিলেন, 'আপনি কোন্ বিদ্যায় নিপুণ, জানি না, কিন্তু আপনাকে দেখিয়া আমার আশা হইতেছে, আপনি আমার পুত্রের ব্যাধি আরোগ্য করিতে পারিবেন, উপযুক্ত পুরস্কার পাইবেন।' মার্জ্জাবান যাহাতে রাজপুত্রের সহিত অকুণ্ঠিতভাবে আলাপ করিতে পারেন, এই অভিপ্রায়ে সুলতান সেই কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

মার্জ্জাবান রাজপুত্রকে বলিলেন, "রাজকুমার, আপনি শান্ত হউন, আপনার মনের কষ্ট কি, তাহা আমি বুঝিয়াছি, আপনি যে সুন্দরীর বিরহে কাতর, সে কামিনী আমাদের দেশের রাজকন্যা বেদৌরা সুন্দরী, আমি রাজকন্যাকে জানি, আপনার বিরহে তিনি আপনার অপেক্ষাও অধিক কাতর হইয়াছেন।" মার্জ্জাবান রাজকুমারীর ইতিহাস বলিলেন। তাহার পর রাজপুত্রকে জানাইলেন, "আপনিই রাজকন্যার বিরহব্যাধি আরোগ্য করিবার উপযুক্ত চিকিৎসক, আপনি চীনদেশে উপস্থিত হইয়া রাজকন্যার চিকিৎসা করুন। তিনি আরোগ্যলাভ করিবেন, আপনিও পুরস্কার পাইবেন, আপনাকে আর এ অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না।"

প্রেমব্যাধি উপশমে আনন্দ-উৎসব

রাজপুত্র কামারাল জামানের দেহে যেন নবজীবনের সঞ্চার হইল। তাঁহার যন্ত্রণা অর্দ্ধেক পরিমাণে কমিয়া গেল, উদ্বেগও অনেক দূর হইল, তিনি তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন। রাজা পুত্রের আরোগ্য দর্শনে পরম প্রীত হইয়া মার্জ্জাবানকে আলিঙ্গন দান করিলেন। রাজ্যের সর্ব্বত্র এ সংবাদ প্রেরিত হইল, রাজ্যে আনন্দোৎসব উপস্থিত হইল, বন্দিগণ কারামুক্তি লাভ করিল, দীন-দরিদ্র রাজভাণ্ডার হইতে অন্নবস্ত্র প্রাপ্ত হইল। চতুর্দ্দিকে হাসি, গান, আমোদ-প্রমোদের ফোয়ারা ছুটিল।

কয়েকদিন উপযুক্ত পরিমাণে আহার করায় ও সুনিদ্রা হওয়াতে রাজপুত্রের দৌর্ব্বল্য দূর হইয়া গেল। শেষে দুই বন্ধুতে স্থির করিলেন যে, যদি রাজপুত্র চীনরাজ্যে যাইবার জন্য পিতার অনুমতি প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে যাত্রার আয়োজনেই বহুকাল অতিবাহিত হইবে, সুতরাং চীনরাজকন্যাকে আরও দীর্ঘকাল বিরহযাতনা সহ্য করিতে হইবে ; সুতরাং মৃগয়ার ছলনায় রাজ্যত্যাগ করাই কর্ত্তব্য।

রাজপুত্র পিতার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলে, তিনি বলিলেন, "তুমি মৃগয়ায় যাও, তাহাতে আপত্তি করি না, কিন্তু কোথাও এক রাত্রের বেশী বিলম্ব করিতে পারিবে না। তোমার শরীর এখন অসুস্থ, অধিক পরিশ্রম দেহের পক্ষে অনিষ্টকর হইতে পারে, তোমাকে দীর্ঘকাল না দেখিলেও আমি মনে বড় কষ্ট পাইব।" রাজপুত্র আস্তাবল হইতে দুইটি অত্যুৎকৃষ্ট অশ্ব লইয়া একটি স্বয়ং গ্রহণ করিলেন, অপরটি মার্জ্জাবানকে প্রদান করিলেন।

রাজপুত্র ও মার্জ্জাবান মৃগয়ায় যাত্রা করিলেন এবং একটি প্রান্তরে আসিয়া সহিসদ্বয়কে সেখানে অপেক্ষা করিতে বলিয়া তাঁহারা অশ্ব ছুটাইয়া দিলেন। সহিসদ্বয় ভাবিল, তাঁহারা মৃগয়ায় গমন করিলেন। রাত্রিকালে উভয় বন্ধুতে একটি সরাইয়ে আহারাদি করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। অতি প্রত্যুষে উভয়ে উঠিয়া অশ্বারোহণ করিলেন এবং সহিসদিগের একটি অশ্ব লইয়া গন্তব্যপথে ধাবিত হইলেন।

প্রেমিকের আত্ম-সংগোপন-নৈপুণ্য

একটু বেলা হইলে তাঁহারা একটি অরণ্যে প্রবেশ করিলেন, মার্জ্জাবান অরণ্যের গভীরতরদেশে উপস্থিত হইয়া, সহিসের অশ্বটিকে বধ করিলেন এবং তাহার রক্ত রাজপুত্রের অতিরিক্ত একটি পরিচ্ছদে মাখাইয়া বৃক্ষমূলে ফেলিয়া রাখিলেন। রাজপুত্রের নিকটে আসিয়া এ কথা প্রকাশ করিলেন, রাজপুত্র ইহার কারণ বুঝিতে না পারায় মার্জ্জাবান বলিলেন, "তোমার অদর্শনে ব্যাকুল হইয়া সুলতান তোমার সন্ধানে লোক পাঠাইবেন, তাহার পর তোমার পরিচ্ছদ রক্তাক্ত দেখিয়া মনে করিবেন, কোন হিংস্র জন্তুর আক্রমণে তোমার প্রাণ গিয়াছে; সুতরাং সেই সংবাদে তিনি তোমার অনুসন্ধান করিতে বিরত থাকিবেন। ইহাতে তোমার পিতার মনে ভয়ানক শোক উপস্থিত হইবে বটে, কিন্তু শেষে যখন তিনি তোমাকে লাভ করিবেন, তখন তাঁহার সকল শোক অন্তর্হিত হইয়া হৃদয়ে প্রভূত আনন্দের সঞ্চার হইবে।" রাজপুত্র মার্জ্জাবানের এই কৌশলে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

রাজপুত্র সঙ্গে করিয়া অনেক হীরা-রত্ন আনিয়াছিলেন, তাহা বিক্রয় করিয়া তাঁহাদের দৈনিক ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে লাগিল। এই ভাবে বহুদিন পথপর্য্যটন করিয়া অবশেষে উভয়ে চীনরাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। মার্জ্জাবান রাজপুত্রকে স্বগৃহে লইয়া না গিয়া, এক খাঁ সাহেবের বাসা ঠিক করিয়া দিলেন। রাজপুত্র রাজধানীতে তিন দিন বিশ্রাম করিলেন। ইতিমধ্যে মার্জ্জাবান রাজপুত্রের জন্য এক দৈবজ্ঞের বেশ প্রস্তুত করাইলেন। তাহার পর তাঁহার মাতার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "রাজকন্যাকে বল, তিনি যেন চিকিৎসকের সহিত সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুত থাকেন, এবার যে চিকিৎসক আনিয়াছি, সে রাজকন্যার ব্যাধি নিশ্চয়ই আরোগ্য করিবে।"

রাজপুত্র দৈবজ্ঞের বেশধারণ করিয়া রাজপ্রাসাদের সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং রাজপ্রহরীরা তাঁহার কথা শুনিতে পায়, এ ভাবে বলিতে লাগিলেন, "আমি দৈবজ্ঞ, রাজকন্যা বেদৌরা সুন্দরীর ব্যাধি কি, তাহা আমি জানি, আমি তাহা আরোগ্য করিব, যদি না পারি, শির দিব।"

এই কথা শুনিয়া রাজপুত্র কামার'ল জামানের চতুর্দ্দিকে বহুলোকের সমাগম হইল, অনেক দিন পর্য্যন্ত রাজকন্যাকে আরোগ্য করিবার চেষ্টায় কেহ প্রাসাদ সন্নিকটে উপস্থিত হয় নাই, অনেক দিন পরে একটি লোককে এই ভাবে কথা কহিতে শুনিয়া তাহারা আর একটি নরমুণ্ড নগরদ্বারে ঝুলিতে দেখিবার আশঙ্কায় কণ্টকিত হইয়া উঠিল। সকলেই তাঁহাকে এই প্রকার দুঃসাহসিকের কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্য অনুরোধ করিল।

দৈবজ্ঞের ছদ্মবেশে সুন্দর!

রাজপুত্র কাহারও ভয়প্রদর্শনে বিচলিত হইলেন না; কেনই বা হইবেন? তখন সকলেই তাঁহার নির্ব্বুদ্ধিতার নিন্দা করিতে করিতে গৃহে ফিরিল। এমন রূপবান্ যুবাপুরুষ যে অল্পবয়সে প্রাণ হারাইবে, ইহা ভাবিয়া অনেকে দুঃখিত হইল। যাহা হউক, দৈবজ্ঞের স্পর্দ্ধার কথা শুনিয়া উজীর তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে চীনদেশের রাজার নিকট লইয়া চলিলেন।

হয় সুন্দরী-লাভ, নব জীবন দান

রাজা কামারাল জামানকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন, এই নবীন যুবক লোভের বশে অকালে প্রাণত্যাগ করিবে ভাবিয়া রাজার মনে দয়ার উদ্রেক হইল, পূর্ব্বে কাহারও প্রতি তাঁহার মনে এ ভাবের উদ্রেক হয় নাই, কাহাকেও তিনি রাজকন্যার চিকিৎসায় নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করেন নাই; কিন্তু কামারাল জামানকে তিনি সে অনুরোধ করিলেন। অবশেষে কামারাল জামান যখন বলিলেন, "আমি নিশ্চয়ই রাজকন্যাকে আরোগ্য করিব, আপনি ক্ষোভ ত্যাগ করুন।" তখন রাজা বলিলেন, "তাহাই হউক, তোমার হস্তে আমি পরম প্রফুল্লচিত্তে আমার কন্যা সম্প্রদান করিব, ভবিষ্যতে তোমাকে আমার সিংহাসনে বসাইব; কিন্তু অকৃতকার্য্য হইলে আমাকে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিতেই হইবে, আমি রাজা হইয়া নিয়মভঙ্গ করিতে পারিব না।"

রাজপুত্র কামারাল জামান রাজার কথাতেই সম্মত হইলে, রাজা খোজা ভৃত্যগণের সঙ্গে তাঁহাকে রাজকন্যার মহলে প্রেরণ করিলেন; রাজপুত্র রাজকন্যার প্রাসাদসন্নিকটে আসিয়া দ্রুতপদে চলিতে লাগিলেন। ভৃত্যগণ বলিল, "আরে ও মশায়, অত তাড়াতাড়ি যাও যে, মরবার যে আর বিলম্ব সয় না, আরও অনেক দৈবজ্ঞ মরেছে, তোমার মত তাড়াতাড়ি মর্‌তে কারও সাধ দেখিনি। যাচ্ছ রোগী দেখতে, ষাঁড়ের মত গাইয়ের দিকে ছুটেছো যে!"

রাজপুত্র হাসিয়া বলিলেন, "যত শীঘ্র রাজজামাতা হইতে পারি, ততই সুবিধা কি না, তাই দৌড়াইতেছি, তোমরাও আমার সঙ্গে আইস।"

যাহা হউক, খোজা প্রাসাদদ্বার মুক্ত করিয়া দিল। রাজকন্যার ভৃত্যগণকে রাজপুত্র বলিলেন, "আমি রাজকন্যাকে দেখিবামাত্র ত' আরোগ্য করিতেই পারি, না দেখিয়াও পারি; আমি তোমাদিগকে একবার বিদ্যা পরীক্ষা করাইয়া যাই, তোমরা ভাবিয়াছ, আমি একটা বাজে দৈবজ্ঞ।" অনন্তর একটি কক্ষে উপস্থিত হইয়া দৈবজ্ঞ তাঁহার ঝুলি হইতে দোয়াত, কলম, কাগজ বাহির করিলেন, তাহার পর গম্ভীরভাবে লিখিতে লাগিলেন—

প্রেমপত্রে প্রণয়-নিদর্শন

চীনরাজকন্যার নিকট যুবরাজ কামারাল জামানের নিবেদন—

মাননীয়া রাজকন্যা! যুবরাজ কামারাল জামান আপনার নিকট হইতে দূরে অবস্থান করিয়া যে কি মানসিক কষ্ট ভোগ করিয়াছেন, তাহা বর্ণনাতীত, তাঁহার মনোহরণ করিয়া আপনি কোথায় অন্তর্দ্ধান করিলেন কেহই জানে না। আপনার নিদ্রাবস্থাতেই আপনি তাঁহার চিত্ত চুরি করিয়াছেন! আপনার ঐ পদ্মপলাশ নেত্রের মধুর দৃষ্টি দেখিবার জন্য তিনি কত আগ্রহপ্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু কালনিদ্রা তাহা ঘটিতে দেয় নাই। রাজপুত্র যে অঙ্গুরীয় গ্রহণ করিয়া আপনার প্রতি প্রণয়জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, এই পত্রে সেই অঙ্গুরী ফেরত পাঠাইতেছেন, তাঁহারটি আপনি ফেরত পাঠাইলেই আপনার অনুগ্রহ প্রকাশিত হইবে। নতুবা আপনার অপ্রীতিভাজন হইয়াছেন, মনে করিয়া তিনি প্রাণত্যাগ করিবেন। তিনি আপনার উত্তরের জন্য অদূরে অবস্থান করিতেছেন।"

এই পত্রখানি ভাঁজ করিয়া এবং তাহার ভিতর অঙ্গুরীটি পুরিয়া রাজপুত্র তাহা এক জন ভৃত্যহস্তে অর্পণ করিলেন, বলিলেন, "ইহা রাজকন্যার হস্তে প্রদান কর। এই রোকা পাঠ করিবামাত্র যদি রাজকন্যা আরোগ্যলাভ না করেন, তবে তুমি আমাকে অতি অকর্ম্মণ্য দৈবজ্ঞ বলিয়া মনে করিও।"

রাজকন্যার নিকট খোজা উপস্থিত হইয়া বলিল, "ঠাকুরাণি, কোথা হইতে একটা দৈবজ্ঞ আসিয়াছে, ভারি সাহস করিয়া বলিতেছে, আপনার ব্যাধি আরোগ্য করিবে। সে বলে, এই রোকা পড়িলেই আপনি সারিয়া উঠিবেন। আপনি সারিয়া না উঠিলে সে গর্দ্দান দিবে বলিয়াছে, রোকা লউন।"



মিলন-মাধুরী

রাজকন্যা উপেক্ষাভরে পত্র গ্রহণ করিলেন, কিন্তু পত্র খুলিয়া অঙ্গুরী দেখিয়াই আর পত্রপাঠের অবসর হইল না, তিনি আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া তাঁহার হস্ত-পদের শৃঙ্খল খুলিয়া ফেলিলেন, তাহার পর দ্রুতবেগে দ্বারসন্নিধানে অগ্রসর হইলেন। দ্বার খুলিয়াই দেখিলেন, দৈবজ্ঞ সেখানে দণ্ডায়মান হইয়া উত্তরের প্রতীক্ষা করিতেছেন। রাজকন্যা দৈবজ্ঞকে যেমন দেখিলেন, অমনি আনন্দে উচ্চধ্বনি করিয়া ভাবাবেশে বিহ্বল হইয়া, দৈবজ্ঞের বক্ষে আপনার বক্ষ ন্যস্ত করিয়া, তাঁহার স্কন্ধে মস্তক রক্ষা করিলেন, উভয়ের বাহুপাশে উভয়ের কণ্ঠ দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হইল। কেহ কোন কথা বলিতে পারিলেন না, উভয়ের চক্ষু দিয়া দরদরধারে জল পড়িতে লাগিল। উভয়ের চক্ষুর সম্মুখ হইতে পৃথিবীর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইল। কিয়ৎকাল পরে বৃদ্ধা ধাত্রী তাঁহাদিগকে রাজকন্যার শয়নকক্ষে লইয়া চলিল; রাজকন্যা রাজপুত্রকে তাঁহার অঙ্গুরী প্রত্যর্পণ করিলেন; উভয়ের মিলনানন্দ-সলিলে বিরহ-বেদনা ধৌত হইয়া গেল।

দয়িত-মিলন

ভৃত্য দ্রুতবেগে রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "মহারাজ, অবধান করুন, এ পর্য্যন্ত যত দৈবজ্ঞ, চিকিৎসক, ভূতুড়ে আসিয়াছে, সব বেটা জুয়াচোর, এবার যে দৈবজ্ঞ আসিয়াছেন, তিনি খাঁটি মানুষ। এক রোকার জোরে রাজকন্যার সকল ব্যাধি সারাইয়া দিয়াছেন।" রাজা দ্রুতবেগে রাজকন্যার মহলে উপস্থিত হইলেন, কামারাল জামানকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিয়া, পরে তাঁহার হস্তে রাজকন্যার হস্ত যোগ করিয়া বলিলেন, "আমি আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলাম, তোমরা পরমসুখে স্বামি-স্ত্রীরূপে বাস কর; কিন্তু আমার মনে হইতেছে, তুমি দৈবজ্ঞ নহ।"

রাজপুত্র হাসিয়া বলিলেন, "মহারাজ সত্যই অনুমান করিয়াছেন, আমি দৈবজ্ঞ নহি বটে, কিন্তু দৈবজ্ঞ-বেশেই আমি মহাপরাক্রান্ত মহারাজার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। আমার নাম যুবরাজ কামারাল জামান, পিতার নাম সুলতান সা জামান, সুবিখ্যাত খালেদান রাজ্যের তিনি অধীশ্বর।"

রাজপুত্র তাঁহার রাজ্যত্যাগ করিয়া চীনরাজ্যে আগমনের কাহিনী বর্ণনা করিলেন। রাজকন্যার সহিত তাঁহার প্রণয় কিরূপে হইল, তাহার ইতিহাস যতখানি জানিতেন, তাহাও বলিলেন। রাজা রাজপুত্রের কাহিনী শুনিয়া বিস্ময়মগ্ন হইলেন।

সেইদিনই রাজধানীতে মহাসমারোহে বিবাহোৎসব আরম্ভ হইল। মার্জ্জাবানও রাজার নিকট উপযুক্তরূপে পুরস্কৃত হইলেন।

যুবরাজ কামারাল জামান ও রাজকন্যা বেদোরার আকৃতির সৌসাদৃশ্য সকলকে বিমুগ্ধ করিয়াছিল। উভয়েই তরুণ, উভয়েই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের অধিকারী। যৌবন-বসন্ত উভয়ের শরীরে বিচিত্র সুষমায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। বিবাহবাসরে পরস্পর পরস্পরকে একান্তভাবে পাইয়া আনন্দে ও পুলকে রোমাঞ্চিত-কলেবর হইলেন। কামারাল জামান কখনও নারীসঙ্গের মাধুর্য্য উপভোগ করিবার অবকাশ পান নাই। বাইশ বৎসর বয়সে বিংশতিবর্ষীয়া তরুণীর যৌবনকে উপভোগ করিবার সুবিধা তিনি পূর্ণ-মাত্রায় গ্রহণ করিলেন। চীনরাজ্যের রাজধানীর নিভৃত প্রাসাদ-কক্ষে মদনোৎসব আরম্ভ হইল। বাঞ্ছিতাকে বক্ষোদেশে ধারণ করিয়া—যুবরাজ তাঁহার দীর্ঘ দিনের ক্ষুধা মিটাইতে লাগিলেন। রাজকন্যা বেদোরাও বাঞ্ছিতের আলিঙ্গনপাশে আপনাকে নির্ব্বাসিত করিয়া দিলেন। চুম্বনের শীৎকারে প্রেমের রাগিণী ধ্বনিত হইতে লাগিল।

প্রমোদ-খেলা

রাজপুত্র কামারাল জামান ও রাজকন্যা বেদোরা সুখের সলিলে ভাসিতে লাগিলেন, মহানন্দে উভয়ের দিবসযামিনী যেন মুহূর্ত্তে অবসান হইতে লাগিল। নব নায়কের সহিত নব নব বিহারে রাজকন্যা নিজের জীবন ধন্য মনে করিতে লাগিলেন। রাজপুত্রের মুখের হাসি গোঁফের ডগায় দিবানিশি কালো মেঘের কোলে বিদ্যুতের ন্যায় খেলা করিতে লাগিল।

এত সুখের মধ্যেও রাজপুত্র কামারাল জামান একদিন রাত্রে বড় দুঃস্বপ্ন দেখিলেন, স্বপ্নদর্শনে তিনি বড় বিচলিত হইলেন। তিনি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাঁহার পিতা সা জামান মৃত্যুশয্যায় পতিত, তিনি অশ্রু-পূর্ণলোচনে বলিতেছেন, 'যে পুত্রকে আমি পরম আদরে ও যত্নে পরিবর্দ্ধিত করিলাম, সেই পুত্রই আমার মৃত্যুর কারণ।' রাজপুত্র নিদ্রাভঙ্গে কাঁদিতে লাগিলেন, চক্ষু দুটি জবাফুলের মত লাল হইয়া উঠিল। তাঁহার দীর্ঘনিশ্বাসে রাজকন্যার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। রাজকন্যা উঠিয়া দেখিলেন, তাঁহার স্বামী রোদন করিতেছেন, অশ্রুধারায় বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে। রাজকন্যা সুগন্ধি রেশমী রুমালে রাজপুত্রের চক্ষু মুছাইয়া বলিলেন, "প্রিয়তম, কি দুঃখে রোদন করিতেছ, বল, তোমার কাতরতা দেখিয়া যে আমার বুক ফাটিয়া গেল, তোমার অশ্রু আমার নিকট কঠোর আঘাত অপেক্ষাও কঠিন।" রাজপুত্র রাজকন্যাকে স্বপ্নের বিবরণ বলিলেন; "হায়—হায়, আমি এখন এখানে কত সুখভোগ করিতেছি, আর আমার বাবা হয় ত এতক্ষণ প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।" রাজপুত্র তাঁহার স্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া রাজার নিকট স্বদেশযাত্রার প্রার্থনা জানাইলেন, কন্যা তাঁহার পিতাকে বলিলেন, "পতি যেখানে, সতী সেখানে, আমাকেও আমার স্বামীর সহিত যাইবার আদেশ দান করুন।" রাজাকে অগত্যা অনুমতি দান করিতে হইল; রাজা কেবল বলিলেন, "কিন্তু আমার অনুরোধ, এক বৎসর পরে আবার ফিরিয়া আসিও, তোমার অদর্শনে আমরা মনে বড় কষ্ট পাইব। বৎসরকাল পরে এ কষ্ট নিবারণ করিও।" রাজকন্যা সম্মত হইলেন।

যোগ-মিলনে দুঃস্বপ্ন

তখন চীনরাজ তাঁহার কন্যাজামাতাকে বিদায়-দানের আয়োজনে ব্যস্ত হইলেন। অবশেষে যাত্রার দিন আসিল। রাজরাণী অশ্রুধারায় কন্যাজামাতাকে বিদায় দান করিলেন।

একমাসকাল পথপর্য্যটনের পর কামারাল জামান ও রাজকন্যা বেদৌরা লোকজন সঙ্গে লইয়া একটি সুপ্রশস্ত প্রান্তরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; প্রবল রৌদ্র দেখিয়া তাঁহারা সেখানে শিবির সংস্থাপন করিলেন। কিরূপে শিবির সজ্জিত হইল, তাহা দেখিয়া রাজপুত্র স্বশিবিরে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন, রাজকন্যা পথশ্রান্তিতে নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছেন। বেদৌরা সুন্দরী একখানি সূক্ষ্ম রেশমী বস্ত্রে দেহাবৃত করিয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন। তাঁহার পীবর বক্ষোদেশের আবরণবস্ত্র বায়ুসঞ্চালনে ঈষৎ অনাবৃত; কমলকোরকতুল্য লোভনীয় ও রমণীয় বক্ষোদেশের সৌন্দর্য্য তাঁহাকে আকৃষ্ট করিল। নিদ্রালসা তরুণী পত্নীর সে সম্মোহনভাব দেখিয়া তিনি আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না। ধীরে ধীরে পত্নীর পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া তিনি লুব্ধ দৃষ্টিতে রাজকন্যাকে দেখিতে লাগিলেন। কটিদেশের স্বর্ণরচিত বন্ধনীটি তিনি ধীরে ধীরে স্পর্শ করিলেন। সহসা দেখিলেন, কোমরবন্ধনীতে কি একটা সংলগ্ন রহিয়াছে। রাজপুত্র ব্যগ্রভাবে তাহা খুলিলেন, দেখিলেন, একখণ্ড পদক, তাহাতে কতকগুলি কি কথা লেখা রহিয়াছে, রাজপুত্র বিস্তর চেষ্টা করিয়াও তাহা পাঠ করিতে পারিলেন না। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, রাজকন্যা যখন ইহা সযত্নে সঙ্গে রাখিয়াছেন, তখন এ পদক নিশ্চয়ই মূল্যবান্। প্রকৃতপক্ষে এই কবচখানি মন্ত্রসিদ্ধ, যত দিন রাজকন্যার নিকটে থাকিবে, তত দিন পরমসুখে দিন অতিবাহিত হইবে, এই জন্য চীনরাজমহিষী ইহা পরমযত্নে কন্যাকে রাখিতে দিয়াছিলেন।

নিদ্রালসা সুন্দরীর পীবর বক্ষোচ্ছ্বাস

কবচখানিকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিবার জন্য শিবিরের বাহিরে লইয়া আসিয়া রাজপুত্র বিশেষ মনোযোগ দিয়া কবচখানি দেখিতে লাগিলেন, এমন সময় হঠাৎ একটা পক্ষী কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া, রাজপুত্রের হাত হইতে কবচখানি ছোঁ মারিয়া লইয়া গেল। রাজপুত্র পক্ষীর পশ্চাতে ছুটিলেন, পক্ষী অনেক দূর উড়িয়া গেল। তাহার পর একটি বৃক্ষশাখায় বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল, তাহার ওষ্ঠে রাজপুত্র সেই কবচ দেখিতে পাইলেন।

রাজপুত্রকে অদূরে দেখিয়া সেই পক্ষী আবার উড়িল, রাজপুত্র পুনর্ব্বার পক্ষীর অনুসরণ করিলেন। বহুদূরে গিয়া পক্ষী কবচখানি গ্রাস করিল, তাহার পর দ্রুতবেগে একদিকে ধাবিত হইল, রাজপুত্র প্রাণপণে তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ছুটিতে লাগিলেন।

এইরূপে রাজপুত্র ক্রমে রাজকন্যা বেদৌরার নিকট হইতে অধিক দূরে গিয়া পড়িতে লাগিলেন, রাত্রি আসিল। রাত্রিকালে পক্ষী এক উচ্চ বৃক্ষশিরে আশ্রয় লইল।

প্রেমিকের পথ-ভ্রান্তি

রাজপুত্র অনর্থক এত কষ্ট স্বীকার করিয়া বড়ই বিরক্ত হইলেন। তিনি দ্রুতবেগে অনেক পাহাড়পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া আসিয়াছিলেন, কয়দিনে তাহা লঙ্ঘন করিয়া যাইবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন, রাজকন্যাকে যে কতদূরে ফেলিয়া আসিয়াছেন, পথ মনে নাই, কিরূপে আবার সেই স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, ভাবিয়া তাঁহার বড় দুশ্চিন্তা হইল। পথশ্রমে দেহ অবসন্ন, সম্মুখে অন্ধকার রাত্রি, কেমন করিয়াই বা তিনি শূন্যহস্তে গৃহে ফিরিবেন, রাজকন্যা তাঁহার মহামূল্য কবচ হারাইয়াই বা কি ভাবিতেছেন, এ সকল কথা ভাবিয়া, আরও অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। অবশেষে ক্ষুধায়—তৃষ্ণায়—পরিশ্রমে অভিভূত হইয়া রাজপুত্র সেই বৃক্ষমূলে নিদ্রিত হইলেন।

পরদিন প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গ হইলে রাজপুত্র দেখিলেন, পক্ষী বৃক্ষত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার অনুসরণ করিলেন, এইরূপে দিবারাত্রি পক্ষীর অনুসরণে রাজপুত্রের দশ দিন কাটিয়া গেল। একাদশ দিবসে পক্ষী একটি সুবৃহৎ নগরে উড়িয়া আসিল, রাজপুত্রও তাহার অনুসরণে সেই নগরে প্রবেশ করিলেন, তাহার পর পক্ষী কোন্ দিকে গেল, রাজপুত্র তাহা দেখিতে পাইলেন না।



মালীর আশ্রয়ে রাজপুত্র

নিরাশহৃদয়ে রাজপুত্র নগর-প্রান্তে সমুদ্রতীরে আসিলেন এবং ঘুরিতে ঘুরিতে এক বাগানে প্রবেশ করিলেন। বাগানের মালী একটি বৃদ্ধ, রাজপুত্রকে দেখিতে পাইবামাত্র সে দ্রুতবেগে বাগানের দ্বারদেশে আসিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল; রাজপুত্র মালীর এ ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মালী বলিল, "এ পৌত্তলিকের দেশ, দেখিতেছি, আপনি মুসলমান। এখানে আমিই একমাত্র মুসলমান। পৌত্তলিকগণ আপনাকে যদি দেখিতে পায়, তবে অবিলম্বে তাহারা আপনার প্রাণবধ করিবে; আপনাকে যে তাহারা এতক্ষণ দেখিতে পায় নাই, ইহাই আশ্চর্য্যের কথা। আল্লা যে আপনাকে এখানে আনিয়া ফেলিয়াছেন, ইহা আপনার বিশেষ শুভাদৃষ্টের কথা।"

মালী রাজপুত্রকে বাগান হইতে তাহার বাড়ীতে লইয়া গেল। তাঁহাকে তাহার অবস্থা অনুসারে আহার্য্য দ্রব্য প্রদান করিল, সে দেশে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল।

মালীকে সকল কথা বলিয়া রাজপুত্র স্বদেশে ফিরিবার পথের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। মালী বলিল, সেখান হইতে এক বৎসরের পথ অতিক্রম করিলে তবে মুসলমানের রাজ্য পাওয়া যাইবে। পদব্রজে অপেক্ষা সমুদ্রপথে সহজে তাঁহার পিতৃরাজ্যে তিনি উপস্থিত হইতে পারেন। প্রথমে কোন জাহাজে চড়িয়া তাঁহাকে এবনীদ্বীপে যাইতে হইবে। সেখান হইতে কোন জাহাজে তাঁহাকে পিতৃরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তনের সুবিধা করিতে হইবে। মালী আরও বলিল, "যদি আপনি আর কয়েকদিন পূর্ব্বে এখানে উপস্থিত হইতেন, তাহা হইলে এই বৎসরে আপনি যাইতে পারিতেন; কিন্তু এক বৎসর এখান হইতে আর কোন জাহাজ যাইবে না, আপনি আমার গৃহে যদি এক বৎসর অপেক্ষা করেন, তাহা হইলে আগামী বৎসর জাহাজে যাইতে পারিবেন।" রাজপুত্র মালীর উপদেশ সঙ্গত মনে করিয়া, তাহার গৃহেই বাস করিতে লাগিলেন, দিবসে বাগানে কাজ করেন, রাত্রিকালে মালীর জীর্ণ কুটীরে শয়ন করিয়া, রাজকন্যার কথা চিন্তা করিতে করিতে অশ্রুধারায় তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যায়।

বিরহ-শয়নের অশ্রুধারা

এখন রাজকন্যার কথা বলিব। রাজকন্যা শিবিরে শয়ন করিয়াছিলেন, রাজপুত্র যে পক্ষীর সন্ধানে নানা স্থানে ছুটিয়াছেন, তাহা তিনি জানিতেও পারিলেন না; সুতরাং নিদ্রাভঙ্গে তিনি তাঁহার স্বামীকে না দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন, তাঁহার দাসীগণকে রাজপুত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু কেহ তাঁহার কথার উত্তর দিতে পারিল না। সহসা কটিবন্ধনীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, রক্ষাকবচখানিও নাই! রাজকন্যা ভাবিলেন, রাজপুত্র কবচ-পরীক্ষার জন্য শিবিরের বাহিরে গিয়াছেন, শীঘ্রই তাহা লইয়া ফিরিয়া আসিবেন।

ক্রমে রাত্রি আসিল, রাজপুত্র ফিরিলেন না, ভয় ও বিস্ময় উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। রাজকন্যা অধীরভাবে স্বামীর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। রাত্রি যত অধিক হইল, ততই তিনি অধিক কাতরভাবে বিলাপ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি এক সঙ্কল্প স্থির করিলেন।

রাজপুত্রের ছদ্মবেশে প্রেমময়ী

রাজপুত্র কামারাল জামান শিবির ত্যাগ করিয়াছেন, শিবিরস্থ কোন লোক এ কথা জানিত না। রাজকন্যা মনে করিলেন, সকলে যদি জানিতে পারে, তিনি একাকিনী রহিয়াছেন, তাহা হইলে তাঁহার ভৃত্যগণই হয় ত' তাঁহার প্রতি কোন প্রকার অন্যায় আচরণ করিতে পারে; এই আশঙ্কায় তিনি তাঁহার স্বামীর পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া পুরুষ সাজিলেন। ছদ্মবেশে তাঁহাকে দেখিতে ঠিক তাঁহার স্বামীর মতই হইল। পরদিন প্রভাতে তাঁহার ভৃত্যবর্গকে শিবির তুলিয়া যাত্রার আয়োজন করিতে বলিলেন। সকলে তাঁহার আদেশপালন করিল।

স্থলপথে ও জলপথে কয়েকমাস পর্য্যটন করিয়া, পুরুষবেশী বেদৌরা এবনীদ্বীপে উপনীত হইলেন; এই দ্বীপের রাজার নাম আরমানস। জাহাজ সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইবামাত্র রাজকন্যার ভৃত্যবর্গ চতুর্দ্দিকে ঘোষণা করিল, এই জাহাজে রাজপুত্র কামারাল জামান এবনীদ্বীপে আসিয়াছেন। এ' সংবাদ যথাসময়ে রাজ-প্রাসাদেও প্রচারিত হইল।

রাজা আরমানস অমাত্যবৃন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন, সুন্দরকান্তি নবীন রাজপুত্র জাহাজ হইতে তীরে নামিতেছেন! খালেদানের রাজপুত্র ভাবিয়া রাজা তাঁহার বিশেষ অভ্যর্থনা করিলেন, এবং প্রাসাদে লইয়া চলিলেন। তিন দিন ধরিয়া রাজা আরমানস মহাসমারোহে অতিথিসৎকার করিলেন।

তিন দিন পরে ছদ্মবেশিনী রাজকন্যা স্বদেশ-গমনের সংকল্প রাজার নিকট প্রকাশ করিলে, রাজা তাঁহাকে বলিলেন, "রাজপুত্র, আমার অনেক বয়স হইয়াছে, আর অধিক দিন আমার জীবনের আশা নাই, আমি পুত্রলাভে বঞ্চিত হইয়াছি ; কিন্তু বিধাতা আমাকে একটি রূপবতী গুণবতী কন্যা দান করিয়াছেন, কন্যাটি বয়স্থা, তুমি অতি যোগ্যপাত্র, আমার ইচ্ছা, তোমার হস্তে আমার কন্যাটিকে সম্প্রদান করিয়া আমার উত্তরাধিকারে নিযুক্ত করি। এবনীদ্বীপ আমার অবর্ত্তমানে তুমিই শাসন করিবে। পুত্র, আমার এ প্রার্থনা তুমি অগ্রাহ্য করিতে পারিবে না।"

সুন্দরীর তরুণী-বিবাহ

রাজকন্যা স্বয়ং স্ত্রীলোক হইয়া আর একটি স্ত্রীলোককে কি করিয়া বিবাহ করিবেন, এই চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন ; কিন্তু সত্য কথা খুলিয়া বলিবার উপায় নাই। এ প্রস্তাবে অসম্মত হইলে এই বিদেশে তাঁহার বিরুদ্ধে শত্রু-সৃষ্টি হইতে পারে, তাহা কোনক্রমে বাঞ্ছনীয় নহে, বিশেষতঃ তিনি তাঁহার স্বামীর রাজ্যে উপস্থিত হইলেই যে স্বামীর সাক্ষাৎ পাইবেন, তাহারও নিশ্চয়তা নাই ; সুতরাং অনেক চিন্তার পর বেদৌরা রাজা আরমানসের প্রস্তাবেই সম্মতি প্রকাশ করিলেন।

তখন এক রাজকন্যার সহিত অন্য রাজকন্যার বিবাহের আয়োজন মহাসমারোহে চলিতে লাগিল। রাজকন্যা বেদৌরা তাঁহার অনুগত দাসীগণকে প্রকৃত অবস্থা জানাইয়া তাহাদিগকে কাহারও নিকট কোন কথা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিলেন, সুতরাং তিনি যে রাজপুত্র কামারাল জামান নহেন, কোন প্রকারে তাহা প্রকাশিত হইবার ভয় থাকিল না।

ছদ্মবেশিনী রঙ্গময়ীর বিবাহ-উৎসব

মহাসমারোহে বিবাহ হইল। নগরমধ্যে উৎসব চলিতে লাগিল। আলোক-মালায় রাজপুরী সমুজ্জ্বল হইল। রাজপুত্রবেশী বেদৌরা এবনীরাজকন্যা হায়াতাল নিকুসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন। উৎসব শেষ হইলে উভয়ে পরস্পরের কাছে বসিয়া প্রেমালাপ করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ আলাপের পর বেদৌরা উপাসনা আরম্ভ করিলেন, তাহাতে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ায় এবনী-রাজকন্যা হায়াতাল নিকুস সুন্দরী নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। উপাসনা-শেষে বেদৌরা হায়াতাল নিকুসের পার্শ্বদেশে শয়ন করিয়া তাঁহার শোচনীয় অবস্থার কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন, তাঁহার স্বামীর বিরহে নয়নে অশ্রু ঝরিতে লাগিল। প্রভাতে হায়াতাল নিকুসের নিদ্রাভঙ্গের পূর্ব্বেই তিনি গাত্রোত্থান করিয়া রাজসভায় উপস্থিত হইলেন, এবং অমাত্যগণের সহিত রাজকর্ম্ম সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। এই ভাবে প্রতিদিন অতিবাহিত হইতে লাগিল।

একদিন বৃদ্ধ রাজা আরমানস তাঁহার কন্যাকে দেখিতে আসিলেন ; দেখিলেন, অবনতমুখী কন্যা অবিরলধারে অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন। আরমানস কন্যার দুঃখে ব্যথিত হইয়া তাঁহার মনঃকষ্টের কারণ জানিতে চাহিলেন। রাজকন্যা কোন উত্তর করিলেন না বটে ; কিন্তু রাজা বুঝিতে পারিলেন, জামাতা তাঁহার কন্যার প্রতি আন্তরিক অনুরাগ প্রকাশ না করাতেই তাঁহার কন্যা এরূপ কাতর হইয়াছেন। রাজা বলিলেন, "মা, তোমার স্বামী পরম রূপবান্, গুণবান্, তিনি তোমার প্রতি যত্ন করিবেন না? অনেক দিন তিনি পিতামাতাকে না দেখিয়া বোধ হয় দুঃখিত আছেন, যাহা হউক, তাঁহার মনের বেদনা লাঘব হইলেই তিনি তোমাকে আদর করিবেন, তোমার প্রতি যথোচিত অনুরাগ প্রকাশ করিবেন, তুমি অধীরা হইও না।"

কোনই ফল হইল না। বেদৌরা স্ত্রীর প্রতি পূর্ব্বে যেরূপ ব্যবহার করিতেছিলেন, প্রতিদিন সেইরূপই করিতে লাগিলেন, দুই একটি কথামাত্র বলিতেন, এমন কি, তাহাকে অঙ্গ স্পর্শ করিতে দিতেন না ; ইহাতে রাজকন্যা হায়াতাল নিকুসের অঙ্গ জ্বলিয়া যাইত।

উচ্ছ্বসিত যৌবনে স্বামি-প্রেমের বঞ্চনা

পরিপূর্ণ যৌবন, রূপবান্ স্বামী, অথচ রাজকন্যা কোনও দিন নারীজন-কাম্য, দম্পতির উপভোগ্য প্রেম-সোহাগ লাভ করিতে পারিলেন না। এ দুঃখ অসহ্য। পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় অপূর্ব্ব লাবণ্যময় স্বামী একবারও তাঁহাকে বক্ষোদেশে ধারণ করিয়া নিপীড়িত করেন নাই; অজস্র সোহাগ-চুম্বনে আকুল আকাঙ্ক্ষা জানাইয়া প্রেমনিবেদন করেন নাই। কেমন করিয়া তাঁহার মত সুন্দরী তরুণীকে উপেক্ষা করিয়া স্বামী থাকিতে পারেন, প্রথম রিপুর দুর্দ্দমনীয় প্রভাব কি এই তরুণ রাজপুত্রকে স্পর্শ করিতেই পারে না?

একদিন রাত্রিকালে রাজকন্যার সহিত দুই চারিটি কথা বলিয়া বেদৌরা উপাসনা করিতে উঠিলেন, উপাসনান্তে তিনি অন্যান্য দিনের ন্যায় শয়ন করিতে যাইবেন, এমন সময় রাজকন্যা হায়াতাল নিফুস তাঁহার হাত ধরিয়া তাঁহাকে নিকটে বসাইলেন। তাহার পর অশ্রুপূর্ণনয়নে বলিতে লাগিলেন, "প্রতিরাত্রেই তুমি আমার সঙ্গে এইরূপ ব্যবহার কর, ইহাই কি স্ত্রীর প্রতি স্বামীর যোগ্য ব্যবহার? বল, আমি কি জন্য তোমার বিরাগভাজন হইলাম? তোমার ন্যায় রূপবান্ গুণবান্ স্বামী লাভ করিয়াও আমি সুখী হইতে পারিলাম না। অন্য রমণী হইলে এতদিন তোমার এই উপেক্ষার উপযুক্ত প্রতিফল প্রদান করিত। তোমার এই প্রকার অরসিক—অপ্রেমিকের ন্যায় ব্যবহারের কথা আমার পিতার কর্ণেও প্রবেশ করিয়াছে, তিনি আজ পর্য্যন্ত তোমাকে কোন কথা বলেন নাই; কিন্তু অতঃপর তোমার এরূপ ব্যবহার দেখিলে তিনি তোমাকে শাস্তি দান করিবেন। যে তোমাকে ভালবাসে—যে তোমার অধীনা—যে তোমাকে প্রেমদান করিবার জন্য ব্যাকুল, তাহাকে এ ভাবে কষ্ট দিয়া—তাহার সহিত এরূপ হৃদয়হীনের মত ব্যবহার করিয়া তোমার গৌরব বাড়িবে কি?"

বেদৌরা কি উত্তর দিবেন, প্রথমে তাহা ভাবিয়াই পাইলেন না। তিনি বুঝিলেন, তিনি প্রকৃত পরিচয় না দিলে আর এই অভিমানিনী, কামার্ত্তা রাজকন্যাকে নিরস্ত পারিবেন না। তিনি প্রকৃত পরিচয় দিলে কি ফল হইবে, তাহাও তিনি স্থির করিতে অসমর্থ হইলেন। অনেক চিন্তার পর স্থির করিলেন, রাজপুত্র কামরাল জামান জীবিত থাকিলে নিশ্চয়ই এ দ্বীপে পদার্পণ করিবেন, তাঁহার স্বদেশযাত্রার ইহাই পথ; অতএব প্রকৃত কথা বলিয়া আপাততঃ ইহাকে শান্ত করিয়া রাখি, পরে রাজপুত্র ফিরিলে তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া যাহা হয় করা যাইবে।

বক্ষোবস্ত্র অপসারণে রহস্য প্রকাশ

সুতরাং বেদৌরা রাজকন্যার নিকটে বসিয়া অবনতবদনে বলিলেন, "সুন্দরি, আমি আজ তোমাকে একটি গুপ্তকথা বলিব; কিন্তু তুমি অগ্রে প্রতিজ্ঞা কর, এ কথা গোপন রাখিবে?" রাজকন্যা সম্মত হইলে, বেদৌরা তৎক্ষণাৎ বক্ষের বস্ত্র অপসারিত করিয়া সুপক্ব দাড়িম্ববৎ অতি সুগঠিত কুচযুগ অনাবৃত অবস্থায় তাঁহার সম্মুখে প্রকাশ করিলেন; কহিলেন, "তোমার ন্যায় এক জন রাজকন্যা তোমাকে প্রবঞ্চিত করিয়া যে অপরাধ করিয়াছে, তাহা তুমি হয় ত ক্ষমা না-ও করিতে পার, কিন্তু আমার সমস্ত কাহিনী শুনিলে তুমি আমাকে ক্ষমা না করিয়া থাকিতে পারিবে না।" বেদৌরা রাজকন্যার নিকট আত্মকাহিনী সবিস্তারে বিবৃত করিলেন, এবং রাজপুত্র কামারাল জামান সেই দ্বীপে উপস্থিত হইলেই তাঁহারা দুই সপত্নী তাঁহার সহিত মিলিত হইবেন, এ আশ্বাসও প্রদান করিলেন। বেদৌরার সাহস, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও পুরুষোচিত রাজ্যপরিচালনশক্তির কথা আলোচনা করিয়া, রাজকন্যা মুগ্ধ হইলেন, বলিলেন, "ভগিনি, আমার মনের সকল ব্যথা আজ দূর হইল, আজ হইতে আমি তোমার সখী হইলাম, আমরা তৃষিতচাতকের ন্যায় প্রাণনাথের প্রতীক্ষা করিয়া থাকি, তিনি একদিন আসিয়া নিশ্চয়ই আমাদের কষ্ট দূর করিবেন।"

যখন এবনীদ্বীপে এই সকল কাণ্ড চলিতেছিল, রাজপুত্র কামারাল জামান তখনও সেই পৌত্তলিকের দেশে মালীর সহায়তায় নিযুক্ত ছিলেন।

একদিন মালী রাজপুত্রের জন্য জাহাজের সন্ধানে সমুদ্র-কূলে গিয়াছে, রাজপুত্র একাকী বাগানে নিজের অবস্থার কথা চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন, একটি বৃক্ষশাখায় দুইটি পক্ষী মহাযুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে। কামারাল জামান বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে পক্ষিদ্বয়ের যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন, কিয়ৎকাল যুদ্ধের পর পক্ষিদ্বয়ের একটি নিহত হইয়া বৃক্ষশাখা হইতে ভূপতিত হইল, অপরটি মুক্তপক্ষে আকাশপথে উড়িয়া গেল।

পক্ষি-যুদ্ধে সৌভাগ্যো

কিয়ৎকাল পরে কোথা হইতে বৃহদাকার আর দুইটি সেই জাতীয় পক্ষী সেই মৃত পক্ষীটির নিকট আসিয়া বসিয়া, কাতরস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। অবশেষে তাহারা একটি গহ্বর খনন করিয়া পক্ষীটিকে চঞ্চুপুটে ধরিয়া তাহার মধ্যে প্রোথিত করিয়া রাখিল। তাহার পর পুনর্ব্বার উড়িয়া গিয়া বিজয়ী পক্ষীটির ডানা ধরিয়া সেখানে লইয়া আসিল এবং ক্রমাগত চঞ্চুর আঘাতে তাহার প্রাণসংহার করিল। তাহার পর তাহার পাকাশয় বিদীর্ণ করিয়া নাড়ীভুঁড়িগুলি ঠোঁটে লইয়া উড়িয়া গেল।

রাজপুত্র অতি বিস্ময়াকুল দৃষ্টিতে এই দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। পক্ষী উড়িয়া গেল দেখিয়া তিনি সেই বৃক্ষমূলে আসিলেন, দেখিলেন, একটি রক্তাক্ত পদার্থ অদূরে নিপতিত রহিয়াছে। রাজপুত্র বুঝিলেন, ইহা নিহত পক্ষীটির পাকাশয়স্থ পদার্থ, জিনিসটি হাতে তুলিয়া লইয়া পরীক্ষা করিতে গিয়া দেখেন, আশ্চর্য্য! রাজকন্যা বেদৌরার সেই মন্ত্রসিদ্ধ কবচ!

রাজপুত্র মহা আগ্রহভরে কবচখানি লইয়া নিজের উষ্ণীষে বাঁধিলেন, এতদিনের পর তাঁহার কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ হইল, তিনি রাত্রে নিশ্চিন্তমনে নিদ্রিত হইলেন, পদক প্রাপ্ত হইয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন, অতঃপর আর তাঁহাকে কষ্টভোগ করিতে হইবে না।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া রাজপুত্র একটি শুষ্ক গাছ কাটিতে চলিলেন। এই গাছটি নির্ম্মূল করিবার জন্য মালী তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া গিয়াছিল। গাছের মূলে কুঠার প্রবেশ করিতেই ঠন্ করিয়া শব্দ হইল, রাজপুত্র বিশেষ উৎসাহের সহিত সেই স্থানটি খুঁড়িয়া ফেলিলেন, দেখিলেন, একখানি সুবৃহৎ পিতলের চাদর, সেখানি তুলিলেই সোপানশ্রেণী দেখিতে পাওয়া গেল। রাজপুত্র সেই সোপানপথে গুহামধ্যে অবতরণ করিয়া দেখিলেন, এই গুহায় স্বর্ণরেণু দ্বারা পরিপূর্ণ পঞ্চাশটি পিত্তল-নির্ম্মিত কলস রক্ষিত। তিনি এই সম্পদরাশি সন্দর্শন করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন। তাহার পর গুহামুখ বন্ধ করিয়া তিনি বৃক্ষটিকে খণ্ড খণ্ড করিলেন।

গুহামধ্যে সম্পদ-রাশি

যথাসময়ে বাগানের মালী প্রত্যাগমন করিল, সে রাজপুত্রকে জানাইল, এবনীদ্বীপগামী জাহাজ সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়াছে, দুই এক দিনের মধ্যেই জাহাজ বন্দর ত্যাগ করিয়া সেই দ্বীপাভিমুখে যাত্রা করিবে। রাজপুত্র এই সংবাদে অধিকতর সন্তুষ্ট হইলেন, তিন দিনমধ্যে রাজপুত্র এবনীদ্বীপে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তাহার পর তিনি মালীকে সেই স্বর্ণপূর্ণ কলস পঞ্চাশটি দেখাইয়া বলিলেন, "তুমি আমার বড় উপকার করিয়াছ, আর কি দিয়া তোমার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব? আমি এই কলসগুলি গাছ কাটিতে কাটিতে আবিষ্কার করিয়াছি, তুমি এগুলি গ্রহণ কর।" মালী বলিল, "বৎস, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, অনেক দিন বাঁচিব, সে আশা নাই, তোমাকে আমি পুত্রবৎ এই এক বৎসর পালন করিয়াছি, তুমি এখন স্বদেশ যাইতেছ, এগুলি লইয়া যাও। আল্লা তোমার স্বদেশগমন-সময়ে তোমাকে এগুলি দান করিয়াছেন, উহাতে আমার আবশ্যক নাই।"

রাজপুত্র বলিলেন, "তুমি যদি অন্ততঃ অর্দ্ধেক ধনও গ্রহণ না কর, তাহা হইলে আমি কিছুই লইব না।" তাঁহার আগ্রহাতিশয্যে বাধ্য হইয়া মালী পঁচিশটি কলস গ্রহণ করিল, অবশিষ্ট পঁচিশটি কলস রাজপুত্র

গ্রহণ করিলেন। মালী বলিল, "কলসগুলিতে কি আছে, তাহা যদি জাহাজের লোক জানিতে পারে, তাহা হইলে ইহা অপহৃত হইবার প্রচুর সম্ভাবনা আছে। এবনীদ্বীপে জলপাই নাই, এই ফল আমার বাগানে যথেষ্ট আছে। তুমি কলসের মধ্যে প্রথমে স্বর্ণ-চূর্ণ রাখিয়া তাহার উপর জলপাই ভরিয়া কলস পূর্ণ কর, পঁচিশ কলসী স্বর্ণচূর্ণ পঞ্চাশটি কলসীতে রাখিলেই ঠিক হইবে।"—রাজপুত্র কামারাল জামান্ এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

তর্কিত
দে আবার
নে বাধা

যথাকালে রাজপুত্র এই সকল কলস জাহাজে পাঠাইয়া দিলেন, তিনি বাগান ত্যাগ করিবেন, এমন সময় মালীর মৃত্যু হইল। লোকটি কয়েকদিন হইতে রোগে ভুগিতেছিল, তাহার বয়সও হইয়াছিল। রাজপুত্র তাহার মৃতদেহের সদ্গতি না করিয়া জাহাজে গমন করা সঙ্গত বিবেচনা করিলেন না। তাহার মৃতদেহ বাগানের মধ্যে সমাহিত করিতে কিছু বিলম্ব হইয়া গেল; কার্য্য সমাধা করিয়া সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন, জাহাজ তাঁহার জন্য বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। রাজপুত্র হতবুদ্ধি হইয়া একাকী সমুদ্রতীরে দাঁড়াইয়া রহিলেন, জাহাজে তাঁহার সর্ব্বস্ব উঠিয়াছিল!

এই নূতন বিপৎপাতে কামারাল জামান অত্যন্ত কাতর ও চিন্তিত হইলেন। আবার এক বৎসর পরে জাহাজ আসিবে, এই বিধর্ম্মিপরিপূর্ণ দেশে তিনি এক বৎসরকাল কোথায় বাস করিবেন, তাঁহার একমাত্র হিতৈষী মালীও কালকবলে নিপতিত! অনেক চিন্তার পর রাজপুত্র পুনর্ব্বার সেই বাগানে ফিরিয়া আর এক বৎসর অপেক্ষা করিবার সঙ্কল্প করিলেন; মালীকে তিনি যে পঁচিশ কলস স্বর্ণচূর্ণ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা তখনও সেই বাগানে ছিল, যাহাতে তাহা হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত হইতে না হয়, সেজন্য বাগানে আসিয়া সেগুলি অতি গোপনীয় স্থানে লুকাইয়া রাখিলেন, তাহার পর পূর্ব্ববৎ বিরহ-বেদনা সঙ্গী করিয়া দিনপাত করিতে লাগিলেন।

এ দিকে যে জাহাজে রাজপুত্র তাঁহার সুবর্ণপূর্ণ কলসগুলি তুলিয়া দিয়াছিলেন, তাহা সুবাতাসে নির্ব্বিঘ্নে এবনীদ্বীপের বন্দরে আসিয়া নঙ্গর করিল। রাজকন্যা প্রাসাদশিরে বসিয়া প্রত্যেক জাহাজ প্রতিদিন লক্ষ্য করিতেন, এই জাহাজখানি বন্দরে উপস্থিত হইলে তিনি জাহাজের পরিচয় লইবার জন্য রাজকর্ম্মচারী প্রেরণ করিলেন। কর্ম্মচারী ছদ্মবেশিনী রাজকন্যা বেদৌরার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, এ জাহাজ পৌত্তলিকের দ্বীপ হইতে আসিয়াছে, প্রতি বৎসরই এমন সময় আসে।

রহিণীর
ত সন্ধান

পৌত্তলিকের দ্বীপ হইতে জাহাজ আসিয়াছে শুনিয়া বেদৌরা জাহাজের দ্রব্যসামগ্রী স্বয়ং পরীক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে জাহাজের উপর আসিলেন। জাহাজের কাপ্তেনকে জাহাজ ও জাহাজের দ্রব্যজাত সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি এই জাহাজে সেই দ্বীপ হইতে আসিয়াছেন কি না, তাহারও সন্ধান লইলেন।

বেদৌরা জলপাই বড় ভালবাসিতেন, তিনি দেখিলেন, জাহাজে অনেক জলপাই আছে, জলপাইগুলি উপযুক্ত মূল্যে তিনি কাপ্তেনের নিকট ক্রয় করিতে চাহিলেন। কাপ্তেন বলিলেন, "মহারাজ, এই জলপাই পৌত্তলিকগণের দ্বীপের এক জন সদাগরের। সদাগর তাঁহার পণ্যদ্রব্য জাহাজে তুলিয়া দিয়া, জাহাজে আসিয়া পৌঁছিতে বিলম্ব করায় আমরা তাঁহাকে না লইয়াই জাহাজ খুলিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছি।" বেদৌরা বলিলেন, "সেজন্য এই সকল জলপাই বিক্রয়ে কোন বাধা হইতে পারে না, সদাগর আসিলে সে মূল্য লইবে।" বেদৌরা জলপাইয়ের কলসগুলি প্রাসাদে তাঁহার কক্ষে লইয়া যাইবার আদেশ প্রদান করিলেন।

রাত্রে বেদৌরা রাজকন্যা হায়াতাল নিফুসের কক্ষে যাইবার সময় জলপাইপূর্ণ কলসগুলি কক্ষের এক দিকে সজ্জিত দেখিলেন, তিনি একটা কলস হইতে কয়েকটি জলপাই তুলিয়া লইলেন, কলসের উপরের জলপাইগুলি কিছু শুষ্ক হইয়াছিল। ভিতরের জলপাই ভাল আছে মনে করিয়া একটা কলস ঢালিয়া ফেলিলেন, তাহার ভিতর হইতে স্বর্ণচূর্ণ বাহির হইয়া পড়িল। তিনি ইহাতে অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া দাসীকে সকল কলস ঢালিতে বলিলেন, সকলগুলিতেই সমপরিমাণ স্বর্ণচূর্ণ দেখিতে পাওয়া গেল। একটা কলসের স্বর্ণচূর্ণের ভিতর বেদৌরার সেই মন্ত্রসিদ্ধ কবচখানি সংরক্ষিত ছিল, তাহাও বাহির হইয়া পড়িল। রাজকন্যা বেদৌরা তাহা হাতে লইয়াই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সকলে শশব্যস্ত হইয়া তাঁহার মূর্চ্ছাভঙ্গের চেষ্টা করিতে লাগিল, সহসা তিনি এভাবে মূর্চ্ছিত হইলেন কেন, তাহা কেহই স্থির করিতে পারিল না।

আশার চমকে বিরহিণীর মূর্চ্ছা

অনেক শুশ্রূষার পর ছদ্মবেশিনী বেদৌরার মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল। তিনি রাজকন্যা হায়াতাল নিফুসের নিকটে আসিয়া তাঁহার কবচ দেখাইলেন, কবচের ইতিহাস পূর্ব্বেই তিনি বলিয়াছিলেন, হায়াতাল নিফুসকে বেদৌরা বলিলেন, "যখন কবচ পুনর্ব্বার আমার হস্তে ফিরিয়া আসিয়াছে, তখন নিশ্চয়ই বিপদ কাটিয়া গিয়াছে, আমরা শীঘ্রই রাজপুত্রকে দেখিতে পাইব,—"কামারাল জামান! কোথায় তুমি প্রিয়তম, তোমার বিরহে আমরা দুই ভগিনী অধীর হইয়া দিবানিশি রোদন করিতেছি, তুমি শীঘ্র আসিয়া আমাদের বিরহবেদনা দূর কর।" রাজকন্যা হায়াতাল নিফুস বেদৌরাকে সান্ত্বনা দান করিয়া বলিলেন, "ভগিনি, আক্ষেপ ত্যাগ কর, আমাদের দুঃখের নিশা শীঘ্রই অবসান হইবে।" পরদিন প্রভাতে বেদৌরা জাহাজের কাপ্তেনকে তলব দিলেন। কাপ্তেন আসিলে বেদৌরা তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি যে মহাজনকে ফেলিয়া আসিয়াছ বলিতেছ, সেই মহাজনের বিশেষ পরিচয় যদি অবগত থাক, তাহা জ্ঞাপন কর।"

কাপ্তেন বলিলেন, "মহারাজ, আমি সেই সদাগরের বিশেষ পরিচয় অবগত নহি, আমি এক জন মালীর কাছে শুনিয়াছি, সদাগর সেই মালীর সহিত এক বাগানে কাজ করে, মালীর কথাতেই আমি তাহাকে জাহাজে আনিতে সম্মত হই, মালীই তাহার কথা আমাকে বলে, আমি স্বচক্ষে সেই সদাগরকে দেখি নাই, তাহার জাহাজে পৌঁছিবার পূর্ব্বে আমি তাহার মাল পাইয়াছিলাম।"

প্রেমিক-সন্ধানে সমুদ্র-যাত্রা

রাজকন্যা বলিলেন, "তুমি আজই জাহাজ খুলিয়া সেই দ্বীপাভিমুখে যাত্রা কর। সেই সদাগরকে লইয়া অবিলম্বে এখানে উপস্থিত হইবে, সেই সদাগর আমার নিকট ঋণী। যদি তুমি তাহাকে এখানে হাজির করিতে না পার, তাহা হইলে তোমার জাহাজ ও জাহাজস্থ দ্রব্যসকল রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত করিয়া লওয়া হইবে। তোমার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রদত্ত হইবে। তোমার জাহাজে যে সকল দ্রব্যসামগ্রী আছে, তাহা আমার আদেশে রাজভাণ্ডারে রক্ষিত হইবে, সেই সদাগরকে আমার নিকট উপস্থিত করিয়া তুমি তোমার জিনিস বুঝিয়া লইয়া যাইবে।"

কাপ্তেনকে অগত্যা এই আদেশ অনুসারে পৌত্তলিকের দ্বীপে যাত্রা করিতে হইল। সেই দিনই তিনি জাহাজ খুলিয়া দিলেন, জাহাজস্থ পণ্যদ্রব্যসমূহ এবনীদ্বীপের রাজভাণ্ডারে জমা রহিল।

এক দিন রাত্রিতে জাহাজ পৌত্তলিকের দ্বীপের নিকট উপস্থিত হইল। কাপ্তেন জাহাজখানি সমুদ্রতীর হইতে দূরে রাখিয়া একখানি নৌকারোহণে কূলে উঠিলেন, এবং কামারাল জামান যে বাগানে কাজ করিতেন, সেই বাগানে ছয়জন খালাসী লইয়া উপস্থিত হইলেন।

রাজপুত্র তখনও নিদ্রিত হন নাই, এই নির্ব্বাসন হইতে কত দিনে উদ্ধার পাইবেন, কত দিনে প্রিয়তমার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইবে, চক্ষু মুদিয়া তিনি এই সকল কথা চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় বাগানের দরজায় কে করাঘাত করিল।

রাজপুত্র সবিস্ময়ে দ্বার খুলিয়া দিলেন, বিস্ময়ের কারণ—তত রাত্রিতে কোন ব্যক্তি কখনও সেই বাগানে আসিত না। রাজপুত্র দ্বার উন্মোচিত করিবামাত্র ছয়জন খালাসী চক্ষুর নিমিষে তাঁহাকে ধরিয়া বাঁধিয়া ফেলিল, তাহার পর তাঁহাকে শূন্যে বহন করিয়া নৌকায় লইয়া চলিল। অবশেষে তাঁহাকে জাহাজে উত্তোলন হইল। জাহাজে উঠিয়া রাজপুত্র কাপ্তেনকে দেখিতে পাইলেন, তাঁহার প্রতি এই বিচিত্র ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন; কাপ্তেন বলিলেন, "তুমি এবনীদ্বীপের রাজার নিকট ঋণী আছ, তাঁহার ঋণ পরিশোধ কর না কেন?" "এবনীদ্বীপের রাজার নিকট আমি ঋণী? কি অসম্ভব কথা আপনি বলেন! আমি তাঁহাকে চিনি না, তাঁহার রাজ্যেও কখন যাই নাই, তাঁহার সহিত আমার কোনও সম্বন্ধ নাই;" সবিস্ময়ে রাজপুত্র এই কথা বলিলেন। কাপ্তেন বলিলেন, "তুমি সত্যবাদী! যাহা হউক, সত্য-মিথ্যার বিচার রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া করিও, আমি তোমাকে ধরিয়া লইয়া যাইবার জন্য আদেশ পাইয়াছি, তোমাকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছি। যত দিন সেখানে উপস্থিত না হও, তত দিন জাহাজে স্থির হইয়া থাক।"

প্রণয়াস্পদ বন্দী

জাহাজ পুনর্ব্বার নির্ব্বিঘ্নে এবনীদ্বীপে উপস্থিত হইল। কাপ্তেন সেই রাত্রিতেই বেদৌরার নিকট তাঁহার আগমনসংবাদ প্রেরণ করিলেন; বেদৌরা যখনই শুনিলেন, মালীকে বাঁধিয়া আনা হইয়াছে, তখনই তিনি মালীকে রাজপ্রাসাদে উপস্থিত করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। কামারাল জামান মালীর পরিচ্ছদেই ছদ্মবেশিনী বেদৌরার সম্মুখে নীত হইলেন। বেদৌরা প্রিয়তমকে দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন, রাজপুত্রের দুরবস্থাদর্শনে সুন্দরী-কুলগৌরবিণীর হৃদয় বিগলিত হইল, নয়নে অশ্রু সঞ্চিত হইল, দীর্ঘনিশ্বাস পড়িতে লাগিল। তিনি অতি কষ্টে আত্ম-সংযম করিয়া, এক জন কর্ম্মচারীর প্রতি আদেশ করিলেন, "এই বন্দীকে লইয়া তোমার রক্ষণাধীনে রাখিবে এবং যাহাতে ইহার প্রতি কোনপ্রকার অযত্ন না হয়, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে।" বেদৌরা রাজ্যের সকল কার্য্য করিতেন, বৃদ্ধ রাজা তাঁহার হস্তে সকল ভার সমর্পণ করিয়া রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বেদৌরা অবিলম্বে রাজকন্যার নিকট উপস্থিত হইয়া, প্রাণাধিকের আগমনসংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। শুনিয়া, এবনীরাজকন্যা অত্যন্ত প্রফুল্ল হইলেন, বেদৌরাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন তাঁহার সহিত মিলনের উপায় কি?" বেদৌরা বলিলেন, "ভগিনি, সে কথা কি আর আমি ভাবি নাই? তাঁহাকে দেখিবামাত্র তাঁহাকে আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করিবার জন্য আমার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু সকল দিক্ চিন্তা করিয়া আমি তাহা করিতে পারি নাই। আমার স্বামী এ রাজ্যে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, অপরিচিত ব্যক্তি, তাঁহার পরিধানে এখনও মালীর সেই জীর্ণ পরিচ্ছদ রহিয়াছে, আমি এখন হঠাৎ স্বামী বলিয়া বা বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিলে, তাহাতে রাজমর্য্যাদার আঘাত লাগিতে পারে।"

পরদিন প্রভাতে বেদৌরা এবনীদ্বীপের রাজার পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া, রাজসভায় উপস্থিত হইলেন এবং কামারাল জামানকে স্নান করাইয়া, আমীরের পরিচ্ছদে ভূষিত করিয়া, তাঁহাকে দরবারে আনিতে আদেশ করিলেন। কামারাল জামানের রূপ ও পরিচ্ছদ দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল।

রাজময়ীর চরণতলে প্রণয়ী

তখন বেদৌরা রাজ-অমাত্য ও সভাসদ্গণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "মন্ত্রিগণ, আজ আমি যাঁহাকে আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতেছি, ইনি কামারাল জামান, ইনি আমার সহযোগিত্ব করিবার সম্পূর্ণ যোগ্যপাত্র। ইঁহার সহিত আমার বিশেষ পরিচয় আছে, আমি আশা করি, আপনারা ইঁহার কার্য্য-নৈপুণ্য ও বুদ্ধি-কৌশলে যৎপরোনাস্তি প্রীতিলাভ করিবেন।"

এই আদেশ শ্রবণে কামারাল জামানও অত্যন্ত বিস্ময় বোধ করিলেন, তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না এবনীরাজ কিরূপে তাঁহার নাম অবগত হইলেন, তাহাও তাঁহার বোধগম্য হইল না। তিনি রাজচরণে নিপতিত

হইয়া বলিলেন, "মহারাজ, আপনি আমার প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করিলেন, তাহার উপযুক্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশের শক্তি আমার নাই ; আমার প্রতি আপনার দয়া অসীম ; আশা করি, আমি ইহার অযোগ্য হইব না।"

পুরুষবেশী বেদৌরাকে কামারাল জামান চিনিতে পারেন নাই। কিন্তু দিন দিন রাজার অনুগ্রহের নিদর্শন পাইয়া কামারাল জামান অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। এইরূপ অহৈতুক অনুগ্রহের কি কারণ থাকিতে পারে? এক দিন কামারাল জামান নিভৃতে রাজবেশী বেদৌরাকে সসম্ভ্রমে বলিলেন, "মহারাজ! আমার প্রতি এরূপ অনুগ্রহ-প্রকাশের কোনও হেতু আমি দেখিতে পাইতেছি না। আমি এজন্য অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছি।" বেদৌরা মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আপনার অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যে আমি মোহিত হইয়াছি। এমন রূপ আমি আর কোনও পুরুষের দেহে দেখি নাই, এজন্য আমি রাজা হইলেও আপনার প্রেমে আমার সমস্ত দেহ ও মন আচ্ছন্ন ও অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে। আপনি যদি আপনার দেহকে আমার কাছে উৎসর্গ করেন, তাহা হইলে আপনাকে আরও অধিক ঐশ্বর্য্য ও সম্মানের অধিকারী করিব।"

রঙ্গবিলাসিনীর প্রমোদ-কৌতুক



ছদ্ম-বেশিনীর প্রণয়ী পরীক্ষা

এই কথা শুনিয়া কামারাল জামান অতিমাত্রায় বিস্মিত হইলেন। অবশ্য এই তরুণ নরপতি তাঁহার অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ, তাঁহার রূপ-লাবণ্যও অসাধারণ, কিন্তু রাজার মনে এই প্রকার অবৈধ স্পৃহার বীজ নিহিত আছে দেখিয়া তিনি শঙ্কিত হইলেন। তাঁহার মনে একটা ঘৃণার সঞ্চার হইল। তিনি রাজাকে বলিলেন যে, "এবম্প্রকার অবৈধ কার্য্যে তাঁহার বিন্দুমাত্র স্পৃহা নাই। বিশেষতঃ যাঁহার প্রাসাদে তরুণী সুন্দরী পত্নী বিদ্যমান, তাঁহার পক্ষে এই প্রকার অস্বাভাবিক অভিলাষ অনৈসর্গিক এবং দূষণীয়।"

রাজবেশী বেদৌরা নানা যুক্তিজালের অবতারণা করিয়া, কামারাল জামানকে প্রেম নিবেদন করিলেন। অবশেষে রাজপুত্র তরুণ রাজার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে স্বীকৃত হইলেন। কামারাল জামান শয়ন-মন্দিরে প্রবেশ করিবামাত্র, বেদৌরা দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। পরে মন্ত্রসিদ্ধ কবচখানি বাহির করিয়া বেদৌরা বলিলেন, "এক জন দৈবজ্ঞ আমাকে এই পদকখানি প্রদান করিয়াছেন, আপনি সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী, এই পদকের কি গুণ আমাকে বলুন।" কামারাল জামান পদক দেখিয়াই আনন্দে অভিভূত হইলেন, অতি কষ্টে আত্মসংবরণ

করিয়া বলিলেন, "এই পদকের গুণের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন ?—এই পদক আমাকে চিরদুঃখী করিয়াছে, এই পদক আমার প্রিয়তমা বেদৌরার ছিল, আমিই ইহা হারাই, সঙ্গে সঙ্গে আমার সেই চিরপ্রেমময়ী সুন্দরী-কুমারী; অশেষ গুণবতী ভার্য্যাকে পর্য্যন্ত হারাইয়াছি, দেশে দেশে তাঁহারই সন্ধানে কাঁদিয়া বেড়াইতেছি। যদি তাঁহাকে শীঘ্র না পাই, আমি প্রাণত্যাগ করিব। আমার ইতিহাস বড়ই অদ্ভুত, শুনিলে আপনার হৃদয় সমবেদনায় পূর্ণ হইবে।"

ছদ্মবেশী বেদৌরা বলিলেন, "আপনি আপনার দুঃখের কাহিনী সময়ান্তরে বলিতে পারেন, আমি ইহার সম্বন্ধে যে কথা অবগত আছি, তাহা আপনাকে এখনই বলিতেছি, আপনি ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন।"

বেদৌরা একটি গুপ্তকক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহার পরিচ্ছদ ও পাগড়ী পরিত্যাগ করিলেন, ছদ্মবেশ ত্যাগ করিয়া তাঁহার নিজের বেশে সজ্জিত হইলেন।—যে বেশে কামারাল জামান তাঁহাকে শিবিরে ত্যাগ করিয়া কবচের সন্ধানে ধাবিত হইয়াছিলেন, ইহা সেই বেশ। রাজকন্যা বেদৌরা কামারাল জামানের সম্মুখে সেই বেশে উপস্থিত হইলেন।

আকাঙ্ক্ষিত মিলনের চুম্বন উচ্ছ্বাস

কামারাল জামান তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রিয়তমা বেদৌরাকে চিনিতে পারিলেন, দ্রুত উঠিয়া আলিঙ্গনপাশে তাঁহাকে আবদ্ধ করিলেন। ক্ষণকাল পরস্পর আত্মবিস্মৃত হইলেন, তাহার পর চুম্বনের উচ্ছ্বসিত বন্যা প্রশমিত হইলে বেদৌরা সুন্দরী মধুর হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আর আমাকে রাজা দেখিতে পাইবে না, আমি এত দিন তোমার ছদ্মবেশে তোমার প্রতিনিধিত্ব করিয়াছি, এখন তুমি আসিয়াছ, আমি আমার প্রকৃত রূপ গ্রহণ করিলাম।"—রাজকন্যা বেদৌরা সকল কথা তাঁহার প্রিয়তম স্বামীর কর্ণগোচর করিলেন। কামারাল জামানও পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর যে সকল যন্ত্রণাভোগ করিয়াছেন, তাহা বিস্তারিতরূপে বেদৌরাকে বলিলেন।

দীর্ঘকাল বিচ্ছেদের পর স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরকে বক্ষে ধারণ করিয়া অপূর্ব্ব তৃপ্তি ও আনন্দ লাভ করিলেন। সমগ্র রজনী তাঁহারা নিদ্রাশূন্য নেত্রে প্রেমদেবতার ধ্যানে যাপন করিলেন।

পরদিন মহাসমারোহে দরবার বসিল। সে দরবারে রাজ্যের প্রধান লোক সকলেই উপস্থিত হইলেন। রাজকন্যা বেদৌরা বৃদ্ধ রাজাকেও দরবারস্থলে উপস্থিত হইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। রাজা দরবারে আসনগ্রহণ করিলে, সকলে সবিস্ময়ে দেখিল, দরবারস্থলে অন্তঃপুর হইতে একটি রমণী—সম্পূর্ণ অপরিচিতা—এবং একটি পুরুষ আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এই পুরুষটি নূতন প্রধান সচিব, তাহাও সকলে বুঝিতে পারিল; কিন্তু এ সুন্দরী কে? কেনই বা তিনি রাজসভায়?—কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই বেদৌরা সভাস্থ হইয়া, সকলের বিস্ময় অপনোদনের জন্য তাঁহার কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন। রাজকন্যা বেদৌরার অসাধারণ বুদ্ধি ও সাহসের পরিচয় পাইয়া সকলে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।—বেদৌরা অবশেষে বৃদ্ধ রাজাকে তাঁহার কন্যার সহিত কামারাল জামানের বিবাহপ্রদানের জন্য অনুরোধ করিলেন। এ বিবাহে যে রাজকন্যার সম্মতি আছে—তাহাও তিনি রাজাকে জানাইলেন। রাজা আনন্দে সম্মতি দান করিলেন। রাজা সাদরে রাজপুত্র কামারাল জামানকে রাজসিংহাসনে বসাইয়া রাজ্যভার প্রদান করিলেন। রাজকন্যার সহিত সেই দিনই তাঁহার বিবাহ-উৎসব সুসম্পন্ন হইল।

সুন্দরীর আত্মগোপন-চাতুরী

অতঃপর কামারাল জামান উভয় পত্নী লাভ করিয়া বিশেষ সুখী হইলেন। বিশেষতঃ অনাঘ্রাতা তরুণী সুন্দরী হায়াতাল নিকুসের আলিঙ্গনপাশে আপনাকে ছাড়িয়া দিয়া, কামারাল জামান বিচিত্রসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। হায়াতাল নিকুসও কামারাল জামানের মত স্বামী পাইয়া, তাঁহার যৌবন-কামনা চরিতার্থ করিতে লাগিলেন।

সপত্নীদ্বয় পরস্পরকে ভগিনীভাবে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রেম-মিলনে তাঁহাদের মনান্তর ঘটিত না। কামারাল জামানও উভয়কে সমান সোহাগ ও আদর করিতেন। রাজ্ঞীদ্বয় স্বামি-প্রেমে পরস্পরের প্রতি ঈর্ষান্বিত হওয়া দূরের কথা—বরং এক জনের স্বামি-সোহাগ সন্দর্শনে অপরে যথেষ্ট প্রীতি উপভোগ করিতেন।

এক বৎসর পরে কামারাল জামানের ঔরসে ও দুই রাণীর গর্ভে দুইটি সুন্দর পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। কামারাল জামান পুত্রের জন্মে রাজ্যে মহোৎসবের আদেশ প্রদান করিলেন। বেদৌরার গর্ভে যে শিশুর জন্ম হইল, তাহার নাম হইল 'আমজাদ' অর্থাৎ পরম গৌরবান্বিত। রাজ্ঞী হায়াতাল নিফুসের গর্ভজাত সন্তানের নাম রহিল 'আসাদ' অর্থাৎ পরম সুখী।

আমজাদ ও আসাদের জীবনী বলিবার জন্য দিনারজাদী তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে অনুরোধ করিলে, শাহারজাদী সুলতানের অনুমতি লাভ করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন।—

* * * * *

রাজপুত্র আমজাদ ও আসাদের কাহিনী

রাজপুত্রদ্বয় বড় যত্নে প্রতিপালিত হইতে লাগিল। এক জন অতি উচ্চশিক্ষিত মৌলবী তাহাদের শিক্ষকতা-কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। কামারাল জামান তাহাদিগকে যে যে বিদ্যায় সুনিপুণ করিতে চাহিলেন, তাহাদিগকে সেই সকল বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইতে লাগিল।

উনবিংশ বৎসর বয়সে রাজপুত্রদ্বয় এরূপ যোগ্যতা লাভ করিলেন যে, রাজা তাঁহাদিগকে মন্ত্রিসভায় আহ্বান করিয়া মধ্যে মধ্যে রাজকার্য্যে তাঁহাদের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেন। ভ্রাতৃদ্বয়ের পরস্পরের সহিত অবিচলিত প্রণয়, একত্র শয়ন, উপবেশন, আহার ও বিশ্রাম। রাজ্ঞীদ্বয় উভয়েই নিজের পুত্র অপেক্ষা সপত্নীপুত্রকে অধিক ভালবাসিতেন।

প্রথমে তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, তাঁহারা পরস্পরের প্রতি যৎপরোনাস্তি অনুরক্তা বলিয়া, পুত্রগণকেও এই প্রকার স্নেহ করিয়া থাকেন; কিন্তু কিছুদিন পরেই রাজ্ঞীদ্বয় স্ব স্ব হৃদয়ের প্রকৃত ভাব বুঝিতে পারিলেন, দেখিলেন, সপত্নী-পুত্রের প্রতি যে স্নেহ, তাহা পুত্রস্নেহ নহে, তাহা সুগভীর প্রণয়ে পরিণত হইয়াছে! সে প্রণয়ের নেশা ত্যাগ করা উভয়ের পক্ষেই অসম্ভব হইয়া উঠিল। তাঁহারা আত্মসংবরণ করিতে সমর্থ হইলেন না, প্রণয়ের প্রবল স্রোতে ভাসিয়া চলিলেন। কিন্তু জননীদ্বয়ের এইরূপ পাপপ্রবৃত্তি সম্বন্ধে যুবরাজ আমজাদ কিম্বা আসাদের মনে কোন প্রকার সন্দেহ স্থান পাইল না। তাঁহারা নির্বিকারভাবে স্ব স্ব জননীর সপত্নীকে তাঁহারা নিজের মাতার মতই দেখিতে লাগিলেন।

প্রণয়ের নেশা

রাজা কিছুদিনের জন্য মৃগয়ায় যাত্রা করিলেন; ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট অবসর মনে করিয়া রাজ্ঞীদ্বয়, পত্র লিখিয়া স্ব স্ব সপত্নীপুত্রের নিকট মনোভাব প্রকাশের সংকল্প স্থির করিলেন। কিন্তু পরস্পরের নিকট তাঁহারা কোন কথা প্রকাশ করিলেন না।

যুবরাজ আমজাদ এক দিন দরবারে বসিয়া বিচার করিতেছিলেন, দরবার-ভঙ্গে তিনি প্রাসাদে প্রত্যাগমনকালে এক জন খোজা ভৃত্যের নিকট বিমাতার প্রেরিত প্রেমলিপি প্রাপ্ত হইলেন। পত্র পাঠ করিয়াই আমজাদ স্তম্ভিত হইলেন, তিনি গর্জ্জন করিয়া খোজাকে বলিলেন, "রে পাপিষ্ঠ, এইরূপে তুই তোর প্রভুর কার্য্য সম্পন্ন করিস্?" তাহার পর কোষস্থিত তরবারির এক আঘাতে খোজার মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন।

…রূপ করিয়া ঘোড়া ধরিবার জন্ত ছুটিলেন। অশ্ব ক্রমে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিল, এবং ঘন ঘন চীৎকার করিতে লাগিল।

বনমধ্যে বৃক্ষতলে একটি সিংহ নিদ্রিত ছিল, অশ্বের চীৎকারে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, এবং সে অশ্বের উপর নিপতিত হইবার জন্ত ধাবিত হইল; কিন্তু সম্মুখেই জিয়ন্দারকে দেখিতে পাইল, তখন সে অশ্বকে পরিত্যাগ করিয়া জিয়ন্দারকে আক্রমণের জন্য ছুটিল। জিয়ন্দার তখন প্রাণ-রক্ষার জন্ত ব্যাকুল হইয়া, অশ্বের অনুসরণ পরিত্যাগ করিয়া প্রাণপণে ছুটিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি সিংহের লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলেন না, সিংহ-ভয়ে কম্পমান হইয়া তিনি ভাবিলেন, নির্দ্দোষকে এ ভাবে দণ্ডিত করিতে আসাতেই আল্লা আমাকে এ ভাবে নিপীড়িত করিতেছেন, আত্মরক্ষা করি, তাহারও উপায় নাই, তরবারিখানি পর্য্যন্ত ফেলিয়া আসিয়াছি।"

…সিংহের অত-…ত আক্রমণ

জিয়ন্দার রাজপুত্রদ্বয়ের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইলে, রাজপুত্রেরা ভয়ানক পিপাসা বোধ করিলেন। আমজাদ বলিলেন, "ভাই, আমার বোধ হইতেছে, অতি নিকটেই কোন নির্ঝর আছে, চল, আমরা পিপাসা নিবৃত্ত করিয়া আসি।" আসাদ বলিলেন, "ভাই, আর অল্পক্ষণমাত্র আমাদের জীবন আছে, পিপাসার তাড়নায় আর কাতর হইয়া কি ফল?" আমজাদ হস্তের বন্ধন মোচন করিয়া জলের সন্ধানে ধাবিত হইয়াছেন, এমন সময় দূরে জিয়ন্দারের আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলেন। তিনি বলিলেন, "ভাই আসাদ, জিয়ন্দার বনমধ্যে কোন প্রকার বিপদে পড়িয়াছে, তাহার উদ্ধার আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য, চল, অগ্রে তাহার প্রাণরক্ষা করিয়া আসি।"

সিংহ জিয়ন্দারকে ভূপাতিত করিয়া তাহার প্রাণ সংহার করিবে, ঠিক সেই সময়ে, আমজাদ ও আসাদ তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং তরবারির এক আঘাতে সিংহের মুণ্ড দেহচ্যুত করিলেন।

জিয়ন্দার সিংহ-কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া, আমজাদ ও আসাদের পদতলে নিপতিত হইলেন, এবং কাতরবাক্যে বলিলেন, "রাজপুত্র, এই উপকারের পর আমি কোন প্রকারে আপনাদের প্রাণহরণ করিতে পারিব না। আপনারা মনে করিবেন না যে, জিয়ন্দার প্রাণদাতার প্রাণ হরণ করিবে, আমি এরূপ নরাধম নহি।"

আমজাদ ও আসাদ তাঁহাকে তাহার কর্ত্তব্য-সম্পাদনের জন্ত বিস্তর অনুরোধ করিলেন, কিন্তু জিয়ন্দার সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তিনি বলিলেন, "আপনাদের নিকট আমার এক প্রার্থনা আছে, আপনারা আপনাদিগের পরিচ্ছদ আমার হস্তে প্রদান করিয়া অবিলম্বে এ স্থান হইতে প্রস্থান করুন, এ রাজ্যে আর কখনও প্রবেশ করিবেন না।"

…প্রাণহন্তার …প্রত্যুপকার

অগত্যা রাজপুত্রদ্বয়কে এই প্রস্তাবেই স্বীকৃত হইতে হইল। তাঁহারা তাঁহাদের বস্ত্রাদি জিয়ন্দারের হস্তে প্রদান করিয়া অরণ্যপথে রাজ্যান্তরে পলায়ন করিলেন; আমীর রাজার কাছে ফিরিয়া আসিলেন।

এবনীরাজ্যের রাজার নিকট প্রত্যাগমনের সময় আমীর জিয়ন্দার নিহত সিংহের রক্তে রাজকুমারদ্বয়ের পরিচ্ছদ রঞ্জিত করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন; রাজাকে তাহা দেখাইয়া বলিলেন, "মহারাজ, এই দেখুন, রাজপুত্রদ্বয়ের শিরশ্ছেদন করিয়া, তাহার নিদর্শন লইয়া আসিয়াছি। আপনার পুত্রদ্বয় মৃত্যুকালে কিছুমাত্র বিলাপ বা অধীরতা প্রকাশ করেন নাই, কেবল বলিয়াছেন, তাঁহারা বিনা অপরাধে নিহত হইলেন, কিন্তু আপনি প্রকৃত কথা জানেন না বলিয়াই এরূপ হইয়াছে, এ জন্ত তাঁহারা আপনাকে ক্ষমা করিয়াছেন।"



রাজা পুত্রদ্বয়ের মৃত্যু-কাহিনী শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ হইলেন, কিন্তু কোন কথা না বলিয়াই তাঁহাদের পরিচ্ছদ গ্রহণ করিলেন, পরিচ্ছদ পরীক্ষা করিতে করিতে আমজাদের পরিচ্ছদের পকেটে রাজ্ঞী হায়াতাল নিফুসের প্রেম-পত্র দেখিতে পাইলেন, দেখিয়া তিনি ক্রোধে ক্ষোভে হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন। তাহার পর আসাদের পরিচ্ছদ পরীক্ষা করিতে গিয়া রাজ্ঞী বেদৌরার প্রেম-লিপি বাহির হইয়া পড়িল;—দেখিয়া রাজা আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না—সেই স্থানেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

মূর্চ্ছা-ভঙ্গে কামারাল জামান একেবারে শোকে ক্রোধে অধীর হইয়া পড়িলেন; তিনি করুণ-স্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন, আত্মানুশোচনায় তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। তাহার পর বলিলেন, "স্ত্রীজাতির প্রতি জন্মাবধি আমার যে ঘৃণা ছিল, তাহা দৃঢ়ীভূত করিবার জন্যই আল্লা আমাকে এই শাস্তি দান করিলেন,—রে পিশাচিনীগণ, আমি তোদের রক্তপাতে এ হস্ত কলঙ্কিত করিব না, তোরা আমার ক্রোধের উপযুক্ত নহিস্। যদি আমি আর কখনও তোদের মুখদর্শন করি, তবে আল্লা যেন আমাকে জাহান্নমে পাঠান।"

রাজা রাণীদ্বয়কে দুইটি পৃথক্ কারাগারে বন্দিনী করিয়া রাখিলেন, জীবনে আর তাঁহাদের মুখদর্শন করিলেন না। রাজরাণী বন্দিনী

এ দিকে রাজপুত্রদ্বয় অরণ্যের ভিতর দিয়া চলিতে লাগিলেন; ক্ষুধায় বনফল ভোজন করেন, পিপাসায় নির্ঝরের জল পান করেন, রাত্রিকালে আরণ্য জন্তুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য বৃক্ষশাখায় আরোহণ করিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই ভাবে এক মাসকাল চলিয়া তাঁহারা একটি অতি-উচ্চ-পর্ব্বতের পাদদেশে উপস্থিত হইলেন, নিকটে কোথাও জনমানবের গৃহ নাই, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ পর্ব্বত, অতি দুর্গম। অনেক চেষ্টায় তাঁহারা একটি ক্ষুদ্র গিরিপথ আবিষ্কার করিলেন; সেই পথ দিয়া তাঁহারা পাহাড়ে উঠিতে লাগিলেন। ক্রমেই পথ অধিক দুর্গম হইতে লাগিল, তাঁহারা প্রত্যাগমনের সংকল্প করিলেন। অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া একস্থানে উপবেশন করিলেন। অবশেষে কিয়ৎকাল বিশ্রামের পর দেহে পুনর্ব্বার বল পাইলে আবার চলিতে লাগিলেন।

সমস্ত দিন চলিলেন, কিন্তু বিশেষ চেষ্টা করিয়াও তাঁহারা দিবা অবসানের পূর্ব্বে পর্ব্বতের শৃঙ্গে আরোহণ করিতে পারিলেন না। রাত্রি হইল। রাজপুত্র আসাদই বেশী কাতর হইয়া পড়িলেন, তিনি আমজাদকে বলিলেন, "ভাই, আর ত' চলিতে পারি না, আমাকে এখানেই বুঝি মরিতে হয়।"—আমজাদ বলিলেন, "ভাই, বিপদে অধীর হইও না, তোমার যতক্ষণ ইচ্ছা এখানেই বিশ্রাম করি, আবার সুস্থ হইয়া চলিতে আরম্ভ করিব, আমাদিগকে আর অধিক দূর উঠিতে হইবে না, আর অল্প পথই বাকি আছে, চন্দ্র-কিরণে আমরা পথ দেখিয়া চলিতে পারিব।" রাজপুত্রের নিরুদ্দেশ-যাত্রা

প্রায় আধ ঘণ্টা বিশ্রাম করিয়া, উভয় ভ্রাতা পুনর্ব্বার উঠিলেন, কিছু দূরে একটা গাছ ছিল, নিকটে আসিয়া দেখিলেন, একটি দাড়িম্ববৃক্ষ, সুপক্ব ফলভরে বৃক্ষটি যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, বৃক্ষের পদতলে একটি ক্ষুদ্র কুলকুলভাষিণী নির্ঝরিণী, গিরি-উপত্যকা হইতে উপত্যকান্তরে ছুটিয়া চলিয়াছে। আমজাদ ও আসাদ উভয়ে উদর পূর্ণ করিয়া দাড়িম্ব-রস পান করিলেন, তাহার পর নির্ঝর-সলিলে পিপাসা নিবারণ করিলেন। তাঁহাদের সেই বৃক্ষমূলেই নিদ্রা আসিল। তত উচ্চ পর্ব্বতে কোন হিংস্র জন্তু ছিল না, সুতরাং নিরাপদে রাত্রি কাটিল।

পরদিন প্রভাতে উভয়ে উঠিলেন। অল্প বেলা হইলে তাঁহারা পর্ব্বত-শিখরাভিমুখে যাত্রা করিলেন, শিখরদেশে উপনীত হইয়া, শ্রমশান্তির জন্য সেখানে তিন দিন তাঁহারা বিশ্রাম করিলেন, তাহার পর

তাঁহারা অবতরণ করিতে লাগিলেন। অবতরণ করিতে তাঁহাদের পূর্ব্ববৎ পরিশ্রম হইল না। পাঁচ দিনে তাঁহারা সমভূমিতে উপস্থিত হইতে সমর্থ হইলেন। অবশেষে তাঁহারা একটি সুবৃহৎ নগরের সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। আমজাদ আসাদকে বলিলেন, "ভাই, তুমি এ প্রান্তরে অপেক্ষা কর, আমি নগরে ঘুরিয়া দেখিয়া আসি, এ কোন্ রাজ্য, লোকগুলি কিরূপ, আর কোন ভাল খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যায় কি না, আমাদের দুজনেরই একত্র যাওয়া সঙ্গত নয়; কারণ, যদি ইহা কোন শত্রু-রাজ্য হয়, তাহা হইলে উভয়েই বিপদে পড়িব, দু'জন অপেক্ষা একজন বিপন্ন হওয়া ভাল।" আসাদ বলিলেন, "একজনের এখানে থাকা ভাল বটে; কিন্তু যদি বিপদ হয়, তবে আপনারই হইবে কেন? আমার হউক, আপনি এখানে থাকুন, আমিই নগরে যাই।"

সঙ্কটে রাজকুমার

আমজাদ প্রথমে তাহাতে সম্মত হইলেন না। কিন্তু আসাদের পীড়াপীড়িতে অবশেষে তাঁহাকে সম্মত হইতে হইল। তিনি এক বৃক্ষতলে বসিয়া রহিলেন। আসাদ কিছু টাকাকড়ি সঙ্গে লইয়া নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

নগরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই তিনি পথের ধারে একটি বৃদ্ধকে দেখিতে পাইলেন; বৃদ্ধকে দেখিয়া মনে শ্রদ্ধা হয়, তাঁহার হস্তে একগাছি বেত। আসাদ বুঝিলেন, এ লোক কখনও তাহাকে মিথ্যা কথা বলিবে না, তাই তিনি বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, আমাকে দয়া করিয়া বলিয়া দিন, কোন্ পথে বাজারে যাইব?"

বৃদ্ধ বলিলেন, "বৎস, তোমাকে বিদেশী লোক বোধ হইতেছে, নতুবা তুমি কখন আমার কাছে এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে না।"—রাজপুত্র বলিলেন, "আপনি সত্যই অনুমান করিয়াছেন, আমি এখানে আর কখন আসি নাই।" বৃদ্ধ বলিলেন, "বাজারে তোমার কি আবশ্যক?" রাজপুত্র বলিলেন, "দুই মাস হইতে আমরা দেশভ্রমণে বাহির হইয়াছি। গতকল্য এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। আমার ভ্রাতা পথশ্রমে পরিশ্রান্ত হইয়া পর্ব্বতপ্রান্তে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন, আমি খাদ্যদ্রব্যাদি সংগ্রহের জন্য বাজারে চলিয়াছি।"

রাজপুত্র আসাদকে আশ্বাস-দান করিয়া বৃদ্ধ তাঁহাকে তাঁহার সঙ্গে লইয়া চলিলেন, এবং নানাবিধ গল্প বলিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ বলিলেন, "তুমি হয় ত প্রথমে আমার সাক্ষাৎ পাইয়া আমাকেই বাজারের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, ইহা তোমার পক্ষে সৌভাগ্যের কথা বলিতে হইবে, কেন? তাহা তুমি আমার গৃহে উপস্থিত হইলেই জানিতে পারিবে।"

অগ্নি-উপাসকের ভীষণ চক্রান্ত

বৃদ্ধের গৃহে উপস্থিত হইয়া আসাদ দেখিলেন, চল্লিশ জন বৃদ্ধ অগ্নিকুণ্ডের চতুর্দ্দিকে বসিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতেছে। তিনি দেখিয়াই আতঙ্কিত হইয়া উঠিলেন, মনে করিলেন, "এই বৃদ্ধকে বিশ্বাস করিয়া বড়ই কুস্থানে আসিয়া পড়িয়াছি।"

আসাদ গৃহপ্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান হইলেন, চল্লিশ জন বৃদ্ধকে সম্বোধন করিয়া গৃহস্বামী বলিল, "বন্ধুগণ, আজ আমাদের বড় আনন্দের দিন। ভগবান্ কোথায়? সে এ দিকে আসুক না।" এই কথা শুনিবামাত্র গৃহাভ্যন্তর হইতে একটি কৃষ্ণবর্ণ বিকট মনুষ্যমূর্ত্তি বাহির হইয়া আসিল। আসাদকে দেখিয়াই সে বুঝিতে পারিল, তাহার প্রভু কি জন্য তাহাকে আহ্বান করিয়াছেন,—সে তৎক্ষণাৎ আসাদকে আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে ভূতলশায়ী করিল, এবং তাঁহার হস্তপদ বাঁধিয়া ফেলিল। বৃদ্ধ বলিল, "উহাকে নীচে লইয়া যাও, আমার দাসী কাবামাকে বলিবে, যেন প্রত্যহ উহাকে লগুড়াঘাত করে। ইহাকে দিনে একখানি ও রাত্রে একখানি রুটী খাইতে দিবে। নীল সমুদ্র ও অগ্নিপর্ব্বতে জাহাজ ছাড়িবার সময় পর্য্যন্ত এই আহারেই এ বাঁচিয়া থাকিবে। তাহার পর আমাদের দেবতার পদে ইহাকে বলি দেওয়া যাইবে।"

আসাদকে বাঁধিয়া, কৃষ্ণবর্ণ দাস কয়েকটি কক্ষ অতিক্রম করিয়া ভূগর্ভস্থ একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে রাখিয়া আসিল ; তাহার পর বৃদ্ধের দাসীর নিকট তাহার প্রভুর আজ্ঞা নিবেদন করিল।

দাসী আজ্ঞা শ্রবণমাত্র আসাদের নিকট উপস্থিত হইল এবং তাঁহাকে এমন নির্দ্দয়রূপে প্রহার করিতে লাগিল যে, আসাদ কিছুক্ষণের মধ্যেই অচেতন হইয়া পড়িলেন। তাঁহার দেহ হইতে রক্তপাত করাইয়া পিশাচী তাঁহার নিকট এক খণ্ড রুটী ও এক ঘটী জল ফেলিয়া রাখিয়া গেল। সংজ্ঞালাভমাত্র আসাদ কাতরভাবে বিলাপ ও অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন, তবে তাঁহার এই এক সান্ত্বনা রহিল যে, আমজাদকে এরূপ বিপদে পড়িতে হয় নাই।

রাজপুত্র নির্য্যাতন



আমজাদ সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সেই পর্ব্বতপ্রান্তে ভ্রাতার জন্য অপেক্ষা করিলেন, রাত্রিও অনেক হইল, যদি আসাদ আসেন, এই চিন্তায় ধৈর্য্য ধরিয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বসিয়া রহিলেন। রাত্রিতেও যখন আসাদ ফিরিলেন না, তখন তাঁহার মনে দারুণ ভয় ও দুশ্চিন্তা হইল ; তিনি বুঝিলেন, আসাদ নিশ্চয়ই বিপদে পড়িয়াছেন। কোন প্রকারে রাত্রি যাপন করিয়া পরদিন প্রভাতে তিনি আসাদের অনুসন্ধানে নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু নগরে অতি অল্পসংখ্যক মুসলমানই তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। এক জনকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন, ইহা অগ্নি-উপাসকগণের রাজ্য, মুসলমানের সংখ্যা এখানে অত্যল্প। এবনীরাজ্য সে স্থান হইতে কত দূর, জিজ্ঞাসা করায় তিনি জানিতে পারিলেন, সমুদ্রপথে সেখানে যাইতে চারি মাস লাগে। স্থলপথে এক বৎসর লাগিতে পারে।

অগ্নি-উপাসকের রাজ্যে

আমজাদ সে স্থান হইতে চলিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন, এবনীরাজ্য হইতে তিনি ছয় সপ্তাহ মাত্র বাহির হইয়াছেন, তবে সে স্থান হইতে প্রত্যাগমন করিতে এক বৎসর লাগিবে, ইহার অর্থ কি?—কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তবে কি কাহারও মায়াবলে তাঁহারা এই সুদীর্ঘ পথ এত অল্পসময়ে অতিক্রম করিয়াছেন? এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে আমজাদ এক দরজীর দোকানের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। দরজীকে দেখিবামাত্র তিনি মুসলমান বলিয়া বুঝিতে পারিলেন।

যুবরাজ আমজাদ তাঁহার বিপদের কথা দরজীর নিকট প্রকাশ করিলে দরজী বলিল, "যদি আপনার ভ্রাতা এই অগ্নি-উপাসকদিগের কাহারও হাতে পড়িয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে পুনর্দর্শনের আশা ত্যাগ করুন। তাঁহাকে আর পাইবার চেষ্টা করিয়া কোন ফল নাই, এখন আপনি আত্মরক্ষার উপায় দেখুন। আপনি ইচ্ছা করিলে আমার বাড়ীতেই থাকিতে পারেন, আমি আপনাকে এই অগ্নি-উপাসকদিগের কুক্রিয়ার কথা সবিস্তারে শুনাইব। তাহা শুনিয়া আপনিও সাবধান হইতে পারিবেন।" আমজাদ ভ্রাতাকে না পাইয়া এবং তাঁহাকে উদ্ধার করিবার সম্ভাবনা অতি অল্প শুনিয়া, যৎপরোনাস্তি ক্ষুণ্ণ হইলেন এবং অগত্যা দরজীর গৃহে আশ্রয়-গ্রহণ শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিলেন।

নাগারে
রী-মিলন

আমজাদ এক মাস দরজীর গৃহে বাস করিলেন, কিন্তু দরজীর সঙ্গছাড়া হইয়া, কোন দিন তিনি নগরে বাহির হইতেন না। এক মাস পরে একাকী তিনি স্নানার্থ স্নানাগারে গমন করিলেন, একটি পথ দিয়া ফিরিবার সময় পথের কোথায় একটি মনুষ্যকেও দেখিতে পাইলেন না, কেবল এক স্থানে একটি প্রফুল্ল-বদনা যুবতীকে দর্শন করিলেন; তাঁহাকে দেখিবামাত্র সুন্দরী তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।

যুবতী আমজাদের রূপ-যৌবন দেখিয়া বড় খুসী হইল। সে তাহার ঘোমটা তুলিয়া, আমজাদের মুখের উপর ভুবনমোহিন কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া সহাস্যমুখে তাঁহাকে সম্ভাষণ করিল। আমজাদ এত দুঃখের উপরও যুবতীকে দেখিয়া মোহিত হইলেন। যুবতী জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাওয়া হবে?" আমজাদ বলিলেন, "যেখানে তোমার ইচ্ছা, আমার বাড়ীতেও হ'তে পারে, তোমার বাড়ীতেও হ'তে পারে।" যুবতী আবার হাসি ছড়াইয়া, কটাক্ষশর হানিয়া বলিল, "মহাশয়, আমাদের মত সম্ভ্রান্তকুলের কামিনীগণ কখন পরপুরুষকে স্বগৃহে লইয়া যায় না, তাহাতে বড় অপবাদ রটে, আপনার বাড়ীতে স্বচ্ছন্দচিত্তে যাইতে পারি, কেহ দোষ ধরিতে পারিবে না।"

আমজাদ দেখিলেন, বিষম সমস্যা! তিনি দরজীর গৃহে বাস করেন, সেখানে এ যুবতীকে লইয়া উপস্থিত হইলে দরজী কি মনে করিবে? হয় ত রাগ করিয়া বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিবে। কিন্তু এমন সুন্দরীর প্রলোভনও ত' ছাড়িতে পারা যায় না। যা থাকে অদৃষ্টে হইবে, ভাবিয়া আমজাদ মৌনভাবে চলিতে লাগিলেন, যুবতী তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল।

অনেক পথ ঘুরিয়া অবশেষে উভয়ে একটি পথপ্রান্তবর্ত্তী অট্টালিকাদ্বারে উপস্থিত হইলেন। দ্বারের দুই দিকে দুইখানি বেঞ্চি পাতা রহিয়াছে, একখানির উপর উপবেশন করিয়া আমজাদ বিশ্রাম করিতে লাগিলেন, অন্যখানির উপর যুবতী বসিল।

ষাচিকার
আগ্রহ

যুবতী আমজাদকে জিজ্ঞাসা করিল, "এই তোমার বাড়ী না কি?" আমজাদ বলিলেন, "যদি বল, তবে তাই।" যুবতী আবার বলিল, "তুমি দ্বার খুলিতেছ না কেন? কাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছ?" আমজাদ বলিলেন, "চাবি আমার কাছে নাই, চাকরটা লইয়া বাহির হইয়া গিয়াছে, কাজ শেষ করিয়া এখনও ফিরিতে পারে নাই। আমি তাহাকে কিছু ভাল খাদ্যদ্রব্যাদি আনিতে দিয়াছি, বোধ হয়, আরও কিছুকাল তাহার অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে হইবে?"

রাজপুত্র আমজাদ মনে করিয়াছিলেন, যুবতী এই কথা শুনিয়া তাঁহার উপর বিরক্ত হইবে, তাহার পর তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্য শিকারের চেষ্টায় চলিয়া যাইবে, কিন্তু যুবতী যে শিকার পাইয়াছিল, তাহা হাতছাড়া করিবার কোন লক্ষণ দেখাইল না। সে বলিল, "তোমার চাকরটা ত' বড় বদ। এতক্ষণ মনিবকে বসাইয়া রাখে, সে ফিরিয়া আসিলে যদি তুমি তাহাকে শাস্তি না দাও, তবে আমি তাহার হাড় ভাঙ্গিয়া দিব। পুরুষের সঙ্গে এ ভাবে বসিয়া থাকা আমার শোভা পায় না।"

আমজাদ কি করিবেন, কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। যুবতী দ্বার ভাঙ্গিয়া গৃহে প্রবেশ করিতে পরামর্শ দিল। তিনি কি করিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময় যুবতী উঠিল এবং স্বহস্তে দ্বার ভাঙ্গিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া আমজাদকে আহ্বান করিল। আমজাদ ভয়ে কম্পান্বিত হইলেন, অবশেষে যুবতীর আগ্রহে অথবা আদেশে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

কক্ষগুলি সুপ্রশস্ত, সুপরিচ্ছন্ন, সুসজ্জিত, কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে তাঁহারা ভোজনকক্ষে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, বহুবিধ খাদ্যদ্রব্য থরে থরে সজ্জিত, সুন্দর মদিরা স্ফাটিকপাত্রে সুরক্ষিত। দেখিয়াই আমজাদ বুঝিলেন, আর তাঁহার রক্ষা নাই, অবিলম্বেই কোন. ভীষণ বিপদে পড়িতে হইবে।

প্রেমের প্রস্তাবনা

রমণী কিন্তু আহারবিহারের উৎকৃষ্ট আয়োজন দেখিয়া অত্যন্ত প্রফুল্ল হইল। সে বলিল, "বলেন কি মশায়, ঘরে এমন ভাবে জিনিসপত্র সাজান রহিয়াছে, আর আপনি চাকরের সন্ধানে বাহিরে বসিয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতেছিলেন! আমি কিন্তু বুঝিয়াছি, এ সকল আয়োজন আমার জন্য নয়, আর কোন ভাগ্যবতীর জন্য হইবে, আমি দৈবাৎ আসিয়া আপনাকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছি, তা যে আসে, সে আসুক না, আমার তাতে কোন হিংসা নাই। দয়া করিয়া এইটুকু করিবেন, যেন আমার পিপাসা অতৃপ্ত রাখিয়া বিদায় করিয়া দিবেন না।"

আমজাদের মন যদিও উৎকণ্ঠা ও আশঙ্কায় উদ্বেলিত হইতেছিল, তথাপি তিনি যুবতীর কথা শুনিয়া হাস্য সংবরণ করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, "সুন্দরি, ভয় করিও না, এ সব আয়োজন তোমারই জন্য।" আমজাদ শয্যায় উপবেশন করিতে যান দেখিয়া সুন্দরী বলিল, "কর কি প্রাণনাথ, এখন কি বিশ্রামের সময়? স্নানের পর আহারই ভাল লাগে, পরে বিশ্রাম, আগে উদর পূর্ণ করা যাক্।"

যুবতী আহারে বসিল, রাজপুত্রকেও অগত্যা তাহার পাশে বসিতে হইল। উভয়ে খাইতে লাগিলেন, সুন্দরী গেলাসের পর গেলাস মদ ঢালিয়া খাইতে লাগিল।

সুন্দরীর ভোজন-বিলাস

আমজাদের কিন্তু বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তিনি দেখিলেন, আহার প্রায় শেষ হয়, তথাপি গৃহস্বামীর সাক্ষাৎ নাই। নিজেকে তিনি সৌভাগ্যবান্ বলিয়াই মনে করিলেন। ভাবিলেন, আর কিছুকাল যদি গৃহস্বামী না আসে, তাহা হইলেই তিনি নির্ব্বিবাদে স্বস্থানে প্রস্থান করিতে পারিবেন। তিনি শীঘ্র শীঘ্র পলায়নের চেষ্টা করিতেছেন, যুবতী কিন্তু আর উঠে না, ক্রমাগত রাক্ষসের মত গিলিতে লাগিল, হাসিয়া হাসিয়া আমজাদকে কত রসের কথা বলিতে লাগিল; শেষে সকল জিনিস আহার করিয়া যখন তাঁহারা ফল ভক্ষণে ব্যস্ত আছেন, সেই সময় গৃহস্বামী সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

গৃহস্বামী বড় যে সে লোক নহেন, তিনি সে দেশের রাজার অশ্বরক্ষক, নাম বাহাদুর। এ বাড়ীতে তিনি সর্ব্বদা বাস করিতেন না, তাঁহার আর একটি বাড়ী ছিল, সেখানে তিনি থাকিতেন, দুই চারি জন বন্ধু লইয়া আমোদ করিবার ইচ্ছা হইলে এই বাড়ীতেই আহারাদির আয়োজন হইত, আজও হইয়াছিল। আহারাদির আয়োজন করিয়া তিনি দ্বার বন্ধ করিয়া বন্ধুগণের সন্ধানে গিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের আগমনের পূর্ব্বেই গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া এই দৃশ্য দেখিতে পাইলেন। দ্বার ভগ্ন দেখিয়াই তিনি মনে করিয়াছিলেন, গৃহে তস্কর প্রবেশ করিয়াছে, গৃহের দ্বারে আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

বাহাদুরের প্রতি প্রথমেই আমজাদের দৃষ্টি পতিত হইল, তিনি তখন মদ্যপান করিতেছিলেন, বাহাদুরকে দেখিবামাত্র তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল, হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। বাহাদুর অদূরে দাঁড়াইয়া আমজাদকে তাঁহার নিকটে আসিবার জন্ত ইঙ্গিত করিলেন। যুবতী তখনও বাহাদুরকে দেখিতে পায় নাই, সে বলিল, "প্রাণনাথ, এত আমোদ ফেলিয়া কোথা যাও?" আমজাদ বলিলেন, "একটু অপেক্ষা কর সুন্দরি, এখনই আসিতেছি।" আমজাদ বাহাদুরের সহিত কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলেন। যুবতী বসিয়া রহিল।



বাহাদুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কেন এই যুবতীকে লইয়া এখানে আসিয়াছ? ঘারই বা কি জন্ত ভাঙ্গিয়াছ?"

আমজাদ বলিলেন, "মহাশয়, আমি আপনার নিকট গুরুতর অপরাধী বলিয়া বিবেচিত হইব সন্দেহ নাই, কিন্তু আপনি যদি ধৈর্য্যধারণ করিয়া আমার কথা শ্রবণ করেন, তাহা হইলে বুঝিবেন, আমি সত্যই নির্দ্দোষ।"

মদিরা চুম্বনে বিপত্তি

আমজাদ কোন কথা গোপন না করিয়া নিজের পরিচয় দান করিলেন, এই নগরে আগমনের উদ্দেশ্যও ব্যক্ত করিলেন।

বাহাদুর বিদেশী লোককে বড় অনুগ্রহ করিতেন। তাঁহার গৃহে এক বিদেশী রাজপুত্র বিপন্ন অবস্থায় অতিথি হইয়া আসিয়াছেন দেখিয়া তাঁহার মনে বড় আনন্দ হইল। বাহাদুর ক্ষোভ ও ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "রাজপুত্র, আজ আপনার সহিত পরিচয় হওয়াতে আমি বড়ই সুখী হইয়াছি। আমি আজ হইতে আপনার বন্ধু—বন্ধু কেন, আপনার ভৃত্যস্বরূপ হইলাম, আপনার যাহা আবশ্যক, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে আদেশ করিবেন। আমি পরমানন্দে আপনার আদেশ পালন করিব। আমি যে আপনার প্রতি শিষ্টব্যবহার কেন করিতেছি, তাহার কারণ পরে জানিতে পারিবেন। আপনি যান, যে ভাবে আহারাদি করিতেছিলেন, তাহা করুন, কোন চিন্তা করিবেন না, রাত্রে এই বাড়ীতেই যুবতীকে লইয়া আমোদপ্রমোদ করিবেন, কক্ষান্তরে উৎকৃষ্ট শয্যা আছে, তাহাতে উভয়ে শয়ন করিবেন। কাল সকাল-বেলা আপনি আপনার প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী যুবতীকে সসম্মানে বিদায় দান করিবেন। কাল আসিয়া আমি আপনার আরও কিছু মহদুপকার-সাধন করিব।"

বাহাদুরের উদারতা

ভৃত্যবেশের বিড়ম্বনা

আমজাদ ভোজনকক্ষে পুনঃ প্রবেশ করিবামাত্র বাহাদুরের বন্ধুগণ গৃহদ্বারে সমাগত হইলেন। বাহাদুর তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিলেন, বিশেষ কারণবশতঃ তিনি অতিথিসৎকারে সে দিন অসমর্থ, তাঁহাকে যেন মার্জ্জনা করা হয়। বাহাদুর এক ভৃত্যের পরিচ্ছদে সজ্জিত হইতে লাগিলেন।

রাজপুত্র আমজাদ যুবতীর নিকট প্রত্যাগমন করিয়া বলিলেন, "সুন্দরি, পানানন্দের মধ্যে হঠাৎ তোমার নিকট হইতে উঠিয়া গিয়া রসভঙ্গ করিয়া ফেলিয়াছি, কিছু মনে করিও না। এ জন্য আমাকে ক্ষমা কর। আমার চাকরটার ব্যবহার দেখিয়া আমি বড়ই বিরক্ত হইয়া গিয়াছি, সে এখনই আসিবে, তাহাকে আচ্ছা রকম শাস্তি প্রদান করিব।" যুবতী বলিল, "এ জন্য এত রাগ করিও না, চাকরটার অদৃষ্টে বিস্তর দুঃখ আছে, তাই সে এত দেরী করিতেছে। ও সকল কথা আর ভাবিও না, এখন আমোদ করা যাক্।"

উভয়ে আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। এবার আর আমজাদের কোন ভয় বা উদ্বেগ রহিল না। তিনি গ্লাসের পর গ্লাস মদ উদরস্থ করিতে লাগিলেন, ইতিমধ্যে বাহাদুর ভৃত্যের বেশে সেই কক্ষে উপস্থিত হইলেন।

পূর্ব্ব হইতে আমজাদকে বাহাদুর শিখাইয়া রাখিয়াছিলেন। ভৃত্যবেশী বাহাদুর গৃহে প্রবেশমাত্র আমজাদ কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিয়া কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "বদমাস্, তোর মত দুষ্ট চাকর কাহার আছে, তাহা আমাকে বল। তুই এতক্ষণ কোথায় কি কাজে ব্যস্ত ছিলি, তার হিসাব দে।" বাহাদুর কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, "হুজুর, আপনি আজ আমাকে মাপ করুন। আমি আপনার কাজ করিয়াই ফিরিয়া আসিতেছি, আপনি যে এত শীঘ্র ফিরিয়াছেন, তাহা আমি পূর্ব্বে জানিতে পারি নাই, জানিলে কখনই এত বিলম্ব করিতাম না।" আমজাদের কৃত্রিম ক্রোধ শান্ত হইল না, তিনি ঘূর্ণিতলোচনে বলিলেন, "বদমাস্, আজ আমি তোকে রীতিমত শিক্ষা দিব। যাহাতে আর কখন মিথ্যা কথা না বলিস্, তাহাই করিতেছি।" আমজাদ উঠিয়া একখানি বেত্র দ্বারা অতি ধীরে, কিন্তু অত্যন্ত আড়ম্বরসহকারে তিন চারিবার প্রহার করিলেন, তাহার পর পুনর্ব্বার আহারস্থানে আসিয়া বসিলেন। এই শাস্তিতে কিন্তু যুবতীর মন উঠিল না।

সুন্দরীর বেত্রাঘাতের দাপট

যুবতী উঠিয়া সেই বেত্র দ্বারা বাহাদুরকে এমন নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিল যে, যন্ত্রণায় তাঁহার চক্ষুতে জল আসিল। আমজাদ যুবতীর এই ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত ও বিচলিত হইলেন। তিনি যুবতীকে শান্ত হইতে বলিলেন, কিন্তু যুবতী তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া পুনঃপুনঃ প্রহার করিতে লাগিল; বলিল, "আমি গাধাকে উত্তম করিয়া শিখাইতেছি, এমন অপরাধ যেন আর কখন না করে।" অবশেষে আমজাদ যুবতীর হস্ত হইতে বেত্র কাড়িয়া লইলেন। রমণী তখন দেখিল, বেত হাতছাড়া হইয়াছে, তখন অগত্যা স্বস্থানে আসিয়া বসিল এবং ভৃত্যকে কুৎসিত ভাষায় গালি দিতে লাগিল।

অনন্তর বাহাদুর অশ্রুপূর্ণনেত্রে আমজাদ ও সুন্দরীকে মদ ঢালিয়া দিতে লাগিলেন। আহারাদি শেষ হইলে বাহাদুর আহারস্থান পরিষ্কার করিয়া জিনিসপত্র যথাস্থানে তুলিয়া রাখিলেন। যতবার তিনি যুবতীর সম্মুখে যাইতে লাগিলেন, ততবারই যুবতী তাঁহাকে তিরস্কার করিতে লাগিল। রাত্রি অধিক হইলে বাহাদুর উভয়ের শয়নের জন্য পরিষ্কৃত শয্যা প্রসারিত করিয়া দিলেন, তাহার পর তিনি ভিন্ন কক্ষে শয়ন করিলেন।

আমজাদ ও সুন্দরী আরও অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া গল্প করিলেন, তাহার পর তাঁহারা শয়ন করিতে যাইবার সময় তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে বাহাদুরের নাসিকাধ্বনি শুনিতে পাইলেন। যুবতী আমজাদকে বলিল, "যদি তুমি আমাকে ভালবাস, তবে আমার একটা অনুরোধ শুনিতে হইবে।" আমজাদ বলিলেন, "কি বল?"—যুবতী বলিল, "একখানি খড়্গ আনিয়া এই মুহূর্ত্তে তোমার ভৃত্যের শিরশ্ছেদন কর।"

প্রাণহন্ত্রী সুন্দরী

আমজাদ বুঝিলেন, অধিক পরিমাণে মদ খাইয়া যুবতীর মস্তিষ্ক অপ্রকৃতিস্থ হইয়া পড়িয়াছে। তিনি বলিলেন, "থাক সুন্দরি, বেচারা ঘুমাইতেছে—উহাকে বধ করিয়া আর কি ফললাভ হইবে? উহার অপরাধের গুরুতর শাস্তি দিয়াছি, তুমিও যথেষ্ট দণ্ড দিয়াছ।" যুবতী বলিল, "না, তা হইবে না। আমার ইচ্ছা, উহার প্রাণ বধ করিতে হইবে। যদি তুমি না পার, আমি উহার প্রাণবধ করিতেছি।"—রমণী আমজাদের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া অপর কক্ষ হইতে একখানি খড়্গ লইয়া বাহাদুরের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। আমজাদ দ্রুতপদে যুবতীর অনুসরণ করিয়া তাহার হস্ত হইতে খড়্গ কাড়িয়া লইলেন এবং বাহাদুরকে স্বহস্তে হত্যা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া তাঁহার শয্যাপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন, সুন্দরীও তাঁহার অনুসরণ করিল; কিন্তু আমজাদ বাহাদুরের অঙ্গে খড়্গ স্পর্শ না করিয়া এক আঘাতে যুবতীরই শিরশ্ছেদন করিলেন, তাহার ছিন্ন মুণ্ডটা নিদ্রিত বাহাদুরের দেহের উপর নিপতিত হইল।

বাহাদুর তাহাতে জাগিয়া উঠিলেন, রক্তাক্ত খড়্গহস্তে আমজাদকে সেই স্থানে দণ্ডায়মান দেখিয়া, এবং শয্যার উপর রমণীর ছিন্ন মুণ্ড দেখিয়া বাহাদুর অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। তিনি আমজাদকে সকল কথা খুলিয়া বলিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। আমজাদ সকল কথা তাঁহাকে জানাইলেন। অবশেষে বলিলেন, "এই দুঃশীলার হস্ত হইতে আপনার প্রাণরক্ষার জন্যই আমি এই দুষ্কর্ম করিতে বাধ্য হইয়াছি।"

বাহাদুর অত্যন্ত কৃতজ্ঞচিত্তে বলিলেন, "মহাশয়, আপনার ন্যায় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কখন এমন অন্যায় কর্ম করিতে পারে না, তাহা জানি, আপনি আজ আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছেন, আপনি জীবনদাতা! কিন্তু রাত্রি-প্রভাতের পূর্ব্বেই এই পাপিষ্ঠার মৃতদেহ স্থানান্তরিত করিতে হইবে। আমিই তাহা করিব, আপনি এখানে সম্পূর্ণ অপরিচিত, সহসা কোন বিপদে পড়িতে পারেন। যদি আমি প্রভাত হইলেও না ফিরি, তবে জানিবেন, প্রহরীরা আমাকে ধরিয়াছে। যাহাই হউক, আমি আমার এই গৃহ ও দ্রব্যসামগ্রী আপনার নামে লিখিয়া দিয়া যাইতেছি, আপনি অনায়াসে উহা উপভোগ করিবেন।"

শব-সংগোপন-প্রয়াস

দানপত্র লিখিয়া তাহা আমজাদের হস্তে সমর্পণ করিয়া, বাহাদুর মৃতদেহ স্কন্ধে লইয়া গৃহত্যাগ করিলেন। দেহটা থলির ভিতর পুরিয়া এক পথ হইতে অপর পথ দিয়া, তিনি সমুদ্রাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কিছুদূর যাইতেই একজন নগরপ্রহরীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। প্রহরী জিজ্ঞাসা করিল, "কাঁধে কি ও? নামাও, দেখি।" বাহাদুরের স্কন্ধস্থ থলি পরীক্ষা করিয়া সে দেখিল, একটি যুবতীর ছিন্ন দেহ। প্রহরী তখন নগরপালের নিকট বাহাদুরকে উপস্থিত করিল। নগরপাল তদ্দণ্ডেই বাহাদুরের ছদ্মবেশ চিনিতে পারিলেন, কিন্তু তিনি রাজার সম্মতি না জানিয়া সহসা তাঁহার প্রতি কোন দণ্ড প্রয়োগ করিতে সাহসী হইলেন না, বাহাদুরকে নিজের বাড়ীতে লইয়া চলিলেন।

পরদিন প্রভাতে বাহাদুরকে রাজার সম্মুখে উপস্থিত করা হইল। বাহাদুরের ন্যায় পদস্থ রাজকর্ম্মচারী এমন গুরুতর অপরাধে অপরাধী শুনিয়া প্রথমে তিনি বাহাদুরকে বিস্তর তিরস্কার করিলেন, অবশেষে বলিলেন, "তুমি এই ভাবে আমার প্রজাগণের প্রাণবধ করিয়া তাহাদের সর্ব্বস্ব লুঠ কর! তাহার পর তাহাদের মৃতদেহ নদীজলে নিক্ষেপ কর! জল্লাদের প্রতি তোমার মুণ্ডচ্ছেদনের আদেশ হইল।"

বাহাদুর আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য একটি কথাও বলিলেন না। তিনি কারারক্ষকের সহিত কারাগারে উপস্থিত হইলেন। চারিদিকে সকলেই শুনিতে পাইল, মানুষ খুন করিয়া বাহাদুরের ফাঁসি হইতেছে।

বাহাদুরের সংবাদ শুনিয়া রাজপুত্র আমজাদ অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। তিনি মনে মনে বলিলেন, "যদি কাহাকেও এই অপরাধে দণ্ডভোগ করিতে হয়, তবে আমারই তাহা কর্ত্তব্য। আমার জন্য যে এক জন

নির্দোষ ব্যক্তির প্রাণ যাইবে, তাহা কিছুতেই হইবে না।" তিনি দ্রুতপদে রাজপ্রাসাদাভিমুখে ধাবিত হইলেন, দেখিলেন, বাহাদুরকে বধ করিবার জন্য ঘাতক বধ্যভূমিতে লইয়া গিয়াছে, নগরের চারিদিক হইতে দলে দলে লোক আমোদ দেখিতে আসিয়াছে।

আমজাদ কাজিসাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "এই ব্যক্তি প্রকৃতই নিরপরাধ, অপরাধ যাহা কিছু, তাহা আমার, অতএব এই ব্যক্তিকে মুক্তিদান করিয়া আমার প্রাণদণ্ড করুন। এই যুবতীর কিরূপে মৃত্যু হইল, তাহার বিবরণ শ্রবণ করুন।" আমজাদ সকল লোকের সাক্ষাতে তাঁহার পূর্ব্বদিনের কাহিনী বর্ণনা করিলেন। কাজি সকল কথা শুনিয়া দণ্ড স্থগিত রাখিয়া, বাহাদুর ও আমজাদকে রাজার কাছে লইয়া চলিলেন।

রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া আমজাদ তাঁহার ও তাঁহার ভ্রাতার ইতিহাস আনুপূর্ব্বিক বলিলেন, অবশেষে বাহাদুরের সহিত তাঁহার আলাপ ও যুবতীর প্রাণনাশ কি জন্য ও কিরূপে হইল, তাহা অকপট প্রকাশ করিলেন।

আত্ম-সমর্পণে সৌভাগ্যোদয়

সকল কথা শুনিয়া, রাজা যুবরাজ আমজাদকে বলিলেন, "রাজপুত্র, তোমার বিচিত্র কাহিনী শ্রবণ করিয়া আমি যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়াছি, এই ঘটনাতে তোমার সহিত আমার আলাপেরও সুবিধা হইল। আমি কেবল তোমার জীবন দান করিলাম না, আমি বাহাদুরকেও মুক্তিদান করিয়া রাজকর্ম্মে নিযুক্ত রাখিলাম। তোমার পিতার নিকট তুমি যে অন্যায় ব্যবহার লাভ করিয়াছ, তাহাতে আমি বিশেষ দুঃখিত হইয়াছি, আমি তোমাকে আমার উজীর-পদে নিযুক্ত করিলাম; তোমার ভ্রাতা আসাদকে উদ্ধার করিবার জন্য যাহা করা আবশ্যক, তাহা করিবার ক্ষমতা তোমাকে প্রদান করিলাম।"

উজীরের পদ গ্রহণ করিয়া আমজাদ আসাদের উদ্ধারের জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিলেন, নগরে নগরে পুরস্কার ঘোষিত হইল; কিন্তু আসাদের কোনই সংবাদ পাওয়া গেল না।

এদিকে আসাদের প্রতি অত্যাচার পূর্ব্ববৎ এক ভাবেই চলিতে লাগিল। অগ্নি-উপাসকগণের উৎসব নিকটবর্ত্তী হইল, অগ্নিপর্ব্বতে প্রেরণের জন্য জাহাজ সজ্জিত হইল, বাইরাম নামক একজন অগ্নি-উপাসক জাহাজ বোঝাই করিবার ভার গ্রহণ করিল। বাইরাম আসাদকে একটি সিন্দুকে পুরিয়া সেই জাহাজে লইয়া চলিল।

আমজাদ লোকমুখে শুনিতে পাইলেন, এই অগ্নি-উপাসকগণ অগ্নিপর্ব্বতে প্রতি বৎসর একজন মুসলমানকে বলি দেয়। আসাদ সম্ভবতঃ তাহাদের কবলে পতিত হইয়াছেন মনে করিয়া আমজাদ অগ্নিপর্ব্বতগামী জাহাজ পরীক্ষা করিলেন, কিন্তু ভ্রাতার সন্ধান করিতে পারিলেন না। জাহাজ ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

নরবলির অভিযান

জাহাজ সমুদ্রে পড়িলে বাইরাম আসাদকে সিন্দুকের ভিতর হইতে বাহির করিয়া, ডেকের উপর শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় রাখিল। তাহার ভয় হইল, আসাদকে বন্ধন করিয়া না রাখিলে পাছে তিনি সমুদ্রে পড়িয়া আত্মহত্যা করেন। আসাদকে কোথায় কি অভিপ্রায়ে লইয়া যাওয়া হইতেছে, তাহা তিনি পূর্ব্ব হইতেই জ্ঞাত ছিলেন।

কয়েকদিন জাহাজ বেশ চলিল, তাহার পর একদিন ঝটিকা উঠিল। এমন প্রবল ঝটিকা যে, জাহাজকে আর এক দিকে উড়াইয়া লইয়া গেল। বাইরামের প্রতি মুহূর্ত্তে সন্দেহ হইতে লাগিল যে, অবিলম্বে কোন গিরিপৃষ্ঠে আহত হইয়া জাহাজ চূর্ণ হইয়া যাইবে। জাহাজস্থ সকল লোক মহাভীত হইল। ঝড় অধিকতর প্রবল হইলে আরোহিগণ দূরে স্থলভাগ দেখিতে পাইল, কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহাদের বিষাদ উপস্থিত হইল। তাহারা দেখিল, জাহাজ রাজ্ঞী মার্জ্জিয়ানার রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে। মার্জ্জিয়ানা মুসলমান ছিলেন, তিনি অগ্নি-উপাসকগণকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন; সুতরাং সকলেই বুঝিতে পারিল, ভীষণ বিপদ উপস্থিত।

তখন বাইরাম জাহাজের কর্ম্মচারী ও খালাসিগণকে লইয়া কর্ত্তব্যসম্বন্ধে পরামর্শ করিতে বসিল। বাইরাম বলিল, "দেখ, আমাদের কোন পথ দেখি না। এই বন্দরে জাহাজ লাগাইতেই হইবে, এখানকার রাণী

আমাদের যে কিরূপ শত্রু, তাহা তোমরা অবগত আছ। জাহাজ কূলে লাগিলেই তিনি আমাদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া আমাদিগকে ঘাতক-হস্তে সমর্পণ করিবেন ; সুতরাং তাঁহার হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে আমাদিগকে সমুদ্রজলে ঝাঁপ দিয়া পড়িতে হইবে, কিন্তু তাহাতেও বাঁচিবার কোন উপায় দেখিতেছি না। তবে আত্মরক্ষার একটিমাত্র উপায় আছে, যদি আমরা বন্দরে উপস্থিত হইয়া দাসব্যবসায়ী বলিয়া পরিচয় দিই এবং যে মুসলমানটি আমাদের জাহাজে আছে, তাহাকে দাসরূপে রাণীর নিকট উপস্থিত করি, তাহা হইলে তিনি আমাদের কথা বিশ্বাস করিতে পারেন। এমন কি, ঝড়-বৃষ্টি থামিয়া গেলে, যদি তিনি আমাদিগকে ছাড়িয়া দেন, তাহা হইলে দাসটিকে তাঁহার হস্তে সমর্পণও করিতে পারি।" সকলেই এই পরামর্শ সঙ্গত জ্ঞান করিয়া একবাক্যে ইহার সমর্থন করিল।

সুন্দর-দাস উপঢৌকন প্রস্তাব

বাহিরাম তখন আসাদকে শৃঙ্খলমুক্ত করিয়া তাঁহাকে উত্তম পরিচ্ছদে সজ্জিত করিল। ইতিমধ্যে জাহাজ বন্দরে আসিয়া উপস্থিত হইল।



রাজ্ঞী মার্জ্জিয়ানা তাঁহার সমুদ্রোপকূলস্থিত প্রাসাদ হইতে জাহাজখানিকে বন্দরে প্রবেশ করিতে দেখিলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ সেই জাহাজের কাপ্তেনকে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিতে আদেশ করিলেন।

বাইরাম আসাদকে তাঁহার সংকল্পিত বিষয় জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাকে লইয়া রাজ্ঞীর নিকট উপস্থিত হইল এবং রাজ্ঞীর চরণবন্দনা করিয়া জানাইল, ঝটিকাবেগে তাহাদিগের জাহাজ এই বন্দরে আসিয়া পড়িয়াছে, সে স্বয়ং দাসব্যবসায়ী, যে সকল দাস তাহার জাহাজে বিক্রয়ার্থ ছিল, তাহাদিগকে বিভিন্ন বন্দরে বিক্রয় করিয়া আসিয়াছে, কেবল একটি দাস তাহার সঙ্গে আছে, লেখাপড়া জানে বলিয়া সে তাহাকে তাহার মুহুরী করিয়া রাখিয়াছে। "সেই দাস কোথায় ?" রাজ্ঞী এই কথা জিজ্ঞাসা করায় বাইরাম দাসবেশী আসাদকে দেখাইয়া দিল।

দাস-বেশে রাজপুত্র

সুন্দরী রাণী ঘন ঘন আসাদের সুন্দর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন, তিনি দাস, এই কথা শুনিয়া রাজ্ঞী প্রফুল্লিতা হইলেন, আসাদকে ক্রয় করিতে কৃতসংকল্প হইয়া, তিনি আসাদের নাম ও ধাম জিজ্ঞাসা করিলেন। আসাদ অশ্রুপূর্ণনেত্রে বলিল, "মহারাণি, পূর্ব্বে আমার যে নাম ছিল, তাহাই জানিতে চান, না এখন আমার যে নাম হইয়াছে, তাহাই বলিব ?"

সুন্দর মুখে হাসির বিজলী বিকাশ করিয়া, রাজ্ঞী বলিলেন, "তোমার আবার দুই নাম !" আসাদ বলিলেন, "হাঁ, আমার দুই নাম, পূর্ব্বে নাম ছিল 'আসাদ' অর্থাৎ অত্যন্ত সুখী, এখন নাম হইয়াছে মোটার, অর্থাৎ 'উৎসর্গীকৃত'।" রাজ্ঞী আসাদের কথায় সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "শুনিলাম, তুমি লেখাপড়া জান, এই কাপ্তেনের মুহুরী ছিলে, একটু লেখা দেখাও।" তখনই দোয়াত, কলম ও কাগজ লইয়া আসাদ লিখিতে বসিলেন।

আসাদের হস্তাক্ষর দেখিয়া ও রচনাভঙ্গিতে যুবতী রাজ্ঞী মার্জ্জিয়ানা বিমোহিত হইলেন, তিনি বাইরামকে বলিলেন, "হয় তুমি এই দাসকে বিক্রয় কর, না হয় উপহার দাও। যদি উপহার দাও, তাহা হইলে তুমি আমার নিকট অনেক উপকার পাইবে।" কিন্তু বাইরাম তাঁহার প্রস্তাবে অসম্মত হইয়া রাজ্ঞীকে এমন দুই একটি কথা বলিল যে, রাজ্ঞী রোষান্বিতা হইয়া বলিলেন, "তুমি এখনই আমার রাজ্য ছাড়িয়া জাহাজ লইয়া দূর হও, বিলম্ব করিলে তোমার দ্রব্যসামগ্রী সমস্ত লুঠ করিয়া, আমার কর্ম্মচারিগণ জাহাজে আগুন লাগাইয়া দিবে। এ দাসটি তুমি পাইবে না।" রাজ্ঞী বাইরামকে তৎক্ষণাৎ তাঁহার সম্মুখ হইতে দূর করিয়া দিলেন; বাইরাম আসাদকে পরিত্যাগ করিয়া, সেই ঝটিকার মধ্যেই জাহাজ ছাড়িয়া দিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

সুন্দরী রাণীর দাস-সমাদর

প্রাসাদের একটি কক্ষে আহার্য্যদ্রব্য আনিবার আদেশ দিয়া, সুন্দরী-কুল-গৌরবিণী রাজ্ঞী আসাদকে সঙ্গে লইয়া বসিলেন, তাঁহার সহিত একত্র আহার করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, কিন্তু আসাদ অসম্মত হইয়া বলিলেন, "এক জন দাসের পক্ষে রাজ্ঞীর সহিত একত্র আহারের ধৃষ্টতা শোভা পায় না।" রাজ্ঞী বলিলেন, "তুমি পূর্ব্বে দাস ছিলে, এখন আর দাস নহ। তুমি আমার নিকট তোমার জীবনকাহিনী বর্ণনা কর; আমার বোধ হইতেছে, তুমি সাধারণ লোক নহ, তোমার জীবনকাহিনী অতি অদ্ভুত বলিয়া আমার মনে হইতেছে।" এই বলিয়া ভুবনমোহন হাসি হাসিয়া সাদরে হাত ধরিয়া সুন্দরী রাণী আসাদকে পার্শ্বে বসাইলেন।

আসাদ সবিস্তারে রাজ্ঞীর নিকট আত্মকাহিনী বর্ণনা করিতে লাগিলেন। আসাদের প্রতি অগ্নি-উপাসকগণ যে পাশবিক অত্যাচার করিয়াছে, তাহা শুনিয়া রাণী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাহাদিগের বিরুদ্ধে অবিলম্বে যুদ্ধ ঘোষণা করিবেন বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন। আসাদ রাজপুত্র শুনিয়া তাঁহার প্রতি সুন্দরী রাজ্ঞীর অনুরাগ শতগুণে বর্দ্ধিত হইল, তিনি প্রেমাবেগে আত্মহারা হইয়া আসাদকে কত প্রেম-সোহাগের কথা বলিলেন, ইঙ্গিতে—কটাক্ষে প্রেম-নিবেদন করিলেন। আসাদ রাজ্ঞীর সহিত অতি উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্যে উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিলেন, সুস্বাদু মদ্যে চিত্ত প্রফুল্ল হইল, আসাদ আহারাদির পর উদ্যানে গমন করিয়া একটি নির্ঝরের ধারে উপবেশন করিলেন, তখন রাত্রি হইয়াছে।

এদিকে জাহাজ ছাড়িবার সময় বাইরাম দেখিল, জাহাজে পানীয় জল ফুরাইয়া গিয়াছে, সে কয়েক পিপা উৎকৃষ্ট পানীয় জল আনিবার জন্য খালাসীগণকে আদেশ করিল। বাইরাম রাজ্ঞীর নিকট হইতে প্রাসাদ-প্রান্তস্থ উপবনের ভিতর দিয়া আসিবার সময় দেখিয়াছিল, সেই উপবনে একটি সুপেয় জলের নির্ঝর আছে। সেখান হইতেই জল আনিবার আদেশ প্রদান করিল।

আবার অত্যাচারীর কবলে

আসাদ নির্ঝরপ্রান্তে বিশ্রাম করিতে করিতে শিলাখণ্ডের উপর নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। জাহাজের খালাসীরা জল লইতে আসিয়া, তাঁহাকে সেই অবস্থায় দেখিতে পাইল, এবং তাঁহাকে বাঁধিয়া নৌকায় লইয়া গেল। নৌকা জাহাজের গায়ে আসিয়া ভিড়িলে, তাহারা বাইরামকে সংবাদ দিল, "আমরা তোমার দাসকে বাঁধিয়া আনিয়াছি।"—বাইরাম তাঁহাকে ধরিয়া আবার তাঁহার হস্ত-পদে শিকল পরাইয়া বাঁধিয়া রাখিল। তাহার পর অগ্নিপর্ব্বতাভিমুখে মুক্তপালে জাহাজ ধাবিত হইল।

[illegible] আসাদের অদর্শনে রাজ্ঞী মার্জ্জিয়ানা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন। তিনি প্রাসাদের [illegible] তাঁহার অনুসন্ধানে দাসীগণকে নিযুক্ত করিলেন, সহরের ভিতরও লোক গেল, কিন্তু আসাদকে আর [illegible] গেল না। রাজ্ঞী অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন।

সেই রাত্রিতেই রাজ্ঞী মশালের আলোকের সাহায্যে উপবনে প্রবেশ করিলেন, এবং নির্ঝরের নিকট আসিয়া দেখিলেন, সেখানে অনেক লোকের পদচিহ্ন রহিয়াছে। তখন তাঁহার অনুমান হইল, বাইরামই জল লইতে আসিয়া, এখানে আসাদকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছে।

প্রমিক-উদ্ধারে বীরাঙ্গনার অভিযান

সেই রাত্রিতেই রাজ্ঞী মার্জ্জিয়ানা অনুমতি করিলেন, "দশখানি যুদ্ধজাহাজ অবিলম্বে সমুদ্রযাত্রার জন্য প্রস্তুত রাখ, আমি কাল প্রভাতে সেই সকল জাহাজ লইয়া বিদেশযাত্রা করিব।"

পরদিন প্রভাতে রাজ্ঞী জাহাজে আরোহণ করিলেন। বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া, দশখানি যুদ্ধজাহাজ বন্দর ত্যাগ করিল। রাজ্ঞী কাপ্তেনকে আদেশ করিলেন, "কাল সন্ধ্যার পর যে জাহাজ আমাদের বন্দর ছাড়িয়া গিয়াছে, তাহারই অনুসরণ কর। যদি সেই জাহাজ ধরিতে পার, তবে জাহাজস্থ সমস্ত দ্রব্য তোমাদিগকে প্রদত্ত হইবে, তোমরা জাহাজ লুঠ করিতে পারিবে; কিন্তু যদি সেই জাহাজ ধরিতে না পার, তবে তোমাদের প্রাণদণ্ড করিব।"

প্রাণপণবলে জাহাজ চালাইয়া, তৃতীয় দিন মার্জ্জিয়ানার জাহাজসমূহ বাইরামের জাহাজ পরিবেষ্টন করিয়া ফেলিল। বাইরাম অল্পক্ষণের মধ্যেই বুঝিল, এই সকল জাহাজ রাজ্ঞী মার্জ্জিয়ানার—সৈন্যে পরিপূর্ণ; সে আত্মরক্ষার কোন উপায় না দেখিয়া, আসাদকে নির্দ্দয়রূপে প্রহার করিতে লাগিল। অবশেষে যখন দেখিল, উদ্ধারের আর আশা নাই, তখন রাজ্ঞীর নিকট নিজের নির্দ্দোষিতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য সে আসাদকে জাহাজ হইতে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপের সংকল্প করিল। তাহার পর আসাদের নিকট আসিয়া তাঁহার শৃঙ্খল মুক্ত করিল, এবং "হতভাগা! তুই আমাদের সকল বিপদের কারণ—দূর হ" বলিয়া তাঁহাকে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিল।

সমুদ্র-সৈকতে প্রণয়ী

আসাদ সন্তরণ-বিদ্যায় সুদক্ষ ছিলেন, তিনি অতি সাবধানে সন্তরণ দিয়া কূলের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি একটি পর্ব্বতাকীর্ণ স্থলভাগে উপস্থিত হইলেন। প্রথমেই তিনি পরমেশ্বরের উপাসনা করিলেন, তাহার পর বস্ত্রাদি ছাড়িয়া তাহা রৌদ্রে শুকাইতে দিলেন। রৌদ্রোত্তাপে তাঁহার শৈত্যও দূর হইল।

অনন্তর তিনি বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া, পথের সন্ধানে বাহির হইলেন, এবং একটি পথ দেখিয়া, সেই পথেই চলিতে লাগিলেন। দশ দিন ধরিয়া তিনি চলিলেন, কিন্তু কোথাও জনপ্রাণী দেখিতে পাইলেন না। চারিদিকে কেবল অরণ্য। অরণ্যে সুমিষ্ট সুগন্ধ ফল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গিরি-নদীতে পরিষ্কৃত জল। সেই ফল ও জলে পথশ্রান্ত রাজকুমারের ক্ষুধাতৃষ্ণার নিবৃত্তি হইতে লাগিল।

অনেক দিন ধরিয়া পথভ্রমণ ও দেশপর্য্যটনের পর আসাদ এক নগরে উপস্থিত হইলেন। নগরে প্রবেশ করিয়াই আসাদ বুঝিতে পারিলেন, ইহা অগ্নি-উপাসকগণের নগর—যেখানে তিনি বৃদ্ধের গৃহে আবদ্ধ হইয়া মরণাধিক যন্ত্রণা পাইয়াছিলেন। আসাদ স্থির করিলেন, মুসলমান ভিন্ন আর কাহাকেও তিনি কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না। এ সকল নগর সম্বন্ধে তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছিল।

তখন রাত্রি অধিক হইয়াছিল, সমস্ত নগর সুপ্তি-মগ্ন। আসাদ কোথায় আশ্রয় গ্রহণ করিবেন, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া, সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। সেখানে অনেক সমাধিমন্দির ছিল, তাহার একটির ভিতর তিনি রাত্রিযাপন সংকল্পে প্রবেশ করিলেন।

এখন বাইরামের অদৃষ্টে কি ঘটিল, সেই কথা বলি। বাইরাম অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই শত্রুজাহাজ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া তাহাদের হস্তে আত্মসমর্পণ করিল। রাজ্ঞী কঠোরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি যে দাসকে রাখিয়াছিলাম, তাহাকে তুই গোপনে চুরি করিয়া আনিয়াছিস্, কোথায় রাখিয়াছিস্ বল্, নতুবা এই দণ্ডে তোর জাহাজ চূর্ণ করিয়া ফেলিব।" বাইরাম ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "আমরা তাহাকে আর দেখিও নাই, সঙ্গে করিয়াও আনি নাই; আপনি জাহাজের আগাগোড়া খুঁজিয়া দেখিতে পারেন।" জাহাজে আসাদকে দেখিতে না পাইয়া, রাজ্ঞী ক্ষিপ্তবৎ হইলেন, প্রথমে তিনি স্বহস্তে বাইরামকে বধ করিবার জন্য উদ্যত হইলেন; কিন্তু ক্ষণেক চিন্তার পর ক্রোধ সম্বরণ করিলেন এবং জাহাজ ও তাহার দ্রব্যসামগ্রী লুণ্ঠন করিয়া, একখানি নৌকাতে বাইরাম ও তাহার খালাসীগণকে তুলিয়া সমুদ্রবক্ষে ছাড়িয়া দিলেন। বাইরাম বহু কষ্টে কূলে উঠিয়া চলিতে লাগিল, এবং অবশেষে আসাদ যে সমাধি-মন্দিরে আশ্রয় লইয়াছিলেন, সেই মন্দিরে উপস্থিত হইল।

রাজপুত্র আবার বন্দী

বাইরাম দেখিল, কে এক জন মানুষ নিদ্রা যাইতেছে। মানুষের আগমন বুঝিতে পারিয়া আসাদ উঠিয়া বসিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র বাইরাম চিনিতে পারিল, বলিল, "তুই? তুই ত আমাদের সর্ব্বনাশের কারণ। এ বৎসর তোর প্রাণরক্ষা হইল বটে, কিন্তু আগামী বৎসর কোন প্রকারে তোর প্রাণরক্ষা হইবে না।"—বাইরাম চক্ষুর নিমিষে আসাদকে ভূপাতিত করিয়া, তাঁহার মুখের মধ্যে একখান রুমাল পুরিয়া, তাঁহার চীৎকারের পথ বন্ধ করিয়া ফেলিল, জাহাজের খালাসীরা আসাদকে দৃঢ়রূপে বাঁধিল। পরদিন প্রত্যূষে বাইরাম আসাদকে সেই বৃদ্ধ অগ্নি-উপাসকের গৃহে আনিয়া, পূর্ব্ববর্ত্তী গহ্বরে নিক্ষেপ করিল। বৃদ্ধ সকল কথা শুনিয়া, কন্যা বোস্তানার উপর আসাদের প্রতি অধিকতর অত্যাচার করিবার আদেশ প্রদান করিল।

আসাদ পুনর্ব্বার পূর্ব্ব-কারাগারে বন্দী হইয়া, নিজের অদৃষ্টকে শত ধিক্কার প্রদান করিতে লাগিলেন। তিনি একাকী অন্ধকারময় ভূগর্ভে পড়িয়া, করুণস্বরে বিলাপ করিতেছেন, এমন সময় একখণ্ড রুটী ও এক পেয়ালা জল লইয়া, বোস্তানাকে সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিলেন। দেখিয়াই আসাদের হৃদয় ভয়ে বিকম্পিত হইয়া উঠিল, আবার এক বৎসর এই ভাবে অতিবাহিত করিতে হইবে, তাহার পর মৃত্যু!

কিন্তু বোস্তানা আসাদের প্রতি অসৎ ব্যবহার করিল না। আসাদের বিলাপ ও পরিতাপে তাহার কঠোর হৃদয় কোমল হইল। সে তাহার পিতার পূর্ব্বকৃত ব্যবহারের জন্য আসাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া জানাইল, সে আসাদের প্রতি অন্যায়াচরণ করিবে না, এবং তাঁহার মুক্তিদানের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবে। এক জন মুসলমান দাসীর নিকট ধর্ম্মোপদেশ লাভ করিয়া, তাহার হৃদয়ে আল্লার প্রতি বিশ্বাসের সঞ্চার হইয়াছে, তাহার পৈতৃক ধর্ম্মে আর বিশ্বাস নাই।

কারাগারে প্রেমের দিশা

বোস্তানার কথা শুনিয়া আসাদের মনে কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হইল। তিনি বোস্তানাকে তাঁহার বিপদের কাহিনী বলিলেন, বোস্তানার মতি-পরিবর্ত্তনের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দান করিলেন, অবশেষে বোস্তানাকে বলিলেন, "তুমি ত বলিতেছ, আমার প্রতি কোন প্রকার অন্যায় ব্যবহার করিবে না; কিন্তু কাবামাকে কিরূপে নিরস্ত করিবে? বোস্তানা বলিল, "আমার দাসী কাবামাকে আমি নিরস্ত করিতে পারিব, তাহার উপর আমার সকল ক্ষমতাই আছে।"

অতঃপর কারাপ্রকোষ্ঠে আসাদের কষ্ট অনেক কমিয়া গেল; শুষ্ক রুটী ও জলের পরিবর্ত্তে তিনি নানা-প্রকার উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য ও সুপেয় মদ্য প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। বোস্তানা মধ্যে মধ্যে আসাদের সঙ্গে একত্র বসিয়াও আহার করিত, প্রেমালাপে তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিতে চেষ্টা করিত।

দুঃখ-নিশির অবসান

এই সময়ে একদিন বোস্তানা তাহার গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া আমজাদের ঘোষণা শুনিতে পাইল। ঘোষণা শুনিয়া সে জানিতে পারিল, যদি কেহ আসাদকে উজীরের নিকট উপস্থিত করিতে পারে, তাহা হইলে তাহাকে প্রচুর পুরস্কার প্রদান করা হইবে, কিন্তু যদি কেহ মন্দ অভিপ্রায়ে লুকাইয়া রাখে, তাহা হইলে তাহাকে সপরিবারে বিনাশ করা হইবে।

বোস্তানা এই ঘোষণা শ্রবণমাত্র আসাদের নিকট উপস্থিত হইয়া আনন্দের সহিত বলিল, "রাজপুত্র, তোমার দুঃখকষ্টের এতদিনে শেষ হইল, শীঘ্র আমার সঙ্গে এস।"—আসাদ রাজপথে উপস্থিত হইয়াই শুনিলেন, উজীর সেই পথে বাহির হইয়াছেন; উজীরের সম্মুখবর্ত্তী হইবামাত্র আমজাদ প্রিয়তম ভ্রাতাকে



চিনিতে পারিলেন। উভয় ভ্রাতা পরস্পরের আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ হইলেন। অবশেষে আমজাদ আসাদকে সঙ্গে লইয়া মহানন্দে রাজ-প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। রাজা আসাদের পরিচয় পাইয়া, তাঁহাকে একটি উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন।

মুক্তির আলোক

পরদিন রাজাজ্ঞায় আসাদের অবরোধকারী বৃদ্ধের গৃহ ভূমিসাৎ করা হইল, বৃদ্ধ ও বাইরামকেও রাজদরবারে ধরিয়া আনা হইল। রাজা তাহাদের শিরশ্ছেদনের আজ্ঞা প্রদান করিলেন, অপরাধিগণ নত-জানু হইয়া মার্জ্জনা ভিক্ষা করিলে, তাহাদের প্রতি আদেশ হইল, যদি তাহারা অগ্নি-উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া আল্লার ভজনা করে, তবে তাহাদের মার্জ্জনা হইতে পারে। প্রাণভয়ে তাহারা সেই প্রস্তাবেই সম্মত হইল। কাবামাও মুসলমানী হইল। বোস্তানা পূর্ব্বেই পিতৃ-গৃহ ত্যাগ করিয়া আসাদের সহিত রাজপ্রাসাদে আসিয়াছিল; আসাদের অনুরোধে আমজাদ তাহাকে রাজ্ঞীর মহলে স্থান দান করিয়াছিলেন।

অনন্তর বাইরাম মুসলমান-ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে, রাজপুত্র আমজাদ তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া, তাহাকে একটি রাজকর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। একদিন বাইরাম আমজাদ ও আসাদের জীবনেতিহাস শ্রবণ করিয়া বলিল, "আপনাদের পিতা কামারাল জামান নিশ্চয়ই এতদিনে তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছেন, আপনারা স্বদেশে চলুন, আমি আপনাদিগকে জাহাজে করিয়া, সেই রাজ্যে রাখিয়া আসিতেছি।"—এই প্রস্তাবে উভয় ভ্রাতাই সম্মত হইলেন।

রাজা এই প্রস্তাব শুনিয়া আনন্দের সহিত মত প্রদান করিলেন; সেই দিনই জাহাজ সজ্জিত করিবার আদেশ প্রদান করা হইল। জাহাজে আরোহণ করিবার দিন প্রভাতে আমজাদ ও আসাদ রাজার নিকট বিদায় গ্রহণ করিবেন, এমন সময় রাজধানীতে হুলস্থুল উপস্থিত হইল। কেহ কাঁদিতেছে, কেহ পলাইতেছে, কেহ 'সর্বনাশ হইল' বলিয়া গালে মুখে চড়াইতেছে,—কিন্তু কেহই ইহার প্রকৃত কারণ বুঝিতে পারিল না। অবশেষে একজন রাজকর্মচারী রাজার সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া জ্ঞাপন করিল, "মহারাজ, সর্বনাশ হইয়াছে, বহুসংখ্যক সৈন্য আসিয়া সহসা রাজধানী বেষ্টন করিয়াছে। কাহার সৈন্য, কি অভিপ্রায়ে তাহারা এখানে উপস্থিত হইল, তাহা কেহই জানে না।"

প্রেমিক-উদ্ধারে রাজ্য আক্রমণ

আর জাহাজে আরোহণ করা হইল না। আমজাদ রাজার ব্যাকুলতা দর্শনে চিন্তিত হইয়া সৈন্যগণের পরিচয় লইবার জন্য নগরপ্রাচীরাভিমুখে ধাবিত হইলেন। আমজাদ শুনিলেন, ইহারা একজন রমণীর সৈন্য, রমণী এক দেশের রাজ্ঞী। সহসা তিনি কেন পরের রাজ্য আক্রমণ করিতে আসিলেন, আমজাদ তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তিনি রাজ্ঞীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজ্ঞী স্বয়ং মার্জ্জিয়ানা। তিনি আমজাদকে বলিলেন, "তিনি শত্রুভাবে রাজ্য জয় করিতে আসেন নাই, শত্রুতাসাধনও তাঁহার উদ্দেশ্য নহে, তাঁহাদের পরস্পর সন্নিহিত উভয় রাজ্যের মধ্যে যাহাতে মিত্রতা স্থাপিত হয়, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। তিনি আসাদ নামক সুন্দর দাসের অনুসন্ধানে আসিয়াছেন, বাইরাম নামক দুষ্ট লোক তাহাকে তাঁহার রাজ্য হইতে চুরি করিয়া আনিয়াছে।"—মার্জ্জিয়ানা আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন।

রাজ্ঞী মার্জ্জিয়ানার কথা শুনিয়া আমজাদ বিস্ময়সমাকুলচিত্তে বলিলেন, "মহীয়সী রাজ্ঞি! আপনি আসাদ নামক যে সুন্দর দাসের কথা বলিলেন, সে আমার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। আমি আমার প্রাণাধিক ভ্রাতাকে হারাইয়া বড় কষ্ট পাইয়াছি, আল্লা দয়া করিয়া তাহাকে মিলাইয়া দিয়াছেন। আমার সঙ্গে আসুন, আপনার হস্তে আমি আসাদকে অর্পণ করিব; সেই সময়ে আসাদের সকল কথাই শুনিবেন। আমাদের রাজা আপনাকে দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইবেন। দয়া করিয়া আমার সহিত রাজপ্রাসাদে চলুন।"

অবিলম্বে আমজাদ রাজ্ঞী মার্জ্জিয়ানাকে লইয়া উপস্থিত হইলেন। আসাদ তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ চিনিতে পারিয়া তাঁহার যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিলেন। রাজ্ঞী আসাদকে দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন, তাঁহাকে তাঁহার সকল কথা একে একে জিজ্ঞাসা করিলেন।

অন্য সৈন্যদলের অভিযান

ইতিমধ্যে আর একদল সৈন্য রাজধানীর নিকট উপস্থিত হইল, সংখ্যায় মার্জ্জিয়ানার সৈন্যগণ অপেক্ষা অনেক অধিক; তাহারা কে কোথা হইতে কি অভিপ্রায়ে আসিতেছে, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া রাজা অত্যন্ত ভীত হইলেন। তিনি কাতরভাবে আমজাদকে বলিলেন, "আমজাদ, আবার যে অসংখ্য সৈন্য দেখিতেছি, আমাদের উপায় কি হইবে?"—আমজাদ অশ্বে আরোহণ করিয়া, নবাগত সৈন্যদলে গমন করিলেন। একজন সৈন্যাধ্যক্ষ তাঁহাকে তাঁহাদের রাজার নিকট লইয়া চলিল।

রাজা বলিলেন, "আমার নাম গায়র, আমি চীন দেশের রাজা। আমি অনেক দিন পূর্ব্বে আমার কন্যা বেদোরার সহিত খালেদানদ্বীপের রাজপুত্র কামারাল জামানের বিবাহ দিয়াছিলাম। কামারাল জামান আমার কন্যাকে লইয়া তাঁহার পিতৃরাজ্যে চলিয়া গিয়াছেন; আমার কন্যা ও জামাতার সংবাদ বহুকাল পাই নাই; তাই তাঁহাদের সন্ধানে বাহির হইয়াছি। তোমাদের রাজা যদি আমাকে আমার কন্যা ও জামাতার কোন সংবাদ দান করিতে পারেন, তবে আমি তাঁহার নিকট চির-বাধিত রহিব।"

আমজাদ তাঁহার মাতামহের পদপ্রান্তে নিপতিত হইয়া, তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রকাশ করিলেন; তাহার পর উঠিয়া তাঁহার করচুম্বন করিয়া নিজের পরিচয় প্রদান করিলেন। রাজা দৌহিত্রের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন, তাঁহার চক্ষুযুগল হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। অনন্তর রাজা আমজাদকে তাঁহার পিতৃ-রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া, অন্ত রাজার রাজ্যে এভাবে কালযাপন করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, আমজাদ নিজের ও তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা আসাদের জীবন-বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। রাজা বলিলেন, "বৎস, তোমরা যে দুঃখকষ্ট সহ্য করিয়াছ, তাহার কাহিনী শুনিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। তোমার ভ্রাতাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইয়া বলিবে, আমি তোমাদের উভয় ভ্রাতাকেই তোমাদের পিতৃসন্নিধানে লইয়া গিয়া তাঁহার সহিত মিলন সংঘটন করিয়া দিব।"

আমজাদ তাঁহার রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া সকল বৃত্তান্ত তাঁহার গোচর করিয়া, তাঁহাকে নিঃশঙ্ক করিলেন। রাজা তৎক্ষণাৎ মহাসমারোহে চীন-রাজের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন।

পুত্র-উদ্ধারে রাজ্য আক্রমণ

পুনর্ব্বার দূরে অসংখ্য সৈন্য আসিতেছে দেখা গেল। আবার রাজার মনে নূতন আশঙ্কার সঞ্চার হইল। আমজাদ আসাদের সহিত অশ্বে আরোহণ করিয়া নব-সৈন্যদলের আগমনের কারণ জানিবার জন্য ধাবিত হইলেন। সৈন্যগণের নিকটে আসিয়া শুনিলেন, ইহা তাঁহাদের পিতা কামারাল জামানের সৈন্য। কামারাল জামান পুত্রদ্বয়ের নির্দ্দোষিতার প্রমাণ পাইয়া অত্যন্ত শোকাভিভূত হইয়াছিলেন, এবং অবশেষে আমীর জিয়ান্দারের মুখেই তিনি সংবাদ পাইয়াছিলেন, পুত্রদ্বয় এখনও জীবিত আছেন। রাজা সসৈন্যে প্রিয় পুত্রদ্বয়ের সন্ধানে বাহির হইয়া বহুদেশ পর্য্যটনের পর এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

পিতা-পুত্রে কতকাল পরে মিলন হইল। তিন জনেই একত্র অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। আমজাদ পিতাকে তাঁহার মাতামহের আগমনবার্ত্তা নিবেদন করিলেন। কামারাল জামান পুত্র ও কয়েকজন রক্ষী লইয়া শ্বশুরের চরণ বন্দনা করিতে চলিলেন। চলিতে চলিতে তাঁহারা চতুর্থদল সৈন্যের সম্মুখে পড়িলেন, ইহারা পারস্যদেশের দিক হইতে আসিতেছিল।

কামারাল জামান তাঁহার পুত্রদ্বয়কে এ কাহার সৈন্য, তাহা দেখিয়া আসিবার জন্য অনুমতি করিলে, আমজাদ ও আসাদ সেই নবাগত সৈন্যদলের সন্নিকটস্থ হইয়া শুনিতে পাইলেন, খালেদানদ্বীপের রাজা সাহমান পুত্র কামারাল জামানের সন্ধান না পাইয়া বহুদিগ্দেশে তাঁহার অনুসন্ধান করিতে করিতে এই রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছেন। আমজাদ ও আসাদ পিতামহের সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পিতা কামারাল জামানের নিকট পিতামহের আগমনবার্ত্তা নিবেদন করিলেন।

মিলন-উৎসব

কামারাল জামান পিতার আগমন-সংবাদ অবগত হইবামাত্র তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিলেন এবং তাঁহার অবাধ্য হইয়া দেশত্যাগ করিয়া দীর্ঘকাল পিতার মনে কষ্ট দিয়াছেন মনে করিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে তাঁহার মার্জ্জনা ভিক্ষা করিলেন। আমজাদ ও আসাদ পিতামহের সহিত পরিচিত হইলেন। চারিদিকে মিলনের মাধুরীতে সকলের হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইল।

বিভিন্ন দেশের তিন জন রাজা—চীনরাজ, খালেদানরাজ, এবনীরাজ কামারাল জামান ও রাজ্ঞী মার্জ্জিয়ানা তিন দিন রাজপ্রাসাদে অবস্থান করিয়া রাজার আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। রাজ্যে মহা উৎসব আরম্ভ হইল। এই তিন দিনের মধ্যেই রাজ্ঞী মার্জ্জিয়ানার সহিত রাজপুত্র আসাদের মহাসমারোহে বিবাহ হইল। আমজাদ বোস্তানার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের জন্য তাহাকে বিবাহ করিয়া ফেলিলেন। তিন দিন

পরে রাজাগণ স্ব স্ব রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। আসাদকে লইয়া রাজ্ঞী মার্জ্জিয়ানা স্বরাজ্যে যাত্রা করিলেন। কেবল আমজাদই সেই দেশে রহিলেন। রাজা বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, আমজাদকে তিনি পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন, স্বহস্তে তিনি আমজাদের মস্তকে রাজমুকুট প্রদান করিলেন। আমজাদ অগ্নি-উপাসকগণকে বাধ্য করিয়া মুসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন, রাজ্য হইতে পৌত্তলিকের দল নির্ম্মূল হইল।

শাহারজাদী এই কাহিনী শেষ করিয়া, সুলতানের অনুমতি অনুসারে আর একটি নূতন কাহিনী আরম্ভ করিলেন।

* * ✻ * *

নৌরে-জৌম ও পারস্য-রূপসী

মহাপ্রতাপসম্পন্ন খালিফ হারুণ-অল-রসিদের রাজত্বকালে এক জন অধীনস্থ রাজা ছিলেন, এই রাজার নাম জিনেবি। জিনেবি সম্পর্কে খালিফের ভ্রাতা হইতেন, একই বংশে জন্ম। জিনেবি এক জন উজীরের হস্তে রাজ্যশাসনের ভার প্রদান করা অযৌক্তিক মনে করিয়া, দুই জন উজীর নিযুক্ত করিলেন, এই উজীরদ্বয়ের এক জনের নাম খাকান, অন্যের নাম সাবয়।

খাকান দয়ালু, উদার, বিনয়ী, লোকের উপকারসাধন ও ন্যায়ানুমোদিত রাজ্যশাসন তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। দেশের লোক একবাক্যে তাঁহার প্রশংসা করিত।

সাবয় সম্পূর্ণ বিভিন্ন চরিত্রের লোক ছিলেন। যৎপরোনাস্তি কৃপণ, ক্রূর, সঙ্কীর্ণচেতা এবং উদ্ধত। কাহারও মুখে কোন দিন তাঁহার প্রশংসা শুনিতে পাওয়া যায় নাই। খাকানকে তিনি বিষদৃষ্টিতে দেখিতেন। খাকানের উদারতা, মহত্ব, ধর্ম্মভাব তাঁহার কোনক্রমে সহ্য হইত না। খাকানের বিরুদ্ধে তিনি সর্ব্বদাই রাজার নিকট অভিযোগ করিতেন। কিন্তু রাজা সাবয়ের কথায় কর্ণপাত করিতেন না।

সুন্দরী বিদুষী দাসী চাই

রাজা এক দিন খাকানকে তাঁহার জন্য একটি সুন্দরী গুণবতী দাসী ক্রয় করিবার অনুমতি করিলেন।— ইহাতে খাকানের প্রতিদ্বন্দ্বী সাবয়ের মনে দারুণ হিংসার সঞ্চার হইল। তিনি রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আপনি যেরূপ দাসীর কথা বলিতেছেন, তাহা সংগ্রহ করা একান্ত দুরূহ হইবে। যদি পাওয়াও যায়, তাহা হইলে আমার অনুমান হয়, দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রার কমে পাওয়া যাইবে না, বরং অধিক লাগিতে পারে।"—রাজা বলিলেন, "সাবয়, তুমি বুঝি দশ হাজার স্বর্ণমুদ্রাকে খুব বেশী টাকা মনে করিতেছ? তোমার কাছে বেশী হইতে পারে, কিন্তু আমার নিকট ইহা নিতান্তই যৎসামান্য; অধিক অর্থ লাগিবে ভাবিয়া কাতর হইও না।" রাজা খাকানকে সুন্দরী দাসীক্রয়ের জন্য দশ-সহস্র স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিতে কোষাধ্যক্ষকে আদেশ করিলেন।

খাকান দাস-ব্যবসায়িগণকে তাঁহার পছন্দমত দাসী আনিবার জন্য আদেশ করিলেন। দাসব্যবসায়ীরা বহুসংখ্যক দাসী লইয়া প্রতিদিন খাকানের নিকট উপস্থিত হইতে লাগিল। দাসীগণ সুন্দরী হইলেও, তাহাদের একটিও খাকানের মনোনীত হইল না। সৌন্দর্য্যে খুঁত না থাকিলেও তাহাদিগকে তেমন গুণবতী বলিয়া তাঁহার বোধ হইল না।

এক দিন সকালে খাকান রাজপ্রাসাদাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন, পথে এক জন দাসব্যবসায়ীর দালালের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। দালাল তাঁহাকে জানাইল, পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে সেই নগরে এক জন পারসিক বণিক আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহার কাছে বিক্রয়ার্থ একটি দাসী আছে, দাসী রূপে-গুণে অতুলনীয়া।

থাকান দালালকে বলিলেন, "আমি এখন রাজকার্য্যে চলিয়াছি, বাড়ী ফিরিলে তুমি আমার নিকট সেই যুবতীকে উপস্থিত করিবে, আমি তাহাকে দেখিয়া যথাকর্ত্তব্য স্থির করিব।"

থাকান গৃহে ফিরিয়া দেখিলেন, দালাল একটি যুবতীকে লইয়া তাহার গৃহে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছে। রমণীর রূপ দেখিয়া থাকান মুগ্ধ হইলেন। এই তরুণীর দেহে প্রথম যৌবনের অটুট সৌন্দর্য্য উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল। তাহার দীর্ঘায়ত কৃষ্ণোজ্জ্বল নয়নে পুষ্পধন্বার বাণভূমি, তাহার সমুন্নত রুচির বক্ষোদেশ যোগীর চিত্তকেও বিচলিত করিয়া তুলে। এই পারস্তদেশীয়া তরুণীর অনবদ্য রূপ শুধু অতুলনীয় নহে, দুষ্প্রাপ্য। থাকান তাহার নাম রাখিলেন—'রূপসী পারস্ত-নারী।'—তাহার গুণের পরিচয় পাইয়াও থাকান নিরতিশয় প্রীত হইলেন। এমন গুণবতী নারী আর কখনও তাঁহার দৃষ্টিপথে নিপতিত হয় নাই। এই দাসীই রাজার মনোনীত হইবে মনে করিয়া, থাকান মনে মনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া, সেই দালালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পারসিক বণিক কত টাকা হইলে এই সুন্দরীকে বিক্রয় করিতে পারে?"

পারস্ত-রূপসীর রূপের চমক

দালাল বলিল, "উজীর সাহেব, সেই বণিক এক কথার মানুষ। দশ হাজার মোহরের এক পয়সা কমে সে এই দাসী-বিক্রয়ে রাজী হইবে না। সাধারণের জন্য সে এ দাসী ক্রয় করে নাই, সে জানে, কোন রাজা ইহাকে কিনিবেন, সেইজন্য ইহাকে অনেক অর্থব্যয়ে সুশিক্ষিত করিয়াছে, ইহার ভরণপোষণের জন্যও অনেক অর্থব্যয় করিতে হইয়াছে। এই দাসী সঙ্গীত-বিদ্যা-নিপুণা, কবিতারচনাতে অনুপমা বিদ্যায় নিরুপমা, এমন দাসী সচরাচর বিক্রয় হয় না।"

উজীর থাকান দেখিলেন, দালালের সহিত দরে বনিবে না; সুতরাং তিনি দাসব্যবসায়ী সদাগরের সহিত সাক্ষাতের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, দালালের মুখে শুনিলেন, সদাগর রাজবাড়ীতেই গিয়াছে; প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া সদাগরের সহিত থাকানের সাক্ষাৎ হইল। উজীর রাজার জন্য দাসী ক্রয় করিতে চান শুনিয়া সদাগর বলিল, "আমি কিছু লাভ করিতে চাই না, যে দামে আমি দাসব্যবসায়িগণের নিকট এই দাসী ক্রয় করিয়াছিলাম, এবং তাহার জন্য যে টাকা ব্যয় হইয়াছে, তাহা সমস্ত দিয়া আপনি এই দাসী ক্রয় করিতে পারেন।" থাকান তাহাতেই সম্মত হইয়া ন্যায্য অর্থ প্রদান করিয়া, রূপসী পারস্তবাসিনীকে গ্রহণ করিলেন। সদাগর বলিল, "পথ-শ্রমে ও রৌদ্র-তাপে সুন্দরী বড় কাতর হইয়াছে ও তাহার বর্ণ মলিন হইয়া গিয়াছে, এ জন্য আমার অনুরোধ, আপনি ইহাকে দশ পনের দিন আপনার গৃহে রাখিয়া, ইহার প্রতি বিশেষ যত্ন করিবেন, তাহার পর ইহাকে রাজসমীপে পাঠাইবেন। দেখিবেন, দাসীর রূপ-লাবণ্য দশগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে।"

সযতনে রূপ-বিকাশ

সদাগরের পরামর্শ সঙ্গত জ্ঞান করিয়া, দাসীকে লইয়া থাকান বাড়ী আসিলেন এবং তাহাকে তাঁহার স্ত্রীর হস্তে সমর্পণ করিয়া বলিলেন, "রাজার আদেশক্রমে এই দাসী ক্রয় করিয়াছি, তুমি ইহার প্রতি বিশেষ যত্ন করিবে, উৎকৃষ্ট বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত করিবে, রীতিমত শুশ্রূষা দ্বারা ইহার পথশ্রম দূর করিবে এবং ইহাকে তোমার সঙ্গে লইয়া আহারাদি করিবে, আর দেখিবে, যেন আমাদের পুত্র নৌরেদ্দীন ইহার প্রতি কোনপ্রকার অত্যাচার কি অন্যায় ব্যবহার না করে। যদিও সে জ্ঞানবান্, তথাপি এখন তাহার যৌবনকাল, যৌবনের মোহে অন্ধ হইয়া হঠাৎ সে একটা কুকার্য্য করিয়া বসিতে পারে।"—দাসীকে বলিলেন, "ওগো! তুমিও একটু সাবধানে থাকিও, তুমি রাজার জন্য ক্রীতা হইয়াছ, এ কথা যেন তোমার সর্ব্বদা মনে থাকে। তুমি আমার পুত্রের সম্মুখে বাহির হইও না।"

উজীর পত্নীকে এই পারস্তসুন্দরীর প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া সযত্নে রক্ষা করিবার আদেশ দিলেন। দুই জন পরিচারিকা এই তরুণীর পরিচর্যায় নিযুক্ত হইল।

উজীরপুত্র নৌরেদ্দীন অত্যন্ত বিলাসী ছিলেন। অবিরল বর্ষ বয়সেই তিনি নানাপ্রকার খেয়াল চরিতার্থ করিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার কন্দর্পের মত রূপ এবং পরিহাস-রসিকতা রাজধানীর মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ ছিল। নৌরেদ্দীন সুকণ্ঠ ও সুগায়ক ছিলেন। তিনি বন্ধুবর্গের সহিত নিয়ত আমোদ-প্রমোদে কালাতিপাত করিতেন। সৌন্দর্য্যের উপাসক বলিয়া বন্ধুসমাজে নৌরেদ্দীন প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন।

একদিন পারস্তসুন্দরী আনিস্-আল্-জালিস্ প্রসাধন সমাপনান্তে আপনার কক্ষে বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় তরুণ যুবা নৌরেদ্দীন মাতৃসম্ভাষণে আগমন করিলেন। পারস্তসুন্দরীর দ্বারদেশে দুই জন পরিচারিকা প্রহরার কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। তাহাদের উপর আদেশ ছিল, এই যুবতীর সহিত কেহ সাক্ষাৎ করিতে যেন না পারে। নৌরেদ্দীনের প্রশ্নে কিঙ্করীযুগল প্রভুপুত্রকে জানাইল যে, তাঁহার জননী হামামে স্নান করিতে গিয়াছেন।

আনিস্-আল-জালিস্ নৌরেদ্দীনের কণ্ঠস্বর শুনিয়া বুঝিলেন, উজীর-পুত্র স্বয়ং আসিয়াছেন। এই যুবকটিকে দেখিবার জন্ত তাঁহার কৌতূহল জন্মিল। উজীর এই যুবকের সম্মুখে তাঁহাকে বাহির হইতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। নিষিদ্ধ বিষয়ে কৌতূহল তীব্র হয়, ইহা মানব-মনোবৃত্তির একটি বিশেষ ইঙ্গিত। তরুণী সুন্দরীরও কৌতূহল অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইল। নারীর কৌতূহল একবার উদ্দীপিত হইলে তাহা চরিতার্থ না হওয়া পর্য্যন্ত শান্ত হয় না। তরুণী আনিস্-আল-জালিস্ ত্বরিতপদে আসন ত্যাগ করিয়া দ্বার-সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং পূর্ণ দৃষ্টি মেলিয়া যুবকের অনিন্দ্যসুন্দর বদনকমলে নেত্রপাত করিলেন। যুবকের রমণী-মনোহর বিমল কান্তি তাঁহাকে মুহূর্ত্তে অভিভূত করিল। তিনি দৃষ্টি সরাইয়া লইতে পারিলেন না। নৌরেদ্দীনও এই অনুপমা তরুণীর সৌন্দর্য্য দর্শনে বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন যে, তাঁহার পিতা এক অপূর্ব্ব সুন্দরী যুবতীকে কিনিয়া আনিয়াছেন; কিন্তু এতদিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে দেখিবার অবকাশ পান নাই। আজ দৈববশে সেই সুন্দরীকে দর্শন করিবামাত্র তাঁহার প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাঁহার রূপপিপাসু মন এই তন্বী সুন্দরীর সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার জন্ত লালায়িত হইয়া উঠিল।

সুন্দরীর কৌতূহল চরিতার্থ

নৌরেদ্দীন দ্বার অভিমুখে দৃঢ়চরণে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়া কিঙ্করীযুগল ভীত হইল এবং তাঁহার প্রবেশপথে বাধাস্বরূপ দণ্ডায়মান হইল। নৌরেদ্দীন উভয়কে বলপূর্ব্বক ঠেলিয়া দিয়া পারস্ত-সুন্দরীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন। দাসীরা তথা হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়া ঘটনার পরিণতি প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়াই নৌরেদ্দীন দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন।

সহাস্তমুখে তিনি তরুণীর পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "পিতা কি আপনাকে আমারই জন্ত সংগ্রহ করিয়াছেন?" যুবতী নৌরেদ্দীনের রূপযৌবন দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। মনে মনে তাঁহাকেই পতিত্বে বরণ করিবার জন্ত তাঁহার তীব্র আকাঙ্ক্ষা উদিত হইল। তিনি মৃদুস্বরে বলিলেন, "হাঁ প্রভু!"

রূপ-মদিরায় আত্মবিস্মৃতি

নৌরেদ্দীন উৎকৃষ্ট মদিরা পান করিয়া আসিয়াছিলেন। মত্ততার আবেগ তাঁহার বিচারবুদ্ধিকে হরণ করিয়াছিল। সম্মুখে অনাঘ্রাত কুসুম; তাহার মদির গন্ধে তিনি আত্মবিস্মৃত হইলেন। তরুণীর পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া, তাঁহার নবনীত-কোমল করপল্লব ধারণ করিয়া, নৌরেদ্দীন অস্ফুটস্বরে নিজের প্রেম নিবেদন করিলেন এবং তাঁহাকে জীবনসঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিলেন। সে প্রস্তাব উপেক্ষিত হইল না। তখন নৌরেদ্দীন প্রগাঢ় আবেগে তরুণীকে বক্ষোদেশে আকর্ষণ করিলেন। সহস্র চুম্বনে তাঁহার ললাট কপোল ও ওষ্ঠ অনুরঞ্জিত হইল।

যৌবনের ধর্ম্ম আত্মপ্রকাশ করিল। নৌরেদ্দীন যুবতীকে বক্ষোদেশে নিপীড়িত করিলেন। মদনোৎসবের বিজয়পতাকা উড্ডীন হইল। মদন-রাজার নির্দ্দেশ লঙ্ঘন করিবার শক্তি কাহারও রহিল না। দাসীযুগল বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল। তাহারা ব্যাপার অনুমান করিয়া দ্রুতপদে উজীর-পত্নীর কাছে সংবাদ দিতে গেল।

চুম্বনের অনুরঞ্জন

উজীর-পত্নী যখন এই কথা শ্রবণ করিলেন, তখন তিনি স্নানাগারে ছিলেন, সেখান হইতে চিন্তাকুল-চিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া, বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া, তিনি রূপসীর কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, নৌরেদ্দীন চলিয়া গিয়াছেন।

উজীর-পত্নী রূপসীকে বলিলেন, "আমি নৌরেদ্দীনকে তোমার কক্ষে আসিতে বারম্বার নিষেধ করিয়াছি, কিন্তু আমার নিষেধাজ্ঞা না শুনিয়া, ভৃত্যগণের প্রতি অত্যাচার করিয়া, সে তোমার কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল, আমার পুত্রের ব্যবহারে আমি বড়ই বিরক্ত হইয়াছি।"

রূপসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন মা, আপনার পুত্র আমার কক্ষে প্রবেশ করিয়া কি কিছু অন্যায় কাজ করিয়াছেন?"

উজীর-পত্নী বলিলেন, "তুমি বল কি? উজীর রাজার জন্য তোমাকে ক্রয় করিয়াছেন, আর আমার পুত্র তোমার উপর লোভ করিতেছে, এ কথা রাজার কাণে উঠিলে কি আর রক্ষা থাকিবে? আমাদের সকলেরই প্রাণ যাইবে।"

সুন্দরী দাসীর আত্ম-নিবেদন

রূপসী বলিলেন, "কিন্তু নৌরেদ্দীন আমাকে বলিয়াছেন, উজীর সাহেবের মত-পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তিনি আমাকে আপনার পুত্রের হস্তেই সমর্পণ করিবেন। আমি রাজরাণী হইতে চাহি না; যদি আমি নৌরেদ্দীনকে পাই, আমার জীবন সফল মনে করিব।"

উজীর-পত্নী বলিলেন, "নৌরেদ্দীনের মুখে তুমি যাহা শুনিয়াছ, তাহা সত্য হইলে আমার সুখের সীমা থাকিত না, কিন্তু মা, তাহার কথায় বিশ্বাস নাই, সে বড় মিথ্যাবাদী। তোমার মন ভুলাইবার জন্যই সে মিথ্যা কথা বলিয়াছে। দেখিতেছি, তুমিও তাহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছ! আমাদের দুর্ভাগ্যবশতই এরূপ হইয়াছে, রাজার কোপে পড়িয়া আমাদের সর্ব্বনাশ হইবে।"—উজীরপত্নী মহা ভীত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। দাসীগণও সঙ্গে সঙ্গে রোদন আরম্ভ করিল।

উজীর গৃহে ফিরিয়া দেখিলেন, সকলেই কাতরস্বরে বিলাপ করিতেছে। তিনি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, কিন্তু, বিলাপের কোন কারণ তিনি বুঝিতে পারিলেন না। পত্নীকে এই প্রকার বিলাপের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি পুত্রের ব্যবহার জানিতে পারিলেন। পুত্রের প্রতি তাঁহার ক্রোধ ও বিরাগের সীমা রহিল না। তাঁহার মনে অত্যন্ত ভয়ের সঞ্চার হইল। তিনি বক্ষে করাঘাত করিয়া, দাড়ী ছিঁড়িয়া পুত্রের উদ্দেশে অনেক কটুবাক্য বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে বলিলেন, "রাজা এই অপমানের অবশ্য প্রতিশোধ লইবেন, আমার ও আমার পুত্রের রক্তে তাঁহার প্রতিশোধ পিপাসা পরিতৃপ্ত হইবে।"

উজীর-পত্নী তখন স্বামীকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিলেন, বলিলেন, "কি করিবে? যদি নৌরেদ্দীন রূপসীকে না ছাড়ে, তবে না হয় দশ সহস্র মোহর দণ্ড দিও।"—উজীর বক্ষে করাঘাত করিয়া বলিলেন, "গৃহিণি, তুমি বলিতেছ কি? দশ হাজার স্বর্ণমুদ্রার জন্য কি আমি কাতর? নৌরেদ্দীন একটা কাণ্ড করিয়া বসিলে আমার মান-সম্ভ্রম সমস্ত যাইবে, প্রাণও থাকিবে না, দশ হাজার মোহর তাহার তুলনায় নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর সামগ্রী। তুমি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী উজীর সাবক্কে জান না, সে এই ঘটনার সন্ধান পাইলেই তিলকে তাল করিয়া তুলিবে, বলিবে, খাকান উপযুক্ত দাসীই ক্রয় করিয়াছিল, কিন্তু তাহার

পুত্রকে রাজার অপেক্ষা অধিক উপযুক্ত জ্ঞান করিয়া, রাজাকে বঞ্চিত করিয়া, তাহাকে পুত্রের হস্তে সমর্পণ করিয়াছে, অথচ এই দাসী-ক্রয়ের জন্য তাহাকে রাজকীয় ধনভাণ্ডার হইতেই অর্থ প্রদান করা হইয়াছিল। এই কথা রাজার কর্ণগোচর হইবামাত্র তিনি আমার বিষয়সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া, আমার গর্দান লইবার আদেশ করিবেন। নৌরেদ্দীনের বাসনাও পূর্ণ হইবে না, মধ্য হইতে সকলের প্রাণ যাইবে।"

প্রতিহিংসার অন্তরালে

উজীর-পত্নী বলিলেন, "তুমি পাগল! তাই এত ভয় করিতেছ, আমাদের গৃহে কি হইতেছে না হইতেছে, তাহা অন্যে কিরূপে জানিবে? এ ত' আর সামান্য কৃষকের অন্তঃপুর নহে। আর যদিই বা রাজা এ কথা জানিতে পারেন, তাহা হইলে তুমি ত' অনায়াসেই বলিতে পারিবে, তুমি প্রথমে ইহাকে রূপগুণসম্পন্না ভাবিয়া ক্রয় করিয়াছিলে, পরে পরীক্ষায় জানিতে পারিয়াছ, এ দাসী রাজহস্তে প্রদানের যোগ্যা নহে। রাজা তোমার কথা অবিশ্বাস করিতে পারিবেন না। তুমি আমার কথা শোন, সেই দালালকে ডাকাইয়া আনিয়া বল, এই দাসী যত উৎকৃষ্ট হইবে ভাবিয়াছিলে, এ তত উৎকৃষ্ট নহে; আর একটি অধিক সুন্দরী দাসী সংগ্রহের জন্য তাহাকে আদেশ কর।"

পত্নীর উপদেশ উজীর মহাশয়ের নিকট সঙ্গত জ্ঞান হইল, তিনি তদনুসারে কাজ করিতেই কৃতসংকল্প হইলেন; কিন্তু এজন্য পুত্রের প্রতি তাঁহার ক্রোধের উপশম হইল না।

নৌরেদ্দীন সমস্ত দিনের মধ্যে আর বাড়ী আসিলেন না, পিতার ভয়ে নগর ত্যাগ করিয়া তিনি আর একটি দূরবর্ত্তী নগরে উপস্থিত হইলেন, এবং নগর-প্রান্তস্থ একটি অপরিচিত উপবনে আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। অধিক রাত্রিতে যখন উজীর গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া শয়ন করিলেন, তখন নৌরেদ্দীন ধীরে ধীরে বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন; আবার পিতার বহির্গমনের পূর্ব্বেই অতি প্রত্যূষে গৃহত্যাগ করিলেন। এক মাস ধরিয়া এইরূপ সতর্কতার সহিত তিনি পিতার দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিলেন। উজীর যে তাঁহার উপর কত বিরক্ত হইয়াছেন, দাসী-মুখে তিনি সে কথা শুনিতে পাইয়াছিলেন।

প্রেমিক-পুত্রের শাস্তি-ব্যবস্থা

এক মাস পরে উজীর-পত্নী পুত্রের অপরাধ ক্ষমা করিবার জন্য স্বামীকে অনুরোধ করিলেন। পুত্রকে ক্ষমা করিবার জন্য নানা যুক্তিতর্ক করিতে লাগিলেন, কিন্তু উজীরের ক্রোধ প্রশমিত হইল না, তিনি বলিলেন, "সে যাহা করিয়াছে, তাহার জন্য আমি তাহাকে কোন না কোনরূপ দণ্ড দান করিবই।"—উজীর-পত্নী বলিলেন, "তবে এক কাজ কর। তোমার পুত্র প্রতিদিন গভীর রাত্রে গৃহে প্রত্যাগমন করে, আবার তোমার শয্যাত্যাগের পূর্ব্বেই গৃহত্যাগ করে, তোমার ভয়েই সে এরূপ করে। আজ তুমি কিছু অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া বসিয়া থাক। সে আসিলে তুমি তাহার প্রাণ-বধ করিবে বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিও; আমি তাহার প্রাণ-রক্ষার জন্য তোমাকে অনুরোধ করিব। তুমি তখন তাহাকে রূপসীকে যথারীতি বিবাহের আদেশ করিবে, বলিবে, 'যদি বিবাহ করিতে প্রস্তুত থাক, তবেই তোমার প্রাণদান করিতে পারি।' আমার বিশ্বাস, সে আনন্দের সহিত এই আদেশ পালন করিবে, কারণ, নৌরেদ্দীন রূপসীর প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত, রূপসীও নৌরেদ্দীনকে তাহার প্রাণমন সমর্পণ করিয়াছে, তাহার কথায় ভাবে ইহা বুঝিতে পারিয়াছি।"

খাকান পত্নীর এই প্রস্তাব সঙ্গত জ্ঞান করিয়া, রাত্রিকালে দ্বারপ্রান্তে লুক্কায়িত রহিলেন। অধিক রাত্রিতে নৌরেদ্দীন ধীরে ধীরে দ্বার অতিক্রম করিবামাত্র উজীর মহাবেগে তাহার উপর নিপতিত হইয়া তাহাকে ভূপাতিত করিলেন; তাহার পর তীক্ষ্ণধার খড়্গ উত্তোলন করিয়া, তাহার প্রাণ-বিনাশের উপক্রম করিলেন। নৌরেদ্দীন নিশ্চলভাবে শূন্যদৃষ্টিতে পিতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

সুন্দরী বিলাস-সঙ্গিনী হইবে না

গৃহিণী অবিলম্বে স্বামিসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "কি কর, কি কর! হাজার অপরাধী হইলেও পুত্র, তাহার প্রাণবধ করিও না, আমার ঐ একটিমাত্র সন্তান, উহার প্রাণ রক্ষা কর।"—বলিয়া উজীর-পত্নী একবার স্বামীর হস্তস্থিত তরবারি উভয় হস্তে দৃঢ়বলে ধরিলেন, সভয়ে বলিলেন, "কর কি, কর কি! পুত্রহত্যা করিও না! আমার সর্ব্বনাশ করিও না!"—উজীর বলিলেন, "গৃহিণি, ছাড়িয়া দও, আমি এখনই উহার প্রাণনাশ করিব, অবাধ্য পুত্র বধ করিতে কোন দুঃখ নাই।" পত্নী বলিলেন, "তবে অগ্রে আমার প্রাণবধ কর, আমাকে না মারিয়া পুত্রকে মারিতে পারিবে না।" নৌরেদ্দীন বলিলেন, "বাবা, আমাকে ক্ষমা করুন, খোদা আপনার মঙ্গল করিবেন।"



উজীর নৌরেদ্দীনকে ত্যাগ করিলেন। অনন্তর তাঁহাকে বলিলেন, "নৌরেদ্দীন, তুমি আমার আদেশ অমান্য করিয়া রূপসী দাসীর প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছ, আমি তাহাকে তোমার হস্তে প্রদান করিতে পারি, তোমাকে ক্ষমা করিতে পারি, যদি তাহাকে তুমি ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ কর। আমি তাহাকে তোমার বিলাস-সঙ্গিনী হইতে দিব না।"

নিগ্রহে অনুগ্রহ

নৌরেদ্দীন এতখানি অনুগ্রহ আশা করেন নাই, তিনি পিতার পদপ্রান্তে নিপতিত হইয়া তাঁহার আদেশ-পালনে সম্মত হইলেন। নৌরেদ্দীনের সহিত বিবাহিতা হইবার আশায় রূপসী পারস্যবাসিনীর সুখের সীমা রহিল না। নৌরেদ্দীনও অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। উজীরের অপ্রসন্নভাব দূর হইল।

কয়েক দিন পরে, রাজা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই খাকান রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া, রূপসী পারস্যবাসিনীর রাজভোগের অনুপযুক্ততার কথা প্রকাশ করিলেন। রাজা খাকানের কথা বিশ্বাস করিয়াই সন্তুষ্ট হইলেন, অধিক কিছু বলিলেন না। সাবয় রূপসী সম্বন্ধে কোন কোন কথা শুনিয়াছিলেন বটে, কিন্তু রাজসমীপে খাকানের আধিপত্যের কথা স্মরণ করিয়া, তিনি কোন কথা বলিতে সাহস করেন নাই। নৌরেদ্দীন পারস্য-সুন্দরী আনিস-আল্-জালিস্‌কে বিবাহ করিয়া পরমানন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন।

এই অবস্থায় প্রায় একবৎসর অতিবাহিত হইল, খাকান অকস্মাৎ পীড়িত হইয়া পড়িলেন। ক্রমে পীড়া সাংঘাতিক হইয়া উঠিল। শেষমুহূর্ত্ত সমাগত দেখিয়া তিনি তাঁহার শয্যাপ্রান্তে পুত্রকে আহ্বান করিয়া,

বলিলেন, "নৌরেদ্দীন, আল্লা আমাকে যে ধনসম্পত্তি দান করিয়াছেন, আমি তাহার সদ্ব্যবহার কিছু করিয়াছি কি না, জানি না; কিন্তু তুমি দেখিতেছ, আমার বিপুল সম্পত্তিও মৃত্যুর গ্রাস হইতে আমাকে রক্ষা করিতে পারিতেছে না। তুমি রূপসী পারস্তবাসিনীকে চিরদিন যত্ন করিবে বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, সে প্রতিজ্ঞা হইতে বিচলিত হইবে না, এই কথা জানিলেই আমি সুখে মরিতে পারিব।"

উজীরের মৃত্যু হইল। খাকানের মৃত্যুতে তাঁহার পরিজনবর্গের মধ্যে যে শোককল্লোল উঠিল, রাজধানীতে তাহা ব্যাপ্ত হইল। সকলেই উজীরের গুণের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার মৃত্যুর জন্ত শোক করিতে লাগিল, রাজা উপযুক্ত মন্ত্রী হারাইয়া অত্যন্ত আক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

পিতার মৃত্যুর পর নৌরেদ্দীনের চরিত্র অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল; তিনি কতকগুলি ইন্দ্রিয়াসক্ত চাটুকারবর্গে পরিবৃত হইয়া পিতৃ-পরিত্যক্ত অর্থের অপব্যয় করিতে লাগিলেন। প্রতিদিন আহার ও আমোদ চলিতে লাগিল। অবশেষে বন্ধুগণের পরিতৃপ্তি-সাধনের জন্ত একদিন নৌরেদ্দীন স্থির করিলেন, তাঁহাদের আমোদাগারে রূপসী পারস্তবাসিনীকে লইয়া যাইতে হইবে।

আমোদের উজান বহিল

নৌরেদ্দীন ক্রমাগত জলের ন্যায় অর্থব্যয় করিতেছেন দেখিয়া, রূপসী একদিন তাঁহাকে সদুপদেশ দান করিলেন। নৌরেদ্দীন হাসিয়া বলিলেন, "সুন্দরি! ও সকল সাংসারিক কথা ছাড়িয়া দাও, কেবল আমোদ ও আনন্দের কথা বল। আমার বাপ আমাকে এমন কঠোর শাসনে রাখিয়াছিলেন যে, প্রাণ ভরিয়া এক দিনও আমোদ করিতে পারি নাই, এখন দিনকত মনের সাধে আমোদ করিব, কোন বাধা মানিব না।"—কেহ কোন সদুপদেশ দান করিতে আসিলে নৌরেদ্দীন তাঁহাকে মারিতে উঠিতেন।

বৃদ্ধ উজীর যে অগাধ সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন, নৌরেদ্দীন এক বৎসরের মধ্যেই তাহা প্রায় নিঃশেষ করিয়া ফেলিলেন। তাহার পর একদিন তাঁহার প্রভুভক্ত কর্ম্মচারী আসিয়া তাঁহার নিকট বলিল, "আপনার ভাণ্ডার শূন্য, আর এক কপর্দ্দকও নাই।" নৌরেদ্দীন তখন বন্ধুবর্গের সহিত আমোদে মত্ত ছিলেন, কথাটা গ্রাহ্য করিলেন না; কিন্তু বন্ধুগণ ইহা অগ্রাহ্য করিল না, সে দিন আমোদস্থলে যে সকল চাটুকার ও বন্ধু অনুপস্থিত ছিল, সধর্ম্মিগণের মুখেও তাহারা শুনিতে পাইল, নৌরেদ্দীনের মধুচক্র মধুশূন্য হইয়াছে, মক্ষিকাগণ অন্য ফুলে উড়িয়া গেল, আর তাহাদের কেহই নৌরেদ্দীনের গৃহাভিমুখ হইল না। নৌরেদ্দীনের গৃহে বিলাস-দীপ নির্ব্বাপিত হইলে, একদিন তিনি বিষণ্ণমনে রূপসী পারস্তবাসিনীর নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহার বৈষয়িক অবস্থার কথা জ্ঞাপন করিলেন। নৌরেদ্দীনের অবস্থা দর্শনে রূপসী বড় দুঃখিত হইলেন, কিন্তু একটু বিদ্রূপের প্রলোভনও সম্বরণ করিতে পারিলেন না, বলিলেন, "তোমার বন্ধুগণ তোমার অসময়েরও বন্ধু, এইরূপ তোমার বিশ্বাস ছিল, এখন সেই অসময়ের বন্ধুগণের কাছে হাত পাতিয়া দেখ, যদি কিছু পাও, তাহাদের ত' অনেক খাওয়াইয়াছ, তাহারা তোমাকে দুইদিন খাইতে দিতে পারিবে না?" নৌরেদ্দীন একে একে বন্ধুগণের দ্বারে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু কেহ সাড়াশব্দ দিল না। শূন্যহস্তে নৌরেদ্দীনকে ফিরিয়া আসিতে হইল। তাঁহার জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইল। কপট বন্ধুগণের ব্যবহারে তিনি নিরতিশয় মর্ম্মপীড়া পাইলেন। তিনি যৎপরোনাস্তি পরিতপ্ত হইলেন।

মধু অভাবে মধুচক্র শুকাইল

অবশেষে রূপসী নৌরেদ্দীনকে তাঁহার গৃহসামগ্রী ও দাসীগণকে বিক্রয় করিয়া, অর্থসংগ্রহের পরামর্শ দিলেন। দাসীগণের ভরণপোষণের ব্যয় দুর্ব্বহ মনে করিয়া, নৌরেদ্দীন সর্ব্বপ্রথমে তাহাদিগকেই বিক্রয় করিলেন, সেই অর্থে কিছুদিন চলিল; কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই পুনর্ব্বার অর্থকষ্ট উপস্থিত হইল। তখন রূপসী বলিলেন, "আর ত চলিবার উপায় দেখি না, আমি তোমার দাসী মাত্র। তুমি বোধ হয় জান, তোমার

পিতা দশ হাজার মুদ্রায় আমাকে ক্রয় করিয়াছিলেন, আমি বলিতেছি, তখন যে আমার মূল্য ছিল, এখন আর তাহা নাই, তথাপি আমাকে বিক্রয় করিলে, নিতান্ত কম অর্থ পাইবে না। আমার পরামর্শ গ্রহণ কর, আমাকে বিক্রয় করিয়া কিছুকালের জন্ত নিশ্চিন্ত হও, ভবিষ্যতে যাহা হয় হইবে।"

সুন্দরী বাঁদী দাসী বিক্রয় প্রচেষ্টা

নৌরেদ্দীন প্রথমে কোনমতেই এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না, অবশেষে রূপসীর নির্ব্বন্ধাতিশয়ে ও জীবনযাত্রানির্ব্বাহের আর কোন উপায় না দেখিয়া, অগত্যা তাঁহাকে সেই প্রস্তাবেই সম্মত হইতে হইল। বাজারের যে অংশে দাসী বিক্রয় হইত, নৌরেদ্দীন রূপসীকে সেই স্থানে লইয়া গিয়া, একজন দালালকে বলিলেন,, "হাজি হোসেন, আমার এই বাঁদী বিক্রয় করিব, এখন ইহার কত দর হইতে পারে, অনুগ্রহ করিয়া ঠিক করিয়া দাও।" হাজি হোসেন রূপসীর অবগুণ্ঠন অপসারণ করিয়া তাহার মুখ দেখিল, মহা বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "নৌরেদ্দীন মিঞা, এই দাসীকেই আপনার পিতা উজীর সাহেব দশ হাজার মোহর দিয়া ক্রয় করিয়াছিলেন না?"—নৌরেদ্দীন ঠিক উত্তর দিলে, হাজি হোসেন বলিল, "ঠিক কত দাম হইবে, তাহা এখন বলিয়া উঠিতে পারিতেছি না, তবে আমি চেষ্টা করি, যত বেশী দরে বিক্রয় হয়।"

যেখানে সদাগরগণ দাসদাসী ক্রয়ের জন্য আড্ডা ফেলিয়া বাস করে, সেখানে উপস্থিত হইয়া, হাজি হোসেন বলিল, "ভাই সকল, যা গোল, তাহাই সুপারি নয়; যা লম্বা, তাহাই কলা নয়.; যা লাল, তাই গোস্ত নয়; ডিম্বমাত্রেই যে টাটকা, তাও নয়। তোমরা ত অনেক দাসদাসী বিক্রয় করিয়াছ, আমার হাতে একটি দাসী বিক্রয়ের জন্য আছে, যদি দেখ ত' বলিবে 'হাঁ, সুন্দরী বটে'—এমন রূপসী আর কখনও দেখ নাই, দেখিবে না। তোমরা একবার আমার সঙ্গে আসিয়া তাহার দর-দাম করিয়া যাও।"

সদাগরগণ দাসীর রূপ দেখিয়া মোহিত হইল। সকলেই একবাক্যে বলিল, "এ বাঁদীর দাম চারি হাজার স্বর্ণমুদ্রা হইতে পারে।"—তখন রূপসীকে সঙ্গে লইয়া বাজারের মধ্যস্থলে আসিয়া, হাজি হোসেন হাঁকিতে লাগিল, "চাই বাঁদী চাই, বড় সুরস যুবতী বাঁদী, দাম চারি হাজার মোহর, চ'লে এস, যে থাক খোদের।"

দাসীক্রয়ে প্রতিহিংসা

উজীর সাহেব সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন, তিনি এত অধিক মূল্যে দাসী বিক্রয়ের কথা শুনিয়া দাসী দেখিতে চাহিলেন। দাসী ঘরের মধ্যে ছিল, হাজি হোসেন সসম্ভ্রমে তাঁহাকে গৃহমধ্যে লইয়া গিয়া রূপসী-পারস্তবাসিনীর মুখ-শোভা নিরীক্ষণ করাইল। মন্ত্রী চারি সহস্র মুদ্রাতেই দাসীকে ক্রয় করিতে ইচ্ছা করিলেন, এবং ইঙ্গিতে প্রকাশ করিলেন, আর কেহ যেন অধিক মূল্য হাঁকিয়া তাঁহার মুখের গ্রাস কাড়িয়া না লয়। উজীরের উপর আর কেহ ডাকিতে সাহসী হইল না।

হাজি হোসেন নৌরেদ্দীনের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "মিঞা, আপনার বাঁদী ত' চারি হাজার মোহরেই হাত-ছাড়া হইয়া যায়! উজীর সাহেব চারি হাজার মোহরে কিনিতে চায়, আর কেহ দর বাড়াইয়া তাঁহার ক্রোধে পড়িতে ইচ্ছুক নহে। দাম কিন্তু বড়ই কম হইল, এ দামে এ বাঁদী ছাড়া উচিত নয়, তা আমি আপনাকে জানাইতেছি। তাহার উপর উজীর যে দাম বলিয়াছে, তাহাও আপনি পাইবেন বলিয়া বোধ হয় না, উজীরকে জিনিস দিয়া প্রায় কেহ দাম পায় না;—এ কি সে উজীর?—আপনার পিতা যে ধর্ম্মপথ হইতে একচুল নড়িতেন না!"

নৌরেদ্দীন বলিল, "হাজি হোসেন, তুমি ঠিক কথা বলিয়াছ, আমি আমার বাঁদীকে শত্রুর নিকট বিক্রয় করিব না, আমার অর্থাভাব ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু অনাহারে প্রাণ যায়, সেও স্বীকার, তবু ইহাকে সাবয়ের হস্তে সমর্পণ করিব না। এখন কি করা যায়, সেই কথা বল।"

হাজি হোসেন বলিল, "উপায়ের ভাবনা কি ? তুমি বলিলেই পারিবে, আমি দাসী বিক্রয় করিব না, এ বড় অবাধ্য, তাই ইহার উপর রাগ করিয়া ইহাকে বিক্রয় করিতে আনিয়াছিলাম।" হাজি হোসেনের পরামর্শই সঙ্গত বিবেচনা করিয়া নৌরেদ্দীন দাসীর নিকটে আসিলেন, এবং কৃত্রিম ক্রোধভরে তাহার কর্ণমর্দ্দন করিয়া হাত ধরিয়া টানিয়া গৃহে লইয়া চলিলেন ; বলিলেন, "তোর ব্যবহারে আমি বিরক্ত হইয়া তোকে বিক্রয় করিতে আনিয়াছিলাম, যাহা হউক, আমি এখন আর বিক্রয় করিতেছি না। দরকার হইলে পরে বিক্রয় করিব।"

উজীর-লাঞ্ছনা

নৌরেদ্দীনের এই ব্যবহারে উজীর বড়ই বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "ওরে অপদার্থ মূর্খ, এই দাসী ভিন্ন যে তোর ঘরে আর বিক্রয়ের কিছুই নাই, তাহা কি আমি জানি না ?" উজীর অশ্বে আরোহণ করিয়া রূপসীর হাত ধরিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। এই ব্যাপারে নৌরেদ্দীনের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল, আত্মসংবরণের ক্ষমতা তাঁহার কোন দিনই ছিল না। তিনি এক লম্ফে উজীরের ঘোড়ার লাগাম চাপিয়া ধরিলেন, এবং তাঁহাকে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূতলশায়ী করিয়া বলিলেন, "ওরে অহঙ্কারী বৃদ্ধ, আজ আমি এখনই পদাঘাতে মাটীর মধ্যে তোর গোর দিতাম, কেবল বুড়া উজীর বলিয়াই তুই বাঁচিয়া গেলি।"

সাবয়কে নগরের কোন লোকই দেখিতে পারিত না, তাঁহার প্রতি এই ব্যবহার হওয়ায় দর্শকগণ সকলেই আন্তরিক সন্তুষ্ট হইল, কেহই তাঁহাকে তুলিল না, কিম্বা তাঁহার প্রতি এই ব্যবহারের জন্য কোন কথা বলিল না। সাবয় ক্রুদ্ধ হইয়া নৌরেদ্দীনকে ভয়প্রদর্শন করিবামাত্র নৌরেদ্দীন তাঁহার পৃষ্ঠে কয়েকটি মুষ্ট্যাঘাত করিলেন, উজীরের মাথা ফাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল ; উজীরের দাসগণ সর্ব্বনাশ হয় দেখিয়া, অস্ত্রহস্তে নৌরেদ্দীনকে আক্রমণ করিতে আসিল। সদাগরগণ বলিল, "আহা কর কি ! একজন উজীর, অন্যজন উজীরপুত্র, সিংহে সিংহে লড়াই, তোমরা কেন ইহার মধ্যে হাঙ্গামা বাধাও। মীমাংসা উঁহারাই করুন না। তোমরা নৌরেদ্দীনের প্রাণবধ করিয়া যে আপনাদের প্রাণ বাঁচাইতে পারিবে, সে কথা মনেও করিও না।" উজীরকে উত্তমরূপে প্রহার করিয়া, নৌরেদ্দীন রূপসী পারস্যবাসিনীকে লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

শোণিত ও কর্দ্দমে অভিষিক্ত হইয়া, উজীর সাবয় ভৃত্যগণের সাহায্যে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। রাজার সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তিনি অত্যন্ত উচ্ছ্বাসভরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং এই অত্যাচারের সুবিচার প্রার্থনা করিলেন। রাজা বৃদ্ধ মন্ত্রীর ক্রন্দনে ক্ষুব্ধ ও বিস্মিত হইয়া সকল কথা খুলিয়া বলিতে আদেশ করিলেন। উজীর সকল বিবরণ বর্ণন করিলেন, দুই চারিটি কথা বাড়াইয়াও বলিলেন। মৃত উজীর যে সরকারের দশ হাজার মোহর দিয়া, বাঁদী ক্রয় করিয়া তাহা হইতে রাজাকে বঞ্চিত করিয়া পুত্রের ভোগে লাগাইয়াছেন, তাহাও বলিতে বিস্মৃত হইলেন না। সকল কথা বলিয়া তিনি অশ্রু-পূর্ণ-লোচনে অবনত-মস্তকে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

উজীরের প্রতিহিংসা

রাজা তৎক্ষণাৎ কোতোয়ালকে আদেশ করিলেন, "চল্লিশ জন সৈন্য পাঠাইয়া নৌরেদ্দীনের বাড়ী চূর্ণ কর ; এবং তাহার যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া, তাহাকে ও তাহার সুন্দরী বাঁদীকে বাঁধিয়া লইয়া এস।"

রাজা যখন এই আদেশ প্রদান করেন, তখন এক জন রাজভৃত্য তাহা শুনিতে পায় ; এই ভৃত্যের নাম সাঞ্জার। সাঞ্জার উজীর খাকানের জীবিতাবস্থায় অনেক দিন তাঁহার দাসত্ব করিয়াছিল, নৌরেদ্দীনকে সে আন্তরিক ভালবাসিত ; সুতরাং তাঁহাকে রাজরোষ হইতে রক্ষা করিবার জন্য কোতোয়ালের প্রাসাদত্যাগের পূর্ব্বেই নৌরেদ্দীনের গৃহাভিমুখে ধাবিত হইল, এবং রাজাজ্ঞা তাঁহার গোচর করিয়া বলিল, "আপনি এই মুহূর্ত্তে বাসোরা পরিত্যাগ করুন, এখানে থাকিলে আপনার প্রাণরক্ষা হইবে না।"

রূপসী-সঙ্গে চম্পট

নৌরেদ্দীন এই সংবাদ শ্রবণমাত্র রূপসী পারস্যবাসিনীর নিকট উপস্থিত হইয়া সকল কথা বলিলেন, এবং অবিলম্বে পলায়ন করা আবশ্যক, তাহাও জানাইলেন। তখন নৌরেদ্দীন ও রূপসী গুপ্তপথ দিয়া দ্রুতবেগে নগর অতিক্রম করিয়া, ইউফ্রেটিস্ নদীর মোহনার নিকট উপস্থিত হইলেন ; দেখিলেন, তাঁহাদের সৌভাগ্যক্রমে একখানি জাহাজ বোগ্দাদ অভিমুখে যাত্রা করিতেছে। তাঁহারা উভয়ে সেই জাহাজে আরোহণ করিলেন। জাহাজে পাল তুলিয়া দিল ; এবং অবিলম্বে তাহা বাসোরা নগর ত্যাগ করিয়া বোগ্দাদ অভিমুখে ধাবিত হইল।

এ দিকে নগরপাল সসৈন্যে নৌরেদ্দীনের গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সদর দরজা বন্ধ। তিনি দ্বার ভাঙ্গিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, সর্ব্বত্র তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলেন ; কিন্তু নৌরেদ্দীন কি রূপসী, কাহারও সন্ধান পাইলেন না। কেহই তাঁহাদের সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে পারিল না। নৌরেদ্দীনের বাড়ী লুঠ করিয়া, সৈন্যগণ স্বস্থানে প্রস্থান করিল। কোতোয়াল রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "জাঁহাপনা, অপরাধী ভাগিয়াছে, বাঁদীও নাই।" রাজা বলিলেন, "যেখান হইতে পার, তাহাদিগকে ধরিয়া আন, আমি তাহাদিগকে চাই।"—উজীরকে বলিলেন, "তুমি বাড়ী যাও, তোমার অপমানকারীকে আমি যথোচিত দণ্ডদান করিব।" কোতোয়াল নগরের সর্ব্বত্র নৌরেদ্দীনের অনুসন্ধান করিল ; কিন্তু তাঁহাকে পাইল না।

নৌরেদ্দীন ও রূপসী যথাসময়ে নিরাপদে বোগ্দাদ নগরে উপস্থিত হইলেন। জাহাজ কূলে লাগিলে সকলেই স্ব স্ব গৃহে বা নিজ নিজ স্থানে গমন করিল। নৌরেদ্দীন রূপসীকে লইয়া পথে দাঁড়াইয়া, কোথায় যাইবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। সম্মুখে অপরিচিত নগর তাহার অসীম ঐশ্বর্য্য ও অনন্ত শোভা লইয়া অবস্থান করিতে লাগিল।

অবশেষে তাঁহারা কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া পথে চলিতে আরম্ভ করিলেন। চলিতে চলিতে তাঁহারা একটি বাগানের দেউড়ীর সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। দেউড়ী বন্ধ। দেউড়ীর সম্মুখে দুইখানি কাষ্ঠাসন ছিল, নৌরেদ্দীন বলিলেন, "সন্ধ্যা হইয়া আসিল, বড় পরিশ্রান্তও হইয়াছি, এখন আর কোথায় যাওয়া যায় ?—আজ এইখানেই রাত্রিযাপন করি, কাল প্রভাতে উঠিয়া বাসার সন্ধান করিব।" রূপসী তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া কাষ্ঠাসনে উপবেশন করিলেন, দুজনেই একখানি আসনে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকারে ধরাতল আচ্ছন্ন হইল। অদূরে একটি নির্ঝরের ঝরঝর শব্দ তাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল, শীতল নৈশ-বায়ু তাঁহাদের ক্লান্তি হরণ করিল—পরিশ্রান্ত যুবক-যুবতী পথশ্রান্তিতে সেই কাষ্ঠাসনের উপরই নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

প্রমোদ-উদ্যানে

বোগ্দাদের খালিফের এই বাগান। বাগানের মধ্যে অতি সুবৃহৎ প্রাসাদ, তাহার আশীটি বাতায়ন, বহুসংখ্যক আলোকাধারে প্রাসাদটি সুসজ্জিত ; কিন্তু খালিফ উপবন-ভ্রমণে না আসিলে আর এই সকল আলোকাধারে দীপ প্রজ্বলিত করা হয় না। দীপশ্রেণী প্রজ্বলিত হইলে বহুদূর হইতে তাহার আলোকরশ্মি অধিবাসিগণের নয়ন প্রফুল্ল করে।

একটি বৃদ্ধের উপর এই উদ্যান-রক্ষার ভার ছিল। উদ্যানরক্ষকের নাম সেখ ইব্রাহিম। সেখ ইব্রাহিমের উপর আদেশ ছিল, সে কোন লোককে, যত বড় লোকই হউক না, এই বাগানে প্রবেশ করিতে দিবে না। বাগানের বাহিরে গেটের সম্মুখে যে আসন ছিল, তাহাতেও কাহার উপবেশনের আদেশ ছিল না। যে কেহ এই আদেশ অবহেলা করিত, তাহার প্রতি কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা হইত।



প্রেমিক প্রয়াণ

সেখ ইব্রাহিম কার্য্যানুরোধে নগরে গিয়াছিল, ফিরিবার সময় দেখিল, আসনে দুই জন মানুষ ঘুমাইতেছে। সেখ ইব্রাহিম মহা ক্রুদ্ধ হইয়া নিঃশব্দে দেউড়ী-দ্বার উন্মুক্ত করিল, তাহার পর একখানি বেত্রহস্তে নিদ্রিত নৌরেদ্দীনের নিকট আসিয়া তাঁহার পৃষ্ঠে আঘাতের জন্য বেত্র উদ্যত করিল; কিন্তু তৎক্ষণাৎ হাত নামাইয়া ভাবিতে লাগিল, খালিফের আদেশ জ্ঞাতসারে কেহ লঙ্ঘন করিতে সাহসী হইবে না, ইহারা নিশ্চয়ই বিদেশী লোক, প্রথমে ইহাদিগের নিদ্রাভঙ্গ করিয়া জানি, কেন ইহারা রাজাদেশ লঙ্ঘন করিয়াছে।

নৌরেদ্দীন এবং রূপসী পারস্যবাসিনী, উভয়েই মুখ বস্ত্রাবৃত করিয়া ঘুমাইতেছিলেন। মুখের কাপড় তুলিয়াই সেখ ইব্রাহিম বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হইল, বলিল, "ইয়া আল্লা! ইহারা যে স্ত্রী-পুরুষ দেখিতেছি, এমন রূপ ত' কখনও দেখি নাই!"—ইব্রাহিমের সকল রাগ জল হইয়া গেল, সে ধীরে ধীরে নৌরেদ্দীনের পদস্পর্শ করিয়া তাঁহাকে জাগাইল।

সৌন্দর্য্যে সহানুভূতি



নৌরেদ্দীন চক্ষু উন্মীলন করিয়া পথের আলোকে দেখিলেন, সম্মুখে এক বৃদ্ধ দণ্ডায়মান, শ্বেতবর্ণ দাড়ী ভূমিতল চুম্বন করিতেছে। নৌরেদ্দীন উঠিয়া সবিনয়ে বৃদ্ধের কর ধারণ করিয়া তাহা চুম্বন করিয়া বলিলেন, "মিঞা সাহেব, আমার প্রতি আপনার কি অনুমতি, প্রকাশ করুন, এ দাস অবিলম্বে তাহা পালন করিবে।"—বৃদ্ধ জল হইয়া উত্তর করিল, "বৎস, তোমরা কে? কোথা হইতে আসিতেছ?" নৌরেদ্দীন বলিলেন, বহু দূরদেশ হইতে আসিয়াছি, এই আসনে বসিয়াই রাত্রি কাটাইব মনে করিয়াছি।" বৃদ্ধ মাথা নাড়িয়া বলিল, "বৎস, এখানে তোমরা বড় কষ্ট পাইবে। আমার সঙ্গে বাগানের ভিতর এসো, আমি তোমাদের অতি উত্তম আশ্রয় দান করিব।"—নৌরেদ্দীন জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ বাগান কি আপনার?"—"হাঁ বৎস, আমি এই পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছি, বাগানের মধুর শোভায় তোমাদের প্রাণ পুলকিত হইবে, এখন এস।"—সহাস্যে এই কথা বলিয়া ইব্রাহিম অগ্রসর হইল, নৌরেদ্দীন ও রূপসী পারস্যবাসিনী তাহার অনুসরণ করিলেন।

নিদ্রাশ্রয়া সুন্দরী

নৌরেদ্দীন বাসোরা নগরেও অনেক উৎকৃষ্ট উপবন দেখিয়াছিলেন; কিন্তু খালিফের এই উদ্যান অতুলনীয়। উদ্যান-শোভা দেখিয়া নৌরেদ্দীন ও রূপসী উভয়েই অত্যন্ত বিস্মিত, পুলকিত ও মুগ্ধ হইলেন। অবশেষে

নৌরেদ্দীন সেখ ইব্রাহিমকে বলিলেন, "সেখ ইব্রাহিম, পৃথিবীতে তোমার এ উদ্যানের তুলনা নাই, আল্লা তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন। তুমি আমাদিগের প্রতি আজ বড় অনুগ্রহ প্রকাশ করিলে, আমাদের কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ উচিত ; এই মোহর দুইটি লও, কিছু খাদ্যদ্রব্য লইয়া এস ; আমরা সকলেই আমোদ-প্রমোদ করি।"

প্রাসাদে প্রমোদ-বাসর

মোহর দুইটি লইয়া সেখ ইব্রাহিম বাজারে চলিল, মনে মনে ভারি খুশী হইয়া বলিল, "ইহারা লোক ভাল, ভাগ্যে ইহাদিগকে তাড়াইয়া দিই নাই ; দুই মোহর খাবারের জন্য দিয়াছে, কিন্তু এক মোহরের সিকি হইলেই ত' অনেক খাবার মিলিবে। অবশিষ্ট আমারই লাভ।"—সেখ ইব্রাহিম লোকটি কিছু লোভী ও কৃপণ ছিল।

ইতিমধ্যে নৌরেদ্দীন ও রূপসী উদ্যানভবনটি প্রদক্ষিণ করিয়া, তাহার শোভা দেখিতে লাগিলেন, যতই দেখিতে লাগিলেন, ততই বিস্মিত ও মুগ্ধ হইলেন। অবশেষে মার্ব্বেল-সোপানশ্রেণী দিয়া প্রাসাদের উপরে উঠিয়া দেখিলেন, দ্বার রুদ্ধ!—নামিয়া আসিতেই সোপানপ্রান্তে ইব্রাহিমের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল, ইব্রাহিম খাদ্যদ্রব্যাদি লইয়া আসিতেছিল। নৌরেদ্দীন ইব্রাহিমকে বলিলেন, "ভাই, এ বাগান ত' তোমার বলিয়াছ, এ প্রাসাদও কি তোমার?"—সেখ বলিল, "বাগানটি আমার আর প্রাসাদটি অন্যের হইবে, ইহা কি কখন হয়?—এ প্রাসাদও আমার। আল্লা আমার ভোগের জন্য দিয়াছেন।" নৌরেদ্দীন বলিলেন, "তবে আমাদিগকে প্রাসাদের ভিতরটা ভাল করিয়া দেখাও, আজ আমরা তোমার অতিথি, প্রাসাদের মধ্যেই অতিথি-সৎকার কর।"

সেখ ইব্রাহিম ভাবিল, "অতিথির এই অনুরোধ অগ্রাহ্য করা ভাল দেখাইবে না, যে এক বেলার আহারাদির জন্য দুই মোহর ব্যয় করিতে পারে, সে সামান্য অতিথি নহে। খালিফ যদি আজ এখানে আসিতেন, তাহা হইলে সংবাদ পাইতাম ; তিনি যখন আসিতেছেন না, তখন আর চিন্তা কি? ইহাদিগকে প্রাসাদের ভিতরে লইয়া যাই।"

এই সকল ভাবিয়া সেখ ইব্রাহিম প্রাসাদদ্বার মুক্ত করিয়া দিলেন। নৌরেদ্দীন ও রূপসী পারস্যবাসিনী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়াই স্তম্ভিত হইলেন। এমন সুসজ্জিত সুশোভিত কক্ষে তাঁহারা জীবনে কখন পদার্পণ করেন নাই। সেখ ইব্রাহিম অল্পসময়ের মধ্যেই একটি পরম-রমণীয় কক্ষে আহারের আয়োজন করিয়া অতিথিদ্বয়কে আহ্বান করিল। তাহার পর তিন জনে একত্র বসিয়া মহানন্দে আহার করিতে লাগিলেন। আহার শেষ হইলে নৌরেদ্দীন হস্তমুখ প্রক্ষালন করিয়া, একটি বাতায়ন খুলিয়া চন্দ্রালোকিত উপবনের শোভা দেখিতে লাগিলেন এবং সে শোভা দেখাইবার জন্য রূপসীকেও আহ্বান করিলেন। সেখ ইব্রাহিম আহারাদির পর বাসনাদি যথাস্থানে সজ্জিত করিয়া, বস্ত্রপরিবর্ত্তন করিয়া নৌরেদ্দীনের নিকট আসিলে নৌরেদ্দীন জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেখ, পানীয় দ্রব্য কোন রকম আছে?"—ইব্রাহিম বলিল, "তোফা সরবৎ আছে, কিন্তু আহারের পরে ত' সরবৎ পান করার নিয়ম নাই।"—নৌরেদ্দীন বলিলেন, "আমরা কি সরবৎ চাহিতেছি? কোন প্রকার মদ্য আছে কি না, তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছি, এমন গুরু আহারের পর একটু মদ ভিন্ন কি আরাম হয়? যদি থাকে, বোতলখানেক লইয়া আইস।"

আনন্দ-মদিরা কোথায়?

সেখ ইব্রাহিম কাণে হাত দিয়া বলিল, "তোবা! মদ কি আমি রাখি? আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, চারিবার মক্কাধাম সন্দর্শন করিয়া পুণ্যসঞ্চয় করিয়াছি, মদের সঙ্গে আর আমার সংস্রব নাই, চির-জীবনের মত উহা ত্যাগ করিয়াছি।"

নৌরেদ্দীন বলিলেন, "না মিঞা, মদ না হইলেই আমাদের চলিতেছে না। তুমি কোন সরাই হইতে আমাদের জন্য এক বোতল মদ আনিয়া দাও, তবে যদি তুমি মদের দোকানে না যাও কি মদ স্পর্শ না

কর, তবে তাহারও একটা উপায় বলিয়া দিতেছি। তুমি এই দুই মোহর লও, দেউড়ীর দ্বারে একটা গাধা বাঁধা আছে, তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাও, তাহার পর মদের দোকানের কাছে কোন লোক দেখিতে পাইলে তাহার হাতে কিছু দিয়া তাহাকে দিয়া মদ কিনিবে ও এই গাধার পিঠে বাঁধিয়া এখানে উপস্থিত হইবে, আমি তাহা খুলিয়া লইব, এরূপ করিলে তোমারও ধর্মরক্ষা হইবে, আমাদেরও আমোদ-প্রমোদ করা হইবে।"

আবার দুই মোহর! লোভে সেখ ইব্রাহিমের জিহ্বায় লালার সঞ্চার হইল। সে মোহর দুইটি হস্তগত করিয়া বলিল, "তোমরা আমার বিদেশী অতিথি, তোমাদের জন্য এতটুকু কষ্টস্বীকার না করিলে আমার অধর্ম হইবে, আর গাধার আবশ্যক নাই, আমি নিজেই আনিয়া দিতেছি।"—সেখ ইব্রাহিম মদ্যের সন্ধানে ধাবিত হইল।

অল্পকালের মধ্যেই সেখ মদ্যহস্তে প্রত্যাবর্তন করিল, সে নানা প্রকার স্বর্ণময় ও রৌপ্যময় পানপাত্র বাহির করিয়া ফেলিল। নৌরেদ্দীন ও রূপসী মদ্যপানে প্রফুল্লিত হইয়া উঠিলেন। তখন মহানন্দে গানবাজনা আরম্ভ হইল। সেখ ইব্রাহিম দূরে দাঁড়াইয়া পরম-পরিতৃপ্তির সহিত রূপসী পারস্যবাসিনীর মনোহর সঙ্গীত-সুধা পান করিতেছিল, কিন্তু অবশেষে আর সে ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিল না, দ্বার-সন্নিকটে মাথা বাড়াইয়া বলিল, "বহুতাচ্ছা—জী, তোমাদের আমোদ দেখিয়া আমি বড় সুখী হইয়াছি।"

প্রেমসঙ্গীতের অমিয় উজান

নৌরেদ্দীন বলিলেন, "সেখজী, দয়া করিয়া মদ আনিলে ত' আমাদের সঙ্গে এ আমোদে যোগ না দেও কেন? তোমাকে ত' আর জোর করিয়া মদ খাওয়াইব না, এস, আমাদের কাছে বসিয়া একটু গানবাজনা শোন, মানুষের দাড়ী পাকিলে কি তাহার সব সখ চলিয়া যায়?"—"চলুক, আমোদ যেমন চলিতেছে চলুক, আমি খুব খুসী আছি" বলিয়া সেখ ইব্রাহিম কক্ষান্তরে অন্তর্হিত হইল।

রূপসী বুঝিলেন, সেখ অধিক দূর যায় নাই, ইব্রাহিমকে লইয়া তাঁহার একটু মজা করিতে ইচ্ছা হইল। তিনি নৌরেদ্দীনকে বলিলেন, "সেখ নিকটেই আছে, দেখিতেছি, মদের প্রতি তাহার বড় ঘৃণা। তুমি যদি এক কাজ কর ত' বুড়াকে আমি মদ খাওয়াইতে পারি।" নৌরেদ্দীন সহাস্যে বলিলেন, "বল প্রেয়সি, কি করিতে হইবে? আমি সম্পূর্ণ সম্মত আছি।" রূপসী বলিলেন, "উহাকে এখানে ডাকিয়া আমাদের কাছে বসাও। তাহার পর গানবাজনা শুনিতে শুনিতে যখন সে মুগ্ধ হইবে, তখন এক পেয়ালা মদ ঢালিয়া উহাকে খাইতে দাও, বোধ করি খাইবে না, যদি না খায়, তবে তুমি তাহা খাইবে, এবং যেন ভারি মাতাল হইয়াছ, আর বসিতে পারিতেছ না, এই ভাব দেখাইয়া শুইয়া ঘুমাইবার ভান করিবে। তাহার পর যা যা করার দরকার, আমি করিব।" রূপসীর মতলব নৌরেদ্দীন সহজেই বুঝিতে পারিলেন, আমোদ কতখানি হইবে বুঝিতে পারিয়া, তিনি বড় আনন্দিত হইলেন। নৌরেদ্দীন সেখ ইব্রাহিমকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "সেখজী, আমরা তোমার অতিথি, তুমি প্রাণপণে অতিথিসৎকার করিতেছ, কিন্তু একটা বিষয়ে তোমার বড় ত্রুটি দেখিতেছি, আমাদের কাছে দু'দণ্ড বসিতেছ না কেন? আমাদের কাছে বসিলেও কি তোমার ধর্ম্ম নষ্ট হইবে?"

প্রমোদ-মজলিসে বুড়া প্রেমিক

সেখ ইব্রাহিম অনুরোধ এড়াইতে পারিল না, সোফার একপ্রান্তে উপবেশন করিয়া সঙ্গীতানন্দে যোগদান করিল। নৌরেদ্দীন বলিলেন, "আরে! অতদূরে বসিলে কেন? তুমি কি আমাদের পর? সরিয়া এই সুন্দরীটির কাছে আসিয়া ব'স।" সেখ আনন্দপূর্ণ অন্তরে এই আদেশ পালন করিল। নৌরেদ্দীন রূপসীকে গান করিবার জন্য অনুরোধ করিলে রূপসী মধুরস্বরে বৃদ্ধের মন-প্রাণ মোহিত করিবার জন্য একটি প্রেমের গান ধরিলেন। বৃদ্ধের প্রাণে রসের তরঙ্গ বহিতে লাগিল।

গানটি শেষ হইলে নৌরেদ্দীন এক পেয়ালা মদ ঢালিয়া, সেখ ইব্রাহিমের দিকে তাহা প্রসারিত করিয়া বলিলেন, "সেখজী, আমাদের একটু স্বাস্থ্য পান কর, আমরা তোমার অতিথি।" সেখজী মাথা নাড়িয়া অথ

হাত সরিয়া বসিয়া বলিল, "আমাকে ঐ কাজটিতে মাপ করিতে হইবে, বলিয়াছি ত' বহুকাল মদ ছাড়িয়া মক্কা সরিফ করিয়া আসিয়াছি, আর ও সকল কুকর্ম্ম করিব না।"—নৌরেদ্দীন বলিলেন, "তুমি যখন আমাদের স্বাস্থ্য পান করিবে না, তখন আমিই তোমার স্বাস্থ্য পান করি, কি বল ?"

রূপসী বাঁদীর বুদ্ধি-[illegible]

নৌরেদ্দীন মদ্যপান আরম্ভ করিলে রূপসী একটি সুপক্ক আপেল ফলের অর্দ্ধেকটা কাটিয়া তাহা সেখ ইব্রাহিমের হস্তে প্রদানোদ্যত হইয়া বলিলেন, "সেখজী, ধর্ম্মনাশের ভয়ে ত' তুমি মদ খাইলে না, এই ফলটুকু খাও, বড় উৎকৃষ্ট ফল।" সেখজী সুন্দরীর দান প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না। মস্তক নত করিয়া, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া, সে ফল লইয়া খাইতে লাগিল। এদিকে নৌরেদ্দীন দুই এক পাত্র মদ্য পান করিয়া চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িলেন এবং নিদ্রাসূচক নাসিকা-গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। রূপসী হাসিয়া হাসিয়া সেখকে কত মধুর কথা বলিতে লাগিলেন, শেষে নৌরেদ্দীনকে দেখাইয়া বলিলেন, "দেখ দেখ, ইঁহার রকম দেখ, যখনই ইনি দুই এক পাত্র মদ খান, তখন ঘুমে অচেতন হইয়া পড়েন, আমাদের আমোদপ্রমোদও শেষ হইয়া যায়। যাহাই হউক, উনি ওখানে ঘুমান, এস, তোমাতে আমাতে আমোদ করি।"

রূপসী একপাত্র মদ ঢালিয়া তাহা ইব্রাহিমের হস্তে প্রদান করিতে গেলেন। ইব্রাহিম মাথা নাড়িয়া বিস্তর মৌখিক আপত্তি জানাইল ; কিন্তু বৃদ্ধ মৌখিক যাহাই বলুক, মদের প্রতি তাহার বিলক্ষণ অনুরাগ ছিল। অনেকের মতই সে গোপনে মদ্যপান করিয়া প্রকাশ্য নিষ্ঠার পরিচয় প্রদান করিত।—রূপসীর আগ্রহ-পূর্ণ অনুরোধ সে কোনমতে এড়াইতে পারিল না ; তাঁহার হস্ত হইতে পাত্র গ্রহণ করিয়া এক চুমুকে তাহা নিঃশেষিত করিল।

দ্বিতীয় পাত্র প্রদানের সময় সেখ ইব্রাহিম কিঞ্চিৎ আপত্তি করিল, তাহার পর আর তাহার সঙ্কোচ বা আপত্তি রহিল না। সেখ কয়েক পাত্র পান করিলে, নৌরেদ্দীন হাই তুলিয়া উঠিয়া বসিলেন, এবং হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "সেখ ইব্রাহিম, আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করিয়াছি। তুমি না বলিয়াছিলে, এখন তুমি মদ ছাড়িয়া ধার্ম্মিক হইয়াছ, আর মদ স্পর্শও কর না ?"

সেখ বড় অপ্রতিভ হইল, বলিল, "কি করি, সুন্দরীর অনুরোধ ত' অগ্রাহ্য করা যায় না। তা যদি পাপ হয় ত' ঐ সুন্দরীরই হইবে, আমার কোন অপরাধ নাই, আমি ত' আর ইচ্ছা করিয়া মদ খাই নাই।" যাহা হউক, আর কোন আপত্তি রহিল না, তিন জনেই মহানন্দে মদ্য পান করিতে লাগিলেন।

সুন্দরী-সোহাগে বৃদ্ধের মদ্যপানরঙ্গ

টেবলের উপর একটিমাত্র বাতি জ্বলিতেছিল, দেখিয়া রূপসী বলিলেন, "সেখজী, একটিমাত্র বাতি জ্বালিয়া দিয়াছ, আলো তেমন খোল্‌তাই হয় নাই। তোমার ঘরে দেখিতেছি, আশীটি ঝাড় ঝুলিতেছে, আর একটু ভাল আলো কর না।"—সেখের মাথার ভিতর মদ উঠিয়া তখন চম্‌-চম্‌ করিতেছিল, সে বলিল, "সুন্দরি, বুড়ো মানুষকে আর কেন কষ্ট দাও, তুমিই উঠিয়া ঝাড় জ্বাল না, সুন্দর হাতে আলো বেশী খোল্‌তাই হইবে। কিন্তু দেখিও, পাঁচ ছয়টার বেশী জ্বালিও না।"—রূপসী উঠিয়া একে একে আশীটি ঝাড় জ্বালিয়া দিলেন। দিনের মত আলো হইল।—রূপসী আসিয়া বসিলে সেখ তাঁহার সঙ্গে গল্প করিতে লাগিল, নৌরেদ্দীন তাহার অজ্ঞাতসারে উঠিয়া গিয়া জানালাগুলি খুলিয়া দিলেন।

খালিফ হারুণ-অল্‌-রসিদ তখনও নিদ্রিত হন নাই। তিনি টাইগ্রিস নদীর তীরস্থ একটি প্রাসাদে বসিয়া অমাত্যগণের সহিত গল্প করিতেছিলেন, হঠাৎ তিনি উঠিয়া আসিয়া যে দিকে তাঁহার উপবন ছিল, সেই দিকের একটি জানালা খুলিয়া দিলেন, দেখিলেন, দূরবর্ত্তী উদ্যান-ভবন আলোকমালায় সজ্জিত!—খালিফ তৎক্ষণাৎ উজীরকে ডাকিয়া বলিলেন, "উজীর, তুমি কি ভাবে কাজকর্ম্ম নির্ব্বাহ কর, বুঝিতে পারি না। আমি অনুপস্থিত থাকা সত্ত্বেও উদ্যান-ভবনে এত আলো জ্বলিতেছে কেন ? আমার ত' এরূপ আদেশ নাই।"

উজীর কি উত্তর দিবেন, তাহা প্রথমে ভাবিয়া পাইলেন না। অবশেষে তিনি বলিলেন, "জাঁহাপনা, এই প্রাসাদরক্ষক সেখ ইব্রাহিম আজ চারি পাঁচ দিন হইল আমার নিকট বলে যে, যদি আমি অনুমতি দান করি, তাহা হইলে সে আপনার উদ্যানভবনে মোল্লাগণের একটি সভা বসায়। তাহাকে আমি বলিলাম, আমার বিশ্বাস, পরম ধার্ম্মিক খালিফ মহোদয় ইহাতে যে আপত্তি করিবেন, এরূপ অনুমান হয় না, ভাল, তুমি তোমার ইচ্ছানুসারে ওখানে মোল্লাগণকে সমবেত করিতে পার, আমি খালিফের অনুমতি লইয়া রাখিব। তাহার পর, জাঁহাপনা, নানা কর্ম্মে ব্যস্ত থাকায় আমি আপনার নিকট এ কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আমার অনুমান হইতেছে, সেখ ইব্রাহিম মোল্লাগণকে লইয়া সভা করিতেছে বলিয়াই আলোকমালা প্রজ্জলিত হইয়াছে।"

ছদ্মবেশে খালিফ

খালিফ বলিলেন, "জাফর, তুমি তিনটি গুরুতর অন্যায় করিয়াছ; প্রথমতঃ, সেখ ইব্রাহিমের মত সামান্য একজন ভৃত্যকে এই প্রাসাদ ব্যবহার করিতে দিয়াছ। দ্বিতীয়তঃ, তুমি আমার অনুমতি গ্রহণ কর নাই; তৃতীয়তঃ, তাহার এরূপ করিবার কি অভিপ্রায়, তাহা তুমি অনুসন্ধান কর নাই।—ইহা উজীরের মত কাজ হয় নাই, আমি সেই বৃদ্ধ উদ্যানরক্ষকের কোন দোষ দেখি না, সকল দোষ তোমারই।"

উজীর দেখিলেন, খালিফ তত অধিক ক্রুদ্ধ হন নাই, সুতরাং সকল দোষ নিজের ঘাড়ে লইয়া তিনি মার্জ্জনা প্রার্থনা করিলেন। খালিফ বলিলেন, "একেবারে মার্জ্জনা হইতে পারে না, তবে তোমার অপরাধের লঘু শাস্তি দান করিব। শাস্তি আর কিছুই নয়, এই রাত্রে তোমাকে একটু কষ্ট করিতে হইবে। আমি ঐ উদ্যানভবনে উপস্থিত হইয়া মোল্লাগণের সভা দেখিতে চাই, তুমি ছদ্মবেশে প্রস্তুত হইয়া এস, মসরুরকেও সঙ্গে লও, আমি শীঘ্রই ছদ্মবেশ ধারণ করিতেছি, অবিলম্বে আমাদিগকে ওখানে যাইতে হইবে।"

অনন্তর ছদ্মবেশে তিন জনেই বাহির হইয়া পড়িলেন। উদ্যানভবনের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা দেখিলেন, দ্বার খোলা রহিয়াছে। এত রাত্রিতে দ্বার খোলা দেখিয়া খালিফ বড় বিরক্ত হইলেন। উজীর বলিলেন, "তাড়াতাড়িতেই সেখ ইব্রাহিম দ্বার খুলিয়া রাখিয়া গিয়াছে, বোধ হয়, আজ সে বড় ব্যস্ত, আমরা শীঘ্রই তাহার ব্যস্ততার কারণ বুঝিতে পারিব।"

খালিফ অতি ধীরে সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া, প্রাসাদ-কক্ষের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, পরমরূপবান্ এক যুবক ও অলোক-সামান্যরূপবতী এক রমণীর সঙ্গে বসিয়া সেখ ইব্রাহিম মহানন্দে মদ্য পান করিতেছে। দেখিয়া খালিফের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। সেখ ইব্রাহিম মদ্যপানে বিহ্বল হইয়া বলিল, "সুন্দরি, গান না হইলে মদের আমোদ জমে না। তুমি ত' অনেক গান করিয়াছ, এখন আমি একটু সঙ্গীতচর্চ্চা করি, মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর।"

মজলিসের রসরঙ্গ

সেখ ইব্রাহিম যে বৃদ্ধবয়সে মদ্যচর্চ্চায় সুদক্ষ, খালিফ তাহা জানিতেন না, তাহার কাণ্ড দেখিয়া খালিফ অধিকতর বিস্মিত হইলেন। উজীরকে মৃদুস্বরে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "উজীর, দেখ, তোমার উদ্যানরক্ষক মোল্লাগণকে লইয়া কেমন ধর্ম্মালোচনা করিতেছে!" উজীর একটু দূরে অবস্থান করিতেছিলেন, খালিফ যেরূপ স্বরে তাঁহাকে আহ্বান করিলেন, তাহাতে তাঁহার মনে কিঞ্চিৎ ভয়ের সঞ্চার হইল। তিনি কম্পিত-পদে দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার ভয় শতগুণে বর্দ্ধিত হইল। খালিফ বলিলেন, "লোকগুলার স্পর্দ্ধা দেখ একবার! আমার বাগানে আসিয়া ইহারা আমোদপ্রমোদ করিতে সাহস করে! যাহা হউক, এই যুবক-যুবতীকে দেখিয়া আমার ক্রোধ দূর হইয়াছে, আমি এমন সুন্দরী নারী ও সুন্দর পুরুষ কখন দেখি নাই। ইহারা কে, তাহা জানিতে আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছে, ইহারা কেনই বা এখানে আসিয়াছে, তাহাও জানা দরকার।"

.র সম্মোহন প্রভাব

ইতিমধ্যে সেখ রূপসীকে জিজ্ঞাসা করিল, "সুন্দরি, তুমি কি বীণা বাজাইতে পার?"—রূপসী হাসিয়া বলিলেন, "আনিয়া দেখ।"

উজীরকে সম্বোধন করিয়া খালিফ বলিলেন, "দেখ, ইব্রাহিম বীণা লইয়া সুন্দরীকে বাজাইতে দিতেছে, যদি যুবতী খুব ভাল বাজাইতে পারে, তবে আমি সন্তুষ্ট হইয়া যুবকযুবতীকে ক্ষমা করিব, কিন্তু তোমার ফাঁসি হইবে।"—উজীর বলিলেন, "আল্লা করুন, বাদ্য যেন অতি খারাপ হয়।"—খালিফ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহাতে তোমার লাভ?"—উজীর করযোড়ে বলিলেন, "তাহা হইলে জাঁহাপনার আদেশে ঐ সুন্দর-সুন্দরীর সঙ্গে একত্র মরিতে পারিব, খোদাবন্দ ঐ সুন্দর মুখ দেখিয়া মরিলে মরণেও বুঝি কষ্ট হইবে না।"



খালিফ উজীরের রসিকতায় সন্তুষ্ট হইয়া যবনিকান্তরাল হইতে গীতবাদ্য শুনিতে লাগিলেন।

কিয়ৎকাল সঙ্গীত ও বাদ্য শ্রবণে পরম পুলকিতচিত্তে খালিফ সোপান-শ্রেণী দিয়া নিম্নে অবতরণ করিলেন, উজীরও উৎকণ্ঠিত চিত্তে তাঁহার অনুসরণ করিলেন। খালিফ উজীরকে বলিলেন, "উজীর, এমন উৎকৃষ্ট সঙ্গীত ও এমন মনোহর বাদ্য আমি জীবনে শ্রবণ করি নাই, এমন কি, আমার কালোয়াৎ ইসাক এই সুন্দরীর সহিত তুলনায় অতি নিকৃষ্ট গায়ক। আমার ইচ্ছা, এই সুন্দরীকে সম্মুখে বসাইয়া গীতবাদ্য শুনিব, কিন্তু কি ভাবে ওখানে যাওয়া যায়?"

ব্যাঘ্র-কবলে

উজীর বলিলেন, "জাঁহাপনা, আপনি যদি প্রকাশ্যভাবে উহাদের সম্মুখে যান, তাহা হইলে ইব্রাহিম আপনাকে চিনিবামাত্র ভয়ে প্রাণত্যাগ করিবে।" খালিফ বলিলেন, "আমি বৃদ্ধের মৃত্যুর কারণ হইতে ইচ্ছা করি না। আমার মাথায় একটা মতলব আসিয়াছে। তুমি ও মসরূ এখানে অপেক্ষা কর, আমি আসিতেছি।"

খালিফ বাগানের মধ্যে আসিয়া দেখিলেন, এক জন জেলে বাগানের দ্বার খোলা পাইয়া বাগানে প্রবেশ করিয়া, উদ্যানস্থ পুষ্করিণীতে গোপনে মাছ ধরিতেছে। খালিফ ধীরে ধীরে তাহার নিকটে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। খালিফের ছদ্মবেশ সত্ত্বেও জেলে তাঁহাকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিল; জাল ফেলিয়া সে তাঁহার পদতলে লুটাইয়া প্রাণ ভিক্ষা চাহিল। খালিফ বলিলেন, "তোর কোন ভয় নাই, তুই ওঠ, দেখি কি মাছ পাইয়াছিস্।"

জেলে পাঁচ ছয়টি বড় মাছ পাইয়াছিল। খালিফ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ দুইটি মৎস্য লইয়া দড়ি দিয়া তাহাদের মুখ বাঁধিলেন, তাহার পর বলিলেন, "তোর কাপড় আমাকে দে, আমার কাপড় তুই নে।"—জেলের সহিত পরিচ্ছদ বিনিময় করিয়া, খালিফ তাহাকে বলিলেন, "তুই এখন বাড়ী চলিয়া যা, এখানে অপেক্ষা করিবার আবশ্যক নাই।"

জেলের বেশে

জেলে মহা সন্তুষ্ট হইয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল। খালিফ তখন জেলের বেশ ধারণ করিয়া দুইটি মৎস্য লইয়া উজীর ও মসরুর নিকট উপস্থিত হইলেন। উজীর তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া সক্রোধে বলিলেন, "তোর এখানে কি দরকার রে? চলিয়া যা এখান হইতে।"—খালিফ এই কথা শুনিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। উজীর তখন খালিফকে চিনিতে পারিলেন, লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "জাঁহাপনা, বান্দা আপনাকে চিনিতে পারে নাই, বেয়াদপি মাপ করিতে আজ্ঞা হয়। আপনি এই বেশে সেখ ইব্রাহিমের নিকট উপস্থিত হইলে, সে কোন প্রকারেই আপনাকে চিনিতে পারিবে না।" খালিফ বলিলেন, "তবে তোমরা এখানে অপেক্ষা কর, আমি জেলেগিরি করিয়া আসি।"

সেখ ইব্রাহিমের সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া খালিফ বলিলেন, "সেখজি, আমি করিম জেলে, শুনিলাম, আপনি এখানে বন্ধুবান্ধব লইয়া আমোদ করিতেছেন, আপনার ভাল মাছের দরকার হইতে পারে, তাই আমি দুইটি মাছ লইয়া আসিয়াছি, বড় ভাল মাছ, এইমাত্র নদীতে ধরিলাম।"

মাছের কথা শুনিয়া নৌরেদ্দীন ও রূপসী উভয়েই বড় পুলকিত হইলেন। রূপসী ইব্রাহিমকে বলিলেন, "সেখজি, জেলেকে ডাক, কি রকম মাছ দেখি।"—সেখজীর দিল তখন খুলিয়া গিয়াছিল, একে মদের নেশা, তাহার উপর সুন্দরীর অনুরোধ, তৎক্ষণাৎ জেলেকে ভিতরে আহ্বান করা হইল।

মৎস্য দেখিয়া রূপসী বড় খুসী হইলেন; কিন্তু মদ্যপানে সেখজীর তখন বড় তরল অবস্থা, উঠিবার পর্য্যন্ত সামর্থ্য নাই, সে বলিল, "জেলে ভাই, মাছ দুইটি কুটিয়া আমার পাকশালা হইতে পাক করিয়া আন, পাকের সরঞ্জাম সেখানে সকলই পাইবে।"

সুন্দরীর রন্ধন অনুরোধ

খালিফ বিনা প্রতিবাদে মৎস্যহস্তে উজীরের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "আমাকে ইহারা ভারি আদর করিয়াছে; কিন্তু মাছ কুটিয়া রাঁধিয়া দিবার হুকুম করিয়াছে।" উজীর বলিলেন, "আপনি সে জন্য চিন্তা করিবেন না, আমি রাঁধিয়া দিতেছি, আমার অভ্যাস আছে।"—খালিফ বলিলেন, "রন্ধনের অভ্যাস আমারও আছে, আমিই সব ঠিক করিয়া লইতেছি।"—খালিফ উজীর ও খোজা সর্দ্দারকে সঙ্গে লইয়া পাকশালায় প্রবেশ করিলেন।

মৎস্য-রন্ধন হইলে খালিফ তাহা পাত্রে ঢালিয়া মজলিশে উপস্থিত হইলেন, এবং তাহা রূপসীর সম্মুখে স্থাপন করিলেন। মৎস্যাহারে রূপসী ও নৌরেদ্দীন বড়ই পরিতৃপ্ত হইলেন, তাঁহার মৎস্যের ও রন্ধন-নৈপুণ্যের তারিপ করিতে লাগিলেন। যতক্ষণ তাঁহারা আহার করিলেন, খালিফ নিকটে দণ্ডায়মান রহিলেন।

নৌরেদ্দীন আহারাবসানে খালিফকে বলিলেন, "জেলে, তুমি যে মাছ ধরিয়াছ, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মাছ কখনও খাই নাই।"—নৌরেদ্দীন বুকের পকেট হইতে ত্রিশটি মোহর বাহির করিয়া জেলের হস্তে সমর্পণ করিয়া বলিলেন, "কিছু বকশিস্ লও। যদি আমার আর কিছু থাকিত, তাহাও তোমাকে দান করিতাম, যখন আমার অবস্থা ভাল ছিল, তখন তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় হইলে আমি তোমাকে বড় মানুষ করিয়া দিতাম।"

খালিফ মোহরগুলি গ্রহণ করিয়া নৌরেদ্দীনকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। খালিফ বলিলেন, "মহাশয়, আপনি প্রকৃতই মহানুভব ব্যক্তি, আপনি আমার প্রতি যেরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন, এমন অনুগ্রহ আমি জীবনে কাহারও নিকট লাভ করি নাই, কিন্তু আমার একটি নিবেদন আছে—ওখানে একটি বীণ পড়িয়া আছে দেখিতেছি, বোধ হয়, এই ঠাকুরাণী গানবাজনা করিতে জানেন, আমার একটু গানবাজনা শ্রবণের ইচ্ছা হইয়াছে।"

সুন্দরীদান

নৌরেদ্দীন রূপসীকে গান করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। রূপসী জেলের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন না, তিনি বীণা বাজাইয়া সুস্বরে গান আরম্ভ করিলেন। খালিফ গান শুনিয়া তন্ময় হইয়া পড়িলেন, শতমুখে গায়িকার গান ও বাদ্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

নৌরেদ্দীন প্রসন্নবদনে বলিলেন, "জেলে, দেখিতেছি, তুমি গানবাজনা বড় ভালবাস, এ বিষয়ে তোমার জ্ঞানও আছে, এই সুন্দরীর গানে যখন তুমি এত সন্তুষ্ট হইয়াছ, তখন আমি এই সুন্দরীকে তোমায় দান করিলাম।"—নৌরেদ্দীন গৃহত্যাগের জন্য উঠিলেন।

নৌরেদ্দীনের নিকট এরূপ ব্যবহার পাইবেন, রূপসী ইহা প্রত্যাশা করেন নাই। তিনি দীননয়নে নৌরেদ্দীনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি কোথায় যাও, আগে আমার আরও দুইটি গান শ্রবণ কর।"—নৌরেদ্দীন বসিলেন, তখন রূপসী অশ্রুপূর্ণলোচনে তাঁহার দুঃখময় জীবনের দুই একটি গান গাহিতে লাগিলেন, বীণার ভিতর দিয়া হৃদয়ভাঙ্গা বেদনা যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া বাহির হইতে লাগিল, তাঁহার অসহায় জীবনের করুণ ভাবোচ্ছ্বাস তাঁহার সুমধুর কণ্ঠস্বরে সজীবমূর্ত্তি ধারণ করিল। রূপসী গান সমাপন করিয়া একখানি রুমালে চোখ ঢাকিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন; আসন্ন বিরহ সম্ভাবনায় তাঁহার প্রেমপূর্ণ নারীহৃদয় কাতর হইয়া উঠিল। কিন্তু রূপসীকে দান করিয়া নৌরেদ্দীনের মনে বিন্দুমাত্র ক্ষোভের সঞ্চার হইল না।

সঙ্গীতে সকরুণ মর্ম্মবেদনা

খালিফ বিচলিত হইলেন। তিনি নৌরেদ্দীনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মিঞাসাহেব, আপনার কথা শুনিয়া বোধ হইতেছে, এই সুন্দরী যুবতী আপনার ক্রীতদাসী, আর আপনি ইহার প্রভু।" নৌরেদ্দীন বলিলেন, "করিম, সত্যই অনুমান করিয়াছ, কিন্তু এই সুন্দরী দাসীর জন্য আমাকে যে সকল কষ্ট ও অসুবিধা সহ্য করিতে হইয়াছে, তাহা যদি তুমি শ্রবণ কর, তাহা হইলে শতগুণ অধিক বিস্মিত হইবে," খালিফ বলিলেন, "তবে অনুগ্রহ করিয়া আপনার সেই কাহিনী বর্ণন করুন, শুনিতে আমার বড় ইচ্ছা হইয়াছে।"

তখন নৌরেদ্দীন তাঁহার জীবনের সকল কথা একে একে খালিফের গোচর করিলেন, কোন ঘটনার কথা বাদ দিলেন না। সকল কথা শুনিয়া খালিফ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কোথায় যাইবে মনস্থ করিয়াছ?" নৌরেদ্দীন বলিলেন, "কোথায় যাইব? আল্লা যেথানে লইয়া যান, সেইখানেই যাইব। পৃথিবীর সকল স্থানই আমার কাছে সমান।" খালিফ বলিলেন, "আপনি যদি আমার কথা শোনেন, তবে আপনাকে আর কোথাও যাইতে হইবে না। আপনি বাসোরায় ফিরিয়া যান। আমি আপনার মারফৎ সেখানকার রাজার নামে একখানি পত্র প্রদান করিব। সেই পত্র বাসোরার রাজার হস্তে অর্পণ করিলেই তিনি তাহা পাঠ করিয়া আপনার প্রতি প্রসন্ন হইবেন, আর কেহ আপনার উপর কোন অত্যাচার করিবে না।"

নৌরেদ্দীন বলিলেন, "করিম, তুমি যা যা বলিতেছ, তাহা বড়ই অদ্ভুত কথা। তুমি সামান্য জেলে, তুমি বাসোরার রাজাকে আমার জন্য অনুরোধ করিবে, আর তিনি সেই অনুরোধ রক্ষা করিবেন, এ কিরূপ কথা?"

খালিফ বলিলেন, "মিঞাসাহেব, ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই, আপনাদের দেশের রাজা ও আমি বাল্যকালে এক মৌলবীর কাছে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলাম, ভাগ্যগুণে তিনি আজ রাজা, আমি জেলে, কিন্তু আমাদের পূর্ব্ববন্ধুত্ব নষ্ট হয় নাই, আমি তাঁহাকে যখন যে অনুরোধ করি, তিনি তাহাই রক্ষা করেন, আপনি আমার কথামত চলিয়া দেখিলেই সকল কথাই বুঝিতে পারিবেন।"

গৃহে কাগজ কলম সকলই ছিল। খালিফ তাহা সংগ্রহ করিয়া বাসোরার রাজাকে নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিলেন,—পত্রের প্রথমেই লিখিতে হইল, "করুণাসাগর আল্লার নাম করিয়া এই পত্র লিখিত হইল"—খালিফ যখন তাঁহার অধীনস্থ রাজগণের নিকট অবশ্য পালনীয় কোন আদেশ প্রদান করিতেন, তখন এইরূপ পাঠ লিখিতেন। নিম্নে লিখিত হইল ;—



"মাধীর পুত্র হারুণ অল-রসিদ তাঁহার ভ্রাতা মহম্মদ জিনেকে এই পত্র দ্বারা জানাইতেছেন যে, এই পত্রবাহক, অর্থাৎ খাকান-উজীরের পুত্র নৌরেদ্দীন এই পত্র তাঁহার হস্তে প্রদান করিবামাত্র তিনি তাঁহার রাজপরিচ্ছদে নৌরেদ্দীনকে ভূষিত করিয়া তাঁহাকে সিংহাসনে স্থাপন করিবেন, ইহাতে অন্যথা না হয়। ইতি।"

সুন্দরী-ভাগের দাবী

খালিফ পত্রখানি মুড়িয়া তাহাতে মোহর করিলেন এবং নৌরেদ্দীনকে ইহার মর্ম্মাবগত না করিয়াই তাহা নৌরেদ্দীনের হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন, "এই রাত্রেই জাহাজ বাসোরায় যাত্রা করিবে, আপনি আর বিলম্ব করিবেন না। জাহাজের উপরেই ঘুমাইবেন।" নৌরেদ্দীন পত্র লইয়া তৎক্ষণাৎ যাত্রা করিলেন। রূপসী পারস্যবাসিনী প্রিয়তম কর্ত্তৃক সেই মধ্যরাত্রিতে বিদেশে একাকী পরিত্যক্তা হইয়া সোফায় পড়িয়া আকুলভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

আসন্ন-বিরহের আবেগ

নৌরেদ্দীন প্রাসাদ পরিত্যাগ করিলে সেখ ইব্রাহিম কঠোরদৃষ্টিতে জেলের দিকে চাহিয়া বলিল, "অরে করিম, তুই ত' দুইটি মাছ আনিয়াছিলি, পাঁচগণ্ডা পয়সা বড় জোর তার দাম হইতে পারে। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে তুই ত্রিশটা মোহর ও একটি পরম সুন্দরী দাসী পাইলি। মনে করিস্ না, এ সকলই তুই একাকী ভোগ করিবি, আমাকে দাসীর অর্দ্ধেক ভাগ দিতে হইবে, আর ত্রিশ মোহরের একটিও তুই পাইবি না।"

খালিফ [illegible] করিয়া উদ্যানভবনে লইয়া যাইবার সময় মসরুরকে আদেশ করিয়াছিলেন, রাজপরিচ্ছদ ও চারি জন সশস্ত্র রক্ষী আনিয়া তাহাদিগকে বাতায়ন-অন্তরালে স্থাপন করিতে হইবে, তিনি বাতায়নদ্বারে আঘাত করিবামাত্র তাহারা যেন তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়। মসরুর সেই আদেশ পালন করিয়াছিল।

সুন্দরী বাঁদীর আক্রমণ

খালিফ জেলের বেশেই বলিলেন, "ইব্রাহিম মিঞা, আমি অনায়াসেই তোমাকে এই মোহরগুলির ভাগ প্রদান করিব, কিন্তু এই সুন্দরী বাঁদীর ভাগ দিব না। আমি নিজে উহাকে রাখিব। যদি ইহাতে রাজী না হও, তুমি কিছুই পাইবে না।"

সেখ ইব্রাহিম জেলের কথা শুনিয়া ক্রোধে অগ্নিবৎ হইয়া নিকটবর্ত্তী একখানি কাচের ডিস্ লইয়া, তাহা খালিফের মস্তক লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিল। খালিফ অতি সহজেই সে আঘাত ব্যর্থ করিলেন। ইহাতে সেখ ইব্রাহিম আরও অধিক উত্তপ্ত হইয়া, বাতি লইয়া টলিতে টলিতে গৃহান্তরে বেত আনিতে গেল।

ইতিমধ্যে খালিফ বাতায়নে করাঘাত করিবামাত্র চারিজন সশস্ত্র খোজা খালিফের পরিচ্ছদ লইয়া, সেই গৃহে প্রবেশ করিল এবং অতি ক্ষিপ্রহস্তে খালিফকে তাঁহার পরিচ্ছদে সজ্জিত করিল। সুসজ্জিত খালিফ তাঁহার সিংহাসনে উপবেশন করিয়াছেন, এমন সময় বেত্র-হস্তে সেখ ইব্রাহিম সেই কক্ষে পুনঃ প্রবেশ করিল, কিন্তু জেলের পরিত্যক্ত বস্ত্র ভিন্ন জেলেকে পাইল না, দেখিল, সিংহাসনে খালিফ উপবিষ্ট! খালিফ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "সেখ ইব্রাহিম, তুমি কি চাও?"—মুহূর্ত্তমধ্যে সেখ ইব্রাহিমের নেশা ছুটিয়া গেল, হাত হইতে বেতখানা খসিয়া পড়িল; সে বুঝিল, ছদ্মবেশী খালিফের সঙ্গেই সে এতক্ষণ কথা কহিয়াছে। সেখ ইব্রাহিম খালিফের পদতলে পড়িয়া মার্জ্জনা ভিক্ষা করিল। খালিফ বলিলেন, "ওঠ্, আমি তোর অপরাধ মার্জ্জনা করিলাম।"

রূপসী পারস্যবাসিনী 'জেলের হাতে পড়িলাম' ভাবিয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছিলেন। নৌরেদ্দীনকে সত্যই তিনি ভালবাসিতেন, তাঁহার বিরহে তিনি অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন, এই সকল কাণ্ড দেখিয়া তাঁহার রোদন বন্ধ হইয়া গেল, তিনি বুঝিলেন, এ জেলে আর কেহ নহে, স্বয়ং খালিফ। এই উদ্যান ও প্রাসাদ সেখ ইব্রাহিমের নহে, খালিফের। তাঁহার ভয় বিস্ময়ে পরিণত হইল। খালিফ রূপসীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "সুন্দরী পারস্যবাসিনি, তুমি উঠিয়া আমার সঙ্গে এস, আমি কে, তাহা বোধ করি এক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছ। নৌরেদ্দীনের মত সহৃদয় ও দাতা লোক আমি আর দেখি নাই, তাঁহাকে আমি উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করিয়াছি। আমি তাঁহাকে বাসোরার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। আমি শীঘ্রই তোমাকে তোমার স্বামীর নিকট পাঠাইব, আপাততঃ তুমি আমার প্রাসাদে কয়েক দিন বাস কর, আমার মহিষী তোমার প্রতি রাজ্ঞীর ন্যায় সম্মান প্রদর্শন করিবেন।" এই কথায় রূপসী আশ্বস্তা হইলেন, তাঁহার নয়নাশ্রু শুষ্ক হইল, তিনি সহাস্যমুখে খালিফের অনুগমন করিলেন।

খালিফের পুরস্কার

নৌরেদ্দীন বাসোরায় প্রত্যাগমন করিয়া আত্মীয়-বন্ধুগণের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়াই একেবারে রাজদরবারে উপস্থিত হইলেন। তিনি সকল লোকের ভিতর দিয়া রাজার সন্নিকটবর্ত্তী হইলেন এবং রাজার হস্তে সেই পত্র প্রদান করিলেন। রাজা পত্র পাঠ করিয়া মহা আতঙ্কিত হইলেন, তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল। তিনবার সেই পত্র চুম্বন করিয়া তিনি নৌরেদ্দীনের প্রচণ্ড শত্রু সাবয় উজীরকে তাহা প্রদান করিলেন।

ফকিরাণী বলিল, "সকলই অতি সুন্দর, যেমন বাগান, তেমনই বাড়ী, সাজসজ্জাও চূড়ান্ত ; কিন্তু আমার মনে হয়, ইহাতে একটি অভাব রহিয়া গিয়াছে। আপনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তাই বলিতে হইতেছে, নতুবা বলিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। আমি এই বাড়ীতে তিনটি জিনিসের অভাব দেখিতেছি।"

রাজকন্যা বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "বলুন, মা, বলুন, কি কি তিনটি জিনিসের অভাব দেখিতেছেন, শুনিবার জন্য আমার অত্যন্ত আগ্রহ হইয়াছে। সাধ্য হইলে, আমি সেই তিনটি দ্রব্য সংগ্রহ করিতে ত্রুটি করিব না।"

প্রাসাদে বীর ৬৩০ বৈচিত্র্যের অভাব

ফকিরাণী বলিল, "প্রথম অভাব, ইহাতে বাক্‌শক্তিবিশিষ্ট পক্ষী নাই, ইহা এক অসাধারণ পক্ষী, নাম বুলবুল হেজার। এই পক্ষী থাকিলে, সকল জাতীয় পক্ষীই তাহার সঙ্গীতে আকৃষ্ট হইয়া, তাহার নিকটে উপস্থিত হয়। দ্বিতীয় অভাব, আপনার বাগানে সঙ্গীতকারী বৃক্ষ নাই, এই বৃক্ষের প্রত্যেক পত্র এক একটি মুখ, প্রত্যেক পত্র হইতে সুললিত সঙ্গীতধ্বনি উৎসারিত হয়, অতি মধুর সঙ্গীত, সম্পূর্ণরূপে সুরলয়বদ্ধ। তৃতীয় অভাব, আপনার প্রাসাদে স্বর্ণবর্ণ জল নাই, এই জল এক বিন্দু কোন পাত্রে রাখিলেই অতি অল্পসময়ের মধ্যে পাত্র পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। তাহার পর সেই পাত্রের মধ্যে একটি সুন্দর নির্ঝর সৃষ্টি হইয়া, অবিরত নির্ঝরধারা ঝরিতে থাকে, কখনও তাহা শেষ হয় না। এই তিনটি অদ্ভুত দ্রব্য আপনার প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যানে থাকিলেই উদ্যানের সকল ত্রুটি দূর হয়।"

রাজকন্যা বলিলেন, "মা, আপনি এই কয়টি জিনিসের কথা জানাইয়া আমাকে অত্যন্ত বাধিত করিলেন। পৃথিবীতে যে এরূপ বিচিত্র পদার্থ আছে, তাহা আমি জানিতাম না, কিন্তু তাহা কোথায় পাওয়া যায়, আমাকে দয়া করিয়া বলিয়া দিন।"

ফকিরাণী বলিল, "মা, আপনি আমার প্রতি যে সৌজন্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে আমি আপনাকে এই কয়টি অদ্ভুত সামগ্রীর সন্ধান বলিয়া না দিলে, আমার অত্যন্ত অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। এই রাজ্যের মধ্যেই ঐ তিনটি দ্রব্য আছে, পারস্যরাজ্যের সীমান্তে ভারতবর্ষ-সন্নিকটে ইহা দেখিতে পাওয়া যাইবে। আপনার প্রাসাদের নিকট দিয়া যে পথ গিয়াছে, যদি কেহ বিশ দিন ধরিয়া ক্রমাগত এই পথে চলিতে থাকে, তাহা হইলে শেষ দিন সে যাহাকে দেখিতে পাইবে, সেই ব্যক্তি বাক্‌শক্তিসম্পন্ন পক্ষী, সঙ্গীতকারী বৃক্ষ ও স্বর্ণবর্ণজলের সন্ধান বলিয়া দিতে পারিবে।" ফকিরাণী এই সকল কথা শেষ করিয়া, রাজকন্যার নিকট বিদায় গ্রহণ করিল।

জিনিস তিনটি কিরূপে হস্তগত করা যাইবে, রাজকুমারী এ সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় পুত্রদ্বয় মৃগয়া হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেন, তাঁহারা রাজকন্যাকে অত্যন্ত বিমনা ও চিন্তাকুল দেখিতে পাইলেন। এমন কি, তাঁহারা যে আসিয়াছেন, রাজকন্যা অন্যমনস্কতাবশতঃ তাহাও বুঝিতে পারিলেন না।

বাহমান প্রথমে কথা বলিলেন, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগিনি, তোমার কি হইয়াছে? তোমার সে প্রফুল্লভাব কোথায় গেল? তুমি কি অসুস্থ হইয়াছ? তোমাকে আজ চিন্তাকুল দেখিতেছি কেন? কেহ কি তোমার কোন অপমান করিয়াছে? তোমার ক্ষোভের কারণ প্রকাশ কর, আমরা তাহা দূর করিতে পশ্চাৎপদ হইব না।"

প্রিয় ভগিনীর মনোরঞ্জন

রাজকন্যা অনেকক্ষণ পর্যন্ত কোন উত্তর করিলেন না, এক স্থানেই স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন ; তাহার পর অবনতবদন না তুলিয়া, দৃষ্টি না ফিরাইয়া, অত্যন্ত ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "না ভাই, আমার ক্ষোভের কোন কারণ ঘটে নাই, আমায় কেহ অপমানও করে নাই।"

বাহমান বলিলেন, "না ভগিনি, তুমি আমার নিকট প্রকৃত কথা গোপন করিতেছ, নিশ্চয়ই কিছু গুরুতর ঘটনা ঘটিয়াছে, তোমার মুখ দেখিয়াই আমি তাহা বুঝিতে পারিতেছি। বিশেষ কারণ ব্যতীত কখনও তোমাকে এমন বিষাদিতা দেখিতাম না। এত দিন পরে তুমি কি আমাদিগকে পর মনে করিতে আরম্ভ করিলে? নতুবা তোমার মনের কথা প্রকাশ করিতে সঙ্কুচিত হইবে কেন?"

রাজকন্যা বলিলেন, "ব্যাপার বিশেষ কিছুই নহে, তোমাদের নিকট তাহা প্রকাশ করিব না ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু তোমরা যখন এত পীড়াপীড়ি করিতেছ, তখন বলি শোন। আমাদের পরলোকগত পিতা আমাদের জন্য যে গৃহ ও উদ্যান নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা সুন্দর বটে; কিন্তু তিনটি সামগ্রীর অভাব আছে, সেই তিনটি দ্রব্য সংগ্রহ করিতে পারিলেই আমাদের এই প্রাসাদ সকল বিষয়ে পৃথিবীর অন্য সকল প্রাসাদকেই পরাস্ত করিতে পারে। এক জন ফকিরাণী আমাকে এ কথা বলিয়া গিয়াছেন, যে স্থানে ঐ সকল সামগ্রী লাভ করিতে পারা যাইবে, তাহাও তিনি বলিয়া গিয়াছেন, জিনিস তিনটির মধ্যে প্রথমটি বাক্‌শক্তিসম্পন্ন পক্ষী, দ্বিতীয়টি সঙ্গীতকারী বৃক্ষ, তৃতীয় সুবর্ণের জল। আমি বুঝিতেছি, আমাদের গৃহ ও উদ্যানসজ্জার পক্ষে এই তিনটি জিনিস অত্যন্ত প্রয়োজনীয়; সুতরাং তাহা হস্তগত না হইলে আমি কোনক্রমে সুখী হইতে পারিতেছি না। তোমরা এই তিনটি তেমন প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচনা করিবে কি না, জানি না, তবে আমি ইহা যেমন করিয়াই হোক, সংগ্রহ করিতে চাই, যদি এ বিষয়ে তোমরা আমার সাহায্য কর, তাহা হইলে আমি বড়ই উপকৃত হইব।"

বাক্‌শক্তিশালী পাখী, সঙ্গীতকারী বৃক্ষ, সুবর্ণের জল

রাজপুত্র বাহমান বলিলেন, "ভগিনি, তোমার নিকট যে দ্রব্য প্রয়োজনীয় আমাদের নিকট তাহা অনাবশ্যক নহে, আমরা তাহার প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ করিতে পারি না। তোমার কথা শুনিয়া, জিনিস কয়টি সংগ্রহ করিবার জন্য আমিও বিশেষ আগ্রহবান্ হইয়াছি; ইহা হস্তগত করিবার জন্য আমি সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিব। আমি আগামী কল্যই তাহাদের সন্ধানে যাত্রা করিব। কোন্ পথে যাইতে হইবে, তাহা আমাকে বলিয়া দাও; আমি আর এক দিনও বিলম্ব করিব না।"

রাজপুত্র পার্ব্বিজ বলিলেন, "দাদা, তোমার বাড়ী ছাড়িয়া যাওয়া কর্ত্তব্য নয়। তুমি আমাদের অভিভাবক, তুমি বাড়ীতেই থাক, আশা করি, আমাদের স্নেহময়ী ভগিনীও এ বিষয়ে অন্যমত প্রকাশ করিবে না; এ বিষয়ে তোমারও অমত করা উচিত নয়।"

অসাধ্যসাধনের অভিযান

বাহমান বলিলেন, "পার্ব্বিজ, তোমার সংকল্প মহৎ, কিন্তু আমি তোমাদের সকলের বড়, কোন দায়িত্বপূর্ণ গুরুতর কার্য্য সম্পাদনের চেষ্টা করা সর্ব্বপ্রথমে আমারই কর্ত্তব্য। আমি অক্ষম হইলে তোমরা সেজন্য চেষ্টা করিতে পার। আমি যাই, তুমি আমাদের প্রিয়তমা ভগিনীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এখানে অবস্থান কর।" বাহমান তৎক্ষণাৎ যাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত হইলেন, সমস্ত দিন তাহাতেই অতিবাহিত হইল।

পরদিন প্রভাতে রাজপুত্র বাহমান ভ্রাতা ও ভগিনীকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া, অশ্বে আরোহণ করিলেন। তিনি যখন বিদায় গ্রহণ করিলেন, ঠিক সেই সময়ে রাজকন্যার মনে পড়িল, হয় ত' পথে তাঁহার দাদার জীবন বিপন্ন হইতেও পারে। রাজকন্যা বলিলেন, "দাদা, পথে নানা প্রকার বিপদ আছে, তুমি যে বিপদে পড়িতে পার, আশার উল্লাসে সে কথা আমার মনে একেবারেই উদয় হয় নাই, কে জানে, আমরা আবার তোমাকে ফিরিয়া পাইব কি না! তোমার আর গিয়া কাজ নাই, অশ্ব হইতে নামো, ঐ সকল দুষ্প্রাপ্য জিনিস না হইলে আমাদের দিন চলিয়া যাইবে, কিন্তু যদি তুমি ঐ সকল দ্রব্য সংগ্রহ করিতে গিয়া বিপদে পড়, তাহা হইলে আর আমাদের আক্ষেপের সীমা থাকিবে না।"

সাবয় পত্র পাঠ করিয়া রাজার অপেক্ষা অধিক ভীত ও বিস্মিত হইলেন। তিনি দুই তিনবার পত্রখানি পাঠ করিলেন, তাহার পর পত্রের উপরে ক্ষুদ্র অক্ষরে যে কয়টি কথা লেখা ছিল—(করুণাসাগর আল্লার নাম করিয়া এই পত্র লিখিত হইল)—সেই কথা কয়টি অন্তের অদৃশ্যভাবে ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। সেই টুক্‌রাটুকু তিনি খাইয়া ফেলিলেন।

সাবয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, এখন কি কর্ত্তব্য মনে করিতেছেন?"—রাজা বলিলেন, "খালিফের আদেশ পালন ভিন্ন আর কি কর্ত্তব্য আছে? তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তদনুসারেই কাজ করিতে হইবে।"—সাবয় বলিলেন, "আমার তাহাতে কোন কথা বলিবার নাই, কিন্তু এ লেখা খালিফের হইলেও ইহাতে জরুরি চিহ্ন নাই। নৌরেদ্দীনের অভিযোগ শুনিয়াই সম্ভবতঃ খালিফ তাহাকে এই পত্র দান করিয়াছেন, আপনাকে পদচ্যুত করা খালিফের ইচ্ছা নহে। আপনি এই আদেশে অবজ্ঞা প্রকাশ করিলে কোন ক্ষতি হইতে পারে না, এজন্য সমস্ত দায়িত্ব আমি গ্রহণ করিলাম।"

কারাগৃহে প্রেমিক বন্দী

রাজা নৌরেদ্দীনকে সাবয়ের হস্তে সমর্পণ করিলেন। সাবয় তাঁহাকে গৃহে লইয়া গিয়া বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত করিলেন। তাহার পর প্রহারে নৌরেদ্দীন অজ্ঞান হইয়া পড়িলে তাঁহাকে ভূগর্ভস্থ এক অন্ধকার গৃহে নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহার আহার ও পানের জন্য এক টুকুরা রুটী ও খানিক জল সেই গৃহে রক্ষিত হইল।

সেই কারাকক্ষে সংজ্ঞালাভ করিয়া, নৌরেদ্দীন হতাশভাবে আক্ষেপ করিতে লাগিলেন, বলিলেন, "জেলেটা আমাকে কি প্রতারণাই করিয়াছে! আমি ত' তাহার প্রতি কোন অন্যায় ব্যবহার করি নাই, বরং তাহার যথেষ্ট উপকার করিয়াছি, সে এইরূপে প্রত্যুপকার করিল? আমি কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারি না যে, জেলের অভিসন্ধি মন্দ ছিল, এরূপ হইবার কোন কারণ ত' কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।"

নৌরেদ্দীন পরদিনও সেই কারাপ্রকোষ্ঠে বাস করিলেন। সাবয় নৌরেদ্দীনকে নিহত করিবার সংকল্প করিয়া, অভিপ্রায়-সিদ্ধির জন্য একটা উপায় উদ্ভাবন করিলেন, পাছে খালিফের ক্রোধভাজন হইতে হয়, এই ভয়ে স্বহস্তে তাঁহাকে দণ্ডিত করিতে সাহস করিলেন না। তিনি পঞ্চাশ জন ভৃত্যের মস্তকে কতকগুলি উপহারদ্রব্য চাপাইয়া দিয়া, তাহা রাজসন্নিধানে লইয়া চলিলেন, এবং রাজাকে বলিলেন, "মহারাজ, নূতন রাজা নৌরেদ্দীন সিংহাসন লাভ করিয়া আপনাকে এই উপহার পাঠাইয়াছেন।" রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া নৌরেদ্দীনের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিলেন।

শত্রু-সংহারের সমারোহ

উজীর সাবয় করযোড়ে বলিল, "জাঁহাপনা, নৌরেদ্দীন আমাকে সাধারণের সম্মুখে যে ভাবে অপমানিত করিয়াছে, তাহা জানেন, আমার প্রার্থনা, তাহাকেও সাধারণের সম্মুখে প্রকাশ্যভাবে হত্যা করা হউক এবং তাহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রত্যেক রাজপথে বিঘোষিত হউক।" রাজা এই প্রার্থনাই মঞ্জুর করিলেন। নগরের লোক ঘোষণা শুনিয়া নৌরেদ্দীনের পিতার গুণগ্রাম স্মরণ করিয়া, নৌরেদ্দীনের দুর্ভাগ্যের জন্য পরিতাপ করিতে লাগিল।

অতঃপর উজীর নৌরেদ্দীনকে একটি বেতো ঘোড়ায় চড়াইয়া, নগরের পথ দিয়া বধ্যস্থানে লইয়া চলিলেন, প্রাসাদ-সন্নিকটে তাঁহার বধ্যভূমি স্থির হইয়াছিল। রাজা স্বয়ং শত্রু-সংহার দেখিতে আসিলেন। চতুর্দ্দিকে বহুসংখ্যক লোক এই শোচনীয় দৃশ্য দেখিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিল। ঘাতককে হত্যার জন্য প্রস্তুত হইতে আদেশ করিলে ঘাতক নৌরেদ্দীনকে বলিল, "আমি রাজভৃত্য মাত্র, রাজাদেশ পালন করিতেছি, আমার অপরাধ লইবেন না। মৃত্যুর জন্য আপনি প্রস্তুত হন।"

নৌরেদ্দীন পিপাসায় কাতর হইয়া একটু জল চাহিলেন। সাবয় বলিলেন, "ঘাতক, কাজ শেষ কর, ও জাহান্নামে পৌছিয়া জলপান করিবে।" উজীরের এই কথায় উপস্থিত সকল লোক তাঁহার উপর মহাবিরক্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু কেহ প্রকাশ্যভাবে কোন কথা বলিতে সাহস করিল না। এই সঙ্কটাপন্ন মুহূর্ত্তে রাজা অশ্বপৃষ্ঠ হইতে দূরবর্ত্তী প্রান্তরের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "উজীর, বহু অশ্বের পদধূলি দেখিতেছি, এ কাহার অশ্বারোহী ?" উজীর বলিলেন, "যাহারই হউক, পরে জানা যাইবে ; প্রথমে ফাঁসিটা হইয়া যাউক।"—রাজা বলিলেন, "তাহা কখন হইবে না, আগে দেখি, উহারা কোথা হইতে আসিতেছে।" দেখিতে দেখিতে উজীরশ্রেষ্ঠ জাফর নিশান উড়াইয়া, অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া অশ্বারোহী সৈন্যদলের সহিত বধ্যভূমিতে উপস্থিত হইলেন।

ফাঁসীর পর বিচার হইবে !

খালিফ নৌরেদ্দীনকে পত্রসমেত বাসোরায় পাঠাইয়া পাঁচ ছয় দিন পর্য্যন্ত সনন্দ পাঠাইতে বিস্মৃত হইয়াছিলেন, একদিন তিনি প্রাসাদাভ্যন্তরে বিচরণ করিতে করিতে শুনিলেন, একটি প্রকোষ্ঠ হইতে বীণার সুরের সহিত অতি মধুর কণ্ঠধ্বনি উত্থিত হইতেছে। গান শুনিয়া তিনি এক জন খোজাকে গায়িকার পরিচয় জানিয়া আসিবার জন্য পাঠাইলেন। খোজা আসিয়া পরিচয় দিলে তিনি জানিতে পারিলেন, প্রিয়তমের বিরহে রূপসী পারস্যবাসিনী সঙ্গীতে খেদ করিতেছেন।

করুণ-মূর্চ্ছনায় সৌভাগ্যোদয়

সহসা খালিফের পূর্ব্বকথা স্মরণ হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ উজীর জাফরকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "তুমি অবিলম্বে বাসোরায় যাত্রা কর, নৌরেদ্দীনের সনন্দ পাঠান হয় নাই, কথাটা আমি একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলাম, তুমি স্বয়ং সনন্দ দিয়া আসিবে, আর যদি দেখ, সাবয় শত্রুতাসাধনের জন্য তাহার প্রাণবধ করিয়াছে, তাহা হইলে তাহার প্রাণদণ্ড করিবে, অন্যথা রাজা ও উজীরকে এখানে ধরিয়া লইয়া আসিবে।"

জাফর রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তৎক্ষণাৎ নৌরেদ্দীনকে তাঁহার সমীপে উপস্থিত করাইলেন এবং তাঁহার পরিবর্ত্তে সাবয়ের প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিলেন। খালিফের অনুমতির অপেক্ষায় সাবয়ের প্রাণদণ্ড সে সময়ে স্থগিত রহিল।

নৌরেদ্দীন সাবয়ের নিকট কিরূপ ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা শুনিয়া খালিফ ক্রুদ্ধভাবে আদেশ করিলেন, "নৌরেদ্দীন, সাবয়ের মস্তক স্বহস্তে ছেদন করিবে।" নৌরেদ্দীন বলিলেন, "না জাঁহাপনা, আমি আমার হস্ত এ ভাবে কলুষিত করিতে ইচ্ছা করি না।" তখন খালিফ নৌরেদ্দীনকে বাসোরার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইতে বলিলেন, কিন্তু নৌরেদ্দীন তাহাতেও সম্মত হইলেন না। খালিফ নৌরেদ্দীনের প্রার্থনানুসারে তাঁহাকে সুহৃদ গণ্য করিয়া নিজের কাছে রাখিলেন, ধনসম্পত্তি, দাসদাসী, গৃহ কোন দ্রব্যেরই অভাব হইল না। রূপসী পারস্যবাসিনীও নৌরেদ্দীনের সহিত সম্মিলিত হইয়া, পরম সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। বাসোরার রাজাকে খালিফ অত্যন্ত তিরস্কার করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। কেবল উজীর সাবয়ের কোনক্রমে প্রাণ-রক্ষা হইল না। ঘাতক-হস্তে তাঁহার শির দেহচ্যুত হইল।

* * * * *

রাজকুমার বাদের ও রাজকন্যা

খোরাসানের রাজা সাহ্রিমান দীর্ঘকাল মহাপরাক্রমে রাজ্যশাসন করিয়া, ক্রমে প্রৌঢ়ত্বের সীমান্তভাগে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু এক বিষয়ে তিনি আপনাকে বড় দুর্ভাগ্য জ্ঞান করিতেন, তাঁহার কোন সন্তান ছিল না। তাঁহার শতাধিক রাজ্ঞীর মধ্যে কেহই তাঁহাকে সন্তান উপহার দিতে সমর্থ হন নাই। পুত্রার্থে তিনি বিভিন্ন দেশ হইতে বহুব্যয়ে অনেক সুন্দরী ক্রয় করিয়া আনিলেন; কিন্তু সকলেই বন্ধ্যা হইল।

এক দিন রাজা রাজকর্ম্মে ব্যস্ত, এমন সময় এক জন খোজা সংবাদ দিল, দূরদেশ হইতে এক সদাগর এক রূপবতী দাসী লইয়া আসিয়াছে, রাজসাক্ষাৎ প্রার্থনা করে। রাজা দরবার-ভঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি দিলেন।

সভাভঙ্গে পাত্রমিত্রগণ সকলে স্বস্থানে প্রস্থান করিলে, রাজা সদাগরের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। দাসীর প্রসঙ্গ উঠিলে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন দাসী, সুন্দরী?"—সদাগর বলিলেন, "মহারাজ, স্বয়ং চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিতে পারেন। অনুমতি করিলেই সুন্দরীকে মহারাজের শ্রীচরণে উপস্থিত করিতে পারি।"

রাজাদেশে দাসী তাঁহার নিকট নীত হইল। দাসীর রূপ দেখিয়াই রাজা মুগ্ধ হইলেন। রাজা তৎক্ষণাৎ দাসীটিকে ক্রয় করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। দাম জিজ্ঞাসা করায় সদাগর বলিল, "আমি ইহাকে হাজার মোহরে ক্রয় করিয়াছি, তিন বৎসর ধরিয়া ইহার প্রতিপালনে ও শিক্ষায় আমার আরও হাজার মোহর খরচ হইয়াছে; মহারাজের কাছে দরদাম করিতে ইচ্ছুক নহি, আমি দাসীটিকে মহারাজের চরণে উপহার দান করিতে ইচ্ছা করি।" রাজা বলিলেন, বিদেশ হইতে যে সকল সদাগর ব্যবসার করিতে আসে. তাহাদিগের নিকট হইতে উপহার গ্রহণে আমার ইচ্ছা নাই। তুমি দশ সহস্র স্বর্ণ-মুদ্রা লইয়া তরুণী দাসীটিকে আমার নিকট বিক্রয় কর।"—সদাগর মহাসন্তুষ্টচিত্তে মূল্য লইয়া স্বদেশে চলিয়া গেল, সুন্দরী রাজান্তঃপুরে প্রেরিত হইল। রাণীর মত সে প্রতিপালিত হইতে লাগিল। দাসীগণ এই নবক্রীতা মহিষীকে সুসজ্জিত করিবার জন্য তিন দিন সময় প্রার্থনা করিল। তিন দিন পরে রাজা প্রেমব্যাধিতে প্রপীড়িত হইয়া সুন্দরীসম্ভাষণে যথানির্দ্দিষ্ট প্রাসাদ-কক্ষে প্রবেশ করিলেন।



আনমনা সুন্দরী

রাজা দেখিলেন, রাজ্ঞী বাতায়নপথে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া, সমুদ্রের দিকে চাহিয়া আছেন। রাজাকে দেখিয়াও তিনি সোফা হইতে উঠিলেন না। অভ্যর্থনা করা ত' দূরের কথা।

রাজা নূতন প্রেমিকার এইরূপ ব্যবহারে বড় বিস্মিত হইলেন, এমন সুন্দরী, কিন্তু সাংসারিক ব্যবহার সম্বন্ধে এমন অজ্ঞ! রাজা রাণীর নিকটে আসিয়া তাঁহাকে কত আদর করিলেন, সোহাগ আগ্রহভরে সুন্দরীর যৌবন-পুষ্পিত ওষ্ঠাধরে সহস্র চুম্বনরেখা মুদ্রিত করিয়া দিলেন,—আলিঙ্গনে রাণীর পেলবলীবন্ন দেহকে পিষ্ট করিলেন। তথাপি রাজ্ঞী নির্ব্বাক্‌!

নির্ব্বাক প্রেমিকা

রাজার মনে তথাপি অসন্তোষের সঞ্চার হইল না, তিনি রূপসী-রাণীকে ক্রোড়ে বসাইয়া অসংখ্য ভালবাসার কথা জানাইলেন, পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি কোন দুঃখ কি ক্ষোভের কারণ থাকে, তাহা জানাইতে বলিলেন, কিন্তু সুন্দরী নিরুত্তর!

অতঃপর রাজা দাসীগণকে আহারাদির আয়োজন করিতে বলিলেন, রাণীকে সম্মুখে লইয়া তিনি আহারে বসিলেন, কিন্তু যুবতী অবনতদৃষ্টিতে আহার করিতে লাগিলেন, একটিও কথা বলিলেন না।

অবশেষে রাজা ভাবিলেন, এ কি বোবা! এমন সুন্দর রূপ, এমন কমনীয় কান্তি, এমন লাবণ্যময় দেহ, সর্ব্বদেহে যৌবন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে, অথচ যুবতী বাক্‌শক্তিহীনা? বিধাতা কখন কি এমন অন্যায় বিচার করিতে পারেন? রাজা দাসীগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহারা রাণীকে কোন কথা বলিতে শুনিয়াছে কি না। তাহারা বলিল, "আমরা এ কয় দিনের মধ্যে তাঁহার একটিও কথা শুনি নাই, আমরা ইহার কোন কারণও অনুমান করিতে পারি নাই।"

রাজা দাসীগণের মুখে এই কথা শুনিয়া অধিকতর বিস্মিত হইলেন, যদি কোন দুঃখে সুন্দরী নির্ব্বাক্‌ভাবে অবস্থান করিয়া থাকেন ভাবিয়া, রাজা নৃত্যগীতের আয়োজন করিতে বলিলেন। রমণীগণ গান গাহিতে, নাচিতে, আমোদপ্রমোদ করিতে লাগিলেন, কিন্তু রাণী এক ধারে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

রাজা পরিমান দাসীদিগকে বিদায় করিয়া দিয়া, আলোকিত প্রমোদকক্ষে তরুণীর সাহচর্য্যে একাই যাপন করিবার সংকল্প করিলেন। তিনি তরুণীকে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিয়া প্রণয়পূর্ণ মৃদুস্বরে বলিলেন, "সুন্দরি! তোমার সৌন্দর্য্যে আমি বিমুগ্ধ হইয়াছি। আমার শত শত শয্যাসঙ্গিনী আছে, মহিষী আছেন, কিন্তু তথাপি আমি তোমাকে আমার প্রধানা মহিষীর পদে প্রতিষ্ঠিত করিব। তুমি একবার আমার সহিত কথা বল।"

কিন্তু তরুণী তথাপি নীরব রহিলেন, তবে রাজার আলিঙ্গনপাশ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া লইলেন না। রাজার ব্যবহারে তিনি যে অপ্রসন্ন নহেন, তাঁহার ব্যবহারে তাহা পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। রাজা পুনঃ পুনঃ তরুণীকে সোহাগ করিয়াও, তাঁহার মুখের কথা শুনিবার সৌভাগ্য লাভ করিলেন না।

যৌবনের জয়টীকা

উজ্জ্বল দীপালোকে সুন্দরীর ভুবন-ভুলান রূপ উথলিয়া উঠিতে লাগিল। রাজা আত্মবিস্মৃত হইয়া সেই রূপের সাগরে ভাসিতে লাগিলেন। তরুণীর সুগঠিত দেহে যৌবনের জয়টীকা দর্শনে রাজা প্রেমাবেশে তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া, অতুল সুখ অনুভব করিলেন। তিনি বুঝিলেন, এই অপূর্ব্ব কুসুমটি অনাঘ্রাত—পুরুষের কলুষিত স্পর্শ পূর্ব্বে ইঁহার কৌমার্য্য হরণ করিতে পারে নাই। রাজা মহানন্দে তাঁহার সহিত নিশা-যাপন করিলেন। সুন্দরীর পক্ষ হইতে কোন প্রকার প্রতিবাদের লক্ষণ প্রকাশ পাইল না।

মদনোৎসবে এক বৎসর কাটিয়া গেল, রাজা এক দিনও রাণীর মুখে কোন কথা শুনিতে পাইলেন না। কিন্তু সে জন্য রাণীর প্রতি তাঁহার প্রেমের হ্রাস হইল না, তিনি তাঁহার প্রতি প্রেম, অনুগ্রহ ও যত্ন প্রকাশে ত্রুটি করিলেন না। প্রতিদিন তাঁহার প্রণয়াবেগ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কিন্তু রাণীর মুখে কথা ফুটিল না, এক দিনের জন্যও তাঁহার মুখে হাসি দেখা গেল না। রাজা কত কথা বলিতেন, রাণী নতদৃষ্টিতে শুনিতেন, কোন কথা যে তিনি বুঝিতে পারিতেছেন, তাঁহার মুখ দেখিয়া একূপ ভাব প্রকাশ হইত না।

অবশেষে রাণীর মৌনভঙ্গ হইল। একদিন তিনি রাজাকে বিস্মিত ও পুলকিত করিয়া বলিলেন, "মহারাজ! আমার মৌনব্রত এত দিনে ভঙ্গ হইয়াছে, আপনাকে আমার অনেক কথা বলিবার আছে, কিন্তু কোথা হইতে যে কথা আরম্ভ করি, কোন্ কথা আগে বলিয়া কোন্ কথা পরের জন্য রাখিয়া দিই, তাহা কিছুই ভাবিয়া পাইতেছি না। আপনি আমার প্রতি যে অসংখ্য অনুগ্রহরাশি বর্ষণ করিয়াছেন, সে জন্য সর্ব্বপ্রথমে আপনাকে ধন্যবাদ প্রদান করা আমার কর্ত্তব্য। যাহা হউক, আমি বিশেষ আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, আপনার এই অসীম অনুগ্রহ ব্যর্থ হয় নাই, ইহার পরিবর্ত্তে আমি আপনাকে একটি সন্তান উপহার দান করিব, ভরসা করি, আমার গর্ভস্থ সন্তান পুত্রসন্তানই হইবে। যদি আমার গর্ভে সন্তান জন্মগ্রহণ না করিত, তাহা হইলে আমার জীবনে মৌনব্রতের অবসান হইত না; আমি আজীবন নির্ব্বাক থাকিতাম এবং আপনাকে কখন ভালবাসিতাম না; কিন্তু এখন আমি আপনাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসি, চিরদিন এমনই ভালবাসিব।" এই বলিয়া রাণী বৃদ্ধ রাজার আবক্ষোবিলম্বিত শ্বেত শ্মশ্রু চুম্বন করিলেন। রাজাও শুভসংবাদে আনন্দপূর্ণ-হৃদয়ে রাজ্ঞীকে আলিঙ্গন দান করিলেন। রাজার হৃদয় অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসে ভাসিতে লাগিল। রাজা সেই আনন্দ সর্ব্বসমক্ষে জ্ঞাপন করিবার জন্য দরিদ্রগণের মধ্যে ও দেশের নানাবিধ সৎকার্য্যে লক্ষ স্বর্ণ-মুদ্রা বিতরণের আদেশ প্রদান করিলেন।

এই আদেশ দান করিয়া রাজা মহিষীর কক্ষে প্রত্যাগমন করিলেন, রাণীকে বলিলেন, "প্রাণাধিকে, আমার এখন একটি কৌতূহল নিবারণ কর, এক বৎসরাধিক কাল তুমি আমাকে একটি কথাও বল নাই, একবারও ও বিধুমুখে হাসি দেখি নাই, অধিক কি, হৃদয়াবেগে আমি তোমাকে যত কথা বলিয়াছি, তাহার এক বর্ণও যে তোমার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা পর্য্যন্ত তুমি আমাকে বুঝিতে দাও নাই, এমন অদ্ভুত বাক্যসংযম আমি কখন দেখি নাই, গল্পেও কখন শ্রবণ করি নাই, এই কঠোরতার অর্থ কি, তাহা জানিবার জন্য আমি অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছি, আমার ঔৎসুক্য নিবারণ কর।"

রাণী বলিলেন, "মহারাজ, পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের নিকট হইতে চিরদিনের জন্য কোথায় কোন্ অপরিচিত রাজ্যে অপরিচিত লোকের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি, স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হইয়াছি, স্বদেশের মুখ আর কখন দেখিতে পাইব না, এই সকল ভাবিয়া এবং দাসীজীবনের দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করিয়া আপনার আনন্দে আমি আনন্দ প্রকাশ করিতে পারি নাই, আপনার প্রণয়-নিবেদনে আমার তৃপ্তি হয় নাই, নানা প্রকার আমোদ-প্রমোদেও আমার মন বসে নাই। আমি যখন মনে করিতাম, আমি রাজকন্যা হইয়াও অন্যের ক্রীতদাসী, দেহে রাজশোণিত প্রবাহিত হইলেও আমি অপরের খরিদা বাঁদী, কোন কার্য্যে স্বাধীনতা নাই, কোন বিষয়ের অধিকার নাই, তখন আমার প্রাণের মধ্যে হুহু করিয়া জ্বলিতে থাকিত, আপনার এই অনুগ্রহ, রাজপ্রসাদ
আদর, আলিঙ্গন, চুম্বন সকলই বিষবৎ মনে হইত, তবে আমি আপনার খরিদা বাঁদী, ...য় বৎপরো-
উপর আপনার পূর্ণ স্বাধীনতা আছে, তাই আমি আপনার কোন কার্য্যের প্রতিবাদ ক... তাঁহার স্বামীকে

রাজা সবিস্ময়ে বলিলেন, "তবে কি তুমি রাজপুত্রী? রাজপুত্রী হইয়া তুমি দা...ধিপতির মহিষী হইয়া,
পড়িলে? তোমার পিতা কোন্ রাজ্যের অধিপতি, তোমার ভাই-ভগিনী, আ...ও ভ্রাতাকে বলিলেন।
নাম কি? শীঘ্র এ সকল কথার উত্তর দিয়া আমার আগ্রহ দূর কর।" ...দের সঙ্গে যাইবার জন্য অনুরোধ

রাণী বলিলেন, "মহারাজ, আমার নাম ...। আমি ... অভিপ্রায়ের সমর্থন করিলেন।
কন্যা। পিতা তাঁহার মৃত্যুকালে তাঁহার রাজ্য আমার ভ্রাতা সালে হইলেন; তিনি বুঝিলেন, রাণী সত্যই
যান। আমার মাতাও আর এক জন ক্ষমতাশালী সমুদ্রাধি...ভূত হইল।

অতঃপর রাণী কিছু খাদ্যসামগ্রী আনিবার জন্য দাসীগণকে আদেশ করিলেন। আদেশমাত্র দাসীরা প্রচুর খাদ্যদ্রব্য লইয়া আসিল। কিন্তু রাণীর ভ্রাতা ও মাতা বলিলেন, "রাজার সহিত আলাপ-পরিচয়ের পূর্ব্বে তাঁহার গৃহে আহার করা শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ হইবে।" দেখিতে দেখিতে তাঁহাদের গণ্ডস্থল লোহিত বর্ণ ধারণ করিল, নাসারন্ধ্র ও মুখবিবর হইতে অগ্নিশিখা নির্গত হইতে লাগিল, চক্ষুও অগ্নিময় হইয়া উঠিল। রাজা এই দৃশ্যে অত্যন্ত ভীত হইলেন। ইহার কোন কারণ তিনি বুঝিতে পারিলেন না।

রাণীর প্রেম-নিদর্শন

রাণী মাতা ও ভ্রাতা-ভগিনীগণের জন্য বিদায় লইয়া, রাজা যে কক্ষে ছিলেন, সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া রাজার ভয় দূর হইয়া, মনে সাহসের সঞ্চার হইল। রাণী রাজাকে বলিলেন, "মহারাজ, আমি যে প্রকৃতই আপনার প্রতি অনুরক্ত, তাহার বোধ হয় উপযুক্ত প্রমাণ পাইয়াছেন, কারণ, আমার ভ্রাতা ও জননীর সহিত আমার যে কথা হইয়াছে, তাহা আপনি শুনিয়াছেন সন্দেহ নাই। আমার জননী ও ভ্রাতা আপনার সহিত পরিচিত হইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। আপনি তাঁহাদের সহিত আলাপ করিয়া, আমাকে পরিতৃপ্ত করুন।"

পারস্যরাজ রাজ্ঞীর অনুরোধে তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সেখানে রাজার প্রতি সকলেই বিশেষ সম্মানপ্রদর্শন করিলেন। অনেকক্ষণ নানা বিষয়ে কথোপকথনের পর তাঁহারা একত্র আহারে মনঃসংযোগ করিলেন। আহারের পর মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত আলাপ চলিল। অবশেষে রাজা তাঁহাদিগকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কক্ষে বিশ্রামার্থে প্রবেশ করাইয়া স্বয়ং শয়নমন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

যথাকালে রাজ্ঞী গুলনার একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন, রাজ্যে আনন্দের স্রোত চলিতে লাগিল, দিবারাত্রি উৎসবের বিরাম রহিল না। রাজার মনে যে আনন্দের সঞ্চার হইল, তাহা বর্ণনাতীত। রাজপুত্রের নাম হইল বাদের।

প্রেমময়ীর পুত্র উপহার

রাজ্ঞী সূতিকাগৃহ হইতে বাহির হইলেন। এক দিন রাজা, রাণীর মাতা ও ভ্রাতা সমুদ্রপ্রান্তবর্ত্তী একটি কক্ষে বসিয়া গল্প করিতেছেন, এমন সময় এক জন ধাত্রী বাদেরকে ক্রোড়ে লইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। সমুদ্ররাজ সালে তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া বাদেরকে ক্রোড়ে লইয়া তাহার মুখচুম্বন করিলেন এবং নানা প্রকারে তাহাকে আদর করিতে লাগিলেন। তাহার পর আদর করিতে করিতে তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া বাতায়নপথ দিয়া সমুদ্রবক্ষে লম্ফপ্রদান করিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে অদৃশ্য হইলেন।

পারস্যরাজ ইহা দেখিয়া মহা ভীত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, পুত্রকে জীবিত অবস্থায় ফিরিয়া পাইবার আর আশা নাই। অশ্রু-ধারায় তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল। রাজ্ঞী গুলনার রাজাকে প্রবোধ-দানের জন্য বলিলেন, "মহারাজ, আপনি ভয় ত্যাগ করিয়া ধৈর্য্যধারণ করুন। আপনার পুত্র, আমারও পুত্র, আমি তাহাকে আপনার অপেক্ষা অল্প স্নেহ করি না। কিন্তু আপনি দেখিতেছেন, আমার মনে কিছুমাত্র ভয়ের সঞ্চার হয় নাই, ভয়ের কোন কারণও নাই। আপনি শীঘ্রই দেখিবেন, রাজকুমার তাহার মাতুলের ক্রোড়ে চড়িয়া আপনার সম্মুখে উপস্থিত হইবে। আপনার পুত্র জলমগ্ন হইবে ভাবিয়া আপনি ভয় করিবেন না, রাজপুত্র আপনার পুত্র হইলেও আমার গর্ভে সে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সুতরাং জল স্থল উভয় স্থানেই তাহার জীবন-ধারণ সমান সম্ভবপর হইবে।" রাজ্ঞীর কথা শুনিয়াও রাজার মনে সান্ত্বনার সঞ্চার হইল না।

কিয়ৎকাল পরে রাজা সালে সমুদ্রগর্ভ ভেদ করিয়া উঠিলেন, এবং ভাগিনেয়কে ক্রোড়ে লইয়া রাজার কক্ষে পুনঃপ্রবেশ করিলেন। রাজা পুত্রকে দেখিয়া যেন মৃতদেহে প্রাণ পাইলেন। পুত্র মাতুলের ক্রোড়ে স্থিরভাবে আছে দেখিয়া তিনি পুলকিত হইলেন। সালে ভগিনীপতিকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "মহারাজ,

বোধ হয়, আমার ব্যবহারে অত্যন্ত ভীত হইয়াছিলেন, ভীত হইবার কথা, কিন্তু আমার প্রভাব আপনি অবগত নন বলিয়াই ভীত হইয়াছিলেন। আমি রাজকুমারকে ক্রোড়ে লইয়া সমুদ্রগর্ভে অবতরণ করিবার পূর্ব্বে শিশুকে মন্ত্রপূত করিয়াছিলাম। আমাদের সকল শিশুকেই এই ভাবে মন্ত্রপূত করা হয়। এই উপায়ে আমাদের শিশুগণ জলস্থল সকল স্থানেই সমানভাবে গতিবিধি করিবার ক্ষমতা পায়। রাজকুমার বাদের ভবিষ্যতে ইচ্ছা করিলেই সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিয়া, আমাদের সুবিস্তীর্ণ সমুদ্রতলবর্ত্তী সাম্রাজ্যে উপস্থিত হইতে পারিবে। জলমগ্ন হইয়া তাহার প্রাণ-বিয়োগের আর আশঙ্কা রহিল না।"

সমুদ্ররাজের যৌতুক

বাদেরকে ধাত্রী-ক্রোড়ে প্রদান করিয়া, সালে একটি ক্ষুদ্র বাক্স খুলিলেন। এই বাক্সটি তিনি তাঁহার সমুদ্রগর্ভস্থ প্রাসাদ হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন। বাক্সটি বহুমূল্য মণি-মাণিক্য-হীরক-রত্নে পরিপূর্ণ। সালে পারস্যরাজের হস্তে সেই বাক্সটি প্রদান করিয়া বলিলেন, "আপনি আমার ভগিনীর প্রতি যে অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের চিহ্নস্বরূপ এই সামান্য হীরক-রত্ন আপনাকে উপহার প্রদান করিতেছি, আশা করি, ইহা আপনার রাজভাণ্ডারে স্থানলাভের অযোগ্য হইবে না।"

রাজা সেই মহামূল্য রত্নরাজি দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। তিনি বুঝিলেন, এরূপ মহার্ঘ্য রত্ন পৃথিবীতে দুর্লভ। কিন্তু তিনি ইহা গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। অবশেষে সালের বিশেষ অনুরোধে ও রাজ্ঞীর ইঙ্গিতে তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন, সালেকে বলিলেন, "আপনার বন্ধুতা ও সহৃদয়তার চিহ্নস্বরূপ আমি ইহা সযত্নে রক্ষা করিব।" অবশেষে সালে, তাঁহার মাতা ও ভগিনীগণ রাজারাণীর নিকট বিদায়গ্রহণ করিয়া সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিলেন।

রাজপুত্র বাদের দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার রূপগুণও পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাঁহার মাতুল ও মাতামহী সমুদ্রগর্ভ হইতে অনেক সময়ই বাদেরকে দেখিতে আসিতেন। রাজপুত্র অতি অল্পকালের মধ্যে নানা বিদ্যায় সুপণ্ডিত হইয়া উঠিলেন এবং পঞ্চদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি তাঁহার শিক্ষক অপেক্ষা অধিক জ্ঞান উপার্জ্জন করিলেন। তাঁহাকে যৌবন ও ধর্ম্মজ্ঞানে সমলঙ্কৃত দেখিয়া বৃদ্ধরাজা রাজকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহাকে রাজপদে অভিষিক্ত করিবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে রাজা পুত্রকে স্বকীয় সিংহাসনে সংস্থাপিত করিয়া, তাঁহার মস্তকে স্বহস্তে রাজমুকুট প্রদান করিলেন এবং পুত্রের করচুম্বন করিয়া সিংহাসন-নিম্নে উজীর ও আমীরগণের মধ্যে উপবেশন করিলেন।

সিংহাসনে যথাবিধি অভিষিক্ত হইয়া বাদের তাঁহার জননীর চরণ-বন্দনা করিবার জন্য তাঁহার মহলে প্রবেশ করিলেন। রাজ্ঞী পুত্রের মস্তকে রাজমুকুট দর্শন করিয়া পরম-পুলকিতচিত্তে পুত্রের শিরশ্চুম্বন করিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

পুত্রশিরে রাজমুকুট

বাদের প্রথম বৎসর অতি দক্ষতার সহিত পিতৃরাজ্য শাসন করিলেন। তাঁহার শাসনে প্রজাবর্গের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইল। পরবৎসর বৃদ্ধরাজার অনুমতি লইয়া বাদের মৃগয়ায় যাত্রা করিলেন। মৃগয়াযাত্রাই প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে, রাজ্যের বিভিন্ন অংশ পরিদর্শন করিয়া যে সকল কুপ্রথা বা অনিয়ম প্রচলিত ছিল, তাহা রোধ করাই তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল।

বাদের রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর বৃদ্ধ রাজা কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন; ক্রমে পীড়া সঙ্কটাপন্ন হইল, অবশেষে সেই রোগেই তাঁহার প্রাণ বহির্গত হইল। অন্তিমকালে রাজা তাঁহার আমীর ও ওমরাহ-বর্গের প্রত্যেককে এই জন্য পদে নিযুক্ত রাখিলেন যে, তাঁহারা চিরদিন সমান বিশ্বস্ততার সহিত তাঁহার পুত্রের সেবা করিবেন, এবং তাঁহার প্রতি অনুরক্ত থাকিবেন। রাজার মৃত্যুসংবাদ পাইয়া বাদেরের মাতুল মহারাজা সালে ও তাঁহার মাতামহী তাঁহার শোকে সহানুভূতি প্রকাশ করিবার জন্য পারস্য-রাজধানীতে সমাগত হইলেন।

রাজা বাদের কিছুদিন পর্য্যন্ত অত্যন্ত শোকাতুর ছিলেন। সালে নানা প্রকার সান্ত্বনাবাক্যে তাঁহার ক্ষোভ দূর করিয়া, তাঁহাকে পুনর্ব্বার রাজকার্য্যে নিবিষ্টচিত্ত করিলেন। তাহার পর তিনি স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

কিন্তু ভাগিনেয়কে দেখিবার জন্য সালে মধ্যে মধ্যে পারস্যরাজধানীতে উপস্থিত হইতেন। একদিন— সায়ংকালে আহারস্থানে উপবেশন করিয়া, সালে ভগিনীর নিকট ভাগিনেয়ের রাজগুণের কথা বলিতে বলিতে শতমুখে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। আত্মপ্রশংসা শুনিয়া বাদেরের মুখ লজ্জায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি একটি উপধান লইয়া নিদ্রার ভাণ করিয়া শয়ন করিয়া রহিলেন।

রাজপুত্রের বিবাহ-প্রস্তাব

অবশেষে সালে বলিলেন, "ভগিনি, তোমার পুত্র রূপে-গুণে এমন অদ্বিতীয় হইয়া উঠিয়াছে, তথাপি তাহার বিবাহের কোন চেষ্টা করিতেছ না, ইহা আমার নিকট বড় আশ্চর্য্যের বিষয় বোধ হয়। আমার বোধ হয়, বাদেরের বয়স অষ্টাদশ বৎসর হইয়াছে, এ বয়সে কোন রাজপুত্রেরই অবিবাহিত থাকা কর্ত্তব্য নহে। তুমি নিশ্চেষ্ট আছ বটে, কিন্তু আমি এ বিষয়ে নিশ্চেষ্ট থাকিব না, আমি দেখি, কোন রাজ্যে বাদেরের উপযুক্ত বিবাহযোগ্যা রাজপুত্রী পাওয়া যায় কি না।"

রাজমাতা গুলনার বলিলেন, "ভাই, তুমি যে প্রস্তাব করিতেছ, এ বিষয়ে কোন কথা এ পর্য্যন্ত যে আমি চিন্তা করি নাই, তাহা আমি অস্বীকার করিতে পারি না। আমার পুত্র কোন দিন বিবাহের জন্য বিন্দুমাত্রও আগ্রহ প্রকাশ করে নাই। কিন্তু তোমার মতেই আমার মত; আমার অনুরোধ, তুমি বাদেরের উপযুক্ত একটি পাত্রীর সন্ধান কর, যেন বাদের তাহাকে ভালবাসিয়া সুখী হইতে পারে, যেন সে সকল বিষয়ে বাদেরের উপযুক্ত হয়।"

সালে বলিলেন, "আমি একটি মেয়েকে জানি, কিন্তু সে কে, তাহা তোমাকে বলিবার পূর্ব্বে আমার জানা আবশ্যক, বাদের সত্যই নিদ্রিত কি না।—আমি এ সাবধানতা অবলম্বন কেন করিতেছি, তাহার কারণও তোমাকে জানাইব।"—রাজমাতা বাদেরের সম্মুখে উঠিয়া আসিয়া তাঁহার চোখ-মুখ নিরীক্ষণ করিয়া ভ্রাতার পাশে গিয়া বসিলেন, রাজমাতা বলিলেন, "বাদের সত্যই ঘুমাইয়াছে, তুমি সকল কথা নির্ভয়ে বলিতে পার।"—কিন্তু বলা বাহুল্য, বাদের তখন সত্যই নিদ্রিত হন নাই, নিদ্রার ভাণ করিয়াছিলেন মাত্র; সুতরাং চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তিনি মাতুলের সকল কথাই শুনিতে লাগিলেন।

সালে বলিতে লাগিলেন, "আমি তোমাকে এখন যাহা বলিব, তাহা আপাততঃ বাদেরের কর্ণগোচর না হওয়াই উচিত; কখন কখন রূপবর্ণনা শ্রবণেও প্রেমিকের মনে প্রণয়-সঞ্চার হয়, সুতরাং আমি এখন যে রূপসীর কথা তোমাকে বলিব, তাহার কথামাত্র শ্রবণ করিয়া বাদেরের রূপতৃষ্ণা বলবতী হইলে তাহা সঙ্গত হইবে না। এই রাজকন্যার নাম গাহেরী, গাহেরী সামণ্ডলরাজের দুহিতা, আমার আশঙ্কা হইতেছে, সেই রাজার মত করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে।"

রূপ-তৃষায় প্রণয়-সঞ্চার

রাজমাতা বলিলেন, "তুমি বল কি? আজও রাজকন্যা গাহেরীর বিবাহ হয় নাই? আমি যখন তাহাকে দেখিয়াছিলাম, তখন তাহার বয়স আঠার মাস, তখনই তাহার রূপে চতুর্দ্দিক আলোকিত হইত। রাজকন্যা আমার পুত্র অপেক্ষা কিছু অধিকবয়স্ক হইবে, যাহা হউক, তাহাতে কিছু যায় আসে না। এখন বোধ হয়, গাহেরীর রূপজ্যোতিতে তাহার পিতার প্রাসাদ ভরিয়া উঠিয়াছে। এ বিবাহ বড়ই সুখের বিবাহ হইবে, কিন্তু তাহার পিতার অমত হইবে বলিতেছ কেন?"

সালে বলিলেন, "লোকটি বড় আত্মম্ভরী। পৃথিবীর অন্য সকল দেশের রাজাকে তিনি কীটাণুতুল্য মনে করেন। যাহা হউক, সেখানেই আমি প্রথমে শ্রীমানের বিবাহের চেষ্টা দেখি, যদি চেষ্টা বিফল হয়,

তখন স্থানান্তরে চেষ্টা করা যাইবে। যখন সেখানে বিবাহ সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা নাই, তখন এই রূপবতীর কথা বাদেরের কর্ণগোচর না করাই ভাল।"

কথা শেষ হইলে ভ্রাতা-ভগিনী যখন উঠিবেন, তখন তাঁহারা বাদেরকে উঠাইলেন। বাদের উঠিয়া বসিলেন, যেন কতই ঘুমাইয়াছেন! কিন্তু মাতা ও মাতুলের একটি কথাও তাঁহার শ্রবণপথ-ভ্রষ্ট হয় নাই। যুবতীর রূপের কথা শুনিয়া তিনি এতই মোহিত হইলেন যে, সমস্ত রাত্রে একবার চক্ষু মুদ্রিত করিতে পারিলেন না, মানসক্ষেত্রে গাহেরী-সুন্দরীর রূপ-সুধা পান করিয়া তিনি বিহ্বল হইলেন।

অবশেষে সালে স্বদেশপ্রত্যাবর্ত্তনের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। বাদের গোপনে মাতুলের নিকট তাঁহার বিবাহ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিবার ইচ্ছায় তাঁহার মাতুলকে সঙ্গে লইয়া, মৃগয়াযাত্রার প্রস্তাব করিলেন। সালে প্রিয়তম ভাগিনেয়ের প্রস্তাবে অসম্মত হইতে পারিলেন না। মহা সমারোহে মাতুল ও ভাগিনেয় মৃগয়াযাত্রা করিলেন।



দিবা-স্বপ্নের মোহ

বাদের মৃগয়া-ক্ষেত্রে মাতুলকে একাকী পাইলেন, কিন্তু সাহস করিয়া কথা পাড়িতে পারিলেন না। অবশেষে বাদের মৃগের সন্ধানে অশ্বারোহণ করিয়া একটি ক্ষুদ্র নির্ঝরিণীতটে উপস্থিত হইলেন। সেখানে একটি বৃক্ষশাখায় অশ্ব বাঁধিয়া তরুচ্ছায়ায় শয়ন করিয়া বাদের অশ্রুত্যাগ করিতে লাগিলেন। ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস প্রবাহিত হইতে লাগিল। দীর্ঘকাল নির্ব্বাকভাবে তিনি সেই স্থানে অবস্থান করিলেন।

এ দিকে সালে ভাগিনেয়কে না দেখিয়া অত্যন্ত চিন্তাকুল হইলেন। তিনি ভাগিনেয়ের স্বভাব পরীক্ষা করিতেছিলেন; দেখিতেছিলেন, সেই সুন্দর মুখ আর সদা-হাস্যে প্রফুল্লিত নহে, সর্ব্বদাই চিন্তাকুল, উৎসাহের অভাব প্রত্যেক কর্ম্মে পরিব্যক্ত। সুতরাং সালে সন্দেহ করিলেন, তাঁহার ভাগিনেয়, গাহেরীর রূপের কথা নিশ্চয়ই শ্রবণ করিয়াছেন। তিনি বাদেরের সন্ধানে অনেক অরণ্য ভ্রমণ করিয়া, অবশেষে সেই নির্ঝরিণীতীরে উপস্থিত হইলেন, বৃক্ষান্তরাল হইতে শুনিলেন, বাদের বলিতেছেন—

প্রেমিকের প্রণয়-উচ্ছ্বাস

"প্রিয়তমা সুন্দরি, সামন্দলরাজকুমারি! তোমার রূপের কথা যাহা শুনিয়াছি, তাহা অতি বিচিত্র; কিন্তু বিচিত্র হইলেও আমার বিশ্বাস, তুমি আরও অধিক রূপবতী, মানুষের ভাষায় তাহার বর্ণনা চলিতে পারে না, চন্দ্র অপেক্ষা সূর্য্য যেমন শতগুণে—সহস্রগুণে—লক্ষগুণে শ্রেষ্ঠ, তুমিও সেইরূপ পৃথিবীর যাবতীয়

রাজকুমারীগণ অপেক্ষা লক্ষগুণে শ্রেষ্ঠ। জানি না, কোথায় আমি তোমার সাক্ষাৎ পাইব। আমার এ হৃদয় তোমারই, এ হৃদয় আমি আর কাহাকেও দান করিব না।"

সালে আর অধিক কথা শুনিতে ইচ্ছা করিলেন না। তিনি বাদেরের সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "বাপজীবন, তোমার এই স্বগত আক্ষেপোক্তি শুনিয়া আমার অনুমান হইতেছে, তুমি আমাদের সকল কথাই কাল শুনিয়াছ। তুমি ঘুমাইতেছিলে ভাবিয়া আমরা বিশেষ সাবধান হই নাই, এখন দেখিতেছি, সাবধান হওয়া বড়ই উচিত ছিল।"—বাদের বলিলেন, "মামা, আমি সত্যই সকল কথা শুনিয়াছি, বুঝিতেছি, আপনারা সাবধান হইলেই ভাল করিতেন। আমি আপনার কাছে আমার মনোভাব প্রকাশ করিবার জন্যই এই মৃগয়াভিযান করিয়াছি। আপনি দয়া করিয়া একবার আমাকে সেই রূপসীর মুখচন্দ্রমা দেখান। আমি তাহাকে পাওয়া দূরের কথা, না দেখিলে জীবনধারণে সমর্থ হইব না।"

মামার নিপুণ-প্রণয়-দৌত্য

সালে ভাগিনেয়ের কথায় মর্ম্মাহত হইলেন, তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করা যে কিরূপ দুরূহ ব্যাপার, তাহা তিনি জানিতেন; সুতরাং তিনি ভাগিনেয়কে কোন আশ্বাস প্রদান করিতে পারিলেন না, কেবল তাঁহাকে ধৈর্য্যাবলম্বনের পরামর্শ প্রদান করিলেন। তিনি চেষ্টার ত্রুটি করিবেন না, তাহাও জানাইলেন। কিন্তু বাদের অধীরভাবে বলিলেন, "মামা, আপনি বড় নির্দ্দয়, আমার প্রতি আপনার বিন্দুমাত্র স্নেহ নাই, অথচ স্নেহের ভাণ বিলক্ষণ আছে। আমার প্রতি স্নেহ থাকিলে, যাহাতে আমার মৃত্যুর আশঙ্কা আছে, সেরূপ কাজ কখন করিতেন না, অবিলম্বে আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিতেন।"

সালে বলিলেন, "তোমার উপকারে আমার বিন্দুমাত্র অনিচ্ছা নাই, তোমার যৌবনের অধীরতা ও প্রণয়ের উন্মত্ততাবশে তুমি আমার স্নেহে অন্যায় সন্দেহ করিতেছ। তোমার মাতার সহিত পরামর্শ না করিয়া, আমি তোমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে পারি না, তোমার মাতা অনুমতি দান করিলে আমি তোমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে পারি। আমি তোমার জননীকে তোমার প্রার্থনা জানাইব, আমিও তাঁহাকে তোমার অনুকূলে অনুরোধ করিব।'

বাদের বলিলেন, "মা তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে কখন আমাকে অনুমতি দিবেন না। আপনি এই উপলক্ষে আমার প্রতি অধিকতর নির্দয় ব্যবহারের সঙ্কল্প করিয়াছেন। আমার প্রতি আপনার প্রকৃত স্নেহ থাকিলে আপনি আমাকে আপনার সহিত আপনার রাজধানীতে লইয়া যাইতেন, এ ভাবে আপত্তি করিতেন না।"

মন্ত্রসিদ্ধ অঙ্গুরীর প্রভাব

সালেকে অবশেষে ভাগিনেয়ের প্রস্তাবেই সম্মত হইতে হইল। তিনি নিজের অঙ্গুলী হইতে একটি মন্ত্রসিদ্ধ অঙ্গুরীয় বাহির করিয়া, তাহা বাদেরকে উপহার দান করিলেন;—বলিলেন, "তুমি অঙ্গুলীতে এই অঙ্গুরীয় ধারণ কর, সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিতে ভয় করিও না।"—সালে বাদেরকে তাঁহার অনুসরণের অনুমতি করিলে উভয়ে দ্রুতগতি সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিলেন।

অল্পকালমধ্যে সালে তাঁহার ভাগিনেয়কে লইয়া, সমুদ্রগর্ভস্থ প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। বাদের তাঁহার মাতামহীর চরণ-বন্দনা করিলেন। মাতামহী মহানন্দে দৌহিত্রের সম্বর্দ্ধনা করিলেন। রাজমাতা তাঁহার কন্যার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে, বাদের মাতাকে না জানাইয়া মাতুলের সহিত আসিয়াছে, সে কথা প্রকাশ করিলেন না, বলিলেন, "মা ভালই আছেন। তিনি আপনাকে প্রণাম জানাইয়াছেন।"—সালে তাঁহার জননীকে বাদেরের আগমনের কারণ জানাইয়া কি করা কর্ত্তব্য,—সেই পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন।

সালের জননী বাদেরের হৃদয়ে গাহেরীর প্রতি প্রণয়সঞ্চার করিয়া বড় অন্যায় হইয়াছে বলিয়া, অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন ;—বলিলেন, "তুমি অত্যন্ত নির্বোধের ন্যায় কাজ করিয়াছ, তোমার এই অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য। সামণ্ডলের রাজার স্বভাব কেমন, তাহা জান। কত রাজার বিবাহপ্রস্তাব তিনি অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, তাহাও অবগত আছ। তুমিও কি এই ভাবে অবমানিত হইতে চাও ?"

সালে বলিলেন, "মা, আমার অধিক অপরাধ নাই, আমি যখন ভগিনী গুলনারের কাছে গাহেরীর রূপের কথা বলিতেছিলাম, তখন বাদের নিদ্রার ভাণ করিয়া সকল কথাই শুনিয়াছেন। তিনি যাহাতে এ সকল কথা না শুনিতে পান, এইরূপই আমার ইচ্ছা ছিল। যাহা হইবার, তাহা হইয়া গিয়াছে, এখন দেখিতেছি, একটা উপায় না করিলে বিরহযন্ত্রণাতেই বাদেরের প্রাণ যাইবে। আমি ইহার প্রতীকার করিতে চাই। আমি একছড়া মহামূল্য হীরকহার লইয়া, সামণ্ডল-পতিকে উপহার প্রদান করিয়া, আমার ভাগিনেয়ের জন্য তাঁহার কন্যার পাণি প্রার্থনা করিব। আমার বিশ্বাস আছে, আমাকে তিনি ফিরাইবেন না। পারস্যপতি তাঁহার জামাতা হইবার অযোগ্য ব্যক্তি নহেন, তাহা তিনি বুঝিতে পারিবেন।"

পরিণয়-প্রার্থনায় হীরকহার উপহার

সালের জননী তখন অগত্যা পুত্রের প্রস্তাবেই সম্মত হইলেন, সামণ্ডল-পতিকে কিরূপ ভক্তিসম্মান দেখাইতে হইবে, তৎসম্বন্ধেও উপদেশ দান করিতে বিস্মৃত হইলেন না।

সালে হীরকহার-হস্তে সামণ্ডলপতির নিকট উপস্থিত হইয়া যথাযোগ্যরূপে তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। সামণ্ডলপতি হীরকহার গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "রাজন্, যদি আমার নিকট তোমার কোন বিশেষ আবশ্যক না থাকিত, তাহা হইলে তুমি এরূপ মহামূল্য হীরক-হার দ্বারা আমার সম্বর্দ্ধনা করিতে না, তোমার প্রার্থনা কি, অসঙ্কোচে আমাকে বলিতে পার।"

সালে করযোড়ে বলিলেন, "মহারাজ, আমি যাহা প্রার্থনা করিব, তাহা সম্পূর্ণরূপে আপনার সাধ্যায়ত্ত, আমার প্রার্থনা অনিন্দিতও নহে।"—অনেক ভূমিকা করিয়া সালে সামণ্ডলপতির নিকট তাঁহার প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন।

সালের প্রস্তাব শুনিয়া সামণ্ডলপতি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। তাহার পর তিনি ঘৃণাভরে বলিলেন, "রাজা সালে, আমার বিশ্বাস ছিল, তোমার কিঞ্চিৎ বুদ্ধি ও কাণ্ডজ্ঞান আছে, কিন্তু আজ তুমি যে ভাবে কথা বলিলে, তাহাতে আমি বুঝিলাম, তোমার সম্বন্ধে আমি অন্যায় ধারণা করিয়াছিলাম। বামন হইয়া তুমি চাঁদ ধরিবার বাসনা করিয়াছ কেন ? কে তোমাকে এরূপ দুর্ম্মতি প্রদান করিল ?"

এই অপমানে সালের মুখ ও চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, অতি কষ্টে তিনি ধৈর্য্যধারণ করিলেন। তিনি ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন, "আমি নিজের জন্য মহারাজের কন্যার পাণি প্রার্থনা করি নাই, আমার ভাগিনেয় পারস্যপতির জন্যই আমি এই প্রার্থনা করিয়াছি। পারস্যপতি ভূমণ্ডলে বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন রাজা, তাঁহার হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিলে যে আপনার রাজগৌরবের লাঘব হইবে না, এ কথা আমি নিশ্চয় বলিতে পারি। ইহাতে আপনার সম্মানহ্রাসের আশঙ্কা থাকিলে আমি কদাচ এ প্রস্তাব আপনার নিকট উপস্থিত করিতাম না। আপনার কন্যা ও আমার ভাগিনেয় উভয়েই উভয়ের যোগ্য।"

প্রত্যাখ্যানের লাঞ্ছনা

ক্রোধে সমণ্ডলপতির মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল, সালের কথা তাঁহার কর্ণে যেন অগ্নিশলাকার ন্যায় প্রবেশ করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে তাঁহার বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইল, তিনি সরোষে বলিলেন, "রে কুক্কুর, তুই আমার সম্মুখে এ ভাবে কথা কহিতে সাহসী হইতেছিস্ ?—আমার কন্যার পবিত্র নাম তোর ন্যায় হীন ব্যক্তির মুখে শোভা পায় না। তুই কি মনে করিস্ তোর ভগিনী গুলনারের পুত্র—একটা মানুষ, আমার কন্যার যোগ্য

বর ? তোদের আবার কি বংশগৌরব আছে ? তোর সেই ভাগিনেয় ত' ক্ষুদ্র নর, তাহার এত বড় স্পর্দ্ধা, আমার কন্যাকে বিবাহ করিতে চায় ? ওখানে কে আছিস্, ইহাকে ধরিয়া এই দণ্ডে ইহার শিরশ্ছেদন কর্ !—সামণ্ডলপতির নিকট যে সকল প্রহরী দণ্ডায়মান ছিল, তাহারা সালেকে ধরিবার জন্য অগ্রসর হইল, কিন্তু সালে বিদ্যুদ্‌গতিতে রাজসভা হইতে পলায়ন করিয়া নগরদ্বারে উপস্থিত হইলেন। নগরদ্বারে তখন তাঁহার জননী-প্রেরিত এক সহস্র অস্ত্রধারী অতি সুশিক্ষিত সৈন্য উপস্থিত ছিল। সালের মাতা জানিতেন, দাম্ভিক সামণ্ডলপতি তাঁহার পুত্রের প্রতি সদ্‌ব্যবহার করিবেন না, পাছে তাঁহার প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার হয়, তাহা নিবারণসংকল্পে তিনি সামণ্ডলরাজের রাজধানী-সন্নিধানে এই সকল সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। সৈন্যগণ তাহাদের রাজাকে দেখিবামাত্র সিংহনাদ করিয়া উঠিল;—বলিল, "মহারাজ, আপনার আদেশপালনার্থে আমরা এখানে উপস্থিত আছি, আপনার প্রতি কোন অত্যাচার হইয়া থাকিলে বলুন, আমরা এখনই তাহার প্রতিশোধ লইব। আমরা আপনার আদেশের মাত্র প্রতীক্ষা করিতেছি।"

উপসংহারে রণরঙ্গ

সালে নগরদ্বারে দ্বাররক্ষার্থে কতকগুলি সৈন্য রাখিয়া, অন্য সৈন্যগুলিকে লইয়া রাজপুরীতে প্রবেশ করিলেন এবং সামণ্ডলপতিকে অতি সহজেই ধৃত করিলেন। রাজাকে এই স্থানে আবদ্ধ করিয়া, কতকগুলি সৈন্য লইয়া, তিনি প্রতি কক্ষে গাহেরীর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু গাহেরী শত্রু-হস্তে পতিত হইবার ভয়ে কয়েকজন মাত্র দাসী সঙ্গে লইয়া, তৎপূর্ব্বেই স্থলাভিমুখে যাত্রা করিয়া, একটি মরুদ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এদিকে সালে সামণ্ডলপতি কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়াছেন, এই সংবাদ লইয়া সালের কয়েকজন প্রহরী তাঁহার জননীর নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন সালে-জননী পুত্রের জন্য বড় চিন্তিত হইলেন। বাদের সে সময় মাতামহীর নিকটেই ছিলেন, তিনি মাতুলের বিপদের সংবাদে অধীর হইয়া উঠিলেন এবং তিনি সকল দুর্ঘটনার কারণ মনে করিয়া, আর সেখানে থাকিতে সাহসী হইলেন না। সমুদ্র-গর্ভ ভেদ করিয়া উঠিয়া স্বদেশযাত্রার ইচ্ছা করিলেন; কিন্তু পারস্যের পথ তিনি জানিতেন না, তিনি একটি দ্বীপে উপস্থিত হইলেন। এ সেই দ্বীপ—যেখানে সামণ্ডলপতির কন্যা গাহেরী তাঁহার পরিচারিকাগণের সহিত উপস্থিত হইয়াছিলেন।

বাঞ্ছিতের অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ

বাদের একটি বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় দূরে তিনি মনুষ্যের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন। প্রথমে তাঁহার অনুমান হইয়াছিল, এখানে জনমানবের বসতি নাই, মনুষ্যের স্বর শুনিয়া তাঁহার মনে আশার সঞ্চার হইল। তিনি শব্দ লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইলেন এবং এক স্থানে উপস্থিত হইয়া, একটি বৃক্ষতলে এক অসামান্য রূপলাবণ্যবতী যুবতীকে দেখিতে পাইলেন। তিনি বিস্ময়ভরে সেই যুবতীর দিকে ক্ষণকাল দৃষ্টি করিয়াই বুঝিলেন, এই সুন্দরীই তাঁহার হৃদয়ের আরাধ্যা দেবী রাজকুমারী গাহেরী, বিপন্ন হইয়া পিতার অন্তঃপুর হইতে পলায়ন করিয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। বাদের তৎক্ষণাৎ সেই সুন্দরীর নিকট উপস্থিত হইয়া সসম্ভ্রমে তাঁহার অভিবাদন করিলেন এবং বলিলেন, "সুন্দরি, বুঝিতেছি, আপনি বিপন্ন অবস্থায় এখানে আসিয়া পড়িয়াছেন, আমি প্রাণপণে আপনার সাহায্য করিব। আশা করি, আপনাকে সাহায্যদানের সুখ হইতে আমাকে বঞ্চিত করিবেন না।"

গাহেরী বিষণ্ণস্বরে বলিলেন, "মহাশয়, আপনি সত্যই অনুমান করিয়াছেন, বড় বিপদে পড়িয়াই আমি এখানে আসিতে বাধ্য হইয়াছি। আমি সামণ্ডল-রাজ্যের অধীশ্বরের কন্যা। আমার নাম গাহেরী। আমি আমার পিতৃ-অন্তঃপুরে নিশ্চিন্তভাবে বাস করিতেছিলাম, এমন সময় সহসা বহিঃপ্রাসাদে ভয়ঙ্কর গোলযোগ

শুনিতে পাইলাম। তৎক্ষণাৎ একজন ভৃত্য আমাকে সংবাদ দিল, রাজা সালে, কি কারণে সে বলিতে পারিল না, সহসা আমার পিতাকে সসৈন্যে আক্রমণ করিয়া বন্দী করিয়াছে। ভয়ে আমি সমুদ্রগর্ভ হইতে পলায়ন করিয়া এইখানে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছি।"

রাজকন্যার কথা শুনিয়া বাদের হঠাৎ মাতামহীকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া অন্যায় করিয়াছেন ভাবিয়া অনুতপ্ত হইলেন, কিন্তু তাঁহার মাতুল যে সামণ্ডলপতিকে পরাজিত করিয়া তাঁহাকে বন্দী করিয়াছেন, এ সংবাদে তাঁহার মনে আনন্দেরও সঞ্চার হইল। তিনি বুঝিলেন, সামণ্ডলপতি মুক্তিলাভের আশায় নিশ্চয়ই তাঁহার সহিত কন্যার বিবাহদানে অতঃপর সম্মত হইবেন।

রাজপুত্রের প্রেমভিক্ষা

অনন্তর বাদের রাজকন্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "রূপসি রাজকুমারি, আপনার দুশ্চিন্তার সত্যই কারণ আছে, কিন্তু শীঘ্রই আপনার এ ভয় দূর হইবে, আপনি ভয় ত্যাগ করুন। আমার নাম বাদের, আমি রাজা সালের ভাগিনেয়, আমার মাতুল যে আপনার পিতাকে বন্দী করিয়াছেন, সে আপনার পিতার রাজ্যলোভে নহে; তিনি ইচ্ছা করেন, আপনার পিতা আপনাকে আমার হস্তে সম্প্রদান করিয়া আমাকে সুখী ও গৌরবান্বিত করেন। আমি পারস্যদেশের রাজা, আপনার রূপগুণের কথা শুনিয়া আপনাকে দেখিবার পূর্ব্বেই আমি আপনার প্রেমের ভিখারী হইয়াছি, এ ভিখারীকে প্রণয়ভিক্ষা-দানে বঞ্চিত করিবেন না, তাহা হইলে আমি কোনমতে প্রাণধারণ করিতে পারিব না। আপনি আদেশ করিলে আমি আপনাকে লইয়া মাতুলের নিকট উপস্থিত হইতে পারি, আপনার পিতা আমাদের বিবাহে অনুমতি দান করিবামাত্র তাঁহার স্বাধীনতা ও রাজ্য লাভ করিবেন।"

রাজকন্যা গাহেরী বাদেরের দেহশোভা নিরীক্ষণ করিয়া প্রথমে তাঁহার পক্ষপাতী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু বাদেরের মুখে তাঁহার পরিচয় অবগত হইয়া এবং তিনিই তাঁহার সকল দুর্দ্দশার কারণ অবগত হইয়া, রাজকন্যার মনে তাঁহার প্রতি নিদারুণ বিতৃষ্ণার সঞ্চার হইল। রাজকন্যা বাদেরকে তাঁহার শত্রু মনে করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাজকন্যা মনের ভাব গোপন করিয়া বাদেরকে বলিলেন, "রাজপুত্র, আপনি কি বিখ্যাত সুন্দরী গুলনারের পুত্র? আপনার সহিত পরিচয় হওয়াতে আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম। আমার পিতা আপনার সহিত আমার বিবাহে সম্মতি দান না করিয়া অন্যায় করিয়াছেন, তিনি শীঘ্রই তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারিবেন।"—রাজকন্যা বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ বাদেরের হস্তধারণ করিলেন।

চুম্বনে অভিসম্পাত

তার পর ধীরে ধীরে পারস্যরাজকে আপনার অতুলনীয় বক্ষোদেশে টানিয়া লইলেন। বাদের সুন্দরীর চাতুরী বুঝিতে না পারিয়া সেই রমণীর বক্ষঃস্থলে মস্তক স্থাপন করিয়া, অপূর্ব্ব আনন্দরসে অভিষিক্ত হইতে লাগিলেন। গাহেরী আগ্রহের অভিনয় করিয়া বাদেরের নয়নে ও আননে চুম্বন-রেখা মুদ্রিত করিয়া দিলেন, প্রতিদানে বাদেরও সহস্রচুম্বনে তাঁহাকে অভিষিক্ত করিলেন। পারস্যরাজ যখন চুম্বনাবেশে অধীর হইয়া পড়িয়াছেন, তখন গাহেরী পুনরায় মুখচুম্বনের অভিনয় করিয়া, বাদেরের মুখে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "রে দুরাচার! তোর এত বড় স্পর্দ্ধা, তুই অবিলম্বে তোর মনুষ্যদেহ ছাড়িয়া সারসপক্ষীর দেহ প্রাপ্ত হ!"—দেখিতে দেখিতে বাদের সারসে পরিণত হইলেন। তখন রাজকন্যা একজন সখীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ইহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া মরুদ্বীপে ছাড়িয়া দিয়া আয়।"—মরুদ্বীপে প্রস্তর ও কঙ্কর ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ নাই; এমন কি, বিন্দুমাত্র জল পাওয়াও দুষ্কর।

পরিচারিকা সারসপক্ষীটিকে কোলে তুলিয়া লইল এবং রাজকন্যাকে বলিল, "রাজকন্যা, আপনার কি দয়ামায়া নাই? এমন রাজপুত্র, এত রূপ, এত গুণ, ইহার প্রতি আপনি এমন কঠিন ব্যবহার করিলেন?

মরুদ্বীপে প্রেমিক-নির্ব্বাসন

সেখানে ত এ একটু জল বা ছুটি খাবার কিছুই পাইবে না। আপনার অনুমতি হয় ত আমি ইহাকে লইয়া এমন একটি স্থানে রাখিয়া আসি, যেখানে বেচারা অনাহারে মারা না পড়ে।" রাজকন্যার আজ্ঞায় দাসী সারসটিকে ফলজলপূর্ণ একটি সুন্দর দ্বীপে ছাড়িয়া দিয়া আসিল।

সালে রাজকন্যাকে প্রাসাদের সর্ব্বত্র তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধানেও যখন তাঁহাকে পাইলেন না, তখন সামণ্ডলপতিকে বন্দী করিয়া রাখিয়া, তাঁহার রাজ্য-শাসনের বন্দোবস্ত করিলেন এবং মাতার নিকট প্রত্যাগমন করিয়া ভাগিনেয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার মাতা বলিলেন, "তোমার নিকট হইতে লোক আসিবার পর হইতে আর তাহাকে দেখিতেছি না। তোমার বিপদের কথা শুনিয়া, ভয় পাইয়া বাদের বোধ এখান হইতে পলায়ন করিয়াছে।"

রাজা সালে মাতার মুখে এই কথা শুনিয়া, বড় দুঃখিত ও চিন্তিত হইলেন। গুলনারকে না বলিয়া বাদেরকে সঙ্গে লইয়া আসার জন্য তিনি অত্যন্ত অনুতাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সন্ধানে চতুর্দ্দিকে লোক পাঠাইলেন, তাহার পর স্বরাজ্যশাসনের ভার মাতৃহস্তে সমর্পণ করিয়া, তিনি সামণ্ডল-রাজ্যশাসনের জন্য যাত্রা করিলেন।

সালে সামণ্ডলে যাত্রা করিবার পর রাজ্ঞী গুলনার পুত্রের সন্ধানে ভ্রাতার রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। বাদেরকে রাজ্যে অনুপস্থিত দেখিয়া তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন এবং কোথাও তাঁহার সন্ধান না হওয়াতেই তিনি স্বয়ং ভ্রাতার কাছে তাঁহার সন্ধান জানিতে আসিয়াছিলেন।

গুলনারের মাতা, বাদের সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিতেন, তাহা সমস্তই কন্যাকে বলিলেন; অবশেষে শীঘ্রই বাদেরের সংবাদ পাওয়া যাইবে বলিয়া তাঁহাকে আশ্বাস দান করিলেন। রাজমাতা অতঃপর গুলনারকে তাঁহার রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, কারণ, বাদের ও তাঁহার উভয়েরই অনুপস্থিতিতে রাজ্যে নানা প্রকার বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হইতে পারে বলিয়া তাঁহার আশঙ্কা হইল।—গুলনার মাতার যুক্তির সারবত্তা বুঝিতে পারিয়া অনতিবিলম্বে পারস্যরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং পূর্ব্বে বাদেরের সন্ধানে যে সকল কর্ম্মচারী দেশদেশান্তরে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ করিয়া, তিনি স্বয়ং রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিলেন।

যাদু-বিদ্যায় রূপান্তর

বাদের সারসদেহ ধারণ করিয়া সেই দ্বীপে একাকী বসিয়া রহিলেন, কিন্তু তাঁর মনে একটুও সুখ রহিল না। তাঁহার স্বদেশ কোথায়, তাহাও তিনি জানিতে পারিলেন না। তিনি বুঝিলেন, তাঁহার ডানায় যে শক্তি আছে, তাহার বলে তিনি যে কোন দেশে উড়িয়া যাইতে পারেন, পারস্যদেশেও উপস্থিত হওয়া অসম্ভব নহে; কিন্তু তাহাতে কোন ফললাভের আশা করিলেন না। কারণ, পারস্যরাজ বলিয়া কেহই তাঁহাকে মনে করিবে না। এমন কি, তিনি যে মানুষ, তাহাই অনুমান করা অন্যের পক্ষে অসম্ভব হইবে; সুতরাং তিনি সেই দ্বীপে বাস করাই কর্ত্তব্য জ্ঞান করিলেন। দিবসে তিনি অন্যান্য পক্ষীর ন্যায় আহারাদি করিতেন, রাত্রিতে বৃক্ষশাখায় আরোহণ করিয়া বিষণ্ণবদনে বসিয়া থাকিতেন।

কিছুদিন পরে এক ব্যাধ জাল লইয়া সেই দ্বীপে পক্ষী ধরিতে আসিল। সারসরূপী পারস্যরাজকে দেখিয়া তাহার মনে বড় লোভ হইল, এমন সুন্দর পক্ষী সে কখনও দেখে নাই। অনেক কৌশলে সে পক্ষীটিকে ধরিল এবং খাঁচায় পুরিয়া নগরে লইয়া আসিল। পাখীটিকে দেখিয়া একজন লোক বলিল, "ওহে ব্যাধ, পক্ষীটিকে কত দামে বিক্রয় করিতে পার?"—ব্যাধ জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি এ পাখীটি কিনিয়া কি করিবেন?"—লোকটি বলিল, "আমি ইহার মাংস রাঁধিয়া খাইব।"—ব্যাধ বলিল,

"সোনার টাকা পাইলেও আমি এ পাখী বিক্রয় করিব না, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, এত কাল পাখী ধরিতেছি, কিন্তু এমন সুন্দর পাখী আর কখনও দেখি নাই। আমি ইহাকে লইয়া আমাদের দেশের রাজাকে উপহার দান করিব। তিনি বুঝিবেন, এই পক্ষী কিরূপ মূল্যবান্।"

অনন্তর ব্যাধ রাজপ্রাসাদের সন্নিকটে পিঞ্জর-হস্তে উপস্থিত হইল। রাজা প্রাসাদবাতায়ন হইতে ব্যাধহস্তে পিঞ্জরমধ্যবর্ত্তী সুন্দর পক্ষীটি দেখিতে পাইলেন এবং একজন রাজকর্ম্মচারীকে উহা ক্রয় করিবার জন্য পাঠাইলেন। ব্যাধ বলিল, "আমি ইহা কোন মূল্যেই বিক্রয় করিব না, রাজাকে উপহার দান করিব।" রাজা পক্ষী দেখিয়া এতই সন্তুষ্ট হইলেন, তিনি ব্যাধকে দশটি স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার প্রদানের আদেশ করিলেন। ব্যাধ তাহাতেই মহাসন্তুষ্ট হইয়া গৃহে চলিয়া গেল। রাজা পক্ষীটিকে মূল্যবান্ সুবর্ণপিঞ্জরে রাখিয়া তাহার আনন্দ-নর্ত্তন দেখিতে লাগিলেন।



ঘোমটা-টানা

পক্ষী কিন্তু পিঞ্জরস্থ আহার্য্য-দ্রব্য স্পর্শও করিল না, তখন রাজা নানাপ্রকার খাদ্য-দ্রব্য তাহার সম্মুখে স্থাপন করিতে আদেশ করিলেন। তিনি ভাবিলেন, পক্ষী এই সকল দ্রব্যের মধ্যে কোন না কোন দ্রব্য ভক্ষণ করিতে পারে।

অদূরস্থিত টেবলে রাজার জন্য খাদ্যসামগ্রী সুসজ্জিত ছিল, মুক্তিলাভ করিয়া পক্ষী সেই টেবলে উড়িয়া বসিল, এবং রুটী ও মিষ্টান্ন চঞ্চুপুটে গ্রহণ করিয়া ভক্ষণ করিতে লাগিল। রাজা এই দৃশ্য দেখিয়া, অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া, ইহা দেখিবার জন্য মহিষীর নিকট একজন দাসীকে পাঠাইলেন। মহিষী তৎক্ষণাৎ রাজসমীপে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু পক্ষীটিকে দেখিবামাত্র তিনি অবগুণ্ঠন টানিয়া দিলেন। রাজা এই ব্যাপার দর্শনে অধিকতর আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া বলিলেন, "মহিষি, এই কক্ষে অন্য পুরুষ নাই, তবে তোমার এরূপ ব্যবহারের অর্থ কি?"

রাজ্ঞীর যাদু-চাতুর্য্য

মহিষী বলিলেন, "রাজন্, এখানে অপরিচিত পুরুষ আছেন বলিয়াই আমি অবগুণ্ঠন দিয়াছি। আপনি যাহাকে পক্ষী মনে করিতেছেন, তিনি পক্ষী নহেন, পক্ষিরূপী মনুষ্য।"—"মনুষ্য! এমন অসম্ভব কথা ত কখন শুনি নাই। না, না, তুমি পরিহাস করিতেছ।"—রাণী বলিলেন, "মহারাজের সহিত আমার পরিহাস করিবার সম্বন্ধ নহে, আমার ভগিনী বা ভ্রাতৃবধূ হইলে বরং আপনি এ কথা একদিন ভাবিতে পারিতেন। আপনি নিশ্চয় জানিবেন, এই পক্ষী পারস্যরাজ বাদের, ইনি সমুদ্রাধিপতির দৌহিত্র ও রাজা সালের ভাগিনেয়; ইঁহার মাতার নাম গুলনার। সামণ্ডলপতির কন্যা রাজকুমারী গাহেরী ইঁহাকে পক্ষিদেহে রূপান্তরিত করিয়াছেন।"

যাদুমন্ত্রের প্রভাব

রাজা জানিতেন, রাজ্ঞী মায়াবিদ্যায় যৎপরোনাস্তি পারদর্শিনী; সুতরাং তিনি মহিষীর কথায় বিশ্বাস করিলেন। রাজা তখন মহিষীকে অনুরোধ করিলেন, "পারস্যপতির পক্ষিদেহ দূর করিয়া তাঁহাকে তাঁহার প্রকৃত মূর্ত্তি প্রদান কর।"

রাজ্ঞী পক্ষীর সহিত কক্ষান্তরে উপস্থিত হইয়া এক ঘটী জল মন্ত্রপূত করিলেন। মন্ত্রশক্তিতে জল টগবগ করিয়া ফুটিতে লাগিল। তখন রাজ্ঞী সেই জল পক্ষীর গাত্রে ঢালিয়া বলিলেন, "যদি কাহারও মায়াবিদ্যায় তোমার এই মূর্ত্তি হইয়া থাকে, তবে তুমি অবিলম্বে নিজমূর্ত্তি গ্রহণ কর।"

রাজ্ঞীর কথা শেষ হইতে না হইতেই বাদের পক্ষিদেহ ত্যাগ করিয়া তাঁহার পরমসুন্দর পুরুষমূর্ত্তি প্রাপ্ত হইলেন। রাজা বাদেরকে দেখিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন, বাদেরও রাজার চরণ চুম্বন করিয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

রাজার নিকট বাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার পূর্ব্বেই রাজ্ঞী অন্তঃপুরে অন্তর্দ্ধান করিয়াছিলেন, আহারের সময় রাণীর সহিত রাজার সাক্ষাৎ হইলে রাজা রাণীর মুখে সকল কথা শ্রবণ করিয়া, বাদেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি অপরাধ করিয়াছিলেন যে, গাহেরী আপনাকে সারসে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন?"—রাজাকে বাদের সকল কথা বলিলে, রাজা সামণ্ডলপতিরই সম্পূর্ণ দোষ দেখিতে পাইলেন। অতঃপর তিনি বাদেরকে বলিলেন, "এ সকল অপ্রীতিকর কথার আলোচনায় আর আবশ্যক নাই, এখন যদি কোন প্রকারে আপনার কোন উপকার করিতে পারি, তাহা বলুন।"

বাদের স্বদেশে যাইবার জন্য রাজার নিকট একখানি জাহাজ চাহিলেন। রাজা তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন, তাঁহাকে একখানি অত্যুৎকৃষ্ট জাহাজ প্রদান করা হইল। বাদের সেই জাহাজে স্বদেশযাত্রা করিলেন।

প্রেমিক জানোয়ারের দেশে

দশদিন সুবাতাসে জাহাজ উত্তমরূপে চলিল। একাদশ দিবসে ভয়ানক ঝটিকা উপস্থিত হওয়ায় প্রথমে জাহাজের মাস্তুলাদি ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল, তাহার পর জাহাজ একটি পাহাড়ের উপর গিয়া পড়িল;—জাহাজ তৎক্ষণাৎ শত খণ্ডে বিভক্ত হইল, নাবিকগণ সমুদ্রগর্ভে নিমগ্ন হইল। কেহ কেহ বা দুই এক খণ্ড কাষ্ঠ আশ্রয় করিয়া, তাহার উপর ভাসিতে লাগিল। রাজা বাদেরও এক খণ্ড কাষ্ঠ আশ্রয় করিয়া, ভাসিতে ভাসিতে কূলের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, যখন মৃত্তিকায় পদস্পর্শ হইল, তখন তিনি কাঠ ছাড়িয়া হাঁটিয়া কূলে উপনীত হইলেন; কিন্তু তিনি সবিস্ময়ে দেখিলেন, কোথা হইতে দলে দলে ঘোড়া, উট, গাধা, অশ্বতর, ষাঁড়, বলদ, গাভী ও অন্যান্য জন্তু সমুদ্রতীরে আসিয়া দাঁড়াইল, কোনক্রমে তাঁহাকে তীরে উঠিতে দিবে না। বহুকষ্টে তিনি তাহাদিগের ভিতর দিয়া একটা পথ করিয়া, পর্ব্বতের একটি দুরারোহ অংশে উঠিয়া বসিলেন। সেখানে আর কোন জন্তু তাঁহাকে বিরক্ত করিতে পারিল না, তিনি রৌদ্রে বস্ত্রাদি শুষ্ক করিলেন।

অনন্তর পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া, তিনি নগরপ্রবেশের চেষ্টা করিলে, সেই সকল জন্তু আবার তাঁহার সম্মুখে আসিয়া সেই ভাবে তাঁহাকে বাধা দান করিল। তাহারা যেরূপ ভাব দেখাইল, তাহাতে বাদেরের মনে হইল, নগরপ্রবেশে তাঁহাকে কোনপ্রকার বিপদে পড়িতে হইবে এবং এই জন্যই তাহারা এরূপ বাধা দান করিতেছে।

কিন্তু কোন বাধা না মানিয়া বাদের নগরে প্রবেশ করিলেন। নগরের রাজপথগুলি সুবিস্তীর্ণ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। কিন্তু কোথাও একটি জনপ্রাণীর সহিতই তাঁহার সাক্ষাৎ হইল না। বাদের রাজপথ ধরিয়া

নগরীমধ্যে অগ্রসর হইলেন, দেখিলেন, অনেক দূরে কতকগুলি দোকান খোলা রহিয়াছে। তখন তিনি বুঝিলেন, নিশ্চয়ই এ নগরে মনুষ্যের বসতি আছে। একটি দোকানে দেখিলেন, একজন বৃদ্ধ কতকগুলি [illegible]ইয়া বসিয়া রহিয়াছে। ক্রেতার সন্ধানে সে বসিয়া ছিল।

বৃদ্ধ মাথা তুলিয়াই বাদেরকে দেখিতে পাইল। সেই গৌরাঙ্গ সুন্দর অপরিচিত যুবককে সহসা সম্মুখে দেখিয়া বৃদ্ধ যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইল। বাদেরের পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে বাদের তাহাকে সংক্ষেপে আত্মপরিচয় জ্ঞাপন করিলেন। বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিল, "পথে কাহারও সহিত আপনার সাক্ষাৎ হয় নাই কি?" বাদের বলিলেন, "এ নগরে কেবল আপনাকেই একমাত্র মানুষ দেখিতেছি, এমন সুন্দর নগর কেন এরূপ জনহীন, তাহা আমি কোনমতে বুঝিতে পারিতেছি না।" বৃদ্ধ বলিল, "শীঘ্র আমার দোকানের ভিতর আসুন, বাহিরে আর এক দণ্ডও দাঁড়াইবেন না, মহা বিপদে পড়িবেন। আপনি আমার দোকানের মধ্যে আসিলে আমি আপনাকে সকল কথা বলিব, আপনাকে এত সাবধান হইতে বলিতেছি কেন, তাহাও জানিতে পারিবেন।"

বাদের তৎক্ষণাৎ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বৃদ্ধ দেখিল, তিনি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত এবং ক্ষুৎপিপাসার কাতর; ফলমূল ও জলদানে বৃদ্ধ তাঁহার ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণ করিল। আহারাদি শেষ হইলে, বৃদ্ধ বলিল, "আপনি যে পথিমধ্যে বিপদে পড়েন নাই, নিরাপদে এত দূর আসিতে পারিয়াছেন, এজন্য আল্লাকে ধন্যবাদ প্রদান করুন।" বাদের ভয় ও বিস্ময়ে কণ্টকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এ কথা কেন বলিতেছেন, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি, আমার কৌতূহল নিবারণ করুন।"

যাদুকরীর প্রেম-লীলা

বৃদ্ধ বলিতে লাগিল, "এই নগরের নাম যাদুনগর। এ নগরে রাজা নাই, রাণী আছেন, রাণী অদ্বিতীয়া সুন্দরী এবং অসামান্য যাদুবিদ্যা-নিপুণা। পৃথিবীতে এমন যাদুকরী আর দ্বিতীয় নাই। এ দেশে যত সুন্দর মানুষ ছিল, রাণী সকলকেই বিবিধ পশুতে রূপান্তরিত করিয়াছেন। আপনি যে সকল পশুকে সমুদ্রকূলে উঠিবার সময় দেখিয়াছিলেন, তাহারা সকলেই মানুষ, যাদুবিদ্যা-প্রভাবে পশু হইয়াছে। রাণীর চর নগরের চারিদিকে ঘুরিতেছে, যদি আপনার ন্যায় কোন সুন্দর যুবক দৈবাৎ এই নগরে প্রবেশ করেন, তাহা হইলে সেই সকল দূত তাঁহাকে রাণীর নিকট লইয়া যায়, রাণী তাঁহাকে নানা প্রকারে আদরযত্ন করেন, বাসের জন্য সুবিস্তীর্ণ প্রাসাদ, আহারের জন্য অত্যুৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতি প্রদান করেন, রাণী তাঁহার প্রণয়ে হাবুডুবু খাইতেছেন, এইরূপ ভাব প্রকাশ করেন, অনন্তর চল্লিশ দিন পরেই দুর্ভাগ্য ব্যক্তিকে কোন একটি পশুপক্ষীতে রূপান্তরিত হইতে হয়। আপনার বিপদের সম্ভাবনা বুঝিয়াই পশুর দল আপনাকে নগরে প্রবেশ করিতে দিতেছিল না, আপনাকে কি বিপদে পড়িতে হইবে, তাহা তাহারা প্রকাশ করিতে অসমর্থ।"

বাদের বৃদ্ধের কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। এক বিপদ্‌ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া তিনি যে অধিকতর বিপদে পড়িয়াছেন, তাহা সহজেই বুঝিতে পারিলেন। বাদের বৃদ্ধের নিকট তাঁহার জীবনের অতীত দুর্ঘটনা ও সামণ্ডল-রাজকুমারীর প্রতি তাঁহার অনুরাগ ও তাহার ফলের কথা প্রকাশ করিয়া বলিলেন।

বৃদ্ধ ওস্তাদের মধুর আশ্বাস

বৃদ্ধ বলিল, "আমি আমাদের দেশের রাজ্ঞীর শক্তি সম্বন্ধেও আপনাকে যে কথা বলিলাম, তাহা সম্পূর্ণ সত্য হইলেও আপনি এত অধিক ভীত হইবেন না। আমার প্রতি রাজ্ঞীর বিশেষ শ্রদ্ধা আছে, রাজ্যের সকলেই আমাকে ভালবাসে; সুতরাং আমার সহিত আপনার পরিচয় হওয়া আপনার পক্ষে সৌভাগ্যের বিষয় হইয়াছে বলিতে হইবে। এখানে আপনার কোন ভয় নাই। আপনি যত দিন ইচ্ছা, এখানে থাকিতে পারেন; আমার এখানে যত দিন থাকিবেন, তত দিন যে আপনাকে কোন বিপদে পড়িতে হইবে না, তাহা আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি।"

বাদের বৃদ্ধকে তাঁহার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন। গৃহে বসিয়া বাদের দুই একজন লোককে পথ দিয়া চলিয়া যাইতে দেখিলেন, লোকগুলি বাদেরকে দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিল, কেহ কেহ বা বৃদ্ধকে বলিল, "এমন সুপুরুষ যুবক দাস কোথায় পাইলে হে? তোমার ত ভাগ্য ভাল!"—কেহ কেহ বা এই ভাবিয়া বিস্মিত হইল যে, এমন রূপবান্ যুবা কিরূপে রাণীর কবলে না পড়িয়া এখানে আসিতে সমর্থ হইল? বৃদ্ধ সকলের বিস্ময় দূর করিবার জন্য বলিল, "এই যুবক আমার ভৃত্য নহে, তোমরা ভুল অনুমান করিতেছ, আমার অর্থ নাই যে, দাস ক্রয় করি। এটি আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, সংপ্রতি ইহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে, সেই জন্য ইহাকে আমি আমার কাছে লইয়া আসিয়াছি।" নগরবাসিগণ বৃদ্ধের কথা শুনিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেও কেহ কেহ বলিতে লাগিল, "রাণী এই যুবকের রূপের কথা জানিতে পারিলেই ইহাকে তোমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া যাইবে, তুমি কখনও ইহাকে রাখিতে পারিবে না। তার পর পশু করিয়া ফেলিবে, তখন ভাই, তোমার আক্ষেপের সীমা থাকিবে না। ভ্রতুষ্পুত্রটিকে হারাইবে নিশ্চয়।"

বৃদ্ধ সেই সকল শুভাকাঙ্ক্ষীকে ধন্যবাদ দিয়া বলিল, "রাণী আমাকে যেরূপ শ্রদ্ধা করেন, তাহাতে তিনি আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের উপর লোভ করিবেন, এরূপ অনুমান হয় না। তিনি যদি ইহার কথা শুনিয়া ইহাকে চাহেন, তাহা হইলে আমি তাঁহার সঙ্কল্প টলাইতে পারিব বলিয়া বিশ্বাস আছে।"

প্রেম-বিলাসিনী যাদুকরীর শোভাযাত্রা

বাদের এক মাসকাল বৃদ্ধের গৃহে বাস করিলেন, বৃদ্ধ তাঁহার রূপগুণে মোহিত হইয়া, তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতে লাগিল এবং প্রতিদিন তাহার স্নেহের বৃদ্ধি হইতে লাগিল। একমাস পরে একদিন সেই দেশের যাদুকরী রাণী লাবি মহাসমারোহে বৃদ্ধের দোকানের সম্মুখবর্ত্তী পথ দিয়া অশ্বারোহণে স্থানান্তরে যাইতেছিলেন, তাঁহার সঙ্গে এক সহস্র অনুচর, সকলেই সুসজ্জিত, সকলেই সশস্ত্র। রাণীর অশ্বের চতুর্দ্দিকে অস্ত্রধারিণী বিবিধভূষণভূষিতা যুবতীর দল; সকলেরই হস্তে কৃপাণ। রাজ্ঞীর অনুচরবৃন্দ বৃদ্ধের দোকানের সম্মুখে আসিলে সকলেই সসম্ভ্রমে বৃদ্ধকে প্রণিপাত করিল। বাদের এই সকল অনুচরকে দেখিয়া, দোকানের ভিতর প্রবেশ করিয়া, রাজ্ঞীর কবল হইতে আত্মরক্ষা করিবেন ভাবিয়া উঠিতেছেন দেখিয়া, বৃদ্ধ তাঁহাকে সেইখানেই বসিতে অনুরোধ করিল। রাণী অশ্বারোহণে দোকানের সম্মুখে আসিয়াই বাদেরকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার অনুপম যৌবন ও কমনীয় কান্তি দেখিয়া রাজ্ঞী কামার্ত্তা হইয়া উঠিলেন। তিনি অশ্বের রশ্মি সংযত করিয়া, বৃদ্ধকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "আবদাল্লা মিঞা, এই সুন্দর ভৃত্যটি কি তোমার? তুমি কি ইহাকে সংপ্রতি ক্রয় করিয়াছ?"

বৃদ্ধ ধরাতলে দাড়ী লুটাইয়া, রাণীকে সম্মান জ্ঞাপন করিয়া বলিল, "রাজ্ঞি, এটি আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, অতি অল্পদিন পূর্ব্বে আমার ভ্রাতার মৃত্যু হইয়াছে, ইহাকে আমি লইয়া আসিয়াছি, আমার সন্তানাদি ত নাই, ভাবিয়াছি, যত দিন বাঁচিব, ইহাকেই আমার কাছে রাখিব, তাহার পর আমার সামান্য যে কিছু সম্পত্তি আছে, তাহা ইহাকেই প্রদান করিয়া যাইব।"

প্রেমময়ীর প্রতিশ্রুতি

রাজ্ঞী বলিলেন, "বাবা, তুমি তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রটি আমাকে দান কর। আমি তোমার কাছে কখনও কিছু চাহি নাই, আশা করি, আমার প্রতি এই অনুগ্রহ প্রকাশে তুমি কাতর হইবে না। আমি আলোক ও অগ্নির শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি ইহাকে এরূপ ক্ষমতাশালী ও ঐশ্বর্য্য দান করিব যে, পৃথিবীতে তত ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্য আর কোন মানুষের নাই। যদি আমি পৃথিবীর সকল মনুষ্যেরও অপকার করি, তাহা হইলেও তুমি জানিও, আমার দ্বারা এই যুবকের কখনও কোন অপকার হইবে না। আমার বিশ্বাস আছে, তুমি আমার এই অনুরোধ রক্ষা করিবে। তোমার প্রতি আমার যে শ্রদ্ধা ও আমার প্রতি তোমার যে স্নেহ আছে, তাহার অনুরোধে তুমি আমার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিও না।"

আবদাল্লা বলিল, "রাণীজি! পৃথিবীতে আমার আত্মীয়-স্বজন আর কেহ নাই, কেবল আমার একটিমাত্র ভ্রাতুষ্পুত্র। উহাকে ত্যাগ করিয়া আমি কিরূপে জীবনধারণ করিব? আপনি উহার যে সম্মান প্রদর্শন করিতে চাহিলেন, সে জন্য আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন; কিন্তু আপনি দয়া করিয়া ইহা পরিত্যাগ করিয়া যান।"

রাজ্ঞী বলিলেন, "আবদাল্লা, তুমি আমাকে বিশেষ স্নেহ কর জানিয়াই তোমার নিকট এ প্রার্থনা করিয়াছি, তুমি নির্দ্দয়ের মত আমার প্রার্থনা অপূর্ণ রাখিও না। আমি পুনর্ব্বার আমার ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া বলিতেছি, এই যুবককে আমি পরম সুখে রাখিব, অনন্ত সম্পদ্ দান করিব, তুমি আমার অনুরোধ রক্ষা কর। তোমার কি জন্য আশঙ্কা হইতেছে, তাহা আমি বুঝিয়াছি। তুমি ভাবিতেছ, আমার দ্বারা ইহার কোন প্রকারে অনিষ্ট হইবে, অন্যের প্রতি আমি যেরূপ ব্যবহার করি, ইহার উপরও সেইরূপ ব্যবহার করিব। কিন্তু, আল্লা সে ভয় ত্যাগ কর। আমি তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করিয়া কদাচ সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিব না। তুমি তোমার যুবকটিকে আমার হস্তে প্রদান কর, আর কোন আপত্তি করিও না।"

আবদাল্লা অগত্যা রাণীর প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বলিল, "রাণীজি, আপনি যখন প্রাসাদে ফিরিবেন, তখন ইহাকে লইয়া যাইবেন, আপনার অনুরোধ আমি লঙ্ঘন করিতে পারিব না; আপনি ইহাকে পাইবেন।" রাণী বলিলেন, "কাল আমি ফিরিব, ফিরিবার সময় যেন ইহাকে পাই।"—রাণী অনুচরবর্গের সহিত গন্তব্যপথে প্রস্থান করিলেন।

রাজ্ঞী লাবি প্রস্থান করিলে, আবদাল্লা বাদেরকে বলিলেন, "বৎস, তোমাকে লাভ করিবার জন্য রাণী অতি আগ্রহ লক্ষ্য করিলে? আমি যদি তোমাকে তাঁহার হস্তে প্রদান করিতে সম্মত না হইতাম, তাহা হইলে যাদুকরী যাদুবিদ্যা-প্রভাবে আমাদের ভয়ানক অনিষ্ট করিতেন, এমন কি, সে জন্য আমাদিগকে চিরজীবন অনন্ত দুঃখ-ভোগ করিতে হইত। তাহা অপেক্ষা তুমি তাঁহার নিকটে যাও, ইহা বাঞ্ছনীয়; রাজ্ঞী আমাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করেন, তিনি আমার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা লঙ্ঘন করিবেন বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু তোমাকে না দিলে, ক্রুদ্ধ রাণীর হস্ত হইতে পরিত্রাণের কোন আশা নাই।"

আবদাল্লার কথা শুনিয়া বাদেরের ভয় কিঞ্চিৎ দূর হইল, কিন্তু তিনি একেবারে স্থির হইতে পারিলেন না; হয় ত তিনি সামান্য কারণে বা অকারণে রাজ্ঞীর অপ্রীতিভাজন হইয়া কোন বিপদে পড়িবেন ভাবিয়া বড়ই চিন্তিত হইলেন, তাঁহার চক্ষুপ্রান্ত হইতে অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

আবদাল্লা বাদেরকে সান্ত্বনাদান করিয়া বলিলেন, "পুত্র, স্থির হও, যদিও আমি জানি, এই যাদুকরীর কোন শপথেই বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারা যায় না, তথাপি আমার নিকট তিনি যে প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়াছেন, সহসা তাহা ভঙ্গ করিতে পারিবেন, তাহা বোধ হয় না। এই রাজ্ঞী যে আমার প্রতি শ্রদ্ধা বশতঃ আমাকে সম্মান করেন, তাহা বোধ হয় না। তিনি জানেন, সহজে তিনি আমার কোন অপকার করিতে পারিবেন না, তাই এত সম্মান! যদি তিনি তোমার প্রতি কোন প্রকার মন্দ ব্যবহার কি অত্যাচার করেন, তাহা হইলে আমি তাহা অবিলম্বেই জানিতে পারিব, তোমাকে রক্ষা করিবার জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব, তুমি ভীত হইও না। বৎস, রাজ্ঞীর কোন অস্ত্রই আমার বক্ষে আঘাত না করিয়া তোমার বক্ষ স্পর্শ করিবে না।"

পরদিন রাজ্ঞী লাবি আবদাল্লার দোকানের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে সহাস্যে বলিলেন, "আবদাল্লা মিঞা, আমি কেবল তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রটিকে লাভ করিবার আশাতেই এত শীঘ্র ফিরিলাম, ইহাতেই তুমি আমার আগ্রহের পরিচয় পাইতেছ। আমি জানি, তুমি এক কথার মানুষ, আশা করি, যুবক তোমার কথা উল্টাইবে না।"

আবদাল্লা ভূমি স্পর্শ করিয়া রাজ্ঞীকে অভিবাদন করিয়া বলিল, "মহীয়সী রাজ্ঞি, আমি কাল আপনার হস্তে আমার ভ্রাতুষ্পুত্রকে সমর্পণ করিতে যে আপত্তি করিয়াছিলাম, তাহার কারণ অবশ্যই আপনি বুঝিয়াছেন। যুবকে আপনি পরম সুখে রাখিবেন, অনন্ত ঐশ্বর্য্য দান করিবেন, ইহাতে আমার কি আপত্তি হইতে পারে? বরং তাহা আমার পক্ষে বিশেষ সুখের বিষয়; তবে আমার যে ভয়, তাহা নিতান্ত অমূলক নহে। আপনার আশ্বাসবাক্যে বিশ্বাসস্থাপন করিয়া আমি সেই ভয় পরিহার করিলাম, আমার বিশ্বাস হইয়াছে, আপনি এই যুবকের উপর আপনার যাদুবিদ্যা প্রয়োগ করিবেন না।"

রাজ্ঞী সহাস্যে বলিলেন, "মিঞা, ভয় ত্যাগ কর। আমি তোমার নিকট অঙ্গীকার করিয়াছি, তাহা হইতে কদাচ ভ্রষ্ট হইব না। আমার ব্যবহারে তোমার কিম্বা তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রের অসন্তোষের কোন কারণ থাকিবে না। মিঞা সাহেব, আমাকে তুমি এখনও ঠিক চিনিয়া উঠিতে পার নাই; তুমি এখন পর্য্যন্ত কেবল আমার দুর্নামই শুনিয়া আসিতেছ, আমার চরিত্র কি, তাহা জানিতে পার নাই। যদি আমি বুঝিতে পারি, তোমার এই ভ্রাতুষ্পুত্র আমার প্রেমের অযোগ্য নহে, তাহা হইলে আমার প্রণয় তাহার অপ্রীতিকর হইবে না।"—বাদের তিনি ক্ষণ ধরিয়া রাজ্ঞীর সর্ব্বাঙ্গ বিশেষ মনোযোগের সহিত নিরীক্ষণ করিলেন, তাহার পর মনে মনে ভাবিলেন, "আশ্চর্য্য সুন্দরী বটে, কিন্তু কেবল সুন্দর হইলেই হয় না, হৃদয়-মনও সেই সঙ্গে পবিত্র হওয়া চাই।"

অতঃপর আবদাল্লা বাদেরের হস্ত ধরিয়া তাঁহাকে রাজ্ঞীর হস্তে সমর্পণ করিয়া বলিলেন, "রাজ্ঞি, আমার প্রাণ আপনার হস্তে সমর্পণ করিলাম, দেখিবেন, যেন ইহাকে কখন বিপদে পড়িতে না হয়। আর এক অনুরোধ, মধ্যে মধ্যে ইহাকে আমার নিকট আসিতে দিবেন। বুড়ামানুষ, কত দিনই বা বাঁচিব! এ অনুগ্রহ হইতে আমাকে বঞ্চিত করিবেন না।"

প্রেম-বিলাসিনী যাদুকরীর শোভাযাত্রা

রাজ্ঞী আবদাল্লাকে সহস্র স্বর্ণমুদ্রাপূর্ণ একটি থলি পুরস্কার প্রদান করিতে উদ্যত হইলে আলি আবদাল্লা প্রথমে তাহা গ্রহণ করিতে কোনক্রমে সম্মত হইলেন না; কিন্তু রাজ্ঞীর বিশেষ আগ্রহে তাহা গ্রহণ করিতে হইল। রাজ্ঞী অশ্বে আরোহণ করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিঞা সাহেব, তোমাকে আর এক কথা জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া গিয়াছি। তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রের নাম?"—আবদাল্লা বলিলেন, "উহার নাম সেমস্ (সূর্য্য)।" বাদেরকে সুসজ্জিত অশ্বে আরোহণ করাইয়া, রাজ্ঞী তাঁহাকে লইয়া প্রাসাদাভিমুখে ধাবিত হইলেন।

নগরের অধিবাসিবৃন্দ রাজ্ঞীর সঙ্গে বাদেরকে অশ্বারোহণে যাইতে দেখিয়া বাদেরের রূপে মুগ্ধ হইল এবং তাহারা রাজ্ঞীকে অভিশাপ প্রদান করিতে লাগিল। তাহারা পরস্পর বলিতে লাগিল, "এই দেখ, রাক্ষসী তাহার কামপিপাসা পরিতৃপ্তির পর যাদুবিদ্যা দ্বারা পশু করিয়া রাখিবার জন্য, কোথা হইতে একটি পরম সুন্দর যুবককে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে। পিশাচীর যদি দয়া-মায়া কিছু থাকে! ইহার অত্যাচার হইতে কি পৃথিবী নিস্তার পাইবে না?" আর এক জন বলিল, "হতভাগ্য যুবক, যদি তুমি মনে করিয়া থাক, তোমার সুখ দীর্ঘস্থায়ী হইবে, তাহা হইলে তুমি বড়ই প্রবঞ্চিত হইয়াছ। তুমি এখন আপনাকে বড় সুখী মনে করিতেছ, কিন্তু ইহার পর তোমার দুঃখে শিয়াল-কুকুর কাঁদিবে।" বাদের এই সকল কথা শুনিয়া বুঝিলেন, আবদাল্লা রাজ্ঞী সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার এক বর্ণও অতিরঞ্জিত নহে। তিনি দয়াময় আল্লার উপর নির্ভর করিয়া রাজ্ঞীর হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন।

প্রেমময়ী প্রতিজ্ঞা

যাদুকরী রাজ্ঞী রাজপ্রাসাদের সম্মুখে আসিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন, এবং বাদেরকে সঙ্গে লইয়া তুমি [illegible] প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। বাদের রাজ্ঞীর অন্তঃপুরের সাজসজ্জা ও বিচিত্র শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন; স্নেহ [illegible] লাগিলেন; কিন্তু তিনি যে আবদাল্লার ভ্রাতুষ্পুত্র

নহেন, তাহা যাহাতে রাজ্ঞী না বুঝিতে পারেন, তদ্বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইলেন। অনন্তর তিনি রাজ্ঞীর সহিত নানা-বিষয়ক কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন, ইতিমধ্যে খাদ্যদ্রব্যাদি তাঁহাদের সম্মুখে আনীত হইল।

মদিরার সঙ্গে রূপ-মদিরার চমক

স্বর্ণপাত্রে উভয়ে আহার করিতে লাগিলেন। আহার শেষ হইলে রাজ্ঞী বাদেরের স্বাস্থ্য পান করিলেন। সেই মদ্য অতি উৎকৃষ্ট মদ্য; বাদের বুঝিলেন, পারস্যাধিপতির মদ্যভাণ্ডারে এমন মদ্য কখন আমদানী হয় নাই। রাজ্ঞী মদ্য পান করিয়া এক পাত্র বাদেরকে দান করিলেন, বাদের সম্ভ্রমের সহিত তাহা গ্রহণ করিয়া রাজ্ঞীর স্বাস্থ্য পান করিলেন। এই ভাবে পানাহার সম্পন্ন হইলে দশ জন সুন্দরী যুবতী সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বিবিধ বাদ্যযন্ত্রাদি সহকারে গীতবাদ্য আরম্ভ করিল। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত মদ্য ও গীতবাদ্যের স্রোত চলিল। বাদেরের মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, তিনি রাজ্ঞীর সুন্দর মুখের দিকে অনিমেষদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। রাজ্ঞী যে যাদুকরী, তাহা বিস্মৃত হইয়া তিনি কেবলই মনে করিতে লাগিলেন, আল্লা বিরলে বসিয়া এই অনুপমা রূপসী রাণীকে সৃষ্টি করিয়াছেন; এমন রূপ চরাচরে দুর্ল্লভ। এমন রূপবতীকে লাভ করিয়া তিনি আপনাকে সৌভাগ্যবান্ জ্ঞান করিতে লাগিলেন। রাজ্ঞী যখন বুঝিলেন, বাদের তাঁহাতে অত্যন্ত আসক্ত হইয়াছেন, তখন তিনি দাসীগণকে বিদায় দান করিয়া বাদেরকে লইয়া শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। তরুণ-বয়স্ক বাদের ইতিপূর্ব্বে কখনই নারীর সহিত সম্মিলিত হন নাই। অনবদ্য-সুন্দরী রাণী তাঁহাকে যৌবনের বিচিত্র রসাস্বাদ করাইলেন। বাদের মোহমুগ্ধ হইয়া সমগ্র রজনী মদনোৎসবে যাপন করিলেন।

পরদিন প্রভাতে বাদের স্নানাগারে প্রবেশ করিলেন, স্নান শেষ হইলে দাসীগণ তাঁহাকে একটি অতি উৎকৃষ্ট ও মহামূল্য পরিচ্ছদ প্রদান করিল, তাহা পরিধান করিয়া বাদেরের সৌন্দর্য্য শতগুণ বর্দ্ধিত হইল। রাজ্ঞীও সে দিন একটি সমুজ্জ্বল ও বহু মূল্যবান্ পরিচ্ছদে সজ্জিত হইলেন। স্নানান্তে বাদের রাজ্ঞীর সহিত পানভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন, তাহার পর নানাপ্রকার প্রেমালাপে ও আমোদপ্রমোদে দিন কাটিয়া গেল।

রাজ্ঞী যাহাদিগের রূপযৌবন দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার কামপিপাসা প্রশমিত করিবার জন্য প্রাসাদে লইয়া আসিতেন, তাহাদের সহিত চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত প্রণয় স্থায়িত্বলাভ করিত, তাহার পর রাণী ইচ্ছামত তাহাদিগকে পশু করিয়া রাখিতেন। প্রেমানন্দে চল্লিশ দিন অতিবাহিত হইল। চল্লিশ দিনের রাত্রিতে বাদের ও রাজ্ঞী একত্র শয়ন করিলেন, বাদের কিছু কাল পরে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। বাদের নিদ্রিত হইয়াছেন দেখিয়া রাজ্ঞী ধীরে ধীরে উঠিলেন। তিনি অতি সাবধানতার সহিত শয্যাত্যাগ করিলেও সহসা বাদেরের নিদ্রাভঙ্গ হইল; কিন্তু রাজ্ঞী উঠিয়া কোথায় যান ও কি করেন, তাহা দেখিবার জন্য বাদের নিদ্রার ভান করিয়া শয্যায় নিপতিত রহিলেন। কিয়ৎকাল পরে ধীরে ধীরে শয্যাত্যাগ করিয়া অন্যের অলক্ষ্যে প্রমোদ-উদ্যানে প্রবেশ করিয়া বাদের দেখিলেন, সেই উদ্যানে নানাজাতীয় বিহগ বৃক্ষশাখায় বসিয়া আছে। জ্যোৎস্নালোক-প্লাবিত উদ্যানের এক অনাবৃত স্থানে তিনি একটি প্রিয়দর্শন পক্ষিণীকে দেখিতে পাইলেন। অল্পক্ষণ পরে একটি মসীকৃষ্ণ বায়স সেই পক্ষিণীর উপর আপতিত হইল। বায়সটি কিয়ৎকাল পক্ষিণীর সহিত বিহার করিয়া উড়িয়া গেল। পরমুহূর্ত্তে তিনি দেখিলেন, পক্ষিণী রূপান্তরিতা হইয়া রাজ্ঞী লাবির দেহ ধারণ করিল।

কাম-প্রণয়ীর শাস্তি

এই ব্যাপার দর্শনে বাদেরের মন ঈর্ষায় জ্বলিয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ শয্যায় আসিয়া শয়ন করিলেন, ক্রোধে ও ঈর্ষার জ্বালায় তাঁহার অন্তর দগ্ধ হইতে লাগিল। কিয়ৎকাল পরে রাজ্ঞী শয্যাসন্নিধানে আসিয়া বাদেরকে আদর করিতে লাগিলেন। বাদেরের অভিমান ইহাতে দ্বিগুণ প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি রাজ্ঞীর সোহাগে বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। তখন চতুরা রাজ্ঞী বুঝিলেন যে, তাঁহার কীর্ত্তি এই যুবক লক্ষ্য করিয়াছে। কিন্তু রাজ্ঞী নিজের মনের ভাব প্রকাশ করিলেন না।

রূপসী পিশাচিনী

পরদিন প্রভাতে বাদের বলিলেন, "রাজ্ঞি, আমি অনেকদিন আমার পিতৃব্যকে দেখি নাই। আপনার অনুমতি হইলে আমি তাঁহার সহিত একবার দেখা করিয়া আসি।" রাজ্ঞী প্রথমতঃ সামান্ত আপত্তি করিয়া বাদেরকে যাইবার অনুমতি দিলেন। বাদের অশ্বারোহণে আবদাল্লার নিকট গমন করিলেন। আবদাল্লা তাঁহাকে দেখিয়া বিশেষ প্রীত হইয়া কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিল। বাদের গত রজনীর কথা বৃদ্ধকে জ্ঞাত করিলেন। আবদাল্লা বলিল, "এই রাজ্ঞী অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। সে বুঝিতে পারিয়াছে, তুমি তাহার কীর্ত্তি জানিতে পারিয়াছ। ঐ কৃষ্ণবর্ণ পক্ষীটি তাহারই এক জন অনুচর। উহাকে সে অত্যন্ত ভালবাসিত। কিন্তু রাজ্ঞীর এক কিঙ্করীর সহিত তাহার প্রণয় ঘটায়, রাক্ষী পুরুষটাকে পাখী করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু তাহার প্রেমে সে এত বিহ্বল যে, কামতৃষ্ণা চরিতার্থ করিবার জন্ত রাজ্ঞী মধ্যে মধ্যে পক্ষিণীর রূপ ধারণ করিয়া থাকে। তোমার প্রণয়ে সে পরিতৃপ্ত হইয়াছে, এইবার সে তোমার অনিষ্ট-



সাধনের জন্ত চেষ্টা করিবে। কিন্তু তুমি ভয় করিও না। আমিও যাদুবিদ্যা জানি। আমি তোমাকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিব। তুমি আজ সজাগ থাকিয়া উহার কীর্ত্তি-কলাপ লক্ষ্য করিবে। তার পর কাল আসিয়া আমাকে সকল কথা বলিবে।"

যাদু-করীর ইন্দ্রজাল

বাদের প্রাসাদে ফিরিয়া গেলেন। রাজ্ঞী লাবি তাঁহাকে নানারূপে সোহাগ করিলেন রাত্রিতে তাঁহাকে সুরাপানে বিহ্বল করিয়া জানিয়া লইলেন যে, বাদের পূর্ব্বরজনীতে পক্ষিণীরূপে কৃষ্ণকায় বায়সের সহিত তাঁহার বিহার-কার্য্য দেখিয়াছেন। তাহার পর উভয়ে শয়ন করিলেন। মধ্য-রাত্রিতে বাদের অনুভব করিলেন, রাজ্ঞী শয্যাত্যাগ করিয়াছেন। বাদের নিদ্রার ভান করিয়া পড়িয়া রহিলেন। শয্যাত্যাগ করিয়া রাজ্ঞী একটি সিন্দুক খুলিলেন এবং তাহার ভিতর হইতে একটি ক্ষুদ্র বাক্স বাহির করিলেন। সেই বাক্সটি পীতবর্ণ চূর্ণে পরিপূর্ণ ছিল। সেই চূর্ণ কিঞ্চিৎ পরিমাণে লইয়া রাজ্ঞী তাহা তাঁহার কক্ষে ছড়াইয়া দিলেন। বাদের দেখিলেন, দেখিতে দেখিতে কক্ষে জলের স্রোত চলিতে লাগিল। ভয়ে বাদেরের আত্মগোপন দুরূহ হইয়া উঠিল, তিনি ভাবিলেন, যদি রাজ্ঞী জানিতে পারেন, তিনি নিদ্রিত নহেন, নিদ্রার ভান করিতেছেন, তবেই ত' সর্ব্বনাশ!

যাদুমন্ত্রের প্রভাব

এই প্রমোদকক্ষস্থ প্রবাহিনীর জল তুলিয়া রাজ্ঞী একটি পাত্রে ঢালিলেন। পাত্রে কিছু ময়দা ছিল, সেই ময়দা এই জলে ভিজাইয়া ও উত্তমরূপে ঠাসিয়া তিনি কয়েকখানি রুটী প্রস্তুত করিলেন। তাহার পর বিভিন্ন বাক্স হইতে আর কয়েক প্রকার চূর্ণ বাহির করিয়া তিনি তদ্দ্বারা একখানি রুটী প্রস্তুত করিলেন এবং সেই রুটীখানি একখানি কটাহে রাখিলেন, তাহার পর অগ্নি জ্বালিয়া রুটী ভাজিয়া পাত্রগুলি যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিলেন। অনন্তর রাজ্ঞী কয়েকটি মন্ত্র উচ্চারণ করিবামাত্র সেই জলস্রোত অদৃশ্য হইয়া গেল। রুটীগুলি একটি কক্ষে রাখিয়া আসিয়া রাজ্ঞী পুনর্ব্বার বাদেরের পার্শ্বে শয়ন করিলেন। তিনি একবার সন্দেহও করিলেন না যে, বাদের নিদ্রার ভান করিয়া শয্যায় পড়িয়া থাকিয়া সকলই দেখিয়াছেন।

পরদিন প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিয়া বাদের রাজ্ঞীর নিকট পুনরায় পিতৃব্যের সহিত দেখা করিয়া আসিবার অনুমতি চাহিলেন। বলিলেন যে, আবদাল্লা অতি অবশ্য আজ সকালে তাঁহাকে যাইতে বলিয়াছেন। রাজ্ঞীর সহিত তিনিই তাঁহার মিলন ঘটাইয়া দিয়াছেন, তাই তিনি আজ পরমসুখে দিনযাপন করিতে পারিতেছেন। এখন যদি পিতৃব্যের আদেশ পালন না করেন, তাহা হইলে ঘোর অকৃতজ্ঞ হইতে হইবে। রাজ্ঞী লাবি তাঁহার গমনে বাধা দিলেন না। বাদের আবদাল্লার নিকট আসিয়া সকল ঘটনার কথা বিবৃত করিলেন।

আবদাল্লা বলিল, "আমি জানি, পিশাচী তাহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবে না, কিন্তু আমি এমন কৌশল জানি, তাহাতে তোমার অনিষ্ট করিতে গিয়া তাহারই অনিষ্ট হইবে। সে চল্লিশ দিনের বেশী কাহারও প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করে না, তাহার কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ হইলেই পুরাতন ছাড়িয়া নূতন প্রণয়ীর সন্ধানে ধাবিত হয় ; পুরাতন প্রণয়ীকে পশুপক্ষীতে পরিণত করিয়া রাখে। চল্লিশ দিন চলিয়া গিয়াছে, এখন তোমাকেও সে কোন প্রকার জানোয়ার করিয়া রাখিবে, তাহার চেষ্টা করিতেছে।"

অনন্তর আবদাল্লা বাদেরের হস্তে দুইখানি রুটী প্রদান করিয়া বলিল, "তুমি গোপনে রুটী দুইখানি লইয়া যাও, আজ রাণী তোমাকে রুটী খাইতে দিলে, তাহা কৌশলে লুকাইয়া ফেলিয়া এই রুটীখানি খাইবে। তুমি রুটী খাইলেই রাণী তোমাকে কোন পশুতে রূপান্তরিত করিবার চেষ্টা করিবে, কিন্তু তাহার চেষ্টা সফল হইবে না, তখন সে তোমাকে আদর করিয়া বলিবে, তুমি ভয় ◌াও কি না, তাই দেখিবার জন্য সে সেরূপ করিয়াছিল, তাহার মন্দ উদ্দেশ্য ছিল না। তখন তুমি তাহাকে অন্য রুটী খাইতে দিবে, তোমাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য সে তাহা খাইবে। যখনই খাইবে, তৎক্ষণাৎ তুমি একটু জল তাহার গায়ে ছড়াইয়া দিয়া, তুমি তাহাকে তোমার ইচ্ছামত প্রাণীতে পরিবর্ত্তিত করিতে পারিবে। তাহার পর যাহা করিতে হইবে, তাহা আমি পরে বলিয়া দিব। তুমি সাবধানে আমার উপদেশ অনুসারে কাজ করিলে আর কোনরূপ আশঙ্কার কারণ থাকিবে না।"

সোহাগের প্রণয়-কাকলি

বাদের আনন্দিতমনে বৃদ্ধের নিকট বিদায়গ্রহণ করিয়া রাজ্ঞীর প্রাসাদে ফিরিলেন। প্রাসাদ-সংলগ্ন প্রমোদ-উদ্যানে রাণীর সহিত তাঁহার দেখা হইল। রাজ্ঞী বলিলেন, "প্রিয়তম প্রাণেশ্বর, আমি তোমার বিরহে ছটফট করিতেছি, আমার প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম, নির্দ্দয় হইয়া কি এত বিলম্ব করিতে হয়? তুমি বড় নিষ্ঠুর, তুমি আর কিছু অধিক বিলম্ব করিলে আমি নিজেই তোমার সন্ধানে ছুটিতাম।"

বাদের বলিলেন, "প্রিয়তমা রাজ্ঞি, আমার প্রতি তোমার যে এত প্রেম, তাহার অনেক পরিচয় পাইয়াছি ; কিন্তু কাকা সাহেব আমাকে বড় ভালবাসেন, তাই কথাবার্ত্তায় একটু রাত্রি হইয়া গেল, তুমি এ অপরাধ ক্ষমা কর। আমি তোমাকে দেখিবার জন্য ছুটিতে ছুটিতে আসিতেছি।"

রাজ্ঞী বলিলেন, "প্রিয়তম বাদের, অনেকক্ষণ তোমার কিছু জল খাওয়া হয় নাই, এই রুটীখানি খাইয়া, তুমি একটু ক্ষুধাশান্তি কর, তোমার মুখখানি যে একেবারে শুকাইয়া গিয়াছে।" রাজ্ঞী বাদেরকে একখানি

রুটী প্রদান করিলেন। বাদের প্রমোদ-উদ্যানের একটি নির্ঝরের ধারে আসিয়া বসিলেন, এবং মুহূর্ত্তমধ্যে রুটীখানি গোপন করিয়া, আবদাল্লার প্রদত্ত রুটী বাহির করিয়া বলিলেন, "কাকা আমাকে রুটী খাইতে দিয়াছিলেন, কিন্তু আমি তোমাকে যেরূপ ভালবাসি, তাহাতে একখানি খাইয়া, তোমার জন্ত আর একখানি না আনিয়া পারি নাই, তুমি এখানি খাও।"

যাদুকরীর অভিসম্পাত

রাজ্ঞী বলিলেন, "আমি পরে খাইব, প্রিয়তম, তুমি আগে খাও।"—আবদাল্লা বাদেরকে যে রুটী খাইতে দিয়াছিলেন, তিনি তাহারই অপরখানি লইয়া খাইতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে রাজ্ঞী নিকটস্থ নির্ঝরের জল এক গণ্ডূষ লইয়া তাহা বাদেরের গাত্রে ছড়াইয়া দিয়া বলিলেন, "রে হতভাগা, তুই মনুষ্যমূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া, এই দণ্ডে একটা কাণা খোঁড়া বেতো ঘোড়া হ!"

কিন্তু এ কথাতে কোন কাজই হইল না। রাজ্ঞী কিয়ৎকাল বিস্মিতভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন;—দেখিলেন, বাদের যেমন ছিলেন, তাহাই আছেন, তিনি ভয়ে কাঁপিতেছেন। রাজ্ঞী আত্ম-সংবরণ করিয়া বলিলেন, "প্রিয়তম! ভয় পাইয়াছ? ভয় নাই, তোমার ক্ষতি করা আমার ইচ্ছা ছিল না, কেবল তোমাকে ভয় দেখাইয়া, আমোদ করিতেছিলাম। তুমি স্থির হও।"

বাদের বলিলেন, "হাঁ, স্থির হইয়াছি। আপনি বিদ্রূপ করিতেছিলেন, তাহা বুঝিয়াছি, আমি আপনার রুটী খাইলাম, এখন আপনি আমার প্রদত্ত রুটী খাইলেই আমি পরম সুখী হইব।"—বাদেরকে সুখী করিবার জন্ত মায়াবিনী রুটীর কিয়দংশ উদরস্থ করিলেন, রুটী খাইয়াই তাঁহার উদরের মধ্যে ভয়ানক প্রদাহ উপস্থিত হইল। বাদের আর বিলম্ব না করিয়া এক গণ্ডূষ জল লইয়া তাহা রাজ্ঞীর দেহে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "রে পিশাচিনি, তুই অবিলম্বে তোর রমণীমূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া একটি অশ্বিনীদেহ ধারণ কর্।"

রাজ্ঞী লাবি অশ্বিনীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, বাদেরের পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। বাদেরের হৃদয়ে করুণাসঞ্চার হইলেও তাঁহাকে আর পূর্ব্বমূর্ত্তি প্রদান করা তাঁহার সাধ্য ছিল না। তিনি এক জন সহিসকে ডাকিয়া জীন ও লাগাম লাগাইবার জন্ত ঘোটকীটি প্রদান করিলেন, কিন্তু কোন জীন তাহার পিঠে বসিল না। তিনি সেই অবস্থায় ঘোটকী লইয়া আবদাল্লার নিকট উপস্থিত হইলেন। আবদাল্লা বাদেরের কৃতকার্য্যতায় পরম প্রীত হইয়া বলিলেন, "আমি এই জীন দিতেছি, ইহা ইহার পৃষ্ঠে দিয়া, ইহাতে চড়িয়া তুমি পারস্ত দেশে যাত্রা কর। কিন্তু একটি কথা কখন বিস্মৃত হইবে না, কদাচ এই জীন ঘোটকীর পিঠ হইতে নামাইবে না; তাহা হইলে বিপদ্ ঘটিবে।" বাদের স্বরাজ্যে যাত্রা করিলেন।

অশ্বিনীরূপে প্রমোদিনী

তিন দিন যাত্রার পর বাদের একটি সুবৃহৎ নগরে উপস্থিত হইলেন। নগর-প্রান্তে একটি বৃদ্ধের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। বৃদ্ধটি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়, বিদেশী লোক দেখিতেছি, কোথা হইতে আসিতেছেন?" বাদের তাহার কথার উত্তর দিতে যাইবেন, এমন সময় একটি বৃদ্ধা তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহার ঘোটকীটির দিকে চাহিয়া প্রবলবেগে অশ্রুত্যাগ করিতে লাগিল। বাদের তাহার শোকের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বৃদ্ধা বলিল, "মহাশয়, আমার পুত্রের একটি ঘোটকী ছিল, সেটি দেখিতে আপনার এই ঘোটকীটির মত। সেটি মরিয়া যাওয়ায় আমার পুত্র আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছে। আমার পুত্রের প্রাণরক্ষার্থ এটি আমাকে বিক্রয় করুন, আপনি যে মূল্য চাহিবেন, আমি তাহাই দিব।" বাদের বলিলেন, "তোমার কথা শুনিয়া আমি দুঃখিত হইলাম, কিন্তু তোমার অনুরোধ রক্ষা করা আমার পক্ষে অসাধ্য; আমি কোনক্রমেই এ ঘোটকীটি বিক্রয় করিতে পারি না, এ জন্ত যদি তোমার পুত্রের জীবনরক্ষা না হয়, তাহা হইলে আমার দুঃখিত হওয়া ভিন্ন অন্ত উপায় নাই।" কিন্তু বৃদ্ধা তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া

ঘোটকীটি ক্রয় করিবার জন্ত অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল, দেখিয়া বাদের ভাবিলেন, অসঙ্গত দাম বলিয়া উহাকে নিবৃত্ত করা যাউক। তিনি প্রকাশ্যে বলিলেন, "আমি যে দাম চাহিব, তুমি তাহাই দিতে প্রস্তুত আছ বলিলে, যদি আমাকে এই দণ্ডে আমার অশ্বিনীর দাম হাজার মোহর দিতে পার, তাহা হইলে আমি ইহা তোমার নিকট বিক্রয় করিতে পারি।" বৃদ্ধা তৎক্ষণাৎ মোহরের একটি তোড়া কাপড়ের ভিতর হইতে বাহির করিয়া বাদেরের হস্তে সমর্পণ করিতে উদ্যত হইয়া বলিল, "এই মোহর লউন, যদি কিছু কম পড়ে, নিকটেই আমার বাড়ী, বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া তাহা প্রদান করিতেছি।" এক জন দরিদ্রা বৃদ্ধা যে এত টাকা দিয়া একটি অশ্ব ক্রয় করিতে পারে, তাহা বাদেরের বিশ্বাস হয় নাই, সুতরাং তিনি সেই মোহরের তোড়া দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত ও কিংকর্তব্যজ্ঞানবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। অবশেষে তিনি বৃদ্ধাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বাছা, সত্যই আমি এ ঘোটকী বিক্রয় করিব না। তোমার সহিত পরিহাস করিয়া আমি ইহার দাম হাঁকিয়াছিলাম, ভাবিয়াছিলাম, তুমি এত দাম দিতে পারিবে না। যাহা হউক, দেখিতেছি, তোমার অবস্থা ভাল, তোমার ভাল ঘোড়া কিনিবার শক্তি আছে, অন্যত্র তাহা কিনিয়া লইও, সত্যই আমি এ ঘোটকী বিক্রয় করিব না।" যে বৃদ্ধটি প্রথমে বাদেরকে সম্বোধন করিয়া তাঁহার বাসস্থানের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, সে সেখানে দাঁড়াইয়া এই কথোপকথন শ্রবণ করিতেছিল, সে এতক্ষণ পরে কথা বলিল। সে বলিল, "মহাশয়, দেখিতেছি আপনি বিদেশী লোক, আপনি এখানকার নিয়ম জানেন না, এখানে মিথ্যাকথা বলিলে প্রাণদণ্ড হয়, আপনি যখন ঘোড়া বিক্রয় করিতে চাহিয়াছেন, তখন ইহা আপনাকে বিক্রয় করিতেই হইবে, অন্যথা আপনাকে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে, সে দণ্ড প্রাণদণ্ড।"

যাদুকরের প্রভাব চূর্ণ

বাদের উপায়ান্তর না দেখিয়া বৃদ্ধার নিকট ঘোটকী বিক্রয় করিতে বাধ্য হইলেন। বৃদ্ধা তৎক্ষণাৎ অশ্বিনীর লাগাম চাপিয়া ধরিল, এবং তাহার পিঠ হইতে জীনটি টানিয়া দূরে নিক্ষেপ করিল, তাহার পর নিকটবর্তী জলাশয় হইতে এক গণ্ডূষ জল তুলিয়া তাহা সেই অশ্বদেহে নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "মা, তুমি এই আকার পরিত্যাগ করিয়া তোমার নিজের আকার ধারণ কর।"— মুহূর্তমধ্যে মায়াবিনী রাজ্ঞী লাবি তাঁহার পূর্বমূর্তিতে দণ্ডায়মান হইলেন! এই দৃশ্যে বাদের মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতে পড়িতে বৃদ্ধটি তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল।

যে বৃদ্ধা ঘোটকী ক্রয় করিয়াছিল, সে মায়াবিনী রাণীর মাতা, এবং সেই তাহার কন্যাকে যাদুবিদ্যায় পারদর্শিনী করিয়া মায়ানগরে রাজ্ঞীপদে স্থাপিত করিয়াছিল। অশ্বিনীবেশধারিণী কন্যাকে দেখিবামাত্র সে চিনিতে পারিয়াছিল; এবং ঘোটকী ক্রয় করিবার জন্য সেরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল।

অনন্তর বৃদ্ধা একটি বংশীধ্বনি করিবামাত্র একটা অতি কদাকার প্রকাণ্ড দৈত্য সেই স্থানে উপস্থিত হইল, এবং বৃদ্ধার আদেশে সে বাদেরকে স্কন্ধে লইয়া মায়ানগরে উড়িয়া চলিল।

পিশাচিনীর প্রতিহিংসা

প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া রাণী বাদেরকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "অকৃতজ্ঞ নরাধম, আমি তোর যে উপকার করিয়াছি, এইরূপে কি তোর কাকা তাহার প্রত্যুপকার করিতে শিখাইয়াছে? যাহা হউক, আমি তাদের উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করিতেছি।"—রাজ্ঞী এক গণ্ডূষ জল লইয়া তাহা বাদেরের মুখে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "তোর এই দেহ পরিত্যাগ করিয়া কুৎসিত পেচকের দেহ ধারণ কর্।" বাদের দেখিতে দেখিতে পেচকদেহ প্রাপ্ত হইলেন। তখন রাজ্ঞী এক জন দাসীকে আদেশ করিলেন, "ইহাকে একটা খাঁচায় আবদ্ধ করিয়া উপবনে এক বৃক্ষে ঝুলাইয়া রাখ, অনাহারে ইহার প্রাণবধ করিবি।"

দাসী রাজ্ঞীর আদেশ অনুসারে সেই পেচকটিকে উপবনে লইয়া গেল বটে, কিন্তু তাহাকে পানীয় ও আহার্য্য দ্রব্যে বঞ্চিত করিল না। এই স্ত্রীলোকটি আবদাল্লার প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী ছিল, সে আবদাল্লার নিকট উপস্থিত হইয়া সকল কথা তাহার গোচর করিল।

আবদাল্লা দেখিল, অতঃপর রাজ্ঞী লাবির ক্রোধ হইতে রক্ষা পাওয়া সহজ হইবে না, বাদেরের উদ্ধারেরও কোন আশা নাই। সে তৎক্ষণাৎ শীষ দেওয়া মাত্র এক বিরাট্‌দেহ দৈত্য তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল, এই দৈত্যের চারিখানি পাখা। আবদাল্লা বলিল, "বন্ধু, তুমি পারস্যরাজ বাদেরের প্রাণরক্ষার উপায় করিতে পারিবে ভাবিয়াই তোমাকে আহ্বান করিয়াছি, তুমি এই দণ্ডে এই যুবতীকে পৃষ্ঠে লইয়া পারস্য রাজধানীতে উপস্থিত হও, বাদেরের মাতা রাজ্ঞী গুল্‌নারকে তাঁহার পুত্রের বিপদের কথা জানান আবশ্যক, এই দাসী তাহা জানাইবে।"

দৈত্য-অভিযান

দৈত্য দাসীকে স্কন্ধে লইয়া আকাশপথে পারস্য-রাজ-প্রাসাদের স্তম্ভশিরে সংস্থাপন করিল। দাসী সেখান হইতে নামিয়া প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং যেখানে গুল্‌নার ও তাঁহার মাতা রাজ্ঞী কর্‌রাটি উপবেশন করিয়া পুত্রের নিরুদ্দেশবার্ত্তা লইয়া আক্ষেপ করিতেছিলেন, সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া আত্মপরিচয় জ্ঞাপন করিল।

পুত্রের সংবাদে পারস্যরাজমাতা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া দাসীর সম্বর্দ্ধনা করিলেন, তাহার পর তাঁহার ভ্রাতাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "ভাই, তোমার ভাগিনেয়—আমার পুত্র মায়ানগরে রাণী লাবির হস্তে বন্দী হইয়াছে, তাহাকে উদ্ধার করিয়া আনিতে হইবে, এজন্যে অবিলম্বে প্রস্তুত হও।"

ভগিনীর নিকট এই সংবাদ পাইবামাত্র বাদেরের মাতুল সালে তাঁহার সহযোগী অসংখ্য দৈত্য ও অন্যান্য সৈন্যগণকে তাঁহার সহায়তার জন্য আহ্বান করিলেন, এবং তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া রাজ্ঞী কর্‌রাটি, রাজ্ঞী গুল্‌নার ও অন্যান্য রাজপুরমহিলাগণ শত্রুজয়ে মায়াপুরীর দিকে ধাবিত হইলেন। যাদুকরী লাবি, তাহার মাতা এবং অন্যান্য অগ্নি-উপাসকগণকে মুহূর্ত্তমধ্যে বিনষ্ট হইতে হইল। পেচক যে পিঞ্জরে আবদ্ধ ছিল, তাহা ঘোর যুদ্ধের সময়েই রাজ্ঞী গুলনারের হস্তগত হইয়াছিল।

বাহুযুদ্ধে বিজয়-লাভ

যুদ্ধাবসানে রাজ্ঞী পিঞ্জরদ্বার মুক্ত করিয়া পেচককে বাহিরে আনিলেন এবং তাহার দেহে অল্প জল নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "প্রিয় পুত্র, তুমি এই কুৎসিত দেহ পরিত্যাগ করিয়া তোমার স্বাভাবিক মূর্ত্তি গ্রহণ কর।"

পুত্র দীর্ঘকাল পরে মাতার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। উভয়ের নয়ন হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। অন্যান্য আত্মীয়গণও এই আনন্দসম্মিলনে যোগদান করিলেন।

আনন্দাবেগ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে রাজ্ঞী গুলনার অবদাল্লাকে আহ্বান করিলেন। আবদাল্লা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "তুমি আমার পুত্রের যে উপকার করিয়াছ, তাহার প্রত্যুপকার করিতে ইচ্ছা করি, তোমার প্রার্থনা কি, তাহা বল।"

আবদাল্লা প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী দাসীকে বিবাহ করিতে চাহিল এবং চিরজীবন পারস্যরাজসভায় প্রতিপালিত হয়, এরূপ ইচ্ছা জানাইল। গুলনার তৎক্ষণাৎ দাসীকে তাহার হস্তে সমর্পণ করিয়া বলিলেন, "তোমাদের চিরজীবনের প্রতিপালনভার আমরা গ্রহণ করিলাম।" বাদেরও এই প্রতিজ্ঞায় যোগদান করিলেন।

বাদের তাঁহার জননীকে বলিলেন, "একটি বিবাহের আয়োজন করিলে, আর একটি বিবাহের কিরূপ আয়োজন করিতেছ?" গুলনার বুঝিলেন, পুত্র তাঁহার নিজের বিবাহের কথাই বলিতেছেন, সুতরাং তিনি সমুদ্রচর ভৃত্যগণকে আদেশ করিলেন, "তোমরা পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ধাবিত হও, যেখানে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সর্ব্বগুণভূষিতা কন্যা দেখিতে পাইবে, তাহার সন্ধান আমাকে জানাইবে।" বাদের বলিলেন, "এই কষ্টস্বীকারের কোন আবশ্যক নাই, সামণ্ডলের রাজকুমারী পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ সুন্দরী, আমি তাহাকে

দেখিয়াছি, তাঁহার সহিত বিবাহ হইলেই আমি সুখী হইব। রাজকন্যা গাহেরী অপেক্ষা অধিক রূপবতী রাজকুমারী জলে স্থলে অন্তরীক্ষে কোথাও নাই। তিনি একবার আমার অপমান করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাহা পিতৃভক্তি ও বংশের সম্মানরক্ষার্থ। সামগুলপতি এখন আমার মাতুলের বশীভূত হইয়াছেন, এখন তিনি সম্ভবতঃ আমাকে কন্যাদান করিতে আপত্তি করিবেন না।"

বাদেরের মাতুল সালে সামগুলপতিকে সেখানে উপস্থিত করিলেন। বাদের তাঁহার পদতলে নিপতিত হইয়া বলিলেন, "মহারাজ, আমি পারস্যাধিপতি বাদের, আপনার কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া নিজের সম্মান ও গৌরব বর্দ্ধিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছি; আশা করি, আপনি আমাকে নিরাশ করিবেন না।" সামগুলপতি এবার বাদেরের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না, তাঁহার পদপ্রান্ত হইতে বাদেরকে তুলিয়া বলিলেন, "বৎস, তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিলাম, রাজকুমারী গাহেরীকে তোমারই হস্তে সমর্পণ করিব, তাহাকে এখানে আনিবার জন্য এখনি লোক পাঠাইতেছি।"



মিলন-স্বপ্ন সফল

যে দ্বীপে গাহেরীর সহিত বাদেরের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সেইখানেই গাহেরীর পিতৃভৃত্যগণ তাঁহার সাক্ষাৎ পাইল। পিতৃ-আজ্ঞা অনুসারে রাজকন্যা অবিলম্বে মায়ানগরে উপস্থিত হইলেন, সামগুলরাজ বলিলেন, "মা, ইনিই পারস্যরাজ বাদের, তোমাকে আমি ইঁহার হস্তে সমর্পণ করিলাম। ইনি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত ও ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন নরপতি, ইনি পৃথিবীর অন্যান্য রাজকন্যাগণকে ত্যাগ করিয়া তোমার পাণিগ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করায় আমি সম্মানিত হইয়াছি।" গাহেরী বিনা প্রতিবাদে পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিলেন। সেই মায়ানগরেই মহাসমারোহে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইল, রাজধানীতে মহোৎসব আরম্ভ হইল। গাহেরীকে পত্নীরূপে পাইয়া বাদের পরমানন্দলাভ করিলেন। পুষ্পবাসরে গাহেরী স্বামীর আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধা হইয়া তাঁহার হৃদয়ের প্রেম নিবেদন করিলেন। যাদুকরী রাণী যে সকল যুবককে পশুপক্ষীতে পরিণত করিয়াছিল, তাহারা সকলেই সেই পিশাচীর মৃত্যুর পর স্ব স্ব পূর্ব্বদেহ পুনঃ প্রাপ্ত হইল। বিবাহ শেষ হইলে বাদের, গুলনার, করাটী, সালে এবং সামগুলরাজ সকলেই স্ব স্ব রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

নির্য্যাতনের প্রণয়-সোহাগ

* * * * *

প্রণয়ের দাসের গল্প

শাহারজাদী সুলতানকে বলিলেন, "জাঁহাপনা, পূর্ব্বকালে দামাস্‌কস নগরে একজন প্রভূত-ধনশালী সদাগর বাস করিতেন, এই সদাগরের নাম আবু। আবুর একটি পুত্র ও একটি কন্যা;—পুত্রটির নাম ছিল গানেম, কিন্তু পরে তাহার নাম প্রণয়ের দাস হইয়াছিল। গানেম সুশিক্ষিত, রূপবান্ ও সুবিবেচক ছিলেন। আবুর কন্যার নাম ফিৎনা অর্থাৎ হৃদয়মোহিনী; তাহার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দর্শনে সকলেই মোহিত হইত বলিয়া তাহার এই নাম হইয়াছিল।

বহু সম্পত্তি রাখিয়া আবু প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার গুদামে একশত বাণ্ডিল উৎকৃষ্ট রেশম ছিল, প্রত্যেক বাণ্ডিলে লেখা ছিল, "বোগ্দাদের জন্য।"

এই সময়ে সিরিয়া রাজ্যের রাজধানী দামাস্‌কস নগরে সলিমানের পুত্র মহম্মদ জিনেবি রাজত্ব করিতেন। তিনি বোগ্দাদাধিপতি হারুণ-অল-রসিদের আত্মীয় ছিলেন, হারুণ-অল-রসিদের নিকটেই মহম্মদ জিনেবি এই রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন।

গানেম পিতার মৃত্যুর পর পৈতৃক বিষয়সম্পত্তি সম্বন্ধে মাতার সহিত আলাপ করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, গুদামে যে এক শত বাণ্ডিল রেশম রহিয়াছে, তাহার প্রত্যেক বাণ্ডিলের উপর 'বোগ্দাদের জন্য' এ কথা লিখিত আছে, ইহার অর্থ কি ?"

মাতা অশ্রুরুদ্ধ-নেত্রে পুত্রের দিকে চাহিয়া বাষ্পগদ্‌গদকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "বৎস, তোমার পিতা কোথাও বাণিজ্য করিতে যাইবার পূর্ব্বে পণ্যদ্রব্যের উপর, যে স্থানে যাইবেন, তাহার নাম লিখিয়া রাখিতেন। তিনি এই সকল দ্রব্য লইয়া বোগ্দাদ যাত্রা করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু বোগ্দাদে যাত্রা করিবার পূর্ব্বেই মৃত্যু—" শোকাতুরা রমণী আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না। অশ্রুরাশিতে তাঁহার গণ্ডদেশ প্লাবিত হইয়া গেল।

মাতার শোক দেখিয়া গানেম অত্যন্ত পরিতপ্ত হইলেন, কিছুক্ষণ কোন কথা বলিতে পারিলেন না, অবশেষে বলিলেন, "মা, বাবা যখন বোগ্দাদ গমনে কৃতসংকল্প হইয়া সেখানে যাইতে পারেন নাই, তখন এই সকল পণ্যদ্রব্য লইয়া বোগ্দাদ নগরে গমন করা আমার কর্ত্তব্য। অধিক দিন জিনিসগুলি গুদামে পড়িয়া থাকিলে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, আমি শীঘ্রই বাণিজ্যযাত্রা করিবার জন্য অধীর হইয়াছি।"

প্রণয়-দাসের বাণিজ্য-যাত্রা

পুত্রের আগ্রহের কথা শুনিয়া মাতা ভীত হইলেন। জীবনের একমাত্র অবলম্বন পুত্রকে ছাড়িতে ইচ্ছা হইল না, তিনি পুত্রকে সেই সকল দ্রব্য বিক্রয় করিয়া ফেলিবার জন্য অনুরোধ করিলেন; তাহাকে বিদেশযাত্রা করিতে নিষেধ করিলেন।

কিন্তু পুত্র মাতার আজ্ঞাপালনে অসম্মত হইলেন; মাতার কাতরতা, অশ্রু তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিল না। তিনি বাজারে উপস্থিত হইয়া কতিপয় ভৃত্য ও এক শত উষ্ট্র ক্রয় করিলেন এবং পাঁচ ছয় জন সদাগরের সহিত পণ্যদ্রব্যসমূহ লইয়া বোগ্দাদ যাত্রা করিলেন।

অনেক সদাগর একত্র যাত্রা করিয়াছিল, পথে বেদুইন দস্যুর ভয় থাকিলেও তাহারা এতগুলি সদাগরকে একত্রে আক্রমণ করিতে সাহসী হইল না; সুতরাং সদাগরগণ নির্ব্বিঘ্নে বোগ্দাদ নগরে উপস্থিত হইয়া এক জন শেঠের গৃহে বাসা লইল। গানেম সে স্থানে বাস করা কষ্টকর বিবেচনা করিয়া নিকটে একটি সুসজ্জিত অট্টালিকা ভাড়া লইলেন; অট্টালিকাটি এক উপবনের মধ্যে; উপবন কুসুমকানন, নির্ঝরিণী ও শ্যামল বৃক্ষলতায় সুশোভিত।

কয়েক দিন বিশ্রামের পর এক দিন গানেম সুন্দরবেশে সজ্জিত হইয়া স্থানীয় বাজারে উপস্থিত হইলেন। এক জন ভৃত্য কয়েকজাতীয় রেশমের নমুনা লইয়া তাঁহার অনুগমন করিল।

গানেম এই বাজারে সুবিধামত মূল্যে প্রায় প্রত্যহই তাঁহার পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিতে লাগিলেন, লাভও যথেষ্ট হইল। গুদামে আর এক বাণ্ডিল রেশমমাত্র অবশিষ্ট আছে, তাহা গুদাম হইতে বাসায় আনাইয়া রাখিলেন, এবং বাজারে চলিলেন। বাজারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সকল দোকানই বন্ধ! গানেমের মনে এই দৃশ্যে বড় বিস্ময়ের সঞ্চার হইল। গানেম ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, এক জন প্রধান সদাগরের মৃত্যু হওয়ায় দোকানদারেরা দোকান বন্ধ করিয়া মৃতের সৎকারে যাত্রা করিয়াছে। মৃতের প্রতি সম্মান প্রকাশার্থ তাহারা দেশীয় প্রথা অনুসারে দোকান বন্ধ রাখিয়াছে।

শব-সম্বর্দ্ধনা

গানেমও তাঁহার পণ্যদ্রব্য ভৃত্যের হস্তে গৃহে পাঠাইয়া নগর-বাহিরে অবস্থিত সমাধিক্ষেত্রাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া তিনি দেখিলেন, মৃতের আত্মার কল্যাণ-কামনায় মুসলমানগণ চক্রাকারে বসিয়া আল্লার উপাসনা করিতেছেন। তিনিও সেই উপাসনায় যোগদান করিলেন, সমাধিকার্য্য শেষ করিতে রাত্রি হইল।

গানেম ক্রমে অধীর হইয়া উঠিলেন। তিনি শুনিলেন, শববাহী ও শবসহচরগণ আর সে রাত্রি নগরে প্রত্যাগমন করিবেন না, মৃতের সম্মানার্থ সে রাত্রি সেখানে খানার আয়োজন হইবে। গানেম ভীত হইলেন। ভাবিলেন, "আমি এখানে অপরিচিত ব্যক্তি, বাসায় যথেষ্ট টাকাকড়ি আছে, ভৃত্যগণ তাহা লইয়া দেশান্তরে পলায়ন করিলে আমারই সর্ব্বনাশ হইবে। এ অবস্থায় এখানে অধিকক্ষণ থাকা কর্ত্তব্য নয়।" তিনি কয়েক গ্রাস আহার করিয়া সেখান হইতে বাসার দিকে যাত্রা করিলেন।

রাত্রে তিনি পথিভ্রান্ত হইলেন। অনেক রাত্রিতে ঘুরিতে ঘুরিতে নগরদ্বারের নিকট আসিয়া দেখিলেন, দেউড়ী বন্ধ হইয়া গিয়াছে। দেউড়ী না খুলিলে আর ভিতরে প্রবেশ করিবার উপায় নাই, অগত্যা স্থানান্তরে রাত্রিযাপন করিতে হইবে।

তিনি অগত্যা একটি সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন, এই সমধিমন্দিরের অদূরে একটি খেজুরগাছ ছিল। খেজুরগাছের নিকটে আসিয়া তিনি দেখিলেন, মন্দিরদ্বার মুক্ত রহিয়াছে। তিনি সেই মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া শয়ন করিলেন; কিন্তু নানা দুশ্চিন্তায় নিদ্রাকর্ষণ হইল না। অবশেষে তিনি উঠিলেন, কয়েক মুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ পদচারণা করিয়া অবশেষে রুদ্ধদ্বার খুলিয়া ফেলিলেন। মুক্ত দ্বারপথে দেখিলেন, কিছু দূরে একটা আলোক—যেন একটা উজ্জ্বল মশাল ধক্-ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে। আলোক-শিখা ক্রমে তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতেছে বলিয়া তাঁহার অনুমান হইল। ভয়ে তিনি সমাধিমন্দির পরিত্যাগ করিয়া খেজুর-গাছের উপর আশ্রয় লইলেন।

রহস্যময় সিন্দুক

তিনি গাছের উপর বসিয়া দেখিলেন, মশালধারিগণ কোন সম্পন্ন ব্যক্তির ভৃত্য; তাহারা একটি সিন্দুক লইয়া আসিয়াছিল, সিন্দুকটি তাহারা খেজুরগাছের অদূরে নামাইল। ভৃত্যত্রয়ের এক জন বলিল, "ভাই, বড় পরিশ্রান্ত হওয়া গিয়াছে। এখন রাত্রি দ্বিপ্রহর হইবে। এস আমরা ঘণ্টা দুই বিশ্রাম করিয়া লই। তার পর মাটী খুঁড়িয়া সিন্দুকটিকে সমাহিত করা যাইবে। ততক্ষণ স্ব স্ব জীবনকাহিনী আলোচনা করা যাউক। কে কোন্ অবস্থায় পড়িয়া খোজা হইয়াছি, তাহা জানিয়া রাখা ভাল।" এই প্রস্তাবে সকলেই রাজি হইল এবং প্রথম বক্তা যথাইত তাহার নিজের জীবনকাহিনী বলিতে লাগিল।

* * * * *

খোজা বখাইতের আত্ম-কাহিনী

ভাই, আমার যখন পাঁচ বৎসর বয়স, সেই সময় দাসব্যবসায়ীরা আমাকে স্বদেশ হইতে আনিয়া এই দেশে এক জন রাজদূতের নিকট বিক্রয় করে। আমার মনিবের তিন বৎসর-বয়স্কা একটি কন্যা ছিল। আমি সেই বালিকাটির সহিত খেলা করিতাম। কন্যার যখন দ্বাদশবর্ষ বয়স, আমি তখন চৌদ্দ বৎসরের কিশোর। মনিব ও মনিবপত্নী স্নেহপ্রযুক্ত আমার নিকট হইতে ক্রমবর্দ্ধমানা বালিকা কন্যাকে স্বতন্ত্র করিয়া রাখেন নাই। এক দিন আমি খেলা করিবার অভিপ্রায়ে প্রভুকন্যার সন্ধানে গিয়া দেখিলাম, স্নান-অবসানে বহুমূল্য পরিচ্ছদে ভূষিতা হইয়া সে একাকিনী এক কক্ষে বসিয়া আছে। তাহার সৌন্দর্য্যে আমার কিশোর চিত্ত মুগ্ধ হইল। প্রভুকন্যাও আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিত। তাহার দেহে তখন যৌবনের আগমন-চিহ্ন দেখা দিয়াছে। উভয়ে একান্তে বসিয়া ক্রীড়া করিতে করিতে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া পড়িলাম। কিশোরী আমার অঙ্গে ঢলিয়া পড়িল, আমিও তখন প্রথম যৌবনের উত্তেজনায় অধীর। বয়সের তুলনায় আমি দীর্ঘাকার ও বলিষ্ঠ ছিলাম। সুতরাং ইন্দ্রিয়জয়ে আমি সমর্থ হইলাম না।

কিন্তু পরক্ষণে আমার অনুতাপ জন্মিল। আমি ছুটিয়া পলায়ন করিলাম। প্রভুপত্নী কন্যাকে দেখিয়া সমস্ত বুঝিতে পারিলেন; কিন্তু ঘটনার কথা মনিবের নিকট প্রকাশ করিলেন না। তাড়াতাড়ি কন্যার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিয়া একটি সুন্দর যুবকের সহিত তাহার বিবাহ দিলেন। পরে এক দিন মনিব মহাশয় আমাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া আমাকে খোজা করিয়া আনিলেন। তার পর যে কন্যাকে এক দিন আমার অঙ্কশায়িনী করিয়াছিলাম, তাহারই ভৃত্যরূপে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। ইহাই আমার জীবনকাহিনী। অনেকদিন পরে সেই কন্যার মৃত্যু হইলে, আমি অন্যত্র বিক্রীত হইলাম।

* * * * *

খোজা কাফুরের জীবন-রহস্য

ভাই সব, আট বৎসর বয়সে আমি ক্রীতদাসের কাজ আরম্ভ করি। সেই সময় হইতে প্রতি বৎসর আমি একটিমাত্র মিথ্যাকথা বলিতে অভ্যাস করি। দাসব্যবসায়ীরা সে কথা জানিয়াই আমাকে বিক্রয় করিত। আমার মনিবও জানিয়া শুনিয়া আমায় ক্রয় করিতেন। কিন্তু বাৎসরিক একটি মিথ্যা কথার জন্য মনিব বাধ্য হইয়া বাজারে গিয়া আমাকে নূতন ক্রেতার কাছে বিক্রয় করিতে হইত। যাহা হউক, আমার নূতন মনিব আমার ত্রুটির কথা জানিয়াই সস্তাদরে আমায় ক্রয় করিলেন। তিনি আমায় নূতন বসন-ভূষণে সাজাইয়া দিলেন। দ্বাদশ মাস আমি ভালভাবেই কাজ করিলাম। বৎসর পূর্ণ হইতে তখন একটি দিন বাকী, এমন সময় আমার প্রভু নগরের বাহিরে কয়েকজন বন্ধুসহ এক পুষ্পোদ্যানে আনন্দোৎসব করিবার জন্য গমন করিলেন, আমিও তাঁহার সহযাত্রী হইলাম। আমাদের সঙ্গে আহার্য্য ও বহুপ্রকার পেয় ছিল। উদ্যানে উপস্থিত হইবার কিছুকাল পরে কোন একটা প্রয়োজনীয় দ্রব্য মনিবপত্নীর নিকট হইতে আনিবার জন্য তিনি আমাকে নগরে পাঠাইয়া দিলেন।

বাড়ীর সন্নিহিত হইয়া আমি ক্রন্দন করিতে লাগিলাম এবং কেশোৎপাটন করিতে আরম্ভ করিলাম। আমার সেই অবস্থা দেখিয়া, পাড়াপ্রতিবেশীরা ব্যস্তভাবে আমার কাছে আসিল, আমার মনিবপত্নী ও তাঁহার সন্তানগণও ছুটিয়া আসিলেন। তাঁহাদের প্রশ্নে আমি বলিলাম, "প্রভু বন্ধুগণ সহ একটা পুরাতন ঘরের নীচে বসিয়া আমোদ-প্রমোদ করিতেছিলেন, এমন সময় পুরাতন ঘর ভাঙ্গিয়া তাঁহারা সমাধিস্থ হইয়াছেন। তাঁহাদের মৃত্যু দেখিয়া আমি তাড়াতাড়ি সংবাদ দিতে আসিয়াছি।" এই কথা শুনিবামাত্র চারিদিকে

ক্রন্দনের রোল উঠিল। মনিবপত্নী শোকে অধীর হইয়া গৃহের তৈজস-পত্র চারিদিকে ছড়াইয়া ফেলিতে লাগিলেন। তিনি আমাকেও এ বিষয়ে সাহায্য করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। আমি মহা উৎসাহভরে বাসনপত্র ভাঙ্গিয়া, বস্ত্রাদি ছিন্ন করিয়া গভীর শোক প্রকাশ করিতে লাগিলাম। গৃহের কোন দ্রব্য অভগ্ন রহিল না।

মিথ্যা কথার বাহাদুরী

তখন মনিবপত্নী বলিলেন, "কাফুর, তুমি অগ্রে অগ্রে গিয়া আমাদিগকে সেই স্থান দেখাইয়া দাও। আমরা তাঁহার মৃতদেহ বহন করিয়া আনাইবার ব্যবস্থা করিব।" আমি পথ দেখাইয়া অগ্রে অগ্রে চলিলাম।

পথের লোক আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি?" আমি অম্লান-বদনে সকল কথা বলিলাম। তাহারা বলিল, "ভদ্রলোক পদস্থ এবং সম্মানভাজন ছিলেন। দেশের শাসনকর্তাকে এ সংবাদ জানান দরকার।" এই বলিয়া তাঁহারা সহরের কর্তার কাছে চলিয়া গেলেন। সহর ভাঙ্গিয়া নর-নারী মনিবপত্নীর সঙ্গে আসিতে লাগিল। আমি দৌড়াইয়া তাহাদের অগ্রে উদ্যানে প্রবেশ করিলাম। আমাকে তদবস্থায় আসিতে দেখিয়া মনিব উৎকণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে, কাফুর?" আমি বলিলাম, "দুঃখের কথা আর বলিবেন না হুজুর! ঘর চাপা পড়িয়া গিন্নীমা ও ছেলেমেয়েরা মারা গিয়াছে। হায়! আমি কেন বাঁচিয়া রহিলাম! হা খোদা!" প্রভু বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! তার পর? তোমার গিন্নীমা বাঁচিয়া নাই?" আমি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলাম, "না হুজুর, সকলেই মারা গিয়াছেন, এক জনও বাঁচিয়া নাই। এমন কি, গরু, ভেড়া সবই বাড়ী-চাপা পড়িয়া মারা গিয়াছে।"

আমার কথা শুনিবামাত্র মনিবের নয়নে পৃথিবী ঘুরিতে লাগিল, তাঁহার চৈতন্যলোপের উপক্রম হইল। অবশেষে গভীর শোকে অভিভূত হইয়া তিনি স্বীয় মস্তকের কেশোৎপাটন করিতে লাগিলেন। তাঁহার বন্ধু সদাগরগণও তাঁহার দুঃখ-কষ্ট দর্শনে শোকাভিভূত হইলেন। অবশেষে সকলে উদ্যানের বাহিরে আসিলেন। দূরে তখন বহু নর-নারীর পদোত্থিত ধূলিজাল আকাশপথে উত্থিত হইতেছিল। দেশের শাসকের সহিত বহুসংখ্যক পদস্থ নগরবাসী এবং আমার মনিবপত্নী প্রভৃতিও আসিতেছিলেন। তাঁহারা কাছে আসিবামাত্র উভয় পক্ষই বিস্মিত হইলেন। আমার কীর্ত্তির কথা প্রকাশ পাইল। মনিব ক্রোধান্ধ হইয়া আমাকে প্রহারে উদ্যত হইলেন। তখন আমি বলিলাম, "হুজুর! আপনি জানিয়া শুনিয়া আমাকে কিনিয়াছেন। বৎসরে আমি একটি মিথ্যাকথা বলি। সুতরাং আপনি আমাকে শাস্তি দিতে পারেন না। বিশেষতঃ আমি এখনও পূরা একটি মিথ্যা কথা বলি নাই—মাত্র আধা মিথ্যা বলিয়াছি।" মনিব বিস্ময়ে কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "আধা মিথ্যা কথাতেই যখন এই ব্যাপার দাঁড়াইয়াছে, তখন পূরা মিথ্যা কথায় কি সর্ব্বনাশ ঘটিবে, তাহা বলা যায় না। তোমাকে আমি আর রাখিব না। আজ হইতে তুমি মুক্ত স্বাধীন।" আমি বলিলাম, "হুজুর, আপনি আমাকে মুক্তি দিলেও, আমি উহা এখন লইতে পারি না। একটি মিথ্যা কথার মাত্র অর্দ্ধেক বলিয়াছি, আর অর্দ্ধেক বাকী আছে। উহা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আমাকে আপনার কাছে থাকিতে হইবে। বিশেষতঃ জীবিকার্জ্জনের উপযোগী আমি কোন শিক্ষা পাই নাই। সুতরাং আপনি এখন আমাকে তাড়াইয়া দিতে পারেন না।"

অর্দ্ধেক মিথ্যা, সর্ব্বনাশ

মনিব ইহাতে নির্ব্বাক্ হইলেন। তখন আমরা বাড়ী ফিরিয়া গেলাম। বাড়ীর অবস্থা দেখিয়া মনিব আর ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিলেন না। তিনি আমাকে প্রহার করিতে করিতে বলিলেন, "ওরে পাষণ্ড, কুকুর! এই যদি তোর আধা মিথ্যা কথা হয়, তবে পূরা মিথ্যা কথা বলিয়া তুই একটা নগরকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবি।" মনিব তার পর শাসনকর্ত্তার কাছে গমন করিলেন। তিনি কি পরামর্শ দিলেন, জানি না। পরে আমাকে একটি মিঠাই খাইতে দেওয়া হইল। উহা খাইবার পর আমার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইল। পরে যখন

সমাধিগর্ভে প্রেমময়ী

আমার জ্ঞান হইল, দেখিলাম, আমি নপুংসকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছি। আমার অঙ্গের ক্ষতস্থান ঔষধ দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই ঘটনার কিছুকাল পরে মনিব আমাকে অন্যত্র বিক্রয় করেন। ক্রমে আমি নানাস্থান ঘুরিয়া এই দেশে আসিয়া পড়িয়াছি। এখন আর আমার মিথ্যা বলিবার স্পৃহা নাই।

দ্বিতীয় খোজার গল্প শেষ হইলে, তৃতীয় ব্যক্তিকে তাহার গল্প বলিবার জন্য অনুরোধ করা হইল। সে ব্যক্তি বলিল, "ভাই, আমার গল্প সময়ান্তরে বলিব। এখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিল, আমাদের কাজ শেষ করিয়া এ স্থান ত্যাগ করিতে না পারিলে লোক-জানাজানি হইবে।" তাহার কথা সঙ্গত মনে করিয়া সকলে গাত্রোত্থান করিল। তাহার পর ভূগর্ভ খনন করিয়া তাহার মধ্যে সিন্দুকটি নামাইয়া তাহা মৃত্তিকা-রাশি দ্বারা ঢাকিল; অনন্তর তাহারা স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

ভৃত্যদিগের যে দুই চারিটি কথা গানেমের কর্ণগোচর হইয়াছিল, তাহা হইতেই তিনি অনুমান করিতে-



শবাধারে খালিফ-সোহাগিনী

ছিলেন, এই সিন্দুকে কাহারও কোন গুপ্ত ধন আছে; কোন বিশেষ কারণে তিনি ইহা এ ভাবে শ্মশানে ভূগর্ভস্থ করিয়া রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন। তিনি এ বিষয়ের সত্য সংবাদ অবগত হইবার জন্য খেজুরগাছ হইতে অবতরণ করিলেন, এবং মাটী খুঁড়িয়া সিন্দুক বাহির করিলেন;—দেখিলেন, প্রকাণ্ড একটা তালা দিয়া সিন্দুক বন্ধ। এই নূতন বাধা দেখিয়া তাঁহার মনে ক্ষোভের সঞ্চার হইল, অধিক রাত্রি ছিল না, তিনি কয়েক খণ্ড প্রস্তর সংগ্রহ করিয়া তাহার আঘাতে সিন্দুকের তালা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। সিন্দুক খুলিয়াই গানেমের চক্ষুস্থির! দেখিলেন, তাহার মধ্যে ধনরত্নের পরিবর্তে একটি পরমা সুন্দরী যুবতীর দেহ রহিয়াছে। তাহার বর্ণ ও মুখের ভাব দেখিয়া তিনি বুঝিলেন, যুবতীর প্রাণ তখনও বহির্গত হয় নাই, তখনও অল্প অল্প নিঃশ্বাস বহিতেছে। যুবতীর সংজ্ঞা নাই। যুবতীর পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারাদি বহুমূল্যবান্ দেখিয়া অতি সম্ভ্রান্তগৃহের ললনা বলিয়াই গানেমের অনুমান হইল। গানেম তাঁহার প্রাণরক্ষায় কৃতসংকল্প হইলেন। করুণা ও সহানুভূতিতে তাঁহার হৃদয় আর্দ্র হইয়া উঠিল। তিনি যুবতীকে ক্রোড়ে লইয়া মাটীতে নামাইলেন। শীতল বাতাসে শীঘ্রই তাঁহার জ্ঞানের সঞ্চার হইল। তাঁহার মুখের ভিতর হইতে কতকগুলি জলীয় দ্রব্য বহির্গত হইয়া পড়িল। যুবতী চক্ষু অর্দ্ধ-উন্মীলিত করিয়া গানেমের দিকে না চাহিয়াই ডাকিলেন, "জহবর কাপ্তেন (উদ্যানকুসুম), সাগরম মর্জ্জিয়ান (প্রবালশাখা), কাশাবন



সমাধি-তলে

সকর (ইক্ষু), নৌরোন্নিহার (দিবালোক), নাজমাতস সহি (শুকতারা) নুজহেতস্ জামান (ঋতুর আনন্দ), তোমরা সকলে কোথায় ?"—এগুলি যুবতীর দাসী, যুবতী ক্রমাগত তাহাদিগের নাম ধরিয়া ডাকিয়াও কোন সাড়া পাইলেন না। অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া, তিনি চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন ;—দেখিলেন, সমাধিক্ষেত্রে মৃত্তিকাশয্যায় নিপতিত রহিয়াছেন। ভয়ে তিনি কাঁপিতে লাগিলেন, কম্পিতস্বরে বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য, আমি এখানে ? শেষ বিচারের দিন আসিয়াছে নাকি ? কাল রাত্রে আমি কোথায় ছিলাম, আর এখন কোথায় কি অবস্থায় আছি!"

গানেম যুবতীকে আর সন্দেহের মধ্যে ফেলিয়া রাখিতে পারিলেন না। তিনি যুবতীকে সকল কথা বলিলেন ; কেন তিনি সমাধিক্ষেত্রে রাত্রে আসিয়াছিলেন, কি দেখিয়াছিলেন, সমাধিগর্ত্ত হইতে কিরূপে তাঁহাকে উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা অতি ধীরে ধীরে সংক্ষেপে যুবতীর গোচর করিলেন ; অবশেষে বলিলেন, "আমি ভাগ্যে এখানে উপস্থিত ছিলাম, তাই আপনি বাঁচিলেন, কিন্তু এ ভাবে এখানে থাকা আপনার পক্ষে নিরাপদ্ নহে। আমার সাহায্য আপনার পক্ষে এখনও আবশ্যক হইবে, এবং সে সাহায্যদানে আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছি।"

সমাধি-শয্যা হইতে প্রেমিকা উদ্ধার

গানেমকে দেখিবামাত্র যুবতী অবগুণ্ঠনবতী হইয়া, গানেমের সদাচরণের জন্য তাঁহাকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। তাহার পর গানেম তাঁহাকে যে সিন্দুকের মধ্যে পাইয়াছিলেন, সেই সিন্দুকেই পুরিয়া একটি অশ্বতর ভাড়া করিয়া তাহার পৃষ্ঠে সিন্দুক চাপাইয়া তাঁহার গৃহে লইয়া যাইবার জন্য যুবতী গানেমকে অনুরোধ করিলেন। সুন্দরী আরও বলিলেন, "আমার যে পরিচ্ছদ, ইহার প্রতি যদি সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা না থাকিত, তাহা হইলে আমি আপনার সঙ্গে হাঁটিয়াই যাইতে পারিতাম। অগ্রে আপনার গৃহে যাই, তাহার পর আপনাকে আমার কাহিনী শ্রবণ করাইব। সকল কথা শুনিয়া আপনি বুঝিতে পারিবেন, কোন পাপিষ্ঠাকে আপনি মৃত্যুকবল হইতে রক্ষা করেন নাই।"

গানেম যুবতীর পরামর্শানুসারে সিন্দুকটা গর্ত্ত হইতে তুলিয়া তাহার মধ্যে তাঁহাকে পুরিলেন ; তাহার পর তাহার মধ্যে বাতাস প্রবেশ করিতে পারে, এরূপ উপায় করিয়া সিন্দুক বন্ধ করিলেন এবং একটি অশ্বতর ভাড়া করিয়া আনিয়া তাহার পৃষ্ঠে সিন্দুক স্থাপন করিয়া যুবতীকে নিজের গৃহে লইয়া চলিলেন।

যুবতী গানেমের গৃহে আসিয়া সোফার উপর উপবেশন করিলেন, গৃহের শোভা শতগুণে বর্দ্ধিত হইল। কিয়ৎকাল বিশ্রামের পর যুবতী অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিলেন। প্রকাশ্য দিবালোকে, স্বকীয় গৃহকক্ষে এই অসামান্যা সুন্দরী যুবতীকে একাকিনী উপবিষ্ট দেখিয়া গানেম কামজ্বরে জর্জ্জরীভূত হইয়া পড়িলেন।

সুন্দরী গানেমের মনের ভাব অনুভব করিতে পারিলেন, কিন্তু তিনি ভীতা হইলেন না, কারণ, গানেম তাঁহার প্রতি বিশেষ সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করিয়া আসিতেছিলেন। নিকটস্থ একটি সরাই হইতে গানেমের আদেশে ভৃত্যগণ প্রচুর উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য লইয়া আসিল ; ফলের দোকান হইতে ফল, মদের দোকান হইতে অতি উৎকৃষ্ট মদিরা যুবতীর জন্য আনীত হইল।

প্রেম-নিবেদনের ঘটা

গানেম স্বয়ং ফলমূলাদি একখানি ডিসে লইয়া অতি সম্মানভরে সঙ্কোচের সহিত যুবতীর হস্তে প্রদান করিলেন ;—বলিলেন, "অগ্রে কিঞ্চিৎ জলযোগ করুন, আহারের আয়োজন পরে করিতেছি।" সুন্দরী তাঁহাকে জানাইলেন, তিনি তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া আহার না করিলে যুবতী কিছুই স্পর্শ করিবেন না। গানেম সুন্দরীর পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। আহার্য্য ও সুরাপানে উভয়ের চিত্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল। গানেম এই তরুণী সুন্দরীর রূপের মোহে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তরুণীও গানেমের বলদীপ্ত সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। উভয়ের চিত্ত উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইলেও সুন্দরী গানেমের আলিঙ্গনে আপনাকে নিক্ষিপ্ত হইতে দিলেন না। তিনি বুঝাইয়া দিলেন যে, তাঁহার সৌন্দর্য্যে ও সৌজন্যে তাঁহার হৃদয় বিমুগ্ধ হইলেও, গানেম তাঁহার দেহের

অধিকারী হইতে পারেন না। সে রজনী পান-ভোজনে অতিবাহিত হইল। পরদিবস গানেম সুন্দরীর প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্য কিনিয়া আনিলেন। একই গৃহে উভয়ে দিবস ও রজনী যাপন করাতে পরস্পর পরস্পরের প্রেমে গভীরতরভাবে আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। গানেম তরুণীকে অঙ্কশায়িনী করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিলে সুন্দরী মৃদু হাসিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিলেন। এইরূপে মাসাধিককাল অতিবাহিত হইল।

উজ্জ্বল-যৌবনে প্রেম-মিলনে বাধা

অবশেষে উজ্জ্বলযৌবন-মদে আত্মহারা হইয়া এক দিন গানেম রমণীকে জানাইলেন যে, তিনি বিধিমতে সুন্দরীর পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহাকে আপনার করিয়া লইতে চাহেন। সুন্দরী মধুরহাসি হাসিলেন, গানেমকে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিয়া চুম্বনও করিলেন, বলিলেন, "প্রাণাধিক, তোমাকে লাভ করিবার জন্য আমি ব্যাকুল, কিন্তু তাহা হইবার নহে। আজ আমি তোমাকে আমার জীবনকথা বিবৃত করিব, তার পর তুমি তোমার কর্ত্তব্য পালন করিও।" এই বলিয়া যুবতী তাঁহার কটিবাসের বন্ধনী মুক্ত করিয়া গানেমের হস্তে অর্পণ করিলেন। গানেম সুবর্ণতারনির্ম্মিত অক্ষরগুলি পাঠ করিয়া দেখিলেন, লেখা আছে—"আমি তোমার, তুমি আমার, হে পয়গম্বরের মাতুল-বংশধর!"—বলা আবশ্যক যে, এই কথা খালিফ হারুণ-অল-রসিদ সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়াছিল; কারণ, তিনি মহম্মদের মাতুল আব্বাসের বংশধর ছিলেন।

ভয়ে গানেমের মুখ শুকাইয়া গেল। তিনি বলিলেন, "ঠাকুরাণি, আমি আপনার প্রাণরক্ষা করিলাম বটে, কিন্তু দেখিতেছি, আপনার কাপড়ের পাড় হইতেই আমার প্রাণ যাইবে। আমি কোন কথারই অর্থ বুঝিতে পারিতেছি না। আমি এতক্ষণে বুঝিলাম, পৃথিবীতে আমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুর্ভাগ্য ব্যক্তি। আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করুন্। আপনাকে যে মুহূর্ত্তে দেখিয়াছি, সেই মুহূর্ত্তেই আমি আপনার প্রণয়ের দাস হইয়াছি, পীরিতের ফাঁস গলায় পরিয়াছি। ভাবিয়াছিলাম, আমার আশা পূর্ণ হইবে, কিন্তু আমার আশার মস্তকে বজ্রাঘাত হইল! আমি নিরাশহৃদয়ে কত দিন প্রাণধারণ করিতে পারিব, তাহা বলিতে পারি না। তবে এ কথা নিশ্চয় জানিবেন যে, যত দিন বাঁচিব, আপনার রূপ ধ্যান করিয়াই জীবন কাটাইব। এখন আপনার কাহিনী কি, অনুগ্রহ করিয়া বলিয়া আমার কৌতূহল নিবারণ করুন।"

অনুপমা-সুন্দরীর জীবন-রহস্য

যুবতী বলিলেন, "আমার নাম কুৎ-আল-কুলুব্, জন্মকালে আমি এই নাম পাইয়াছিলাম। আপনি বোধ হয়, আমার নাম শুনিয়াই বুঝিয়াছেন, খালিফ হারুণ-অল-রসিদের প্রেয়সী নারীগণের মধ্যে আমি এক জন। কারণ, আমার নাম নিতান্ত অজ্ঞাত নহে।

"বাল্যকালেই আমি রাজপ্রাসাদে আনীত হইয়া যথারীতি শিক্ষিত হইয়াছিলাম। সৌন্দর্য্য ছিল, তাহার পর নানাবিদ্যায় বিভূষিতা হইয়া আমি সহজেই প্রথম যৌবনে খালিফের অনুগ্রহভাজন হইতে সমর্থা হইলাম। তিনি আমার জন্য স্বতন্ত্র মহল নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন, বাঁদী ও বিশ জন খোজা আমার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইল। আমি এত অর্থসম্পত্তি লাভ করিলাম যে, পৃথিবীতে আমি আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঐশ্বর্য্যশালিনী বলিয়া মনে করিতে লাগিলাম। জোবেদী আমার সপত্নী, খালিফের প্রিয়তমা মহিষী আমার সুখ ও ঐশ্বর্য্যের হিংসা করিতে লাগিলেন। যদিও খালিফ তাঁহার প্রধানা মহিষীকে আমার অপেক্ষা কোন দিন অল্প সোহাগ করেন নাই, বরং প্রাণপণে তাঁহার মনরক্ষা করিতেন, তথাপি জোবেদী আমার সর্ব্বনাশসাধনে কৃতসংকল্প হইলেন।

"আমি এ কাল পর্য্যন্ত অতি সাবধানে আত্মরক্ষা করিয়াই আসিতেছিলাম, কিন্তু শেষবার আর আত্মরক্ষায় সমর্থ হইলাম না। আপনি আমাকে রক্ষা না করিলে সেই দিনই আমাকে ইহলোক হইতে প্রস্থান করিতে হইত। প্রধানা মহিষী আমার সর্ব্বনাশের অন্য কোন উপায় না দেখিয়া অবশেষে একটি বাঁদীকে হস্তগত করিলেন, এবং তাহার হস্ত দিয়া আমার সরবতে মাদক প্রয়োগ করিলেন; সেই

মাদকপ্রভাবে সেই রাত্রিতেই অচেতন হইয়া পড়ি। তাহার পর কি ঘটিয়াছে, তাহা আপনি আমার অপেক্ষা ভালই জানেন। সমাধি-গহ্বর হইতে উদ্ধার করিয়া আপনি আমার জীবনদান করিয়াছেন; আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশের যোগ্য ভাষা আমার জানা নাই।

জীবনদানে প্রাণ-বিনিময়

"জোবেদী তাঁহার এই পৈশাচিক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য পূর্ব্ব হইতেই অবসর অন্বেষণ করিতেছিলেন। খালিফ সসৈন্যে বিদ্রোহদমনের জন্য রাজধানী পরিত্যাগ করিলে জোবেদীর সুযোগ উপস্থিত হইল। কিন্তু তিনি প্রকাশ্যভাবে আমার প্রাণবিনাশে সাহসী হইলেন না। এখন তিনি কিরূপে খালিফকে ভুলাইয়া রাখিবেন, তাহা জানি না, কিন্তু আপনি দেখিবেন, কোন প্রকারে যেন আমার বাসস্থানের সন্ধান কেহ না পায়; যদি পায়, তাহা হইলে আমাদের প্রাণের বিন্দুমাত্র আশা থাকিবে না। জোবেদী যদি জানিতে পারেন, আপনি আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছেন, তাহা হইলে আপনার প্রতিও তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া কোন ছলে আপনার প্রাণনাশ করাইবেন।"

সুন্দরী নীরব হইলে গানেম বলিতে লাগিলেন, "ঠাকুরাণি, আপনি এখানে নিরাপদে থাকিবেন, কেহ আপনার সংবাদ পাইবে না। আমার ভৃত্যগণকে আমি বিশ্বাস করি না সত্য এবং তাহারা রহস্য-কথা জানিলেই তাহা প্রকাশ করিয়া দিবে, তাহাও আমি জানি; কিন্তু তাহারা যাহাতে আপনার সম্বন্ধে কোন কথা জানিতে না পারে, সে দিকে আমার বিশেষ দৃষ্টি থাকিবে। আপনার প্রতি যাহাতে বিন্দুমাত্র অসম্মান প্রকাশ করা না হয়, আমি তাহারও উপায় করিব। কিন্তু যাহাই আমি করি, আমি কখনই আপনাকে ভুলিতে পারিব না। আপনার প্রতি আমার যে অনুরাগ জন্মিয়াছে, তাহা কোনক্রমেই দূর হইবে না। আমি জানি, প্রভুর দ্রব্যে ভৃত্যের অধিকার নাই, কিন্তু আমার মন কোনক্রমে বুঝিতে চাহে না। কিন্তু এ কথা নিশ্চয় যে, খালিফের সহিত আপনার পরিচয়ের পূর্ব্বে যদি আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইত, তাহা হইলেও আমি আপনাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিয়া ফেলিতাম। আমার প্রেমপ্রবৃত্তিকে আমি সংযত করিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, আমি আশা করি, খালিফ অনুগ্রহ করিয়া আপনাকে গ্রহণ করিয়া বিদ্বেষিণী মহিষী জোবেদীর বিদ্বেষাচরণের উপযুক্ত প্রতিফল প্রদান করিবেন। যখন আপনি পূর্ব্বসৌভাগ্য লাভ করিবেন, খালিফের অন্তঃপুরে গৌরব ও ঐশ্বর্য্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইবেন, তখন অনুগ্রহ করিয়া এই গরীব-হতভাগ্য প্রেমপীড়িত অনুতপ্ত গানেমকে মধ্যে মধ্যে স্মরণ করিবেন। খালিফ অপেক্ষা আমি অর্থ ও ক্ষমতায় হীন হইতে পারি, কিন্তু হৃদয়ে হীন নহি; আপনার প্রতি আমার অনুরাগ—প্রেম, খালিফের প্রণয়—সোহাগ অপেক্ষা অল্প নহে। আমি মৃত্যুর পূর্ব্বে আপনাকে ভুলিতে পারিব না, মৃত্যুকালেও আমি আপনার মোহিনী মূর্ত্তি কল্পনা-নেত্রে সন্দর্শন করিয়া হাসিতে হাসিতে এ দেহ ত্যাগ করিব। আপনি আমার চিরজীবনের সর্ব্বস্ব।"

প্রণয়-গুঞ্জনে মানস-রঞ্জন

যুবতী কুৎ-আল্-কুলুব্ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তিনিও গানেমের আক্ষেপে ও তাঁহার হৃদয়ের পরিচয়ে বিচলিত হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি অতি সাবধানে হৃদয়ের ভাব গোপন করিলেন;—বলিলেন, "দেখিতেছি, আপনার সঙ্গে কথা কহিয়া, কেবল আপনার মনঃকষ্ট বৃদ্ধিই করিয়াছি; অতএব এ সকল কথায় আর আবশ্যক নাই। আমি আপনার নিকট আমার জীবনের জন্য কৃতজ্ঞ, আমার জীবনদাতাকে আমি কখনও ধন্যবাদ দান করিতে বিস্মৃত হইব না।"

অতঃপর দ্বারে আঘাত হইল। গানেম দ্বার খুলিয়া দেখিলেন, দ্বারপ্রান্তে এক জন ভৃত্য দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ভৃত্য বলিল, "আহার প্রস্তুত।" তৎক্ষণাৎ সুন্দরীর জন্য উৎকৃষ্ট আহার্য্যদ্রব্য আনীত হইল।

আহার শেষ হইলে গানেম যুবতীকে বলিলেন, "ঠাকুরাণি, এখন আপনি বিশ্রাম করুন। পরে আপনি আমাকে যেরূপ আদেশ করিবেন, আমি তাহাই পরম-হৃষ্ট-চিত্তে সম্পাদন করিব।"

প্রেম-স্মরণে প্রণয়-সমাপ্তি

সুন্দরী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া গানেমকে সহাস্যে বলিলেন, "সদাগর সাহেব, দেখিতেছি, আপনি কোন কাজ বাকী রাখিবেন না। আপনি আমাকে অত্যন্ত বাধিত করিয়া ফেলিতেছেন। আমি আশা করি, আপনার প্রতি সম্যক্ কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পূর্ব্বে আমাকে কালগ্রাসে পতিত হইতে হইবে না। আল্লা শীঘ্রই আমাকে আপনার উপকারসাধনের ক্ষমতা দান করিবেন, আমার এ বিশ্বাস আছে।"

কথা কহিবার সুযোগ পাইয়া, গানেম আর একবার তরুণীর নিকট নিজের প্রণয় জ্ঞাপন করিলেন;—বলিলেন, "আপনি যদি আমার প্রেমের প্রতি বিরাগ প্রদর্শন না করেন, তাহা হইলেই আমি আমার জীবন ধন্য মনে করিব। আপনি আমার প্রতি যে সম্ভ্রম প্রকাশ করিতেছেন, আমি তাহার যোগ্য নহি, আপনি আমাকে আর এ ভাবে সম্মান করিবেন না। আমাকে আপনি আপনার দাস জ্ঞান করিবেন, আমি আর কিছুই নহি,—কিছু হইতেও চাহি না।"



কুৎ-আল্-কুলুব্ বলিলেন, "না না, যিনি আমার প্রাণদান করিয়াছেন, আমি তাঁহাকে কখন অবজ্ঞা করিতে পারিব না। যদি আমি কখনও আপনার উপকারের কথা বিস্মৃত হই, তাহা হইলে আমার মত কৃতঘ্ন আর কেহই নাই। আপনার প্রতি আমি কখনও অভদ্রতা প্রকাশ করিতে পারিব না। ইহার অধিক আর কিছু আমার বলিবার নাই, কেন নাই, তাহাও আপনি বুঝিয়া থাকিবেন।"

বীণার ঝঙ্কারে প্রণয়-উচ্ছ্বাস

সুন্দরীর কথায় গানেমের মহানন্দের সঞ্চার হইল, তাঁহার সকল দুঃখ দূর হইল। রাত্রিকালে গানেম একটি আলো আনিবার জন্য, সে গৃহ ত্যাগ করিয়া গৃহান্তরে প্রবেশ করিলেন, নৈশ-ভোজনের জন্য যৎসামান্য আহার্য্য ও পানের জন্য মদ্যাদি আনিবারও প্রয়োজন ছিল।

উভয়ে একত্র বসিয়া ফলমূল আহার করিতে লাগিলেন, মদ্যও চলিল, অতি উৎকৃষ্ট মদ্য; উভয়ে পেয়ালার পর পেয়ালা ভরিয়া, পরম আনন্দে মদ্যপানে রত হইলেন। মদ্যপানে প্রাণ খুলিয়া গেল, তখন গান আরম্ভ হইল। প্রথমে গানেম কয়েকটি প্রেমের গান গাহিলেন, তাঁহার হৃদয়ের কামনা, বাসনা, আকাঙ্ক্ষা, আশা সকলই সেই গানে তাঁহার করুণ-কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তরুণীও সুরাপানে প্রফুল্লিতা হইয়া, তাঁহার কোমল-কণ্ঠের সুমধুর-সঙ্গীতে গানেমের চিত্ত প্রফুল্ল করিলেন। গানেম ভাবিতে লাগিলেন, তাঁহার প্রতি প্রেম ও সহানুভূতির দ্বারা প্রত্যেক সঙ্গীত উচ্ছ্বসিত। রাত্রি অধিক হইলে, গানেম ভিন্ন শয্যায় শয়ন করিতে উদ্যত হইলেন।

তখন কুৎ-আল্-কুলুব্ বলিলেন, "আপনি আজ অন্য শয্যা গ্রহণ করিতেছেন কেন ? একই শয্যায় উভয়ের স্থান হইবে।" গানেম বলিলেন, "সুন্দরি, আমায় ক্ষমা করুন। না জানিয়া আমি প্রভুর সম্পত্তিতে অভিলাষ করিয়াছিলাম। কিন্তু এখন জানিয়া শুনিয়া তাহা পারিব না।" সুন্দরী হাসিয়া বলিলেন, "প্রাণাধিক, আমি তোমাকে সকল কথা খুলিয়া বলিয়াছি। আমার প্রতি তোমার ব্যবহার অতুলনীয়—ভদ্রজনোচিত। এখন আমি জগতের সমক্ষে মৃত। তুমিই আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছ। এ জীবন—এ দেহ এখন তোমারই। তুমি আমাকে লইয়া যাহা ইচ্ছা করিতে পার। আমি তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করিলাম।" কিন্তু গানেম আপনাকে সংবরণ করিলেন। যৌবনদেবতা তাঁহাকে প্রলুব্ধ—উত্তেজিত করিতেছিল—কমনীয় সুধাভাণ্ড নিঃশেষে পান করিবার জন্ত তাঁহার অন্তর চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল সত্য, তথাপি অসীম বলে তিনি চিত্ত জয় করিলেন। তাঁহার মনে হইল, খালিফের যিনি প্রণয়িনী, তাঁহার প্রতি লোভ করিলে তিনি ধর্ম্মে পতিত হইবেন। এমনই ভাবে রাত্রির পর রাত্রি, লোভ ও সংযমের সংঘর্ষ চলিতে লাগিল।

আলগোছে প্রেম-লীলা

গানেমের গৃহে কুৎ-আল্-কুলুব্ যখন স্বচ্ছন্দে কালক্ষেপণ করিতেছিলেন, সে সময়ে খালিফ-মহিষী জোবেদী নিতান্ত নিশ্চিন্ত অবস্থায় কালযাপন করিতে পারেন নাই। তিনি কুৎ-আল্-কুলুবের অচেতনপ্রায় দেহ সিন্দুকে পূরিয়া, ভৃত্যত্রয়ের হস্তে প্রদান করিয়া ইহাদিগকে বিদায় করিয়া, মহা দুশ্চিন্তায় কালযাপন করিতে লাগিলেন। সমস্ত রাত্রির মধ্যে একবারও চক্ষু মুদিত করিতে পারিলেন না, শয্যা কণ্টক-পূর্ণ বলিয়া অনুভব হইতে লাগিল। সহস্র সহস্র চিন্তা হৃদয় অধিকার করিল। তিনি শয্যায় পড়িয়া ভাবিতে লাগিলেন, "খালিফ তাঁহার সকল মহিষী অপেক্ষা এই তরুণীর প্রতি সমধিক অনুরক্ত, তিনি রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াই কুৎ-আল্-কুলুবের সন্ধান করিবেন। তাহাকে দেখিতে না পাইয়া কি বলিবেন ? আমি তাঁহার প্রশ্নের কি উত্তর দিব ?" অনেকগুলি কৌশলের কথা তাঁহার মনে হইল, কিন্তু একটি কৌশলকেও তিনি গ্রহণ-যোগ্য বিবেচনা করিলেন না, কোন কৌশলের উপরই তিনি নির্ভর করিতে পারিলেন না। প্রভাতে জোবেদী তাঁহার বৃদ্ধা ধাত্রীকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। ধাত্রী আসিলে, তিনি তা‍হাকে বলিলেন, "ধাই-মা, আমার যখনই কোন আবশ্যক হইয়াছে, তখনই তুমি আমাকে সৎপরামর্শ দিয়াছ, তোমার পরামর্শ কখন বিফল হয় নাই। আমি যে কাণ্ডটা করিয়া বসিয়াছি, তাহা এখন কি ভাবে খালিফের কর্ণগোচর করা যায়, তাহা বল।"

ধাত্রী বলিল, "মা, যাহা করিয়া ফেলিয়াছ, তাহার সংশোধনের আর উপায় নাই ; এখন খালিফকে কি বলিয়া ভুলাইবে, তাহারই উপায় স্থির করা আবশ্যক। তুমি একটি কাষ্ঠ-নির্ম্মিত মনুষ্য-মূর্ত্তি মহা সমারোহে প্রাসাদের একপ্রান্তে সমাহিত কর, তোমার দাসীগণকেও শোক-প্রকাশের বেশ পরিধান করাও, রাজ-প্রাসাদের সকলেই তোমার আজ্ঞাকারী, সকলকেই শোক-সাজ গ্রহণ করিতে আদেশ কর। তাহার পর খালিফ আসিলে, তাঁহাকে কুৎ-আল্-কুলুবের আকস্মিক মৃত্যুর কথা বলিবে। তোমার কথা শুনিয়া খালিফ তাহার মৃত্যু সংবাদে অবিশ্বাস করিতে পারিবেন না।"—জোবেদী ধাত্রীর উপদেশ শ্রবণে পরম আনন্দিত হইয়া, তাহাকে একটি বহুমূল্য হীরকাঙ্গুরীয় উপহার দান করিলেন। এই পরামর্শই অতি উৎকৃষ্ট এবং সর্ব্বথা গ্রহণীয় বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল। তদনুসারে কার্য্য করিবার ভার জোবেদী ধাত্রীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। ধাত্রী কাষ্ঠ-মূর্ত্তি নির্ম্মাণে লোক লাগাইল।

সপত্নী-সংহারের সাবধানতা

মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইলে, তাহা কুৎ-আল্-কুলুবের কক্ষে লইয়া যাওয়া হইল, তাহার পর উৎকৃষ্ট বস্ত্রাদিতে সমাচ্ছন্ন করিয়া, একটি শবাধারে রক্ষিত হইল। জোবেদীর আদেশে খোজা সর্দ্দার মসরুর সেই শবাধার জোবেদীর নির্দ্দিষ্ট স্থানে সমাহিত করিয়া আসিল। জোবেদী অশ্রুবর্ষণে বক্ষ ভাসাইলেন, দাসদাসীগণ

উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিয়া রাজপুরী প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। মহিষীর আদেশে সেই দিনই সমাধিস্থলে একটি উৎকৃষ্ট মন্দির-নির্ম্মাণ আরম্ভ হইল। সমাধি-মন্দির সমাপ্ত হইলে রাজ-প্রাসাদস্থ সকল লোক শোক-পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া, জোবেদীর আদেশে সেই সমাধিস্থলে উপাসনা করিতে উপস্থিত হইল। সকল রাজকর্ম্মচারীই উপাসনায় যোগদান করিলেন। নগরের সর্ব্বত্র এই সংবাদ বিস্তৃত হইয়া পড়িল।

[illegible]-বিয়োগের [illegible]

তিন মাস পরে শত্রুজয় করিয়া খালিফ সসৈন্য রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কুৎ-আল্-কুলুবের সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য তিনি অধীর হইয়াছিলেন, প্রাসাদে প্রত্যাগমন করিয়াই তরুণী বেগমের মহলে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু দাসদাসী ও কর্ম্মচারিবর্গের কৃষ্ণ পরিচ্ছদ সন্দর্শন করিয়াই উদ্বেগ ও আশঙ্কায় তাঁহার প্রফুল্ল মুখ মলিন হইয়া গেল। তিনি মহিষী জোবেদীর মুখে প্রিয়তমার মৃত্যুসংবাদ শ্রবণমাত্রে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। অনেক যত্নে তাঁহার মূর্চ্ছাভঙ্গ হইলে, তিনি কুৎ-আল্-কুলুবের সমাধিভূমি দর্শনের ইচ্ছা করিলেন। জোবেদী খালিফকে কুৎ-আল্-কুলুবের সমাধিস্থলে লইয়া যাইতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু খালিফ মহিষীকে কষ্টদানে অসম্মত হইয়া খোজা সর্দ্দার মস্রুরকে লইয়া প্রিয়তমার সমাধিদর্শনে যাত্রা করিলেন। তাঁহার পরিচ্ছদ-পরিবর্ত্তনেরও অবসর হইল না।

জোবেদী তাঁহার সপত্নীর সমাধির উপর এরূপ প্রাসাদোপম মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহা সুসজ্জিত করিয়াছেন, দেখিয়া খালিফের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। খালিফ জোবেদীর মহত্ত্ব ও উদারতায় ততখানি বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারিলেন না। খালিফের মনে বড়ই সন্দেহ হইল ; তিনি ভাবিলেন, কুৎ-আল্-কুলুবের হয় ত মৃত্যু হয় নাই, জোবেদী তাঁহাকে প্রাসাদ হইতে কোথাও বিতাড়িত করিয়া এই প্রকার কৃত্রিম শোকের পরিচয় দান করিয়াছেন। জোবেদী যে তাঁহার প্রাণসংহার করিতে পারেন, এ কথা খালিফের একবারও মনে হইল না ; কারণ, তিনি জোবেদীকে সেরূপ পিশাচী বলিয়া কোন দিন মনে করিতে পারেন নাই।

খালিফের আদেশে সমাধিভূমি বিদীর্ণ করিয়া শবাধার উত্তোলন করা হইল। শবাধার উন্মোচিত হইলে কুৎ-আল্-কুলুবের বস্ত্রাদি দেখিয়া তাঁহার প্রতীতি জন্মিল, সত্যই তাঁহার প্রাণাধিকার মৃত্যু হইয়াছে। ধর্ম্মে আঘাত লাগিবে, বিবেচনা করিয়া তিনি মৃতদেহ স্পর্শ করিয়া তাহা পরীক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি অশ্রুপূর্ণলোচনে শবাধার পুনর্ব্বার সমাহিত করিবার আদেশ করিলেন। অনন্তর খালিফের আদেশে সেই সমাধিমন্দিরে একমাস ধরিয়া কোরাণ-পাঠ চলিতে লাগিল। প্রভাতে ও সন্ধ্যাকালে খালিফ অমাত্যবৃন্দে পরিবৃত হইয়া প্রিয়তমার সমাধি দর্শনে আসিতেন, কোরাণ শ্রবণ করিতেন, অশ্রুধারায় মৃত্তিকা সিক্ত করিতেন, এই ভাবে একমাস অতীত হইল।

[illegible]ম-শোকের আবরণ

একমাস পরে উপাসনা ও কোরাণ-পাঠ সমাপ্ত হইল ; সকলেই স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এক দিন খালিফ স্বীয় কক্ষে নিদ্রিত আছেন। এক জন বাঁদী তাঁহার পদপ্রান্তে ও এক জন তাঁহার মস্তকপ্রান্তে উপবেশন করিয়া সূচিকার্য্য করিতেছে, পাছে খালিফের নিদ্রার ব্যাঘাত হয়, এই ভয়ে উভয়েই সম্পূর্ণ নির্ব্বাক্।

যে যুবতী খালিফের মস্তকপ্রান্তে উপবিষ্টা ছিল, তাহার নাম নৌরোন্নিহার। খালিফকে প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত দেখিয়া সে খালিফের পদপ্রান্তবর্ত্তিনী দাসীকে অতি মৃদুস্বরে আহ্বান করিয়া বলিল, "নাগমাতস্ সহি, একটি বড় সংবাদ আছে। খালিফ যখন জাগিবেন, তখন আমি তাঁহাকে সে সংবাদ প্রদান করিব, তিনি শুনিয়া নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হইবেন। কুৎ-আল্-কুলুব্ মরেন নাই, তিনি সম্পূর্ণ সুস্থদেহে জীবিতা আছেন।"

নাগমাতস্ সহি বলিল, "হা আল্লা! তা কি আর হইবে? সেই সুন্দরী সরলা সর্ব্বগুণভূষিতা রূপসীকে কি আমরা আর দেখিতে পাইব?" দাসী এই সংবাদে এতই অভিভূত হইয়াছিল যে, সে কথা-কয়টি উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিল, তাহাতে খালিফের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তাহারা কেন তাঁহার নিদ্রার ব্যাঘাত করিল,

খালিফ তাহা জানিতে চাহিলেন। নাগমাতান্ সহি বলিল,"জাঁহাপনা, আমার কসুর মাফ করিতে আদেশ হউক। কুৎ-আল্-কুলুব্ জীবিতা আছেন, এই সংবাদ পাইয়া, আমি বিস্ময় গোপন করিতে পারি নাই ; আনন্দের বেগ সামলাইতে না পারিয়া আমি উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিয়া আপনার নিদ্রাভঙ্গ করিয়া ফেলিয়াছি ; কিন্তু ইহা আমার সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত হইয়াছে।" খালিফ বলিলেন, "বাঁদী, তুই এ সংবাদ কোথায় পাইলি ? কুৎ-আল্-কুলুব্ যদি জীবিতা থাকেন, তাহা হইলে তিনি এখন কোথায় ?"—নৌরোজিরার করযোড়ে বলিল, "জাঁহাপনা, আজ সন্ধ্যাকালে আমি মহিষী জোবেদীর মহলে সংবাদ পাইলাম যে, সহরে গানেম নামক বণিকের ভবনে তিনি আছেন। মহিষী আজই এই সংবাদ পাইয়াছেন। সেখানে কুৎ-আল্-কুলুব্ সুস্থ অবস্থাতেই আছেন।" এই বলিয়া বাঁদী খালিফ-প্রণয়িনীর বিরুদ্ধে যে চক্রান্ত হইয়াছিল, তাহার আমূল বিবরণ প্রদান করিল।

প্রণয়িনী-হারা খালিফের আক্রোশ

কুৎ-আল্-কুলুব্ কিরূপ ষড়যন্ত্রে প্রাসাদ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছেন এবং কিরূপে তাঁহার জীবনরক্ষা হইয়াছে, তাহা আনু-পূর্ব্বিক খালিফের গোচর হইবামাত্র তিনি ক্ষোভে, ক্রোধে ও বিরাগে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "কি, পিশাচী এই দীর্ঘকাল এক যুবক সদাগরের গৃহে বাস করিতেছে ?—কে জানে, তাহার স্বভাব পবিত্র আছে কি না ? আমি আজ ত্রিশ দিন বোগদাদে প্রত্যাগমন করিয়াছি, এত দিনের মধ্যে জীবিতা থাকিয়াও সে তাহার কোন কথা আমাকে অবগত করা আবশ্যক মনে করে নাই ! অকৃতজ্ঞ রমণী ! আমি তাহার বিরহশোকে উন্মত্তপ্রায় হইয়া দিবানিশি অশ্রুবর্ষণ করিতেছি, আর সে সুখে সদাগরের আশ্রয়ে বাস করিতেছে ! আমি পাপীয়সীর এই অপরাধের জন্য গুরুদণ্ডবিধান করিব ; আর সেই দাম্ভিক, দুঃসাহসী সদাগরকে দেখিব, যে আমার প্রণয়িনীকে এত দিন এ ভাবে তাহার গৃহে লুকায়িত রাখিয়াছে। কখনই তাহাকে জীবিত থাকিতে হইবে না।" খালিফ সরোষে এই কয়েকটি কথা বলিয়া সবেগে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

খালিফ দ্বারপ্রান্তে উজীর জাফরকে তাঁহার প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান দেখিয়া বলিলেন, "জাফর, এই দণ্ডে চারি শত প্রহরী লইয়া নগরের মধ্যে যাও ; সন্ধান করিয়া দেখ, দামাস্কসের আবু সদাগরের পুত্র গানেম সদাগর কোথায় থাকে। তাহার গৃহের সন্ধান পাইলে তাহা ধ্বংস করিয়া ফেলিবে, কিন্তু তৎপূর্ব্বে গানেমকে আমার নিকট উপস্থিত করিতে হইবে। কুৎ-আল্-কুলুব্ তাহার গৃহে তাহার সহিত চারিমাস ধরিয়া বাস করিতেছে, তাহাকেও আমার নিকট লইয়া আসিবে। আমি উভয়ের প্রতি কঠোর দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিব, প্রজাগণ দেখিয়া শিক্ষালাভ করিবে।"

প্রমোদিনী বন্দীর অভিযান

উজীর স্থানীয় দোকানদারগণের নিকট গানেমের গৃহের সন্ধান জানিয়া লইলেন, এবং সসৈন্যে সেই গৃহাভিমুখে ধাবিত হইলেন। সৈন্যগণ অনতিবিলম্বে গানেমের গৃহের চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিয়া ফেলিল। গানেমের পলায়নের সকল উপায় তাহারা বন্ধ করিল।

কুৎ-আল্-কুলুব্ ও গানেম তখন আহার শেষ করিয়া উঠিয়াছেন মাত্র। রাজপথে বহু অশ্বের পদধ্বনি শ্রবণ করিয়া, সুন্দরী বাতায়নপথে রাজপথের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। উজীরকে বহুসংখ্যক সৈনীর সহিত সেই গৃহের দিকে সমাগত হইতে দেখিয়াই তিনি বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার ও গানেমের বিরুদ্ধে কোন প্রকার ষড়্‌যন্ত্র হইয়াছে। তিনি বুঝিলেন, খালিফ তাঁহার সংবাদ পাইয়াছেন, তিনি নিজের বিপদের আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হইলেন না, কিন্তু গানেমকে কিরূপে রক্ষা করিবেন, তাহারই উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি বুঝিলেন, গানেম অপরাধী না হইলেও তাঁহার নবীন বয়স ও অনিন্দ্যসুন্দর মূর্ত্তির জন্যই তাঁহাকে খালিফের কোপানলে দগ্ধ হইতে হইবে ; যিনি তাঁহার জীবনরক্ষা করিয়াছেন, তাঁহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে ! কিন্তু আর চিন্তার সময় নাই। যুবতী গানেমকে বলিলেন, "গানেম, আমাদের আর জীবনের আশা নাই, খালিফের অনুচরগণ

আমাদিগকে ধরিতে আসিতেছে। এখন উদ্ধারের উপায় দেখ। যদি আমার প্রতি তোমার বিন্দুমাত্রও স্নেহ থাকে, তবে আমি যাহা বলি, অবিলম্বে তাহা কর। এক জন ভৃত্যের বেশে সজ্জিত হও, হাতে ও মুখে কালি মাখ, তাহার পর মাথায় ধুচুনী দিয়া গৃহদ্বারে অপেক্ষা কর, প্রহরিগণ তোমাকে ভৃত্য মনে করিয়া অনায়াসেই ছাড়িয়া দিবে। যদি তোমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করে, গৃহস্বামী কোথায়, তুমি বলিও গৃহমধ্যে—"

ভৃত্যবেশে ধনিক চম্পট

গানেম নিজের জন্য অধিক চিন্তিত হইলেন না, সুন্দরী তরুণীকে কিরূপে বাঁচাইবেন, এই চিন্তাই তাঁহার মনে বলবতী হইল। কুৎ-আল্-কুলুব্ বলিলেন, "আমার জন্য তোমাকে কোন চিন্তা করিতে হইবে না। আমি তোমার গৃহ ও গৃহসামগ্রী রক্ষার উপায় করিব, তাহার পর খালিফের কোপ প্রশমিত হইলে তোমার সঙ্গে মিলিতা হইব, তুমি আর ক্ষণকাল বিলম্ব করিও না। এখন খালিফের হস্তে পড়িলে তোমার জীবন-রক্ষা হইবে না।"



গানেম কুৎ-আল্-কুলুবের আগ্রহে আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না। তিনি ভৃত্যের বেশে সজ্জিত হইয়া, হাতে মুখে কালি মাখিয়া, মাথায় ধুচুনী দিয়া দ্বারসন্নিকটে বসিয়া রহিলেন। উজীর গৃহপ্রবেশ করিয়াই তাঁহাকে সর্ব্বপ্রথমে দেখিতে পাইলেন। এই ব্যক্তিই যে গৃহস্বামী, সে বিষয়ে তাঁহার একবার সন্দেহও হইল না, তিনি তাঁহার দিকে দৃক্‌পাতমাত্র না করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, অন্যান্য সকলেই উজীরের অনুসরণ করিল, গানেমের দিকে কেহই ফিরিয়া চাহিল না। গানেম সেই অবসরে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া অতি সাবধানে বোগদাদ নগর ত্যাগ করিলেন।

উজীর- হেবের ন্দরী লাম

উজীর কুৎ-আল্-কুলুবের কক্ষে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সুন্দরী গৃহ আলোকিত করিয়া একখানি সোফায় উপবিষ্ট আছেন। গৃহ নানাবিধ দ্রব্যে সুসজ্জিত, মূল্যবান্ সামগ্রীই অধিক।

উজীর গৃহ-প্রবেশ করিবামাত্র সুন্দরী তাঁহার চরণতলে নিপতিত হইয়া বলিলেন, "উজীরশ্রেষ্ঠ, আমি খালিফ-প্রদত্ত শাস্তি নতশিরে বহন করিতে প্রস্তুত আছি। আদেশ প্রকাশ করুন।"

উজীর কুৎ-আল্-কুলুবকে উঠাইয়া স্বয়ং তাঁহার চরণতলে নত হইয়া বলিলেন, "ঠাকুরাণি, আমি আপনার প্রতি কোন আদেশ দান করি, এত সাধ্য আমার নাই; সে সাধ্য কেবল এক জনের আছে। খালিফ আপনার প্রতি কোন প্রকার অসদ্ব্যবহার করিবার আদেশ করেন নাই, কেবল আপনাকে সঙ্গে লইয়া প্রাসাদে উপস্থিত হইতে বলিয়াছেন। এই গৃহে যে সদাগর বাস করে, তাহাকেও খালিফ-সমীপে

উপস্থিত করিবার আদেশ পাইয়াছি।"—কুৎ-আল্-কুলুব্ বলিলেন, "তবে অবিলম্বে আমাকে খালিফের সম্মুখে লইয়া চলুন। আপনি যে সদাগরের কথা বলিতেছেন, তাঁহার নিকট আমি প্রাণদান পাইয়াছি। আমার সেই জীবনরক্ষক সদাগর এখানে উপস্থিত নাই, প্রায় একমাস পূর্ব্বে তিনি দামাস্কস নগরে প্রস্থান করিয়াছেন। তিনি তাঁহার প্রত্যাগমনকাল পর্য্যন্ত তাঁহার দ্রব্যসামগ্রী আমার জিম্মায় রাখিয়া গিয়াছেন। আমার অনুরোধ, আপনি এই সকল দ্রব্যসামগ্রী প্রাসাদে লইয়া গিয়া, উপযুক্ত হেপাজাতে রক্ষা করুন। আমি তাঁহার নিকট অঙ্গীকার করিয়াছি, তাঁহার কোন দ্রব্য নষ্ট হইবে না।"

প্রেম-প্রতিদ্বন্দ্বীর উপর আতক্রোধ।

উজীর বলিলেন, "আপনার আদেশ প্রতিপালন করিতে এ দাস ত্রুটি করিবে না।" অনন্তর উজীর মসরুর হস্তে সেই গৃহের সমস্ত দ্রব্যের রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পণ করিলেন, দ্রব্যাদি প্রাসাদে প্রেরিত হইল।

খালিফের আদেশ অনুসারে সেই অট্টালিকা ভাঙ্গিতে আরম্ভ করা হইল, অতি অল্পসময়ের মধ্যেই বিস্তীর্ণ অট্টালিকা ইষ্টকস্তূপে পরিণত হইল। গানেমকে কোথাও না পাইয়া রাজকর্ম্মচারিগণ খালিফের নিকট সে সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। জাফর বলিলেন, "আপনার আদেশে গৃহ ধ্বংস করা হইয়াছে, কুৎ-আল্-কুলুব্ বিবি আপনার আদেশের জন্ত দ্বারপ্রান্তে অপেক্ষা করিতেছেন; শুনিলাম, সদাগর যুবক একমাস পূর্ব্বে দামাস্কস নগরে প্রস্থান করিয়াছে।"

গানেমকে পাওয়া যায় নাই শুনিয়া, খালিফের মনে মহা ক্রোধের সঞ্চার হইল। তিনি মসরুরকে ডাকিয়া বলিলেন, "অকৃতজ্ঞ পিশাচী কুৎ-আল্-কুলুবকে অন্ধকার-পূর্ণ নির্জ্জন কারাগারে বন্দী করিয়া রাখ আমি পাপিষ্ঠার মুখদর্শন করিব না, তাহার সহিত কথাও কহিব না।" মসরুর খালিফের সকল আদেশ নতশিরে পালন করিত, এ আদেশও নতশিরে পালন করিল; কিন্তু তাহার মনে ইহা পালন করিতে অত্যন্ত কষ্ট ও ক্ষোভের উদয় হইল।

অনন্তর সিরিয়ার অধীশ্বরকে হারুণ-অল-রসিদ নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিলেন।

"সিরিয়ার অধীশ্বর মহম্মদ জিনেবীর প্রতি খালিফ হারুণ-অল-রসিদের আদেশ—

প্রিয় ভ্রাতা, এই পত্র দ্বারা তোমাকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, দামস্কসনিবাসী আবুর পুত্র গানেম নামে এক জন সদাগর আমার এক সুন্দরী দাসীকে ফুসলাইয়া, প্রাসাদের বাহিরে লইয়া গিয়া, এখন স্বদেশে পলায়ন করিয়াছে। অতএব তুমি পত্রপাঠমাত্র গানেমের অনুসন্ধান করিয়া তাহাকে ধৃত করিবে, এবং প্রহরি-বেষ্টিত করিয়া, আমার নিকট পাঠাইয়া দিবে। কেবল তাহাতেই চলিবে না, তাহার গৃহদ্বার সমভূমি করিয়া, তাহার যাহা কিছু সম্পত্তি আছে, তাহা সমস্ত নগরপ্রান্তে নিক্ষেপ করিবে।

হারুণ-অল-রসিদ।"

প্রেরিত প্রেস্তারে কপোত-দূত

এক জন অশ্বারোহীর মারফৎ খালিফ এই পত্র দামাস্কস নগরে প্রেরণ করিলেন। তিনি কয়েকটি বার্ত্তাবহ কপোতও সেই সঙ্গে পাঠাইলেন, কপোতমুখে তাঁহার আদেশপালনের সংবাদ তাঁহাকে জ্ঞাপনের জন্ত উপদেশ দান করা হইল।

খালিফের দূত দিবারাত্রি ধরিয়া চলিতে লাগিল। দামাস্কস নগরে উপস্থিত হইয়া দূত অবিলম্বে মহম্মদ জিনেবীর নিকট খালিফের পত্র প্রদান করিল। মহম্মদ জিনেবী পত্র লইয়াই সম্মানপ্রকাশার্থ তাহা চুম্বন করিলেন। তাহার পর পত্রখানি পাঠ করিয়া বহু সৈন্ত ও কর্ম্মচারিবর্গে পরিবৃত হইয়া গানেমের গৃহে উপস্থিত হইলেন।

খালিফ-প্রকোপে অট্টালিকা-চূর্ণ

গানেমের মাতা গৃহে ছিলেন, তিনি বহুদিন পুত্রের সংবাদ না পাইয়া, তাঁহার মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন, স্থির করিয়া, দিবানিশি অশ্রুপাত করিয়া কালযাপন করিতেছিলেন। গৃহের সর্ব্বত্র গানেমের অনুসন্ধান করা হইল, কিন্তু তাঁহাকে পাওয়া গেল না। দাসদাসীগণ বলিতে লাগিল, "গানেমের মৃত্যু হইয়াছে।" রাজা স্বয়ং গানেমের জননীকে তাঁহার পুত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। মাতা বলিলেন, "অনেক দিন তাহার মৃত্যু হইয়াছে। আমি এমনই অভাগিনী যে, তাহার দেহ সমাহিত করিবারও সুবিধা পাইলাম না।—হা পুত্র! তুমি কোথায়?"—শোকে বৃদ্ধার বাক্‌শক্তি রুদ্ধ হইল।

জিনেবীর হৃদয় অত্যন্ত কোমল ছিল, তিনি প্রৌঢ়ার শোকে কাতর হইলেন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, গানেম একাকী অপরাধী, সেজন্য তাহার মাতা ও ভগিনীগণকে কি জন্য শাস্তি দিব? রাজা গানেমের মাতা ও ভগিনীকে অন্য বাড়ীতে পাঠাইয়া, গানেমের বাড়ী চূর্ণ করিবার আদেশ দান করিলেন। দেখিতে দেখিতে সুন্দর সুসজ্জিত গৃহ চূর্ণ হইয়া গেল। গানেমের মাতা ও ভগিনী ইহার কোন কারণ বুঝিতে না পারিয়া ভয়ে স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। গৃহ ধ্বংস হইলে রাজা গানেমের মাতা ও ভগিনীকে প্রাসাদে লইয়া আসিলেন। খালিফের আদেশ প্রতিপালিত হইল। নগরবাসিগণের মনে মহা আতঙ্কের সঞ্চার হইল।

গানেমের বেদনাতুরা মাতা ও ভগিনী নগ্নপদে প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। দামাস্কস-রাজমহিষী তাঁহাদের দুঃখ দেখিয়া অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না। তাঁহাদের শুশ্রূষার জন্য তিনি দাসদাসীগণকে নিযুক্ত করিলেন, উৎকৃষ্ট আহারাদিও প্রদান করিলেন। গানেমের মাতা খালিফের এই নিষ্ঠুর আদেশের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু দাসীগণ তাহা বলিতে পারিল না, তাহারা সে কথা জানিত না।

যাহা হউক, দাসীরা অবিলম্বে এ সংবাদ জানিয়া আসিয়া গানেমের মাতাকে বলিল, "আপনার পুত্র প্রাণত্যাগ করিয়াছে ভাবিয়া আপনি দুঃখ করিতেছেন, কিন্তু তিনি প্রাণত্যাগ করেন নাই, করিলে আপনাদিগকে এত বিপদে পড়িতে হইত না। তিনি খালিফের একটি সুন্দরী বাঁদীকে ফুসলাইয়া বাহির করিয়াছেন বলিয়া অভিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি বোগদাদ হইতে পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছেন, তাই ক্রুদ্ধ খালিফের আদেশে আপনার সর্ব্বস্ব নষ্ট করা হইয়াছে। খালিফের আদেশ লঙ্ঘন করিবার সাধ্য আমাদের রাজার নাই; খালিফের আদেশ তিনি পালন করিয়াছেন।"

গানেমের জননী বলিলেন, "আমার পুত্রের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। তাহাকে রীতিমত শিক্ষাদানও করিয়াছি, তাহার ধর্ম্মজ্ঞানও আছে, আমি আমার পুত্রের নির্দ্দোষিতার জন্য দায়ী থাকিলাম। আমার সম্পত্তি গিয়াছে, তাহাতে দুঃখ নাই, আমার অপমান করাতেও আমি কষ্টবোধ করিতেছি না, কিন্তু বিনা দোষে আমার কন্যার এত লাঞ্ছনা হইল, ইহা আমার অসহ্য।"

প্রেমিকের মাতা ভগ্নী নির্ব্বাসন

ফিৎনা মাতার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "মা, আমার জন্য দুঃখ করিও না, তোমার মুখের দিকে চাহিয়া আমি সকল কষ্ট সহ্য করিব।"—মাতা ও কন্যা নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

খালিফ বার্ত্তাবহ কপোতের মারফতে তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালনের সংবাদ পাইলেন। গানেমের মাতা ও ভগিনী গৃহহীন হইয়াছেন শুনিয়াও তাঁহার ক্রোধ নিবৃত্ত হইল না, তিনি আদেশ করিলেন, "তাহাদিগকে অবিলম্বে দামাস্কস নগর হইতে নির্ব্বাসিত কর।" সিরিয়ারাজ তৎক্ষণাৎ তাঁহার কর্ম্মচারিগণকে আদেশ করিলেন, "গানেমের মাতা ও ভগিনীকে রাজধানী হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া তিন দিনের পথে রাখিয়া এস।" তাহারা রাজার আদেশে গানেমের মাতা ও ভগিনীকে নগরবাহিরে লইয়া গিয়া, তাঁহাদিগকে গোপনে কিছু টাকা ও খাদ্যদ্রব্য প্রদান করিয়া তিন দিনের পথে রাখিয়া আসিল।

গানেমের মাতা ও ভগিনী এই অবস্থায় এক গ্রামে উপস্থিত হইলেন। গ্রামবাসিগণ তাঁহাদের দুঃখ ও কষ্টে বিচলিত হইল। সকলে মনোযোগ দিয়া তাঁহাদের বিপদের কাহিনী শ্রবণ করিল, সহানুভূতিতে বিগলিত হইল, কোন পরদুঃখ-কাতর ব্যক্তি তাঁহাদের আশ্রয় প্রদান করিলেন। গ্রামবাসিগণকে ধন্যবাদ দান করিয়া পরদিন প্রভাতে গানেমের মাতা ও ভগিনী আলেপ্পা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কোন দিন মসজিদের বারান্দায়, কোন দিন বৃক্ষচ্ছায়ায় নিশা যাপন করিয়া তাঁহারা ভিক্ষা করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

নির্ব্বাসিতা সুন্দরীর আশ্রয়

অবশেষে তাঁহারা আলেপ্পা নগরে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু সে নগরে থাকিতে অনিচ্ছা হওয়ায় তাঁহারা নগর ত্যাগ করিয়া, ইউফ্রেটিস্ নদীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন, এবং উক্ত নদী পার হইয়া তাঁহারা মেসোপটেমিয়ায় প্রবেশ করিলেন। ক্রমে তাঁহারা মোসল নগরে উপনীত হইলেন; মোসল হইতে তাঁহারা বোগদাদ যাত্রা করিলেন। গানেমের সহিত সাক্ষাৎ করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন, গানেম জীবিত থাকিলে তাঁহার সহিত বোগদাদ নগরেই সাক্ষাৎ হইবে।

গানেমের জননী ও ভগিনীর কথা ছাড়িয়া এখন কুৎ-আল্-কুলুবের কথা বলিতেছি।

বলিয়াছি, খালিফের আদেশে সুন্দরী অন্ধকারপূর্ণ নির্জ্জন কারাগারে আবদ্ধ হইলেন। প্রাসাদের মধ্যেই এই কারাগার। খালিফের প্রেয়সীগণ কোন কারণে খালিফের অসন্তোষভাজন হইলে এই কারাগারেই আবদ্ধ হইতেন। এখানে একাকী নির্জ্জনে কুৎ-আল্-কুলুব্ অনেক পরিমাণে শান্তিলাভ করিলেন। নিজের জন্য তাঁহার কোন চিন্তা ছিল না, কিন্তু গানেমের দুর্দ্দশার কথা চিন্তা করিয়া তিনি অত্যন্ত পরিতপ্ত হইলেন।

এক দিন রাত্রিকালে খালিফ একাকী প্রাসাদের বিভিন্ন অংশে বিচরণ করিতেছেন, ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি সেই অন্ধকারপূর্ণ কারাগারের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি কুৎ-আল্-কুলুবের আক্ষেপোক্তি সুস্পষ্টরূপে শুনিতে পাইলেন। তিনি তখন গানেমের কথা স্মরণ করিয়া বলিতেছেন,—"গানেম! গানেম! তুমি এখন কোথায়? হায়! আমিই তোমার সর্ব্বনাশের কারণ! আমাকে মরিতে না দিয়া তুমি কেন আমার প্রাণরক্ষা করিলে? তুমি আমার প্রতি যে মহৎ ব্যবহার করিয়াছ, তাহার কি এই প্রতিদান লাভ করিলে? যে খালিফ তোমার উপকার করিয়া প্রত্যুপকারসাধন করিবেন, তিনিই তোমার সর্ব্বনাশ করিলেন। শক্তিমান খালিফ! তুমি যখন পরলোকে আল্লার সম্মুখে দাঁড়াইবে, তখন গানেমের প্রতি এই ব্যবহারের জন্য তুমি তাঁহার নিকট কি জবাব দিবে? তোমার এই পার্থিব ক্ষমতা, সম্পদ-গৌরব তোমার এই অবিচারের দণ্ড হইতে তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। সর্ব্বশক্তিমান্ স্বয়ং বিচারকরূপে তোমার কার্য্যের দণ্ড ও পুরস্কার দান করিবেন। দেবদূতগণ সাক্ষ্য দান করিবেন।"

খালিফ-প্রমোদিনীর বিলাপ

খালিফ কথাগুলি শুনিয়া ভাবিতে লাগিলেন, কুৎ-আল্-কুলুব্ যাহা বলিলেন, তাহা সত্য হইলে গানেম যে নিরপরাধ, তাহাতে সন্দেহ নাই। এ বিষয়ের মধ্যে কতটুকু সত্য আছে, তাহার সন্ধান করিবার জন্য তাঁহার মনে যৎপরোনাস্তি আগ্রহ জন্মিল, এমন কি, সহসা গানেমের ও তাঁহার পরিবারবর্গের প্রতি কুপিত হইয়া বিশেষ অনুসন্ধানের পূর্ব্বে তাঁহাদের উপর কঠোর দণ্ডদানের আদেশ করিয়া, তিনি কিঞ্চিৎ কুণ্ঠিত ও অনুতপ্ত হইলেন। খালিফ তৎক্ষণাৎ স্বকীয় কক্ষে প্রত্যাগমন করিয়া, কুৎ-আল্-কুলুবকে কারাগার হইতে বাহিরে আনিবার জন্য মসরুরকে আদেশ করিলেন।

মসরুর কুৎ-আল্-কুলুবকে সঙ্গে লইয়া খালিফের কক্ষে উপস্থিত হইলে, সুন্দরী খালিফের পদতলে নিপতিত হইলেন; অশ্রুধারায় তাঁহার মুখমণ্ডল ভাসিতে লাগিল। খালিফ তাঁহাকে না উঠাইয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন,

"কুৎ-আল্-কুলুব্, তুমি আমার অবিচার ও উৎপীড়নের কথা কি বলিতেছিলে? আমি অন্যায় করিয়া কাহার উৎপীড়ন করিয়াছি? সকল কথা খুলিয়া বল। তুমি জান, আমি ন্যায়বিচারে কুণ্ঠিত নহি।"

[illegible] কুৎ-আল্-কুলুব্ বুঝিলেন, খালিফ তাঁহার কথা শুনিতে পাইয়াছেন, সুতরাং গানেমের জন্য খালিফের কাছে দুই কথা বলিবার এই উৎকৃষ্ট অবসর ছাড়িতে পারিলেন না; বলিলেন, "জাঁহাপনা, যদি আমার আক্ষেপে আপনার প্রতি অসম্মানজনক কোন কথা বলিয়া থাকি, তবে আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন। দামাস্কসের আবু সদাগরের হতভাগ্য পুত্র গানেম আমার জীবন রক্ষা করিয়া, তাঁহার গৃহে স্থানদান করিয়াছিলেন। আমি স্বীকার করিতেছি, আমাকে দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে প্রণয়ের সঞ্চার হইয়াছিল, কিন্তু সে জন্য তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমার সহিত অভদ্র ব্যবহার করেন নাই, বরং আমি কে, তাহা জানিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, 'প্রভুর দ্রব্যে ভৃত্যের লোভ করা উচিত নহে।' কিন্তু তাঁহার এই ব্যবহারের পরিবর্ত্তে জাঁহাপনা তাঁহার প্রতি কিরূপ ব্যবহারের আদেশ করিয়াছেন, তাহা আপনার অবিদিত নহে। আল্লার বিচারে হয় ত আপনাকে অপরাধী হইতে হইবে।"

সুন্দরীর কথা শুনিয়া খালিফ বিন্দুমাত্র ক্রোধ প্রকাশ করিলেন না; বলিলেন, "গানেম যে তোমাকে অপবিত্র করে নাই, এ কথা কি আমি বিশ্বাস করিতে পারি?" কুৎ-আল্-কুলুব্ বলিলেন, "অনায়াসেই পারেন। আমি সকল কথা বলিতেছি, একটাও মিথ্যা কথা বলিব না। কিন্তু আপনি যদি ক্ষমা করেন, তাহা হইলে আমি আগে একটা কথা বলিতে পারি।" খালিফ বলিলেন, "বল, কোন কথা গোপন না করিলে আমি তোমাকে ক্ষমা করিব।"

কুৎ-আল্-কুলুব্ বলিলেন, "গানেম আত্মপ্রাণ বিপন্ন করিয়া যে ভাবে আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি যে ভাবে আমায় আদরযত্ন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রতি আমার যৎপরোনাস্তি শ্রদ্ধার উদ্ভব হইয়াছিল। সেই শ্রদ্ধা হইতে অনুরাগের উদ্ভব হইয়াছিল, এ কথাও অস্বীকার করিতে পারি না। আপনার প্রেম বিলাস-লীলার নামান্তর মাত্র, কিন্তু গানেমের হৃদয় সরল, কোমলতাপূর্ণ। কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে যে ভাবই থাকুক, তিনি কোন দিনও কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হন নাই; তিনি সর্ব্বদাই মনে রাখিয়াছিলেন, যাহা প্রভুর দ্রব্য, তাহাতে ভৃত্যের অধিকার নাই।"

অন্য কোন ব্যক্তি হইলে হয় ত তিনি কুৎ-আল্-কুলুবের অন্যের প্রতি এই প্রণয়লক্ষণ প্রকাশে বিরক্ত বা ক্রুদ্ধ হইতেন, কিন্তু খালিফ সুন্দরীর কথায় ক্রোধ প্রকাশ করিলেন না। তিনি তরুণীর হাত ধরিয়া উঠাইলেন এবং তাঁহাকে পাশে বসাইয়া তাঁহার বিপদের ও বিপদ্ হইতে অভূতপূর্ব্ব উপায়ে উদ্ধারের কাহিনী আগাগোড়া শুনিলেন। কুৎ-আল্-কুলুব্ কোন কথা গোপন করিলেন না; জোবেদীকে প্রতারিত করিবার জন্যই যে তিনি গানেমের গৃহে লুকাইয়া ছিলেন, তাহা বলিলেন, তাঁহার উপদেশেই যে গানেম ভৃত্যের বেশে পলায়ন করিয়াছেন, তাহাও বলিলেন।

প্রণয়িনীর মনোরঞ্জনের প্রসাদ

খালিফ বলিলেন, "তোমার সকল কথা বিশ্বাস করিলাম।"

কুৎ-আল্-কুলুব্ বলিলেন, "জাঁহাপনা, আমি ত আপনার নিকট—আপনার নিকট কেন, প্রাসাদের সকলের নিকটেই মৃত ছিলাম, কেবল গানেমের নিকটেই আমি জীবিত ছিলাম। আপনি যে রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন, সে সংবাদ আমি পাই নাই।" খালিফ বলিলেন, "আমি আমার ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছি। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, এই যুবকের আমি যত অপকার করিয়াছি, তাহার তুলনায় অনেক অধিক উপকার করিব। আমার সাধ্যানুসারে কোন ত্রুটি করিব না। তুমি তাহার প্রতি যে অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে বলিবে, আমি তাহাই করিব; তুমি আমাকে কি করিতে বল?"

কুৎ-আল্-কুলুব্ বলিলেন, "জাঁহাপনা, আপনার এই অনুগ্রহের জন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন। আপনি আপনার রাজ্যময় ঘোষণা করিয়া দিন যে, আবুর পুত্র গানেমকে ক্ষমা করা হইল। তিনি যাহাতে নির্ভয়ে আপনার নিকট উপস্থিত হইতে পারেন, তাহার আদেশ করুন।" খালিফ বলিলেন, "কেবল তাহাই নহে, আমার সম্ভ্রম বজায় রাখিয়া তোমার প্রতি সে যে সদ্ব্যবহার করিয়াছে, তোমার জীবন রক্ষা করিয়াছে, সে জন্য তাহাকে যথেষ্ট পুরস্কৃত করিব; আমার আদেশে তাহার পরিবারবর্গের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা পূরণ করিব এবং অবশেষে তাহার গুণের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনের জন্য তোমাকে তাহার হস্তে সম্প্রদান করিব।"

প্রমোদিনী পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি

কুৎ-আল্-কুলুব্ এই কথা শুনিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন, তাহার পর খালিফের আদেশে তাঁহার নিজের মহলে গমন করিয়া দেখিলেন, তাঁহার দ্রব্যসামগ্রী যে ভাবে ছিল, সকলই সেই ভাবে রহিয়াছে, গানেমের জিনিসপত্রও মসরুর কর্তৃক সেই মহলে রক্ষিত হইয়াছে। কোন দ্রব্য নষ্ট হয় নাই, দেখিয়া সুন্দরী অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন; আশা ও আনন্দে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল।

খালিফের আদেশে রাজ্যের চতুর্দ্দিকে গানেমের মার্জ্জনা-সংবাদ ঘোষণা করা হইল; কিন্তু গানেমের কোন সংবাদ পাওয়া গেল না, কুৎ-আল্-কুলুব্ মনে করিলেন, এত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিয়া গানেম নিশ্চয়ই জীবিত নাই। মনে নিদারুণ দুশ্চিন্তার উদয় হইল; কিন্তু প্রণয়ী সকল ত্যাগ করিতে পারে, আশা ত্যাগ করিতে পারে না। সুন্দরী অবশেষে স্বয়ং গানেমকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য খালিফের অনুমতি চাহিলেন, খালিফ প্রসন্নমনে অনুমতি দান করিলেন।

কুৎ-আল্-কুলুব্ এক দিন প্রভাতে বহুমূল্য পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হইয়া সহস্র স্বর্ণমুদ্রার একটি থলি লইয়া একটি অশ্বতরে আরোহণ করিয়া, দুই জন দাসীর সহিত নগরে বহির্গত হইলেন।

তিনি কয়েকটি মসজিদে ঘুরিয়া দীন-দরিদ্র ও অন্ধ আতুরগণকে সেই অর্থ দান করিয়া ফিরিতে লাগিলেন। সমস্ত দিনে তিনি সেই সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দান করিয়া ফেলিলেন। সন্ধ্যাকালে প্রাসাদে প্রত্যাগমন করিলেন।

পরদিন তিনি সহস্র স্বর্ণমুদ্রার আর একটি তোড়া লইয়া সদাগরদিগের পল্লীতে উপস্থিত হইলেন, সেই পল্লীর প্রধান সদাগরকে সেই স্বর্ণমুদ্রাপূর্ণ থলি দান করিয়া বলিলেন, "জানিয়াছি, আপনি বড় দয়ালু ও ধার্ম্মিক ব্যক্তি, সকলেই আপনার প্রশংসা করে। আমার এই হাজার মোহর আপনি দরিদ্রদিগের মধ্যে বিতরণ করুন। দরিদ্রদিগের অভাবের কথা আপনি যত জানেন, এরূপ আর কাহারও জানিবার সম্ভাবনা নাই।"

প্রণয়ি-সন্ধানে মুক্তহস্তে দান

সদাগর বলিলেন, "আমি আপনার আদেশ পালন করিব, কিন্তু আপনি যদি আমার গৃহে পদার্পণ করেন, তাহা হইলে সেখানে দুটি দুঃখিনীকে দেখিতে পাইবেন, তাহাদের অবস্থা বড়ই শোচনীয়, তাহারা প্রকৃতই দয়ার পাত্র। আপনি দয়াবতী বুঝিয়াই আপনাকে এ অনুরোধ করিতেছি। এই স্ত্রীলোক দুটি কাল রাজধানীতে আসিয়াছে, তাহাদিগের অবস্থা দর্শনে দুঃখিত হইয়া আমি তাহাদিগকে আমার গৃহে আশ্রয় দিয়াছি। তাহাদের মুখ দেখিয়া সম্ভ্রান্তবংশীয় স্ত্রীলোক বলিয়া বোধ হয়। আমার স্ত্রী তাহাদিগের প্রতি বিশেষ যত্ন করিতেছেন, দাসীগণও তাহাদের শুশ্রূষায় রত আছে। আমি তাহাদিগের পরিচয় এখন পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করি নাই, তাহারা একটু সুস্থ হইলেই সকল কথা জানিতে পারিব।"

কুৎ-আল্-কুলুব্ এই রমণীদ্বয়ের সংবাদ শুনিয়া, তাহাদিগকে দেখিবার জন্য উৎসুক হইলেন, সদাগরের সহিত তিনি তাঁহার বাড়ী আসিতেই সদাগরপত্নী তাঁহার রূপ ও বেশভূষা দেখিয়া তাঁহাকে খালিফের অন্তঃপুরবর্ত্তিনী বলিয়া বুঝিতে পারিল, তদনুসারে তাঁহার প্রতি সম্মানপ্রদর্শনের জন্য সদাগরপত্নী

কুৎ-আল্-কুলুবের পদতলে নিপতিত হইয়া, তাঁহার চরণ-চুম্বন করিল। তরুণী তাহাকে হাত ধরিয়া তুলিয়া বলিলেন, "তোমার গৃহে যে দুইটি অপরিচিতা বিদেশিনী আশ্রয় লইয়াছে, তাহাদের সঙ্গে আমি একবার আলাপ করিতে চাই।" সদাগরপত্নী দুঃখিনীদ্বয়ের কক্ষে তাঁহাকে লইয়া গেল। কুৎ-আল্ কুলুব্ অপেক্ষাকৃত বয়স্কা স্ত্রীলোকটির নিকট উপস্থিত হইয়া স্নেহার্দ্র স্বরে বলিলেন, "ওগো বাছা, আমি তোমাকে কিছু সাহায্য করিতে আসিয়াছি। পরের উপকার করিবার আমার কিঞ্চিৎ সামর্থ্য আছে, আশা করি, আমি তোমার ও তোমার সঙ্গিনী যুবতীটির কিছু না কিছু উপকার করিতে পারি।" প্রৌঢ়া বলিলেন, "ঠাকুরাণি, আমাদের প্রতি আপনার অনুগ্রহ দেখিয়া আমি বুঝিতে পারিতেছি, আল্লা আমাদিগকে একেবারে ত্যাগ করেন নাই, আমরা বড়ই নির্যাতন ও কষ্ট সহ্য করিয়াছি।" প্রৌঢ়া আর কোন কথা বলিতে পারিল না, অবিরলধারে অশ্রুত্যাগ করিতে লাগিল। তাহার সেই কাতর ক্রন্দন দেখিয়া সদাগর-পত্নী ও কুৎ-আল্-কুলুব্ উভয়েরই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল।

এই প্রৌঢ়া আবুর বিধবা পত্নী—গানেমের জননী, এবং তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তিনী যুবতী গানেমের ভগিনী। কুৎ-আল্-কুলুব্ রেশমী রুমালে চক্ষু-মার্জ্জন করিয়া, গানেমের জননীকে বলিলেন, "তুমি তোমার দুঃখ-কষ্টের ইতিহাস বলিলে বড় সুখী হইব, আমার সাধ্যানুসারে তোমার উপকার করিব।"

সুন্দরী দাসীর জন্য সর্ব্বনাশ

গানেমের মাতা বলিলেন, "ঠাকুরাণি, কুৎ-আল্-কুলুব্ নামক খালিফের একটি সুন্দরী দাসী আমাদের সকল সর্ব্বনাশের মূল।" তরুণী প্রথমে এই কথা শুনিয়া ভীত ও বিস্মিত হইলেন, কিন্তু ক্ষণকালমধ্যে সংযতভাব ধারণ করিয়া শুনিতে লাগিলেন। প্রৌঢ়া বলিলেন, "আমি দামাস্কসের সদাগর আবুর বিধবা পত্নী, আমার পুত্রের নাম গানেম, কিছুদিন পূর্ব্বে গানেম বাণিজ্যোপলক্ষে বোগদাদে আসিয়াছিল, সেখানে তাহার বিরুদ্ধে এক অভিযোগ হয় যে, সেই খালিফের একটি সুন্দরী দাসীকে ফুসলাইয়া বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছে, এই দাসীর নাম কুৎ-আল-কুলুব্। খালিফ তাহার প্রাণসংহারের আদেশ প্রদান করেন, কিন্তু তাহার সন্ধান না পাইয়া তিনি দামাস্কসপতিকে আমাদের সর্ব্বস্বান্ত করিবার আদেশ দিলেন। তাহার পর আমরা সিরিয়াদেশ হইতে চিরকালের জন্য নির্ব্বাসিত হইয়াছি। যাহা হউক, আমাদের যতই দুঃখকষ্ট হউক, এখন যদি জানিতে পারি, গানেম জীবিত আছে, যদি তাহাকে একবার দেখিতে পাই, তাহা হইলে আমাদের এ সকল কষ্ট আর কষ্ট বলিয়া মনে হইবে না। আমি জানি, আমার পুত্র কখন খালিফের সুন্দরী দাসীকে ফুসলাইয়া বাহির করে নাই, এমন দুশ্চরিত্র সে নহে। আমি ও আমার কন্যার ন্যায় আমার পুত্রও নির্দ্দোষ। দুরদৃষ্টক্রমেই আমাদিগকে এ সকল যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইয়াছে।" কুৎ-আল্-কুলুব্ বলিলেন, "তুমি সত্যই বলিয়াছ, তোমার পুত্র প্রকৃত নির্দ্দোষ। তুমি আমার কথা বিশ্বাস করিতে পার; কারণ, তুমি যে রমণীর কথা বলিতেছ, আমিই সেই। দুর্ভাগ্যক্রমে আমি তোমার পুত্রের সর্ব্বনাশের কারণ হইয়াছি বটে, কিন্তু তোমার পুত্র আমাকে গৃহের বাহির করে নাই। যদি তোমার পুত্র প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে, তবে সেজন্য আমিই একমাত্র অপরাধিনী। কিন্তু আমার একটি ক্ষমতা আছে, তোমাদের যে অপকার ও ক্ষতি হইয়াছে, তাহা পূরণ করিবার ক্ষমতা আছে।

মিলন-আশার উল্লাস

আমি খালিফকে গানেমের নির্দ্দোষিতার কথা বলিয়াছি, খালিফ তাহা বিশ্বাস করিয়াছেন, আর তিনি গানেমের শত্রু নহেন, গানেমকে তিনি ক্ষমা করিয়াছেন, গানেমের প্রতি তিনি যোগ্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করিবেন, এজন্য চতুর্দ্দিকে গানেমের অনুসন্ধান চলিতেছে; এমন কি, আমার সহিত গানেমের বিবাহপ্রদানেও তিনি সম্মত আছেন। সুতরাং তুমি আমাকে এখন হইতেই তোমার পুত্র-বধূ বলিয়া মনে করিতে পার।" কুৎ-আল্-কুলুব্ সাগ্রহে গানেমের মাতা ও ভগিনীর সহিত আলিঙ্গন করিলেন। গানেমের মাতা ও ভগিনীর শোকাশ্রু আনন্দাশ্রুতে পরিণত হইল।

অতঃপর সুন্দরী বলিতে লাগিলেন, "গানেমের সর্ব্বস্ব গিয়াছে বলিয়া আপনি মনে করিবেন না, খালিফের অনুগ্রহে আবার তাঁহার সর্ব্বস্ব হইবে। বিশেষতঃ বোগ্দাদে গানেমের যে সকল দ্রব্যাদি ছিল, তাহার বিন্দুমাত্রও নষ্ট হয় নাই, সমস্তই আমি সযত্নে আমার অন্দরে রাখিয়াছি। আমি জানি, গানেমের অদর্শনে আপনার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে, আপনি কোন প্রকারে মনকে শান্ত করিতে পারিতেছেন না, কিন্তু আপনি ধৈর্য্য ধারণ করুন। আমরা গানেমকে খুঁজিয়া বাহির করিব। যখন আপনাদের দেখা পাইয়াছি, তখন তাঁহারও সাক্ষাৎ পাইব, এ ভরসা যথেষ্ট করিতে পারি। হয় ত আজই আপনার দুঃখ-যন্ত্রণার অবসান হইবে, তাহার পর আপনি দামাস্কসে যেরূপ সুখসৌভাগ্য ভোগ করিয়া আসিয়াছেন, হয় ত কাল হইতেই তাহা আপনারা লাভ করিতে পারিবেন।"

প্রেমিকের প্রাণ-সংশয়

কুৎ-আল্-কুলুবের কথা শেষ হইতে না হইতে সদাগর গৃহে উপস্থিত হইয়া বলিল, "ঠাকুরাণি, আজ একটি বড় হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখিলাম; দেখিলাম, একটি অশ্বতরে চড়িয়া একটি পীড়িত যুবক আসিতেছে। যুবক এত পীড়িত ও এত দুর্ব্বল যে, তাহাকে অশ্বতরের দেহের সহিত বাঁধিয়া রাখিতে হইয়াছে। বাজারের লোক তাহাকে অশ্বতর হইতে নামাইয়া হাসপাতালে লইয়া গিয়াছিল, রোগীর মুখখানি আমার অপরিচিত বোধ হইল না। হাসপাতালে যেরূপ যত্নের অভাব, তাহাতে সে সেখানে বাঁচিবে না বলিয়া আমার আশঙ্কা হওয়ায়, আমি তাহাকে আমার ভৃত্যগণের দ্বারা হাসপাতাল হইতে বাড়ীতে আনিয়াছি এবং একটি ভিন্ন কক্ষে রাখিয়াছি।"

কুৎ-আল্-কুলুব্ তৎক্ষণাৎ সেই যুবককে দেখিবার জন্য উঠিলেন এবং সদাগরের সহিত পীড়িতের কক্ষে চলিলেন।

সুন্দরী দেখিলেন, যুবক শয্যায় শয়ন করিয়া আছে। চক্ষু নিমীলিত, মুখ বিবর্ণ, অশ্রুপ্রবাহে মুখখানি ভাসিয়া যাইতেছে। সে মুখ দেখিয়া তরুণী ভাবিলেন, হয় ত ইহা গানেমের মুখ; আবার সন্দেহ হইল, সেই সুন্দর যুবক কি এ ভাবে পীড়িত হইয়া পরের গৃহে মৃত্যুশয্যা আশ্রয় করিয়াছে? কিছুই বুঝিতে না পারিয়া তিনি কম্পিতকণ্ঠে ডাকিলেন, "গানেম, তুমি কি গানেম?" গানেম কোন উত্তর করিলেন না। সুন্দরী পুনর্ব্বার বলিলেন, "অভাগিনী কুৎ-আল্-কুলুবের জন্যই এত কষ্ট!" এবার গানেম চক্ষু মেলিলেন; কষ্টে বলিলেন, "ঠাকুরাণি, এত দিনে আপনার দেখা পাইলাম, কিন্তু—" গানেম আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না; অশ্রুপূর্ণ-নেত্রে সতৃষ্ণদৃষ্টিতে সুন্দরীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কুৎ আল্-কুলুবও তাঁহার প্রতি বদ্ধ-দৃষ্টি। গানেম ধীরে ধীরে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন, তাঁহার যেন মোহ উপস্থিত হইল।

বিরহ-বেদনায় মৃত্যু-শয্যায়

সদাগর গানেমের অনিষ্ট আশঙ্কায় তরুণীকে সে কক্ষ ত্যাগ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কুৎ-আল্-কুলুব্ কক্ষত্যাগ করিলে, গানেম চক্ষু খুলিয়া চাহিলেন; দেখিলেন, সুন্দরী সে কক্ষে নাই। তখন তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "সুন্দরি, তুমি কোথায়? আমি স্বপ্নে তোমাকে দেখিলাম, না, সত্যই তুমি দয়া করিয়া এই অন্তিমকালে আমাকে দেখা দিতে আসিয়াছ?" সদাগর বলিলেন, "মহাশয়, আপনি আর বিলাপ করিবেন না, আপনি স্বপ্ন দেখেন নাই, সত্যই সে রমণী এখানে আছেন, তিনি এখনই আসিবেন। আপনার দুঃখের রজনী অবসান হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। খালিফ যে গানেমের অতীত অপরাধসমূহ মার্জ্জনা করিয়া পুরস্কৃত করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, আমার বোধ হইতেছে, আপনিই সেই গানেম। আপনি শীঘ্র সুস্থ হউন, ইহাই প্রার্থনা, ক্রমে সকল কথাই আপনি জানিতে পারিবেন, আমি সাধ্যানুসারে উপকার করিব।"

কুৎ-আল্-কুলুব্ সেখানে অধিক বিলম্ব না করিয়া মহানন্দভরে প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং খালিফকে সকল কথা অবগত করিলেন। খালিফ গানেমকে ও তাহার মাতা এবং ভগিনীকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তিনি তরুণীকে বলিলেন, "সুন্দরি! তুমি যে ইহাদের খুঁজিয়া বাহির করিয়াছ, ইহাতে আমি বড় আনন্দিত হইয়াছি। আমি তোমার নিকট যে প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ আছি, তাহা পালন করিব। তুমি গানেমকে বিবাহ করিতে পাইবে, আজ হইতেই আমি তোমার দাসীত্ব মোচন করিলাম, আজ হইতে তুমি স্বাধীন। তুমি গানেমের নিকটে ফিরিয়া যাও, তাহার মাতা এবং ভগিনী সুস্থ হইয়া উঠিলে তাহাদিগকে আমার নিকটে উপস্থিত করিবে।"

পরদিন অতি প্রত্যূষে কুৎ-আল্-কুলুব্ সদাগর-গৃহে যাত্রা করিলেন। তিনি গানেমের মাতা এবং ভগিনীকে খালিফের কথা জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহাদের মনের ভয় দূর হইয়া গেল, আবার মুখে হাসি দেখা দিল।



মৃত্যু-শয্যায় প্রেমিক-মিলন

অনন্তর তরুণী একাকী গানেমের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন, গানেমকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "গানেম, দেখ, তোমার কুৎ-আল্-কুলুব্ আবার আসিয়াছে, আর তোমাকে ফেলিয়া যাইবে না। যাহাকে তুমি চিরদিনের জন্য হারাইয়াছ ভাবিয়াছিলে, তাহাকে আবার পাইলে।"

গানেম বিগলিত অশ্রুধারে প্রিয়তমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমি ভাবিয়াছিলাম, আপনি খালিফের প্রাসাদে আছেন, আমার বোধ হয়, আপনি তাঁহার সন্দেহ দূর করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহার অনুগ্রহলাভে সমর্থ হইয়াছেন। গানেম, গানেম, তুমি চির-দুঃখী।" কুৎ-আল্-কুলুব্ বলিলেন, "গানেম, অশ্রু মুছিয়া ফেল, খালিফ তোমার সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিয়াছেন, তোমার যত ক্ষতি করিয়াছেন, তাহা সমস্তই পূরণ করিবেন বলিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, তোমার সহিত আমার বিবাহ দিতেও স্বীকার করিয়াছেন।" শেষ সংবাদটি শ্রবণ করিয়া গানেমের মনে আনন্দ ও উৎসাহ যেন বাঁধমুক্ত গিরিনদীর ন্যায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তিনি আবেগভরে বলিলেন, "প্রিয়তমে! তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা কি সত্য? আবুর পুত্র গানেমকে খালিফ সত্যই কি এতখানি অনুগ্রহ করিবেন?"

প্রেমিক-প্রবোধ

সুন্দরী বলিলেন, "হাঁ, আমি যাহা বলিতেছি, তাহা সকলই সত্য, তোমার পরিজনবর্গের প্রতি তিনি যথেষ্ট করুণা প্রদর্শন করিবেন, আমাকে তাহা প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছেন। তোমার মাতা ও ভগিনী অসহ্য দণ্ড ভোগ করিয়াছেন, এখন তাঁহারা অনন্ত সুখ ভোগ করিবেন।" গানেমের মাতা ও ভগিনীর

প্রতি খালিফের আদেশে যে প্রকার উৎপীড়ন করা হইয়াছিল, কুৎ-আল্-কুলুব্ তাহা গানেমের গোচর করিলেন। গানেম জননী ও ভগিনীর দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া কাতরভাবে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহারা গৃহহীন ও সর্ব্বস্বহীন হইয়া কোন্ অজ্ঞাত দেশের পথে পথে ভ্রমণ করিতেছেন ভাবিয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন। কিন্তু কুৎ-আল্-কুলুব্ অবিলম্বেই তাঁহার দুশ্চিন্তা দূর করিলেন; বলিলেন, "গানেম, তুমি আশঙ্কা ত্যাগ কর, তাঁহারা এই বোগ্দাদ নগরেই উপস্থিত আছেন, এমন কি, তাঁহাদের সহিত এই গৃহেই তোমার সাক্ষাৎ হইবে।" সুন্দরী গানেমের জননী ও ভগিনীকে আহ্বান করিলেন, জননী ও সন্তানে, ভ্রাতা ও ভগিনীতে দীর্ঘকাল পরে মিলন হইল, সকলের নেত্রেই অশ্রুরাশি প্রবাহিত হইতে লাগিল, কুৎ-আল্-কুলুব্ ও সদাগর এবং তাঁহার পত্নীও অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না। আল্লা যে সকলকে একস্থানে আনিয়া মিলাইয়াছেন, ইহা ভাবিয়া সকলেই তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ দান করিতে লাগিলেন।

মিলনের উল্লাস

অনেকক্ষণ পরে অশ্রু মুছিয়া, গানেম তাঁহার পলায়নকাহিনী বিবৃত করিলেন। তিনি বলিলেন, পথিমধ্যে এক গ্রামে তিনি পীড়িত হইয়া কয়েকজন কৃষকের আশ্রয় গ্রহণ করেন। কৃষকরা তাঁহাকে একটি অশ্বতরে বাঁধিয়া বোগ্দাদে প্রেরণ করিয়াছিল, নগরবাসিগণ তাঁহাকে হাসপাতালে পাঠাইলে সদাগর তাঁহাকে গৃহে আনিয়া তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছেন।

অনন্তর তরুণী তাঁহার কাহিনী বর্ণনা করিয়া উপসংহারে গানেমের জননী প্রভৃতিকে বলিলেন, "আল্লাই আমাদের সকলকে একত্র সম্মিলিত করিলেন, এজন্য আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করি। দুঃখের অবসান হইয়াছে, শীঘ্রই সুখের মুখ দেখিতে পাইব। গানেম সম্পূর্ণ সুস্থ হইলেই খালিফের নিকট আপনাদিগের সকলকেই উপস্থিত হইতে হইবে, আপনারা এখানে আরও কয়েকদিন অপেক্ষা করুন।"

কুৎ-আল্-কুলুব্ সেই দিনই প্রাসাদে প্রত্যাগমন করিয়া, হাজার মোহরপূর্ণ একটি তোড়া লইয়া পুনর্ব্বার সেই সদাগর-গৃহে উপস্থিত হইলেন, মোহরের তোড়াটি সদাগরের হস্তে প্রদান করিয়া ফিৎনা ও তাঁহার জননীর জন্য অতি উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ প্রস্তুত করাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। সদাগর তিন দিনের মধ্যে অতি উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ প্রস্তুত করাইলেন। ইতিমধ্যে গানেম সুস্থ হইয়া উঠিলে নব পরিচ্ছদে ভূষিত হইলেন। খালিফ তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুত আছেন, এই সংবাদ লইয়া উজীরশ্রেষ্ঠ জাফর সদাগরের গৃহে উপস্থিত হইলেন।

গানেম উজীরের সহিত একটি সুসজ্জিত অশ্বে আরোহণ করিয়া, রাজদরবারে উপস্থিত হইলেন। গানেমের মাতা ও ভগিনী ভিন্ন পথ দিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

গানেম খালিফের সিংহাসন-সমীপে আনীত হইলে খালিফের পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন, তাহার পর তাঁহার চরণ-বন্দনা করিয়া, উঠিয়া একটি কবিতা আবৃত্তি করিলেন। কবিতাটি খালিফের গুণবর্ণনায় পূর্ণ। সভাসদ্গণ সেই কবিতাটি শুনিয়া একবাক্যে তাহার প্রশংসা করিলেন।

প্রেমদাসের প্রণয়-প্রতিদ্বন্দ্বী সম্বর্দ্ধনা

গানেম নীরব হইলে খালিফ তাঁহাকে তাঁহার নিকটস্থ হইতে আদেশ করিয়া বলিলেন, "আমি তোমাকে দেখিয়া সুখী হইলাম, তুমি আমার বাঁদীকে কোথায় পাইয়াছ, কিরূপেই বা তাহার জীবন রক্ষা করিয়াছ, তাহা বল।" গানেম সকল কথা বলিলেন। তাঁহার কথায় সন্তুষ্ট হইয়া খালিফ তাঁহাকে একটি পরিচ্ছদ উপহার প্রদান করিলেন, তাহার পর বলিলেন, "গানেম, আমার ইচ্ছা, তুমি আমার দরবারে থাক।"—গানেম বলিলেন, "জাঁহাপনা, এ দাসের তাহা অপেক্ষা উচ্চাভিলাষ কিছুই নাই, আপনার অনুগ্রহের উপরই আমার

জীবন ও সৌভাগ্য নির্ভর করিতেছে।" গানেমের উত্তরে খালিফ যৎপরোনাস্তি প্রীতিলাভ করিলেন, এবং সেই দিন হইতেই তাঁহাকে বৃত্তিদানের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। অনন্তর খালিফ সিংহাসন হইতে অবতরণ করিয়া গানেম ও জাফরকে সঙ্গে লইয়া অন্তঃপুরাভিমুখে গমন করিলেন।

ভগ্নী-দানে প্রণয়িনী-লাভের সৌভাগ্য

অন্তঃপুরে উপস্থিত হইয়া কুৎ-আল্-কুলুবকে গানেমের মাতা ও ভগিনীর সঙ্গে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইবার আদেশ করিলেন। অবিলম্বে তাঁহার আদেশ পালিত হইল। গানেমের মাতা ও ভগিনী খালিফের পদতলে নিপতিত হইয়া তাঁহার চরণ-বন্দনা করিলেন। খালিফ তাঁহাদিগকে উঠিতে আদেশ করিলে, তাঁহারা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। গানেমের ভগিনী ফিৎনার রূপ দেখিয়া খালিফ অত্যন্ত বিমুগ্ধ হইলেন। তিনি বলিলেন, "রূপসি, তোমার প্রতি আমি বড় অন্যায়াচরণ করিয়াছি, এখন সেই অন্যায়ের প্রতিবিধানস্বরূপ আমি তোমাকে বিবাহ করিব মনে করিতেছি। তুমি আমার প্রধানা মহিষী হইয়া রহিবে, তাহাতে জোবেদীর প্রতি তাঁহার ঈর্ষ্যার জন্য যথেষ্ট দণ্ডবিধান করা হইবে। কেবল ইহাই নহে, কুৎ-আল্-কুলুব্, আমি তোমাকে গানেমের হস্তে সমর্পণ করিলাম, আর গানেমের জননীর এখনও কিছু রূপযৌবন আছে, উজীর জাফরের সহিত অনায়াসেই তাঁহার নিকা হইতে পারে। কর্ম্মচারিগণ এখনই কাজী ও কয়েকজন সাক্ষী উপস্থিত করুন। চুক্তিপত্রে এখনই স্বাক্ষর দ্বারা বিবাহ শেষ করিতে হইবে।" গানেম মহানন্দে প্রস্তাব করিলেন, খালিফ যদি তাঁহার ভগিনীকে উপপত্নীভাবে রাখেন, তাহা হইলেই তাঁহার প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শিত হইবে। কিন্তু খালিফ তাঁহাকে বিবাহ করিতেই সম্মত হইলেন।

শাহারজাদী গানেমের এই প্রেমকাহিনী বর্ণনা করিলে সুলতান শাহরিয়ার ইহা শুনিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন। শাহারজাদী বলিলেন, "জাঁহাপনা, এই কাহিনী যখন আপনার প্রীতিকর হইয়াছে, তখন রাজপুত্র জীন আলাস্নাম ও দৈত্যরাজের কাহিনী শ্রবণ করিলে আপনি নিশ্চয়ই মুগ্ধ হইবেন।" সুলতান শাহরিয়ার তাহা শ্রবণে আগ্রহ জানাইলে শাহারজাদী সুন্দর মুখে মধুর হাসির বিদ্যুৎ বিকাশ করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন।

* * * * *

জীন আলাস্নাম ও দৈত্য-রাজের কাহিনী

পূর্ব্বকালে বাসোরায় একজন সুলতান বাস করিতেন। তাঁহার অগণিত ধনরত্ন ছিল, প্রজাপুঞ্জও তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি ভক্তি-শ্রদ্ধা করিত; কিন্তু পুত্রের অভাবে তিনি বড় মনঃকষ্ট পাইতেছিলেন। অবশেষে রাজ্যের যত সাধু ও ফকিরাদি মিলিত হইয়া আল্লার নিকট রাজার পুত্রের জন্য প্রার্থনা করায় আল্লা তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। কিছুদিন পরে বৃদ্ধ রাজার একটি পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইল, এই পুত্রটির নাম হইল, জীন আলাস্নাম।

পুত্রের জন্মের পর সুলতান দৈবজ্ঞগণকে আহ্বান করিয়া, পুত্রের জাতপত্র প্রস্তুতের আদেশ করিলেন। তাহারা রাশি, নক্ষত্র, দিন, ফলাফল গণনা করিয়া বলিল, "রাজপুত্র কষ্টসহ ও সাহসী হইবেন, কিন্তু তাঁহাকে অনেক বিপদে পড়িতে হইবে; কুমার দীর্ঘজীবীও হইবেন।" সুলতান এ সংবাদে বলিলেন, "সাংসারিক জ্ঞানলাভের জন্য বিপদের আবশ্যক, বিপদে পড়িয়া তাহা হইতে যাহারা উদ্ধার লাভ করিতে পারে, তাহারাই বীরপুরুষ। পুত্র বিপদে পড়িবে, এ সংবাদে আমি বিন্দুমাত্র চিন্তিত নহি।"

সুশিক্ষকগণের হস্তে রাজপুত্রের শিক্ষাভার সমর্পিত হইল। রাজপুত্রকে আদর্শ রাজা করিয়া তোলাই সুলতানের উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই কঠিন রোগে তিনি কালকবলিত

হইলেন। রাজা মৃত্যুকালে পুত্রকে তাঁহার শয্যাপ্রান্তে আহ্বান করিয়া উপদেশ প্রদান করিলেন,—"সর্ব্বদা প্রজাবর্গের হিতসাধন করিয়া তাহাদিগের শ্রদ্ধাভাজন হইবে, সযত্নে তাহাদের ভক্তি আকর্ষণ করিবে, চাটুকারগণের চাটুবাক্যে কখন কর্ণপাত করিবে না, পুরস্কার কিম্বা দণ্ড যাহাই দান কর, কোন কার্য্য তাড়াতাড়ি করিবে না।"

পিতৃবিয়োগে প্রমোদ-প্রবাহ

সুলতানের মৃত্যুর পর রাজপুত্র জীন এক সপ্তাহ শোকবাস পরিধান করিলেন, অষ্টম দিনে তিনি পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করিয়া নানাবিধ আমোদ-প্রমোদে মগ্ন হইলেন, রাজকার্য্যে তাঁহার কিছুমাত্র মনোযোগ রহিল না; অসচ্চরিত্র চাটুকারগণে পরিবৃত হইয়া, তিনি পিতৃধন দুই হস্তে নষ্ট করিতে লাগিলেন।

তাঁহার জননী—পরলোকগত সুলতানের মহিষী অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও কর্ত্তব্যপরায়ণা রমণী ছিলেন, প্রজাগণ রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র করিতেছিল, কিন্তু রাজমাতার বুদ্ধি-কৌশলে তাহারা বিদ্রোহী হইতে পারিল না। সুলতান-মহিষী পুত্রকে অনেক হিতোপদেশ দান করিলেন। অবশেষে যখন পুত্র ধনভাণ্ডার নিঃশেষ করিয়া ফেলিলেন, চাটুকারগণের নীচতার পরিচয় পাইলেন, তখন তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল। মাতার উপদেশ তখন তিনি হিতোপদেশ বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। তিনি নির্ব্বোধ ও অকর্ম্মণ্য চাটুকারগণকে তাঁহার সিংহাসনচ্ছায়া হইতে বিতাড়িত করিয়া, সুযোগ্য বহুদর্শী মন্ত্রী ও অমাত্যগণের হস্তে পুনর্ব্বার রাজ্যশাসনের ভার অর্পণ করিলেন।



নিশা-শেষে আশার স্বপ্ন

কিন্তু জীনের বিষণ্ণভাব দূর হইল না, তিনি যে অগাধ অর্থ নষ্ট করিয়াছিলেন, তাহা পাইবার আর উপায় ছিল না, শূন্যকোষ কিরূপে পূর্ণ করিবেন, দিবারাত্রি এই কথাই ভাবিতে লাগিলেন। অবশেষে এক দিন রাত্রিযোগে স্বপ্ন দেখিলেন, যেন একটি বৃদ্ধ মহিমা-সমুজ্জ্বল-দেহে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া প্রসন্নহাস্যে বলিতেছেন, "বৎস, দুঃখ দূর করিবার জন্য সুখের আবশ্যক। দুঃখান্তে যদি সুখী হইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে উঠিয়া তুমি মিশর দেশে যাত্রা কর, কায়রো নগরে উপস্থিত হইলে তোমার দুঃখ-নিশা অস্তমিত হইবে।"

জীন নিদ্রাভঙ্গে মাতাকে স্বপ্নবিবরণ বলিলেন, রাজমাতা হাসিয়া বলিলেন, "বৎস, আশা করি, স্বপ্নের মোহে মুগ্ধ হইয়া তুমি এখন কায়রো-যাত্রার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিবে না।" সুলতান বলিলেন, "কেন মা,

স্বপ্নমাত্রই কি অর্থহীন প্রলাপ?—বিকৃত মস্তিষ্কের খেয়াল মাত্র? কত স্বপ্ন ত' সত্য হয় শুনিয়াছি। আমারটি সত্য না হইবারই বা কারণ কি? হয় ত ইহা সত্যই হইবে। যে বৃদ্ধটি আমাকে স্বপ্ন দিয়াছেন, তিনি যে অসাধারণ ব্যক্তি, তাহাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই; তিনি কেবল বৃদ্ধই নহেন, তাঁহার সর্বাঙ্গ হইতে দেবত্বের জ্যোতি প্রতিভাসিত হইতেছিল। তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইল, তিনি আমাদের পরম বন্ধু, আমার দুঃখে দুঃখিত হইয়া, আমাকে অর্থলাভের উপায় বলিয়া দিতেছেন। আমি নিশ্চয়ই কায়রো নগরে যাত্রা করিব, মা, তুমি কোন বাধা দিও না।" মাতা তাঁহাকে বিদেশযাত্রা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্ম যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হইল না। জীন মিশর যাত্রা করিলেন।

স্বপ্নের অনুসরণ

বিস্তর পথকষ্ট সহ্য করিয়া, যথাকালে জীন নগরীশ্রেষ্ঠ কায়রো নগরে উপস্থিত হইলেন। একটি মস্‌জেদের দ্বারদেশে নামিয়া তিনি বিশ্রাম করিতে বসিলেন, এবং ক্লান্তিভরে অনতিবিলম্বেই নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। নিদ্রাঘোরে পূর্ব্বকথিত বৃদ্ধ আবার তাঁহাকে স্বপ্নাদেশ করিলেন। তিনি বলিলেন, "বৎস, তোমার ব্যবহারে আমি বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি, তোমাকে পরীক্ষা করিবার জন্যই, তোমার দৃঢ়তা ও সাহসের পরিচয় লইবার জন্যই আমি তোমাকে কায়রো নগরে আসিতে উপদেশ দিয়াছিলাম। এ নগরে তোমার থাকিবার আবশ্যক নাই, অগণ্য ধনরত্ন বাসোরার রাজপ্রাসাদেই গুপ্তভাবে আছে, এত ধন আর কাহারও নাই, তুমি বাসোরায় প্রত্যাবর্ত্তন কর, তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।"

এই স্বপ্নে জীন সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না, তিনি জাগিয়া হতাশভাবে বলিতে লাগিলেন, "এত কষ্ট, পথশ্রম, অনিদ্রা, আশা সকলই বিফল হইল, এই বৃদ্ধ নিশ্চয়ই প্রবঞ্চক, প্রবঞ্চনা করিয়া আমাকে এখানে আনিয়া ফেলিয়াছে, ইহাকেই আমি মহম্মদ মনে করিতেছিলাম! কি ভ্রম! এখন বাড়ী ফিরিয়া মাকে আমি কি করিয়া মুখ দেখাইব? যাহা হউক, বাসোরাতেই ফিরিয়া যাই, এখানে থাকিয়া ত' কোনই ফল নাই। সকল লোককে যে আমার স্বপ্ন-বিবরণ বলি নাই, ইহাই পরম লাভ, বলিলে লোকে আমাকে পাগল মনে করিয়া উপহাস করিত।"

জীন বাসোরায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তাঁহার মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন বাছা, আশা পূর্ণ হইয়াছে?" জীন নতমুখে কাতরভাবে তাঁহার দ্বিতীয়-স্বপ্ন-বিবরণ মাতার গোচর করিলেন। এতখানি কষ্ট ও যন্ত্রণা সহ্য করিয়া পুত্রকে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে শুনিয়া, মাতা দুঃখিত হইলেন, পুত্রের প্রতি একটিও কর্কশবাক্য প্রয়োগ করিলেন না, সস্নেহে বলিলেন, "বাছা, দুঃখ করিও না, যদি আল্লা তোমার অদৃষ্টে ধন-রত্ন লিখিয়া থাকেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। তুমি সাধুভাবে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ কর, অসার আমোদপ্রমোদ ও নৃত্যগীত ছাড়িয়া দাও, সুরার মোহিনী-মায়ায় আর মুগ্ধ হইও না। এই সকল অসার আমোদপ্রমোদেই তোমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে, তাহা ত' বুঝিতে পারিয়াছ! এ সকল ত্যাগ করিয়া প্রজাপালনে মনঃসংযোগ কর, প্রজাপুঞ্জ যাহাতে সুখী হয়, তাহাই কর, রাজধর্ম্ম পালন কর, তুমি সুখী হইবে, সন্দেহ নাই।"

আশা-মরীচিকা

মাতার উপদেশ অনুসারে চলিয়া সুখী হইবার জন্ম জীনের আগ্রহ হইল; সেই দিন রাত্রিতে জীন তৃতীয়বার সেই বৃদ্ধকে স্বপ্নে দেখিলেন; বৃদ্ধ বলিলেন, "সাহসী জীন, এত দিনে তোমার সৌভাগ্যলাভের সময় আসিল। উঠ, একখানি খন্তা লইয়া তোমার পিতার মন্ত্রণাভবনের তলদেশ খনন কর, তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।"

জীন মাতাকে এই স্বপ্নবিবরণও বলিলেন। মাতা বলিলেন, "বাছা, এ বৃদ্ধটি দেখিতেছি সহজ লোক নহে, তোমাকে পাগল না করিয়া ছাড়িবে না, কোথাও টাকা মিলিল না, এখন ঘর খুঁড়িলেই টাকা পাওয়া যাইবে! দুবার তুমি যাহার কথা বিশ্বাস করিয়া ঠকিয়াছ, তৃতীয়বারও তাহার কথা বিশ্বাস করিতে পার, কিন্তু আমি আর ও পাগলামীতে বিশ্বাস করি না।"

জীন বলিলেন, "মা, আমিও বিশ্বাস করি না, তবে কি জান, স্বপ্নটা দেখা গেল, একবার পরীক্ষা করিয়া দেখি না? যদি ফলিয়া যায়, এ ত' আর কায়রোতে দৌড়াইতে হইবে না! ঘরের মধ্যে অনুসন্ধান, তাহা আর এমন কঠিন কাজ কি?"

এই কথা বলিয়া জীন মাতার কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া, একখানি খন্তা লইয়া, পিতার মন্ত্রণাভবনে প্রবেশ করিলেন, এবং দ্বার রুদ্ধ করিয়া মেজে খুঁড়িতে লাগিলেন। সমস্ত স্থান খুঁড়িয়া ফেলা হইল, কিন্তু কোথাও একটি তাম্র-মুদ্রাও পাওয়া গেল না। জীন হতাশ হইয়া বলিলেন, "দেখিতেছি, মার কাছে এবার মুখ পাইব না।" কিন্তু জীন হতাশ হইলেন না, দ্বিগুণ উৎসাহে মাটী কাটিতে লাগিলেন। সহসা ঠং করিয়া একটা শব্দ হইল; খন্তা রাখিয়া আশ্বস্তচিত্তে বিশেষ মনোযোগ সহকারে জীন পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, একখানি প্রকাণ্ড মার্ব্বল পাথর। বহু কষ্টে পাথরখানি সরাইয়া ফেলিলেন;—দেখিলেন, কতকগুলি সিঁড়ি নীচের দিকে নামিয়া গিয়াছে। সিঁড়ির সম্মুখে একটি দ্বার, দ্বারটি তালা দিয়া বন্ধ করা।

গুপ্ত-ধনাগারে স্বর্ণমুদ্রা-রাশি

তালা ভাঙ্গিয়া, একটি বাতি হাতে লইয়া, জীন সেই ভূগর্ভস্থ গৃহে প্রবেশ করিলেন;—দেখিলেন, সেই ভূগর্ভস্থ গৃহ স্ফটিক-নির্ম্মিত। তিনি আনন্দসহকারে দেখিলেন, এক দিকে কতকগুলি মদ্যের পিপে সজ্জিত রহিয়াছে। বহুদিনের পুরাতন উৎকৃষ্ট মদ্য এত অধিক পরিমাণে দেখিয়া তাঁহার মনে বড় আনন্দ হইল। আর এক দিকে কতকগুলি কলসে বহুসংখ্যক স্বর্ণমুদ্রা দেখিয়া তিনি আনন্দাতিশয্যে আত্মহারা হইলেন। জীন এক মুঠা মোহর একটা কলস হইতে তুলিয়া লইয়া, তাঁহার মাতাকে দেখাইতে চলিলেন।

রাজমাতা তাঁহার কথা শুনিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইলেন, মোহর দেখিয়া পুত্রের কথায় তাঁহার আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না। তিনি বলিলেন, "বৎস, তোমার পিতা কবে যে এই সকল সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহা আমি কিছুই অবগত নহি। যাহা হউক, এবার আর এ সকল অর্থ অপব্যয় করিও না।" জীন বলিলেন, "না মা, বারে বারেই কি মানুষ ঠকে?"

যাহা হউক, কি পরিমাণ ধনরত্ন সেই গুপ্ত কক্ষে রক্ষিত আছে, তাহা দেখিবার জন্য জননী পুত্রের সহিত সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সঞ্চিত বিত্তের পরিমাণ দেখিয়া তিনিও আনন্দে এবং বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কক্ষের চারিদিক পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন;—দেখিলেন, এক কোণে একটি ক্ষুদ্র কৌটা রহিয়াছে, কৌটাটি খুলিয়াই তিনি একটি সুবর্ণ-নির্ম্মিত চাবি দেখিতে পাইলেন, চাবিটি হাতে লইয়া রাজ্ঞী বলিলেন, "বৎস, যখন এই চাবি পাওয়া গেল, তখন নিশ্চয়ই আরও কোথাও [illegible] লুকায়িত আছে, ভাল করিয়া অনুসন্ধান কর।"

হীরক-পুতুলের দিব্য-জ্যোতি

গৃহের প্রত্যেক অংশ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতেই তাঁহারা একটি বাতায়নের পাশে একটা ছোট ছিদ্র দেখিতে পাইলেন, ছিদ্রপথে চাবিটি প্রবেশ করাইয়া অল্প চেষ্টাতেই তাঁহারা একটি গুপ্ত দ্বার উন্মোচন করিলেন। সেই দ্বারপথে মাতা ও পুত্র আর একটি নূতন কক্ষে উপস্থিত হইলেন। কক্ষে পদার্পণমাত্র তাঁহাদের চক্ষু ঝলসিয়া গেল, দেখিলেন, সেই গৃহে নয়টি সুবর্ণ-নির্ম্মিত বেদী সজ্জিত রহিয়াছে! আটটি বেদীর উপর আটটি হীরক-নির্ম্মিত পুত্তলিকা, এক একটি পুত্তলিকার অঙ্গজ্যোতিতে গৃহ উদ্ভাসিত।

অমূল্য-সংগ্রহের অতুল্য-বিস্ময়

জীন সবিস্ময়ে বলিলেন, "হা, আল্লা! এ কি দেখিতেছি! এত বহুমূল্য সামগ্রী বাবা কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন?" জীন একে একে সেই পুত্তলিকাগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন, যতই দেখিলেন, ততই বিস্মিত হইলেন। অবশেষে নবম বেদীর নিকট উপস্থিত হইয়া তিনি দেখিলেন, তাহার উপর হীরক-নির্ম্মিত মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে একখানি পত্র একখণ্ড সাটিনের উপর সংরক্ষিত রহিয়াছে। পত্র দেখিয়া তাঁহার বিস্ময় সমধিক বর্দ্ধিত হইল। তিনি পত্রখানি খুলিয়া পাঠ করিলেন। তাহাতে লিখিত আছে—"পুত্র, আমি বহু পরিশ্রমে ও চেষ্টাযত্নে এই কক্ষের আটটি পুত্তলিকা সংগ্রহ করিয়াছি, পুত্তলিকাগুলি যে বহুমূল্য ও বহু যত্নে সুগঠিত, তাহা দেখিয়াই বুঝিতে পারিবে, কিন্তু ইহাদের অপেক্ষাও অধিক মূল্যবান এবং অধিক সুন্দর পুত্তলিকা আছে, সেই পুত্তলিকাটি এগুলি অপেক্ষা সহস্রগুণে অধিক মূল্যবান্। যদি তুমি সেই পুত্তলিকা হস্তগত করিবার ইচ্ছা কর, তবে তোমাকে কায়রোনগরে যাত্রা করিতে হইবে। সেখানে আমার একটি দাস আছে; তাহার নাম "মবারক", মবারককে খুঁজিয়া বাহির করিতে তোমার কোন কষ্ট হইবে না। যে কোন লোকের সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইবে, সেই তোমাকে মবারকের কথা বলিতে পারিবে। মবারকের সহিত সাক্ষাৎ করিলে, তোমার পরিচয় পাইবা তোমাকে স্থানান্তরে লইয়া যাইবে, সেখানে এই প্রকার মূর্ত্তি দেখিতে পাইবে। কিরূপে তাহা লাভ করিতে হইবে, তাহা তোমাকে মবারকই বলিয়া দিবে।"



স্বর্ণ-বেদিতে হীরক-প্রতিমা

জীন মাতার সম্মতিগ্রহণ করিয়া কায়রোনগরে যাত্রা করিলেন; তাঁহার মাতা তাঁহার অনুপস্থিতিকালে রাজকর্ম্ম পরিচালনের ভার গ্রহণ করিলেন।

কায়রোনগরে উপস্থিত হইয়া জীন মবারকের অনুসন্ধান করিলেন। তিনি জানিতে পারিলেন, মবারকই কায়রোনগরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ধনবান্। বিদেশী লোকের জন্য তাঁহার গৃহদ্বার সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকে। জীন মবারকের দ্বারে উপস্থিত হইয়া প্রহরীকে বলিলেন,—"আমি একজন অপরিচিত বিদেশী লোক, তোমার প্রভু মবারকের সুযশ শুনিয়া তাঁহার অতিথি হইতে আসিয়াছি।" প্রহরী মবারকের কাছে জানিয়া আসিয়া জীনকে সঙ্গে লইয়া গেল।

মবারক জীনের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, জীন বলিলেন, "আমি বাসোরা-রাজপুত্র—জীন আলাস-নাম।" মবারক বলিলেন, "তিনি পূর্ব্বে আমার প্রভু ছিলেন, অনেক দিন আমি তাঁহার দাসত্ব করিয়াছি, তাঁহার কোন পুত্র ছিল, এরূপ আমার জানা নাই।" জীন বলিলেন, "আপনি কত দিন কাজ ছাড়িয়া বাসোরা হইতে এখানে আসিয়াছেন?" মবারক বলিলেন, "আজ বাইশ বৎসর।"—জীন বলিলেন, "আমার বয়স বিশ বৎসরের অধিক হয় নাই; সুতরাং আমার জন্মের পূর্ব্বেই আপনি আমার পিতার চাকরী পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, সেই জন্যই আমার সম্বন্ধে আপনি কোন কথা অবগত নহেন।"—মবারক বলিলেন, "আপনি যে তাঁহার পুত্র, তাহার কোন প্রমাণ দিতে পারেন?" জীন বলিলেন, "পারি, তাঁহার একটি গুপ্ত ধনাগার সম্প্রতি আমি আবিষ্কার করিয়াছি, তাহার মধ্যে বহুসংখ্যক স্বর্ণমুদ্রাপূর্ণ কলস পাইয়াছি, এতদ্ভিন্ন স্বর্ণ-বেদীতে আটটি হীরকনির্ম্মিত পুত্তলিকা পাইয়াছি, নবম-বেদীর উপর পুত্তলিকা নাই, সাটিনে সংরক্ষিত একখানি পত্র পাইয়াছি,—পিতার পত্র, সেই পত্রে নবম মূর্ত্তি কোথায় পাওয়া যাইবে, তাহার জন্য আপনার কাছে আসিবার উপদেশ আছে।"

আত্ম-পরিচয়ের নিদর্শন

এই কথা শুনিয়া মবারক জীনের পদপ্রান্তে নিপতিত হইয়া, তাঁহার চরণবন্দনা করিয়া বলিলেন, "আল্লাকে ধন্যবাদ! তিনিই আপনাকে এইখানে আনিয়াছেন। আমি এখন বিশ্বাস করিলাম যে, আপনি বাসেরাধিপতির পুত্র। কোথায় সে মূর্ত্তি পাওয়া যাইবে, তাহা আমি জানি। আমি আপনাকে সেই স্থানে লইয়া যাইব, তবে আপনি দীর্ঘপথপর্য্যটনে বড় পরিশ্রান্ত হইয়াছেন, দিন কয়েক বিশ্রাম করুন, তাহার পর সেখানে যাওয়া যাইবে। আজ আমি কায়রোবাসী সম্রান্ত ব্যক্তিবর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি, তাঁহারা সকলেই ভোজনাগারে উপস্থিত আছেন, আপনি আসিয়া যোগদান করুন।" জীন সন্তুষ্ট হইয়া মবারকের সহিত ভোজনাগারে প্রবেশ করিলেন। জীন আসনে উপবেশন করিলে মবারক তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া পদসেবা করিতে লাগিলেন, দেখিয়া কায়রোনগরের লক্ষপতিগণের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তাঁহারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন, "এই অপরিচিত লোকটি কে?—[illegible]রক ইঁহার পদসেবা করিতেছেন কেন?"

মবারক নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকগণের মনোভাব লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "মহাশয়গণ, আমার ব্যবহারে আপনারা বিস্ময়প্রকাশ করিতে পারেন, কিন্তু আমার কথা শুনিলেই আপনাদের বিস্ময় তিরোহিত হইবে। আমি মবারক, বাসোরার অধীশ্বরের ক্রীতদাস ছিলাম, তিনি আমাকে ক্রয় করিয়াছিলেন, আমাকে স্বাধীনতা প্রদান করিবার পূর্ব্বেই—তাঁহার মৃত্যু হয়; সুতরাং আমি এখনও দাস। আমার জীবন ও অর্থসম্পদ সমস্তই আমার প্রভুপুত্রের সামগ্রী, এই যুবক আমার সেই মৃত প্রভুর একমাত্র পুত্র। ইনিই এই সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী।"

আদর্শ প্রভু-ভক্তি

জীন মবারকের কথা শুনিয়া বলিলেন, "মবারক, আমি এই সকল ভদ্রলোকের সম্মুখে তোমাকে আমার দাসত্ব হইতে মুক্তিদান করিলাম, তোমার বিষয়সম্পত্তিতে আমার যে কিছু অধিকার আছে, তাহা আমি সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিলাম। আমাকে তোমার জন্য আর কি করিতে হইবে, বল?" মবারক পুনর্ব্বার জীনের পদদ্বয় চুম্বন করিয়া তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন, এবং স্বাধীনতা লাভ করিয়া তিনি বিশেষ আনন্দানুভব করিলেন।

পরদিন জীন মবারককে বলিলেন, "আমার যথেষ্ট বিশ্রামগ্রহণ করা হইয়াছে, এখন নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে যাত্রা করা যাউক।"—মবারক পথের বিপদের কথা জানাইলেন; কিন্তু কোন বিপদ্ভয়েই জীন কাতর হইলেন না, তখন জীনকে লইয়া মবারক তাঁহার গন্তব্য স্থানে যাত্রা করিলেন। অনেক দিন ধরিয়া

তাঁহাদিগকে চলিতে হইল। অবশেষে একটি নির্জ্জন বৃক্ষচ্ছায়াসমাচ্ছন্ন প্রান্তরে উপস্থিত হইয়া মবারক ও জীন অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। মবারক ভৃত্যগণকে বলিলেন, "আমাদের জিনিষপত্র লইয়া তোরা এখানে অপেক্ষা কর, আমরা শীঘ্র ফিরিয়া আসিব।"—অনন্তর তিনি জীনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আসুন মহাশয়, আমাদিগকে এখন সেই ভয়াবহ স্থানে যাইতে হইবে। আপনি সাহস অবলম্বন করুন।"

চলিতে চলিতে উভয়ে একটি হ্রদের ধারে উপস্থিত হইলেন। মবারক তীরে উপবেশন করিয়া রাজাকে বলিলেন, "এখন আমাদিগকে এই হ্রদ পার হইতে হইবে।" জীন বলিলেন, "পার হইবার উপায় ত' কিছু দেখিতেছি না, কিরূপে পার হইবে?" মবারক বলিলেন, "দৈত্যরাজের একখানি মায়াতরণী এখনই আপনাকে লইবার জন্য আসিবে। কিন্তু আপনাকে আমি যে উপদেশ প্রদান করিব,



মায়া-তরণীর অদ্ভুত কাণ্ডারী

তদনুসারে না চলিলে আপনার সর্ব্বনাশ হইবে। আপনি নৌকায় উঠিয়া নির্ব্বাক্ বসিয়া রহিবেন, একটিমাত্র কথাও বলিবেন না; যদি আপনি ভয়ে কি বিস্ময়ে বা অন্য যে কোন কারণেই হউক একটি কথাও উচ্চারণ করেন, তাহা হইলে নৌকা জলে ডুবিয়া যাইবে।"—জীন বলিলেন, "আমি একদম চুপ করিয়া বসিয়া থাকিব, তুমি কোন চিন্তা করিও না। তুমি আমাকে যেরূপ পরামর্শ দিবে, আমি তদনুসারেই কাজ করিব।"

এই সকল কথা চলিতেছে, এমন সময় কোন্ অদৃশ্য কূল হইতে একখানি মায়াতরণী আসিয়া ধীরে ধীরে তীরস্থ হইল। নীলবর্ণের নৌকায় লাল চন্দনকাঠের মাস্তুল। একটি অদ্ভুত প্রাণী নৌকাখানি চালাইতেছে—সে একাই দাঁড়ী, মাঝি সব—কিন্তু সেই মায়াতরণীর কর্ণধার মানুষ নহে। ব্যাঘ্র-দেহে হস্তিমুণ্ড যুড়িলে যেরূপ দেখায়, কর্ণধারের মূর্ত্তি তদ্রূপ। সেই অদ্ভুত জানোয়ার শুঁড়ে ধরিয়া মবারক ও জীনকে নৌকার উপর তুলিল, এবং চক্ষুর নিমিষে তাঁহাদিগকে হ্রদের অপর প্রান্তে লইয়া গেল। তাঁহাদিগকে তীরে নামাইয়া দিতেই নৌকা ও নৌকার কর্ণধার অদৃশ্য হইয়া গেল।

দৈত্যপতির রম্য-প্রাসাদে

মবারক তীরে উঠিয়া বলিলেন, "এখন আমরা কথা কহিতে পারি। এই দ্বীপের অধিস্বামী দৈত্যাধিপতি স্বয়ং।" উভয়ে বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে সে দেশের অদ্ভুত বৃক্ষলতা, বিচিত্র বিহঙ্গম-দল, অদৃষ্টপূর্ব্ব অতি সুদৃশ্য পুষ্পশ্রেণী দেখিতে লাগিলেন, এমন দৃশ্য তাঁহারা আর কোথাও দেখেন নাই। সেই সুমধুর, সুন্দর দৃশ্যে তাঁহাদের পথশ্রম অপগত হইল, সুমিষ্ট গন্ধ বহিয়া যে বায়ু হিল্লোলিত হইতেছিল, তাহা তাঁহাদিগের দেহে নবজীবনের সঞ্চার করিল।

উভয়ে অদূরে দেখিলেন, একটি মরকত-প্রাসাদ, তাহার চতুর্দ্দিকে গড়, গড়ের তীরে বৃক্ষশ্রেণী প্রাসাদটিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। গড় পার হইয়া প্রাসাদে যাইবার জন্য যে সাঁকোটি রহিয়াছে, তাহা মৎস্যের

একখানি শঙ্খনির্মিত। দেউড়ীটি উজ্জ্বল-স্বর্ণনির্মিত। সাঁকোর নিকট একদল দৈত্য প্রহরীর কার্য্য করিতেছে, এই প্রহরীগুলি যেমন দীর্ঘাকার, তেমনই ভীষণদর্শন। তাহারা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড লৌহদণ্ড হস্তে লইয়া দুর্গদ্বার রক্ষা করিতেছে।

মবারক বলিলেন, "আর অগ্রসর হইলে দৈত্যহস্তে প্রাণ যাইবে। যাহাতে ইহারা এখানে আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিতে না পারে, সে জন্য আমাদের কিছু তুক-তাকের আশ্রয় লওয়া দরকার।" দুইখণ্ড পীতবর্ণ ফিতা বাহির করিয়া মবারক তাহা নিজের কটিদেশে জড়াইলেন; আর দুই খণ্ড সেই ভাবে জীনের দেহে জড়াইয়া দিলেন। তাহার পর একখানি বিস্তীর্ণ গালিচা প্রসারিত করিয়া, তাহার উপর নানাবিধ মূল্যবান্ প্রস্তরাদি, মৃগনাভি, ধূপ প্রভৃতি রাখিয়া, মবারক জীনকে বলিলেন, "আমি দৈত্যরাজকে এখানে উপস্থিত করিব, আমার আশা আছে, তিনি বিশেষ বিরক্তভাব প্রকাশ করিয়া এখানে আসিবেন না। কিন্তু ভয়ের যথেষ্ট কারণও আছে। যদি তিনি আমাদিগের এই দ্বীপে উপস্থিত হওয়া অপ্রীতিকর মনে করিয়া থাকেন, তবে তিনি অতি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিতে আমাদের সম্মুখে আসিবেন। যদি তিনি ইহা সঙ্গত জ্ঞান করিয়া থাকেন, তাহা হইলে অতি রূপবান্ মনুষ্যের মূর্ত্তিতে দর্শন দিবেন। তিনি এখানে উপস্থিত হইলে আপনি আসনের উপর দণ্ডায়মান হইয়া, তাঁহার অভ্যর্থনা করিবেন, কিন্তু কদাচ আসন ত্যাগ করিবেন না। আসন ত্যাগ করিলে আপনার মৃত্যু অনিবার্য্য। আপনি দৈত্যরাজকে দেখিবামাত্র তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিবেন, 'হে দৈত্যরাজ, আপনার ভৃত্য আমার পিতা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন, আপনি তাঁহাকে যেরূপ অনুগ্রহ করিতেন, আমার প্রতিও সেই প্রকার অনুগ্রহ করুন।' দৈত্যরাজ যদি জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি কি অনুগ্রহের প্রার্থনা করেন' তাহা হইলে আপনি নবম মূর্ত্তিটি চাহিবেন।"

দৈত্যরাজের আবির্ভাব

মবারক জীনকে এই উপদেশ দান করিয়া, ঐন্দ্রজালিক অনুষ্ঠান আরম্ভ করিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহাদের সম্মুখে মেঘগর্জ্জন ও বিদ্যুৎস্ফুরণ আরম্ভ হইল, অন্ধকারে দ্বীপ আচ্ছন্ন হইল।

জীন ভয়ানক ভীত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু মবারক তাঁহার ভয় দূর করিয়া বলিলেন, "আপনি নিশ্চিন্ত হউন, এ সকল কুলক্ষণ নহে।" দৈত্যরাজ একটি পরম রূপবান্ যুবা পুরুষের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

দৈত্যরাজ সহাস্যে বলিলেন, "বৎস, আমি তোমার পিতাকে ভালবাসিতাম, তিনি যতবার আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন, ততবারই আমি তাঁহাকে এক একটি হীরকময়ী মূর্ত্তি দান করিয়াছি। তোমার প্রতিও আমার স্নেহ অল্প নহে; তোমার পিতার মৃত্যুর অনতিকাল পূর্ব্বে আমি তাঁহাকে সাটিনের উপর একখানি পত্র লিখিয়া রাখিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। সেই পত্র পাঠ করিয়া তুমি এখানে আসিয়াছ। আমি তোমার পিতার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, আমি তোমাকেও অনুগ্রহ করিব, এবং তোমার হস্তে নবম-মূর্ত্তি প্রদান করিব। আমিই বৃদ্ধের মূর্ত্তিতে তোমাকে স্বপ্ন দিয়াছিলাম। তোমার গুপ্তধনের সন্ধান আমিই তোমাকে বলিয়া দিয়াছি। তুমি এখানে কেন আসিয়াছ, তাহা আমি জানি, তুমি যাহা লইতে আসিয়াছ, তাহা পাইবে, কিন্তু ইহা পাইবার পূর্ব্বে তোমাকে একটি অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইতে হইবে, তুমি শপথ করিয়া বল, আমাকে একটি পঞ্চদশবর্ষীয়া সুন্দরী নবযুবতী আনিয়া দিবে, কিন্তু এই যুবতী সম্পূর্ণ প্রণয়বিকারশূন্য হইবে, পরপুরুষের সংস্রবে কখন আসে নাই, কোন পুরুষের রূপ চিত্তপটে অঙ্কিত হয় নাই, এমন যুবতীকে আনিতে হইবে, যুবতী অসাধারণ সুন্দরী হইবে, এবং তাহাকে এখানে আনিবার সময় তোমার মন তাহার প্রতি কিছুমাত্র আকৃষ্ট হইবে না, তুমি জিতেন্দ্রিয় অবস্থায় তাহাকে এখানে আনয়ন করিবে।"

সুন্দরী-উপঢৌকনে অনুগ্রহ-আশ্বাস

সতীত্ব-পরীক্ষার অলৌকিক আরসী।

জীন তৎক্ষণাৎ এই কঠিন প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইলেন, তাহার পর দৈত্যরাজকে বলিলেন, "কিন্তু মহাশয়, আমি কিরূপে যুবতীর মনের ভাব পরীক্ষা করিব? আমি যাহাকে মনোনীত করিব, সে যদি পরপুরুষের অনুরাগিণী হয়, যদি সে গোপনে কখন তাহার দেহ ও সৌন্দর্য্য অপরকে দান করিয়া থাকে, তাহা জানিবার উপায় কি?" দৈত্যরাজ বলিলেন, "আমি তোমাকে একখানি আরসী দিতেছি, যাহার চরিত্র পবিত্র নহে, এই আরসীতে তাহার প্রতিবিম্ব অত্যন্ত অপরিষ্কার দেখাইবে। কেবল পবিত্রচরিত্রা প্রণয়জ্ঞানবিরহিতা যুবতীর মুখমণ্ডলই এই মুকুরে অতি পরিস্ফুট ও উজ্জ্বলরূপে দেখা যাইবে। যদি তুমি এই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ না কর, তাহা হইলে আমি তোমার প্রাণবধ করিব। তোমাকে অনুগ্রহ করি বলিয়া ক্ষমা করিব না।" জীন এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। দৈত্যরাজ জীনের হস্তে একখানি আরসী প্রদান করিলেন। অনন্তর জীন ও মবারক দৈত্যরাজের নিকট বিদায় লইয়া হ্রদের তীরে উপস্থিত হইলেন; তাঁহাদিগকে পরপারে লইয়া যাইবার জন্য মায়াতরণী পুনর্ব্বার তাঁহাদিগের নিকটে আসিল। তাঁহারা তরণীতে উঠিয়া চক্ষুর নিমেষে হ্রদ পার হইলেন।

জীন আলাসনাম কয়েকদিন মবারকের গৃহে অবস্থান করিয়া পথক্লান্তি দূর করিলেন। তাহার পর জীন মবারককে বলিলেন, "এখন ত' আমাদের বোগদাদে প্রত্যাগমন করা উচিত, একটি সুন্দরীকে সংগ্রহের জন্য এখন হইতেই চেষ্টা করিতে হইবে।" মবারক বলিলেন, "আমরা কায়রো নগরে এমন যুবতী মিলাইতে পারিব না, ইহার জন্য আবার বোগদাদে যাইতে হইবে?"

জীন বলিলেন, "কিরূপে এই যুবতী সংগ্রহ করা যাইবে?" মবারক বলিলেন, "আমি একটি বৃদ্ধাকে জানি, সে এ সকল বিষয়ে বড় সুনিপুণ, তাহার হস্তে ভার দিলেই সে সংগ্রহ করিয়া দিতে পারিবে।"

সুন্দরী-যাচায়ের বিড়ম্বনা।

বৃদ্ধা মবারকের আদেশে প্রতিদিনই নব যুবতীদলকে লইয়া জীনের নিকট উপস্থিত করিতে লাগিল। তাহাদের অনেকেই পরমা সুন্দরী, কিন্তু দর্পণে তাঁহাদিগের মুখ দেখিবামাত্র দর্পণ অপরিচ্ছন্ন হইয়া উঠিতে লাগিল, রাজপ্রাসাদস্থ বহুসংখ্যক যুবতীরও পরীক্ষা হইল, কিন্তু সতীত্বের পরীক্ষায় কেহই উত্তীর্ণ হইতে পারিল না। জীনের আশা পূর্ণ হইল না। তখন অগত্যা তিনি মবারককে সঙ্গে লইয়া বোগদাদ যাত্রা করিলেন।

বোগদাদে উপস্থিত হইয়া জীন ও মবারক একখানি অতি সুবৃহৎ প্রাসাদ তুল্য অট্টালিকা ভাড়া করিলেন। এখানে তাঁহারা অতি সমারোহের সহিত কালযাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের দানশীলতায় বহুলোক তাঁহাদিগের বাধ্য হইল, বহুলোককে তাঁহারা অর্থদান করিতে লাগিলেন।

নগরের এই অংশে একজন ইমাম বাস করিতেন, তাঁহার নাম বোবেকির মিউজিন। লোকটি বড় অহঙ্কারী ও হিংস্রপ্রকৃতি ছিলেন; দরিদ্র ছিলেন বলিয়া তিনি ধনিগণকে ঘৃণা করিতেন, জীন আলাসনামের দয়া, দানশক্তি ও অর্থ-প্রাচুর্য্যের সংবাদ অবগত হইয়া, তিনি তাঁহার হিংসা করিতে লাগিলেন। এক দিন মসজিদে তিনি নামাজ করিতে গিয়া অন্যান্য মুসলমানগণকে বলিলেন, "এই যে লোকটা অজস্র অর্থব্যয় করিতেছে, শুনিয়াছি, সে বড় চোর, তাহার নিজের দেশে চৌর্য্যবৃত্তি দ্বারা বহু অর্থসঞ্চয় করিয়া এখানে আমোদ আহ্লাদে সেই অর্থব্যয় করিতেছে; খালিফের নিকট তাহার কথা উত্থাপন করা উচিত; নতুবা পরে খালিফের নিকট আমাদিগকেই দণ্ডভোগ করিতে হইবে।"—বোবেকির মিউজিন যাহা বলিলেন, অন্যান্য লোক তাহাই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিল। তাহারা বলিল, "এমন দুর্বৃত্ত লোকের কথা খালিফকে জানান আবশ্যক বটে।"—ইমাম বাড়ী ফিরিয়া সকল সংবাদ খালিফের নিকট গোচর করিবার জন্য দরখাস্ত লিখিতে বসিল।



[illegible]] স্নেহ-প্রতিমা [illegible]

সে দিন মবারক ও সেই মসজিদে উপাসনার সময় উপস্থিত ছিলেন, তিনি ইমামের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন। মবারক পাঁচশত স্বর্ণ-মুদ্রা একখানি রুমালে বাঁধিয়া এবং কয়েকখানি উৎকৃষ্ট রেশমী বস্ত্র লইয়া, ইমামের নিকট উপস্থিত হইলেন। ইমাম তাঁহাকে দেখিয়া রূঢ়স্বরে বলিলেন, "তুমি কি চাও?" মবারক বলিলেন, "আমি আপনার প্রতিবাসী ও ভৃত্য। সুলতান জীনের নিকট হইতে আমি আপনার বহুবিধ গুণের কথা অবগত হইয়াছি; তিনি আপনার সহিত পরিচিত হইবার ইচ্ছা করিয়াছেন, এবং আমাকে দিয়া কিঞ্চিৎ উপহার পাঠাইয়াছেন, অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করুন।" ইমাম এই কথা শুনিয়া ভারী খুসী হইলেন, মবারকের হস্ত হইতে উপহার গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "সুলতান সাহেবকে আমার সেলাম দিবেন, এতদিন পর্য্যন্ত আমি তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইতে পারি নাই, এজন্য বড় লজ্জিত আছি। আমি আগামী কল্যই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইব।"

মুখবন্ধের ঔষধ প্রয়োগ

পরদিন উপাসনার পর বোবেকির মসজিদে সমাগত ব্যক্তিগণকে বলিলেন, "কাল আমি যে অপরিচিত বড় লোকটিকে চোর মনে করিয়াছিলাম, তিনি প্রকৃতই বড় ভদ্রলোক। তিনি কেবল সুলতান নহেন, অনেক সদ্‌গুণের আকর। তাঁহার ন্যায় সৎলোকের বিরুদ্ধে দুষ্ট লোকেরা নানা অপবাদ রটাইয়াছিল, বস্তুতঃ সেই মিথ্যা অপবাদের উপর নির্ভর করিয়া, তাঁহার ন্যায় লোকের সম্বন্ধে খালিফের নিকট মন্দকথা বলিলে বড়ই অধর্ম্ম হইবে, পরে আমাদিগকে দণ্ডিতও হইতে হইবে।"

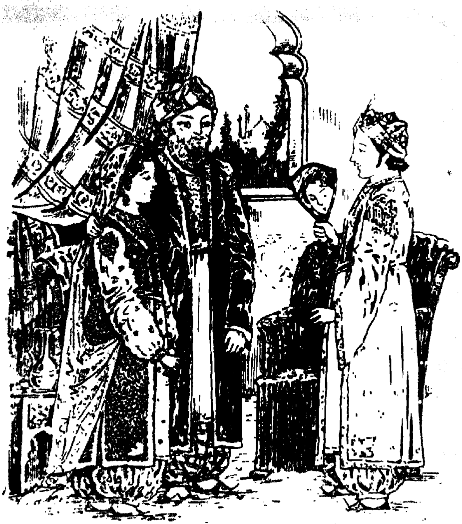
লোকগুলি ইমামের কথা শুনিয়া বলিলেন, "হাঁ, ইহাই কর্ত্তব্য বটে, এমন সৎলোকের বিরুদ্ধে কোন কথা খালিফের গোচর করা সঙ্গত হইবে না।" বোবেকির উপাসনা অন্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া, জীনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন। কথায় কথায় বোবেকির জীনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি দীর্ঘকাল বোগ্দাদ নগরে বাস করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন?" জীন বলিলেন, "আমি একটি সুন্দরী যুবতীর সন্ধানে আছি, তাহাকে সংগ্রহ করিতে পারিলেই আমি এই নগর পরিত্যাগ করিব।" বোবেকির বলিলেন, "কিরূপ যুবতীর সন্ধানে আছেন? লক্ষ লক্ষ যুবতী এ নগরে আছে, টাকা ফেলিলে সুন্দরী সংগ্রহে কি কষ্ট?" জীন বলিলেন, "আমি যে যুবতীর সন্ধান করিতেছি, সে কিছু অসাধারণ প্রকৃতির সুন্দরী। বয়স পনের বৎসর হওয়া চাই, চরিত্র অতি নির্ম্মল হইবে; কেবল তাহাই নহে, তাহার কিছুমাত্র প্রণয়ের অভিজ্ঞতা থাকিবে না, ভালবাসা কি সামগ্রী, তাহা সে জানিবে না, অথচ পঞ্চদশবর্ষীয়া অনুপমা সুন্দরী হওয়া আবশ্যক।" ইমাম বলিলেন, "আপনি অতি দুষ্প্রাপ্য বিষয়ের সন্ধানে ফিরিতেছেন, কৃতকার্য্য হইবেন কি না, বলিতে পারি না; কিন্তু আমি একটি যুবতীকে জানি। তাহার পিতা পূর্ব্বে উজীর ছিলেন, এখন রাজকার্য্য হইতে অবসর লইয়াছেন, কন্যাটিকে পালন করাই এখন তাঁহার প্রধান কাজ হইয়াছে, সংসারের আর কোন বিষয়ে তাঁহার লক্ষ্য নাই। সেই বৃদ্ধের সঙ্গে আমি এ সম্বন্ধে কথা বলিতে পারি—আপনার ন্যায় জামাতা পাইলে তিনি বিশেষ সুখী হইবেন, সন্দেহ নাই।" জীন বলিলেন, "আমি সেই যুবতীকে পরীক্ষা না করিয়া অবশ্যই তাহাকে বিবাহ করিব না। যুবতীর সৌন্দর্য্য-সম্বন্ধে আমি আপনার কথাই বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু তাহার সাধুতা-সম্বন্ধে আমি স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া লইব।" বোবেকির বলিলেন, "আপনি কি প্রমাণ চান?" জীন বলিলেন, "আমি তাহার মুখ দেখিব, তাহা হইলেই আমি বুঝিতে পারিব, যুবতী প্রকৃত ধর্ম্মশীলা কি না, অন্য প্রমাণের আবশ্যক নাই।" ইমাম হাসিয়া বলিলেন, "তাহা হইলে আপনি মুখচেনা-বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী বলিয়া বোধ হইতেছে। যাহা হউক, আমি সেই যুবতীর পিতাকে আপনার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিব, মুহূর্ত্তের জন্য কন্যার মুখ আপনাকে দেখাইতে, বোধ করি, তাঁহার আপত্তি হইবে না।"

সুন্দরীর চরিত্র যাচাই

ইমাম জীনকে লইয়া উজীরের গৃহে যাত্রা করিলেন। উজীর ইমামের মুখে জীনের বংশ ও সম্পত্তির পরিচয় পাইয়া, তাঁহার হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিতে উৎসুক হইলেন। উজীরকন্যা তাঁহার সম্মুখে আনীতা হইলেন, জীনের সম্মুখে আসিয়া যুবতী অবগুণ্ঠন মুক্ত করিয়া দাঁড়াইলেন। জীন বিস্ময়পূর্ণদৃষ্টিতে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেই লোকাতীত সৌন্দর্য্যরাশি দর্শন করিলেন। রাজপুত্র এমন অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য কখনও দেখেন নাই।

স্বপ্নলোকের মাধুর্য্য

তরুণীর দীর্ঘায়ত নয়নে স্বপ্নলোকের মাধুর্য্য উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল। প্রথম-যৌবনের জোয়ার তন্বীর দেহতটে অপূর্ব্ব আবেগে প্রতিহত হইতেছিল। যুবক রূপজ্যোতিতে মোহাবিষ্ট হইলেন। তাহার পর তাঁহার রূপদর্শনের আগ্রহ মিটিলে তিনি দৈত্যপ্রদত্ত দর্পণ তাঁহার সম্মুখে ধরিলেন। রূপসীর রূপশোভা দর্পণে শতগুণে প্রতিফলিত হইল। দর্পণ মলিন হইল না।



জীন এই যুবতীকে মহাসমারোহে বিবাহ করিলেন। বিবাহ শেষ হইলে মবারক বলিলেন, "আর আমাদের বোগদাদ নগরে থাকিবার কোন আবশ্যক দেখি না, এখনই কায়রো যাত্রা করিতে হইবে, দৈত্যরাজের নিকট আপনি যে প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ, তাহা অবিলম্বে পূর্ণ করুন, ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট অবসর।"

সৌন্দর্য্যের উদ্দীপনা

জীন বলিলেন, "সে কথা আমার মনে আছে, চল, কায়রো অভিমুখে যাত্রা করি, কিন্তু তোমাকে একটা কথা বলি, দৈত্যরাজের জন্য আমাকে সামান্য স্বার্থত্যাগ করিতে হইতেছে না, এই সুন্দরীকে অবিলম্বে বাসোরায় লইয়া গিয়া আমার সিংহাসনে বসাইতে ইচ্ছা হইতেছে, এমন সুন্দরী আমি আর দেখি নাই।"

মবারক বলিলেন, "প্রভু, ও বাসনা পরিত্যাগ করুন, মনে প্রণয়ের সঞ্চার হইয়া থাকিলে তাহা দমন করুন, যতই কঠিন হউক, আপনার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে হইবেই।"

জীন বলিলেন, "মবারক, তবে তুমি এই যুবতীকে আমার সম্মুখে আর কখন আসিতে দিও না, সে রূপ যেন আর দেখিতে না হয়, আমি তাহাকে যতটুকু দেখিয়াছি, তাহাতেই আমার চিত্ত বিচলিত হইবার উপক্রম হইয়াছে, অতঃপর তাহাকে দেখিলে আমি আত্মসংবরণ করিতে পারিব না।"

মবারক ও জীন যুবতীকে লইয়া কায়রো নগরে উপস্থিত হইলেন, এবং তথা হইতে দৈত্যরাজের দ্বীপাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যুবতী বিবাহের পর আর জীনকে দেখিতে পায় নাই, সে মবারককে জিজ্ঞাসা করিল, "আমরা আমার স্বামীর রাজ্যে কখন্ উপস্থিত হইব? পথ কি ফুরাইবে না?" মবারক বলিলেন, "উজীরকন্যা, এখন আপনার নিকট আমি প্রকৃত রহস্য ভেদ করিতেছি। আপনাকে

দৈত্যরাজের হস্তে উপহার প্রদানের জন্যই আপনাকে আপনার পিতার স্নেহময় ক্রোড় হইতে ছিন্ন করা হইয়াছে।" এই সংবাদে উজীরপুত্রী অত্যন্ত কাতরভাবে বিলাপ করিতে করিতে বলিলেন, "আমাকে দয়া করুন, দৈত্যের কবলে আমাকে নিক্ষেপ করিবেন না, আমি নিতান্ত অনাথা, আমার প্রতি আপনারা এরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করিলে ইহলোকে কিম্বা পরলোকে আপনাদের মঙ্গল হইবে না।"

কিন্তু উজীরকন্যার এই আর্তনাদে কোন ফল হইল না। মবারক ও জীন উজীরকন্যাকে লইয়া দৈত্যরাজের হস্তে সমর্পণ করিলেন। দৈত্যরাজ জীনকে বলিলেন, "সুলতান, আমি তোমার ব্যবহারে বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি যে যুবতীকে আমার নিকট আনিয়াছ, সে যেমন রূপবতী, তেমনই পবিত্রহৃদয়া। তুমি আমার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, তাহা তুমি সাধ্যানুসারে রক্ষা করিয়াছ, আমি তোমাকে যে নবম পুত্তলিকা প্রদান করিতে চাহিয়াছি, তাহা তোমাকে প্রদান করিব। তুমি তোমার রাজধানীতে প্রতিগমন কর, আমি দৈত্য দ্বারা সেই পুত্তলিকা যথাস্থানে পাঠাইতেছি। তুমি রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া তোমার ভূগর্ভস্থ ধনাগারে সুবর্ণবেদীর উপর তাহা সংস্থাপিত দেখিতে পাইবে।" জীন দৈত্যরাজকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া, মবারকের সহিত কায়রো নগরে প্রত্যাবর্তন করিলেন, সেখানে কয়েক দিন অপেক্ষা করিয়া, বাসোরা যাত্রা করিলেন। কিন্তু রূপবতী গুণবতী উজীরকন্যাকে দৈত্যের হস্তে সমর্পণ করিয়া, তাঁহার দুঃখের ও ক্ষোভের সীমা রহিল না। তিনিই যে সেই সরলা বালিকার সকল দুঃখের কারণ, ইহা ভাবিয়া বড়ই অনুতপ্ত হইলেন; মনে মনে আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "সুন্দরি, মধুরহাসিনী উজীরকন্যা, আমি তোমাকে তোমার পিতার স্নেহময় ক্রোড় হইতে ছিন্ন করিয়া, অবশেষে দৈত্যের হস্তে প্রদান করিলাম। তোমার প্রতি কি নিদারুণ অবিচারই না করিয়াছি!"

সুন্দরী উপহারের মর্মবেদনা

যথাকালে জীন বাসোরা নগরে উপস্থিত হইলেন। প্রজাগণ দীর্ঘকাল পরে তাঁহাকে রাজধানীতে সুস্থদেহে সমাগত দেখিয়া আনন্দোৎসব করিতে লাগিল। জীন মাতৃচরণ বন্দনা করিয়া, দৈত্যের সহিত তাঁহার আলাপের মর্ম তাঁহাকে অবগত করিলেন। জননী পুত্রের উদ্দেশ্যসিদ্ধি অপেক্ষা তাঁহাকে সুস্থদেহে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে দেখিয়া অধিক সুখী হইলেন, এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া ভূগর্ভস্থ ধনাগারে উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন, সত্যই নবম বেদীর উপর একটি রমণীমূর্তি। অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত তাঁহারা সেই মূর্তির সন্নিকটবর্তী হইয়া দেখিলেন, জীবন্ত মূর্তি। জীন দৈত্যপতির হস্তে যে কন্যা সম্প্রদান করিয়া আসিয়াছিলেন, সেই কন্যাই সশরীরে সেখানে উপস্থিত। যুবতী বলিল, "সুলতান, আপনি আমাকে দেখিয়া বোধ হয় বড় বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়াছেন, আপনি নিশ্চয়ই এখানে আমার অপেক্ষা মূল্যবান্ কোন সামগ্রী দেখিবার আশা করিতেছিলেন।" সুলতান জীন বলিলেন, "আশা যাহাই করি, তোমাকে দেখিয়া আমার মনে বড়ই আনন্দসঞ্চার হইয়াছে। আল্লা জানেন, তোমাকে দৈত্যহস্তে সমর্পণ করিতে আমার কত কষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞাভঙ্গভয়ে সকল কষ্ট সহ্য করিয়াছি। আমি তোমার মত প্রেমের সজীব সর্বাঙ্গসুন্দর প্রতিমা পাইয়া যত সুখী হইলাম, প্রাণহীনা হীরক-পুত্তলিকালাভে কখনই তত সন্তুষ্ট হইতাম না। তুমি পৃথিবীর সকল হীরকরত্নের ঊর্ধ্বে।"

গুপ্তকক্ষে প্রেম-প্রতিমা

এই কথা শেষ হইতে না হইতে মেঘগর্জনবৎ ভয়ানক শব্দ হইল, সেই শব্দে জীন ও তাঁহার জননী বড়ই ভয় পাইলেন; কিন্তু দৈত্যরাজ নিমেষে তাঁহাদের ভয় দূর করিয়া, জীনের মাতাকে মধুরহাস্যে বলিলেন, "আমি তোমার এই পুত্রকে বড়ই স্নেহ করি। সে যৌবনকালে তাহার প্রবৃত্তি দমন করিতে শিখিয়াছে কি না, তাহাই পরীক্ষা করা আমার উদ্দেশ্য ছিল, তোমার পুত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাই পুরস্কার স্বরূপ আমি এই যুবতীকে তাহার হস্তে দান করিয়াছি; আর আমি স্বয়ং এই নবম পুত্তলিকা লইয়া আসিয়াছি,

তোমার এই [illegible] যে সকল পুত্তলিকা আছে, এটি সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" দৈত্যরাজ অতঃপর জীনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "যুবক, আমি জানি, তুমি কি কষ্টে তোমার দুরূহ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছ; তাহাতে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, কিন্তু আমাকে এ কথাও স্বীকার করিতে হইতেছে যে, যেরূপ অবিকৃত-হৃদয়ে তোমাকে এই প্রতিজ্ঞাপালন করিতে বলিয়াছিলাম, তাহাতে তুমি সমর্থ হও নাই। আমি মনুষ্য-হৃদয়ের দুর্ব্বলতার কথা জানি, তুমি যতটুকু সাধুতা ও সংযম প্রদর্শন করিয়াছ, মনুষ্যমধ্যে তাহাও দুর্লভ। এই যুবতী তোমার বিবাহিতা স্ত্রী, আমি ইহাকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম, তুমি ইহাকে স্নেহ করিবে, চিরজীবন ইহার প্রতি অনুরক্ত রহিবে। আমি ইহার জীবনের সাধুতা ও পবিত্রতার জন্য দায়ী রহিলাম।" দৈত্যরাজ এই কথা বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন, জীনের আনন্দের সীমা রহিল না, তিনি সেই দিনই যুবতীকে মহিষী-পদে অভিষিক্ত করিলেন। দীর্ঘকাল ধরিয়া এই দম্পতি পরমসুখে বাসোরায় রাজত্ব করিলেন।

সংযমের পুরস্কার

শাহারজাদী এই গল্প শেষ করিয়া, সুলতানের নিকট আর একটি গল্প বলিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। সুলতান শাহারিয়ার তাঁহাকে অনুমতি দান করিলে, তিনি খোদাদাদ ও তাহার ভ্রাতৃগণের এবং দরিয়াবাদের রাজকন্যার কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু রাত্রি প্রভাত হওয়ায় অগত্যা সে দিন তাহা বন্ধ রাখিতে হইল, পরদিন তিনি সেই কাহিনী পুনরারম্ভ করিলেন।

* * * * *

খোদাদাদ ও দরিয়াবাদের রাজকন্যা

পূর্ব্বকালে দিয়ারবকর নামে এক রাজ্য ছিল, সে রাজ্যের রাজা নানা গুণে বিভূষিত ছিলেন। প্রজাগণ তাঁহাকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিত, তিনি তাঁহাদিগকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন; রাজ্যে কাহারও কোন অভাব ছিল না, কিন্তু রাজার এক গুরুতর অভাব ছিল। রাজা মহাশয় তাঁহার অন্তঃপুরে শত শত সুন্দরী যুবতীকে পত্নীভাবে রাখিলেও তাঁহাদের কাহারও গর্ভে তাঁহার পুত্র জন্মিল না; পুত্রাভাবে নরপতি বড়ই বিমর্ষ হইয়া রহিলেন; নিদারুণ মনোদুঃখে তাঁহার দিনপাত হইতে লাগিল। তিনি দিবারাত্রি আল্লার নিকট সন্তানের জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। অবশেষে একদিন রাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, এক জন দেবদূত তাঁহার সম্মুখে আসিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন, "বৎস, এত দিনে তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর হইয়াছে, তুমি যাহা চাহিতেছ, তাহাই পাইবে। তুমি নিদ্রাভঙ্গের পরই নমাজ আরম্ভ করিবে, তাহার পর তোমার প্রাসাদ-সন্নিকটবর্ত্তী বাগানে প্রবেশ করিয়া, মালীকে আহ্বান করিবে, তাহাকে একটি সুপক্ক দাড়িম্ব দিতে বলিবে, সেই দাড়িম্বের কয়েকটি দানা ভক্ষণ করিলেই তোমার আশা পূর্ণ হইবে।"

রাজা নিদ্রাভঙ্গ হইবামাত্র স্বপ্ন স্মরণ করিয়া, উপাসনা করিতে বসিলেন। উপাসনান্তে তিনি বাগানে উপস্থিত হইয়া মালীর নিকট দাড়িম্ব সংগ্রহ করিয়া, তাহার পঞ্চাশটি দানা গণিয়া ভক্ষণ করিলেন। রাজার পঞ্চাশটি বিবাহিতা স্ত্রী ছিল, এই দাড়িম্ববীজ ভক্ষণের পর, তাঁহার ঊনপঞ্চাশটি স্ত্রীই গর্ভবতী হইলেন, কেবল একটি রাণীর গর্ভ হইল না। এই রাণীটির নাম ফিরোজা। রাজা এই রাণীর উপর বড়ই বিরক্ত হইয়া উঠিলেন; বলিলেন, "আল্লা রাজপুত্রের জননী হইবার যোগ্যতা এই পিশাচীকে দান করেন নাই,

ইহাকে জীবিত রাখিয়া কোনই লাভ নাই। আমি ইহার প্রাণবধ করিব।" রাজা এই সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিবেন, এমন সময় উজীর বাধা দান করিলেন। তিনি রাজাকে প্রবোধ দান করিয়া বলিলেন, "সকল স্ত্রীলোকের দেহের অবস্থা একরূপ নহে, এই রাণীও কালে গর্ভবতী হইয়া রাজপুত্রের জননী হইতে পারেন ; অতএব আপনি ক্রোধ সংবরণ করুন।" রাজা অনেক চিন্তা করিয়া বলিলেন, "তবে আমি তোমার অনুরোধে উহার জীবনদান করিলাম, কিন্তু উহাকে আর আমি আমার প্রাসাদে বাস করিতে দিব না। উহার উপর আমার ঘৃণা জন্মিয়া গিয়াছে।" উজীর বলিলেন, "তবে উহাকে আপনি রাজভ্রাতা সামেরের নিকট পাঠাইয়া দিন।" রাজা এই পরামর্শ সঙ্গত জ্ঞান করিয়া ফিরোজা বেগমকে সামেরের নিকট পাঠাইলেন। তাঁহাকে এক পত্র লিখিয়া জানাইলেন, "এই রমণীকে যথোচিত যত্নের সহিত রক্ষা করিবে, যদি তাহার গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা হইলে অবিলম্বে আমাকে জানাইবে।"

বেগম-নির্ব্বাসন

ফিরোজা বেগম সামেরের রাজধানীতে উপস্থিত হইবার অল্পকালমধ্যেই তাঁহার গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পাইল, অবশেষে ফিরোজা একটি পরম সুন্দর, সুলক্ষণযুক্ত পুত্র যথাকালে প্রসব করিলেন। সামের অবিলম্বে দিয়ারবকর রাজ্যের অধীশ্বরকে সে সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। রাজা সামেরকে তদুত্তরে লিখিলেন, "প্রিয় ভ্রাতঃ, আমার রাজ্ঞীগণ সকলেই এক এক পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছেন, সুতরাং রাজপুরীতে একেবারে অনেকগুলি শিশুর আবির্ভাব হইয়াছে। আমার অনুরোধে তুমি স্বয়ং এই শিশুর প্রতিপালনভার গ্রহণ করিবে। আমি তাহার খোদাদাদ্ নাম রাখিলাম। যখন তাহাকে আবশ্যক হইবে, তখন আমি তোমাকে লিখিব।"

সামের তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের শিক্ষার জন্য বিশেষ উপায় অবলম্বন করিলেন। ধনুর্ব্বিদ্যা ও অন্যান্য বিদ্যায় অল্পকালের মধ্যেই খোদাদাদ্ বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিলেন ; অষ্টাদশ বৎসর বয়সেই তাঁহার গুণের খ্যাতি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। একদিন খোদাদাদ্ তাঁহার জননীকে বলিলেন, "মা, আমার আর এখানে বাস করিতে ভাল লাগে না। আমি গৌরব উপার্জ্জন করিতে চাই, তুমি অনুমতি কর ; পৃথিবীর কর্ম্মক্ষেত্রে যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে পড়িয়া আমি অবিনশ্বর কীর্ত্তি উপার্জ্জন করি। শুনিয়াছি, আমার পিতার অনেক শত্রু অহরহ তাঁহার রাজ্যের শান্তি নষ্ট করিতেছে, তাহাদিগের দমনের জন্য কি আমার সাহায্য গ্রহণ করিতে পারেন না ? আমি এখানে আলস্যে দিন কাটাইব, আর আমার ভ্রাতারা শতদিকে শত কীর্ত্তি উপার্জ্জন করিবে, ইহা আমি সহ্য করিতে পারি না।" ফিরোজা বেগম বলিলেন, "বৎস, তুমি খ্যাতি ও যশ উপার্জ্জন কর, যুদ্ধে তোমার পিতার শত্রু ধ্বংস কর, ইহা আমারও ইচ্ছা ; কিন্তু তিনি তোমার সাহায্য না চাহিলে তুমি কিরূপে তাঁহাকে সাহায্য করিতে যাইবে ? তুমি আরও কিছু দিন অপেক্ষা কর।" খোদাদাদ্ বলিলেন, "আমি দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিয়াছি, আর অধিক দিন অপেক্ষা করিতে পারি না। আমি ছদ্মবেশে আমার পিতার প্রাসাদে উপস্থিত হইব, ছদ্মনামে তাঁহার কার্য্য গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিব, তাহার পর অনন্ত গৌরব উপার্জ্জন করিয়া, তাঁহার নিকট আত্মপরিচয় দান করিব।" খোদাদাদের মাতা এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, কিন্তু পাছে সামেররাজ এই প্রস্তাবে প্রতিবাদ করেন, এই ভয়ে খোদাদাদ্ মৃগয়াযাত্রা উপলক্ষ্য করিয়া পিতৃব্যের রাজ্য ত্যাগ করিলেন, এবং পিতৃরাজ্যে উপস্থিত হইলেন।

বীরপুত্রের শত্রুজয় প্রস্তাব

সুসজ্জিতবেশে অশ্বে আরোহণ করিয়া, খোদাদাদ্ তাঁহার পিতৃ-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "জাঁহাপনা, আমি কায়রো নগরস্থ এক জন আমীরের সন্তান, আমি দেশভ্রমণে বহির্গত হইয়াছি, আপনার রাজ্যে উপস্থিত

হইয়া শুনিলাম, আপনার কয়েকজন শত্রু আপনার রাজ্যে বড় অশান্তি উপস্থিত করিয়াছে, আমি তাহাদিগকে দমনের জন্য আপনার সৈন্যভার গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি।" দিয়ারবকরপতি খোদাদাদের সুন্দর রূপ ও সুমিষ্ট বাক্যে প্রীত হইয়া, তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া গ্রহণ করিলেন, এবং তাঁহাকে সৈন্যবিভাগের একটি উচ্চপদে নিযুক্ত করিলেন।

খোদাদাদ্ অল্পদিনের মধ্যেই রাজা ও প্রজা সকলেরই প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। রাজ্যের প্রধান অমাত্যগণ তাঁহার বন্ধুত্বলাভের জন্য আগ্রহবান্ হইলেন, তাঁহার তুলনায় রাজার অন্যান্য সন্তানরা সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টিতে নিতান্ত তুচ্ছ প্রতিভাত হইতে লাগিল।

ভ্রাতৃবধের চক্রান্ত

এজন্য রাজার অন্যান্য পুত্র খোদাদাদের উপর বড়ই বিরক্ত হইয়া উঠিল, হিংসায় তাহাদের দেহ জ্বলিয়া যাইতে লাগিল। খোদাদাদের প্রতি রাজার অনুরাগ ও স্নেহ-দর্শনে তাহারা ঈর্ষান্বিত হইয়া খোদাদাদের সর্ব্বনাশসাধনের চেষ্টা করিতে লাগিল। অবশেষে যখন রাজা খোদাদাদের হস্তে তাঁহার পুত্রগণের রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পণ করিলেন, তখন আর তাহারা কোনমতে ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিল না। কেহ পরামর্শ দিল, "উহাকে অরণ্যে লইয়া গিয়া উহার প্রাণবধ করা যাউক।" কেহ বলিল, "তাহাতে রাজা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইবেন, এরূপ করিবার আবশ্যক নাই, রাজা ইহার হস্তে আমাদের রক্ষণভার সমর্পণ করিয়াছেন, আমরা এক দিনের জন্য ইহার নিকটে শিকারযাত্রার অনুমতি গ্রহণ করি, অনুমতি প্রদান করিলেই আমরা কিছুদিনের জন্য ভিন্নরাজার রাজ্যে অন্তর্দ্ধান করিব, তাহা হইলেই রাজা বিরক্ত হইয়া উহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা করিবেন, অন্ততঃ আমাদিগকে এভাবে ছাড়িয়া দেওয়াতে উহাকে রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিতে হইবে।"

সকলে এই ষড়যন্ত্রই অতি উৎকৃষ্ট বলিয়া স্বীকার করিল। রাজপুত্রগণ খোদাদাদের নিকট উপস্থিত হইয়া এক দিনের বিদায় প্রার্থনা করিল। সকলে একবাক্যে বলিল, "আমরা আজই শিকার করিয়া ফিরিব, আপনি চিন্তিত হইবেন না।" খোদাদাদ্ এ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া তাহাদিগকে এক দিনের জন্য মৃগয়াযাত্রার অনুমতি প্রদান করিলেন।

দুই দিন তিন দিন চলিয়া গেল, রাজপুত্রগণের সন্ধান পাওয়া গেল না। রাজা খোদাদাদ্‌কে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজপুত্রগণ কোথায়? আজ কয়েক দিন হইতে তাঁহাদিগকে দেখিতেছি না কেন?" খোদাদাদ্ বলিলেন, "জাঁহাপনা, আজ তিন দিন হইল, তাঁহারা মৃগয়ায় যাত্রা করিয়াছেন। এক দিনের অধিক বিলম্ব হইবে না বলিয়া তাঁহারা গিয়াছেন, কিন্তু এ তিন দিনের মধ্যে আর তাঁহাদের সাক্ষাৎ নাই।"

মৃগয়া-যাত্রায় নিরুদ্দেশ

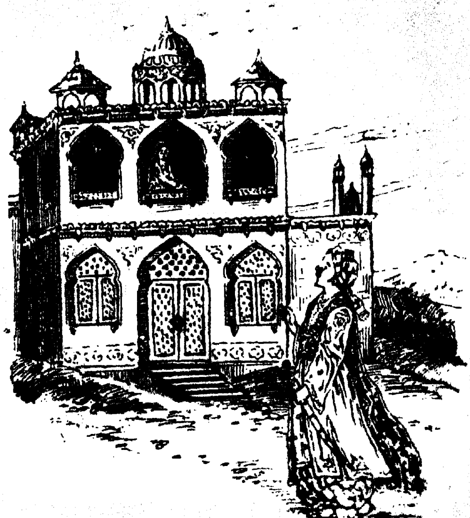
রাজা পুত্রগণের জন্য বড়ই চিন্তিত হইলেন, কিন্তু চতুর্থ দিনেও রাজপুত্রগণ রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিল না দেখিয়া, রাজা আর ক্রোধ গোপন করিতে পারিলেন না, খোদাদাদ্‌কে আহ্বান করিয়া ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন, "আমার পুত্রগণের রক্ষাভার তোমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছি, তুমি তাহাদিগকে কেন ছাড়িয়া দিলে? কেন তাহাদের সহিত গমন করিলে না? তুমি অবিলম্বে তাহাদিগকে খুঁজিয়া লইয়া আইস, যদি না পার, তবে তোমার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইবে।"

রাজার কথা শুনিয়া খোদাদাদ্ অত্যন্ত ভীত হইলেন, তিনি রাজপুত্রগণের সন্ধানে অশ্বারোহণে ধাবিত হইলেন, গ্রামে গ্রামে তাঁহাদের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও তাঁহাদিগকে পাওয়া গেল না। খোদাদাদ্ কাতরভাবে বিলাপ করিতে লাগিলেন; কোথায় তাঁহাদিগকে পাইবেন, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

অনেক দেশে রাজপুত্রগণের অনুসন্ধান করিয়া, অবশেষে খোদাদাদ্ বহু দূরে এক প্রান্তরমধ্যে আসিয়া পড়িলেন। এই প্রান্তরের মধ্যস্থলে কৃষ্ণবর্ণ মর্ম্মরপ্রস্তরের একটি প্রাসাদ দেখিতে পাইলেন। এই প্রাসাদ-বাতায়নে বসিয়া আলুলায়িতকুন্তলা একটি সুন্দরী রোদন করিতেছিলেন। তাঁহার পরিচ্ছদ ছিন্ন, সুন্দর মুখ বিষাদের মেঘে আচ্ছন্ন। খোদাদাদ্কে দেখিয়া তরুণী সেই প্রাসাদশিখর হইতে বলিলেন, "আপনি কে, অবিলম্বে এ স্থান হইতে পলায়ন করুন। আপনি কি জানেন না, এই ভবন একটি ভীষণদর্শন কৃষ্ণবর্ণ নিগ্রো রাক্ষসের? এ পথে যে আসে, তাহাকেই ধরিয়া সেই রাক্ষসটা রক্ত শোষণ করে।"

সুন্দরীর আর্ত্তনাদ

খোদাদাদ্ বলিলেন, "সুন্দরি, আপনি কে, সেই পরিচয় দিন, আমার পরিচয় জানিবার জন্ত বা আমাকে সতর্ক করিবার জন্ত আপনি ব্যস্ত হইবেন না। আমি যথেষ্ট সাবধানে আছি, যতক্ষণ আমার হাতে এই খড়্গ আছে, ততক্ষণ আমার কোন ভয় নাই।" সুন্দরী বলিলেন, "পরিচয়-সম্বন্ধে আপনি এইমাত্র জানিবেন যে, আমি কায়রোবাসী কোন সম্ভ্রান্ত লোকের কন্তা, কার্য্যোপলক্ষে বোগ্দাদে যাইতেছিলাম, এই প্রাসাদের নিকটবর্ত্তী হইলে সেই নিগ্রো রাক্ষস আমার অনুচরবর্গের প্রাণবধ করিয়া, তাহাদিগকে ভক্ষণ করিয়াছে, এবং আমাকে এখানে বন্দিনী করিয়া রাখিয়াছে। দুরাচার আমার প্রাণবধ করে নাই বটে, কিন্তু তাহা অপেক্ষা গুরুতর ভয়ে আমার প্রাণ সর্ব্বদা অস্থির হইয়া রহিয়াছে। সে আমাকে তাহার শয্যাসঙ্গিনী হইবার আদেশ করিয়াছে, আমার প্রণয়লাভের জন্ত সে বড়ই ব্যস্ত। আমি এ পর্য্যন্ত কোনমতে তাহার প্রস্তাবে সম্মত হই নাই, কিন্তু পাষণ্ড আমাকে বলিয়াছে, আজ যদি আমি তাহার আদেশ পালন না করি, তাহা হইলে সে বলপূর্ব্বক আমার সতীত্ব হরণ করিবে। আমার অদৃষ্টে যাহা হয় হইবে, আপনি প্রাণ লইয়া পলায়ন করুন, রাক্ষস এখন এখানে নাই, তাই আপনি এখনও জীবিত আছেন। সে কয়েকজন পথিককে দূর হইতে দেখিতে পাইয়া, তাহাদিগকে ধরিবার জন্ত ধাবিত হইয়াছে, এখনই ফিরিয়া আসিয়া আপনাকে দেখিতে পাইলেই আপনার প্রাণসংহার করিবে। আপনি দৌড়িয়াও তাহার আক্রমণ হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিবেন না।"



মরু-প্রান্তরে মর্ম্মর-প্রাসাদ

যুবতীর কথা শেষ হইতে না হইতেই রাক্ষসটা ঝড়ের বেগে তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার আকার যেমন সুবৃহৎ, প্রকৃতি সেইরূপ অতি ভয়ঙ্কর। একটি বৃহৎ তাতারদেশীয় অশ্বে আরোহণ করিয়া সে প্রাসাদসন্নিকটে উপস্থিত হইল। তাহার হস্তের খড়্গখানি এরূপ বিপুল যে, তাহা কোন মনুষ্যের

পক্ষে হাতে করিয়া তোলা কঠিন। তাহার বিরাট্ দেহ দেখিয়া খোদাদাদের মনে বিস্ময়ের সঞ্চার হইল। খোদাদাদ্ রাক্ষসকে দেখিয়াই তাহার হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আল্লার নিকট প্রার্থনা করিলেন, তার পর তাঁহার তরবারি নিষ্কোষিত করিয়া তাহাকে আক্রমণ করিবার জন্য স্থিরভাবে দাঁড়াইলেন। খোদাদাদ্‌কে আত্মরক্ষায় দণ্ডায়মান দেখিয়া, রাক্ষসটা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল এবং তাঁহাকে আত্মসমর্পণের আদেশ করিল; কিন্তু খোদাদাদ্ তাহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। রাক্ষস দ্রুতবেগে তাঁহাকে আক্রমণের জন্য ঘোড়া ছুটাইয়া দিল, অশ্ব খোদাদাদের নিকটে আসিবামাত্র খোদাদাদ্ অসির প্রচণ্ড আঘাতে অশ্বের একটি পা ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। রাক্ষস যন্ত্রণায় ক্রোধে এমন ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিয়া উঠিল যে, সেই চীৎকারে চতুর্দ্দিক্ কাঁপিতে লাগিল। সে খোদাদাদ্‌কে বধ করিবার জন্য খড়্গ তুলিয়া তাঁহার দিকে ধাবিত হইল; কিন্তু খোদাদাদ্ চক্ষুর নিমেষে সরিয়া দাঁড়াইয়া তরবারির আর এক আঘাতে রাক্ষসটার দক্ষিণ হস্ত ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। রাক্ষস আর ঘোড়ার উপর বসিয়া থাকিতে পারিল না, নীচে পড়িয়া গেল। তখন খোদাদাদ্ তাঁহার তীক্ষ্ণ অসির আঘাতে রাক্ষসের মুণ্ডচ্ছেদন করিলেন। যুবতী প্রাসাদবাতায়নে উপবেশন করিয়া, এই যুদ্ধ দেখিতেছিলেন, রাক্ষসের মৃত্যুতে তিনি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, "যুবক, বুঝিলাম, আপনি কোন দেশের রাজপুত্র হইবেন, সামান্য লোকের এত সাহস ও শক্তি হয় না। ঐ রাক্ষসটার পরিচ্ছদের মধ্যে এই দুর্গের চাবী আছে, তাহা লইয়া আমাকে এই কারাগার হইতে উদ্ধার করুন।"—খোদাদাদ্ রাক্ষসের পরিচ্ছদ অনুসন্ধান করিয়া একগোছা চাবী পাইলেন।

নরখাদক রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ

একটি চাবী দিয়া দুর্গদ্বার খুলিয়া খোদাদাদ্ প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন, এবং যুবতীকে কারাগার হইতে বাহির করিলেন। যুবতী শতমুখে খোদাদাদের বীরত্বের প্রশংসা করিতে লাগিলেন, তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ দান করিলেন। খোদাদাদ্ বলিলেন, "খোদা আপনাকে রক্ষা করিয়াছেন, তিনিই ধন্যবাদের পাত্র।"

যুবতী বলিলেন, "আমাকে উদ্ধার করিলেন, কিন্তু স্বতন্ত্র কারাগারে আরও কতকগুলি যুবক আবদ্ধ আছে। রাক্ষস তাহাদিগের এক একটিকে বাহির করিয়া, এক এক দিন আহার করে, আপনি তাহাদেরও প্রাণদান করুন।"

বন্দিমুখ উদ্ধার

খোদাদাদ্ যুবতীর সহিত প্রাসাদের অন্য অংশে উপস্থিত হইলেন, বহু লোকের কাতর আর্তনাদ তাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ করিল; যেন ভূগর্ভ হইতে বহু পাপীর আর্তস্বর পৃথিবীর উপর তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিতেছে। খোদাদাদ্ একটি কক্ষদ্বারে উপস্থিত হইয়া চাবীর সাহায্যে দ্বার মুক্ত করিলেন। কক্ষটি অন্ধকারময়, সেই কক্ষের ভিতর সোপানশ্রেণী একটি ভূগর্ভস্থ গুহা পর্য্যন্ত বিস্তৃত; সেই গুহার মধ্যে বন্দিগণ অবরুদ্ধ ছিল। খোদাদাদ্ দ্বার উন্মুক্ত করিবামাত্র রাক্ষস বন্দিগণের প্রাণবধের জন্য আসিয়াছে ভাবিয়া, তাহারা অধিকতর ব্যাকুলতার সহিত রোদন করিতে লাগিল। খোদাদাদ্ গুহাগর্ভে অবতরণ না করিয়াই তাহাদিগকে আশ্বাস দান করিয়া বলিলেন, "তোমাদের কোন ভয় নাই, দুরাচার রাক্ষসকে আমি বধ করিয়াছি, তোমাদের উদ্ধার করিতে আসিয়াছি, শীঘ্রই তোমরা মুক্তিলাভ করিয়া, আত্মীয়পরিজনবর্গের নিকট প্রতিগমন করিতে পারিবে।" সেই অন্ধকারময় ভূগর্ভ হইতে মুক্তিলাভ করিবার তাহাদের কোনই আশা ছিল না, খোদাদাদের কথা শুনিয়া বন্দিগণের হৃদয় আশা ও আনন্দে—কৌতুক ও বিস্ময়ে আন্দোলিত হইতে লাগিল। খোদাদাদ্ অনতিবিলম্বে তাহাদিগকে মুক্তি দান করিলেন।

কারারুদ্ধ ব্যক্তিগণ মুক্তিলাভ করিয়া, খোদাদাদের পদপ্রান্তে নিপতিত হইল ও প্রাণরক্ষার জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতে লাগিল। তাহার পর তাহারা গুহাগর্ভ হইতে আলোকমণ্ডিত ধরণীতলে

পদার্পণ করিলে খোদাদাদ দেখিলেন, তাঁহার ঊনপঞ্চাশ ভ্রাতাই তাহাদের মধ্যে রহিয়াছে। রাজপুত্রগণকে দেখিয়া খোদাদাদের মনে যৎপরোনাস্তি আনন্দের সঞ্চার হইল। তিনি তাহাদের প্রত্যেককে আনন্দভরে আলিঙ্গন দান করিলেন।

অনন্তর খোদাদাদ রাক্ষসের প্রাসাদের বিভিন্ন কক্ষ সন্দর্শন করিতে লাগিলেন; দেখিলেন, অসংখ্য বহুমূল্য দ্রব্যে প্রাসাদ পরিপূর্ণ। খোদাদাদ বন্দিগণকে প্রাসাদস্থ সকল দ্রব্য লইবার অনুমতি প্রদান করিলেন। আস্তাবলে যথেষ্ট পরিমাণে ঘোটক ও উষ্ট্র ছিল, তাহাদিগেরই পৃষ্ঠে বোঝাই দিয়া বন্দিগণ নানাবিধ দ্রব্য লইয়া সানন্দচিত্তে স্বদেশে যাত্রা করিল।

বন্দিগণ প্রস্থান করিলে, খোদাদাদ যুবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এখন কোথায় যাইতে চান? আপনি যেখানে যাইতে চাহিবেন, আমি সেইখানেই আপনাকে রাখিয়া আসিতে প্রস্তুত আছি।" রাজপুত্রগণও যুবতীর সাহায্যার্থ সম্মত হইলেন।

যুবতী বলিলেন, "আমার দেশ এখান হইতে বহুদূরে। আমার সঙ্গে তত দূর গিয়া আপনারা কষ্ট সহ্য করেন, ইহা আমার ইচ্ছা নহে।" অনন্তর তিনি খোদাদাদকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমি বলিয়াছি, আমি কায়রোনগরের কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কন্যা, এ কথায় আপনি আমার প্রকৃত পরিচয় কিছুই পান নাই, কিন্তু আপনি আজ আমার যে উপকার করিলেন, তাহাতে আপনাকে আমার পরিচয় প্রদান না করিলে অত্যন্ত অকৃতজ্ঞের ন্যায় কাজ হইবে। আপনার নিকট আমি কোন কথা লুকাইব না। আমি এক রাজার কন্যা। এক জন দস্যু আমার পিতাকে সিংহাসন হইতে বিতাড়িত করিয়া, তাঁহার প্রাণসংহার করে, তাঁহার সিংহাসনও হরণ করে; আমি আত্মরক্ষার উপায় না দেখিয়া পলায়ন করিলাম।"

রাক্ষস-বন্দিনী রাজকন্যার আত্মকাহিনী

খোদাদাদ রাজকন্যার প্রকৃত পরিচয় জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া, তাঁহাকে আমূল ইতিহাস বলিতে অনুরোধ করিলেন। রাজকন্যা বলিতে লাগিলেন, "দরিয়াবাদ নামে একটি সুবৃহৎ দ্বীপ আছে। সেই দ্বীপের অধীশ্বর যেমন ধনবান্, সেইরূপ ধার্ম্মিক; সংসারে তাঁহার কোনই অভাব ছিল না; কিন্তু তিনি পুত্ররত্ন হইতে বঞ্চিত ছিলেন। রাজা খোদার নিকট বহু প্রার্থনা করিলেন, অবশেষে রাণীর গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পাইল; কিন্তু এই গর্ভে পুত্র হইল না, একটি কন্যা-সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল।

"আমি সেই দুর্ভাগিনী রাজকন্যা। আমার জন্মে পিতার মনে আনন্দের সঞ্চার না হইয়া দুঃখই হইল। তিনি আল্লার দানে উপেক্ষা প্রকাশ করিলেন না, আমাকে যথারীতি শিক্ষা দান করিতে লাগিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর যাহাতে আমি তাঁহার সিংহাসন অধিকার করিয়া, রাজ্যশাসনে ও প্রজাপালনে সমর্থ হই, আমি বাল্যকাল হইতে তদুপযুক্ত শিক্ষালাভ করিতে লাগিলাম।

"এক দিন আমার পিতা শিকারে বহির্গত হইয়া, একটি বন্য গর্দ্দভ দেখিতে পাইলেন, তাহাকে ধরিবার জন্য তাহার পশ্চাতে অশ্ব পরিচালন করিলেন, তাঁহার সঙ্গিগণ তাঁহার অনুসরণ করিতে পারিল না। রাজা গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিলেন, অবশেষে সন্ধ্যাকালে গর্দ্দভ তাঁহার দৃষ্টিপথের অন্তরালে কোথায় অদৃশ্য হইল, তাহা তিনি অনুভব করিতে পারিলেন না। বৃক্ষচূড়ায় রাত্রি অতিবাহিত করিবার অভিপ্রায়ে তিনি বৃক্ষে আরোহণ করিলেন, বৃক্ষশাখার ভিতর দিয়া অদূরস্থিত একটি আলোক তাঁহার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল, রাজা সেই আলোক দেখিয়া বুঝিলেন, নিকটেই কোন আরণ্য-গ্রাম আছে। সেই গ্রামে কাহারও গৃহে রাত্রির জন্য আশ্রয়লাভের আশায় তিনি বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া, সেই আলোক লক্ষ্য করিয়া যাত্রা করিলেন।

দিশেহারা রাজার অনুসরণ

"সেই আলোকের নিকটে আসিয়া তিনি যে দৃশ্য দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তিনি দেখিলেন, একটা কৃষ্ণবর্ণ বিকটাকার রাক্ষস একটা প্রকাণ্ড ষাঁড় অগ্নিকুণ্ডে দগ্ধ করিয়া তাহার মাংস ভক্ষণ করিতেছে, রাক্ষসটার নিকটে একটা মদের জালা। আমার পিতা অদূরবর্ত্তী কুটীরের দিকে দৃষ্টিপাতমাত্র দেখিতে পাইলেন, একটি পরমসুন্দরী যুবতী হতাশভাবে নতদৃষ্টিতে বসিয়া আছে, তাহার দুই হাত দৃঢ়রূপে আবদ্ধ। যুবতীর পদতলে দুই তিন বৎসর-বয়স্ক একটি শিশু। শিশুটি মাতার বিপদ্ বুঝিতে পারিয়া অবিশ্রান্ত ক্রন্দন করিতেছে, এবং তাহার ক্রন্দনশব্দে নৈশাকাশ প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

"এই দৃশ্য দেখিয়া পিতা বড়ই ব্যথিত হইলেন। তিনি প্রথমে মনে করিলেন, রাক্ষসটাকে তৎক্ষণাৎ আক্রমণ করিয়া তাহাকে নিহত করিবেন, কিন্তু তিনি বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, রাক্ষসটা যেরূপ বলবান্, তাহাতে তাহার সহিত সম্মুখযুদ্ধ করা অসম্ভব, সুতরাং তিনি রাক্ষসের অলক্ষ্যে থাকিয়া তাহার প্রাণ-সংহারের সংকল্প স্থির করিলেন। রাক্ষসটা ইতিমধ্যে আধখানা ষাঁড় ও এক জালা মদ উদরস্থ করিয়া, সুন্দরীর দিকে ফিরিল এবং তাহাকে আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিল, 'ওগো মধুরহাসিনী রাজকন্যে, যদি তুমি ভাল চাও ত আমাকে ভজনা কর, আমাকে ভজনা না করিলে তোমার প্রাণরক্ষা হইবে না। যদি আমাকে ভালবাসিতে পার, তাহা হইলেই পরমসুখে তোমার কাল কাটিবে।' রাজকন্যা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, 'ওরে হতভাগা রাক্ষস, তুই কি মনে করিয়াছিস্, আমি প্রাণের ভয়ে তোর হস্তে আমার অমূল্যনিধি সতীত্বরত্ন প্রদান করিব? তুই আমার উপর যতই অত্যাচর করিস্—চিরদিনই আমি তোকে ঘৃণা করিব।'—'বটে রে হারামজাদি, তবে দেখ, কিরূপে তোর শাস্তি দিই।'—বলিয়া রাক্ষসটা সেই যুবতীর কেশরাশি বামহস্তে সজোরে আকর্ষণ করিয়া, তাহার শিরশ্ছেদনের জন্য দক্ষিণ হস্তে খড়্গ উঠাইল। রাজা দেখিলেন, মুহূর্ত্তমধ্যে যুবতীর প্রাণ নষ্ট হয়, তিনি অদূরে দণ্ডায়মান ছিলেন, রাক্ষসের বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া, একটি সুতীক্ষ্ণ তীর নিক্ষেপ করিলেন; দেখিতে দেখিতে রাক্ষস গতজীবন হইয়া ভূমিতলে নিপতিত হইল।


সুন্দরী-সংহারোদ্যত রাক্ষস

রাক্ষস-সংহার

"আমার পিতা তখন কুটীরে প্রবেশ করিয়া, যুবতীর হস্তের বন্ধন মোচন করিলেন। যুবতীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে যুবতী বলিলেন, 'মহাশয়, সমুদ্রতীরে কতকগুলি সারাসানিজাতীয় মনুষ্য আছে, তাহাদের

রাজার সহিত আমার বিবাহ হয়, যে রাক্ষসটাকে আপনি এইমাত্র নিহত করিলেন, এ তাঁহার এক জন কর্ম্মচারী ছিল। হতভাগা আমার রূপ দেখিয়া কামানলে দিবারাত্রি দগ্ধ হইতেছিল। এক দিন কোন নির্জ্জন স্থানে সে আমাকে আমার পুত্রের সহিত দেখিতে পাইয়া, আমাদের চুরি করিয়া লইয়া পলায়ন করিল, আমার স্বামীর রাজ্য ছাড়িয়া বহুদূরবর্ত্তী অরণ্যে এই কুটীরের মধ্যে আমাকে লইয়া আসিল।

সুন্দরী-উদ্ধারের ধন্যবাদ

'এখানে আসিয়া সে প্রতিনিয়তই আমাকে তাহার কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য অনুরোধ করিত, কিন্তু আমি কোন দিন তাহার প্রস্তাবে কর্ণপাত করি নাই, অধিক কি, তাহার সেই কুৎসিত প্রস্তাব শুনিয়া আমি তাহাকে অতি কর্কশভাষায় তিরস্কার করিতাম, কিন্তু সে কোন দিন আমার প্রাণনাশের চেষ্টা করে নাই, আজ বোধ হয়, সে কাম ও ক্রোধে অধীর হইয়াই আমার প্রাণসংহারে উদ্যত হইয়াছিল। আমি জানিতাম, তাহার ন্যায় দুরাচারের হস্ত হইতে আমার পরিত্রাণ নাই, কিন্তু আমি জীবন অপেক্ষা আমার সতীত্বনাশের ভয় অধিক করিতাম।

'মহাশয়, ইহাই আমার জীবনের ইতিহাস। আশা করি, আমার ন্যায় উপায়হীন অনাথাকে আপনি রক্ষা করিয়া অতি মহতের ন্যায় কার্য্য করিয়াছেন।' আমার পিতা বলিলেন, 'আপনার উপকার করিতে পারিয়া আমি ধন্য হইলাম। আপনার দুঃখের কাহিনী শুনিয়া আমার সহানুভূতির উদ্রেক হইয়াছে, কিন্তু অতঃপর আর আপনাকে দুঃখময় জীবন বহন করিতে হইবে না। রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র আপনাকে লইয়া আমি দরিয়াবাদ সহরে যাত্রা করিব। আমি সেখানকার রাজা। আপনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে আমার প্রাসাদেই আপনার স্বামীর আগমনকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারেন।'

"যুবতী আমার পিতার প্রস্তাবেই সম্মত হইল। অরণ্যের বাহিরে আসিতেই আমার পিতার অনুচরবর্গের সহিত পিতার সাক্ষাৎ হইল। অনুচরবর্গ পিতাকে অরণ্যের ভিতর হইতে একটি যুবতীকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইতে দেখিয়া মহা বিস্মিত হইয়া পড়িল। পিতা কর্ম্মচারিগণকে রমণীর পরিচয় প্রদান করিলেন এবং তাঁহার আদেশে একজন কর্ম্মচারী যুবতীর ও অন্য একজন তাঁহার শিশু পুত্রের ভার গ্রহণ করিয়া, রাজধানীর অভিমুখে ধাবিত হইল।

"সারাসানের রাজ্ঞীকে পিতা প্রাসাদের একটি কক্ষ প্রদান করিলেন। তিনি সেখানে বাস করিতে লাগিলেন। আমার পিতা তাঁহার পুত্রের শিক্ষারও সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন। প্রথমতঃ কয়েক দিন যুবতী তাঁহার স্বামীর সংবাদ জানিবার জন্য বড় উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন, কিন্তু পরে আমার পিতার ক্রমাগত আদরযত্নে তাঁহার সেই উৎকণ্ঠা বিদূরিত হইল। অবশেষে তিনি আর তাঁহার স্বামীর নিকট যাইবার জন্য কিছুমাত্র আগ্রহ বা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিতেন না।

যুবক-প্রেমিকের ঔদ্ধত্য

"কয়েক বৎসর এই ভাবে যাপনের পর, এই রমণীর পুত্র যৌবনপথে পদার্পণ করিল। তাহার রূপ ও গুণ দেখিয়া আমার পিতা তাহার পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, তিনি আমাকে সেই যুবকের হস্তে সমর্পণ করিয়া, তাঁহার উত্তরাধিকারিত্বে অভিষিক্ত করেন। যুবক অতি অল্পদিনের মধ্যে পিতার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিল, রাজ্যের সকলে তাহাকে রাজপুত্রের ন্যায় খাতির ও সম্মান করিতে লাগিল। অহঙ্কারে দুঃখিনী নারীর পুত্রের হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। এক দিন সে আমাকে বলিয়া বসিল, 'রাজকন্যা, তোমার বৃদ্ধ পিতা আমার হস্তে তোমাকে সম্প্রদান করিতে এত বিলম্ব করিতেছেন কেন? আমি আর অধিক বিলম্ব করিতে পারি না।'

পিতৃহন্তার বিবাহ-প্রস্তাব

"তাহার এই প্রকার চারিত্রিক[illegible] পরিচয় পাইয়া, আমার পিতা তাহার উপর বিরক্ত হইলেন, কিন্তু তিনি বিবাহ প্রস্তাব না করিয়া তাহাকে জানাইলেন, তাহার সহিত আমার বিবাহের জন্ত তিনি প্রস্তুত হন নাই, আমার জীবনের অন্তরূপ উদ্দেশ্য আছে। এই উত্তরে উদ্ধত যুবক মহা বিরক্ত হইয়া পিতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিল এবং সকল উপকার, সকল কৃতজ্ঞতা বিস্মৃত হইয়া, দুরাচার আমার বৃদ্ধ পিতার প্রাণসংহার করিয়া, তাঁহার সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিল, তাহার পর আমাকে বিবাহ করিতে সংকল্প করিল। এমন কি, আমি তাহাকে বিবাহ না করিলে সে আমার প্রাণসংহার করিবে, তাহাও জানাইল। আমি অতি কষ্টে নরাধমের কবল হইতে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে সমর্থ হইলাম। যখন নরাধম আমার পিতার প্রাণসংহারে ব্যস্ত ছিল, সেই সময় বৃদ্ধ উজীর আমাকে তাঁহার একটি বন্ধুর গৃহে লুকাইয়া রাখিলেন। তাহার পর একখানা জাহাজ সেই দ্বীপে উপস্থিত হইলে আমি সেই জাহাজে আরোহণ করিয়া, পিতৃরাজ্য পরিত্যাগ করিলাম। পিতার উজীর ও একজন দাসী আমার সঙ্গে চলিল।

"উজীরের ইচ্ছা ছিল, তিনি নিকটবর্ত্তী কোন রাজার রাজ্যে উপস্থিত হইয়া, তাহাদের সাহায্য গ্রহণ করিয়া আমার পিতার রাজ্য উদ্ধার করেন, কিন্তু খোদার ইচ্ছা অন্তরূপ, তাহা কয়েক দিনের মধ্যেই আমরা বুঝিতে পারিলাম। কয়েক দিনের মধ্যেই আমাদের জাহাজ ঝটিকাবেগে বিধ্বস্ত হইয়া একটি পর্ব্বতের উপর মহা বেগে নিপতিত হইল, জাহাজ শত খণ্ডে চূর্ণ হইয়া গেল, উজীর ও আমার পরিচারিকা সমুদ্রগর্ভে নিমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। আমি হতচেতন হইয়া পড়িলাম; স্রোতেই ভাসিয়া চলিলাম কি ভগ্নকাষ্ঠখণ্ডের উপরই আশ্রয় লইলাম, তাহা আমার স্মরণ নাই; কিন্তু আল্লা আমাকে নূতন বিপদে ফেলিবার জন্ত আমার প্রাণ রক্ষা করিলেন, আমি জলমগ্ন হইলাম না। জ্ঞানসঞ্চার হইলে দেখিলাম, আমি সমুদ্রতীরে পড়িয়া আছি।

"দুর্ভাগ্যের তাড়নাতেই আমরা আল্লার প্রতি অভিশাপ প্রদান করি, তাঁহার উপর পক্ষপাতের আরোপ করি। আমি জ্ঞানলাভ করিয়াই, তিনি কেন আমার এমন অসহায় অবস্থায় প্রাণরক্ষা করিলেন, বলিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে লাগিলাম, আমার উজীর ও দাসীকে আমার অপেক্ষা লক্ষগুণে সৌভাগ্যশালী বলিয়া মনে হইল। আমি উপায়ান্তর না দেখিয়া, সমুদ্রগর্ভে নিপতিত হইয়া প্রাণত্যাগের উদ্যম করিতেছি, এমন সময় আমার পশ্চাতে বহুলোকের ও অনেক অশ্বের চীৎকার শ্রবণ করিলাম। আমি

রূপবান্ বীরের আশ্বাস

পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম, বহুসংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্ত, সেই অসংখ্য অশ্বারোহী সৈন্তের মধ্যে একটি সুসজ্জিত বলবান্ যুবক অশ্বারোহীকে দেখিবামাত্র তাহাদিগের পরিচালক বলিয়া বুঝিতে পারিলাম। যুবকটি যেমন রূপবান্, তেমনই গুণমণ্ডিত বলিয়া বোধ হইল। তিনি কয়েকজন অনুচরকে আমার পরিচয় জানিবার জন্ত আমার নিকট প্রেরণ করিলেন, আমি কোন উত্তর দান করিতে পারিলাম না, কেবল অশ্রুধারায় ধরাতল সিক্ত করিতে লাগিলাম। যুবক বলিলেন, 'আমি জাহাজ ভাজিয়াই এখানে এমন অসহায় অবস্থায় নিপতিত হইয়াছি।' কর্ম্মচারিগণ প্রশ্নের উপর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া, আমাকে বিরক্ত করিয়া তুলিল, কিন্তু তাহারা একটাও উত্তর পাইল না। তাহারা জানাইল, 'আমি আমার পরিচয় প্রদান করিলে রাজা মহাশয় আমাকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিতে পারেন।'

"কর্ম্মচারিগণ আমার নিকট কোন কথা বিদিত হইতে পারিলেন না দেখিয়া, রাজা স্বয়ং আমার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, কর্ম্মচারিগণকে আমাকে বিরক্ত করিতে নিষেধ করিয়া, তিনি মধুরস্বরে স্বয়ং বলিলেন, 'সুন্দরি, আমি আপনাকে অনুরোধ করিতেছি, আপনি বিলাপ ত্যাগ করুন। আল্লা আপনার উপর

নির্দ্দয় হইয়াছেন ভাবিয়া আপনি এ ভাবে আত্মনিগ্রহ করিবেন না, আপনি ধৈর্য্যাবলম্বন করুন। এ জীবনের সুখ-দুঃখ নিত্য পরিবর্ত্তনশীল; এই আছে, এই নাই। আপনি দুঃখে পড়িয়া জীবন বিড়ম্বনাপূর্ণ জ্ঞান করিতেছেন; কিন্তু আল্লা আপনাকে একমুহূর্ত্ত পরেই সুখী করিতে পারেন। আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রাসাদে বাস করিতে সম্মত হন, তাহা হইলে আমি মহা আনন্দে আপনাকে আমার গৃহে আশ্রয় প্রদান করিতে পারি। আপনি আমার প্রাসাদে আমার জননীর নিকট বাস করিবেন, তিনি অতি দয়াবতী রমণী, আপনার দুঃখ, ক্ষোভ, বেদনা দূর করিবার জন্য তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন।'

সুন্দরী-পরিণয়ের সৌভাগ্য

"আমি রাজাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া, তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। তাঁহার আতিথ্যের যে আমি নিতান্ত অযোগ্য নহি, তাহা জ্ঞাপনের জন্য আমি তাঁহাকে আমার পরিচয় বলিলাম। আমার দুর্ভাগ্য ও বিপদের কথা শুনিয়া, রাজা ও তাঁহার কর্ম্মচারিগণ বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিলেন। আমার প্রতি সহানুভূতি-ভরে সকলেরই হৃদয় বিগলিত হইল। রাজা আমাকে প্রাসাদে আনিয়া, তাঁহার জননীর হস্তে সমর্পণ করিলে, রাজ-মাতা আমার শোচনীয় কাহিনী শ্রবণ করিয়া, কত যে দুঃখ করিতে লাগিলেন, তাহার সীমা নাই। কিছুদিনের মধ্যেই রাজা আমার প্রেমে বিভোর হইয়া উঠিলেন, তিনি আমাকে তাঁহার সিংহাসনভাগিনী করিবার জন্য প্রবল আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমি সর্ব্বদা বিপজ্জালে বিজড়িত থাকায় প্রেমের প্রতাপ হইতে অব্যাহত ছিলাম, কিন্তু রাজা আমার প্রতি যে দয়া প্রদর্শন করিয়াছিলেন, আমি তাঁহার নিকট যেরূপ কৃতজ্ঞ ছিলাম, তাহার জন্য আমি তাঁহার অনুরোধে সকলই করিতে পারিতাম, তাঁহাকে সুখী করিবার জন্য আমি তাঁহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইলাম। মহাসমারোহে আমাদের বিবাহ হইয়া গেল।

"বিবাহের উৎসব চলিতেছে, এমন সময় একদিন রাত্রিতে আমাদের রাজ্যের সন্নিকটবর্ত্তী এক রাজ্যের রাজা সসৈন্যে আমাদের রাজধানীতে নিপতিত হইল। এই রাজার পরিচয়ে জানিলাম, তিনি জাঞ্জিবার রাজ্যের রাজা। তিনি রাজধানী আক্রমণ করিয়া আমার স্বামীর প্রজাগণকে নিহত করিলেন। আমরাও তাহার অস্ত্র হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিতাম না, কিন্তু সৌভাগ্য বশতঃ আমরা প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে সমর্থ হইলাম। সমুদ্রকূলে দ্রুতবেগে উপস্থিত হইয়া, আমরা একখানি জেলে-ডিঙ্গীতে আরোহণ করিলাম। সেই ডিঙ্গীতে আরোহণ করিয়া আমরা দুই দিন অনন্ত সমুদ্রে ভাসিয়া চলিলাম; কোথায় চলিলাম, কোন্ দিকে চলিলাম, তাহা কিছুই জানিলাম না।

জলদস্যু-কবলে সুন্দরী

তৃতীয় দিনে আমরা সমুদ্রের মধ্যে কিছু দূরে একখানি জাহাজ দেখিতে পাইলাম; ভাবিলাম, হয় ত ইহা কোন সদাগরী জাহাজ হইবে, এই জাহাজে উঠিয়া উদ্ধার লাভ করিতে পারিব ভাবিয়া, আমাদের মনে যৎপরোনাস্তি আনন্দের সঞ্চার হইল। কিন্তু জাহাজখানি আমাদের নৌকার নিকটবর্ত্তী হইলে আমাদের আনন্দ বিষাদে পরিণত হইল; দেখিলাম, জাহাজের উপর দশ বারো জন সশস্ত্র জলদস্যু রহিয়াছে; তাহারা আমাদিগকে দেখিতে পাইবামাত্র আমাদের নৌকা আক্রমণ করিল, এবং আমাকে ও আমার স্বামীকে বন্ধন করিয়া জাহাজের উপর লইয়া গেল। সেখানে দুরাচার দস্যুগণ বলপ্রয়োগে আমার অবগুণ্ঠন মোচন করিল, আমার রূপ দেখিয়া তাহারা যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইল। দস্যুগণের প্রত্যেকেই আমাকে লাভ করিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিল, ক্রমে তাহাদের চঞ্চলতা বিবাদে পরিণত হইল, অন্যকে বঞ্চিত করিয়া আমাকে হস্তগত করিবার আশায় তাহারা উন্মত্তের ন্যায় যুদ্ধ করিতে লাগিল।

"জাহাজের উপর ক্রমে এক একটি করিয়া বহুসংখ্যক মৃতদেহ পুঞ্জীকৃত হইল, কিন্তু দস্যুদলের বিবাদ মিটিল না। অবশেষে একজন ভিন্ন সকলেই বাহুযুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিল। যে ব্যক্তি অবশিষ্ট রহিল, সে আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, 'সুন্দরি, তুমি এখন আমার, আমি তোমাকে কায়রো নগরে লইয়া যাইব। সেখানে আমার একটি বন্ধু বাস করেন, তাঁহাকে একটি সুন্দরী দাসী প্রদানের জন্য অনেক দিন হইতে প্রতিশ্রুত আছি, আমি তোমাকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিব। কিন্তু তোমার সঙ্গের এই লোকটি কে? তোমার সহিত ইহার সম্বন্ধ কি?'—আমি সেই দস্যুকে বলিলাম, 'মহাশয়, ইনি আমার স্বামী',—দস্যু বলিল, 'তাহা হইলে আমি দয়া করিয়া উহাকে ছাড়িয়া দিব। তোমার স্বামী যে তোমাকে অন্যের দাসীবৃত্তি করিতে দেখিবে, ইহা তাহার সহ্য হইবে না। যাহাতে তাহাকে তাহা না দেখিতে হয়, আমি তাহার উপায় করিতেছি।' নরপিশাচ দস্যু এই কথা বলিয়া আমার স্বামীকে জাহাজের উপর হইতে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিল!

সুন্দরী-লাভে দস্যুগণের দ্বন্দ্বযুদ্ধ

"আমি ক্রোধে, দুঃখে ও ভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলাম। দুরাচার যদি আমাকে বাধা প্রদান না করিত, তাহা হইলে আমিও আমার স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে জলে পড়িতাম, কিন্তু পাষণ্ড আমাকে জাহাজের মাস্তুলের সহিত দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া রাখিল।

"কয়েকদিন পরে সেই দস্যুর জাহাজ একটি বন্দরে উপস্থিত হইল। আমরা তীরে অবতরণ করিলাম, দস্যু আমাকে নগরমধ্যে লইয়া গেল, সেখানে সে উষ্ট্র, শিবির, বস্ত্রাবাস, দাসদাসী প্রভৃতি ক্রয় করিয়া, কায়রো অভিমুখে যাত্রা করিল। আমাকেও সঙ্গে লইয়া চলিল।

"আমরা এই কৃষ্ণ মর্ম্মর-প্রাসাদের নিকটবর্ত্তী পথ দিয়া অগ্রসর হইতেছিলাম, ইতিমধ্যে ঐ কৃষ্ণবর্ণ রাক্ষসটা তাহার প্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া, আমাদের নিকটে উপস্থিত হইল। সে তাহার খড়্গ আন্দোলিত করিয়া দস্যুকে আত্মসমর্পণের আদেশ করিল। দস্যুর হৃদয়ে সাহসের অভাব ছিল না, সে ও তাহার অনুচরবর্গ রাক্ষসটাকে আক্রমণ করিল, কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই অনুচরবর্গের সহিত দস্যু রাক্ষসের হস্তে প্রাণত্যাগ করিল। দস্যুর মৃতদেহ ও আমার সজীব দেহ বহন করিয়া রাক্ষস তাহার প্রাসাদে প্রবেশ করিল। প্রথমে সে দস্যুর দেহ ভক্ষণ করিয়া, তাহার ক্ষুধা-শান্তি করিল, তাহার পর আমাকে বলিল, 'সুন্দরি, তোমাকে আর আমি বিনাশ করিতে চাহি না; দেখিতেছি, তুমি রূপলাবণ্যবতী। আমি তোমাকে ভালবাসিব, তুমি আমার শয্যাসঙ্গিনী হও, তোমার কোন অভাব থাকিবে না, খুব সুখী হইবে। কাল পর্য্যন্ত আমি তোমাকে চিন্তা করিবার সময় দিলাম। যদি তুমি আমার প্রস্তাবে সম্মত না হও, তাহা হইলে আমি তোমার প্রাণবধ করিব।'—রাক্ষস আমাকে একটি কক্ষে লইয়া গিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখিল। পরদিন সে কতকগুলি পথিকের সন্ধান পাইয়া, তাহাদিগকে ধরিবার জন্য ধাবিত হইল, তাহার পরই আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ—রাক্ষস ফিরিয়া আসিলে যুদ্ধে তাহাকে আপনি নিহত করিয়া, আমার উদ্ধারসাধন করিলেন।"

রাজনন্দিনী রাক্ষস-বন্দিনী

খোদাদাদ সকল কথা শুনিয়া যুবতীকে বলিলেন, "আপনার দুঃখময়ী কাহিনী শ্রবণ করিয়া, আমি বড় ব্যথিত হইলাম, এই রাজপুত্রগণ তাঁহাদের পিতার প্রাসাদে আপনাকে আশ্রয়দান করিতে চাহিতেছেন; এ প্রস্তাব আমি সঙ্গত বোধ করিতেছি। এই রাজা অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ ও পরোপকারী, তাঁহার আশ্রয়ে আপনার কোন বিপদের আশঙ্কা থাকিবে না। যদি আমাকে বিবাহ করিতে আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে আমি পরমানন্দে আপনার পাণিগ্রহণ করিব। এখনই আমাদের বিবাহ হইবে, রাজপুত্রগণ

এই বিবাহের সাক্ষী হইবেন।" রাজপুত্রগণ খোদাদাদের প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলে সেখানেই খোদাদাদের সহিত যুবতীর বিবাহ হইয়া গেল।

বিবাহের পরে সকলেই আহারে বসিলেন, সকলেই উদর পূর্ণ করিয়া নানাপ্রকার খাদ্যদ্রব্য আহার করিলেন। রাক্ষসের ভাণ্ডারে মদের অভাব ছিল না, যে যত পারিল, মদ খাইল। তাহার পর অবশিষ্ট খাদ্যদ্রব্য খুঁজিয়া লইয়া ও প্রাসাদস্থ সমস্ত দ্রব্য লুণ্ঠন করিয়া, রাজপুত্রগণ তাঁহাদের পিতার রাজ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কয়েক দিন পথভ্রমণের পর রাজধানী হইতে এক দিনের পথ থাকিতে তাঁহারা শিবির সংস্থাপন করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। সঙ্গে যে মদ অবশিষ্ট ছিল, এখানে তাঁহারা তাহা নিঃশেষ করিয়া ফেলিলেন। সকলের পানাহার শেষ হইলে খোদাদাদ রাজপুত্রগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "রাজপুত্রগণ, আমি আজ তোমাদিগের নিকট নিজ পরিচয় প্রদান করিব, আমি আর আত্মগোপন করা আবশ্যক বিবেচনা করি না। আমিও তোমাদের ন্যায় রাজপুত্র, তোমাদেরই বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। আমি আমার পিতৃব্য সামের রাজের রাজ্যে প্রতিপালিত হইয়াছি, আমার মাতার নাম ফিরোজা বেগম।"

বীরগলে প্রেমের বিজয়-মাল্য

অনন্তর খোদাদাদ দরিয়াবাদের রাজপুত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমি তোমার নিকট পূর্ব্বে আমার জন্মরহস্য ভেদ করি নাই, এজন্য তুমি আমাকে মার্জ্জনা কর। হয় ত তুমি আমাকে তোমার বংশমর্য্যাদার উপযুক্ত স্বামী বলিয়া বিবেচনা করিতে পার নাই।" রাজপুত্রী বলিলেন, "না না, তুমি এরূপ কথা মনে করিও না, তোমাকে পাইয়া আমি কত সুখী হইয়াছি, তাহা আল্লাই জানেন; এখন জানিলাম, তুমি রাজপুত্র। আমার মনে আর কোন আক্ষেপ নাই। তুমি যে কোন দেশের রাজপুত্র, তাহা তোমার সাহস দেখিয়া আমি পূর্ব্বেই অনুমান করিয়াছিলাম।"

খোদাদাদের প্রতি দরিয়াবাদ-রাজতনয়ার প্রেম, আদর ও যত্ন দেখিয়া অন্যান্য রাজপুত্রগণের ঈর্ষার সঞ্চার হইল। রাত্রে খোদাদাদ বিশ্রামার্থ শয়নমন্দিরে প্রবেশ করিলে রাজপুত্রগণ একত্র মিলিত হইয়া, তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্র করিতে লাগিল। তাহারা খোদাদাদের নিকট কতদূর কৃতজ্ঞ, তাহা বিস্মৃত হইয়া খোদাদাদের প্রাণবধের চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহারা বলিল, "ইহার প্রাণবধ না করিলে আর আমাদের মঙ্গল নাই। রাজা যে দিন শুনিবেন, খোদাদাদ তাঁহারই এক জন মহিষীর গর্ভজাত সন্তান, খোদাদাদ বাহুবলে রাক্ষসের প্রাণসংহার করিয়া আমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছে, সেই দিনই পিতা আদরে ও যত্নে খোদাদাদকে মাথায় তুলিবেন, এবং তাহাকেই সিংহাসন দান করিবেন। এখনই খোদাদাদের ক্ষমতা রাজ্যমধ্যে অসীম; সকলেই তাহার পক্ষ। অতঃপর সকলে যদি জানিতে পারে, সে আমাদেরই এক জন ভ্রাতা, তাহা হইলে আমাদের আর কি আশা বর্ত্তমান থাকিবে?" এই প্রকার তর্কবিতর্ক করিয়া দুরাচারেরা নিদ্রিত খোদাদাদকে আক্রমণ করিয়া, তাঁহার দেহের উপর অসংখ্য অস্ত্রাঘাত করিল, এবং তাঁহার ইহলীলা-সাঙ্গ হইয়াছে বিবেচনা করিয়া, তাঁহাকে ও তাঁহার নবপরিণীতা পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া, পিতৃরাজধানী অভিমুখে ধাবিত হইল।

কৃতজ্ঞতার প্রতিশোধ

পুত্রগণকে নিরাপদে রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিতে দেখিয়া, রাজা অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তিনি তাহাদিগের বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কেহই প্রকৃত কথা প্রকাশ করিল না। রাক্ষস বা খোদাদাদ-সম্বন্ধে রাজাকে তাহারা একটা কথাও জানাইল না। তাহারা বলিল, বিভিন্ন দেশ দর্শনে ব্যস্ত থাকায় রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিতে তাহাদের বিলম্ব হইয়া গিয়াছে।

এ দিকে খোদাদাদ মৃতবৎ তাঁহার শিবিরে নিপতিত রহিলেন, রক্তস্রোতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ভাসিতে লাগিল। খোদাদাদের পত্নী স্বামীর অবস্থা দেখিয়া করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন ; সংজ্ঞাহীন স্বামীর দেহ ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া, সেই নির্জ্জন প্রদেশে কত কাঁদিলেন, তাহা বর্ণনা করা যায় না। তিনি খোদাদাদের কৃতঘ্ন ভ্রাতাগণের উপর অভিসম্পাত করিতে লাগিলেন।

কিন্তু তখনও খোদাদাদের প্রাণবিয়োগ হয় নাই। যুবতী খোদাদাদের নিশ্বাস-প্রশ্বাসে তাহা বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ অদূরবর্ত্তী নগরাভিমুখে ধাবিত হইলেন। নগরে উপস্থিত হইয়া তিনি একজন চিকিৎসকের সন্ধান করিতে লাগিলেন। সৌভাগ্যক্রমে অল্প চেষ্টাতেই চিকিৎসক মিলিল। চিকিৎসকের সহিত তিনি শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, কিন্তু শিবির শূন্য! খোদাদাদের রক্তাক্ত দেহ কোথাও পাওয়া গেল না।



আহত স্বামি-ক্রোড়ে সাধ্বী

খোদাদাদকে তিনি যে ভাবে দেখিয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে তখন তাঁহার উত্থানশক্তি ছিল না ; সুতরাং যুবতী মনে করিলেন, নিশ্চয়ই কোন হিংস্র জন্তুতে তাঁহাকে গ্রাস করিয়াছে। রাজকন্যা আবার কাঁদিতে লাগিলেন, তাঁহার সে বিলাপে পাষাণও বিদীর্ণ হয়। চিকিৎসকের হৃদয় খোদাদাদের পত্নীর দুঃখে বিগলিত হইল, তিনি তাঁহাকে সেই নির্জ্জনস্থানে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে অনিচ্ছুক হইলেন, তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া নগরে গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, এবং তাঁহাকে আশ্রয়দানে প্রতিশ্রুত হইলেন।

খোদাদাদের পত্নীকে অবশেষে অগত্যা এই প্রস্তাবে সম্মত হইতে হইল। চিকিৎসক তাঁহাকে নিজের গৃহে লইয়া আসিলেন, তাঁহার প্রতি আদর-যত্নের কোন ত্রুটি হইল না। চিকিৎসক তাঁহাকে নানাবিধরূপে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন, কিন্তু সান্ত্বনায় কোন ফল হইল না, বরং রমণীর শোকাবেগ তাহাতে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। অবশেষে চিকিৎসক এক দিন বলিলেন, "আপনার দুঃখের কারণ কি, তাহা আমাকে খুলিয়া বলুন, সকল কথা শুনিলে হয় ত আমি আপনার কোন উপকার করিতে পারিব। কেবল বিলাপ ও আক্ষেপে কোন ফললাভের আশা নাই।"

প্রতিহিংসার পরামর্শ

খোদাদাদের স্ত্রী চিকিৎসকের নিকট তাঁহার বিপদের কথা আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিলেন। চিকিৎসক বলিলেন, "তাহা হইলে আপনি অনর্থক এ ভাবে শোক করিবেন না, যাহারা আপনার স্বামীর প্রতি এই প্রকার পৈশাচিক অত্যাচার করিয়াছে, তাহাদিগকে ইহার প্রতিফল প্রদানের চেষ্টা করুন। আমি আপনার

সঙ্গে খোদাদাদের পিতার রাজধানীতে উপস্থিত হইতে পারি। আমার বিশ্বাস, তিনি সুবিচার করিবেন।" খোদাদাদের পত্নী চিকিৎসকের এই প্রস্তাব সঙ্গত জ্ঞান করিয়া, চিকিৎসকের সহিত রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

একটি সরায়ে উপস্থিত হইয়া, খোদাদাদের পত্নী ও চিকিৎসক রাজ্যের নূতন সংবাদ কি, তাহা জানিবার জন্য কয়েক জন লোককে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা বলিল, "রাজ্যের মধ্যে বড় গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে, আমাদের রাজার একটি পুত্র ছিলেন, তিনি নিরুদ্দেশ হইয়াছেন, তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য অনেক চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু কোন চেষ্টাই সফল হয় নাই। এই রাজপুত্র ছদ্মবেশে রাজার চাকুরী করিতেন, তিনি রাজার ফিরোজা বেগমের পুত্র। এই রাজপুত্রের জন্য সকলেই বড় দুঃখিত, তাঁহার অনেক গুণ ছিল; রাজার বিভিন্ন মহিষীর গর্ভজাত আরও উনপঞ্চাশটি পুত্র রহিয়াছে, তাহারা কেহই গুণে বীরত্বে খোদাদাদের তুল্য নহে। রাজা পুত্রশোকে বড়ই কাতর হইয়াছেন। সকলেরই অনুমান, খোদাদাদ প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, নতুবা তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইত।" রাজ্য বিশৃঙ্খল

চিকিৎসক সকল কথা শুনিয়া, খোদাদাদের পত্নীকে ফিরোজা বেগমের সহিত সাক্ষাৎ করিবার পরামর্শ দান করিলেন। কিন্তু পাছে অন্যান্য রাজপুত্র তাঁহার অভিসন্ধি বুঝিয়া তাঁহাকে কোন বিপদে ফেলেন, এই ভয়ে চিকিৎসক তাঁহাকে সেই সরায়ে কয়েক দিন গোপনে বাস করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া, স্বয়ং রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইয়া সকল ঘটনা জানিয়া আসিবার ইচ্ছা করিলেন।

প্রাসাদসন্নিকটে উপস্থিত হইয়া চিকিৎসক দেখিলেন, এক জন সম্ভ্রান্ত রমণী একটি অশ্বতরে আরোহণ করিয়া পথ দিয়া যাইতেছেন। অশ্বতরটি সুসজ্জিত, রমণীর সঙ্গে বহুসংখ্যক কাফ্রিদাস। রমণীকে দেখিয়া পথিপ্রান্তস্থ লোকরা অবনত-মস্তকে তাঁহাকে অভিবাদন করিতেছে। চিকিৎসকও সেই রমণীকে [illegible] অভিবাদন করিলেন; তাহার পর তাঁহার নিকটবর্তী এক জন ফকিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইনি কি বেগম?" ফকির বলিল, "হাঁ ভাই, ইনি এক জন বেগম, খোদাদাদের জননী বলিয়া লোকে ইঁহার প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করে, খোদাদাদের রূপ-গুণের কথা অবশ্যই তোমার অজ্ঞাত নহে।" বেগমের বন্দনা

চিকিৎসক আর কোন কথা না বলিয়া ফিরোজা বেগমের অনুসরণ করিলেন। ফিরোজা একটি মসজিদে উপস্থিত হইয়া, উপাসনায় যোগদান করিলেন এবং পুত্রকে ফিরিয়া পাইবার আশায় দরিদ্র ও ভিক্ষুকদিগকে ভিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন। অনেক লোক তাঁহার চারিদিকে জমিল। সেই জনমণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া চিকিৎসকও ফিরোজা বেগমের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন; বেগম যে উপাসনা করিলেন, তাঁহার সকল কথাই তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি এক জন রক্ষীকে নিম্নস্বরে বলিলেন, "ভাই, বেগম সাহেবকে একটা অতি আবশ্যকীয় ও গোপনীয় কথা বলিতে চাই, তাঁহার সঙ্গে দেখা করিবার কোন উপায় আছে কি?" রক্ষী বলিল, "যদি আপনি খোদাদাদ সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে চান, তাহা হইলে আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, বেগম সাহেবের সঙ্গে আপনার কথা চলিতে পারে, কিন্তু যদি অন্য কোন বিষয়ে আপনি কথা বলিতে চান, তাহা হইলে আপনি তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে পারিবেন না; অন্য কথা শুনিবার বা বলিবার তাঁহার এখন অবসর নাই, পুত্রশোকে তিনি যৎপরোনাস্তি কাতর হইয়াছেন।" চিকিৎসক বলিলেন, "আমি তাঁহার পুত্র সম্বন্ধেই কোন আবশ্যক কথা বলিতে চাই, আমার অন্য কোন কথা নাই।" অনুচর বলিল, "তাহা হইলে আপনি আমার সঙ্গে প্রাসাদে আসুন, শীঘ্রই আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।"

ফিরোজা বেগম প্রাসাদে উপস্থিত হইলে অনুচর সবিনয়ে তাঁহাকে জানাইল, "এক জন অপরিচিত লোক তাঁহাকে রাজপুত্র খোদাদাদ সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে আসিয়াছেন।" বেগম এই সংবাদ শ্রবণমাত্র অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে বলিলেন, "তাহাকে শীঘ্র আমার নিকট হাজির কর।" বেগম দুই জন মাত্র দাসীর সহিত চিকিৎসকের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। চিকিৎসক খোদাদাদ ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ সম্বন্ধে যে কিছু কথা দরিয়াবাদ রাজকন্যার মুখে শুনিয়াছিলেন, তাহা খোদাদাদের জননীকে বলিলেন। রাজপুত্রগণ ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহার পুত্রের দেহে অসংখ্য অস্ত্রাঘাত করিয়া, তাঁহার প্রাণনাশের চেষ্টা করিয়াছিল শুনিয়া বেগম শোকে দুঃখে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। দাসীদ্বয় তাঁহার চৈতন্য-সম্পাদনের চেষ্টা করিল, বিস্তর চেষ্টায় তিনি সংজ্ঞালাভ করিলে চিকিৎসক তাঁহার বক্তব্য শেষ করিলেন। ফিরোজা বেগম বলিলেন, "আপনি অবিলম্বে দরিয়াবাদ রাজকন্যার নিকট প্রত্যাগমন করিয়া তাঁহাকে বলুন, রাজা শীঘ্রই তাঁহাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিবেন, আর আপনি আমার পুত্রের সংবাদ আনিয়া আমার যে উপকার করিলেন, এ জন্য শীঘ্রই আপনি উপযুক্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন।"

চিকিৎসকমুখে ষড়যন্ত্র প্রকাশ

চিকিৎসক সন্তুষ্ট-মনে সরায়ে প্রত্যাগমন করিলেন। বেগম সোফায় পড়িয়া পুত্রের দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, দাসীগণ তাঁহার অশ্রুর সহিত অশ্রু মিশাইতে লাগিল।

বেগম এই ভাবে অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন, এমন সময় রাজা বেগমের কক্ষে প্রবেশ করিয়া, ব্যগ্রভাবে তাঁহার বিলাপের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, খোদাদাদের কোন বিপদের সংবাদ বেগমের কর্ণগোচর হইয়াছে কি না, তাহাও জানিতে চাহিলেন। বেগম অশ্রুপূর্ণলোচনে কাতরভাবে বলিলেন, "জাঁহাপনা, আর কোন আশা নাই, সকলই শেষ হইয়াছে, আমি আমার পুত্রের শেষকার্য্যও করিতে পারিলাম না, আরণ্য জন্তুতেই তাহার মৃতদেহ গ্রাস করিয়াছে।" চিকিৎসক ফিরোজা বেগমকে খোদাদাদ সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, বেগম রাজার নিকট সেই সকল কথা বর্ণনা করিলেন, খোদাদাদের ভ্রাতৃগণ কৃতঘ্নের ন্যায় কিরূপে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার প্রাণসংহার করিয়াছেন, তাহাও বলিলেন।

দরবার সন্ত্রাস আদেশ

রাজা সকল কথা শুনিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন, তিনি গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "বেগম, তুমি নিশ্চয় জানিও, যে নরপিশাচগণ তোমার নয়নে অশ্রুধারা প্রবাহিত করিয়াছে এবং আমাকে আমার উপযুক্ত পুত্র-রত্ন হইতে বঞ্চিত করিয়াছে, তাহাদিগকে উপযুক্ত দণ্ড দান করিব।" রাজা আর কোন কথা না বলিয়া ক্রোধভরে দরবারে উপস্থিত হইলেন, সেখানে উজীর ও বিবিধ অমাত্যাদি কর্ম্মচারিগণ তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহারা রাজার উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া, তাঁহার ক্রোধের কারণ বুঝিতে পারিলেন না, সকলেই ভয়ে কম্পমান-কলেবরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজা সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, উজীরকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "হোসেন, তোমাকে আমি এখন যে আদেশ করিব, তাহা অবিলম্বে পালন করিতে হইবে। তুমি ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া রাজপুত্রগণকে বন্ধন করিয়া, তাহাদিগকে অন্ধকারপূর্ণ কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখ, নরহত্যাকারিগণকে যে কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়, তাহাদিগকেও সেই কারাগারে আবদ্ধ করিবে। কোন কারণে আমার আদেশ লঙ্ঘন করিবে না।" এই ভীষণ আদেশে রাজকর্ম্মচারিগণ সকলেই ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন, কেহই এই অদ্ভুত আদেশের কারণ নির্ণয় করিতে পারিলেন না। সকলেই নতমস্তকে চিন্তা করিতে লাগিলেন। রাজা দরবার ভঙ্গ করিয়া উজীরের প্রত্যাগমন-প্রতীক্ষায় রাজসভাতেই অবস্থান করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে উজীর প্রত্যাগমন করিলে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আমার আদেশ পালন করিয়াছ?" উজীর বলিলেন, "হাঁ জাঁহাপনা, রাজপুত্রগণকে কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া আসিতেছি।" রাজা বলিলেন, "আমার আরও একটি আদেশ আছে, আমার সঙ্গে এস।" রাজা দরবার ত্যাগ করিয়া ফিরোজা বেগমের মহলে প্রবেশ করিলেন, উজীর রাজার অনুসরণ করিলেন। খোদাদাদের পত্নী দরিয়াবাদ রাজতনয়ার কোথায় সন্ধান পাওয়া যাইবে, রাজা বেগমের নিকট জানিয়া লইয়া উজীরকে বলিলেন, "তুমি সেই সরায়ে যাও, সেখানে যে রাজকুমারী বাস করেন, তাঁহাকে সসম্ভ্রমে প্রাসাদে লইয়া এসো।"

উজীর দরিয়াবাদ রাজকন্যার জন্য একটি সুসজ্জিত অশ্বতর লইয়া সরাই অভিমুখে যাত্রা করিলেন, সরায়ে উপস্থিত হইয়া, উজীর বিশেষ সম্মানের সহিত রাজকন্যাকে রাজার আদেশ জ্ঞাপন করিলেন। রাজকন্যা সরায়ে আর ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া, উজীর কর্তৃক আনীত অশ্বতরে আরোহণ করিয়া, রাজপ্রাসাদে যাত্রা করিলেন, চিকিৎসকও একটি সুবৃহৎ তাতারীয় অশ্বে আরোহণ করিয়া রাজকন্যার অনুগমন করিলেন। অবিলম্বে রাজধানীতে সকলেই জানিতে পারিল, এত সমারোহে যিনি প্রাসাদাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন, তিনি খোদাদাদের স্ত্রী, সকলে সম্ভ্রমের সহিত তাঁহার অভিবাদন করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে রাজপথ জনপূর্ণ হইল। সকলেই খোদাদাদের জন্য হা-হুতাশ করিতে লাগিল।

অশ্রু-সম্মিলন

দরিয়াবাদ রাজকন্যা প্রাসাদ-সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, রাজা প্রাসাদদ্বারে তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছেন, রাজা পুত্রবধূর হস্ত ধরিয়া তাঁহাকে ফিরোজা বেগমের অন্তঃপুরে লইয়া চলিলেন। খোদাদাদের পিতা-মাতাকে দেখিয়া রাজকন্যার শোকাবেগ শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তিন জনের অশ্রুরাশি প্রবলবেগে নির্গত হইয়া পরস্পরকে প্লাবিত করিতে লাগিল। অবশেষে দরিয়াবাদ রাজকন্যা তাঁহার স্বামীর সাহস, বীরত্ব ও তাঁহার প্রতি অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করিয়া, রাজার নিকট সুবিচার প্রার্থনা করিলেন। রাজা পুত্রবধূকে সান্ত্বনা দান করিলেন, বলিলেন, "বৎসে, তুমি নিশ্চয় জানিও, আমি এই নরাধমগণকে কখনও ক্ষমা করিব না, প্রাণদণ্ড করিব, তবে খোদাদাদ যে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তাহার উপযুক্ত প্রমাণ সংগ্রহ করিতে হইবে। সত্যই তাহার মৃত্যু হইয়া থাকিলে তাহার পরলোকগত আত্মার কল্যাণার্থ কিছু অনুষ্ঠানের আয়োজন করাও আবশ্যক।" রাজা উজীরকে একটি উৎকৃষ্ট সমাধিমন্দির নির্ম্মাণের আদেশ দান করিয়া, দরিয়াবাদ রাজকন্যার জন্য প্রাসাদের একটি উৎকৃষ্ট মহল নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন।

কয়েক দিনের মধ্যেই সমাধিমন্দির নির্ম্মিত হইল, সমাধিমধ্যে খোদাদাদের একটি মূর্ত্তি সংস্থাপিত হইল। রাজা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দিনও স্থির করিলেন।

রাজ্য-আক্রান্ত

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া যথাবিধানে শেষ হইলে রাজা আদেশ করিলেন, অষ্টাহ পরে রাজপুত্রগণের প্রাণদণ্ড হইবে, কিন্তু সহসা রাজার প্রতিবেশী কয়েক জন রাজা একত্র সম্মিলিত হইয়া, তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করায় প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞা কিছুদিনের জন্য স্থগিত হইল। এই সংবাদে প্রজাগণের মনে ভয়ের সীমা রহিল না, তাহারা একবাক্যে আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিল, "আজ যদি খোদাদাদ জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে কেহই এ রাজ্য আক্রমণ করিতে সাহসী হইত না।" রাজা তাঁহার সৈন্যগণকে সজ্জিত করিয়া, শত্রুগণের আগমন প্রতীক্ষা না করিয়াই তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য রাজধানী হইতে বহির্গত হইলেন।

২১১৫৪১২০১৫-বী

এ দিকে শত্রুসৈন্যগণ একটি প্রশস্ত প্রান্তরে উপস্থিত হইয়া যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইল, রাজা সসৈন্যে তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হইল, জয়-পরাজয় কিছুই স্থির হইল না, অবশেষে রাজার সৈন্যগণ শত্রুহস্তে পরাজিত হইল। রাজা শত্রুহস্তে শীঘ্রই বন্দী হইবেন, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিল।

কিন্তু সহসা যুদ্ধক্ষেত্রে একদল অশ্বারোহী সৈন্য প্রবেশ করিল। তাহারা কোন্ পক্ষের সৈন্য, প্রথমে তাহা রাজা কিম্বা তাঁহার শত্রুগণ কেহই স্থির করিতে পারিল না। শীঘ্রই সকলের সন্দেহ দূর হইল, অশ্বারোহিগণ প্রচণ্ডতেজে রাজার শত্রু-সৈন্যগণের উপর নিপতিত হইল এবং অবিলম্বে তাহাদিগকে বধ করিল, কেহই পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষায় সমর্থ হইল না।

সংগ্রামে বীরেন্দ্রের আবির্ভাব

এই সকল সৈন্য কাহার এবং কোথা হইতে সহসা সংগ্রামক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া পরাজয়-মুহূর্তে তাঁহাকে বিপদ হইতে রক্ষা করিল, রাজা তাহা বুঝিতে না পারিয়া এই সকল সৈন্যের সেনাপতির সহিত সাক্ষাতের জন্য আগ্রহভরে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সেনাপতি অবিলম্বে রাজার নিকটে উপস্থিত হইয়া পদ-চুম্বন বন্দনা করিয়া, মাথা তুলিতেই রাজা সবিস্ময়ে দেখিলেন, সেই নবাগত সৈন্যদলের সেনাপতি আর কেহই নহে, তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয়পুত্র খোদাদাদ। রাজা পুত্রকে দেখিয়া আনন্দে বিস্ময়ে অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন। পুত্রকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিয়া, কিয়ৎকাল নির্ব্বাক্‌ভাবে অবস্থান করিলেন, তাহার পর খোদাদাদ বলিলেন, "বাবা, আপনি মনে করিয়াছিলেন, আমি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছি, সুতরাং আমাকে সহসা আপনার সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া আপনি বিস্মিত হইয়াছেন। আল্লা আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন, তাই আজ শত্রুগণের কবল হইতে আপনাকে উদ্ধার ও তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে সমর্থ হইলাম।" রাজা বলিলেন, "আমি যাহাকে মৃত জ্ঞান করিয়া এত দিন শোক-দুঃখে আচ্ছন্ন ও ম্রিয়মাণ হইয়া ছিলাম, এত দিনে কি তাহাকে ফিরিয়া পাইলাম ?" লোকেরা আনন্দ ও বিস্ময়সমাকুলদৃষ্টিতে পিতাপুত্রের মিলন সন্দর্শন করিতে লাগিল।

রাজা খোদাদাদকে বলিলেন, "বৎস, তোমার ভ্রাতৃগণকে তুমি রাক্ষসের কবল হইতে উদ্ধার করায় তাহারা তোমার প্রতি যে ভাবে কৃতঘ্নতা প্রকাশ করিয়াছে, তাহা আমি অবগত হইয়াছি। তাহাদের কৃতঘ্নতার শাস্তি, কাল তাহারা পাইবে। তুমি এখন প্রাসাদে চল, তোমার মাতা বহুদিন তোমার অদর্শনে, তুমি প্রাণত্যাগ করিয়াছ ভাবিয়া জীবন্মৃতের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন। তুমি আজ এই যুদ্ধজয় করিয়াছ শুনিলে তাঁহার মনে কতই আনন্দের সঞ্চার হইবে।" খোদাদাদ বলিলেন, "আপনি আমার কথা কাহার কাছে শুনিলেন, জানিতে ইচ্ছা করি, আমার কোন ভ্রাতা কি অনুতপ্ত-চিত্তে এ কথা স্বীকার করিয়াছে ?" রাজা বলিলেন, "না, তোমার ভ্রাতৃগণ আমার নিকট তোমার সম্বন্ধে কোন কথা প্রকাশ করে নাই, দরিয়াবাদ রাজকুমারীর নিকট আমি সকল কথা শুনিয়াছি, তিনি সম্প্রতি আমার প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া তোমার প্রতি অত্যাচারের জন্য আমার নিকট সুবিচার প্রার্থনা করিয়াছেন।" খোদাদাদ এই সংবাদে যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন। তিনি রাজাকে বলিলেন, "জাঁহাপনা চলুন, প্রাসাদে গিয়া অগ্রে জননীর চরণবন্দনা করি, আমি তাঁহার অশ্রুমোচনের জন্য একান্ত অধীর হইয়া পড়িয়াছি, দরিয়াবাদ রাজকন্যাকেও অবিলম্বে সান্ত্বনাদান করা আবশ্যক, তিনি আমার অদর্শনে বড়ই কাতর হইয়াছেন সন্দেহ নাই।"

মিলন-উৎসবের আনন্দ-প্রবাহ

রাজা প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া সৈন্যগণকে বিদায় করিলেন। প্রজাবর্গ আনন্দ-কোলাহলে খোদাদাদের জয়ধ্বনি করিতে লাগিল, রণজয়ের জন্য এবং খোদাদাদের প্রত্যাগমনের সংবাদে আনন্দিত হইয়া সকলে খোদার নিকট তাঁহার দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করিতে লাগিল।

কিরূপে খোদাদাদের প্রাণরক্ষা হইল, তাহাই জানিবার জন্য অতঃপর সকলে আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। খোদাদাদ তাঁহাদিগকে বলিলেন, "তিনি যে তাম্বুতে আঘাত-যন্ত্রণায় অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া ছিলেন, সেই তাম্বুর নিকট দিয়া এক জন কৃষক একটি অশ্বতরে আরোহণ করিয়া, কার্য্যোপলক্ষে অন্যত্র যাইতেছিল। সে কৌতূহলবশে সেই শিবিরে প্রবেশ করিয়া, আমাকে একাকী রক্তাক্ত-দেহে শয্যায় নিপতিত দেখিতে পায় এবং আমাকে তাহার অশ্বতরে তুলিয়া গৃহে লইয়া যায়। সেখানে কৃষকের চিকিৎসা ও শুশ্রূষাগুণে আমি অল্পকালের মধ্যেই সুস্থ হইয়া উঠি। দেহে যথেষ্ট বল লাভ করিয়া আমি আমার জীবনদাতা সেই কৃষককে ধন্যবাদ প্রদান করিলাম, আমার নিকট যে সকল মূল্যবান্ হীরকরত্নাদি ছিল, তাহা তাহাকে পুরস্কার দান করিয়া পিতার সহিত সাক্ষাতে যাত্রা করিলাম; কিন্তু কিয়দ্দূর আসিয়াই শুনিলাম, আমার পিতাকে প্রতিবেশী রাজগণ সসৈন্যে আক্রমণ করিয়াছে। এই সংবাদে আমি আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া, রাজ্যের নানা স্থান হইতে বহুসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিলাম, আমার আহ্বানমাত্রে সকলে সশস্ত্র হইয়া আমার পতাকামূলে সমবেত হইল। আমি তাহাদিগকে শত্রুগণের বিরুদ্ধে পরিচালিত করিলাম। অবিলম্বেই শত্রুসৈন্য ধ্বংস হইয়া গেল।"



মন্ত্রণা-হত রাজ-পুত্রের জীবন দান

রাজা খোদাদাদের মুখে সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, "প্রজাগণ, অমাত্যমণ্ডলী, করুণাময় আল্লার অনুগ্রহেই খোদাদাদের প্রাণরক্ষা হইয়াছে, তোমরা সকলে তাঁহাকে এজন্য ধন্যবাদ দাও, আজ খোদাদাদের শত্রুগণের প্রাণদণ্ড হইবে।" খোদাদাদ এই কথা শুনিয়া করযোড়ে পিতাকে বলিলেন, "বাবা, আমার ভ্রাতৃগণ যতই দুর্ব্বৃত্ত ও কৃতঘ্ন হউক, আপনি মনে রাখিবেন, তাহারা আপনারই সন্তান, তাহাদের দেহে আপনার শোণিতই প্রবাহিত হইতেছে। আমার প্রতি তাহারা যে অত্যাচার করিয়াছে, আমি তাহা ক্ষমা করিলাম, আমার প্রার্থনা, আপনিও তাহাদিগের অপরাধ মার্জ্জনা করুন।" খোদাদাদের মুখে এই মহত্ত্বের কথা শুনিয়া—তাঁহার এই প্রকার ক্ষমাশীলতার পরিচয় পাইয়া রাজা আনন্দে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন, রাজা খোদাদাদের গুণের পুরস্কারস্বরূপ রাজমুকুট তাঁহার মস্তকে স্থাপন করিয়া, তাঁহাকে রাজসিংহাসন সমর্পণ করিলেন। আনন্দে প্রজাবর্গ জয়ধ্বনি করিতে লাগিল।

পরিচয়-বিহীন রাজপুত্র-শিরে বিজয়-মুকুট

অতঃপর রাজা শৃঙ্খলাবদ্ধ রাজকুমারগণকে দরবারে উপস্থিত করিবার আদেশ করিলেন। খোদাদাদ স্বহস্তে তাহাদিগকে শৃঙ্খলমুক্ত করিয়া, সাদরে আলিঙ্গন দান করিলেন। প্রজাগণ খোদাদাদের মহত্ত্ব ও উদারতা দর্শন করিয়া, পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিল। চিকিৎসক বহু পুরস্কার লাভ করিলেন।

এই কাহিনী শেষ করিয়া শাহারজাদী সুলতানকে বলিলেন, "জাঁহাপনা, খালিফ হারুণ-অল্-রসিদের ইতিহাস আমি যতদূর বর্ণন করিয়াছি, তাহা শ্রবণ করিয়া আপনি যেরূপ আনন্দিত হইয়াছিলেন, আবু হোসেনের নিদ্রাভঙ্গ-কাহিনী শ্রবণ করিয়া, আপনি তাহা অপেক্ষাও অধিক আনন্দ লাভ করিবেন। অনুমতি হইলে আমি সেই কাহিনী বলিতে পারি।" শাহারজাদীর অনুপম সৌন্দর্য্য-দীপ্ত বদনে নয়নে সোহাগের অজস্র চুম্বনরেখা মুদ্রিত করিয়া, সুলতান প্রসন্ন অন্তরে অনুমতি দান করিলেন, কিন্তু তখন আর রাত্রি ছিল না বলিয়া, শাহারজাদী সে দিন নিবৃত্ত হইলেন। পরদিন শেষরাত্রিতে দিনারজাদী তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিলে, শাহারজাদী প্রমোদ-প্রফুল্লমুখে 'নিদ্রিতের নিদ্রাভঙ্গ' গল্পটি আরম্ভ করিলেন।

* * * * *

আবু হোসেন

খালিফ হারুণ-অল-রসিদের রাজত্বকালে বোগ্দাদ নগরে এক জন ধনবান্ সদাগর বাস করিতেন, এই সদাগরের একটি পুত্র ছিল, পুত্রটির নাম আবু হোসেন, বয়স প্রায় ত্রিশ বৎসর।

আবুর পিতা আবুকে অতি সাবধানে প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছিলেন, কখন তাহাকে বিলাসিতা শিখিবার অবসর প্রদান করেন নাই। যত দিন বৃদ্ধ বাঁচিয়া ছিলেন, আবুকে সর্ব্বদা চক্ষুর উপর রাখিতেন।

অবশেষে বিপুল অর্থ রাখিয়া, আবুর পিতা পরলোক-যাত্রা করিলেন। সংসারে আবু ও তাহার বিধবা জননী ভিন্ন অন্য কেহ ছিল না, আবুই পিতৃবিয়োগের পর বিষয়-সম্পত্তির অধিকারী হইল। আবু পৈতৃক সম্পত্তি পাইয়া দুই হাতে টাকা উড়াইতে লাগিল, দেশের যত অপদার্থ কুচরিত্র লোকের সহিত তাহার বন্ধুত্ব হইল, আমোদ-প্রমোদ ভিন্ন তাহাদের অন্য কোন কাজ রহিল না। আবু বিবেচনা করিল, যদি সকল অর্থ ব্যয় করিয়া ফেলি, তাহা হইলে ভবিষ্যতে কষ্ট পাইতে হইবে, এজন্য সে তাহার সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ তাহার গৃহের নিম্নে মৃত্তিকার মধ্যে প্রোথিত করিয়া, অবশিষ্টাংশ দ্বারা বন্ধুবর্গের সহিত বিলাসলালসা চরিতার্থ করিতে লাগিল।

সমবয়স্ক বন্ধুবর্গের সহিত দিবারাত্রি অবিশ্রান্তভাবে নৃত্য-গীত, আমোদ-উৎসব, পান-আহার চলিতে লাগিল। সুন্দরী নর্ত্তকীগণ সুদৃশ্য নৃত্যে ও গায়িকাগণ সুমধুর গানে তাহাদিগের দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত করিতে লাগিল।

ফূর্ত্তির ফোয়ারায় অর্থরাশি নিঃশেষিত

এই ভাবে নৃত্য-গীত, আমোদ-আহ্লাদ এক বৎসরকাল চলিল, এক বৎসর শেষ হইতেই আবু হোসেনের অর্থ শেষ হইয়া আসিল। যে অর্দ্ধাংশ আবু ব্যয়ের জন্য রাখিয়াছিল, তাহারও কপর্দ্দকমাত্র অবশিষ্ট রহিল না। আবুর বন্ধুগণ দেখিল, মধুচক্রের মধু ফুরাইয়াছে, সুতরাং তাহারা আবুর সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিল। আবুর সহিত আর তাহারা সাক্ষাৎ করিতেও সম্মত হইল না, এমন কি, আবু তাহাদের কাহারও সহিত কথা কহিবার চেষ্টা করিলেও সে জরুরী কাজের ছলনা করিয়া অন্যত্র প্রস্থান করিতে লাগিল।

বন্ধুগণের এই প্রকার হৃদয়হীনতায় সরলহৃদয় আবুর অন্তরে বড় আঘাত লাগিল; তাহাদিগকে ঘোরতর অকৃতজ্ঞ বলিয়া বুঝিতে পারিল এবং সেই সকল নরপ্রেতের প্রীতিবিধানের জন্য এত সম্পত্তি নষ্ট করিয়াছে মনে করিয়া, তাহার মনে অনুশোচনার উদয় হইল। অর্থ-শোকে—ইয়ারগণের কৃতঘ্নতা স্মরণে দুঃখে আবু ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িল, মুখ শুকাইয়া গেল, মাথা বুকের উপর লুটাইয়া পড়িল, শেষে এক দিন সে মনের নিদারুণ বেদনা সহ্য করিতে না পারিয়া, তাহার বৃদ্ধা জননীর কক্ষে প্রবেশ করিল এবং তাহার মাতার নিকট বিষণ্ণ-গম্ভীরমুখে বসিয়া পড়িল।

পুত্রের অবস্থা দেখিয়া জননী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা, আজ তোর কি হইয়াছে? মুখ এত মলিন ন? সর্ব্বস্ব বুঝি উড়াইয়া দিয়াছ? আমি ত' পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম, এরূপ নবাবী করিলে দুদিনেই সব হইয়া যাইবে, তখন এ বুড়ার কথা বড় কটু লাগিত। যাহা হউক, ভবিষ্যতের জন্য যে অর্দ্ধেক অর্থ গোপনে পুতিয়া রাখিয়াছ, সে অতি উত্তম কাজ করিয়াছ। এখন সেই অর্থ দ্বারা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ কর, আর আমোদপ্রমোদে অনর্থক অর্থ নষ্ট করিও না। তোমার বন্ধুবর্গকে ত' চিনিয়াছ, আমোদপ্রমোদে কত সুখ, তাহা ত' জানিয়াছ, এখন মানুষের মত হইয়া গৃহধর্ম্ম কর।" আবু কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "মা, দারিদ্র্য-যন্ত্রণা কেমন ভয়ানক, আমি তাহা এত দিনে বুঝিতে পারিয়াছি। সূর্য্য অস্তগমন করিলে জগৎ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়, দারিদ্র্য উপস্থিত হইলেও জীবন অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠে। আমি দিবারাত্র আমার দুঃখের কথা চিন্তা করিতেছি। মানুষ দরিদ্র হইলে কি বন্ধুগণ পর্য্যন্ত তাহার সহিত বাক্যালাপের অবসর পায় না? যাহা হউক, আমার চৈতন্যোদয় হইয়াছে, আমার আমোদের নেশা কাটিয়া গিয়াছে, আমার মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে, আমি আর চাটুকারের ফাঁদে পা দিব না। কিন্তু মা, আমি এখনই আমার সঞ্চিত অর্থে হাত দিতেছি না, আমি এত দিন ধরিয়া যে সকল বন্ধুকে স্ফূর্ত্তি দিবার অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়াছি, তাহারা কি ভাবে আমার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, তাহার একবার পরিচয় লইতে হইবে। তাহাদের হৃদয়ের পরিচয় লইব মাত্র, তাহাদের নিকট কোন উপকারের প্রত্যাশা করি না।"

আবুর জননী বলিলেন, "বৎস, তুমি যে মৎলব করিয়াছ, তাহাতে আমি বাধা দান করিব না, তবে আমি এ কথা তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিতেছি, তোমার আশা পূর্ণ হইবে না। পৃথিবীতে নিমকহারামের সংখ্যা অনেক, তাহাদের মনের ভাব পরীক্ষা করিতে যাওয়া নিতান্তই বৃথা। তোমার নিজের যে অর্থ সঞ্চিত আছে, তাহা ভিন্ন অন্য কাহারও অর্থের প্রত্যাশা করিও না। তুমি ও তোমার মত অবিবেচক নবাবেরা হঠাৎ যাহাদিগকে বন্ধু বলিয়া মনে করে, তাহারা যে কিরূপ বন্ধু, তাহা তোমার বুঝিবার সামর্থ্য নাই, কিন্তু এখন বোধ করি বুঝিতে পারিবে।" আবু বলিল, "মা, আমি তোমার কথা বুঝিয়াছি, তথাপি স্বয়ং একবার বন্ধুগণকে পরীক্ষা করিয়া দেখি।"

ইয়ার জমারে বাক্স খালি

আবু হোসেন বন্ধুগণের গৃহে গৃহে গমন করিয়া, তাহাদিগকে নিজের দুঃখের ও দুরবস্থার কথা জানাইল; বলিল, "ভাই, যাহা ছিল, তাহা ত' আমোদপ্রমোদেই উড়াইয়া দিয়াছি, আমরা সকলেই তাহা সমানভাবে ভোগ করিয়াছি, এখন সহসা এই প্রকার অর্থকষ্ট উপস্থিত, যদি আমার এ দুরবস্থায় তোমরা কিছু টাকা ঋণ না দাও, তাহা হইলে অনাহারে আমার প্রাণ বহির্গত হইবে। তোমরা আমার প্রাণের বন্ধু, আমার এ দুঃসময়ে আমার মুখের দিকে না চাহিলে আর আমি কাহার নিকট সাহায্যলাভের আশা করিব? আবার যদি ভাই কখন সুসময় আসে, তখন আমি তোমাদের উপকারের কথা ভুলিব না।"

বন্ধুর মুখোস খুলিল!

আবু হোসেনের দুঃখে কোন বন্ধুরই হৃদয় বিগলিত হইল না। কেহই তাহাকে কপর্দ্দকমাত্র সাহায্য দান করিল না, এমন কি, কেহ বলিল, "তুই কে? কেন এখানে আসিয়াছিস্? আমার সঙ্গে আবার তোর আলাপ কবে হইল? আমি তোকে চিনি না, এখান হইতে দূর হ?" লজ্জায়, ঘৃণায় কপটবন্ধুগণের গৃহ হইতে আবু নিজের গৃহে ফিরিয়া আসিল; মাতাকে বলিল, "মা, তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহাই ঠিক, সকল বেটাই বাঁদীর বাচ্চা, নিমকহারাম, হারামজাদা, বন্ধুনামের যোগ্য কেহই নহে। যথেষ্ট হইয়াছে, আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি, এই সকল কপট বন্ধুর আর কখন মুখও দেখিব না, আমার যথেষ্ট শিক্ষা হইয়াছে।"

এক দিনের বন্ধু-সম্বৰ্দ্ধনা

আবু বাবার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিল, তাহা হইতে বিচলিত হইল না। এই প্রতিজ্ঞা স্থির রাখিবার জন্য আবু সংকল্প করিল, বোগদাদের কোন লোকের সঙ্গে আর সে আমোদ-প্রমোদ করিবে না। অনন্তর সিন্দুক হইতে আবু তাহার সঞ্চিত অর্থ উত্তোলন করিল। সেই অর্থ দ্বারা সে অতি সাবধানে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে লাগিল। সে দ্বিতীয়বার প্রতিজ্ঞা করিল, সে প্রত্যহ এক জন ভিন্নদেশীয় লোককে সঙ্গে লইয়া আহার ও আমোদ-প্রমোদ করিবে, প্রভাতে তাহাকে বিদায় করিয়া দিবে, আর তাহাকে দ্বিতীয়বার আহ্বান করিবে না।

আবু প্রত্যহ দুই জনের উপযুক্ত খাদ্যদ্রব্যের আয়োজন করিয়া, বোগদাদ নগরের একটি সাঁকোর কাছে কোন বিদেশী অতিথির দর্শনাকাঙ্ক্ষায় বসিয়া থাকিত, কোন অপরিচিত বৈদেশিককে দেখিতে পাইলেই তাহাকে সমাদরের সহিত গৃহে লইয়া গিয়া, আতিথ্য-সংকার করিত, প্রভাতে তাহাকে বিদায় করিয়া দিত।



অতিথির সহিত তাহার অৰ্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা চলিত। এইরূপে যে ব্যক্তি তাহার আতিথ্য-স্বীকার করিত, তাহাকেই আবুর সহৃদয়তায় মুগ্ধ হইতে হইত, কিন্তু দ্বিতীয়বার আর তাহার আবুর দ্বারস্থ হইবার সম্ভাবনা থাকিত না।

গোলাম-খানায় বাদশাহ

আবু হোসেন কোন দিনও এই নিয়ম হইতে বিচলিত হইত না; যদি আবুর পরিচিত কোন অতিথি তাহার সহিত আলাপ করিতে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিত, আবু তাহাকে চিনিয়াও চিনিত না। এই ভাবে সে বহু দিন অতিবাহিত করিল।

এক দিন আবু হোসেন সূর্য্যাস্তের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে এক জন অপরিচিত বিদেশীর সন্ধানে সেই সাঁকোর ধারে বসিয়া আছে, এমন সময় বোগদাদের খালিফ হারুণ-অল-রসিদ ছদ্মবেশে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। আবু হোসেন তাঁহাকে চিনিতে পারিল না। সে দিন হারুণ-অল-রসিদ মোসলের এক জন সদাগরের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছিলেন; সঙ্গে এক জনমাত্র ভৃত্য ছিল।

খালিফ হারুণ-অল-রসিদের গম্ভীরমূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহাকে মোসলের সদাগর বলিয়াই আবু হোসেনের বিশ্বাস জন্মিল। আবু হোসেন উঠিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বলিল, "মহাশয়ের মঙ্গল হউক, আমি আজ আপনাকে আমার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেছি, দয়া করিয়া আমার প্রার্থনা পূর্ণ করুন। আমার গৃহে অনায়াসেই আপনি ক্লান্তি দূর করিতে পারিবেন।" আবু তাহার আতিথ্য-সংকারের নিয়মের কথাও সংক্ষেপে ছদ্মবেশী খালিফের গোচর করিল। খালিফ আবু হোসেনের এই অদ্ভুত ব্যবহারের কারণ জানিবার জন্য উৎসুক হইলেন, তিনি আবু হোসেনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া, তাহার সঙ্গে তাহার গৃহে চলিলেন।

আবু জানিত না যে, খালিফকে নিমন্ত্রণ করিয়াছে ; সুতরাং সে তাঁহার সহিত স কক্ষ ব্যক্তির ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিল। একটি সুন্দর কক্ষে খালিফকে বসাইয়া সে আহারাদির আয়োজন করিল। আবুর মাতা রন্ধনবিদ্যায় সুনিপুণা ছিল, সে নানা প্রকার খাদ্যদ্রব্য নবাগত অতিথির সম্মুখে স্থাপিত করিল। নানা প্রকার মাংসের ব্যঞ্জন টেবিলে বিরাজ করিতে লাগিল, সংখ্যায় অত্যন্ত অধিক না হইলেও তাহা যে উৎকৃষ্ট, এ কথা খালিফ বেশ বুঝিতে পারিলেন।

পান-প্রফুল্ল হৃদয়োচ্ছ্বাস

খালিফ ও আবু মুখামুখি বসিয়া একান্তমনে আহার করিতে লাগিলেন ; কথাবার্ত্তা, এমন কি, পান পর্য্যন্ত বন্ধ রহিল, স্থানীয় প্রথানুসারেই এরূপ করা হইল। আহার শেষ হইলে খালিফের ভৃত্য জল লইয়া আসিলে খালিফ তদ্দ্বারা হস্ত-মুখ প্রক্ষালন করিয়া, আবুর জননী কর্ত্তৃক আনীত নানাজাতীয় সুপক্ব সুস্বাদু ফল খাইতে লাগিলেন। অবশেষে রাত্রি বেশী হইলে আবু তাহার জননীকে খালিফের ভৃত্যের আহারাদির আয়োজন করিতে বলিয়া, খালিফকে লইয়া আলোকিত কক্ষে মদ্যপান করিতে বসিল।

মদ্য উৎকৃষ্ট ছিল, উভয়ে পানানন্দে মত্ত হইলেন। আবু মদ্যপানে বিভোর হইয়া ছদ্মবেশী খালিফের নানাপ্রকার স্তুতিবাদ করিতে লাগিল। খালিফ তাহার আলাপে বড় আনন্দ লাভ করিলেন। খালিফ প্রসঙ্গক্রমে আবুর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আবু বলিল, "মহাশয়, আমার নাম আবু হোসেন, আমার পিতা সদাগর ছিলেন। তিনি মরিবার সময় অনেক টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন ; খুব বেশী না হইলেও তাহাতে আমার সমস্ত জীবন বেশ সুখস্বচ্ছন্দে চলিতে পারিত। আমার প্রতি আমার পিতা বড় সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন, আমার বিলাস-লালসা তাঁহার সতর্কতার জন্য কোন দিন পরিতৃপ্ত হইতে পায় নাই। আমি তাঁহার মৃত্যুর পর অর্থরাশি হাতে পাইয়া বিলাসস্রোতে ভাসিতে লাগিলাম, কিন্তু পাছে সকল নষ্ট করিয়া পথের ভিখারী হইতে হয়, এই ভয়ে আমি অর্দ্ধেক অর্থ মাটীতে পুতিয়া রাখিয়া, অবশিষ্ট অর্দ্ধেক দ্বারা আমোদপ্রমোদ করিতে লাগিলাম। আমার সমবয়স্ক বোগ্দাদের প্রায় অর্দ্ধেক লোক আমার বন্ধু হইল। আমোদ-প্রমোদ দিবানিশি পূর্ণমাত্রায় চলিতে লাগিল, অবশেষে এক বৎসর যাইতে না যাইতেই আমার সেই অর্দ্ধেক অর্থ নিঃশেষিত হইয়া গেল। আমি তখন আমার সেই কপটবন্ধুগণের দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে লাগিলাম, কাতরভাবে তাহাদের সাহায্য প্রার্থনা করিলাম, কেহ আমার কাতরতায় কর্ণপাত করিল না, এমন কি, কেহ কেহ আমাকে চিনিতেই পারিল না। আমার মনে বড় ঘৃণার উদ্রেক হইল, সেই সকল বন্ধুর সংস্রব পরিত্যাগ করিলাম, অবশিষ্ট অর্থ লইয়া, নূতন করিয়া সংসারযাত্রা আরম্ভ করিলাম ; প্রতিজ্ঞা করিলাম, বোগ্দাদের কোন লোকের সঙ্গে আর বন্ধুত্ব স্থাপন করিব না, প্রত্যহ এক জন বিদেশী অতিথিকে নিমন্ত্রণ করিয়া আতিথ্য-সৎকার করিব, তাঁহার সহিত আমোদ-প্রমোদ করিব, পরদিন প্রভাতে তাঁহাকে বিদায় করিয়া দিব, তাঁহার সহিত আর কোন সম্বন্ধ রাখিব না। এই হিসাবেই আমি আমোদ চালাইয়া আসিতেছি, সৌভাগ্যবশতঃ আজ আমি আপনার ন্যায় সুরসিক অতিথি লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি।"

ইয়ার বেইমানীর পরিচয়

খালিফ আবু হোসেনের কথা শুনিয়া বড় সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি আবুকে বলিলেন, "তুমি যে ভাবে জীবনযাত্রা এখন নির্ব্বাহ করিতেছ, ইহা প্রকৃতই প্রশংসনীয়। তুমি সংসারের প্রলোভনপূর্ণ পিচ্ছিল পথে পড়িয়া আবার উঠিতে সমর্থ হইয়াছ, এবং তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারিয়াছ, ইহা দেখিয়া সত্যই আমি বড় আনন্দিত হইয়াছি। আমি দেখিতেছি, পৃথিবীর মধ্যে তুমি সকলের অপেক্ষা সুখী লোক। প্রত্যহই তুমি নূতন নূতন লোকের সহিত নানা বিষয়ে আলাপ করিতে পার, অথচ কাহারও সহিত স্বার্থবন্ধনে আবদ্ধ হও না, সুখী তুমি, এস, মদ্যপান করা যাক্।"

আতিথ্যের পুরস্কার

মদ্যপান করিতে করিতে রাত্রি অধিক হইল। খালিফ বলিলেন, "পথশ্রম হইয়াছে, এখন কিঞ্চিৎ বিশ্রামেরই আবশ্যক, পানাহার ত' বড় অল্প হইল না, আর আমার জন্য তোমারও নিদ্রার ব্যাঘাতের আবশ্যক দেখি না। কল্য প্রভাতে তোমার নিদ্রাভঙ্গের পূর্ব্বেই আমি সম্ভবতঃ তোমার গৃহ পরিত্যাগ করিব। তুমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা গ্রহণ কর। আমার প্রতি তুমি যেরূপ অকৃত্রিম আদর-যত্ন প্রকাশ করিয়াছ, তাহা সকলের নিকট সর্ব্বদা আশা করা যায় না। আমি যে কিরূপে তোমার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব, তাহা ভাবিয়াই পাইতেছি না। আমি অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি নহি, তাহা তোমাকে দেখাইব। তোমার অন্তরে যদি কোন প্রার্থনা, কোন কামনা বা কোন আশা থাকে, তাহা আমাকে বলিতে পার, আমি যদিও এক জন সদাগর মাত্র দেখিতেছ, তথাপি তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিবার আমার সামর্থ্য আছে ; আমি নিজেই পারি, আর বন্ধুগণের দ্বারাই পারি, তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিব।"

আবু হোসেন বলিল, "মহাশয়, আপনি যে অত্যন্ত মহানুভব ব্যক্তি, তাহা আপনার কথার ভাবেই বুঝিয়াছি, আপনার সহৃদয়তায় আমি মুগ্ধ হইয়াছি, পৃথিবীতে আপনার ন্যায় সহৃদয় ব্যক্তি বড়ই বিরল। আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি, আমার কোন অভাব, কোন কামনা, কোন প্রার্থনা নাই, আমার বর্ত্তমান অবস্থায় আমি প্রকৃত সুখী। আপনি যে অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার গৃহে পদার্পণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করিয়াছেন, ইহাতেই আমি ধন্য হইয়াছি, আর কোন অনুগ্রহ প্রার্থনা করি না। তবে একটি কথা আপনাকে বলিবার আছে। একটি কারণে আমার মানসিক শান্তি কিছু আহত হইয়াছে। আমাদের এই পল্লীতে যে মসজিদ আছে, তাহার ইমাম লোকটি বড় পাজী ; এমন কপট ও প্রবঞ্চক ব্যক্তি পৃথিবীতে বোধ করি দ্বিতীয় নাই। সে তাহার গৃহে আমার চারি জন প্রতিবেশীকে ডাকিয়া আমার বিরুদ্ধে নানা প্রকার নিন্দা-কুৎসা রটনা করে, আমাকে বশীভূত রাখিয়া তাহার খেয়াল অনুসারে আমাকে শাসন করিতে চায়। আমি ইহাদিগকে একেবারেই দেখিতে পারি না। কোরাণ ভিন্ন অন্য বিষয় লইয়া যে ইহারা আলোচনা করিবে, ইহা আমার অসহ্য মনে হয়।"

এক দিনের বাদসাহীর আশা

খালিফ সহাস্যে বলিলেন, "তাহা হইলে তুমি এই দুর্ব্বৃত্তগণকে শাসন করিতে চাহ ?" আবু হোসেন বলিল, "হাঁ, আমার ইচ্ছা হয়, যদি এক দিনের জন্যও আমি খালিফ হইতে পারি, তাহা হইলে—" খালিফ পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহা হইলে কি কর ? হাত দিয়া কি উহাদের মাথা কাটিয়া লও ?" আবু হাসিয়া বলিল, "না, তত দূর পীড়ন করি না, যাহাতে তাহারা শাসিত হয়, তাহাই করি। আমার প্রতিবেশী বুড়ো চারিটার পায়ে এক শত বেত্রাঘাত করি, আর বুড়ো ইমামটাকে চারি শত ঘা বেত বসাই, একবার উহাদিগকে শিখাইয়া দিই, পরের কথা লইয়া কালযাপন করায় কেমন মজা !"

খালিফ আবু হোসেনের কথা শুনিয়া মনে মনে বড় আমোদ অনুভব করিলেন। তিনি আবুকে বলিলেন, "তোমার এরূপ ইচ্ছা হইয়াছে শুনিয়া আমি বড় সন্তুষ্ট হইলাম ; দুষ্টের দমনের জন্যই তোমার এরূপ আগ্রহ, তাহা আমি বুঝিয়াছি ; তোমার আশা পূর্ণ হইলে আমি আনন্দিত হইতাম। যাহা হউক, আমার বিশ্বাস, তোমার আশা পূর্ণ হওয়া অসম্ভব নহে। আমার বোধ হয়, খালিফ তোমার মনোভাব অবগত হইলে তোমার হস্তে তিনি এক দিনের জন্যও তাঁহার সমস্ত ক্ষমতা প্রদান করিতে পারেন। যদিও আমি এখানে অপরিচিত ব্যক্তি এবং এক জন সদাগর মাত্র, তথাপি আমি তোমার অভীষ্টসিদ্ধির চেষ্টায় কৃতকার্য্য হইতে পারি, এ বিশ্বাস আমার আছে।"

আবু হোসেন বলিল, "আপনি আমার মত নির্ব্বোধের কথা শুনিয়া নিশ্চয়ই পরিহাস করিতেছেন। আমার এই পাগ্‌লামির কথা শুনিলে নিশ্চয়ই খালিফ হাসিয়া আকুল হইবেন, তবে খালিফ ইমামদিগের চরিত্রের কথা জানিতে পারিলে তাহাদিগকে যে দণ্ডদান করিবেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।"

খালিফ বলিলেন, "আমি সত্যই তোমার কথা শুনিয়া হাসি নাই। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, তোমার কথা শুনিয়া খালিফ কখনও পরিহাস করিবেন না। এ সকল কথা এখন থাক্, রাত্রি অনেক হইয়াছে, এখন বিশ্রামের আবশ্যক।"

আবু হোসেন বলিলেন, "বিশ্রামের পূর্ব্বে বোতলের এ মালটুকু নিঃশেষ করা যাক্। আপনার কাছে আমার একটি অনুরোধ আছে, যদি আমার নিদ্রাভঙ্গের পূর্ব্বে আপনি বাহির হইয়া যান, তবে অনুগ্রহ পূর্ব্বক দরজাটা বন্ধ করিয়া যাইবেন।" খালিফ এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করিলেন।

এ পেয়ালা বড় মজাদার

আবু হোসেন কথা বলিতেছে, এই অবসরে খালিফ গেলাসে মদ ঢালিয়া, তাহার মধ্যে এক পুরিয়া চূর্ণ নিক্ষেপ করিলেন, এত ক্ষিপ্রহস্তে এই কার্য্য করিলেন যে, আবু তাহা দেখিতেও পাইল না। খালিফ গেলাসটি আবু হোসেনের হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন, "ভাই, আজ রাত্রে তুমি পরম যত্নে অতিথি-সৎকার করিলে, অতিথি তোমার নিকট বিদায়গ্রহণের পূর্ব্বে তোমাকে স্বহস্তে এক পাত্র মদ্য প্রদান করিতেছে, তুমি ইহা পান করিয়া আমাকে সুখী কর।" আবু হোসেন মহা আনন্দিতচিত্তে গেলাসটি খালিফের হস্ত হইতে গ্রহণ করিয়া চোঁ-চোঁ শব্দে তাহা গলাধঃকরণ করিল।

দেখিতে দেখিতে আবু হোসেনের চক্ষু ঘুরিয়া আসিল, সে এক একবার এমন ঢলিয়া পড়িতে লাগিল যে, তাহার মাথা হাঁটুর উপর ঠেকিতে লাগিল। খালিফ তাহার সেই অবস্থা দেখিয়া হাস্যসংবরণ করিতে পারিলেন না। দেখিতে দেখিতে আবু হোসেন অচেতন অবস্থায় শয্যাতলে লুটাইয়া পড়িল।

সংগোপনে খালিফ-প্রাসাদে

খালিফের ভৃত্য দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া তাঁহার আদেশের প্রতীক্ষা করিতেছিল, খালিফের ইঙ্গিতে সে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই খালিফ বলিলেন, "এই লোকটাকে কাঁধে তুলিয়া নে, আর কোন্ বাড়ী হইতে ইহাকে লইয়া চলিলি, তাহা ঠিক করিয়া রাখিস্; আবার ইহাকে রাখিয়া যাইতে হইবে।"

ভৃত্য আবু হোসেনকে ঘাড়ে লইয়া খালিফের অনুসরণ করিল। খালিফ প্রাসাদে তাঁহার শয়নকক্ষে উপস্থিত হইয়া কর্ম্মচারিগণকে বলিলেন, "ইহার পরিচ্ছদ খুলিয়া লইয়া, আমার শয়নের পরিচ্ছদ ইহাকে পরাইয়া, আমার শয্যায় শয়ন করাইয়া রাখ, কেন এরূপ করিতে বলিতেছি, তাহা পরে জানিতে পারিবে।"

কর্ম্মচারিগণ অবিলম্বে খালিফের আদেশ পালন করিল। গুঁড়ার গুণে আবু একেবারেই অচৈতন্য! আবুকে খালিফের সুসজ্জিত, বহুমূল্য-বস্ত্র-মণ্ডিত, সুন্দর শয্যায় শয়ন করাইলে, খালিফ কর্ম্মচারিগণকে এবং দাসদাসী সকলকে বলিলেন, "আমার ইচ্ছা, প্রভাতে আমার শয্যাত্যাগকালে, দাসীগণ যে ভাবে নিত্য নিয়মিতরূপে আমার অভিনন্দন করে, ইহাকেও কাল সকালে সেই ভাবে অভিনন্দন করিতে হইবে। কোন অনুষ্ঠানের ত্রুটি হইবে না। এই ব্যক্তি যাহাকে যে আদেশ করিবে, তাহাকে তৎক্ষণাৎ সেই আদেশ আমার আদেশের ন্যায় পালন করিতে হইবে; অসঙ্গত আদেশ হইলেও বিনা প্রতিবাদে তাহা পালন করিবে। ইহাকে সম্বোধনের সময়, তোমরা আমাকে যেরূপে সম্বোধন কর, সেইরূপেই সম্বোধন করিবে। এক কথায় তোমরা মনে রাখিবে, এই ব্যক্তি কল্য আমার প্রতিনিধিত্ব করিবে। ইহার মনে যেন একবার সন্দেহও না হয় যে, তাহার সহিত কেহ বিদ্রূপ করিতেছে।"

খালিফের আদেশ শুনিয়া সকলেই বুঝিলেন, খালিফ আমোদ করিবার জন্যই এরূপ বলিতেছেন, সুতরাং সকলেই মহা আনন্দিতচিত্তে তাঁহার আদেশ-প্রতিপালনে সম্মত হইলেন।

অনন্তর খালিফ জাফরকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "যে লোকটিকে আমার শয্যায় নিদ্রিত দেখিতেছ, কাল প্রভাতে ইহাকে আমার পরিচ্ছদে সজ্জিত ও আমার সিংহাসনে আরূঢ় দেখিয়া তোমরা কোনরূপ বিস্ময় প্রকাশ করিবে না। আমাকে তোমরা যেরূপ সম্মান প্রদর্শন কর, যে ভাবে সম্বোধন কর, ইহাকেও সেই ভাবে সম্মান দেখাইবে, সেই ভাবে সম্বোধন করিবে, ইহার সকল আদেশ নতশিরে পালন করিবে। এ ব্যক্তি যাহাকে যাহা দান করিতে চাহিবে, তাহাই দান করিতে দিবে, আমার আর্থিক ক্ষতির জন্য তোমরা চিন্তিত হইবে না। আমার আমীর-ওমরাহ ও অন্যান্য অমাত্যগণকে এ বিষয়ে যথোচিত উপদেশ প্রদান করিবে। তুমি এখন যাইতে পার, আমার আদেশ যেন ঠিকভাবে প্রতিপালিত হয়।"

বাদসাহী প্রদানের আদেশ

খালিফ অতঃপর বিশ্রামার্থ ভিন্ন কক্ষে প্রবেশ করিলেন। খালিফ মসরুরকে আদেশ করিলেন, প্রত্যূষে আবু হোসেনের নিদ্রাভঙ্গের পূর্ব্বেই যেন তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করা হয়।

পরদিন প্রভাতে মসরুর খালিফের নিদ্রাভঙ্গ করিলে, খালিফ গাত্রোত্থান করিয়া, গবাক্ষসমীপে দণ্ডায়মান হইয়া, আবু উঠিয়া কি করে, তাহা দেখিতে লাগিলেন। তিনি এরূপ প্রচ্ছন্নভাবে রহিলেন, আবু উঠিয়া তাঁহাকে যে দেখিতে পাইবে, তাহার সম্ভাবনা রহিল না। কর্ম্মচারী ও দাসীগণ আবু হোসেনের শয্যাপ্রান্তে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল এবং তাহাদিগের যথানির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম সম্পাদনের জন্য প্রস্তুত হইল।

প্রাভাতিক উপাসনার সময় হইলে, এক জন কর্ম্মচারী আবুর উপধান-সন্নিকটে আসিয়া নাসারন্ধ্রের নিকট ভিনিগারসিক্ত একখণ্ড স্পঞ্জ ধরিল।

আবু হোসেনের নাসিকায় ভিনিগারের গন্ধ প্রবেশ করিবামাত্র তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, কিন্তু সে চক্ষু না খুলিয়াই হাই তুলিতে লাগিল; তাহার পর মুখ হইতে কতকগুলা শ্লেষ্মা বাহির করিয়া তাহা দূরে নিক্ষেপ করিল। পাছে বহুমূল্য গালিচার উপর পড়িয়া গালিচা নষ্ট হইয়া যায়, এই ভয়ে এক জন ভৃত্য স্বর্ণপাত্র প্রসারিত করিয়া তাড়াতাড়ি তাহার সেই শ্লেষ্মা গ্রহণ করিল।

স্বপ্ন না সত্য ?

কিয়ৎকাল পরে আবু বালিসে মাথা রাখিয়াই চক্ষুদ্বয় ঈষৎ উন্মুক্ত করিল। প্রাসাদকক্ষে নবীন সূর্য্যের যে আলো আসিয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে আবু হোসেন দেখিতে পাইল, সে তাহার শয়নকক্ষে শয়ন করিয়া নাই, একটি অতি সুপ্রশস্ত কক্ষে বহুমূল্য সুসজ্জিত শয্যায় সে শয়ন করিয়া আছে। নানা প্রকার দ্রব্যে কক্ষটি ভূষিত। তাহার শয্যার চতুর্দ্দিকে পরমা সুন্দরী যুবতীগণ বাদ্য-যন্ত্র-হস্তে গীত-বাদ্য করিবার জন্য অবস্থান করিতেছে, এবং সমুজ্জ্বল পরিচ্ছদ-শোভিত কৃষ্ণবর্ণ খোজাগণ তাহার আদেশপালনের জন্য নতশিরে প্রতীক্ষা করিতেছে। আবু শয্যার দিকে পুনঃ পুনঃ চাহিয়া দেখিতে লাগিল, জীবনে সে কখন এমন হীরামুক্তাখচিত বিচিত্র শয্যা সন্দর্শন করে নাই। বিহ্বলদৃষ্টিতে অদূরে চাহিয়া দেখিল, একটি অতি সুন্দর ও মূল্যবান্ রাজ-পরিচ্ছদ ও খালিফের শিরস্ত্রাণ প্রভাত-সূর্য্য-কিরণে ঝক্‌ঝক্ করিতেছে।

এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া, আবু হোসেন হতবুদ্ধি হইয়া শয়ন করিয়া রহিল। তাহার মনে হইল, সে স্বপ্ন দেখিতেছে, কিন্তু এমন অদ্ভুত স্বপ্ন ত' কখন দেখে নাই, এ কি রকম হইল? আবু মনে মনে বলিল, 'আমি কি খালিফ?—না, কখনই আমি খালিফ নহি; এ স্বপ্ন, আমি আমার অতিথির সঙ্গে যে আলাপ করিয়া-ছিলাম, তাহারই ফলে এরূপ স্বপ্ন দেখিলাম।' আবু হোসেন নয়ন মুদিত করিয়া আর একবার নিদ্রার চেষ্টা করিতে লাগিল।

ঠিক সেই সময়ে এক জন খোজা আসিয়া বলিল, "জঁাহাপনা, আর নিদ্রা না গেলেই ভাল হয়, প্রভাতের নমাজের সময় হইয়াছে,—সূর্য্যোদয়ের আর বিলম্ব নাই।"

আবু হোসেন এই কথা শুনিয়া, আবার মনে মনে ভাবিল, "আমি জাগরিত না নিদ্রিত ?" চক্ষু মুদিত করিয়াই সে ভাবিতে লাগিল, "উঁহুঁ, আমি নিশ্চয়ই নিদ্রা যাইতেছি, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।"

খোজা ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া আবার বলিল, "জঁাহাপনা, উঠিতে আজ্ঞা হউক, নমাজের সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায়। সূর্য্য উঠিতে বিলম্ব নাই, জঁাহাপনা, প্রত্যহ এই সময়ে উঠিয়া নমাজ করেন বলিয়াই বিরক্ত করিতে সাহসী হইয়াছি।"

আবু হোসেন দুই বাহু ঊর্দ্ধে তুলিয়া আর একবার আলস্য ত্যাগ করিল, তাহার পর বলিল, "না, আমি ঘুমাইয়া নাই, সত্যই জাগিয়াছি। ঘুমাইয়া লোকের কথা কখন শুনিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু আমি ত' শুনিতে পাইতেছি, নিশ্চয়ই জাগিয়াছি।" আবু হোসেন চক্ষু মেলিল। সূর্য্যালোক তখন অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছে দেখিয়া সে শয্যার উপর অত্যন্ত প্রফুল্লচিত্তে উঠিয়া বসিল। খালিফ গবাক্ষপথে তাহার প্রসন্নতা নিরীক্ষণ করিয়া অত্যন্ত আমোদ অনুভব করিতে লাগিলেন।

স্বপন যদি মধুর এমন, হোক সে কেবল কল্পনা

আবু হোসেন উপবেশন করিবামাত্র সুন্দরী গায়িকাগণ অতি সুকোমলকণ্ঠে বাদ্যযন্ত্রাদির মৃদুশব্দে সঙ্গীত ও বাদ্য আরম্ভ করিল। গীতাবাদ্যে আবুর মন যৎপরোনাস্তি প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। আনন্দে সে আত্মবিস্মৃত হইল। কিন্তু ইহা স্বপ্ন কি সত্য, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া, মাথা নীচু করিয়া, উভয় করতলে চক্ষু আবৃত করিয়া বলিতে লাগিল, "আমি কোথায় আসিয়াছি ? কোন্ রাজ্য, স্বর্গ কি ? আমি বাঁচিয়া আছি, না মরিয়া গিয়াছি, না মরিয়াই কি স্বর্গে আসিয়াছি ? স্বর্গ না হইলে এ সকল হুরী কোথা হইতে আসিল ? স্বপ্ন কি জাগরণ, তাহা ত' কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না।" চক্ষুর উপর হইতে আবু হোসেন হাত দুখানি খুলিয়া লইয়া, আগ্রহপূর্ণ-দৃষ্টিতে বাতায়নপথে পূর্ব্বাকাশে চাহিয়া দেখিল, তরুণ সূর্য্য আকাশের অনেক ঊর্দ্ধ হইতে হিরণ্ময় কিরণরশ্মি বিকীর্ণ করিতেছে।

অবিলম্বে খোজা সর্দ্দার মসরুর আবু হোসেনের নিকটে আসিল ; অবনতমস্তকে তাহাকে অভিবাদন করিয়া সসম্ভ্রমে ও গম্ভীরভাবে বলিল, "জঁাহাপনা, আপনার শয্যাত্যাগে কখনও এরূপ বিলম্ব হইতে দেখি নাই। প্রভাতের নমাজের সময়ে কখন ত' আপনি শয্যায় শয়ন করিয়া থাকেন না। আপনার কি কোন প্রকার অসুখ হইয়াছে ? এখন দরবারের সময় উপস্থিত, দরবারস্থলে বিচারপ্রার্থনায় ও আপনাকে সন্দর্শন করিয়া পুণ্যসঞ্চয়ের আশায় সকলেই দরবারগৃহে আপনার অপেক্ষা করিতেছেন। সেনাপতিগণ, রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্ত্তাসমূহ এবং আপনার উজীর ও ওমরাহবর্গ আপনার আদেশের প্রতীক্ষা করিতেছেন।"

এ কি ইন্দ্রজাল ?

এবার আবু হোসেনের স্পষ্ট বিশ্বাস হইল, সে স্বপ্ন দেখিতেছে না। কিন্তু এ কি ইন্দ্রজাল ? এমন হইল কেন ? আবু মসরুরের মুখের দিকে চাহিয়া অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বলিল, "তুমি কাহাকে সম্বোধন করিয়া এ সকল কথা বলিতেছ ? তুমি কাহাকে খালিফ বলিতেছ ? আমি তোমাকে চিনি না। তুমি নিশ্চয়ই অন্য লোক ভাবিয়া আমাকে এরূপ সম্বোধন করিতেছ।"

অন্য স্থল হইলে মসরুরের পক্ষে হাস্যসংবরণ করা কঠিন হইত, কিন্তু খালিফের আদেশ পালন করিতেই হইবে, সুতরাং সে বহুকষ্টে গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিয়া বলিল, "সে কি জঁাহাপনা, আপনি কি এত দিন পরে এ দাসকে এই ভাবে পরীক্ষা করিতে চান ? আপনি সমস্ত পৃথিবীর অধিপতি মহাপরাক্রান্ত খালিফ, সে বিষয়ে

সন্দেহ করিব, আমি কি এতই পাগল ? বোধ হয়, মহামতি খালিফ বাহাদুর রাত্রে কোন দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছেন, কিম্বা আমার প্রতি বিরক্ত হইয়াই আমাকে এ ভাবে কথা বলিতেছেন, ইহা আমার পক্ষে বড়ই দুর্ভাগ্যের কথা।"

জাগরণের ভ্রান্তি

আবু হোসেন মসরুরের কথা শুনিয়া পাগলের মত হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল; তাহার পর হাসিতে হাসিতে বালিসের উপর গড়াইয়া পড়িল। খালিফ গবাক্ষপথ হইতে এ দৃশ্য দেখিয়া হাস্তসংবরণ করিতে পারিলেন না।

অনেকক্ষণ ধরিয়া হাসিয়া আবু হোসেন শয্যার উপর উঠিয়া বসিল, তাহার পর একটি ক্ষুদ্রাকার খোজাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ওরে খোজা, দেখিতেছি, তুই ত' ছেলেমানুষ আর ভালমানুষ, সত্য করিয়া বল্ দেখি, আমি কে ?" ক্ষুদ্রাকার খোজাটি অত্যন্ত বিনয়ের সহিত বলিল, "প্রভু, আপনি খালিফ, পৃথিবীর অধীশ্বর, মহাপ্রতাপ-সম্পন্ন খালিফ।" আবু বলিল, "চোপ্ রাও মিথ্যাবাদী বদমাস্, তুই যেমন কালো, তেমনি মিথ্যুক।"



একটি সুন্দরী দাসীকে অদূরে দণ্ডায়মান দেখিয়া, আবু হোসেন তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "ওগো সুন্দরি, শোন দেখি, তুমি আমার এই আঙ্গুলটা কামড়াও ত, বেশ জোরে কামড়াইবে, আমি ঘুমাইতেছি কি জাগিয়া আছি, একবার পরীক্ষা করিয়া দেখি।" আবু হোসেন দক্ষিণ হাতখানি সুন্দরীর দিকে প্রসারিত করিয়া দিল।

সুন্দরীর অঙ্গুলি দংশন

সুন্দরী দাসী জানিত, খালিফ গবাক্ষ-অন্তরালে দাঁড়াইয়া সকলই দেখিতেছেন, সে নিজের বাহাদুরী দেখাইবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিল না, ধীরে ধীরে আবু হোসেনের নিকটে আসিয়া অবনতমস্তকে অভিবাদন করিয়া, তাহার একটি অঙ্গুলি লইয়া দংশন করিল।

আবু হোসেন বেদনা পাইয়া সহসা হাত টানিয়া লইয়া বলিল, "আহা, লাগে যে! তবে নিশ্চয়ই আমি ঘুমাই নাই, নিশ্চয়ই জাগিয়া আছি, তাহা হইলে এ কি ব্যাপার ? এক রাত্রির মধ্যে আমি খালিফ হইয়া পড়িলাম! পৃথিবীতে এমন আশ্চর্য্য কাণ্ড ত' কখন ঘটে নাই!" তাহার পর সে সুন্দরী দাসীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আল্লার দিব্য, সত্য করিয়া বল, আমি সত্যই খালিফ কি না ?" দাসী বলিল, "সত্যই

বলিতেছি, আপনি আমাদের দয়াবান্ খালিফ, আমরা আপনার আজ্ঞাবহ দাসদাসী, আপনার সহসা এ বিষয়ে সন্দেহ হইল কেন, তাহা বুঝিতে না পারিয়া আমরা বড়ই বিস্মিত হইয়াছি।" আবু হোসেন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "মিথ্যা কথা, আমি কে, তাহা আমার জানা আছে!"

নকল খালিফ সিংহাসনে

আবু হোসেন উঠিবার ইচ্ছা করিতেছে বুঝিয়া খোজা সর্দ্দার মসরুর তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া হাত ধরিয়া তাহাকে উঠাইল। আবু হোসেন শয্যাত্যাগ করিবামাত্র দাসদাসী, অমাত্য প্রভৃতি সকলেই সসম্ভ্রমে নতমস্তকে তাহাকে অভিবাদন করিল।

আবু হোসেন হতাশভাবে বলিল, "হা আল্লা, এ কি ভেল্কী, কাল রাত্রে ছিলাম আবু হোসেন, আর আজ সকালে হইলাম খালিফ-হারুণ-অল-রসিদ। আমি এ পরিবর্ত্তনের মর্ম্ম ত' কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

কর্ম্মচারিগণ আবু হোসেনকে খালিফের পরিচ্ছদে মণ্ডিত করিল, তাহার পর পথের দুই ধারে সারি হইয়া দাঁড়াইল। মসরুর আগে আগে চলিতে লাগিল, আবু হোসেন তাহার অনুসরণ করিল, মসরুর আবু হোসেনকে সিংহাসন পর্য্যন্ত সঙ্গে লইয়া গিয়া তাহাকে সিংহাসনে স্থাপন করিল।

আবু হোসেনকে সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখিয়া সভাস্থ সকল ব্যক্তি জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। আবু হোসেন একবার দক্ষিণে, একবার বামে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, সৈনিক-কর্ম্মচারিগণ সশস্ত্র শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

ইতিমধ্যে খালিফ পূর্ব্বোক্ত গবাক্ষ পরিত্যাগ করিয়া, সিংহাসনের সন্নিকটবর্ত্তী একটি গবাক্ষপার্শ্বে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং আবু হোসেনের অবস্থা দেখিতে লাগিলেন; দেখিলেন, আবু হোসেন মহা গম্ভীরভাবে সিংহাসনে বসিয়া আছে।

অতঃপর উজীর আবু হোসেনের চরণপ্রান্তে নিপতিত হইয়া, তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন, তাহার পর উঠিয়া করযোড়ে বলিলেন, "জাঁহাপনা, আল্লা আপনাকে এ জীবনে পরম সুখে রাখুন, পরলোকে যেন আপনি অবলীলাক্রমে বেহেস্তে উপস্থিত হইতে পারেন, আপনার শত্রুগণ নষ্ট হউক।"

এতক্ষণে আবু হোসেন একটু সুস্থ হইল, উজীরশ্রেষ্ঠের কথা শুনিয়া সে যে খালিফ নহে, সে সন্দেহ আর তাহার মনে স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারিল না; সুতরাং কেমন করিয়া একরাত্রিমধ্যে এই পরিবর্ত্তন হইল, সে সম্বন্ধে আর আলোচনা না করিয়া তাহার ক্ষমতা-প্রদর্শনে অভিলাষী হইল; উজীরের দিকে গম্ভীরভাবে চাহিয়া বলিল, "উজীর, তোমার কোন বক্তব্য থাকিলে বলিতে পার।"

হঠাৎ বাদসাহীর চাল

প্রধান উজীর বলিলেন, "জাঁহাপনা, আমীর, উজীর ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ আপনার আদেশের প্রতীক্ষা করিতেছেন, আপনার অনুমতি হইলে তাঁহারা আপনার সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া আপনার আদেশ গ্রহণ করিতে পারেন।" আবু হোসেনের আদেশে কর্ম্মচারিগণ তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। সকলেই আবু হোসেনকে খালিফের উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিল।

অনন্তর উজীর সিংহাসনপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইয়া, কতকগুলি অপ্রয়োজনীয় মামলা-মকদ্দমার কথা উত্থাপন করিলেন। খালিফ দেখিলেন, আবু হোসেন যে বিচার করিতেছে, তাহা অসঙ্গত হইতেছে না; আবু হোসেন কোন বিষয়ে বিভ্রান্ত হইতেছে না। খালিফের মনে বড়ই আমোদ জন্মিতে লাগিল।

উজীর কাজ শেষ করিয়া যথাস্থানে যাইবেন, এমন সময় আবু হোসেন তাঁহাকে বলিল, "উজীর, দাঁড়াও, আমি সহর-কোতোয়ালের উপর একটি বিশেষ আদেশ করিব, তাহাকে তলব দাও।"

সহর-কোতোয়াল নিকটেই অবস্থান করিতেছিল, আবু হোসেন তাহার দিকে ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতেছেন দেখিয়া সে বুঝিয়াছিল, নকল খালিফ তাহাকে কোন কথা বলিবে। আবু হোসেনের কথা শুনিবামাত্র সহর-কোতোয়াল সিংহাসন-প্রান্তে উপস্থিত হইয়া, ভূমিতে মস্তক স্পর্শ করিয়া আবু হোসেনের প্রতি গভীর সম্মান প্রদর্শন করিল, তাহার পর সে উঠিলে আবু হোসেন বলিল, "কোতোয়াল, তুমি এখনই এই সহরের অমুক রাস্তায় অমুক মসজিদে যাও, সেই মসজিদে তুমি এক জন ইমাম ও পাকা-দাড়ী-ওয়ালা চারি জন বৃদ্ধকে দেখিতে পাইবে। তাহাদের সকলকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া আসিবে, বৃদ্ধ চারি জনের প্রত্যেককে এক শত ও ইমামকে চারি শত বেত্রাঘাত করিবে। তাহার পর তাহাদের পাঁচ জনকে ছিন্নবস্ত্র পরাইয়া, গাধায় চড়াইয়া নগরভ্রমণ করাইবে; সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করিতে থাকিবে, 'যাহারা অন্যের নিন্দা করিয়া বেড়ায় ও প্রতিবেশিগণের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায়—তাহাদের ক্ষতি করে, খালিফ তাহাদিগকে এই ভাবে দণ্ডিত করেন।' আমি আরও আদেশ করিতেছি, তাহারা যে পল্লীতে বাস করে, সেই পল্লী হইতে তাহারা অন্য পল্লীতে নির্ব্বাসিত হইবে, এবং পুনর্ব্বার কখনও তাহাদের পূর্ব্ব-বাসস্থানে প্রত্যাগমন করিতে পারিবে না। আমার এই আদেশ পালন করিয়া অবিলম্বে আমাকে সংবাদ দিবে।" কোতোয়াল নিজের মস্তক স্পর্শ করিয়া জানাইল, এই আদেশ যথাযথরূপে পালন করিবে, অন্যথা নিজের শির দিবে। অনন্তর কোতোয়াল পুনর্ব্বার সিংহাসন-সন্নিকটে নিপতিত হইয়া সম্মান-জ্ঞাপন করিয়া আদেশপালনার্থ প্রস্থান করিল।

ইমাম-শাস্তির আদেশ

খালিফ আবু হোসেনের এই আদেশ শুনিয়া মনে মনে বড়ই আহ্লাদিত হইলেন; আবু হোসেন এতক্ষণ পরে যে নিজেকে খালিফ বলিয়া বিশ্বাস করিতেছে, উহা বুঝিয়া তিনি বড়ই আমোদ বোধ করিলেন।

অল্পক্ষণ পরে কোতোয়াল কার্য্য সম্পাদন করিয়া রাজদরবারে ফিরিয়া আসিয়া আবু হোসেনকে জানাইল, তাঁহার আদেশ প্রতিপালিত হইয়াছে; কয়েক জন সাক্ষীর নামের এক ফর্দ্দও নকল খালিফের হস্তে প্রদান করিল। সেই ফর্দ্দে আবু হোসেন পরিচিত ব্যক্তিগণের নাম দেখিয়া ভারী খুসী হইয়া বলিল, "কেমন মজা! আমার সঙ্গে বদমাইসি! সামান্য লোক হইয়া খালিফের সঙ্গে গোস্তাকী? বেশ হইয়াছে। এত দিনে দুষ্টের দমন হইল।"

অনন্তর আবু হোসেন উজীরকে বলিল, "খাতাঞ্চীকে তলব দাও, তাহাকে বল, এখনই সে হাজার মোহরের এক তোড়া লইয়া এই সহরের আবু হোসেন নামক এক ব্যক্তির মাতাকে দিয়া আসুক, যে কোন লোক আবু হোসেনের বাড়ী দেখাইয়া দিতে পারিবে। লোকটা প্রসিদ্ধ লোক বটে, শীঘ্র তাহাকে যাইতে আদেশ কর।"

নকল খালিফের বিচার-বৈচিত্র্য

উজীর অবিলম্বে এই আদেশ পালন করিলেন। এক জন ভৃত্য হাজার মোহর-পূর্ণ একটি তোড়া লইয়া আবু হোসেনের গৃহমুখে যাত্রা করিল। সে যখন আবু হোসেনের মাতার নিকট উপস্থিত হইল, তখন আবুর মা পুত্রের জন্য শোক করিতেছিল, ভৃত্য তাহার হস্তে মোহরের তোড়া সমর্পণ করিয়া বলিল, "খালিফ এই হাজার মোহর আপনার নিকট উপহার পাঠাইয়াছেন।"—আবু হোসেনের মাতা এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং তাঁহার ন্যায় অজ্ঞাতকুলশীলা রমণীর প্রতি খালিফের সহসা এরূপ দয়ার কোন কারণ আবিষ্কার করিতে পারিলেন না।

এই সকল কার্য্য শেষ হইলে, আবু হোসেন দরবার ভঙ্গ করিল, কর্ম্মচারিগণ সকলেই তাহার প্রতি গভীর সম্মান জ্ঞাপন করিয়া, স্ব স্ব বাসস্থানে প্রস্থান করিলেন। কেবল উজীর ও রক্ষিগণ আবু হোসেনের নিকটে রহিল।

দরবার শেষ হইলে আবু হোসেনকে লইয়া ভৃত্যগণ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল, এবং রাত্রিতে সে যে কক্ষে শয়ন করিয়াছিল, সেই কক্ষে লইয়া গেল। উজীর খালিফের নিকট উপস্থিত হইয়া আবু হোসেনের বিচার-কাহিনী বর্ণন করিলেন, খালিফ সকল কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন।

আবু হোসেন খালিফের শয্যায় বিশ্রামার্থ উপবেশন করিলে, সুন্দরী দাসীগণ তাহার চিত্তবিনোদনার্থ গীত-বাদ্য আরম্ভ করিল। আবু হোসেন আনন্দে ভাসিতে লাগিল। সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল, যদি ইহা স্বপ্নই হয়, তবে ইহা বড়ই লম্বা স্বপ্ন বলিতে হইবে; কিন্তু আমার বোধ হয়, ইহা স্বপ্ন নয়, আমি ত' সকল কথাই বুঝিতে পারিতেছি, সকলই দেখিতে পাইতেছি, শুনিতেছি। স্বপ্নই হোক্ আর সত্যই হোক্, আল্লার ইচ্ছাতেই ইহা হইয়াছে। আমি যে সত্যই খালিফ, তাহাতেও ত' সন্দেহের কোন কারণ দেখিতেছি না। আমার চারিদিকে এত ঐশ্বর্য্য, আমোদ-প্রমোদ, আমার প্রত্যেক আদেশ প্রতিপালিত হইয়াছে, তাহাও দেখিলাম, আমি খালিফ না হইলে কি এমন হইত?

আবু হোসেন আহারে বসিল, অতি সুসজ্জিত গৃহে নানাবিধ রসনাতৃপ্তিকর আহার্য্য সুসজ্জিত ছিল, গৃহসজ্জা দেখিয়াই আবু হোসেনের চক্ষু স্থির! এত ঐশ্বর্য্য, এমন বিভব সে কখনও দেখে নাই, সাত জন সুন্দরী যুবতী একসঙ্গে তাহাকে চামর ঢুলাইতে লাগিল, তাহাদিগকে দেখিয়া, আবু হোসেনের মনে মহা স্ফূর্ত্তি হইল। গৃহে আরও অনেক সুন্দরী ছিল, তাহাদিগের মধ্যে ছয় জনকে বাছিয়া লইয়া, আবু হোসেন আহার করিতে বসিল।

বাদসাহী আহারের ঘটা

আহার শেষ হইলে, এক জন সুন্দরী খোজাকে বলিল, "খালিফ বাহাদুর এখন কামরার মধ্যে পাদচারণ করিবেন, জল আন।" সুবর্ণপাত্রে এক জন জল লইয়া আসিল, দ্বিতীয় ব্যক্তি সোণার পাত্রে সাবান লইয়া আসিল, তৃতীয় ভৃত্য তোয়ালে আনিল, এবং সকলেই নতজানুভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। মুখপ্রক্ষালন শেষ হইলে ভৃত্যগণ আবু হোসেনকে লইয়া আর একটি বিস্তীর্ণ কক্ষে প্রবেশ করিল।

এই কক্ষটির শোভা ও সজ্জা আরও অনির্ব্বচনীয়। আবু হোসেন এই কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র গীতবাদ্য আরম্ভ হইল। শত শত প্রকার ফল সুবর্ণাধারে মন্দিরাকৃতিভাবে সজ্জিত হইয়া, আবু হোসেনের রসনার পরিতৃপ্তিবিধানের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল; সুলোচনা, সুগঠিতজঘনা, সুস্তনী, সাত জন যুবতী যৌবনভারে আকুল হইয়া আবু হোসেনের গাত্রে চামর-বীজনের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল।

আবু হোসেনের বিস্ময় ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল। আবু টেবলের উপর বসিয়া পড়িয়া সুন্দরীগণকে একে একে দেখিতে লাগিল, কিন্তু কে অধিক সুন্দরী, কে অল্প সুন্দরী, তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না; সে সাত জনকেই তাহার পাশে বসিয়া ফলভক্ষণে অনুমতি করিল।

আবু হোসেন যুবতীগণের নাম জিজ্ঞাসা করিল; দেখিল, পূর্ব্বে আহারের সময় যে যুবতীগণের সহিত তাহার আলাপ হইয়াছিল, ইহারা তাহারা নহে। নামগুলি কোমল, সুন্দর, কবিত্বপূর্ণ। আবু ফলাহার করিতে করিতে তাহাদিগের সহিত কত রসিকতা করিল, তাহার সংখ্যা নাই। আবু হোসেনের প্রাণে সুখের লহরী উঠিতে লাগিল। খালিফ গোপনে থাকিয়া তাহার কাণ্ড সকলই দেখিতেছিলেন, আবু হোসেনের ভাব দেখিয়া তাঁহার হাস্যসংবরণ করা কঠিন হইয়া উঠিল।

ফলাহার শেষ হইলে মসরুর আবু হোসেনকে সঙ্গে লইয়া তৃতীয় কক্ষে প্রবেশ করিল। এ কক্ষে নানা প্রকার মিষ্ট সরবতের আয়োজন ছিল। আবু হোসেন এই কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র মধুরস্বরে সঙ্গীত আরম্ভ হইল। এ কক্ষে আর সাত জন সুন্দরী তাহার অভ্যর্থনার জন্য দণ্ডায়মান ছিল, তাহারা পূর্ব্ববর্ণিত সুন্দরীগণ অপেক্ষাও অধিক রূপবতী। আবু হোসেন তাহাদিগের সঙ্গে বসিয়া সরবৎপানে মনোনিবেশ করিল। ইহাদের নামও অতি চমৎকার, আবু হোসেন ইহাদিগের সহিত প্রেমালাপে প্রবৃত্ত হইল। খালিফ সকলই শুনিতে লাগিলেন।

সুন্দরী-মিলনে সরবৎ-পানের ছটা

সন্ধ্যা সমাগত হইল। বহুসংখ্যক দীপালোকে প্রদীপ্ত চতুর্থ কক্ষে আবু হোসেন নীত হইল। বিভিন্ন বর্ণের আলো, আলোকাধারগুলিও অতি বিচিত্র। আবু হোসেন এই দীপালোকিত প্রমোদকক্ষে আর সাত

জন অভিনব সুন্দরীকে দেখিতে পাইল। এই কক্ষে মদ্যপানের ও তাহার উপযুক্ত চাটের আয়োজন ছিল। আবু হোসেন বোগদাদের প্রচলিত নিয়ম অনুসারে দিবাভাগে মদ্যপান করিতে পারে নাই, মদের তৃষ্ণা বিলক্ষণ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, বহু প্রকারের সুপেয় মদ্য এই কক্ষে সজ্জিত দেখিয়া, আবু আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠিল। মদ যেমন উৎকৃষ্ট, মদ্যপানের পাত্রগুলিও তাহার অনুরূপ। আবু বুঝিল, সে যদি খালিফ না হইয়া সত্যই আবু হোসেন হইত, তাহা হইলে তাহার সমস্ত সম্পত্তি একটি মদ্যপাত্রক্রয়েই নিঃশেষিত হইত।

সুরা-মজলিসের প্রমোদ-স্রোত

আবু হোসেন এই কক্ষে প্রবেশ করিবার সময় সঙ্গীত ও বাদ্য আরম্ভ হইয়াছিল, আবু নবযুবতীগণের রূপযৌবনে মুগ্ধ হইয়া, তাহাদিগের পরিচয় লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু বাদ্যনাদে আলাপের সুবিধা হয় না দেখিয়া সে সজোরে করতালি প্রদান করিল, আর তৎক্ষণাৎ সকল বাদ্যধ্বনি বন্ধ হইয়া, গৃহে নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল।

আবু হোসেন সন্নিকটবর্ত্তী একটি রূপবতী যুবতীর হস্ত ধারণ করিয়া, তাহাকে ক্রোড়ের নিকট বসাইল, পরে তাহার হস্তে একখানি উৎকৃষ্ট পিষ্টক দান করিয়া, চক্ষু দুটি দিয়া তাহার রূপসুধা পান করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিল, "সুন্দরি, তোমার নাম কি?"—সুন্দরী বলিল, "জাঁহাপনা, আমার বড় সৌভাগ্য যে, আজ এই অধীনীর নাম জিজ্ঞাসা করিলেন; আমার নাম—মুক্তামালা।" আবু হোসেন ভারী খুসী হইয়া বলিল, "হাঁ, হাঁ, মুক্তামালাই বটে, ইহা অপেক্ষা আর তোমার উৎকৃষ্ট নাম হইতে পারিত না। তোমার দাঁতগুলি দেখিয়া সত্যই মুক্তামালা বলিয়া মনে হয়। মুক্তামালা, এক পেয়ালা মদ ঢালিয়া তোমার ঐ সুন্দর হাতে আমাকে দাও, পান করিয়া কৃতার্থ হই।" মুক্তামালা মদ ঢালিয়া দিলে আবু হোসেন তাহা পান করিয়া কৃতার্থ হইল, পরে সে আর এক পেয়ালা ঢালিয়া মুক্তামালাকে পান করিতে বলিল। মুক্তামালা সেই মদ পান করিবার পূর্ব্বে করুণ-স্বরে এমন একটি সুমিষ্ট গান করিল যে, আবু হোসেন একবারে মুগ্ধ হইয়া গেল।

গানের সঙ্গে সুধার পেয়ালা

আবু হোসেন এক পাত্র মদ্য পান করিয়া, প্রফুল্ল হইয়া আর একটি রূপসীকে কাছে বসাইল এবং তাহাকে কাছে বসাইয়া তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিল। সে বলিল, "আমার নাম শুকতারা।"—আবু হোসেন বলিল, "শুকতারা, সত্যই তোমার চক্ষুদুটি শুকতারা অপেক্ষাও অধিক জলজল করিতেছে। এক পেয়ালা ভরিয়া মদ আন।" শুকতারা অবিলম্বে আদেশ পালন করিল, তাহাকেও মদ খাওয়াইয়া আবু হোসেন বিশেষ আনন্দ-লাভ করিল। ক্রমে সকল সুন্দরীগুলিকেই সে এইরূপে অনুগৃহীত করিল। আবু হোসেন উদর পূর্ণ করিয়া মদ্যপান করিলে ও সকল সুন্দরীকে মদ্যপান করান শেষ হইলে, মুক্তামালা এক পেয়ালা মদ ঢালিয়া তাহাতে এক প্রকার চূর্ণ মিশ্রিত করিল এবং সেই পাত্রটি আবু হোসেনের হস্তে প্রদান করিয়া বলিল, "জাঁহাপনা, আপনি এই মদ্যপাত্রটিও নিঃশেষ করুন, আপনার স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যই আমি ইহা ঢালিয়াছি; কিন্তু তৎপূর্ব্বে আপনাকে একটি গান শুনিতে হইবে। এই গানটি আমি আপনাকে শুনাইবার জন্য আজ সকালে রচনা করিয়াছি, এখন পর্য্যন্ত ইহা আর কাহাকেও শুনাই নাই।" আবু হোসেন যুবতীর প্রার্থনা-পূরণে সম্মত হইল, এবং মদের পাত্রটি গ্রহণ করিয়া সুন্দরীর সঙ্গীত উপভোগে নিবিষ্টচিত্ত হইল।

কি সুন্দর গান! কি মনোহর সুর! কি অপূর্ব্ব রচনাভঙ্গী! আবু হোসেন স্থান-কাল বিস্মৃত হইয়া সঙ্গীত শ্রবণ করিতে লাগিল, প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সে মন্ত্রমুগ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় একচিত্তে সেই সঙ্গীত শ্রবণ করিল; প্রাণ খুলিয়া গায়িকাকে প্রশংসা করিবার পূর্ব্বে সে মদ্যপাত্রটি ওষ্ঠপ্রান্তে তুলিয়া তরল গরল-টুকু নিঃশেষে গলাধঃকরণ করিল, তাহার পর যুবতীকে ধন্যবাদ দিতে যাইয়া আর কথা বাহির হইল না; চক্ষু মুদিয়া আসিল, মাথা টেবলের উপর লুটাইয়া পড়িল, হাত হইতে গ্লাস পড়িয়া যায় দেখিয়া একটি সুন্দরী তাড়াতাড়ি গ্লাসটি টানিয়া লইল। আবু হোসেন সেই স্থানেই পড়িয়া গভীরনিদ্রায় আচ্ছন্ন হইল।

খালিফ নিকটবর্ত্তী একটি কক্ষে অবস্থান করিতেছিলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ আবু হোসেনের নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহার পরিচ্ছদ খুলিয়া লইয়া, আবুর নিজের পরিচ্ছদ তাহাকে পরাইবার আদেশ করিলেন। তাহার পর যে ভৃত্যটি আবু হোসেনকে খালিফের আদেশে তাহার গৃহ হইতে পূর্ব্বরাত্রিতে লইয়া আসিয়াছিল, তাহাকে বলিলেন, "ইহাকে লইয়া গিয়া ইহার শয্যায় শয়ন করাইয়া দিয়া আয়। ফিরিয়া আসিবার সময় দ্বার খুলিয়া রাখিয়া আসিবি—কোন প্রকার শব্দ যেন না হয়।"

প্রাসাদের গুপ্তদ্বারপথে ভৃত্য, আবু হোসেনের ঘুমন্ত দেহ ঘাড়ে লইয়া, তাহার গৃহে উপস্থিত হইল, এবং খালিফের আদেশানুসারে তাহাকে তাহার শয্যায় শয়ন করাইয়া প্রাসাদে প্রত্যাগমন করিয়া, সে সংবাদ তাঁহার গোচর করিল। খালিফ তখন সকলকে আবু হোসেনের প্রতি এই বিচিত্র ব্যবহারের কারণ বলিয়া তাহাদের কৌতূহল প্রশমিত করিলেন।



চোপ্ রও!

আবু হোসেন তাহার শয়নকক্ষে সোফার উপর পড়িয়া পরদিন অনেক বেলা পর্য্যন্ত ঘুমাইল। যখন নিদ্রা ভাঙ্গিল, তখন সে তাহার নিজগৃহে শায়িত দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল। সে চীৎকার করিয়া ডাকিল, "মুক্তামালা!" কোন উত্তর পাইল না;—পুনর্ব্বার ডাকিল, "শুকতারা!" কেহই উত্তর দিল না। চন্দ্রলেখা, মণিমঞ্জরী, কত যুবতীকে ডাকিল, তাহার সংখ্যা নাই, কিন্তু কাহারও নিকট হইতে উত্তর মিলিল না। আবু হোসেন ডাকিয়া ডাকিয়া গলা ভাঙ্গিয়া ফেলিল, কিন্তু কাহারও সাড়া পাইল না।

স্বপ্নবিভ্রমের মোহ

অবশেষে আবু হোসেনের উচ্চস্বর তাহার মাতার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি অন্তঃপুর হইতে তাড়াতাড়ি পুত্রের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "আবু, বাবা, তোমার কি হইয়াছে, তুমি এমন করিতেছ কেন?" মায়ের কথা শুনিয়া আবু শয্যা হইতে মাথা তুলিল, মাতার মুখের উপর অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি স্থাপন করিয়া কর্কশস্বরে বলিল, "মাগি, তুই কাহাকে বাবা বলিয়া সম্বোধন করিতেছিস্?" আবু হোসেনের জননী বলিলেন, "তোমাকে বাবা, তুমি ভিন্ন আর কাহাকে আমি এ ভাবে সম্বোধন করিব? হা, আবু হোসেন, তুমি এ রকম কথা কেন বলিতেছ? তুমি কি আমার পুত্র নও? তুমি এই এক দিনের মধ্যেই তোমার মাতার কথা বিস্মৃত হইলে?"—আবু কহিল, "আমি তোর পুত্র? নির্ব্বোধ বুড়ী, কি কথা বলিতেছিস্, তা ভাবিয়া দেখিতেছিস্? মিথ্যাবাদী কে, আবু হোসেন? দেখিয়া চিনিতে পারিতেছিস্ না? আমি খালিফ—বোগদাদের খালিফ হারুণ-অল্-রসিদ!"

এ কি সয়তানের ভেল্কি ?

আবুর মাতা ভীতা হইয়া বলিলেন, "চুপ কর বাছা, চুপ কর। কি বলিতেছ, তাহা ভাবিয়া দেখ, ও রকম কথা বলিলে লোকে যে তোমাকে পাগল বলিবে।" আবু হোসেন বলিল, "বুড়ী, তুই পাগল হইয়া আমাকে পাগল বলিতেছিস্! আমার জ্ঞানবুদ্ধি বিলক্ষণ টন্‌টনে আছে, অর্দ্ধ-পৃথিবীর লোক জানে, আমি বোগ্দাদের খালিফ, পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত নরপতি।" বৃদ্ধা অশ্রু মোচন করিয়া বলিলেন, "হায় হায়, কেন এমন সর্ব্বনাশ হইল ? বাছার মাথা একেবারে খারাপ হইয়া গিয়াছে ! আল্লা, বাছাকে আমার সয়তানের হাত হইতে রক্ষা কর। বাছা আমার ছেঁড়া কাঁথায় শুইয়া লাখ টাকার স্বপ্ন দেখিতেছে ; এমন সর্ব্বনাশ আমার কে করিল ? বাবা আবু হোসেন, আমি যে তোমার মা ! এই তোমার ঘরদ্বার, চিরদিন তুমি এখানে বাস করিতেছ, আজ হঠাৎ তোমার এমন বিষম ভুল হইল কেন বাবা ?"

আবু হোসেন মাথায় হাত দিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া চিন্তা করিল, তাহার পর মাথা তুলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "হাঁ, তুমি যা বলিতেছ, তাই সত্য বোধ হয় বটে, এতক্ষণে আমার বোধ হইতেছে, আমি আবু হোসেন, তুমি আবু হোসেনের মা, আর এই বাড়ী আবু হোসেনের বাড়ী।" আবু হোসেন পাগলের মত একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল ; অবশেষে বলিল, "হাঁ, আমি নিশ্চয়ই আবু হোসেন, ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। এমন অদ্ভুত খেয়াল কেমন করিয়া আমার মাথায় প্রবেশ করিল ?" আবুর মাতা বলিলেন, "বাছা আবু হোসেন, বোধ করি, তুমি কোন রকম স্বপ্ন দেখিয়া এমন বে-এক্তিয়ার হইয়া পড়িয়াছ।" আবু হোসেন কঠোরদৃষ্টিতে জননীর দিকে চাহিল, কর্কশস্বরে বলিল, "বুড়ী, মায়াবিনি, তুই দূর হ, তুই আমার মা নহিস্। আমি বলিতেছি, আমি খালিফ, মহাপ্রতাপ-সম্পন্ন বোগ্দাদাধিপতি। আমাকে এ কথা অবিশ্বাস করাইবার সাধ্য তোমার নাই।" আবু হোসেনের মাতা বলিলেন, "বাছা, তুমি এ সকল কথা আর মুখে আনিও না, কোথা হইতে এ কথা খালিফের কাণে গিয়া উঠিবে, আর তিনি খট্ করিয়া তোমার মাথাটা কাটিয়া লইয়া যাইবার আদেশ দিবেন। এ সকল কথা ছাড়িয়া অন্য কথার আলোচনা কর। তুমি বুঝি শোন নাই, দরগার ইমাম ও চার [illegible] খালিফের আদেশে আচ্ছা রকম শাস্তি পাইয়াছে, গাধায় চড়াইয়া তাহাদিগকে নগরে নগরে ঘুরাইয়া আনা হইয়াছে, ঘোষণা হইয়াছে, যাহারা এই রকম পরের কথা লইয়া থাকে, তাহাদের এইরূপ শাস্তি হয়। পাড়া হইতে খালিফ যে তাহাদিগকে দূর করিয়া দিয়াছেন।"

মায়াবিনী দূর হ'

এক ভাবিয়া আবু হোসেনের মা এই কথা বলিলেন, কিন্তু তাহার বিপরীত ফল হইল। আবু যে সত্যই খালিফ, আবু হোসেনের তদ্বিষয়ে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না। ইমামের শাস্তির কথা শুনিবামাত্র আবু হোসেন বলিল, "না, আমি তোমার ছেলে আবু হোসেন নই, তুমি আবু হোসেনের মা হইতে পার, কিন্তু আমার কেহ নয়। আমি খালিফ, স্বয়ং খালিফ, তুমি যে ফাঁকি দিয়া খালিফের মা হইয়া বসিবে, তাহা কিছুতেই হইবে না, খালিফ যে কোন ভিখারিণীকে মা বলিয়া ভক্তি করিতে পারেন না। আমি যে খালিফ, তাহা তোমার কথাতেই প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। কাল আমার আদেশেই দুষ্ট ইমাম ও চারি জন বৃদ্ধ সেইরূপ দণ্ড ভোগ করিয়াছে। আমি যে খালিফ, সে বিষয়ে আর সন্দেহ করিও না, আমি যে স্বপ্ন দেখিতেছি, সে কথা মনে ভাবিও না ; স্বপ্নে কখন মানুষ খালিফ সাজিয়া তাহার শত্রুকে এ ভাবে দণ্ডিত করিতে পারে না। কাল কোতোয়াল আমাকে সংবাদ দিয়াছে, আমার আদেশ প্রতিপালিত হইয়াছে। সুতরাং আমি বিশ্বাস করিতে পারি না, আমি আবু হোসেন, খালিফ নহি। তবে কে যে আমাকে এখানে আনিল, তাহাই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। তাহার দেখা পাইলে একবার বুঝিতাম !"

আবু হোসেনের মাতা পুত্রের কথা শুনিয়া একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন। তিনি বুঝিলেন, আবুর মস্তিষ্ক একেবারেই বিকৃত হইয়াছে, জ্ঞানদীপ আর প্রজ্বলিত হইবে কি না সন্দেহ। তিনি কাতরভাবে বলিলেন, "বৎস, আল্লা তোমার মঙ্গল করুন। তুমি যে সকল প্রলাপ বকিতেছ, তাহা হইতে ক্ষান্ত হও, তোমার এ রকম পাগলামি শুনিয়া লোকে কি বলিবে, কিছু কি ভাবিতেছ? তোমার এই সকল প্রলাপ লোকের কাণে নিশ্চয়ই প্রবেশ করিবে, তাহা বুঝিয়াছ কি?"

আবু হোসেন মাতার কথায় অধিক চটিয়া উঠিল; বলিল, "হাঁ, হাঁ, লোকে শুনিবে, শুনিয়া বলিবে, এক মাগী নির্ব্বোধ খালিফকে তাহার পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিতে গিয়াছিল, খালিফ যে তাহার গর্ভে জন্মিয়াছে, তাঁহার মনে এই বিশ্বাস জন্মাইতে চেষ্টা করিয়াছিল।"

বৃদ্ধা বলিলেন, "বাবা আবু, তোমাকে কি কিছুতেই বুঝাইতে পারিব না যে, তুমি খালিফ নহ, তুমি আবু হোসেন, আমার পুত্র, তোমার এ ভ্রম কিসে দূর হইবে?"

লাঠির চোটে স্বীকার-প্রয়াস

আবু হোসেন আরও বেশী রাগ করিয়া বলিল, "চোপ্ রও বুড়ী, ফের যদি আমাকে বকাবি ত' তোকে এমন শাস্তি দিব যে, চিরদিন মনে থাকিবে। আমি বলিতেছি, আমি খালিফ, মহাপরাক্রান্ত বোগ্দাদাধিপতি, আমার কথা তুই বিশ্বাস করিতে আলবৎ বাধ্য।" বৃদ্ধা পুত্রের বুদ্ধিবিকৃতি দেখিয়া গালে মুখে চড়াইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।

আবু হোসেন এই দৃশ্য দেখিয়া ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিল না। সক্রোধে একগাছি লাঠি আনিয়া তাহার মাতার মস্তকের উপর উদ্যত করিয়া বলিল, "মায়াবিনি রাক্ষসি, আমি আবু হোসেন নহি, তোর পুত্র নহি, আমি খালিফ, এ কথা স্বীকার করিবি কি না বল্? স্বীকার না করিলে এই বেতের এক আঘাতে তোর মাথা ভাঙ্গিয়া দিব।" আবু হোসেনের মাতা পুত্রের কথায় কিছুমাত্র ভীত না হইয়া বলিলেন, "আমি একশবার বলিব, তুমি আমার পুত্র আবু হোসেন, তুমি অকারণে নিজেকে হারুণ-অল-রসিদ বলিয়া মনে করিতেছ। তিনি আমাদের রাজা, কাল তিনি তাঁহার উজীর জাফরকে দিয়া আমাকে এক হাজার মোহরের এক তোড়া পাঠাইয়া খোদার নিকট তাঁহার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিতে বলিয়াছেন। তুমি আজ নির্ব্বোধের মত নিজেকে সেই খালিফ বলিয়া মনে করিতেছ।"

আমি খালিফ, তাতে সন্দেহ!

এবার আবু হোসেন বুঝিল, সে যে খালিফ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সেই ত' আবু হোসেনের মাতাকে মোহর পাঠাইয়া দিয়াছে। আবু হোসেন ক্রোধে অন্ধ হইয়া মাতাকে নির্দ্দয়রূপে বেত্রাঘাত করিতে লাগিল। আবু হোসেনের মাতা পুত্রহস্তে বেত্রাঘাত লাভ করিয়া যন্ত্রণায়, ক্ষোভে, দুঃখে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। আবু হোসেন তাহার আর্ত্তনাদে লক্ষ্য না করিয়া বলিতে লাগিল, "সয়তানী বুড়ী, তুই কিছুতে বিশ্বাস করিবি না যে, সে মোহরের তোড়া আমিই পাঠাইয়াছিলাম! সে কথা বিশ্বাস না করিয়া আমাকে পাগল মনে করিতেছিস্? যতক্ষণ তুই আমার কথা বিশ্বাস না করিবি, ততক্ষণ আমি প্রহারে ক্ষান্ত হইব না।" আবু হোসেন পুনর্ব্বার সজোরে প্রহার আরম্ভ করিল। আবুর মাতার চীৎকারে প্রতিবাসিগণ ব্যাপার কি দেখিবার জন্য ছুটিয়া আসিল। তাহারা দেখিল, আবু হোসেন পাগলের ন্যায় তাহার মাতাকে নির্দ্দয়রূপে প্রহার করিতেছে। তাহারা আবু হোসেনের হাত হইতে লাঠি কাড়িয়া লইল;—বলিল, "আবু হোসেন, ছি, ছি! তুমি কি একেবারে পাগল হইয়া গিয়াছ? তুমি স্নেহময়ী মাতাকে এ ভাবে প্রহার করিতেছ, তোমার লজ্জা হইতেছে না?"

পাগ্‌লা-গারদে

আবু হোসেন উন্মত্তের ন্যায় প্রতিবেশিগণের দিকে চাহিয়া বলিল, "কাহাকে তোমরা আবু হোসেন বলিতেছ? আমাকে তোমরা আবু হোসেন মনে করিতেছ, এ তোমাদের কি বিষম ভ্রম!"—এক জন প্রতিবাসী বলিল, "আবু হোসেন, তোমার হঠাৎ এমন মতিভ্রম হইল কেন? তোমার এই জননী তোমাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছে, তোমাকে প্রতিপালন করিয়াছে, আর আজ তুমি তোমার সেই মাতাকে মাতা বলিয়া স্বীকার করিতে চাও না?" আবু হোসেন বলিল, "কে তোমরা আমাকে এমন ভাবে কথা বলিতে সাহস কর? আমি তোমাদের চিনি না। এই সয়তানী মাগীকেও চিনি না। আমি স্বয়ং খালিফ, আবু হোসেন নহি। ফের যদি তোমরা আমাকে আবু হোসেন বলিবে, তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে গুরুতর শাস্তি প্রদান করিব।"

প্রতিবেশিগণ আবু হোসেনের কথায় বুঝিল, তাহার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে, আবু হোসেন ঘোর উন্মত্ত হইয়াছে। তাহারা আবু হোসেনকে মাটীতে নিক্ষেপ করিয়া তাহার হস্তপদ দৃঢ়রূপে রজ্জুবদ্ধ করিল, তাহার পর তাহারা পাগলা-গারদের অধ্যক্ষকে আবু হোসেনের উন্মত্ততার সংবাদ জ্ঞাপন করিল।

পাগ্‌লা-গারদের অধ্যক্ষ শৃঙ্খল ও কণ্টকপূর্ণ বেত্র লইয়া আবু হোসেনের গৃহে উপস্থিত হইল। আবু হোসেনের পৃষ্ঠে কয়েক ঘা বেত্র পড়িতেই তাহার পাগলামি থামিয়া গেল, পুনর্ব্বার বেত্রাঘাতের ভয়ে সে আর কোন কথা বলিতে সাহসী হইল না। তখন তাহারা তাহার হস্তপদ লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া তাহাকে পাগ্‌লা-গারদে লইয়া গেল।

রাজপথে প্রবেশ করিবামাত্র, এক দল লোক আসিয়া আবু হোসেনের চারিদিকে সমবেত হইল; কেহ তাহার পিঠে কীল মারিল, কেহ তাহার গালে চড় মারিল, কেহ কেহ বা কুৎসিত ভাষায় তাহাকে গালি দিতে লাগিল। আবু হোসেন ভাবিল, "দেশের লোক পাগল হইয়াছে, দেখিতেছি; আমার ত' জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য হয় নাই, তথাপি ইহারা আমাকে পাগল মনে করিতেছে, কি করিব, আল্লার মনে যাহা আছে, তাহাই হইবে। আমাকে সকলই সহ্য করিতে হইবে।"

বাদসাহী নেশা ছুটিল!

পাগ্‌লা-গারদে আবু হোসেনাক লৌহ-পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইল। পিঞ্জরে পুরিবার পূর্ব্বে এক জন প্রহরী তাহার পাগলামি দূর করিবার জন্য তাহার স্কন্ধে ও পৃষ্ঠে পঞ্চাশ ঘা বেত মারিল, এবং বলিতে লাগিল, "বল্ তুই খালিফ কি না? বল্ তোর পাগ্‌লামি সারিয়াছে কি না?" আবু হোসেন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "দোহাই তোমাদের, আর মারিও না, আমি পাগল নহি, তোমরাই সকলে মিলিয়া আমাকে পাগল বানাইয়াছ।"

আবু হোসেন যে কয় দিন পাগ্‌লা-গারদে বন্দী ছিল, সে কয় দিন প্রত্যহ তাহার মাতা তাহাকে দেখিতে যাইত, পুত্রের দুর্দ্দশা দেখিয়া, পুত্রবৎসলা জননী কাতরভাবে অশ্রুত্যাগ করিত। আবুর মা পুত্রকে অনেক কথা বলিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিত, কিন্তু আবু হোসেন যে খালিফ নহে, তাহা কোনমতে স্বীকার করিল না।

অবশেষে আবু হোসেন মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, "যদি আমি খালিফই হইব, তবে আমার এত দুর্দ্দশা কেন? কেনই বা আমি নিদ্রাভঙ্গে আমার গৃহে শয়ন করিয়াছিলাম, আর খালিফের সে জমকালো পরিচ্ছদই বা কোথায় গেল? সেই খোজার দল, সেই সকল সুন্দরী, আমীর-ওমরাহ, বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্ত্তাগণ, উজীর জাফর সকলে আমাকে সহসা পরিত্যাগ করিল কেন? আমি ত' আমার দুর্দ্দশার কোন প্রতীকার করিতে পারিতেছি না; অনায়াসে পাগলের মত বেত খাইলাম, কেহ ত' আমাকে রক্ষা করিল না। খালিফের পিঠে কেহ কি এ ভাবে বেত মারিতে সাহস করিত? সুতরাং, বুঝিতেছি,

এ স্বপ্নমাত্র, স্বপ্ন ভাবিয়া ইহা অবিশ্বাস করাই আমার কর্ত্তব্য। কিন্তু ইমাম ও চারি জন বৃদ্ধ আমার আদেশে শাস্তি পাইয়াছে, ইহা সকলেই জানে। আবু হোসেনের মাতাকে আমি যে হাজার মোহর পাঠাইয়াছিলাম, তাহারও সে প্রাপ্তিস্বীকার করিয়াছে, আমার প্রত্যেক আদেশ পালিত হইয়াছে, ইহাই বা আমি স্বপ্ন বলিয়া কিরূপে বিশ্বাস করি? স্বপ্নে কখনও এ সকল কাজ হইতে পারে না। আল্লাই জানেন, এ কি রহস্য!"

সেই মোসাফের যাদুকর

অবশেষে আবু হোসেন তাহার মাতাকে দেখিয়া অশ্রুপূর্ণ-লোচনে বলিল, "মা, আমার ঘুম ভাঙ্গিয়াছে, আমি স্বপ্ন দেখিয়া, তোমার প্রতি বড় গর্হিতাচরণ করিয়াছি, তোমার পুত্রকে মার্জ্জনা কর। এমন অসম্ভব স্বপ্ন কেহ কখন দেখে না, ঠিক ইহা সত্যের মত, তাই ত' আমার এমন মতিভ্রম ঘটিয়াছিল। যাহা হউক, আমি নিজেকে খালিফ মনে করিয়া যে সকল কাণ্ড করিয়াছি, তাহাতে বড়ই অনুতপ্ত হইয়াছি, আমি আর কখনও এমন কর্ম্ম করিব না।"

আবু হোসেনের মাতা পুত্রের কথা শুনিয়া, অশ্রুত্যাগ করিয়া বলিল, "বাছা, তোমার কথা শুনিয়া আমি মৃতদেহে যেন জীবন পাইলাম, তোমার যে সুবুদ্ধি হইয়াছে, ইহা আমার ও তোমার পরম সৌভাগ্যের কথা। আমি ক্রমাগত ভাবিয়া, তোমার এই প্রকার ভ্রমের কারণ ঠিক করিয়াছি। সে দিন তুমি যে অপরিচিত অতিথির সেবা করিয়াছিলে, সে তোমার অনুরোধসত্ত্বেও সকালে উঠিয়া যাইবার সময় তোমার দরজা বন্ধ করিয়া যায় নাই, সেই দরজা দিয়া কোন ভূত তোমার ঘরে ঢুকিয়া, তোমাকে এই রকম বিপদে ফেলিয়াছিল। বৎস! আল্লাকে ধন্যবাদ দাও যে, তিনি তোমাকে এমন বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন।"

আবু মাথা নাড়িয়া বলিল, "মা, তুমি ঠিক কথাই বলিয়াছ, সেই সদাগরের দোষেই আমাকে এই বিপদে পড়িতে হইয়াছে। তাহাকে আমি পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াছিলাম, তাহার গৃহত্যাগের সময় যদি আমি নিদ্রিত থাকি, তবে যেন সে দরজা বন্ধ করিয়া যায়, কিন্তু সে আমার অনুরোধ রক্ষা করে নাই। মোসলের লোকেরা বোধ হয় জানে না যে, রাত্রে বোগ্দাদে কি রকম ভূতের ভয়। যাহা হউক, আমি এখন সারিয়া উঠিয়াছি, আমাকে এ কারাগার হইতে উদ্ধার করিয়া বাড়ী লইয়া যাও, আমি এখানে থাকিলে আর বেশী দিন বাঁচিব না।"

বাদসাহী-স্বপ্ন অবসানে

আবু হোসেনের মাতা পুত্রের কথা শুনিয়া আশ্বস্ত হইল; কারাধ্যক্ষের নিকট সকল কথা বলিয়া, পুত্রের কারামুক্তির প্রার্থনা করিল; কারাধ্যক্ষ আবু হোসেনকে পরীক্ষা করিয়া বুঝিলেন, তাহার উন্মত্ততা সারিয়া গিয়াছে, তখন তাহাকে মুক্তিদান করিলেন। আবু হোসেন মাতার সহিত গৃহে ফিরিয়া আসিল।

কারাগারে আবু হোসেনের দেহ বড় ক্ষীণ হইয়াছিল, কিছুদিন মাতার শুশ্রূষায় তাহার দেহ সুস্থ হইল। তখন সে সায়ংকালে বন্ধুসমাগম অভাবে বড়ই কষ্ট বোধ করিতে লাগিল; সুতরাং পূর্ব্ববৎ অতিথির সন্ধানে সে সেই সাঁকোর কাছে বসিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

আবু হোসেন পোষাক পরিয়া, মাথায় পাগ্ড়ী বাঁধিয়া, লাঠি হাতে সাঁকোর ধারে বসিয়া আছে, এমন সময় মোসলের সেই সদাগরকে পথ-প্রান্তে দেখিতে পাইল। পূর্ব্বে তাঁহার সঙ্গে যে ভৃত্যটি ছিল, সেই ভৃত্য সেই দিনও তাঁহার সঙ্গে আসিতেছিল। আবু হোসেন ছদ্মবেশী খালিফকে দেখিয়াই ভয়ে ঘর্ম্মাক্তকলেবর হইয়া উঠিল, মনে মনে বলিল, "এ বেটা সেই দিনের সেই ভেল্কীওয়ালাই বটে, আমার অতিথি হইয়া আমার কি দুর্দ্দশাটাই করিয়া গিয়াছে।" আবু হোসেন তাহার সঙ্গে কথা কহিবার ভয়ে মুখ ফিরাইয়া নদীর দিকে চাহিল।

কিন্তু খালিফ আবু হোসেনকে দেখিয়া, আরও কিছু আমোদের প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলেন না ; আবু হোসেন গৃহে ফিরিয়া, কি ভাবে নির্যাতন ভোগ করিয়াছে, তাহাও তিনি সবিস্তারে শুনিয়াছিলেন, আবু হোসেনকে পুরস্কৃত করিবারও ইচ্ছা ছিল ; কারণ, তিনি বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার বিচিত্র ব্যবহারেই আবু হোসেন এত কষ্ট সহ্য করিয়াছে। তিনি আবু হোসেনের নিকটে পুলের উপর আসিয়া বসিলেন। তিনি বুঝিলেন, আবু তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছে, তাঁহাকে দেখিয়া বিমুখ হইয়া বসিয়াছে। খালিফ আবু হোসেনের মুখের নিকট মুখ আনিয়া সহাস্য-বদনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে ও, ভাই আবু হোসেন! সেলাম, এস, তোমাকে আলিঙ্গন করি।"

আবার ছদ্মবেশে খালিফ

আবু হোসেন খালিফের মুখের দিকেও চাহিল না, যে ভাবে বসিয়া ছিল, সেই ভাবেই বসিয়া বলিল, "যাও, যাও, আর আলিঙ্গনে কাজ নাই, আমি তোমার মুখ দর্শন করিব না, তুমি যেখানে যাইতেছ, যাও।"—খালিফ কৃত্রিম বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "তুমি কি আমাকে চিনিতে পারিতেছ না? তোমার অতিথি হইয়া পরম সুখে এক রাত্রি তোমার গৃহে অতিবাহিত করিয়াছি, তুমি কত আদর-যত্ন করিয়াছ, সে ত' আজ এক মাসও পূর্ণ হয় নাই, এত অল্পসময়ের মধ্যেই তুমি সকল কথা ভুলিয়া গেলে?" আবু হোসেন বলিল, "হাঁ, আমি সকল কথা ভুলিয়া গিয়াছি, আমি তোমাকে কোন দিন দেখি নাই, চিনিও না, তোমাকে বাড়ীতেও লইয়া যাই নাই, তুমি এখন নিজের কাজে যাও।"

খালিফ আবু হোসেনের কর্কশ উত্তরে বিন্দুমাত্রও দুঃখিত কিম্বা বিরক্ত হইলেন না। তিনি মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "ভাই আবু হোসেন, আল্লার দিব্য, মিথ্যাকথা বলিও না। তুমি কখনই এত শীঘ্র আমাকে ভুলিয়া যাইতে পার না, নিশ্চয়ই কোন কারণে তুমি আমার প্রতি বিরক্ত হইয়া এ কথা বলিতেছ। আমি তোমার কোন বিশেষ উপকার করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম, তাহাও কি তুমি ভুলিয়া গিয়াছ?" আবু হোসেন বিরক্তিভরে বলিল, "তোমার কতটুকু উপকার করিবার ক্ষমতা আছে, তাহা আমি জানি না, জানিতেও চাহি না। তবে তোমার একটা ক্ষমতার পরিচয় পাইয়াছি বটে, তুমি মানুষকে পাগল করিতে পার ; আমাকেও পাগল করিয়াছিলে, অনেক কষ্টে আমার মাথা ঠাণ্ডা হইয়াছে, আর ভাই, আমার ঘাড়ে চাপিয়া আমার মাথা খারাপ করিয়া দিও না, তোমার বন্ধুতায় আমার আবশ্যক নাই, তুমি নিজের কাজে যাও।"

বন্ধুত্বের মধুর আশ্বাস

খালিফ জোর করিয়া আবু হোসেনকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিয়া বলিলেন, "ভাই আবু হোসেন, আমি কিছুতেই তোমাকে আমার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া থাকিতে দিব না। এত দিন পরে আবার যখন তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে, তখন আবার তোমাকে অতিথিসৎকার করিতে হইবে। আবার আমি তোমার সঙ্গে পূর্ব্ববৎ মহানন্দে মদ্যপান করিব।" আবু হোসেন বলিল, "আর নয়, যে লোকের সঙ্গে এক রাত্রি আমোদ করিয়া পরে প্রাণ লইয়া টানাটানি আরম্ভ হয়, সে লোকের সঙ্গে আমি আর দ্বিতীয়বার আমোদ করি না ; নেড়া একবারের বেশী দুবার বেলতলায় যায় না। তুমি আমার যথেষ্ট অপকার করিয়াছ, আর অধিক অনিষ্ট সহ্য করিবার শক্তি আমার নাই।"

আবু হোসেনকে দ্বিতীয়বার আলিঙ্গন করিয়া বিনম্রবচনে খালিফ বলিলেন, "আবু হোসেন, তুমি যে আমার সঙ্গে এরূপ কঠোর ব্যবহার করিবে, তাহা আমি মনেও করি নাই। তুমি কঠিন কথা বলিয়া আমার মনে কষ্ট দিও না, তোমার বন্ধুত্ব আমি অমূল্য পদার্থ বলিয়া বিবেচনা করি। আমি কোন দিন তোমার অমঙ্গল ইচ্ছা করি নাই। আমি তোমার পরম হিতাকাঙ্ক্ষী," তথাপি তুমি বলিতেছ, আমার দোষেই

তোমাকে নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছে, আমি এ কথার অর্থ বুঝিতে পারিতেছি না। যদিও সত্যাই আমার কোন ব্যবহারে তোমাকে ক্ষতিস্বীকার করিতে হইয়া থাকে, তবে তাহা আমার কাছে খুলিয়া বল, আমি প্রাণপণে তোমার ক্ষতিপূরণ করিব। আমার বিশ্বাস, তোমার ন্যায় উপকারী বন্ধুর আমি জ্ঞাতসারে কোন অপকার করি নাই।" খালিফের বিনীত বচনে আবু হোসেনের মন অনেক নরম হইল; আবু হোসেন বলিল, "তবে শোন, তুমি আমার সকল কষ্ট ও যন্ত্রণার কারণ কি না; আমার কথা আগাগোড়া মন দিয়া শুনিলেই তুমি বুঝিতে পারিবে, আমি তোমার উপর রাগ করিয়া কিছুমাত্র অন্যায় করি নাই।"

সবিনয়ে মনোরঞ্জন

খালিফ আবু হোসেনের পাশে বসিয়া তাহার বিপদ ও কষ্টের কথা শুনিতে লাগিলেন। আবু হোসেন সকল কথা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিল, তাহাকে পাগ্‌লা-গারদে ধরিয়া লইয়া যাওয়ার কথাও গোপন করিল না, সে খালিফের করুণা উদ্রেকের জন্য তাহার কাহিনী এমন ভাবে বর্ণনা করিল যে, খালিফের মনে করুণার সঞ্চার না হইয়া হাস্যরসেরই আবির্ভাব হইল। খালিফ তাহার সকল কথা শুনিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

খালিফকে এই ভাবে হাসিতে দেখিয়া আবু হোসেনের মনে হঠাৎ ক্রোধের সঞ্চার হইল, ভ্রূকুটি করিয়া বলিল, "আমার দুঃখের কথা শুনিয়া আমার মুখের উপরই তুমি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলে, এটা কি বড় বিদ্রূপের কথা হইল? তুমি আচ্ছা বেল্লিক তো! আমি যে কি [illegible]না সহ্য করিতেছি, তাহার যদি প্রমাণ লইতে, তাহা হইলে তুমি কখন এভাবে হাস্যরসিকতা করিতে পারিতে না, দুঃখে তোমারও অশ্রুপাত হইত। দেখ দেখি, আমার এই সকল আঘাতচিহ্ন তোমার উপহাসের উপযুক্ত কি না?" কারাধ্যক্ষ আবু হোসেনকে কণ্টকময় বেত্র দ্বারা এমন নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিয়াছিল যে, তাহার অঙ্গের ক্ষতচিহ্ন তখনও লুপ্ত হয় নাই, হোসেন গাত্রবস্ত্র অপসারিত করিয়া তাহা খালিফকে দেখাইল।

খালিফ আবু হোসেনের ক্ষত দেখিয়া সত্যই বড় ব্যথিত হইলেন, তিনি হাসি বন্ধ করিয়া, আবুকে আলিঙ্গন করিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "ভাই আবু, তুমি উঠ, ক্ষোভ পরিত্যাগ করিয়া গৃহে চল, আজ আমি আবার তোমার অতিথি হইয়া পানাহারে যোগ দান করিব, কাল আল্লার ইচ্ছায় তোমার মঙ্গলই হইবে।"

আবু হোসেন যদিও পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, সে কোন অতিথিকে একবারের অধিক দুইবার তাহার গৃহে স্থান প্রদান করিবে না, তথাপি খালিফের কথাবার্ত্তা ও ব্যবহারে সে এমন মুগ্ধ হইয়াছিল যে, খালিফের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিল না, মোসলের সেই এক দিনের পরিচিত সদাগরের উপরোধ সে কোন রকমে এড়াইতে পারিল না। সে তাহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া বলিল, "আমি তোমার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম, কিন্তু তোমাকে আমার নিকট একটি প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইতে হইবে; প্রতিজ্ঞা এই যে, তুমি সকালে যখন আমার ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে, তখন দরজা বন্ধ করিয়া রাখিয়া যাইবে। পূর্ব্বে একবার তুমি দরজা বন্ধ না করাতেই আমাকে ভূতে পাইয়াছিল, এবার ভূতের হাতে পড়িলে আমার একখানা হাড়ও আস্ত থাকিবে না। ঐ বস্তুটিতে আমার বড় ভয়, তুমি বিদেশী লোক, জান না, বোগ্দাদের অলিতে গলিতে ভূত বেড়ায়, আর সুবিধা পাইলেই লোকের ঘরে ঢুকিয়া স্কন্ধে ভর করে।" খালিফ আবু হোসেনের নিকট রীতিমত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন, তাহার পর বলিলেন, "তুমি আমার কথা অবিশ্বাস করিও না, আমি সত্যই তোমার ভবিষ্যৎ সুখ ও উন্নতি কামনা করি, আমার এই কামনা বাহ্যিক কি আন্তরিক, শীঘ্রই তুমি তাহার পরিচয় পাইবে।"

অনুরোধে প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ

আবু হোসেন বলিল, "আমি তাহার পরিচয় চাহি না। আল্লার অনুগ্রহে আমি বেশ সুখস্বচ্ছন্দে আছি, তুমি আর আমাকে কোন অনুগ্রহ করিও না। তুমি একবার আমার দ্বার খুলিয়া রাখিয়া যে বিপদে ফেলিয়াছিলে, তাহার পরিচয় পাইয়াছি, যাহাতে পুনর্ব্বার সেরূপ বিপদে না পড়ি, অনুগ্রহ করিয়া তাহাই করিও, আর কিছু করিতে হইবে না।" খালিফ হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তাহাই হইবে, এবার আমি নিশ্চয়ই তোমার দ্বার বন্ধ করিয়া যাইব।" আবু হোসেন শুনিয়া খুশী হইল।

কথা কহিতে কহিতে আবু হোসেন ও খালিফ আবুর গৃহে উপস্থিত হইলেন, খালিফের ভৃত্যও তাঁহাদের অনুগমন করিল। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছিল, আবু হোসেন খালিফকে সোফায় বসিতে অনুরোধ করিয়া তাহার মাতাকে ঘরে আলো দিতে অনুরোধ করিল। আবু হোসেনের মাতা আলো দিয়া উভয়ের আহারাদির আয়োজন করিয়া দিলেন। আহার শেষ হইলে মাতা আহারের স্থান পরিষ্কার করিয়া পুত্র ও পুত্রের অতিথির জন্য নানাপ্রকার ফল, মদ এবং মদ্যপানের পাত্র আনিয়া দিলেন। তাহার পর তিনি গৃহান্তরে প্রস্থান করিলেন। আবু হোসেন ও খালিফ উভয়ে মদ্যপান করিতে করিতে নানা বিষয়ে গল্প করিতে লাগিলেন। আবু হোসেন মদ্যপানে উৎফুল্ল হইলে, খালিফ কথাপ্রসঙ্গে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই আবু হোসেন, তুমি ত' বড় রসিক লোক, সত্য করিয়া বল দেখি ভাই, কখনও তুমি পীরিতে পড়িয়াছ কি না?"

পিরীত চাই না, মদেই আমোদ

আবু হোসেন বলিল, "ভাই, পীরিতের কথা আর মুখে আনিও না, আমি ও জিনিষটাকে ভয় করি, পীরিতই বল আর বিবাহই বল, কেবল দাসত্ব ছাড়া আর কিছুই নহে, এ রকম দাসত্ব করিতে আমি কখন রাজী নই। বন্ধুবান্ধব লইয়া এমনই আমোদ করিতেই আমার সকল অপেক্ষা অধিক ভাল লাগে, এমন আমোদ আর কিছুতে নাই। কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, আমি সে দিন যে আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, সেই স্বপ্নে এক সুন্দরীকে দেখিয়াছিলাম; ভাই, চমৎকার সুন্দরী, যেমন সে গায়, তেমনই বাজায়; আমাকে সে এমন খুসী করিয়াছিল যে, আমি সত্যই আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলাম। সেই সুন্দরীকে যদি বিবাহ করিতে পারি, তবে তাহার সঙ্গে পীরিত করিতে রাজী আছি, তাহার সঙ্গে পীরিত করিয়া সুখ আছে বলিয়া আমার বোধ হয়; কিন্তু খালিফের অন্তঃপুর ভিন্ন, ভাই, এমন সুন্দরী যে কোথাও আছে, তাহা আমার বিশ্বাস হয় না। উজীর কিম্বা অন্য বড়লোকেরাও অগাধ অর্থ ব্যয় করিয়া এমন সুন্দরী দুই একটি ঘরে আনিতে পারে সন্দেহ নাই, আমার তত অর্থ নাই, সুতরাং বোতল লইয়াই আমাকে খুসী থাকিতে হইবে; ইহাতে খরচ কম, সুখের সীমা নাই।" আবু হোসেন আবার এক পেয়ালা মদ ঢালিয়া নিজে পান করিয়া আর এক পেয়ালা খালিফের হস্তে দিল; বলিল, "আমরা যেন চিরদিন এই আমোদেই মত্ত থাকিতে পারি।" পাত্র শূন্য করিয়া খালিফ আবু হোসেনকে বলিলেন, "ভাই, তোমার মত সুরসিক সুন্দর যুবাপুরুষ যে পীরিতের মায়া ত্যাগ করিয়া কেবল মদেই বিভোর হইয়া থাকিবে, ইহা বড়ই আপশোষের কথা।" আবু হোসেন বলিল, "না দাদা, ইহাতে আপশোষ কিছুই নাই, বেশ আছি, স্ত্রীলোককে ভালবাসা এক ঝকমারী, তাহাদের রূপে একটু মিষ্টত্ব থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাতে হাজার রকম যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। ও সকল বাজে কথা ছাড়িয়া দাও।"—খালিফ বলিলেন, "ছাড়িয়া দিলে চলিবে কেন? ঐ ত' হইল আসল কথা, মদ ও মেয়েমানুষ ভিন্ন কি মানুষের সুখ পূর্ণ হয়? আমি তোমার মনের মত একটি সুন্দরী যোগাড় করিয়া দিব।" তাহার পর তিনি এক পাত্র মদে পূর্ব্বের সেই গুঁড়া কিঞ্চিৎ পরিমাণে সুকৌশলে মিশাইয়া, আবু হোসেনের হস্তে সমর্পণ করিয়া বলিলেন, "ভাই, তোমার জন্য আমি যে রূপসী মেয়েমানুষটি সংগ্রহ করিব, তাহার স্বাস্থ্য পান কর। আমার কথার উপর তুমি নির্ভর কর, নিশ্চয়ই সুখী হইবে।"

সুরা ও সুন্দরী ব্যতীত যৌবন অতৃপ্ত

আবু হোসেন সহাস্যে পাত্রটি গ্রহণ করিল, মাথা নাড়িয়া বলিল, "তোমার কথাই থাক্, আমি তোমার মত শুভাকাঙ্ক্ষী অতিথির সম্মান রাখিবার জন্য ইহা পান করিতেছি।"

আবু হোসেন সেই পাত্রস্থ মদ্যটুকু উদরস্থ করিবামাত্র নিদ্রাঘোরে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল, খালিফ তৎক্ষণাৎ তাঁহার ভৃত্যকে বলিলেন, "উহাকে স্কন্ধে লইয়া চল।" ভৃত্য নিদ্রাভিভূত আবু হোসেনকে স্কন্ধে লইয়া গৃহ হইতে বাহির হইলে, খালিফ তাহার দরজায় শিকল আট্‌কাইয়া দিলেন। আবু হোসেনকে এবার আর পূর্ব্ববৎ তাহার গৃহে পাঠাইতে তাঁহার সংকল্প ছিল না।

খালিফের আদেশে ভৃত্য, আবু হোসেনকে প্রাসাদের চতুর্থ কামরায় লইয়া গেল, সেইখানেই আবু সুন্দরী-হস্তে মদ্যপান করিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিল। ভৃত্য আবু হোসেনকে একখানি সোফার উপর শায়িত করিল, পূর্ব্বদিন নিদ্রিত হইবার সময় তাহার দেহে খালিফের যে পরিচ্ছদ ছিল, যাহা তাহাকে তাহার গৃহে লইয়া যাইবার পূর্ব্বে খুলিয়া রাখা হইয়াছিল, সেই পরিচ্ছদ পুনর্ব্বার তাহাকে পরিধান করান হইল। অনন্তর আবু হোসেন যে সকল সুন্দরীকে লইয়া সেই কক্ষে আমোদ-প্রমোদ করিয়াছিল, সেই সকল সুন্দরীকে সেই কক্ষে হাজির থাকিবার আদেশ করিয়া, খালিফ নিজ কক্ষে শয়ন করিতে চলিলেন, মসরুরকে বলিলেন, নির্দ্দিষ্ট সময়ে যেন তাঁহাকে জাগাইয়া দেওয়া হয়।



ভৃত্য-স্কন্ধে নিদ্রিত চালান

পরদিন প্রত্যূষে মসরুর খালিফের নিদ্রাভঙ্গ করিল। খালিফ তৎক্ষণাৎ পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়া গবাক্ষসমীপে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তখনও আবু হোসেন নিদ্রামগ্ন ছিল। সুন্দরীগণ খালিফের আদেশে বাদ্যযন্ত্রাদি লইয়া তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল, কর্ম্মচারিগণ ও খোজারা সসম্ভ্রমে তাহার নিদ্রাভঙ্গের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। অবশেষে পূর্ব্বের ন্যায় ভিনিগারের আঘ্রাণ দ্বারা আবু হোসেনের নিদ্রাভঙ্গ করা হইল। নিদ্রাভঙ্গমাত্র সাত জন সুন্দরী যুবতী একত্রে বীণায় সুর দিল; তাহাদের মৃদু কণ্ঠস্বরের লহরী প্রভাতের সুশীতল বায়ুস্তর স্পন্দিত করিতে লাগিল। এই সুন্দর গীতবাদ্য শ্রবণ করিয়া আবু হোসেন চক্ষু উন্মীলিত করিল, দেখিল, সেই সুন্দরীবৃন্দ, সেই কর্ম্মচারিগণ, সেই খোজার দল—একদিন নিদ্রিত হইবার পূর্ব্বে যেমন দেখিয়াছিল, আজ নিদ্রাভঙ্গে তাহাদিগকে ঠিক সেই ভাবেই দেখিতে পাইল। প্রথম স্বপ্নদর্শনকালে সে যে কক্ষে আপনাকে স্থাপিত দেখিতে পাইয়াছিল, আজও সেই কক্ষে আপনাকে সংস্থাপিত দেখিল।

আবার সেই বাদসাহী স্বপ্ন-প্রহেলিকা

ীগণের
শ-উল্লাস

আবু হোসেন চাহিয়া দেখিল, সকলেই নতশিরে তাহার আদেশের প্রতীক্ষা করিতেছে, তাহাকে জাগরিত দেখিয়া সুন্দরীগণ গীতবাদ্য বন্ধ করিয়া দিল। আবু হোসেন স্বয়ং নিজের অঙ্গুলী দংশন করিয়া আবেগভরে বলিতে লাগিল, "হায়, হায়, আবার সেই সর্ব্বনাশের স্বপ্ন! এক মাস আগে আমাকে ভূতে পাইয়াছিল, আজ আবার সেই ভূতে পাইল! আবার কি সেইরূপ পাগ্‌লা-গারদে আবদ্ধ হইয়া সেই প্রকার বেত্রাঘাত সহ্য করিব? এবার লোহার পিঞ্জরায় আবদ্ধ হইলে একেবারেই মরিয়া যাইব! হা আল্লা, তুমি আমার নসীবে এ কি দুঃখ লিখিয়াছ? কাল সন্ধ্যার সময় আমি যে অতিথিকে গৃহে স্থান দিয়াছিলাম, বুঝিলাম, এ সকল তাহারই নষ্টামী! সে লোকটা দেখিতেছি প্রকাণ্ড যাদুকর, ঘোর মিথ্যাবাদী, বিষম প্রবঞ্চক; আমার কাছে দিব্য করিয়া তদনুসারে কাজ করিল না। দেখিতেছি, সে চলিয়া যাইবার সময় আমার দ্বার বন্ধ না করিয়া যাওয়াতে আমাকে ভূতে পাইয়াছে, আবার আমি খালিফ হইয়াছি, তাহাই স্বপ্ন দেখিলাম! আল্লা, তুমি আমাকে রক্ষা কর।" আবু হোসেন আড়ষ্টভাবে পড়িয়া চক্ষু মুদিত করিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। খালিফ তাহার সকল কথা শুনিতে পাইয়া বিশেষ আমোদ অনুভব করিলেন।

কিয়ৎকাল পরে আবু হোসেন চক্ষু খুলিল, একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার পর বলিল, "আজ বুঝিতেছি, এ সকলই সয়তানী কাণ্ড। আল্লা, আল্লা, তুমি আমাকে রক্ষা কর।"—তাহার পর চক্ষু মুদিত করিয়া বলিল, "এখন আমার কর্ত্তব্য কি, তাহা বুঝিয়াছি; আমি চোখ বুজিয়া পড়িয়া থাকিব, দুই প্রহর পর্য্যন্ত পড়িয়া থাকিতে হয়, তাহাও স্বীকার, সয়তান আমাকে না ছাড়িলে আর আমি উঠিতেছি না।"

কিন্তু তাহার ইচ্ছা পূর্ণ হইল না। সুন্দরী রঙ্গিনী দেলখোস তাহার শয্যাপ্রান্তে আসিয়া বসিল, সে মৃদুহাস্যে মধুরস্বরে বলিল, "জাঁহাপনা, প্রবলপ্রতাপ খাল্লিফ, আপনি আর নিদ্রা যাইবেন না, রাত্রি প্রভাত হইয়াছে, শয্যাত্যাগ করিয়া উঠুন।" আবু হোসেন সরোষে বলিল, "দূর হ সয়তানী, আমি জাঁহাপনা নই, খালিফও নই, তবে আমাকে কেন এ ভাবে সম্বোধন করিতেছিস্?"

হোসের
াহাগ-
রিহাস

সুন্দরী নড়িল না, বিরক্তিপ্রকাশও করিল না, অধিকতর সোহাগভরে বলিল, "আপনি ভুল বলিতেছেন কেন জাঁহাপনা? আপনিই ত' খালিফ, দুনিয়ার মালিক, মুসলমান-রাজ্যের অদ্বিতীয় অধিপতি। আপনি চক্ষু খুলুন, স্বপ্ন দেখিয়া থাকিলে অবিলম্বেই তাহার প্রভাব দূর হইবে। আপনি ত' আপনার প্রাসাদেই শয়ন করিয়া আছেন, দেখুন, আপনার কিঙ্কর-কিঙ্করী আমরা আপনার আদেশপালনের জন্য চারিদিকে অবস্থান করিতেছি। আপনি কাল রাত্রে এই কক্ষে আমোদ করিতে করিতে নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, আমরা আর আপনার নিদ্রাভঙ্গ করিতে সাহসী হই নাই, সকলেই আপনার নিদ্রাভঙ্গের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছি।"

আবু হোসেন দেল্‌খোসের কথা বিশ্বাস করিবে কি না, বুঝিতে না পারিয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিল; দেখিল, পূর্ব্বরাত্রে যেমন সুন্দরীগণ তাহার আদেশপালনার্থ প্রতীক্ষা করিতেছিল, তাহারা ঠিক সেইভাবে অপেক্ষা করিতেছে। তাহাকে বসিতে দেখিয়া সুন্দরীগণ তাহার চতুর্দ্দিকে সমবেত হইয়া বলিল, "খালিফ, পয়গম্বরের সেনাপতি, উঠুন, বেলা অধিক হইয়াছে।"

আবু হোসেন চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, "তোমরা বেজায় নাছোড়বান্দা দেখিতেছি, আমাকে কি আবার পাগল না করিয়া ছাড়িবে না? আমি বিলক্ষণ জানি, আমি খালিফ নই, আমি আবু হোসেন, তোমরা আমাকে মিথ্যা কথা বলিয়া ভুলাইবার চেষ্টা করিও না। তোমাদের সে চেষ্টা আর সফল হইবে না।"

সুন্দরী দেল্‌খোস্ বলিল, "আপনি কোন্ আবু হোসেনের কথা বলিতেছেন? তাহাকে আমরা চিনি না, তাহাকে চিনিতেও চাহি না। আমরা চিরদিন দেখিয়া আসিতেছি, আপনিই খালিফ, আপনার দাসী হইয়া আমরা আপনাকে চিনিব না? এতগুলি লোক, সকলেই কি ভুল করিবে?—তাহা কখনই সম্ভবপর নহে, আপনি খালিফ নহেন, সে কথা বলিলে আমরা শুনিব কেন?"

আবু হোসেন কোন উত্তর না দিয়া, ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া ভীতভাবে বলিল, "আল্লা, আমার উপর দয়া কর, আমি বিষম সঙ্কটে পড়িয়াছি, সত্যের মত এমন স্বপ্ন আমি কখন দেখি নাই। তোমার হস্তেই আমি আত্মসমর্পণ করিলাম। সয়তান আমাকে একেবারে পাইয়া বসিয়াছে।" খালিফ আবু হোসেনের আক্ষেপ শুনিয়া মনে মনে এতই আমোদ বোধ করিলেন যে, তিনি অতিকষ্টে হাস্য সংবরণ করিলেন।

মৃণাল-ভুজবন্ধনে স্বপ্ন-জাগরণ

আবু হোসেন চিৎ হইয়া পুনর্ব্বার শয়ন করিয়া চক্ষু মুদিত করিল, শয্যাত্যাগের কোন লক্ষণই প্রকাশ করিল না। তখন সুন্দরী দেল্‌খোস্ বলিল, "মহিমান্বিত খালিফ, বেলা ক্রমে অধিক হইতেছে, আপনাকে এ কথা আমি পুনঃ পুনঃ জানাইয়াছি, আপনার রাজকার্য্যের সময় হইয়াছে, তাহা বুঝিয়াও বুঝিতেছেন না। এ অবস্থায় আপনি না উঠিলে আপনার যে হুকুম আছে, আমরা তদনুসারেই কাজ করিতে বাধ্য, বেয়াদবী মার্জ্জনা করিবেন।" দেল্‌খোস্ তাহার সুগোল, সুকোমল মৃণালভুজে আবু হোসেনের এক হাত ধরিয়া তাহার সঙ্গিনী সুন্দরীগণকে তাহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতে অনুরোধ করিল। তখন সখীগণ সকলে আসিয়া ভুজপাশের সুদৃঢ়বন্ধনে আবু হোসেনকে তাহার শয্যা হইতে টানিয়া তুলিল; তাহার পর তাহাকে একখানি আসনে বসাইবার জন্য তুলিয়া লইয়া চলিল; সঙ্গে সঙ্গে সজোরে করতাল ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রাদি বাজিতে লাগিল; চতুর্দ্দিকে বিষম খচমচ শব্দ উঠিল।

আবু হোসেনের বিস্ময়ের সীমা রহিল না; সে মনে মনে বলিল, "সত্যই কি আমি খালিফ? আমি কিছুই ত' বুঝিতে পারিতেছি না।" মুক্তামালা ও শুকতারা যুবতীদ্বয় অদূরে দাঁড়াইয়া নৃত্য করিতেছিল, আবু হোসেন তাহাদিগকে চিনিতে পারিয়া তাহাদিগকে নিকটে আসিবার জন্য ইঙ্গিত করিল। আবু হোসেনের ইঙ্গিতে তাহারা তাহার নিকট আসিলে, আবু হোসেন বলিল, "মিথ্যা বলিও না, সত্য করিয়া বল, আমি কে?"

রঙ্গিণী-সোহাগে স্বপ্নভ্রান্তি

শুকতারা সুন্দরী বলিল, "আপনি খালিফ, সমস্ত পৃথিবীর অদ্বিতীয় অধিপতি মহাপ্রতাপশালী খালিফ। আপনি অন্য লোক, এ সন্দেহ আপনার মনে কেন স্থান পাইতেছে, তাহা আমরা কোনমতে বুঝিতে পারিতেছি না। আপনার এত আত্মবিস্মৃতির কারণ কি? আপনি কাল সমস্ত দিন কি কি কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, ভাবিয়া দেখুন না। আপনি রাজদরবারে বসিয়া রাজকার্য্য করিয়াছেন, দুষ্ট ইমাম ও তাহার চারি জন বন্ধুকে শাস্তিদান করিয়াছেন, আবু হোসেন নামক এক জন লোকের মাতাকে হাজার মোহর পুরস্কার দান করিয়াছেন, বিভিন্ন কক্ষে বসিয়া আহারাদি করিয়াছেন, আমাদের সঙ্গীত শুনিয়াছেন, অবশেষে এই কক্ষে বসিয়া আমাদের সঙ্গে মদ্যপান করিতে করিতে—গান শুনিতে শুনিতে আপনি নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। আপনার নিদ্রাভঙ্গের বিলম্ব দেখিয়া আমরা সকলে ও রাজকর্ম্মচারিবর্গ আপনার নিকট সমবেত হইয়াছি, আপনি কখন এত অধিক বেলা পর্য্যন্ত শয্যায় শয়ন করিয়া থাকেন না। আজ আপনার কোন অসুখ করিয়াছে ভাবিয়া আমরা বড় চিন্তিত হইয়াছি। এখন উঠিয়া নেমাজ করিতে চলুন, আর অধিক বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন নাই, সকল সন্দেহ আপনার মন হইতে দূর করুন।"

আবু হোসেন মাথা নাড়িয়া বলিল, "সব মিথ্যা কথা দেখিতেছি, তোমরা সকলেই পাগল হইয়াছ, তোমরা এমন সুন্দরী, তথাপি পাগল হইলে? আল্লার এই কি বিচার? তোমাদের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের পর কতদিন চলিয়া গিয়াছে, তাহা তোমরা কি বুঝিতে পারিতেছ না? আমি আমার মাকে মনের ভুলে

প্রহার পর্য্যন্ত করিয়াছি, আমি খালিফ, এ কথা কেহই বিশ্বাস না করিয়া, আমি পাগল হইয়াছি ভাবিয়া, তাহারা আমাকে পাগ্‌লাগারদে লোহার খাঁচায় বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল ; প্রত্যহ তাহারা আমাকে পঞ্চাশ ঘা বেত মারিয়াছে, এ সকল কথা আমি স্বপ্ন বলিয়া কেমন করিয়া উড়াইয়া দিব ? আমার শরীরের সেই সকল ক্ষতচিহ্ন এখনও যে অদৃশ্য হয় নাই। বুঝিতেছি, তোমরা আমাকে লইয়া ক্রমাগত মজাই করিতেছ।"

মিকের কর্ণে
ারুণ কামড়

আবু হোসেন তাহার পৃষ্ঠের বস্ত্র অপসারিত করিয়া সুন্দরীগণকে ক্ষতচিহ্ন দেখাইল ; বলিল, "আমি কি স্বপ্নাবস্থায় এ সকল চাবুক খাইয়াছি, আমি স্বপ্নাবস্থাতেই কারাগারে লৌহপিঞ্জরে আবদ্ধ ছিলাম ? তাহাই যদি হয়, তবে এ স্বপ্ন বড়ই অদ্ভুত বলিতে হইবে, এমন স্বপ্নদর্শন বোধ করি, পৃথিবীতে কখন আর কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই। আল্লা, তুমিই আমার সন্দেহ দূর কর, সত্য কি, তাহা আমাকে জানাইয়া দাও।"



আবু হোসেন নিকটবর্ত্তী এক জন কর্ম্মচারীকে আহ্বান করিয়া বলিল, "ওহে বাপু, তুমি আমার কাণটা একবার কামড়াইয়া দাও ত', ব্যথা লাগে কি না দেখি, তাহা হইলে বুঝিতে পারিব, আমি জাগিয়া আছি কি ঘুমাইতেছি।" কর্ম্মচারী আবু হোসেনের কর্ণে এমন নিদারুণ দংশন করিল যে, যন্ত্রণায় সে চীৎকার করিয়া উঠিল।

ঙ্গিনী-
ন সঙ্গে
নৃত্য-
উল্লাস

আবু হোসেনকে যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে দেখিয়া সুন্দরীগণ সমতালে বাদ্যধ্বনি সহকারে নৃত্যগীত আরম্ভ করিল। আবু হোসেন একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল, সে উন্মত্তের ন্যায় যুবতীগণের সঙ্গে নাচিতে লাগিল, খালিফের যে অত্যুৎকৃষ্ট পরিচ্ছদে ভৃত্যগণ তাহাকে ভূষিত করিয়াছিল, তাহা সে ছিঁড়িয়া ফেলিল, তাহার পর তাহার পাগ্‌ড়ী ফেলিয়া দিয়া, দুই জন যুবতীর হাত ধরিয়া এমন বেতালা নাচিতে লাগিল যে, সকলেই তাহার কাণ্ড দেখিয়া বিস্ময়মগ্ন হইল। খালিফ আর হাস্যসংবরণে সমর্থ হইলেন না, তিনি হাসিতে হাসিতে গুপ্তস্থান হইতে বাহির হইয়া, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আবু হোসেন, তুমি কি আমাকে হাসাইয়া মারিয়া ফেলিবে ? এ কি কাণ্ড আরম্ভ করিয়াছ ?"

খালিফকে দেখিবামাত্র সকলের নৃত্যগীত ও বাদ্যধ্বনি বন্ধ হইয়া গেল। সকলে সসম্ভ্রমে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। আবু হোসেনও নৃত্য বন্ধ করিয়া খালিফের দিকে ফিরিয়া চাহিয়া, মুহূর্ত্তমধ্যে সে তাঁহাকে মোসলের সেই সদাগর বলিয়া চিনিতে পারিল ; ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, "হাঁ, এতক্ষণে বুঝিলাম, আমি

স্বপ্ন দেখিতেছি না, আমি সত্যই আবু হোসেন, আর তুমি মোসলের সদাগর, আমার অতিথি। তুমি যাদুকর, যাদুবিদ্যাবলে তুমি আমাকে কি কষ্টই না দিয়াছ, আমি মাকে ধরিয়া নির্দ্দয়রূপে প্রহার করিয়াছি, প্রতিদিন পঞ্চাশ ঘা বেত খাইয়াছি, প্রায় তিন সপ্তাহকাল কারাগারে লৌহপিঞ্জরে আবদ্ধ ছিলাম। আবার তুমি আমাকে যাদুবিদ্যাবলে এই রকম অবস্থায় ফেলিয়া নাচাইয়া লইয়া বেড়াইতেছ, এখন হঠাৎ কোথা হইতে আসিয়া ভাল মানুষের মত দাঁত বাহির করিয়া বলিতেছ, 'আমাকে হাসাইয়া মারিলে।' আমার এ সকল দুর্দ্দশার জন্য দায়ী কে? তুমিই ত' আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছ, বিশ্বাসঘাতক! প্রবঞ্চক!"

যাদুকর না খালিফ ?

আবু হোসেনের এ তিরস্কার শুনিয়া দাসদাসী ও কর্ম্মচারিগণ ভয়ে কণ্টকিত হইয়া উঠিল, কিন্তু খালিফ বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইলেন না। তিনি সহাস্যে বলিলেন, "আবু হোসেন, তুমি অনর্থক আমার উপর রাগ করিতেছ, তোমার মঙ্গলের জন্যই আমি তোমাকে এখানে আনিয়াছি। তুমি যে সকল যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছ, তাহার উপযুক্ত পুরস্কার এবার তুমি লাভ করিবে।"

অনন্তর খালিফ আর একটি মূল্যবান্ নূতন পরিচ্ছদ আনিয়া আবু হোসেনকে সজ্জিত করিবার জন্য ভৃত্যগণকে আদেশ করিলেন। আবু হোসেন কর্ম্মচারিগণের ভাব দেখিয়া সহজেই বুঝিতে পারিল যে, যাঁহার সঙ্গে কথা চলিতেছে, তিনি মোসলের সদাগর নহেন, স্বয়ং দুনিয়ার বাদশা, পয়গম্বরের সেনাপতি মহাপরাক্রান্ত খালিফ। আবু হোসেন ভয়ে খালিফের পদতলে পড়িয়া তাহার অসংযতবাক্য ও তাঁহার প্রতি তাহার অমার্জ্জনীয় ব্যবহারের জন্য তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

খালিফ তাহাকে উঠাইয়া সস্নেহে আলিঙ্গন প্রদান করিয়া বলিলেন, "ভাই আবু হোসেন, তোমার কোন ভয় নাই, তুমি কোনই অপরাধ কর নাই, আমার কাছে তোমার কি প্রার্থনা আছে বল, যাহা চাহিবে, তাহাই পাইবে।"

আবু হোসেন বলিল, "জাঁহাপনা, আপনি কিরূপে আমাকে পাগল করিয়া তুলিলেন, তাহাই জানিবার জন্য আমার অত্যন্ত আগ্রহ জন্মিয়াছে, আমি সেই কথাই আগে জানিতে চাই, আমি যে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

খালিফ আদ্যোপান্ত সকল কথা আবু হোসেনকে বলিলেন, চূর্ণমিশ্রিত মদ্যপানে তাহাকে নিদ্রিত করিয়া, পরে তাহার এক দিনের জন্য খালিফ হওয়ার সাধ পূর্ণ করিয়াছিলেন, তাহাও বলিলেন। সকল কথা শেষ করিয়া খালিফ বলিলেন, "আবু হোসেন, তুমি বুঝিতেছ, তোমার কোন অপকার করা আমার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু তুমি যে এত কষ্ট ও যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছ, সে জন্য আমি বড় দুঃখিত হইয়াছি। আমি তোমাকে কিরূপে পুরস্কৃত করিব, এখন তাহাই বল, তুমি যে প্রার্থনা করিবে, আমি তাহাই পূর্ণ করিব।"

নির্লোভ প্রেমিকের পুরস্কার

আবু হোসেন বলিল, "জাঁহাপনা, আমি আপনার কথা শুনিয়াই সকল যন্ত্রণার কথা বিস্মৃত হইলাম। আমার প্রভু ও রাজার যাহা ইচ্ছা হইয়াছিল, তদনুসারেই কাজ হইয়াছে, সে জন্য আমার বিন্দুমাত্র আক্ষেপ নাই। আমি খোদাবন্দের নিকট কোনই স্বার্থলাভের কামনা করি না; কেবল আমার প্রার্থনা, আমি যেন আপনার নিকট যখন ইচ্ছা আসিতে পারি, প্রাসাদে যেন আমার অবারিত দ্বার হয়।"

আবু হোসেনের নির্লোভের পরিচয় পাইয়া খালিফ তাহার প্রতি অধিকতর সন্তুষ্ট হইলেন; বলিলেন, "আমি তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিলাম। আজ হইতে প্রাসাদে তোমার অবারিত দ্বার হইল, কেহই তোমার কোন স্থানে গমনে বাধা দিবে না। আমি যখন যেখানে থাকি, তুমি স্বচ্ছন্দে আমার নিকট উপস্থিত

হইতে পারিবে।" আবু হোসেনকে তিনি প্রাসাদের একটি প্রশস্ত কক্ষে বাস করিবার অনুমতি দান করিলেন, এবং তাহাকে তাঁহার পার্শ্বচরের পদ প্রদান করিলেন। এতদ্ভিন্ন কোষাধ্যক্ষের প্রতি আদেশ করিলেন, যেন অবিলম্বে তাঁহার খাস তহবিল হইতে আবু হোসেনকে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার প্রদান করা হয়। অনন্তর খালিফ রাজদরবারে প্রস্থান করিলেন।

আবু হোসেনের কাহিনী অবিলম্বে বোগদাদের সর্ব্বত্র প্রসারিত হইল। সকলের মুখেই তাহার কথা, দূরদূরান্তরেরও অনেক লোক তাহার এই অদ্ভুত কথা শুনিতে পাইল।

আবু হোসেন অতি অল্পকালের মধ্যেই তাহার সহৃদয়তা, প্রফুল্লতা, রসিকতা প্রভৃতি দ্বারা খালিফ ও খালিফমহিষী জোবেদীর প্রিয় পাত্র হইয়া উঠিল, শেষে এমন হইল যে, খালিফ তাহাকে ছাড়িয়া এক দণ্ডও থাকিতে পারিতেন না। আবু হোসেন মাতাকে খালিফের অনুগ্রহের কথা জানাইয়া বাড়ী ছাড়িয়া প্রাসাদে আসিয়াই বাস করিতে বলিল।

আড়নয়নে
চকি হাসিতে
প্রাণ-বিনিময়

জোবেদী দেখিতেন, আবু হোসেন যখনই তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করে, তখনই তাঁহার একটি সুন্দরী বাঁদীর দিকে আড়নয়নে চাহিয়া থাকে। এই বাঁদীর নাম নোজাতুল আওরাৎ, নোজাতুল আবু হোসেনকে দেখিয়া প্রফুল্ল হইয়া উঠে। কয়েক দিন ইহা লক্ষ্য করিয়া জোবেদী খালিফকে বলিলেন, "জাঁহাপনা, আমার বোধ হয়, আবু হোসেন ও নোজাতুল উভয়ে উভয়ের প্রতি অনুরক্ত; আমার বিবেচনায় ইহাদের বিবাহ হইলে ইহারা বিশেষ সুখী হইতে পারে।" খালিফ বলিলেন, "তুমি ঠিক কথাই বলিয়াছ, আবু হোসেনের বিবাহ দিতে আমি সম্মত ছিলাম, নানা কাজে কথাটা ভুলিয়া গিয়াছি। উভয়ের মত হইলে বিবাহের আয়োজন কর।"

উভয়েই সানন্দে বিবাহে সম্মতি প্রকাশ করিল, সুতরাং মহা সমারোহে প্রাসাদেই বিবাহ হইয়া গেল। আহার ও আমোদপ্রমোদ কয়েক দিন অবিশ্রান্তভাবে চলিতে লাগিল।

আবু হোসেন ও নোজাতুল আওরাতের সুখের সীমা রহিল না, উভয়েই দিবানিশি একত্র বাস করিতে লাগিল। খালিফ ও জোবেদী তাহাদের বিবাহে যে প্রচুর যৌতুক দান করিয়াছিলেন, আহারীয় দ্রব্যে ও মদ্যে তাহা তাহারা দুই হাতে উড়াইতে লাগিল। কখন গান, কখন পান, কখন নৃত্য, কখন আহার, এই ভাবে প্রমোদ-স্রোতে ভাসিয়া দিবারাত্রি অতিবাহিত হইতে লাগিল। অবশেষে তাহাদের হাতে যে কিছু অর্থ ছিল, তাহা নিঃশেষিত হইয়া গেল। উভয়েই অর্থচিন্তায় কাতর হইয়া পড়িল।

প্রমোদ-
তুফানের
অবিরাম রঙ্গ

আবু হোসেন বলিল, "আমি ত' খালিফের কাছে কিছু চাহিতে পারিব না। তিনি আমাদের বিবাহে এত টাকা যৌতুক দিলেন, এক বৎসর যাইতে না যাইতে সমস্ত খরচ হইয়া গেল, আবার আমি কোন্ মুখে গিয়া তাঁহার কাছে হাত পাতিব?"

নোজাতুল আওরাৎ বলিল, "আমিও আমার মনিব জোবেদী বেগমের কাছে কিছু চাহিতে পারিব না, তিনি আমাকে অনেক টাকা দিয়াছেন, তুমিই ত' নবাবী করিয়া সকলই এক বৎসরের মধ্যে ফুঁকিয়া দিলে, এখন আমি কি বলিয়া তাঁহার নিকট আবার অর্থ চাহিব? তাহা আমি কোনমতে পারিব না।"

আবু হোসেন বলিল, "তবে সংসার কি রকম করিয়া চলিবে? আমার যে কিছু পৈতৃক অর্থ ছিল, তাহা মায়ের হাতে দিয়াছি, তাহার কিছুই আমি চাহি না বলিয়া তখন ছাড়িয়া দিয়াছি, এখন যে আবার মায়ের কাছে টাকা চাহিব, তাহা ত' পারিব না।"

নোজাতুল বলিল, "তবে সংসার অচল হোক্। আমি সংসারের ভাবনা ভাবিয়া মরিতে পারিব না।"

আবু হোসেন বলিল, "তবে এক কাজ করা যাক্, এস না, আমরা দুজনেই মরি। আমার মাথায় এক ফন্দী আসিয়াছে, মরিলেই আমরা কিছু কিছু অর্থোপার্জন করিতে পারিব, তাহাতে আমাদের কিছুদিন বেশ সুখে কাটিবে।"

নোজাতুল বলিল, "আমি মরিতে রাজী নই, তোমার জীবনে যদি বৈরাগ্য জন্মিয়া থাকে, তুমি মরিতে পার। আমার সুখভোগের আকাঙ্ক্ষা, জীবনের সকল সাধ, আশা পরিতৃপ্ত হয় নাই, আমি মরিব না। তোমার ফন্দী অনুসারে তুমিই কাজ কর।"

আবু হোসেন বলিল, "আরে, মেয়েমানুষের দোষই ঐ, আমার সকল কথা না শুনিয়াই তুমি বাঁকিয়া বসিলে, আমি কি আর সত্যই তোমাকে মরিতে বলিতেছি! মৃত্যুর ভান করিতে হইবে, তাহা হইলেই আমরা মনিবের কাছে কিছু আদায় করিতে পারিব।"

মরিয়া আমোদ!

নোজাতুল বলিল, "নকল মৃত্যু! তাতে বরং রাজী আছি, কিছু আদায় হোক না হোক, আমোদটা যদি ভাল রকম গড়ায়, তাহাতেই আমি খুসী হইব। আমি আমোদ বড় ভালবাসি। এখন কি করিতে হইবে বল ত' রসিকচূড়ামণি!"

আবু হোসেন বলিল, "আমি মিছামিছি মরিয়া পড়িয়া থাকিব, তুমি মক্কার দিকে আমার পা করিয়া আমার আপাদমস্তক ঢাকিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে জোবেদীর নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে আমার মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাপন করিবে; শুনিয়া তিনি আমার সমাধির ব্যয় ও কফিনের বস্ত্র দিবেন। এই হইল এক দফা আদায়। তাহার পর তুমিও মিছামিছি মরিবে, আমি তোমাকে ঢাকিয়া খালিফের নিকট উপস্থিত হইব, কাঁদিতে কাঁদিতে তোমার মৃত্যু-সংবাদ তাঁহার গোচর করিলে তিনি তোমার সমাধির খরচ ও কফিনের জন্য মূল্যবান্ বস্ত্র দিবেন। এই রকমে দুই কিস্তিতে আমরা যে অর্থাদি পাইব, সেই অর্থাদিতে আমাদের দুজনের কিছুদিন চলিবে, কি বল, কেমন ফন্দী?"

নোজাতুল বলিল, "উত্তম ফন্দী বটে, কিন্তু পরে যখন সকল কথা প্রকাশ হইয়া পড়িবে?"

"তখন একটা উপায় দেখা যাইবে, আপাততঃ অর্থকষ্ট হইতে উদ্ধারলাভ করা যাক্। আমিই প্রথমে মরি, কি বল?"

মরণের অভিনয়

আবু হোসেন অতঃপর গালিচার উপর চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িল। নোজাতুল তাহার পদদ্বয় মক্কার দিকে ফিরাইয়া, একখানি বস্ত্রে তাহার আপাদমস্তক ঢাকিয়া, মুখ ও বুক চাপ্ড়াইতে চাপ্ড়াইতে চুল ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে জোবেদীর নিকট উপস্থিত হইল। অশ্রুধারায় তাহার বুক ভাসিতে লাগিল, ক্রন্দন-ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

জোবেদী এবং অন্যান্য সঙ্গিনীরা নোজাতুলের এই প্রকার শোকোচ্ছ্বাস দর্শনে অতিমাত্রায় বিচলিত হইয়া উঠিলেন। সকলেই তাহাকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল।

নোজাতুলের শোকোচ্ছ্বাস স্বল্প প্রশমিত হইলে, জোবেদী বলিলেন, "নোজাতুল, কি হইয়াছে? তুমি এমন ভাবে কাঁদিতেছ কেন?"

নোজাতুল বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে আবু হোসেনের মৃত্যুসংবাদ খালিফ-মহিষীর গোচর করিল। জোবেদী আবু হোসেনকে বড়ই ভালবাসিতেন, তাহার আকস্মিক মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন, তাঁহার নয়নেও অশ্রু সঞ্চিত হইল। অবশেষে তিনি তাঁহার দাসীকে শান্ত হইবার জন্য উপদেশ দান করিয়া, আবু হোসেনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য এক শত মোহর ও এক খণ্ড মূল্যবান বস্ত্র প্রদান করিলেন।

নোজাতুল আওরাৎ অর্থ ও বস্ত্র লইয়া প্রফুল্লমনে আবু হোসেনের নিকট ফিরিয়া আসিল। মধ্যপথেই তাহার চোখের জল ও হাহাকার মিলাইয়া গেল; বস্ত্রাবৃত আবু হোসেনকে সে আহ্বান করিয়া বলিল, "ওঠো গো, কার্য্যোদ্ধার করিয়া আসিয়াছি, এই দেখ, এক শত মোহর ও কাপড়, এখন তুমি খালিফের কাছে গিয়া আমার মৃত্যুসংবাদ দিয়া কি আদায় করিতে পার দেখি। তোমার বুদ্ধি কেমন তীক্ষ্ণ, তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে।"

আবু হোসেন বলিল, "আমার বুদ্ধির এখনও বুঝি পরিচয় পাও নাই? এ ফন্দী শিখাইল কে! স্ত্রীলোকের দোষই ঐ, নিজের বুদ্ধিই বেশী দেখে, কিছুতে হারিতে চায় না। যা হোক, আমি কি করিয়া আসি দেখ। এখন তুমি মরিয়া পড়িয়া থাক।"



মরণে আদায়

নোজাতুল মক্কার দিকে পা রাখিয়া গালিচার উপর চিৎ হইয়া শয়ন করিল। আবু হোসেন তাহাকে একখানি বস্ত্র দ্বারা ঢাকিয়া খালিফের নিকট তাহার মৃত্যুসংবাদজ্ঞাপন করিতে চলিল। আবু হোসেনের চক্ষু দিয়া হঠাৎ অশ্রুধারা বিগলিত হইয়া তাহার বক্ষঃস্থল ভাসাইতে লাগিল, মাথার পাগড়ীটা খুলিয়া পড়িবার মত হইল, বুক চাপ্‌ড়াইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আবু হোসেন একবারে খালিফের দরবারস্থলে উপস্থিত হইল।

খালিফ তখন উজীর জাফর ও কয়েক জন বিশ্বস্ত অমাত্যকে সঙ্গে লইয়া খাসকামরায় কোন গুরুতর বিষয়ের মন্ত্রণা করিতেছিলেন। সেখানে আর কোন লোকের যাইবার সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু খালিফের আদেশে আবু হোসেনের সর্ব্বত্র অবারিত গতি। দ্বারবান্ দ্বার ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। আবু হোসেনের চিরপ্রসন্ন মুখ অশ্রুধারায় প্লাবিত দেখিয়া ও তাহার আর্ত্তনাদ শুনিয়া খালিফ তাঁহার গুপ্তপরামর্শ রাখিয়া তাহাকে নিকটে আহ্বান করিলেন, এবং তাহার শোকের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আবু হোসেন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "জাঁহাপনা, সর্ব্বনাশ হইয়াছে, আপনি এত সাধ করিয়া যাহাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন, এক বৎসর যাইতে না যাইতেই—হা আল্লা, তুমি আমার কি সর্ব্বনাশই করিলে!" বাষ্পভারে আবু হোসেনের কণ্ঠ রুদ্ধ হইল, আর কোন কথা বাহির হইল না।

প্রিয়তমার শোকের অশ্রুধারা

খালিফ বুঝিলেন, নোজাতুল আওরাৎ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছে। তিনি দুঃখিত হইয়া কহিলেন, "নোজাতুল আওরাৎ অতি উত্তম বাঁদী ছিল, জোবেদী তাহাকে বড়ই ভালবাসিতেন। তোমাকে সুখী করিবার জন্যই তিনি তাহাকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু আল্লা তাঁহার সামগ্রী ফিরাইয়া লইলেন, আমরা দুঃখ করিয়া কি করিব? এত শীঘ্র যে নোজাতুল মরিবে, তাহা কোন দিনও ভাবি নাই।" নোজাতুলের গুণরাজি স্মরণ করিয়া খালিফের নয়ন-প্রান্তে অশ্রু সঞ্চিত হইল, দেখিয়া তাঁহার অমাত্যগণও অশ্রুত্যাগ করিলেন।

দয়িতা-বিয়োগের আদায়

অনন্তর খালিফ রুমালে অশ্রুমোচন করিয়া বলিলেন, "আবু হোসেন, যাহা হইবার, তাহা ত' হইয়া গিয়াছে, এখন তোমার প্রিয়তমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন কর।" কোষাধ্যক্ষকে বলিলেন, "আবু হোসেনকে এক শত মোহর ও একখানা উৎকৃষ্ট কাপড় দাও।" কোষাধ্যক্ষ খালিফের আদেশ অবিলম্বে পালন করিলেন।

আবু হোসেন কার্যোদ্ধার করিয়া হাসিতে হাসিতে তাহার গৃহে প্রত্যাগমন করিল; বলিল, "প্রিয়তমে নোজাতুল, তোমার মৃত্যুশয্যা ত্যাগ করিয়া উঠ, দেখ, কেবল তুমিই যে স্ত্রীলোককে ঠকাইয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে পার, তাহা নহে, আমি পুরুষকে ঠকাইয়াও টাকা আদায় করিতে পারি।" নোজাতুল আওরাৎ এক লম্ফে গালিচা ত্যাগ করিয়া আবু হোসেনের হস্ত হইতে টাকার তোড়া গ্রহণ করিয়া বলিল, "বাঁচিলাম, দুই শত মোহর,—এখন কিছুদিন সংসার চলিবে।"

এ দিকে খালিফ রাজকার্য্য সমাপ্ত করিবার পূর্ব্বেই জোবেদীর কক্ষে যাইবার জন্য অধীর হইয়া উঠিলেন। প্রিয়তমা পরিচারিকার মৃত্যুসংবাদে মহিষী কিরূপ শোকবিহ্বলা হইয়া পড়িয়াছেন, তাহা কল্পনা করিয়া কোন কাজে আর তাঁহার মন বসিল না, তিনি অমাত্যগণকে বিদায় দিয়া, মসরুরকে সঙ্গে লইয়া জোবেদীর কক্ষাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

খালিফ দেখিলেন, জোবেদী সজলনয়নে স্বীয় কক্ষে বসিয়া আছেন। তিনি বুঝিলেন, প্রিয়দাসীর মৃত্যুতে পরিতপ্ত হইয়াই মহিষী এরূপ বিষাদিনী হইয়াছেন, মহিষীকে সান্ত্বনাদানের জন্য খালিফ বলিলেন, "মহিষি, শোক ত্যাগ কর, আল্লা তোমার বাঁদী নোজাতুল আওরাৎকে গ্রহণ করিয়াছেন, দেহধারণ করিলেই মৃত্যু আছে। যতই আক্ষেপ কর, তাহাকে আর ফিরিয়া পাইবে না। নোজাতুলের অনেক মহদ্‌গুণ ছিল, এমন বিশ্বস্ত ও প্রভুভক্ত বাঁদী আর মিলিবে কি না সন্দেহ, তথাপি যাহা হইয়াছে, তাহা ত' ফিরিবে না, প্রসন্ন হও।"

মৃত্যু অভিনয়ের প্রহেলিকা

খালিফের কথা শুনিয়া জোবেদী মহা বিস্মিত হইলেন; বিস্ময়াতিশয্যে তাঁহার ক্ষোভ দূর হইল; তিনি বলিলেন, "জাঁহাপনা, আপনি এ কি কথা বলিতেছেন? আমার বাঁদী মরিয়াছে, এ কথা আপনাকে কে বলিল? আমি আপনার অনুচর ও প্রিয়বয়স্য আবু হোসেনের মৃত্যুসংবাদে দুঃখিত হইয়াছি। আমার বাঁদী সম্পূর্ণ সুস্থ আছে। আপনার এমন বিস্মৃতি ঘটিল কেন, বুঝিতে পারিতেছি না।"

খালিফ বলিলেন, "মহিষি, তুমি কি স্বপ্ন দেখিতেছ? আবু হোসেন সুস্থবেশে এখনই আমার দরবারে গিয়া তাহার স্ত্রীর মৃত্যুসংবাদ জানাইয়া আসিয়াছে। আহা! বেচারার রোদনে পাথরও বিদীর্ণ হইয়া যায়! প্রিয়সহচরীর প্রাণত্যাগে তুমি মনে বড় বেদনা পাইয়াছ ভাবিয়াই ত' আমি এত শীঘ্র দরবার ভাঙ্গিয়া তোমাকে সান্ত্বনা দান করিতে আসিয়াছি। তুমি আবু হোসেনের জন্য কিছুমাত্রও কাতর হইও না, সে বেশ সুস্থ আছে, তবে তোমার দাসীর মৃত্যু হইয়াছে, দুঃখের বিষয় বটে, কিন্তু ইহা আল্লার বিধান ভাবিয়া মন সংযত কর। আমি তোমার দাসীর মৃতদেহের সৎকারের জন্য এক শত মোহর ও একখানা বস্ত্র প্রদান করিয়াছি। আহা, আবু হোসেন পত্নীবিয়োগে বড়ই কাতর হইয়াছে।"

জোবেদী বলিলেন, "জাঁহাপনা, যদিও আপনি রহস্য করিতে বড় ভালবাসেন, তথাপি এক জনের মৃত্যু লইয়া রহস্য করা আপনার ন্যায় সম্রাটের পক্ষে শোভা পায় না। আপনি জানেন, আবু হোসেনের মৃত্যু হইয়াছে, আমার দাসী সম্পূর্ণ সুস্থ আছে, তথাপি আপনি কৌতুকের বশবর্ত্তী হইয়া আমাকে বিপরীত সংবাদ দিতেছেন, আমার নিকট আমার দাসী আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চুল ছিঁড়িয়া বুকে ও মুখে করাঘাত করিতে করিতে তাহার স্বামীর মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাপন করিল, আমি তাহার স্বামীর মৃতদেহের সৎকারের জন্য এক শত মোহর ও একখানি বস্ত্র প্রদান করিলাম।"

মৃত্যু-সন্দেহের ধাঁধা

খালিফ বলিলেন, "কি বিপদ্! নোজাতুল আওরাৎ মরিয়াছে, এ কথাটা যে কিছুতেই তোমাকে বুঝাইতে পারিলাম না!"

জোবেদী বলিলেন, "আমার বিপদ্ আরও অধিক, আপনার ভৃত্য—আপনার পরম স্নেহভাজন বয়স্য আবু হোসেন মরিল, আর আপনি তাহা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করিতেছেন?"

বিবাদের কোন মীমাংসা হইল না, ক্রমে উভয়েই ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। খালিফ ক্রোধে অগ্নিবৎ হইলেন, তাঁহার চক্ষু দুটি জ্বলিতে লাগিল, জোবেদী ক্রুদ্ধ ফণিনীর ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ভৃত্য মসরুর নিকটে দাঁড়াইয়া কম্পিত-দেহে প্রমাদ গণিল।

খালিফ মসরুরকে বলিলেন, "এখনই আবু হোসেনের ঘরে গিয়া দেখিয়া আয়, কে মরিয়াছে, আবু হোসেন, না নোজাতুল আওরাৎ।"

হার-জিতের বাজি!

মসরুর তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল। খালিফ জোবেদীকে বলিলেন, "তুমি এখনই দেখিবে, আমার কথা সত্য, নোজাতুলই প্রাণত্যাগ করিয়াছে। যদি এ কথা সত্য না হয়, তাহা হইলে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমি তোমার কাছে আমার প্রমোদোদ্যান হারিব।" জোবেদী বলিলেন, "আমিও প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যদি নোজাতুল প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে, তাহা হইলে আমি আপনার কাছে আমার তসবির মহল হারিব।" উভয়ে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতভাবে মসরুরের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

আবু হোসেন ও নোজাতুল আওরাৎ উভয়ে স্বীয় কক্ষে বসিয়া কিরূপে খালিফের নিকট জবাব দিবে, সেই কথা চিন্তা করিতেছিল, এমন সময়ে তাহারা দেখিতে পাইল, মসরুর তাহাদের কক্ষাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। দেখিয়াই আবু হোসেন তাহার স্ত্রীকে বলিল, "গালিচার উপর শুইয়া পড়, শুইয়া পড়, আমি তোমাকে কাপড় চাপা দিই। ঐ দেখ, খালিফের সর্দ্দার খোজা সন্ধান জানিতে আসিতেছে, তুমি মরিয়াছ কি না।"

নোজাতুল আওরাৎ সটান গালিচার উপর শয়ন করিল, আবু হোসেন বস্ত্র দ্বারা তাহার দেহ আচ্ছাদন করিয়া কাঁদিতে বসিল, তাহার পর মসরুর সেই কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র আবু হোসেন উঠিয়া সম্মানভরে তাহার করচুম্বন করিয়া, দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "ভাই, আমার দুরবস্থা দেখ, তুমি আমার স্ত্রীকে বড়ই শ্রদ্ধা করিতে, কিন্তু তাহার ইহলীলার অবসান হইয়াছে, নোজাতুল আওরাৎ আর জীবিত নাই।"

মসরুর এই দৃশ্য দেখিয়া বিশেষ কাতর হইল, সে মৃতদেহের আচ্ছাদনবস্ত্রের এক প্রান্ত তুলিয়া একবার নোজাতুল আওরাতের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিল; তাহার পর দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বিলাপ করিয়া বলিল, "আল্লা বিসমোল্লা, তিনি যাহা করিবেন, তাহাই হইবে। আহা! প্রিয়ভগিনী বড়ই সুশীলা ছিলেন,

অল্পবয়সেই তাঁহার মৃত্যু হইল। সম্রাজ্ঞী জোবেদীর বিশ্বাস, তুমিই পরলোকগমন করিয়াছ, খালিফ তাঁহাকে কিছুতেই বিশ্বাস করাইতে পারিলেন না যে, তোমার স্ত্রীরই মৃত্যু হইয়াছে, তোমার নহে। কাহার মৃত্যু-সংবাদ সত্য, তাহা জানিবার জন্য খালিফ আমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন। কিন্তু আমি সত্যকথা বলিলেও যে জোবেদী বেগমের বিশ্বাস হইবে, তাহা বোধ হয় না; স্ত্রীলোকেরা যে ঝোঁক ধরে, তাহা কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে চায় না।"

মরণ-নির্ণয়ের সন্ধান

আবু হোসেন বলিল, "সত্য-মিথ্যা তুমি নিজেই দেখিয়া যাইতেছ, তদনুসারে তুমি খালিফকে সকল সংবাদ জানাইবে। আজ আমার যে ক্ষতি হইয়াছে, জীবনে তাহা পূরণ হইবে না।" মসরুর বলিল, "আমি তোমার দুঃখ ও বিপদে আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি, খালিফকে গিয়া আমি ঠিক কথাই বলিব। তুমি তাই আর অনর্থক দুঃখ করিও না। কিন্তু তোমার কাছে আমার এক অনুরোধ আছে, আমি খালিফের নিকট হইতে তোমার কাছে প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে তুমি তোমার প্রিয়তমার দেহ সমাহিত করিও না, তোমার পত্নীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় আমার উপস্থিত থাকিবার ইচ্ছা আছে। আমি তাঁহার আত্মার মঙ্গলের জন্য গোরস্থানে উপাসনা করিব।"

মসরুর আবু হোসেনের কক্ষ হইতে প্রস্থান করিলে আবু হোসেন নোজাতুলকে বলিল, "প্রেয়সি, শীঘ্র উঠ, আবার একবার নূতন করিয়া মরিতে হইতেছে, নতুবা খালিফ বা খালিফমহিষীর বিশ্বাস জন্মান কঠিন, মসরুর আসিয়া তোমাকে মৃত দেখিয়া গেল, সাম্রাজ্ঞী জোবেদী এ কথা কিছুতেই বিশ্বাস করিবেন না, তুমি নিশ্চয়ই যে মরিয়াছ, পরীক্ষা করিবার জন্য আর কাহাকেও পাঠাইবেন।" নোজাতুল উঠিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া বাতায়নপথে চাহিয়া রহিল, আর কেহ তাহাদের কক্ষের দিকে আসে কি না, তাহাই দেখিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে মসরুর জোবেদীর অন্তঃপুরে উপস্থিত হইল। খালিফের জয় হইবে ভাবিয়া সে পরম পুলকিত-চিত্তে হাসিতে হাসিতে করতালি দ্বারা আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। খালিফ অধীরভাবে তাহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, মসরুরকে দেখিবামাত্র তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাহার মৃত্যু হইয়াছে, শীঘ্র বল।" কিন্তু জোবেদী ক্রোধে অন্ধ হইয়া বলিলেন, "রে দুর্বৃত্ত দাস, এ হাস্য-পরিহাসের সময় নয়, তুই অবিলম্বে সকল কথা খুলিয়া বল্‌, কে মরিয়াছে, স্বামী না স্ত্রী?"

"জাঁহাপনা"—খালিফের দিকে চাহিয়া মসরুর করযোড়ে বলিল, "আমি দেখিলাম, নোজাতুল আওরাৎ প্রাণত্যাগ করিয়াছে, আবু হোসেন পত্নীবিয়োগে অত্যন্ত কাতরভাবে অশ্রুত্যাগ করিতেছে!"

মসরুরকে আর অধিক কথা বলিবার অবসর না দিয়াই খালিফ সহাস্যে বলিলেন, "খোস খবর, জোবেদী, তুমি হারিয়াছ, তোমার তসবিরের মহল আমার হইল। মসরুর, তুমি আবু হোসেনের কক্ষে গিয়া কি কি দেখিলে, তাহা বল।"

সুলতানা হারিলেন!

মসরুর আবু হোসেনের কক্ষে উপস্থিত হইয়া যাহা যাহা দেখিয়াছিল, সকলই বলিল, সে যে স্বয়ং আবু হোসেনের স্ত্রীর মুখবস্ত্র অপসারিত করিয়া মৃতদেহ দেখিয়াছে, তাহাও প্রকাশ করিল।

মসরুরের কথা শেষ হইলে, খালিফ বলিলেন, "আমার আর কিছু জিজ্ঞাস্য নাই, তোমার কথা শুনিয়া আমার সকল সন্দেহ দূর হইয়াছে।" অনন্তর তিনি জোবেদীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন মহিষি, ইহার পরও তোমার মনে কোন সন্দেহ আছে কি? এখনও কি তুমি মনে করিবে, তোমার দাসী জীবিত আছে, আর আমার বয়স্য মরিয়াছে?"

বাজি-হারের দুর্জ্জয় অভিমান

জোবেদী গম্ভীরস্বরে এবং কিঞ্চিৎ অভিমানভরে বলিলেন, "আমি আপনার এই ভৃত্যের কথা বিশ্বাস করিতে পারি না। সে মিথ্যাকথা বলিয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই, আপনার ভৃত্য আপনার মনস্তুষ্টির জন্য মিথ্যাকথা বলিবে, ইহা আর আশ্চর্য্য কি? আমি অন্ধও হই নাই, আল্লা আমার বুদ্ধিশক্তির লোপ করেন নাই। আমি স্বয়ং নোজাতুল আওরাৎকে স্বামীর মৃত্যুতে বিলাপ করিতে দেখিয়াছি, স্বহস্তে তাহার স্বামীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যয় প্রদান করিয়াছি, স্বয়ং তাহার পতিবিয়োগে সান্ত্বনা দান করিয়াছি, আর এখন আপনার মিথ্যাবাদী ভৃত্যের কথা মানিব?"

মসরুর শপথ করিয়া বলিল, "সে যাহা বলিতেছে, তাহা সম্পূর্ণ সত্য।" এই কথা শুনিয়া জোবেদী ক্রোধে বাঘিনীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "ঘৃণিত, মিথ্যাবাদী ভৃত্য! আমি মুহূর্ত্তমধ্যে দেখাইতেছি, তুই কিরূপ মিথ্যাবাদী, কিরূপ নির্লজ্জ।" জোবেদী সবেগে করতালি প্রদান করিবামাত্র এক দল দাসী তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। জোবেদী তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোরা সত্য করিয়া বল্, খালিফ এখানে আসিবার কিঞ্চিৎকাল পূর্ব্বে আমার কাছে কাঁদিতে কাঁদিতে কে আসিয়াছিল?—দাসীগণ একবাক্যে বলিল, "বেগমসাহেব, নোজাতুল আওরাৎ স্বামিবিয়োগে কাতর হইয়া আপনার নিকট আসিয়াছিল।" "আমি তাহাকে কি দান করিয়াছি?"—দাসীগণ সমস্বরে বলিল, "তাহার স্বামীর সমাধিব্যয় নির্ব্বাহের জন্য এক শত আসরফী ও একখানি বস্ত্র।" তখন জোবেদী গর্জ্জন করিয়া মসরুরকে বলিলেন, "রে মিথ্যাবাদী ভৃত্য, আমার এতগুলি দাসীর কথা অবিশ্বাস করিয়া কি আমি তোর কথা বিশ্বাস করিব?—যাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, সেই বলিবে, আবু হোসেনের মৃত্যু হইয়াছে, নোজাতুল আওরাৎ জীবিতা আছে।"

মসরুরের প্রতি জোবেদীর ক্রোধ দেখিয়া খালিফের মনে বড় আমোদের সঞ্চার হইল। তিনি জোবেদীকে বলিলেন, "মহিষি, হারিয়াছ বলিয়া এত রাগ কেন? তোমার দাসীরা যাহাই বলুক, মসরুর এইমাত্র আবু হোসেনের গৃহে গিয়া যে দৃশ্য দেখিয়া আসিয়াছে, তাহা কি অবিশ্বাস করিবার উপায় আছে? এত বড় মিথ্যা কথা বলিতে কখন তাহার সাহস হইত না। ইহার মধ্যে যে কি রহস্য আছে, তাহা আমিও বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।"

জোবেদী খালিফের কথায় আরও অধিক উদ্ধত হইয়া উঠিলেন, সরোষে বলিলেন, "মসরুরের সহিত ষড়্‌যন্ত্র করিয়া আমাকে এইভাবে বিরক্ত করিতেছেন, তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি। আপনি আমার ধৈর্য্য পরীক্ষা করিতেছেন, তদ্বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই। আপনি অনুমতি করিলে আমি এখনই আমার এক জন দাসীকে আবু হোসেনের মহলে প্রেরণ করিয়া প্রকৃত কথা অবগত হইতে পারি।"

প্রেমিকার সাবাস শোকাভিনয়

খালিফ তৎক্ষণাৎ অনুমতি দান করিলেন, জোবেদী তাঁহার বৃদ্ধা ধাত্রীকে আবু হোসেনের গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। তাহাকে রীতিমত উপদেশ দান করিয়া শীঘ্র প্রত্যাগমনের আদেশ করিলেন।

আবু হোসেন বাতায়নপ্রান্ত হইতে জোবেদীর বৃদ্ধা ধাত্রীকে দেখিবামাত্র তাহার স্ত্রীকে বলিল, "প্রেয়সি, ঐ দেখ, জোবেদীর ধাত্রী আসিতেছে, আর বিলম্ব করা যায় না, আমি মক্কার দিকে পা ছড়াইয়া গালিচায় শুইয়া পড়ি, তুমি কাপড় ঢাকা দিয়া আমার পাশে কাঁদিতে থাক; দেখিও, যেন তোমার রোদন কৃত্রিম বলিয়া তাহার সন্দেহ না হয়।"

দেখিতে দেখিতে আবু হোসেন হস্ত-পদ প্রসারিত করিয়া, গালিচার উপর পড়িয়া গেল। মক্কার দিকে তাহার পদদ্বয় প্রসারিত হইল; তাহার সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত করিয়া, নোজাতুল আওরাৎ তাহার শিয়রে বসিয়া, মর্ম্মভেদী স্বরে রোদন করিতে লাগিল, গাল ও বুক চড়াইয়া লাল-করিয়া ফেলিল।

বৃদ্ধা ধাত্রী সেই কক্ষে উপস্থিত হইয়া, নোজাতুল আওয়াতের দুরবস্থা দেখিয়া, অশ্রুরোধ করিতে পারিল না, সহানুভূতিভরে বলিল, "মা, আল্লা তোমার কষ্টে শান্তিদান করুন্। আমি তোমার শোকের সময় তোমাকে বিরক্ত করিতে আসি নাই, তোমার মনে সান্ত্বনাসঞ্চারের জন্য আসিয়াছি, তুমি স্থির হও মা।"—নোজাতুল আওরাৎ বলিল, "মা, আর কি আমার ধৈর্য্যধারণের শক্তি আছে? খা... দয়া করিয়া আমাকে পরম গুণবান্ স্বামী দান করিয়াছিলেন, কিন্তু অকালে তাঁহাকে হারাইলাম! হায়, হায়, আমার কি হইবে? এ শোক আমি কেমন করিয়া সংবরণ করিব?"—নোজাতুল আওরাৎ আরও কাতরভাবে অশ্রুত্যাগ করিতে লাগিল, ললাটে ঘন ঘন করাঘাত করিতে লাগিল। বৃদ্ধা ধাত্রী তাহার শোকে ও ক্রন্দনে অত্যন্ত কাতর হইল, সে নোজাতুলকে কোনক্রমে শান্ত করিতে পারিল না।



কিন্তু তথাপি সে বিস্মিত না হইয়াও থাকিতে পারিল না, মসরুর যাহা বলিয়াছিল, ধাত্রীর তাহা কর্ণগোচর হইয়াছিল, কিন্তু আবু হোসেনের কক্ষে আসিয়া সে সম্পূর্ণ বিভিন্ন দৃশ্য দেখিল, ইহার অর্থ সে কোনক্রমে বুঝিতে পারিল না।

প্রেমিকের মৃত্যু-নির্ণয়

যাহা হউক, বৃদ্ধা ধাত্রী আবু হোসেনের অকালমৃত্যুতে আক্ষেপ করিতে করিতে তাহার মুখের কাপড় সরাইয়া দেখিল, আবু হোসেন নয়ন মুদিয়া, নিশ্বাস রোধ করিয়া পড়িয়া আছে। ধাত্রী দেখিল, সত্যই আবু হোসেন ভবলীলা সাঙ্গ করিয়াছে। সে বলিল, "আহা, এমন সুন্দর মুখে কালি পড়িয়া গিয়াছে, প্রাণ বাহির হইলে কি আর মানুষের শ্রী থাকে? হতভাগা পোড়ারমুখো মসরুর খালিফের কাছে গিয়া, কি মিথ্যা কথাই বলিয়াছে! হতভাগার মস্তকে আল্লা বজ্রাঘাত করেন না কেন?" নোজাতুল আওরাৎ জিজ্ঞাসা করিল, "মসরুর কি বলিয়াছে ধাই-মা?" ধাত্রী অশ্রুমোচন করিয়া বলিল, "পোড়ারমুখো মসরুর, খালিফের কাছে গিয়া বলিয়াছে, আবু হোসেন তোমার মৃতদেহের কাছে বসিয়া রোদন করিতেছে, তুমি প্রাণত্যাগ করিয়াছ। এমন মিথ্যা কথাও কি মানুষে বলে?" নোজাতুল আওরাৎ ললাটে করাঘাত করিয়া বলিল, "আহা, আল্লা যদি তাহাই করিতেন। এমন স্বামীকে মাটী দিয়া কি প্রাণধারণ করিতে পারিব? আমি যদি আগে মরিতাম, তাহা হইলে আর আমাকে এ ভাবে কাঁদিতে হইত না।" ধাত্রী অশ্রুত্যাগ করিতে করিতে, নোজাতুলকে অনেক সান্ত্বনার কথা বলিয়া, আবু হোসেনের কক্ষ ত্যাগ করিল, এবং জোবেদীর অন্তঃপুরাভিমুখে ধাবিত হইল। সে অত্যন্ত বৃদ্ধা, দ্রুতগমনে একান্ত অসক্তা, কিন্তু মনের উৎসাহে ও

'ও বড় দানাবাজ!'

জোবেদীর নিকট পুরস্কারলাভের আশায় দ্রুতপদে চলিতে লাগিল। কিয়ৎকাল পরে সে হাঁপাইতে হাঁপাইতে জোবেদীর নিকট উপস্থিত হইয়া যাহা যাহা দেখিয়াছিল, তাহা সকলই বলিল। সে স্বয়ং আবু হোসেনের মৃতদেহ ও তাহার বিবর্ণ মুখ দেখিয়াছে, তাহাও জোবেদীর গোচর করিল।

তখন মসরুর ও ধাত্রীর মধ্যে কলহের সূত্রপাত হইল। ধাত্রী বলিল, "মসরুর, তুই মিথ্যাবাদী, যে মরে নাই, মিথ্যা করিয়া সে মরিয়াছে বলিয়া প্রভুর মন রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিস্; কিন্তু সত্য কি কোন দিন গোপন থাকে?" মসরুর বলিল, "ফোগ্‌লামুখী বুড়ী, তুই তোর মনিবের মন রাখিবার জন্য মিথ্যা কথা বলিতেছিস্, তাহাতে কি আমি ভুলি? আমি নিজে যাহা দেখিয়া আসিলাম, তাহা এখন অবিশ্বাস করিতে পারি না।"—জোবেদী তাঁহার ধাত্রীর এই অপমানে রাগে জ্বলিয়া উঠিলেন, [illegible] ক্রোধ নিষ্ফল, খালিফ স্বয়ং মসরুরের দিকে। মহিষী অভিমানে কাঁদিয়া ফেলিলেন।

'চোপ্ চোপ্ দানাওয়ালী নেহি তোমারা লাজ'

তখন খালিফ মহিষীকে সান্ত্বনাদানের জন্য বলিলেন, "মহিষি, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, যেরূপ ব্যাপার দেখিতেছি, তাহাতে কেবল যে তোমার ধাত্রী বা মসরুর মিথ্যাবাদী, তাহা বোধ হয় না, তুমি আমি সকলেই মিথ্যাবাদী। প্রকৃত সত্য আবিষ্কার করিতে হইলে, আর দাসদাসীর উপর নির্ভর করা যায় না, চল, আমরা উভয়ে আবু হোসেনের গৃহে উপস্থিত হইয়া, চক্ষুকর্ণের বিবাদ মিটাই।"

খালিফের এই কথায় জোবেদী কিঞ্চিৎ শান্ত হইলেন; বলিলেন, "জাঁহাপনা, এতক্ষণ পরে আপনি সঙ্গত কথা বলিয়াছেন, আমরা স্বয়ং না দেখিলে, কাহার কথা সত্য, তাহা কোনমতে স্থির হইবে না। আর বিলম্বে আবশ্যক নাই, এখনই চলুন।"

খালিফ ও জোবেদী, মসরুর, ধাত্রী এবং এক দল দাসী সঙ্গে লইয়া আবু হোসেনের কক্ষের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আবু হোসেন বাতায়ন-পথ হইতে তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইয়া নোজাতুল আওরাৎকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "প্রেয়সি, ঐ দেখ, খালিফ ও জোবেদী উভয়েই দাসদাসীগণকে লইয়া এই দিকে আসিতেছেন। মসরুর ও ধাত্রী এ উভয়ের কথা সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিয়া তাঁহারা প্রকৃত সত্য কি, তাহাই জানিতে আসিতেছেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। এখনই একটা উপায় করা আবশ্যক।" নোজাতুল আওরাৎ মহাভীতভাবে গবাক্ষসমীপে আসিয়া দাঁড়াইল; দেখিল, মহিষী ও দাসদাসীগণের সহিত খালিফ ত্বরিতপদে তাহাদের কক্ষাভিমুখেই আসিতেছেন, শীঘ্রই তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইবেন। এই দৃশ্য দেখিয়া নোজাতুল আওরাৎ ললাটে করাঘাত করিয়া বলিল, "হা প্রিয়তম, তোমার বুদ্ধিতে চলিতে গিয়া আমরা উভয়েই নষ্ট হইলাম। উঁহারা ত' এখনই এখানে আসিয়া পড়িবেন, শেষ রক্ষা কিরূপে হইবে?"

আবু হোসেন বলিল, "শেষ রক্ষার জন্য তোমার কোন চিন্তা নাই, মসরুর কিম্বা ধাত্রী কাহাকেও মিথ্যাবাদী হইতে হইবে না, খালিফ কিম্বা জোবেদী কাহাকেও অপদস্থ হইতে হইবে না। শীঘ্র এস, গালিচার উপর আমরা উভয়েই মৃতের মত পড়িয়া থাকি, তাহার পর আল্লা যাহা করেন হইবে।"

মরণের কারসাজী

উভয়ে বস্ত্রাবৃত দেহে মক্কার দিকে পদ প্রসারিত করিয়া, নিস্পন্দভাবে গৃহতলস্থ গালিচার উপর পড়িয়া রহিল। ইতিমধ্যে খালিফ ও জোবেদী দাসদাসীগণ সঙ্গে সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন, মসরুর দ্বার খুলিয়া প্রথমে অগ্রসর হইল।

কাহারও মুখে কোন কথা নাই, স্বামি-স্ত্রী উভয়ের মৃতদেহ পাশাপাশি পড়িয়া আছে দেখিয়া সকলেই স্তম্ভিতভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে জোবেদী প্রথমে কথা কহিলেন, "এখন দেখিতেছি, দুই জনেই মরিয়াছে। আগে আবু হোসেন মরিয়াছে, তাহার বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া

পরে আমার দাসী নোজাতুল আওরাৎ মরিয়াছে। আমার ধাই যখন দেখিতে আসিয়াছিল, তখনও নোজাতুল আওরাৎ বাঁচিয়া ছিল।" খালিফ মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না, তাহা কখন হইতে পারে না, আগে নোজাতুল আওরাৎই মরিয়াছে, তাহার বিরহ অসহ্য হওয়ায় পরে আমার প্রিয়বয়স্য আবু হোসেন প্রাণত্যাগ করিয়াছে। স্ত্রীকে যে সে বড়ই ভালবাসিত, তাহা আমি জানি। বাজিতে তোমার হার হইল, তোমার চিত্রশালা আমার হইল।" জোবেদী বলিলেন, "কখনই না, আমার ধাই সকলের শেষেও দেখিয়া গিয়াছে, আমার দাসী নোজাতুল আওরাৎ তাহার স্বামীর বিরহে বুক ও মুখ চড়াইয়া চুল ছিঁড়িয়া বিলাপ করিতেছিল, সুতরাং সেই পরে মরিয়াছে, আপনার প্রমোদকানন আমার হইল।"

কে হারে জিনে?

এইরূপে কোন প্রকারেই প্রকৃত সত্য আবিষ্কৃত হয় না দেখিয়া, খালিফ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আবু হোসেন ও নোজাতুল আওরাতের মস্তকের নিকটে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন; বলিলেন, "কে আগে মরিয়াছে, যে সর্ব্বপ্রথমে আমাকে বলিতে পারিবে, আমি তাহাকে সহস্র-মুদ্রা পুরস্কার প্রদান করিব।"

খালিফের মুখ হইতে এই কথা উচ্চারিত হইতে না হইতে আবু হোসেন তাহার মুখের বস্ত্র অপসারিত না করিয়াই উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "জাঁহাপনা, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি আগে মরিয়াছি।" আবু হোসেন বস্ত্র অপসারিত করিয়া উঠিয়া বসিল, নোজাতুল আওরাৎও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া জোবেদীর পদতলে নিপতিত হইতে গেল। জোবেদী ভীতভাবে দশ হাত সরিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু পরক্ষণেই প্রিয়-দাসীকে জীবিতা দেখিয়া মহা আনন্দিতা হইলেন। তিনি বলিলেন, "অ পোড়ারমুখী, তুই মরিয়াছিস্ ভাবিয়া আমি মনে কতই কষ্ট পাইয়াছি। নানা রকমে তুই আমাকে যন্ত্রণা দিয়াছিস্, তুই যে মরিস্ নাই, ইহাতে আমি ভারী খুসী হইয়া তোর সকল অপরাধ ক্ষমা করিলাম, মরিলে কখন ক্ষমা করিতাম না।"

আবু হোসেনের কথা শুনিয়া খালিফ হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "আবু হোসেন, তোমার অত্যাচারে আমি কোন্ দিন হাসিয়া মারা যাইব দেখিতেছি, আমাকে এ ভাবে বিস্মিত করিবার জন্য এ খেয়াল তোমার মাথায় কেন আসিল?"

মরণ-অভিনয়ে সৌভাগ্য-লাভ

আবু হোসেন তাহার অপব্যয়িতা ও দারিদ্র্যের কাহিনী বর্ণনা করিয়া বলিল, "জাঁহাপনা, পেটের দায়ে আমাকে এ অভিনয় করিতে হইয়াছে, এরূপ না করিলে অনাহারে আমাদিগকে মরিতে হইত। মরিবার ভয়েই মরিয়াছিলাম, আপনার করুণাবলে আবার বাঁচিয়া উঠিয়াছি, বন্দার অপরাধ মার্জ্জনা করিতে আজ্ঞা হয়!" আবু হোসেন খালিফের চরণতলে নিপতিত হইল।

খালিফ আবু হোসেনকে মার্জ্জনা করিয়া তাহাদের উভয়কে সঙ্গে লইয়া চলিলেন। খালিফ আবু হোসেনকে এবং নোজাতুল আওরাৎকে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিলেন। জীবনের অবশিষ্ট কাল খালিফ ও জোবেদীর অনুগ্রহে আর তাহাদিগকে অর্থকষ্ট সহ্য করিতে হইল না; পরমানন্দে তাহাদের কাল কাটিতে লাগিল।

* * * * *

আলা-দীন ও আশ্চর্য্য প্রদীপ

প্রাচীনকালে চীনদেশের রাজধানীতে এক দরজী বাস করিত, তাহার নাম মুস্তাফা। সূচিকর্ম্মে সে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। কিন্তু সে বড় গরীব ছিল, সমস্ত দিন সূচ ঠেলিয়া যাহা কিছু উপার্জ্জন হইত, তদ্দারা অতি কষ্টে তাহার স্ত্রী ও পুত্রের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিত।

মুস্তাফার পুত্রের নাম আলাদীন। আলাদীনের শিক্ষার প্রতি তাহার পিতা-মাতার কোন দিন দৃষ্টি ছিল না, অল্পবয়সেই তাহার চরিত্র নানা দোষে দূষিত হইয়া উঠিয়াছিল, অল্পবয়স হইতেই সে প্রায় সমস্ত দিন টো-টো করিয়া অনেক গম্য ও অগম্য স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইত এবং সমবয়স্ক দুষ্ট বালকগণের সঙ্গে পথে পথে খেলা করিত।

আলাদীনের বয়স হইলে মুস্তাফা তাহাকে দোকানে লইয়া গিয়া, নিজের ব্যবসায়ে ভর্ত্তি করিয়া দিল। কিন্তু মিষ্ট কথায় বা তিরস্কারে, কোন প্রকারেই ব্যবসায়ে আলাদীনের মন বসান সম্ভব হইল না। তাহার পিতা কার্য্যান্তরে ব্যস্ত হইলেই সে দোকান হইতে উঠিয়া পলাইত এবং বিস্তর চেষ্টাতেও তাহাকে ধরিতে পারা যাইত না। কোন প্রকারেই সে শাসন মানিল না। কিছুদিন পরে আলাদীনের পিতা কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিল।

আলাদীনের মা দেখিল, পুত্রকে দিয়া দরজীর কাজ করান অসম্ভব, অগত্যা সে দোকানখানি উঠাইয়া দিল, তুলা পিঁজিয়া অতিকষ্টে নিজের ও অবাধ্য পুত্রের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করিতে লাগিল।

পিতার মৃত্যুর পর আলাদীন আরও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল, কেবল আমোদ-প্রমোদে দিবানিশি মত্ত থাকা ভিন্ন তাহার অন্য কাজ রহিল না। পনের বৎসর বয়স হইল, তথাপি সে এক পয়সা উপার্জ্জন করিতে শিখিল না। এক দিন সে তাহার সমবয়স্ক বালকগণের সহিত পথে পথে খেলা করিয়া বেড়াইতেছে, এমন সময় এক জন অপরিচিত লোক আসিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিতে লাগিল।

এই লোকটি আফ্রিকাদেশীয় এক জন যাদুকর, দুই দিন পূর্ব্বে সে চীন-রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াছিল। সে আলাদীনকে দেখিয়া তাহাকে বন্ধুবর্গের নিকট হইতে দূরে ডাকিয়া লইয়া গেল এবং জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন হে ছোক্‌রা, তুমি মুস্তাফা দরজীর ছেলে নও?" আলাদীন বলিল, "হাঁ, কিন্তু বাবা এক দিন মরিয়া গিয়াছে।"

পথে কাকা মিলিল!

যাদুকর আলাদীনের কণ্ঠদেশ তাহার বাহুদ্বয়ের দ্বারা পরিবেষ্টন করিয়া বলিল, "বাবা, তুমি কি কথা শুনাইলে, আমি যে তোমার কাকা, অনেক দূর হইতে তোমার বাবাকে দেখিব বলিয়া আসিতেছি; কিন্তু আমার আশা পূর্ণ হইল না, আমাকে তাঁহার মৃত্যুসংবাদ শুনিতে হইল; হায় হায়!" বৃদ্ধ অশ্রুত্যাগ করিয়া শোক করিতে লাগিল। তাহার পর সে আলাদীনের হস্তে কতকগুলি সিকি-দুয়ানি দিয়া বলিল, "বাবা, তুমি বাড়ী যাও, তোমার মাকে আমার সেলাম জানাইয়া বলিবে, আমি সময় পাইলে কাল এক সময় তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব। তোমার বাবার সঙ্গে দেখা হইল না বটে, কিন্তু তোমাকে দেখিয়া আমার প্রাণ জুড়াইল।" আলাদীনের মুখচুম্বন করিয়া যাদুকর স্থানান্তরে প্রস্থান করিল।

আলাদীন ভারী খুসী হইয়া দৌড়িয়া মায়ের নিকট গেল; তাহার মাতাকে বলিল, "মা, আমার কি কোন কাকা আছেন?" আলাদীনের মাতা বলিল, "না বাবা, তোমার কাকা কি মামা কেহই নাই।" "মা, তবে তুমি ঠিক জান না। এক জন বৃদ্ধের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সে বলিল, 'সে আমার কাকা হয়।' বাবা মরিয়াছেন শুনিয়া সে কত আক্ষেপ করিতে লাগিল, আমাকে এই সিকি-দুয়ানিগুলি

দিয়াছে। যাইবার সময় বলিয়াছে, কাল তোমার সঙ্গে আসিয়া দেখা করিবে।" মাতা বলিল, "তোমার পিতার এক ভ্রাতা ছিলেন জানি, তিনি ত' অনেক দিন আগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তোমার যে আর কোন কাকা কোথাও আছেন, তাহা এ পর্য্যন্ত জানিতাম না।"

কাকার মোহর সেলামী

পরদিন আলাদীন তিন জন বালকের সঙ্গে নগরপ্রান্তে খেলা করিতেছিল, যাদুকর তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া, তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া, তাহার হাতে দুটি মোহর দিয়া বলিল, "বাবা, এই মোহর দুটি লও, তোমার মাকে দিও, তাঁহাকে বলিও, আজ সন্ধ্যাকালে তাঁহার কাছে গিয়া আমি আহার করিব। তিনি এই মোহর ভাঙ্গাইয়া যেন খাদ্যদ্রব্যাদি সংগ্রহ করেন, কিন্তু আমি ত' তোমাদের বাড়ী চিনি না, কোন্ দিকে তোমাদের বাড়ী?" আলাদীন তাহার গৃহের সন্ধান বলিয়া দিলে যাদুকর চলিয়া গেল।

আলাদীন নাচিতে নাচিতে মায়ের নিকট উপস্থিত হইয়া, তাহার হস্তে মোহর দুইটি প্রদান করিল এবং তাহার সেই অজ্ঞাতকুলশীল কাকার প্রস্তাব মাতাকে জানাইল। আলাদীনের মাতা পরম পুলকিতচিত্তে নানা প্রকার খাদ্যসামগ্রী ক্রয় করিয়া আনিল। দেবরের অভ্যর্থনার জন্য দরজীর স্ত্রী যথাসাধ্য আয়োজন করিল, সমস্ত দিন তাহাতেই অতিবাহিত হইল।

সন্ধ্যাকালে দ্বারে ঠক্ ঠক্ করিয়া আঘাত হইল। কাকা আসিয়াছে ভাবিয়া আলাদীন হৃষ্টচিত্তে দ্বার খুলিয়া দিল, যাদুকর কয়েক বোতল মদ ও নানাবিধ ফল লইয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিল।

যাদুকর আলাদীনের পিতার শয়নকক্ষে তাহার শয্যার কাছে আসিয়া বসিল এবং অশ্রুত্যাগ করিয়া ভয়ঙ্কর বিলাপ করিতে লাগিল; বলিল, "দাদা গো, তোমাকে দেখিব বলিয়া আসিয়া তোমার শূন্য শয্যা দেখিতে হইল!" আরও কত কথা বলিল, তাহার সংখ্যা নাই।

কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া যাদুকর আলাদীনের মাতাকে বলিল, "আমার ভ্রাতার সহিত আপনার বিবাহের পর আপনি আমার সম্বন্ধে কোন কথাই জানিতে পারেন নাই, তাহার পর আজ হঠাৎ আমাকে দেখিয়া আপনার বিস্ময় জন্মিবারই কথা। আজ প্রায় চল্লিশ বৎসর হইল আমি এ দেশ পরিত্যাগ করিয়াছি, এই চল্লিশ বৎসর আমি অনেক দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছি; ভারত, সিরিয়া, পারস্য, আরব, মিসর কোন দেশই আমার বাকী নাই, এই সকল দেশভ্রমণের পর আমি আফ্রিকায় গিয়া বাস করিতে আরম্ভ করি। তাহার পর এই বৃদ্ধবয়সে একবার স্বদেশ ও দাদাকে দেখিবার ইচ্ছা প্রবল হওয়ায় আফ্রিকা হইতে এখানে আসিয়াছি। দেশে আসিলাম বটে, কিন্তু দাদাকে আর দেখিতে পাইলাম না, আপনার পুত্রের নিকট যখন দাদার মৃত্যু-সংবাদ পাইলাম, তখন আমার মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল! যাহা হউক, আপনাকে ও আপনার পুত্রকে দেখিয়াই আমার হৃদয় শীতল হইয়াছে। পথে দেখিয়াই আমি দাদার পুত্রকে চিনিতে পারিয়াছিলাম, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকলই ঠিক দাদার মত। উহার কি নাম রাখিয়াছেন?"

ভ্রাতৃবধূকে সান্ত্বনা

আলাদীনের মাতা যাদুকরের কথায় একেবারে গলিয়া গেল, সে বহুকাল পরে এক জন আত্মীয়কে তাহার শোকে দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে দেখিয়া নিজেকে তাহার নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞ বলিয়া মনে করিতে লাগিল; বলিল, "উহার নাম আলাদীন।" "বা, বেশ নাম, আলাদীন, বাবা, তুমি কি কর, তোমার পিতার ব্যবসায় কিছু শিখিয়াছ?" আলাদীন কোন কথা না বলিয়া মাথা নীচু করিয়া রহিল। আলাদীনকে নীরব দেখিয়া তাহার মাতা বলিল, "না, ও কাজকর্ম্ম কিছুই শেখে নাই, আমার স্বামী উহাকে তাঁহার ব্যবসা শিখাইবার জন্য কত চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু কোনই ফল হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর আলাদীন আরও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছে, আমি ত' উহাকে কোনমতে শাসন করিয়া উঠিতে

পারিলাম না, দিবারাত্রি কেবল টো-টো করিয়া বেড়াইবে, বয়স হইয়াছে, তা যদি উহার বিন্দুমাত্র লজ্জা থাকে। আমি আর কত কাল উহাকে পুষিব? আমি মরিলে ও যে কিরূপে পেটের ভাত সংগ্রহ করিবে, তাহা আমি ভাবিয়া পাই না। আমি তূলা পিঁজিয়া যাহা কিঞ্চিৎ উপায় করি, তাহা দুজনের ভরণপোষণের উপযুক্ত নহে, আমি মনে করিয়াছি, আমি আর উহাকে খাইতে পরিতে দিব না; যেমন করিয়া পারে, নিজে অন্নবস্ত্রের সংস্থান করুক।"

যাদুকরের মধুর আশ্বাস

আলাদীনের মাতা অশ্রুত্যাগ করিতে লাগিল। যাদুকর বলিল, "আলাদীন, তোমার মার মুখে যাহা শুনিতেছি, তাহা সত্য হইলে বড় দোষের কথা। তোমার বয়স হইয়াছে, এখন কোথায় তুমি তোমার বৃদ্ধা মাতাকে প্রতিপালন করিবে, না তোমার মাতাকেই তোমার ভরণপোষণ করিতে হইতেছে। পৃথিবীতে মানুষ কত রকম ব্যবসায় করিতে পারে, দরজীগিরি ভাল না লাগে, আর কিছু কর। তুমি কোন্ ব্যবসায় করিতে ভালবাস বল, আমি তোমার কাকা, তোমার সাহায্য করিব। যদি তুমি শান্তশিষ্টের মত দোকান কর, বল, আমি তোমাকে দোকান করিয়া দিতেছি, দোকানে জিনিসপত্র বিক্রয় করিয়া বেশ দিন কাটাইতে পারিবে। তোমার যাহা মত, আমাকে বল, আমি তোমার সাহায্যে ত্রুটি করিব না।"

আলাদীন অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া পরে বলিল, "দরজীগিরি আমার ভাল লাগে না, সদাগরী উহা অপেক্ষা অনেক ভাল, যদি সদাগরী করিবার সুবিধা হয় ত' আমি করি।"

যাদুকর বলিল, "ব্যবসায়ে যখন তোমার অনুরাগ আছে দেখিতেছি, তখন আমি কালই তোমাকে লইয়া গিয়া একটা চমৎকার দোকান খুলিয়া দিব, সে জন্য চিন্তা কি?"

আলাদীনের প্রতি যাদুকরের স্নেহাতিশয্য দেখিয়া আলাদীনের মাতার বিশ্বাস হইল, যাদুকর লোকটা সত্যই তাহার মৃত স্বামীর ভ্রাতা, পরে আর পরের প্রতি এতখানি স্নেহ প্রকাশ করে না। বৃদ্ধা যাদুকরকে তাহার পুত্রের প্রতি এরূপ স্নেহ প্রকাশ করিতে দেখিয়া, যাদুকরকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতে লাগিল। রাত্রি অধিক হইয়াছিল, আহারাদি শেষ করিয়া, যাদুকর পরদিন আলাদীনকে লইয়া যাইবার আশা দিয়া বিদায় গ্রহণ করিল। আলাদীন ও তাহার মাতা শয্যায় শয়ন করিল।

পরদিন প্রভাতে যাদুকর মুস্তাফা দরজীর গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে আলাদীনকে সঙ্গে লইয়া একটি বড় পোষাকের দোকানে প্রবেশ করিল এবং তাহার মনোমত পরিচ্ছদে আলাদীনকে ভূষিত করিল। আলাদীন তাহার কাকা সাহেবের সহৃদয়তা ও দয়ায় একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়িল।

প্রলোভন-জাল বিস্তার

পরিচ্ছদভূষিত আলাদীনকে লইয়া যাদুকর বাজারে উপস্থিত হইল, এবং বড় বড় সদাগরদিগের দোকান দেখাইয়া বলিল, "বাবা, তুমি অতি অল্পদিনের মধ্যেই এই সকল বড় বড় সদাগরদিগের মত ধনবান্ হইয়া উঠিবে। তুমি সর্ব্বদা এই স্থানে আসিয়া এই সকল সদাগরের সঙ্গে আলাপ করিবে।" বাজার ঘুরিয়া যাদুকর প্রফুল্লচিত্তে আলাদীনের সহিত নানা বিষয়ে গল্প করিতে করিতে তাহাকে লইয়া এক খাঁয়ের বাড়ী উপস্থিত হইল। এখানে যাদুকর বাসা লইয়াছিল, এখানে কয়েক জন সদাগর বাস করিত, যাদুকর আলাদীনকে তাহাদের সহিত পরিচিত করিয়া দিল। পানভোজনেরও আয়োজন ছিল, সকলে মহানন্দে আহারাদিতে প্রবৃত্ত হইল।

আহারাদি শেষ হইলে, আলাদীন তাহার কাকা সাহেবের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিল। যাদুকর আলাদীনকে একাকী ছাড়িতে সম্মত হইল না, স্বয়ং তাহার সঙ্গে চলিল, এবং তাহার মাতার নিকট উপস্থিত করিল। আলাদীনের জননী পুত্রের উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ দেখিয়া মুগ্ধ হইল, এবং যাদুকরকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান করিল।

যাদুকর বলিল, "ধন্যবাদের আবশ্যক নাই, ইহা আমার কর্ত্তব্য, আমার মৃত ভ্রাতার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার এই একমাত্র উপায় আছে, ইহাতে উদাসীন হইলে আমার অধর্ম্ম হইবে। আলাদীন এ কাল পর্য্যন্ত কেবল কতকগুলি দুষ্ট বালকের সঙ্গেই মিশিয়া আসিয়াছে। আলাদীন ছেলে মন্দ নহে, আমি যাহা বলি, তাহাতেই ত' মনোযোগী হয় দেখিতেছি, উহার মধ্যে উচ্চাভিলাষ জন্মিলেই ও অসার আমোদ-প্রমোদ পরিত্যাগ করিবে। আমি উহার মনে উচ্চাভিলাষ জন্মিবার জন্য ও বড় বড় লোকের সঙ্গে উহার আলাপ করিয়া দিবার জন্য, অনেক স্থানে আজ উহাকে লইয়া গিয়াছিলাম, কাল আরও নূতন নূতন স্থানে লইয়া যাইব, নূতন নূতন দৃশ্য দেখাইব। উহার মনটা প্রথমে এইভাবে পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে, উহাকে এইভাবে ক্রমে মানুষ করিতে হইবে।"

আলাদীন পোষাক পাইয়া ও অনেক নূতন স্থান ঘুরিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিল, পরদিন আবার নূতন নূতন স্থান ও নব নব দৃশ্য দেখিবার আশায় তাহার হৃদয় পুলকিত হইয়া উঠিল। পরদিন প্রত্যূষে আলাদীন শয্যাত্যাগ করিয়া নূতন পোষাকে সজ্জিত হইল, এবং তাহার কাকার আশায় পথের দিকে চাহিয়া রহিল। কিয়ৎকাল পরে পথের মোড়ে যাদুকরকে দেখিতে পাইয়া, সে তাহার মাতাকে তাহার আগমন-সংবাদ জ্ঞাপন করিল, এবং দরজা বন্ধ করিয়া পথে আসিয়া যাদুকরের সহিত মিলিত হইল।

নূতন ধাঁধার অনুসরণে

যাদুকর আলাদীনের সহিত অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করিতে লাগিল, কত নূতন নূতন পথ, পল্লী, উপবন ঘুরিয়া, যাদুকর অবশেষে একটি বিস্তীর্ণ প্রমোদ-কাননে প্রবেশ করিল। সেখানে একটি নির্ঝরমূলে বসিয়া যাদুকর বলিল, "আলাদীন, বাবা, বড় ক্লান্ত হইয়াছি, এখন একটু বিশ্রাম করি, তুমিও বোধ করি পরিশ্রান্ত হইয়াছ, ঘোরা ত' কম হয় নাই, তুমিও আমার পাশে বসিয়া একটু বিশ্রাম কর। ক্লান্তি দূর হইলে আবার আমরা চলিতে আরম্ভ করিব।"

যাদুকর তাহার বস্ত্রপ্রান্ত হইতে নানাবিধ সুস্বাদু ফলমূল বাহির করিল, আলাদীনকে তাহা আহার করিতে দিল, নিজেও আহার করিতে লাগিল।

জলযোগ শেষ হইলে, কিয়ৎক্ষণ পরে আলাদীনকে লইয়া যাদুকর আবার উঠিল, এবং বাগান হইতে বাহির হইয়া গল্প করিতে করিতে আলাদীনকে ভুলাইয়া, নগরবাহিরে পর্ব্বতপ্রান্তে উপস্থিত হইল।

আলাদীন জীবনে কখনও এত পথ ভ্রমণ করে নাই, সে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল, অবশেষে সে আর চলিতে না পারিয়া যাদুকরকে জিজ্ঞাসা করিল, "কাকা সাহেব, আমাকে কোথায় লইয়া যাইতেছ? পা-ব্যথা হইয়া গেল, আর যে চলিতে পারি না। এ কোথায় আসিয়াছি, সম্মুখে কেবলই যে পাহাড়, আমি বাড়ী যাইব।" যাদুকর বলিল, "বাপধন, কোন ভয় নাই, আমি তোমাকে এমন একটি বাগানে লইয়া যাইব, যাহা সকলের চেয়ে ভাল, এমন বাগান জীবনে কখনও দেখ নাই। সে স্থান এ স্থান হইতে অধিক দূরে নহে; এত দূর আসিয়া যদি বাগানটি না দেখিয়া ফিরিয়া যাই, তবে বড়ই আপশোষ করিতে হইবে।" আলাদীন অগত্যা অতি কষ্টে চলিতে লাগিল। যাদুকর নানা প্রকার মনোহর গল্পে তাহার মনোরঞ্জন করিতে করিতে চলিল।

রহস্য-কাননে

অবশেষে উভয়ে একটি অনতিবৃহৎ উপত্যকায় প্রবেশ করিল। এক স্থানে উপস্থিত হইয়া যাদুকর বলিল, "আমাদিগকে আর কোথাও যাইতে হইবে না, আমি এখানে তোমাকে এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখাইব। এমন ব্যাপার কেহ কখনও দেখে নাই, আমি একটা বাতী জ্বালি, আগুন করিবার জন্য তুমি কতকগুলি শুষ্ক পাতা সংগ্রহ কর।"

নিকটে কতকগুলি শুষ্ক তৃণ ও কাষ্ঠ পড়িয়াছিল, আলাদীন কতকগুলি তৃণ ও কাষ্ঠ কুড়াইয়া আনিল, যাদুকর তাহাতে অগ্নি স্পর্শ করিল। যাদুকর সেই অগ্নিতে কতকগুলি চূর্ণ নিক্ষেপ করিল। ঘন কৃষ্ণবর্ণ ধূমে চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন হইল। যাদুকর বিড় বিড় করিয়া কতকগুলি মন্ত্র উচ্চারণ করিল, আলাদীন তাহার এক বর্ণও বুঝিতে পারিল না। দেখিতে দেখিতে আলাদীনের পদপ্রান্তে একটি গহ্বর সৃষ্ট হইল, গহ্বরের মুখে একখানি চতুষ্কোণ প্রস্তর দেখা গেল, প্রস্তরের উপর একটি পিত্তলের আংটা।

ধূমরাশির অন্তরালে গুহা-পথ

এই দৃশ্য দেখিয়া বালক আলাদীনের মনে বড় ভয়ের সঞ্চার হইল, ভয়ে সে কাঁদিতে লাগিল। যাদুকর তাহাকে চুপ করিতে বলিল, কিন্তু আলাদীনের রোদন বন্ধ হইল না দেখিয়া, যাদুকর সবেগে তাহার গণ্ডে একটি চপেটাঘাত করিয়া তাহাকে ভূমিতলে নিক্ষেপ করিল। আলাদীন ইহাতে এমন আঘাত পাইল যে, তাহার দাঁত ভাঙ্গিয়া রক্তপাত হইল। আলাদীন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "কাকা সাহেব, আমি কি অপরাধ করিয়াছি যে, আপনি আমাকে এমন করিয়া নিষ্ঠুরভাবে মারিলেন?" যাদুকর বলিল, "আমি তোর কাকা, তোর বাপের মত, আমি কাছে থাকিতে তুই ভয় পাইয়া চীৎকার করিতেছিস্ কেন? এখন আমি যাহা বলি, কর্। তোর কোন ভয় নাই, আমার কথা শুনিলে আমি তোকে বড়লোক করিয়া দিব।" যাদুকরের কথা শুনিয়া আলাদীনের ভয় অনেক পরিমাণে দূর হইল। যাদুকর বলিল, "এই পাথরখানার নীচে একটি বহুমূল্য দ্রব্য লুকান আছে,



আশ্চর্য্য-বীর যাদু

সেটি তুই যদি তুলিয়া আনিতে পারিস্, তাহা হইলে তাহার দ্বারা এই পৃথিবীর মধ্যে সকলের অপেক্ষা বড়লোক হইতে পারিবি। এই পাথর সরাইয়া, সেই দ্রব্য উদ্ধার করার সাধ্য তোর ভিন্ন আর কাহারও নাই; এমন কি, আমিও ইচ্ছা করিলে ইহা নিজে তুলিয়া লইতে পারি না। আমি যাহা যাহা বলি, তোকে তাহাই করিতে হইবে, তাহাতে তোর এবং আমার উভয়েরই ভাল হইবে।"

রহস্যময় ভূগর্ভের দ্বার উন্মুক্ত

আলাদীন হতবুদ্ধি হইয়া যাদুকরের কথা শুনিতে লাগিল, পৃথিবীতে সকলের অপেক্ষা বড়লোক হইবার আশায় আলাদীন পথশ্রম ও দাঁতের যাতনা ভুলিয়া গেল, সে বলিল, "কাকা সাহেব, আপনি যাহা বলিবেন, আমি তাহাই করিব।" যাদুকর আশস্ত হইয়া বলিল, "বাছা, তোমার কথা শুনিয়া আমি বড় খুশী হইলাম। তুমি বড় সুবোধ বালক। তুমি এই পিত্তলের আংটাটা ধরিয়া টানিয়া তোল।" আলাদীন

বলিল, "ও পাথর যে বড় ভারী বোধ হইতেছে, আমি তুলিতে পারিব কি? আমার গায়ে তত বল নাই। আমার সঙ্গে তুমিও ধর।" যাদুকর বলিল, "না, না, আমি ধরিলে উহা উঠিবে না, আর কেহ ধরিলেও উঠিবে না, বলে উহা তুলিতে পারা যায় না, তোমারই কেবল উহা তুলিবার অধিকার আছে, আমার সে অধিকার নাই। তুমি তোমার পিতা ও পিতামহের নাম লইয়া, আংটা ধরিয়া টানিলেই পাথর উঠিবে, বেশী বলের দরকার হইবে না।" আলাদীন আর কোন কথা না বলিয়া, যাদুকরের কথামত তাহার পিতা ও পিতামহের নাম উচ্চারণ করিয়া, আংটা ধরিয়া টানিবামাত্র পাথর উঠিয়া পড়িল।

পাথর উঠিতেই একটি গহ্বর দেখা গেল, গহ্বরটি অধিক গভীর নহে, গহ্বরের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র দ্বার আছে, সেই দ্বার হইতে কয়েকটি সোপান নীচে নামিয়া গিয়াছে। যাদুকর সেই দ্বার দেখাইয়া, আলাদীনকে বলিল, "এই দ্বার দিয়া গহ্বরের মুখে নামিয়া যাও, দেখিবে, গহ্বরের মধ্যে চারিটি প্রকাণ্ড কলসী স্বর্ণ-রৌপ্যে পরিপূর্ণ আছে, কিন্তু সে সকলের কোন দ্রব্যই তুমি স্পর্শ করিও না। প্রথমেই তুমি একটি কক্ষে উপস্থিত হইবে, সেখানে কাপড় দিয়া শরীর বাঁধিয়া দ্বিতীয় কক্ষে, এবং তাহার পর তৃতীয় কক্ষে প্রবেশ করিবে, কিন্তু তুমি প্রাচীরের নিকটে যাইবে না, যদি প্রাচীরে তোমার অঙ্গস্পর্শ হয়, তাহা হইলে তোমার প্রাণ নষ্ট হইবে, এমন কি, সাবধান, যেন প্রাচীরে তোমার পোষাকও স্পর্শ না হয়। তৃতীয় কক্ষের অদূরে একটি দ্বার দেখিতে পাইবে, সেই দ্বার দিয়া বাহির হইয়া গেলে, একটি ফলের বাগানে উপস্থিত হইতে পারিবে। সেই বাগানের ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে এক স্থানে একটি গুহাদ্বার দেখিতে পাইবে, সেই দ্বার দিয়া পঞ্চাশ ধাপ নামিলেই একটি ঘরের মধ্যে উপস্থিত হইবে, সেই ঘরে একটি দীপাধারে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে, তুমি সেই প্রদীপটি নিবাইয়া, তাহার তেল ও সলিতা ফেলিয়া তাহা কাপড়ের মধ্যে ঢাকিয়া লইয়া আসিবে। আসিবার সময় গাছে যে সকল ফল দেখিবে, তাহা যত ইচ্ছা পাড়িয়া আনিতে পার। তোমাকে বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য একটি অঙ্গুরী দিতেছি, পর।" অঙ্গুরীটি অঙ্গুলীতে পরিয়া আলাদীন এক লম্ফে গুহামধ্যে প্রবেশ করিল। যাদুকর যাহা যাহা বলিয়া দিয়াছিল, সেইরূপ সমস্তই দেখিতে পাইল, পাছে কোন বিপদে পড়িতে হয়, এই ভয়ে সে অতি সাবধানে যাদুকরের উপদেশ অনুসারে চলিতে লাগিল। সে প্রদীপটি দীপাধারের উপর দেখিতে পাইয়া, তাহা তুলিয়া লইল, তাহা নির্ব্বাপিত করিয়া তেল ও সলিতা ফেলিয়া দিয়া, তাহা বস্ত্রের মধ্যে বুকের কাছে লুকাইয়া রাখিল। তাহার পর গাছে যে সকল ফল ঝুলিতেছিল, তাহা কতকগুলি সংগ্রহ করিল। এই সকল ফল সাধারণ ফল নহে, ইহার কোনটা লাল, কোনটা পীত, কোনটা লোহিত, কোনটা বা উজ্জ্বল স্ফটিকের মত। এক একটি ফল এক একটি হীরা, চুণি, পান্না, মুক্তা প্রভৃতি; আলাদীন যত পারিল ফল ছিঁড়িয়া কাপড়ে বাঁধিল, তাহার পর সাবধানে গুহাদ্বারে আসিয়া দেখিল, তাহার কাকা সাহেব অতি অসহিষ্ণুভাবে তাহার প্রতীক্ষা করিতেছে। আলাদীন বলিল, "কাকাসাহেব, আমাকে টানিয়া তুলুন, আমি উঠিতে পারিব না।" যাদুকর প্রদীপটা গ্রহণের জন্য হস্ত প্রসারিত করিয়া বলিল, "আগে প্রদীপটা আমার হাতে দাও, পরে তুলিতেছি।"—আলাদীন ফল দ্বারা কোঁচড় পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিল, প্রদীপ বাহির করিবার সুবিধা ছিল না, তাই বলিল, "আগে তুলুন, পরে প্রদীপ দিব।" যাদুকর বলিল, "আগে প্রদীপ দাও, পরে তুলিতেছি, প্রদীপ না দিলে তুলিব না।"—আলাদীনেরও জেদ বাড়িয়া গেল, সে বলিল, "আমাকে না তুলিলে কখনই প্রদীপ দিব না।" "দিবিনে?—বটে! তবে মর হতভাগা!" বলিয়া যাদুকর ভয়ঙ্কর রাগ করিয়া গুহাদ্বারের অগ্নিতে কিছু চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া কি মন্ত্র উচ্চারণ করিল, দেখিতে দেখিতে গুহাদ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল। উপরে গুহার চিহ্নমাত্র রহিল না।

আশ্চর্য্য প্রদীপ আবিষ্কার

গুহামধ্যে জীবন্ত সমাধি

তাহার পর ক্রোধে ও হতাশায় ক্ষিপ্তবৎ হইয়া যাদুকর সেই উপত্যকা হইতে বহির্গত হইয়া সেই দিনই স্বদেশে প্রস্থান করিল। পাছে নগরে প্রবেশ করিলে কোন পরিচিত লোকের সহিত সাক্ষাৎ হয় এবং সেই ব্যক্তি আলাদীনের কথা জিজ্ঞাসা করে, এই ভয়ে গুপ্তপথ ধরিয়া নগর ত্যাগ করিল।

আলাদীন একবারও মনে করে নাই, তাহার কাকা তাহাকে এ ভাবে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে। সে গুহাদ্বার রুদ্ধ দেখিয়া, ভয়ে ও বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল; চীৎকার করিয়া বলিল, "কাকাসাহেব, প্রদীপ দিতেছি, লইয়া আমাকে তুলুন।" কিন্তু সে কথা গুহামধ্যেই প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। আলাদীন তখন মনে করিল, পুনর্ব্বার সে সেই ফলপূর্ণ বাগানে প্রত্যাগমন করিবে, কিন্তু দেখিল, তাহার চারিদিক্ রুদ্ধ, কোথাও পথ নাই, যাদুকরের মায়ামন্ত্রে পথ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, কেবল আলাদীনের চারিপাশে সামান্য গুহামাত্র ছিল। আলাদীন জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া ভয়ে কাঁদিতে লাগিল; বুঝিল, সেই সমাধিভূমি হইতে আর উদ্ধারের সম্ভাবনা নাই, সেখানে অনাহারেই অবিলম্বে তাহার মৃত্যু হইবে।

এই ভাবে সেই রুদ্ধ গুহায় আলাদীন দুই দিন অতিবাহিত করিল, অনাহারে অনিদ্রায় তাহার দিন অতিবাহিত হইল, প্রতি মুহূর্ত্তে সে মৃত্যুর করালচ্ছায়া সম্মুখে দেখিতে পাইল। অন্ধকার গুহা, নিস্তব্ধ, বিজন, তাহারই মধ্যে পড়িয়া সে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল, দেহ ক্রমে অধিক অবসন্ন হইয়া পড়িল। অবশেষে সে হতাশভাবে দুই হাত ঊর্দ্ধে তুলিয়া বলিতে লাগিল, "হে আল্লা, তুমি আমাকে এ বিপদ হইতে রক্ষা কর। তুমি ভিন্ন আমার আর উদ্ধারের উপায় নাই।" উপরেই গুহার ছাদ, সহসা আলাদীনের অঙ্গুলীতে ছাদস্পর্শ হওয়ায়, গুহার ছাদে অঙ্গুরীটা ঘর্ষিত হইল, যাদুকরদত্ত যে অঙ্গুরী সে অঙ্গুলীতে পরিয়াছিল, ইহা সেই অঙ্গুরী, প্রস্তরে অঙ্গুরী ঘর্ষিত হইবামাত্র একটি প্রকাণ্ডকায় দৈত্য তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল, দৈত্যের মস্তক ছাদ স্পর্শ করিল, দৈত্যটির আকার যেমন ভয়ঙ্কর, দেহ সেইরূপ প্রকাণ্ড, সে আলাদীনকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি চাও? তুমি যাহা করিতে বলিবে, আমি তাহাই করিব, আমি অঙ্গুরীর দাস, সুতরাং এই অঙ্গুরী যাহার অঙ্গুলীতে থাকে, আমি তাহার দাস।"

অঙ্গুরী-দাস দৈত্যের আবির্ভাব

অন্য সময় হইলে হয় ত' আলাদীন এই ভীষণ মূর্ত্তি দেখিলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িত, কিন্তু মৃত্যুর সোপান-প্রান্তে দাঁড়াইয়া দৈত্যকে দেখিয়া তাহার কিছুমাত্র ভয় হইল না, সে এই প্রস্তরময় সমাধিভূমি হইতে উদ্ধারলাভের আশায় দৈত্যকে বলিল, "আমাকে শীঘ্র এখান হইতে উদ্ধার করিয়া আমার প্রাণরক্ষা কর।" আলাদীন এই কথা বলিবামাত্র পর্ব্বত দুই ভাগে বিদীর্ণ হইয়া গেল, আলাদীন চক্ষুর নিমেষে দেখিল, যেখানে যাদুকর অগ্নি জ্বালিয়াছিল, সে সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

অপ্রত্যাশিত উদ্ধার

তিন দিন তিন রাত্রি অন্ধকারময় পর্ব্বতগুহায় বাস করিয়া, আলাদীনের চক্ষুতে আলোক সহিল না, প্রখর সূর্য্যালোকে প্রথমে সে চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখিল, তাহার পর ক্রমে পরিষ্কার দেখিতে পাইলে সে অনেক পথ ঘুরিয়া অবশেষে বাড়ী ফিরিয়া আসিল। তাহার মাতা এ কয়দিন তাহার অদর্শনে দিবারাত্রি রোদন করিতেছিল, সে ভাবিয়াছিল, তাহার পুত্র হয় ত' কোন বিপদে পড়িয়াছে কিম্বা প্রাণত্যাগ করিয়াছে। তিন দিন অনাহার ও পথশ্রমে আলাদীন এমন অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল যে, দ্বারের কাছে আসিয়া 'মা' বলিয়া ডাকিয়াই সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। আলাদীনের জননী দ্রুতবেগে দ্বারের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার চোখে মুখে জল দিয়া অনেক কষ্টে তাহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিল। আলাদীন বলিল, "মা, তিন দিন কিছু খাইতে পাই নাই, বড় ক্ষুধা, কিছু খাইতে দাও।" আলাদীনের মাতা গৃহে যাহা কিছু খাদ্যসামগ্রী ছিল, পুত্রের জন্য লইয়া আসিল।

আলাদীন আহার শেষ করিয়া একে একে তাহার বিপদের কথা মাতার গোচর করিল, আলাদীন যে ফল লইয়া আসিয়াছিল, তাহাও মাতাকে প্রদান করিল। আলাদীনের মাতা সামান্ত দরজীর স্ত্রী, সে মনে করিল, নানাবর্ণের এই সকল ফল কেবল কাচের ভাঁটা, সে জানিত না, ইহা বহুমূল্য হীরকাদিরত্ন, রাজার ভাণ্ডারেও এমন রত্ন দুর্লভ। আলাদীনও হীরকরত্ন কি, তাহা জানিত না, সুতরাং সেগুলি সে অবজ্ঞাভরে একটা কুলুঙ্গীর উপর ফেলিয়া রাখিল।

পুত্রের মুখে যাদুকরের প্রকৃত পরিচয় পাইয়া, আলাদীনের মাতা তাহার বিরুদ্ধে নানা প্রকার গালাগালি বর্ষণ করিতে লাগিল, তাহার পর আল্লা যে তাহার পুত্রের প্রাণরক্ষা করিয়াছেন, সে জন্য সে তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিল। আলাদীনকে পরিশ্রান্ত দেখিয়া সে তাহাকে শয়ন করিতে বলিল।

আলাদীন শয়নমাত্রে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইল। পরদিন অনেক বেলায় তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইলে সে অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ করিল; মাতাকে বলিল, "মা, কি খাবার আছে, দাও।" মা বলিল, "ঘরে ত' বাবা কিছুই খাবার নাই, যাহা কিছু ছিল, কাল তোমাকে দিয়াছি। আমার তুলা পিঁজিতে বাকী আছে, সেটুকু পেঁজা হইলে আমি তাহা বিক্রয় করিয়া তোমার জন্য কিছু খাবার আনিব।" আলাদীন বলিল, "মা, তুলা থাক, তা তুমি অন্য সময় বিক্রয় করিও, এখন তুমি আমাকে সেই প্রদীপটা দাও, তাহাই বিক্রয় করিয়া আমি কিছু খাবার যোগাড় দেখি। প্রদীপটা বিক্রয় করিলে বোধ হয়, আমাদের দু-বেলার মত আহারীয় দ্রব্যের সংস্থান হইতে পারে।"



দৈত্য সম্মুখে

আলাদীনের মাতা তাহার আনীত প্রদীপটা লইয়া আসিল; বলিল, "বাবা, প্রদীপটা বড় ময়লা দেখিতেছি, একটু পরিষ্কার করিয়া দিই, তাহা হইলে কিছু বেশী দামে বিক্রয় হইতে পারে।" আলাদীনের মাতা একটু জল ও বালি দিয়া প্রদীপটা ঘষিতে বসিল, নিকটে আলাদীন দাঁড়াইয়া রহিল। আলাদীনের মাতা একটু জোরে প্রদীপ ঘষিতেই একটা বিকটাকার দৈত্য সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া মেঘ-গর্জ্জনের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া বলিল, "আমি প্রদীপের ভৃত্য, এই প্রদীপ যাহার হাতে থাকিবে, আমি তাহারই আজ্ঞা পালন করিব, তোমার কি আজ্ঞা, বল?" আলাদীনের মা দৈত্যের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই তাহার বিকট মূর্ত্তি ও ভীষণ কণ্ঠস্বর শুনিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু আলাদীন হতবুদ্ধি হইল না, সে তৎক্ষণাৎ প্রদীপটি ধরিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, "আমি বড় ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি, খাদ্যদ্রব্য আন।" দেখিতে দেখিতে বারটি রৌপ্যপাত্রে নানাবিধ আহার্য্যদ্রব্য ও দুই বোতল মদ

প্রদীপ-ভৃত্য দৈত্যের শুভাগমন

একটি প্রকাণ্ড রৌপ্যনির্ম্মিত গামলার মধ্যে স্থাপন করিয়া দৈত্য তাহা আলাদীনের সম্মুখে উপস্থিত করিল তাহার পর চক্ষুর নিমেষে সে অদৃশ্য হইয়া গেল।

আলাদীন তাহার মাতার চৈতন্যসম্পাদন করিল। সে বলিল, "মা, তোমার কোন ভয় নাই, উঠ, খাবার প্রস্তুত, এস, আমরা উদর পূর্ণ করিয়া আহার করি। বিলম্ব করিলে এমন উৎকৃষ্ট খাবার ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে।"

দৈত্য না মূর্ত্তিমান সৌভাগ্য !

আলাদীনের জননীর বিস্ময়ের সীমা রহিল না, এমন উৎকৃষ্ট ভোজনপাত্র, এমন খাদ্যদ্রব্য জীবনে কখন তাহার ভাগ্যে জোটে নাই। উভয়ে উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিল, যাহা অবশিষ্ট থাকিল, তাহা পরদিনের জন্য রাখিয়া দিল।

আলাদীনের মাতা জিজ্ঞাসা করিল, "এমন উৎকৃষ্ট খাদ্যসামগ্রী কোথায় পাইলে, জানিবার জন্য আমার মন ব্যাকুল হইয়াছে। এমন বাসনই বা কে দিল? তোমার ক্ষুধা অধিক হইয়াছে বলিয়া এতক্ষণ আমি তোমাকে কোন প্রশ্ন করি নাই, এখন তোমার ক্ষুধা নিবৃত্ত হইয়াছে, এখন বল। সুলতান যে আমাদের দুঃখে কাতর হইয়া এ সকল সামগ্রী দয়া করিয়া উপহার পাঠাইয়াছেন, তাহা ত' বোধ হয় না, কিন্তু সুলতান ভিন্ন অন্য কাহারও গৃহে যে এরূপ মূল্যবান্ পাত্র অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে আছে, তাহাও অনুমান হয় না।"

আলাদীন বলিল, "দৈত্য এ সকল জিনিষ দিয়া গিয়াছে, আমাকে পর্ব্বতগহ্বর হইতে যে দৈত্য উদ্ধার করিয়াছিল, এ সে দৈত্য নহে, এ দৈত্য প্রদীপের ভৃত্য।" আলাদীনের মাতার মূর্চ্ছার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, আলাদীন তাহার মাতাকে সমস্ত বলিল, অবশেষে কহিল, "যাহার হাতে প্রদীপ থাকিবে, সে তাহারই আজ্ঞা পালন করিবে।"

আলাদীনের মাতা ভীত ও বিস্মিত হইয়া বলিল, "তাতেই দৈত্যটা আমাকে সম্বোধন করিয়া কথা বলিতেছিল; না বাবা, ও প্রদীপে আর আমার কাজ নাই, আমি না খাইয়া মরি, সেও ভাল, দৈত্যের সাহায্যে আহার চাহি না, তোমার প্রদীপ তুমি তফাতে রাখ, আমার সম্মুখে আনিও না, তুমি আমার উপদেশ শুনিতে চাও ত' ঐ সর্ব্বনেশে প্রদীপ ও অঙ্গুরীটা পরিত্যাগ কর। দৈত্যের সঙ্গে কোন রকম ... রাখা উচিত নহে, স্বয়ং প্যাগম্বর তাহা নিষেধ করিয়া গিয়াছেন।"

আলাদীন বলিল, "মা, এমন মজার প্রদীপ কি ফেলিয়া দিতে আছে? না, বিক্রয় করিয়া কিছু লাভ আছে? এই প্রদীপের লোভে যাদুকর বেটা কোন্ রাজ্য হইতে আসিয়া আমার কাকা সাজিয়াছিল, দেখ দেখি; আর তুমি আমাকে হঠাৎ ইহা ত্যাগ করিতে বল? যখন ইহা দৈবক্রমে পাইয়াছি, তখন ইহার সুবিধা-ভোগ হইতে কখন নিবৃত্ত হইব না। চিরদিন ত' দুঃখেই কাটিল, দেখি, যদি ইহার কল্যাণে একটু সুখের মুখ দেখিতে পাই। আর অঙ্গুরীটাও ছাড়া উচিত নহে, একবার উহারই বলে বাঁচিয়াছি, আবার কখন্ কি বিপদ ঘটে, কে বলিতে পারে?"

দৈত্য-দানার কারবার ত্যাগ কর

আলাদীনের কথা শুনিয়া তাহার মাতা কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া বলিল, "যাহা ভাল বোধ হয় কর, আমি কিন্তু তোমার দৈত্যদানার সঙ্গে কোন কারবার করিব না, আমি উহাদের কথা পর্য্যন্ত শুনিতে চাই না।"

দুই দিন পরে খাদ্যদ্রব্য আর কিছুই অবশিষ্ট রহিল না। আলাদীন তখন নিরুপায় হইয়া এক জন ইহুদী সদাগরের নিকট একখানি থালা বিক্রয় করিতে চলিল, আলাদীন কিম্বা তাহার মাতা এই রৌপ্যাবাসনের মূল্য কত হইতে পারে, তাহা জানিত না। সদাগর আলাদীনকে প্রবঞ্চিত করিয়া একটি মোহর বাহির করিয়া বলিল, "আমি ইহার মূল্য এক মোহর দিতে পারি।" আলাদীন পরম সন্তুষ্ট-মনে তাহাই লইয়া গৃহে আসিল, রৌপ্যপাত্রের প্রকৃত মূল্য বাহাত্তর মোহর, সে সদাগরের নিকট তাহাই এক মোহর মূল্যে বিক্রয় করিল।

মোহর ভাঙ্গাইয়া কয়েক দিন চলিল, তাহার পর আবার অর্থকষ্ট উপস্থিত হইল। আর একটি বাসনও সেই সদাগরের নিকট সে পূর্ব্বমূল্যে বিক্রয় করিল, এইরূপে ক্রমে সে বারোখানি থালই বিক্রয় করিয়া ফেলিল। অবশেষে গামলাটা বিক্রয়ের পালা আসিল, তাহা এত ভারী যে, আলাদীন তাহা সদাগরের দোকানে বহিয়া লইয়া যাইতে পারিল না। অগত্যা আলাদীন সদাগরকে তাহার মাতার নিকট ডাকিয়া আনিল, ইহুদী সদাগর দশ মোহর দিয়া সেই রৌপ্যনির্ম্মিত গামলাটি ক্রয় করিল। কয়েক দিন এইরূপ নিশ্চিন্তভাবে অতিবাহিত হইল, আলাদীন খায় আর সমস্ত দিন ঘুরিয়া বেড়ায়, কিন্তু এই সময়ে তাহার স্বভাবের একটু পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, সে আর নিষ্কর্ম্মা দুষ্ট বালকগণের দলে বেড়াইত না, অনেক বড় বড় সদাগরের সঙ্গে সে আলাপ করিয়া ফেলিয়াছিল, তাহাদের সহিত ও অনেক শিক্ষিত লোকের সহিত মিশিয়া তাহার কিঞ্চিৎ সাংসারিক অভিজ্ঞতাও জন্মিয়াছিল।

ইহুদীর প্রবঞ্চনা

শেষ দশ মোহর আহারব্যয়ে নিঃশেষিত হইলে, আলাদীন পুনর্ব্বার তাহার প্রদীপের শরণ লইল, কিন্তু আলাদীন বেশী জোরে প্রদীপ ঘষিল না, একটু বালি তুলিয়া লইয়া তদ্দ্বারা ধীরে ধীরে প্রদীপ ঘর্ষণ করিতেই পূর্ব্ববর্ণিত দৈত্য তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল; এবার অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে সে বলিল, "তুমি কি চাও? আমি প্রদীপের ভৃত্য, প্রদীপ যাহার নিকটে থাকে, আমি তাহার আজ্ঞা পালন করি।" আলাদীন বলিল, "আমি ক্ষুধিত, কিছু খাদ্যদ্রব্য লইয়া এস।" দৈত্য তৎক্ষণাৎ পূর্ব্ববৎ রৌপ্যপাত্রে খাদ্যদ্রব্যাদি আলাদীনের গৃহে রাখিয়া প্রস্থান করিল।

আলাদীনের মাতা পূর্ব্বেই দৈত্যের ভয়ে গৃহ ত্যাগ করিয়া কার্য্যচ্ছলে স্থানান্তরে গমন করিয়াছিল, সে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য দেখিয়া অত্যন্ত পুলকিত হইল। আলাদীন মাতাকে সঙ্গে লইয়া আহার করিতে বসিল। যে খাদ্যদ্রব্য আনীত হইয়াছিল, তাহাতে তাহাদের দুই দিন চলিল।

দুই দিন পরে খাদ্যদ্রব্য নিঃশেষিত হইল, আলাদীন একখানি রৌপ্যনির্ম্মিত থালা কাপড়ের ভিতর লুকাইয়া পূর্ব্ববৎ পূর্ব্বোক্ত ইহুদী সদাগরের নিকট বিক্রয় করিতে চলিল। সে এক জন সম্ভ্রান্ত ও সাধু-প্রকৃতির স্বর্ণকারের দোকানের নিকট দিয়া যাইতেছিল, আলাদীনকে দেখিয়া স্বর্ণকার তাহাকে নিজের দোকানে ডাকিল, বলিল, "বৎস আলাদীন, আমি অনেক সময়েই দেখিয়াছি, তুমি কাপড়ে ঢাকিয়া ঐ ইহুদীর দোকানে কি লইয়া যাও, খানিক পরে শূন্যহস্তে ফিরিয়া যাও, তাহাও লক্ষ্য করিয়াছি; আমার অনুমান হয়, তুমি তাহার দোকানে কোন মূল্যবান্ সামগ্রী বিক্রয় করিয়া থাক, কিন্তু তুমি এই ইহুদী সদাগরকে জান না, লোকটি অত্যন্ত প্রবঞ্চক, এমন কি, সে তাহার ভ্রাতার সঙ্গে পর্য্যন্ত প্রবঞ্চনা করে; সুতরাং তোমাকে ঠকাইবে, ইহার আর আশ্চর্য্য কি? তুমি কি লইয়া যাইতেছ, তাহা যদি আমাকে দেখাইতে কি আমার কাছে বিক্রয় করিতে আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে আমি ন্যায্য মূল্য দিয়া তাহা তোমার নিকট হইতে গ্রহণ করিতে পারি। তুমি বরং জিনিষ যাচাই করিয়া দেখিতে পার, যদি আমার কাছে কম মূল্য পাইয়াছ, এরূপ কেহ বলে, তাহা হইলে আমি তোমাকে দ্বিগুণ মূল্য প্রদান করিব।"

বাহাত্তর মোহরের রৌপ্য-পাত্র

স্বর্ণকারের কথায় আহ্লাদিত হইয়া আলাদীন রৌপ্যপাত্র বাহির করিয়া তাহাকে দেখাইল। বৃদ্ধ স্বর্ণকার দেখিয়াই চিনিল, সেই পাত্র বিশুদ্ধ রৌপ্যে নির্ম্মিত। সে আলাদীনকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি পূর্ব্বে এ রকম জিনিষ ইহুদী সদাগরের কাছে অবশ্যই বিক্রয় করিয়াছ, কি মূল্য পাইয়াছ?" আলাদীন অকপটচিত্তে বলিল, "এক মোহর।" স্বর্ণকার সবিস্ময়ে বলিল, "উঃ! কি প্রবঞ্চক!—যাহা হউক, যাহা হইয়াছে, তাহা আর ফিরাইবার উপায় নাই, তোমার এই পাত্র বিশুদ্ধ রৌপ্যে নির্ম্মিত, ইহুদী সদাগর

তোমাকে কত টাকা ঠকাইয়াছে, তাহা বলিতেছি।'' স্বর্ণকার রৌপ্যথালাখানি ওজন করিয়া দেখিয়া কহিল, "ইহার মূল্য বাহাত্তর মোহর হয়, সুতরাং এরূপ প্রত্যেক থালের জন্য তুমি একাত্তর মোহর হিসাবে ঠকিয়াছ। এখন যদি তুমি জিনিষ অন্যত্র যাচাই করিতে ইচ্ছা কর, তবে আমি তাহাতেও সম্মত আছি।" আলাদীন মহানন্দে বলিল, "না মহাশয়, আপনি অতি সৎলোক, আপনার উপর আমার কোন সন্দেহ নাই।" আলাদীন বাহাত্তর মোহর লইয়া গৃহে ফিরিল।

আলাদীন এই স্বর্ণকারের দোকানেই তাহার রৌপ্যবাসনগুলি আবশ্যকানুসারে বিক্রয় করিতে লাগিল, সকলগুলি বিক্রয় হইলে সে আবার প্রদীপ ঘষিয়া দৈত্যকে আহ্বান করিয়া খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করিত, এইরূপে তাহার আর কোনই অভাব থাকিল না। সে নিশ্চিন্তমনে আহারাদি করে ও দেশের বড় বড় সদাগর ও জহুরীগণের সহিত আলাপ করিয়া বেড়ায়। অল্পদিনের মধ্যেই সে জহরতের স্বরূপ ও মূল্যসম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিল। সে বুঝিল, সে পর্ব্বতগহ্বরস্থ বৃক্ষ হইতে যে সকল ফল সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে, তাহা কাচের ভাঁটা মাত্র নহে, তাহা বহুমূল্য হীরকরত্ন। আলাদীন তাহার সংগৃহীত ফলের কথা কাহাকেও বলিল না, এবং তাহাদের মূল্যসম্বন্ধেও কোন কথা তাহার মাতাকে জানাইল না, কেবল সেগুলি সাবধানে উপযুক্ত স্থানে রাখিয়া দিল।

স্নানাগারে রাজকন্যা সন্দর্শন

এক দিন নগরের রাজপথ দিয়া চলিতে চলিতে রাজকীয় ঘোষণা শুনিল, রাজকন্যা স্নানাগারে স্নান করিতে যাইবেন বলিয়া রাজকর্ম্মচারিগণ বাজারের দোকানশ্রেণী নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য বন্ধ রাখিতে আদেশ করিয়াছেন। সে সময়ে কেহই রাজপথে বাহির হইবে না, সে আদেশও শুনিতে পাইল। রাজকন্যা বদরুল বদর কিরূপ সুন্দরী, তাহা দেখিবার জন্য আলাদীনের যৎপরোনাস্তি আগ্রহ হইল। আলাদীন একটি বন্ধুর গৃহে উপস্থিত হইয়া গবাক্ষপথে রাজকন্যাকে দেখিবার জন্য পথের দিকে চাহিয়া রহিল, অল্পক্ষণের মধ্যেই রাজকন্যা সেই পথ দিয়া স্নানাগারে চলিলেন, কিন্তু তাঁহার অবগুণ্ঠন বিলম্বিত থাকায় সে রাজকন্যার মুখ দেখিতে পাইল না; সুতরাং সে এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া স্নানাগারের দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইল এবং অন্যের অলক্ষ্যে থাকিয়া অবগুণ্ঠনবিহীনা রাজকন্যার অনুপম বদনশোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

রাজকন্যার রূপ দেখিয়া আলাদীন একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল, সে স্থান-কাল বিস্মৃত হইয়া, তাঁহার রূপ-সুধা পান করিতে লাগিল, এ পর্য্যন্ত আলাদীন তাহার জননী ভিন্ন কোন নারীর মুখ দেখিতে পায় নাই, অবগুণ্ঠন-উন্মোচিতা যুবতীর মুখ যে কত সুন্দর, সে ধারণা তাহার ছিল না। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত রাজকন্যাকে দেখিয়া সে মুগ্ধ-হৃদয়ে গৃহে ফিরিয়া আসিল, কিন্তু তাহার মনটি সে রাজকন্যার নিকট রাখিয়া আসিল।

প্রণয়ের নেশা

গৃহে ফিরিয়া আলাদীন অত্যন্ত বিমর্ষভাবে বসিয়া রহিল, কোন বিষয়েই আর তাহার উৎসাহ রহিল না। প্রণয়ের তীব্র হলাহল পান করিলে যুবকদিগের যে অবস্থা ঘটে, তাহারও সেই অবস্থা ঘটিল। কিন্তু সে তাহার মাতার নিকট কোন কথা প্রকাশ করিল না, তাহার মা পুত্রের বিমর্ষভাব দেখিয়া বড়ই বিচলিত হইল; আলাদীনকে দুশ্চিন্তার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। আলাদীন নিরুত্তরভাবে বসিয়া রহিল, আহারে তাহার রুচি রহিল না, কাহারও সহিত সে প্রাণ খুলিয়া আলাপ করিতে পারিল না। রাত্রে তাহার নিদ্রা হইল না, সমস্ত রাত্রি শয্যায় পড়িয়া সে ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। সে ভাবিল, তাহার অশান্তি ও উদ্বেগ চিরজীবনের জন্য তাহার সঙ্গী হইয়া রহিল।

পরদিন প্রভাতে আলাদীন আহারে বসিয়া তাহার মাতাকে বলিল, "মা, আমাকে চিন্তিত দেখিয়া তোমার মনে উদ্বেগ হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। আমি অসুস্থ হইয়াছি, এরূপ মনে করিও না, আমার শরীর বেশ সুস্থ আছে; কিন্তু আমার মন বড় অসুস্থ, শারীরিক যাতনা অপেক্ষা মনে আমি অধিক যাতনা পাইতেছি, আমার এ যন্ত্রণা যে কি, তাহা তোমাকে বুঝাইবার আমার সাধ্য নাই; কিন্তু আমার সকল কথা শুনিলে তুমি আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিবে।" আলাদীন রাজকুমারী বদরুল বদরকে কিরূপে দেখিয়াছে, এবং তাঁহার রূপরাশি তাহার মনের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, সবিস্তারে তাহা বর্ণনা করিয়া বলিল, "মা, আমি সুলতানের নিকট তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব পাঠাইতে চাই, এ বিষয়ে তোমার মত কি?"

রাজনন্দিনী-বিবাহ-বাসনা

আলাদীনের মাতা পুত্রের কথা বিশেষ মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিতেছিল, আলাদীন যখন সুলতান-পুত্রীর পাণিগ্রহণের জন্য ঔৎসুক্য জ্ঞাপন করিল; তখন সে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল; বলিল, "বাবা আলাদীন, তুমি এ কি কথা বলিতেছ? তোমার মাথা কি একেবারেই খারাপ হইয়া গিয়াছে?"—আলাদীন বলিল, "না মা, তুমি কিছু ভয় করিও না, আমার মাথা খারাপ হয় নাই, আমার বুদ্ধি স্থির আছে। আমি পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলাম, তুমি আমার প্রস্তাবে কখন সম্মত হইবে না, কিন্তু মা, তুমি যাহাই বল, আমি কখন আমার সংকল্প ত্যাগ করিব না, আমি সুলতান-পুত্রীকে বিবাহ করিবই, ইহার কখন অন্যথা হইবে না।"

আলাদীনের জননী গম্ভীরভাবে বলিল, "বাছা, তুমি কে এবং কাহার সন্তান, এ কথা একেবারেই ভুলিয়া যাইতেছ, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। যদি তুমি এরূপ প্রস্তাব করিতে সাহসীই হও, তথাপি কে সাহস করিয়া ইহা সুলতানের নিকট উত্থাপন করিবে, তাহাও আমি বুঝিতে পারিতেছি না।" আলাদীন ধীরভাবে বলিল, "কেন, তুমি?"—"আমি?" আলাদীনের মাতা সবিস্ময়ে বলিল, "আমি সুলতানের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিব, 'সুলতান, আমার পুত্রের সহিত আপনার কন্যার বিবাহ দিন?'—আমি ইহা কখন পারিব না, তুমি পাগল হইয়া থাকিলেও আমি পাগল হই নাই। তুমি এমন অসঙ্গত কথা আর মুখে আনিও না। তুমি এই নগরের অতি দরিদ্র সামান্য এক জন দরজীর পুত্র, তুমি সুলতান-দুহিতার পাণিগ্রহণে উৎসুক, এ কথা শুনিলে লোকে কি বলিবে? তুমি কি জান না যে, আমাদের দেশের সুলতান রাজ্যের উত্তরাধিকারী ভিন্ন অন্য রাজপুত্রকেও কন্যা সম্প্রদান করেন না?"

আলাদীন বলিল, "মা, তুমি যে এ সকল কথা বলিবে, তাহা আমি অনেক আগেই জানি, কিন্তু তোমার উপদেশে আমার মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইবার সম্ভাবনা নাই। আমি বলিতেছি, আমি সুলতানজাদী বদরুল বদরকে বিবাহ করিতে চাই, আর এ প্রস্তাব তোমাকেই লইয়া যাইতে হইবে। আমার একান্ত অনুরোধ, যদি আমাকে তোমার জীবিত দেখিবার ইচ্ছা থাকে, তবে তুমি ইহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিও না।"

চাঁদ ধরিবার সাধ!

আলাদীনের মাতা পুত্রের সংকল্পের দৃঢ়তা দেখিয়া অত্যন্ত ভীত ও দুঃখিত হইল। সে পুত্রকে এই অসম্ভব সংকল্প হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু তাহার সকল চেষ্টাই বৃথা হইল। সে ভয়প্রদর্শন করিয়াও পুত্রকে তাহার সংকল্প হইতে বিচলিত করিতে পারিল না। সে সুলতানের সম্মুখে গিয়া একটা কথাও বলিতে পারিবে না, ভয়ে সে অবসন্ন হইয়া পড়িবে, তাহাও জানাইল। অবশেষে যখন দেখিল, আলাদীন কিছুতেই তাহাকে ছাড়িবে না, তখন সে বলিল, "সুলতানের নিকট

কখন শূন্য-হস্তে যাইতে নাই, তোমার গৃহে এমন কি ধনরত্ন আছে, যাহা তুমি সুলতানকে উপহার পাঠাইবে? সুলতানের কাছে তাঁহার যোগ্য উপহার না পাঠাইলে তাঁহার অপমান করা হইবে, এ কথা বোধ করি, তুমি অবগত আছ।"

হীরক-রত্নের মহামূল্য ফল উপঢৌকন

আলাদীন বলিল, "মা, তুমি চিন্তিত হইও না, আমি যে দিন আশ্চর্য্য প্রদীপ লইয়া গৃহে ফিরিয়া আসি, সে দিন কতকগুলি ফল আনিয়াছিলাম, সেগুলি রঙ্গ-বেরঙ্গের কাচের ভাঁটা মনে করিয়া তুমি ফেলিয়া রাখিয়াছিলে, তাহাই সুলতানের যোগ্য উপহার, তুমি তাহার মূল্য সম্বন্ধে কিছুই অবগত নহ, কিন্তু আমি এই সহরের বড় বড় জহুরীর সহিত আলাপ করিয়া হীরক-রত্নাদির মূল্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি। আমি যাহা আনিয়াছি, তাহা বড় সামান্য দ্রব্য নহে, সেরূপ দ্রব্য সুলতানের ভাণ্ডারে একটিও আছে কি না সন্দেহ। সুলতান সেই সকল ফল দেখিয়া নিশ্চয়ই মুগ্ধ হইবেন এবং তাহার প্রতি কখনও উপেক্ষা প্রকাশ করিতে পারিবেন না, তুমি একখানি রূপার থালায় সেই সকল ফল সাজাইয়া আমার সম্মুখে লইয়া আইস।"

আলাদীনের জননী রূপার থালায় হীরক-রত্নগুলি সজ্জিত করিয়া আলাদীনের সম্মুখে লইয়া আসিল। প্রকাশ্য দিবালোকে সেই সকল বিভিন্নবর্ণের হীরক-জহরত হইতে এমন অপূর্ব্ব আভা প্রকাশিত হইতে লাগিল যে, তাহাতে তাহাদের নয়ন ঝলসিয়া গেল। আলাদীন যখন এগুলি গুহাগর্ভস্থ বৃক্ষ হইতে পাড়িয়া আনিয়াছিল, তখন সে বালকমাত্র, এগুলি ক্রীড়ার সামগ্রী বলিয়াই তখন তাহার বোধ হইয়াছিল, কিন্তু এখন বুঝিল, পৃথিবীতে এমন রত্ন অত্যন্ত দুর্লভ।

আলাদীন সেই সকল হীরক-রত্নের বহুবিধ গুণ কীর্ত্তন করিয়া অবশেষে সে তাহার মাতাকে বলিল, "মা, এখন আর তুমি কোন আপত্তি করিতে পার না। এই উপহার লইয়া তুমি এখনই রাজপ্রাসাদে সুলতানের নিকট যাও, তিনি তোমাকে অনাদর করিবেন না।"

আলাদীনের মাতা বলিল, "আমি তোমার আগ্রহ দেখিয়া যাইতে রাজী হইলাম বটে, কিন্তু তাঁহাকে হয় ত' কোন কথাই বলিতে পারিব না। মধ্য হইতে তোমার জিনিষগুলি যাইবে, আর তোমার নিরাশামাত্র সার হইবে। যদি সুলতান আমার নিকট হইতে উপহার পাইয়া সন্তুষ্টচিত্তে আমার আগমনের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করেন এবং আমি তোমার অভিপ্রায় তাঁহার নিকট প্রকাশ করি, তাহা হইলে তিনি অবশ্যই আমাকে তোমার আর্থিক অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন আমি তাঁহাকে কি উত্তর দিব?"

প্রদীপের আশ্চর্য্য শক্তিতে অসম্ভব সম্ভব

আলাদীন বলিল, "মা, সে জন্য তুমি চিন্তিত হইও না। তিনি এরূপ প্রশ্ন করিলে কি উত্তর দেওয়া আবশ্যক, তাহা আমি বিবেচনা করিয়া সময়ান্তরে তোমাকে বলিব। আমার প্রদীপের উপর আমার অগাধ বিশ্বাস আছে, আবশ্যককালে আমি দৈত্যের সাহায্যে বঞ্চিত হইব না।"

আলাদীনের মাতা পুত্রের কথার উত্তর করিল না। আলাদীন বুঝিল, তাহার মাতা তাহার কথা বিশ্বাস করিয়াছে, সুতরাং সে হৃষ্টচিত্তে বলিল, "মা, তুমি কিন্তু আমার প্রদীপসম্বন্ধে কোন কথা সুলতানের নিকট প্রকাশ করিও না।"

সমস্ত রাত্রি উৎকণ্ঠায় বৃদ্ধার নিদ্রা হইল না, পরদিন প্রভাতে আলাদীনের মাতা শয্যাত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া রাজদরবারে সুলতানের সহিত সাক্ষাতে যাত্রা করিল।

দরবারস্থলে উপস্থিত হইয়া আলাদীনের জননী সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, কিন্তু রাজকার্য্যে সুলতানকে ব্যস্ত দেখিয়া সে তাঁহার নিকটস্থ হইবার চেষ্টা করিল না। সুলতানের কার্য্য শেষ হইলে

দরবারভঙ্গ হইল, কর্ম্মচারিগণ দরবার পরিত্যাগ করিলেন, এবং সুলতানও দরবার-গৃহ হইতে খাস কামরায় প্রবেশ করিলেন। আলাদীনের জননী হীরকরত্নগুলি যে ভাবে বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছিল, তাহা লইয়া সেই ভাবেই গৃহে ফিরিয়া আসিল।

মাতাকে হীরকপূর্ণ থালা লইয়া ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া আলাদীনের মনে অত্যন্ত ভয় ও দুশ্চিন্তার সঞ্চার হইল। আলাদীন মাতাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহার জননী বলিল, "বৎস, সুলতান আমাকে দেখিয়াছেন, কিন্তু তিনি রাজকার্য্যে এতই ব্যস্ত ছিলেন যে, আমি তাঁহাকে উপহার প্রদানের সুযোগ পাই নাই, তাহার পর হঠাৎ দরবার ভঙ্গ হওয়ায় তিনি উঠিয়া খাস কামরায় প্রস্থান করিলেন, সুতরাং আজ আর কোন কথা হইল না। আমি আবার কল্য যাইব। হয় ত' কাল তাঁহার অবসর হইতে পারে!" মাতার কথা শুনিয়া আলাদীনের দুশ্চিন্তা কথঞ্চিৎ দূর হইল।

সুলতান-দরবারে

পরদিন প্রভাতে বৃদ্ধা পুনর্ব্বার দরবারে যাত্রা করিল, কিন্তু দরবার-গৃহের দ্বারদেশ হইতেই তাহাকে ফিরিয়া আসিতে হইল, পরদিন দ্বার বন্ধ ছিল, প্রহরিগণের নিকট বৃদ্ধা ইহার কারণ অনুসন্ধানে জানিল, উপর্য্যুপরি দুই দিন দরবার বসে না। এইরূপে বৃদ্ধা ক্রমাগত ছয়বার দরবারে উপস্থিত হইল; সুলতান প্রত্যহই তাহাকে দেখিতে পাইতেন, কিন্তু বৃদ্ধা কোন দিন সুলতানের নিকট উপহার প্রদানের সুযোগ পাইল না। প্রত্যহই সে বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিতে লাগিল। আলাদীনের ধৈর্য্য বিলুপ্ত হইল।

এক দিন দরবারভঙ্গে সুলতান খাস কামরায় উপস্থিত হইয়া, তাঁহার প্রধান উজীরকে বলিলেন, "দেখ উজীর, কয়দিন হইতে দেখিতেছি, একটা স্ত্রীলোক আমার দরবারে আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকে; কেন আসে, তাহার কি উদ্দেশ্য, কিছুই প্রকাশ করে না; কিন্তু তাহার হাতে কাপড়ে জড়ান কোন দ্রব্য আছে, তাহা আমি লক্ষ্য করিয়াছি; আমার বোধ হয়, সে তাহার প্রতি আমার মনোযোগ আকর্ষণের জন্যই প্রকাশ্য-স্থলে আসিয়া দাঁড়ায়। সে কি চায়, জান কি?"

উজীর বলিলেন, "জাঁহাপনা, এ মাগী ভারি হারামজাদি, কেবল পরের নামে নালিশ করে, আমার বোধ হয়, কাহারও কাছে সে মাংস কিনিয়াছিল, মন্দ মাংস হওয়াতে মাংসবিক্রেতার নামে নালিশ করিতে আসিয়াছে, পাত্রসমেত মাংস রুমালে বাঁধিয়া আনিয়াছে। ঠিক ইহা না হইলেও, এই রকম কিছু হইবে।" উজীর নিজের অজ্ঞতা গোপনের অভিপ্রায়েই এইরূপ মত প্রকাশ করিলেন!

সুলতান উজীরের অনুমানে সন্তুষ্ট না হইয়া বলিলেন, "স্ত্রীলোকটি যদি পুনর্ব্বার দরবারের দিন আসে, তাহা হইলে আমার নিকট তাহাকে উপস্থিত করিবে। আমি তাহার নালিশ শুনিতে ইচ্ছা করি।"

পরে যে দিন দরবার বসিল, সে দিন পুনর্ব্বার আলাদীনের জননী দরবারে উপস্থিত হইল, এবং যথা-স্থানে গিয়া দণ্ডায়মান হইল।

সুলতান তাহাকে দেখিবামাত্র উজীরকে বলিলেন, "উজীর, ঐ দেখ, সেই স্ত্রীলোকটি আসিয়াছে, এখন আমাদের হাতে বিশেষ কাজ নাই, উহাকে ডাকিয়া আন, উহার কি আবশ্যক, শুনা যাক।"—উজীরের আদেশে এক জন কর্ম্মচারী আলাদীনের জননীকে লইয়া সুলতানের সন্নিকটে উপস্থিত করিল।

বিবাহ-প্রস্তাবনা

আলাদীনের মাতা সুলতানের সিংহাসনপ্রান্তে নিপতিত হইয়া তাঁহার চরণ-বন্দনা করিল। তাহাকে তাহার বক্তব্য বিষয় বলিবার জন্য আদেশ করিলে, আলাদীনের জননী দ্বিতীয়বার তাঁহার চরণবন্দনা করিয়া বলিল, "মহাপ্রতাপশালী সুলতান, আমার অযোগ্য সাহস মার্জ্জনা করিতে আদেশ হউক। আমি আপনার নিকট তাহার উল্লেখ করিতেও শঙ্কিত হইতেছি।"

সুলতান বলিলেন, "বাছা, তোমার যাহা বলিবার আছে, নির্ভয়ে তাহা বলিতে পার, আমি তোমাকে অভয়দান করিতেছি। তুমি যাহা বলিবে, তাহা বিশেষ আপত্তিজনক হইলেও তোমার অপরাধ ক্ষমা করা হইবে।"

সুলতানের অভয়বাক্য শ্রবণ করিয়া, আলাদীনের মাতা তাহার পুত্রের প্রস্তাব ধীরে ধীরে সুলতানের গোচর করিল; আলাদীন কিরূপে সুলতানদুহিতা বদরুল বদরকে দেখিয়াছিল, তাঁহাকে দেখিবার পর হইতে আলাদীনের মনে কিরূপ চিত্ত-বিকার উপস্থিত হইয়াছে, এবং সে তাহার পুত্রকে এই প্রকার ধৃষ্টতাপূর্ণ সংকল্প হইতে বিচ্যুত করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াছে ও তাহার কি ফল হইয়াছে, তাহা সমস্তই যথাযথভাবে বর্ণনা করিল এবং পুত্র আলাদীনের জন্য সুলতানের মার্জ্জনাভিক্ষাও করিল।

সুলতান আলাদীনের জননীর সকল কথা ধীরভাবে শ্রবণ করিলেন, তিনি বিন্দুমাত্রও ক্রোধ বা বিরাগ প্রকাশ করিলেন না। বৃদ্ধার কথার কোন উত্তর না দিয়া, সুলতান তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কাপড়ে কি বাঁধা আছে?" আলাদীনের জননী হীরক-রত্নাদিপূর্ণ পাত্রটি সুলতানের সিংহাসনের নীচে রাখিয়া, আবরণবস্ত্রখানি উন্মোচন করিল, তাহার পর পাত্রটি অনাবৃতভাবে সুলতানের সম্মুখে ধরিল। সুলতান সেই সকল সুবৃহৎ সমুজ্জ্বল সুন্দর হীরক-রত্নগুলি দেখিয়া, কিয়ৎকাল স্তম্ভিতভাবে বসিয়া রহিলেন, এমন উৎকৃষ্ট ও মহামূল্য রত্ন তিনি জীবনে কখনও দেখেন নাই। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি সেই সকল রত্ন পরীক্ষা করিয়া পাত্রটি আলাদীনের মাতার হস্ত হইতে গ্রহণ করিলেন, এবং হর্ষে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া আবেগভরে বলিয়া উঠিলেন, "কি সুন্দর অমূল্য রত্নরাজি!" এক একখানি রত্ন, এক একটি হীরক হাতে তুলিয়া লইয়া, তাহার প্রশংসা করিলেন, তাহার পর তিনি উজীরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "উজীর, এমন অদ্ভুত অমূল্য রত্ন তুমি আর কখনও দেখিয়াছ কি? যে ব্যক্তি এমন অমূল্য দ্রব্য পাঠাইতে পারে, তাহার ঐশ্বর্য্য কিরূপ অতুলনীয়, তাহা সহজেই বুঝিতে পার; আমার বিবেচনায় সে ব্যক্তি সুলতান-দুহিতার পাণিগ্রহণের অযোগ্য নহে।"

রত্নপ্রভায় আত্মবিস্মৃতি

সুলতানের এই কথা শুনিয়া উজীর মহা চিন্তিত হইয়া পড়িলেন, কারণ, উজীরের একমাত্র পুত্রের সহিত সুলতান তাঁহার কন্যার বিবাহ দিবেন, পূর্ব্বে এরূপ সম্ভাবনা জানাইয়াছিলেন। সুলতানের কথা শুনিয়া উজীর যৎপরোনাস্তি বিমর্ষ হইলেন, এবং অত্যন্ত দুঃখিতভাবে বলিলেন, "এই হীরকরত্নগুলি যে অতি উৎকৃষ্ট এবং বহুমূল্য, সে সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ হইতে পারে না; কিন্তু এই বিবাহ স্থির করিবার পূর্ব্বে আমি সুলতানের নিকট তিন মাস সময় প্রার্থনা করিতেছি। ইতিপূর্ব্বে সুলতান আমার পুত্রকে জামাতারূপে গ্রহণ করিবেন, এরূপ আশ্বাস প্রদান করিয়াছিলেন। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, আমার পুত্র তিন মাসের মধ্যে ইহা অপেক্ষাও বহুগুণে উৎকৃষ্ট হীরক-রত্ন সুলতানকে উপহার প্রদান করিতে সমর্থ হইবে। আলাদীনের ন্যায় অজ্ঞাত-কুল-শীল সামান্য ব্যক্তি যাহা সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছে, তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দ্রব্য সংগ্রহ করা সুলতানের উজীরপুত্রের পক্ষে অসম্ভব হইবে না।" সুলতান যদিও মনে মনে বুঝিলেন, তাঁহার উজীর-পুত্রের পক্ষে এরূপ সামগ্রী সংগ্রহ করা সম্ভব হইবে না, তথাপি তিনি আলাদীনের জননীকে বলিলেন, "ভদ্রে, আমার কন্যার বিবাহের জন্য যে সকল অলঙ্কারাদির আবশ্যক ও বিবাহের জন্য যে সকল আয়োজন করিতে হইবে, তাহা তিন মাসের পূর্ব্বে হইবার সম্ভাবনা নাই, অতএব তিন মাস পরে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে।"

তিন মাস পরে বিবাহ-আশ্বাস

আলাদীনের জননী যে সুলতানের নিকট এরূপ আশ্বাস পাইবে, তাহা সে একবারও কল্পনা করে নাই, সুতরাং সে অত্যন্ত প্রফুল্লচিত্তে সুলতানের দরবারগৃহ হইতে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল, এবং আলাদীনকে সকল কথা আদ্যোপান্ত জানাইল। আলাদীনও এতখানি অনুকূল উত্তরের প্রত্যাশা করে নাই, সে আপনাকে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুখী বলিয়া মনে করিতে লাগিল, এবং অত্যন্ত অধীরচিত্তে তিন মাসকাল প্রতীক্ষা করিতে প্রস্তুত হইল। সে বুঝিল, সুলতান আর কোনমতেই তাঁহার অভিপ্রায় পরিবর্ত্তন করিবেন না।

মতপরিবর্ত্তনের বিভ্রাট!

এই ভাবে দুই মাস কাটিয়া গেল। তৃতীয় মাসের এক দিন সন্ধ্যাকালে আলাদীনের মাতা গৃহে দীপ প্রজ্বালিত করিতে যাইয়া দেখিল, তৈল নাই; সে বাজারে তৈল আনিতে গিয়া শুনিল, উজীর-পুত্রের সহিত সুলতানের কন্যার সেই রাত্রিতে বিবাহ হইবে। চতুর্দ্দিকের আয়োজন দেখিয়াও তাহার সেইরূপ অনুমান হইল। আলাদীনের মাতা ঊর্দ্ধশ্বাসে বাড়ী আসিয়া আলাদীনকে সেই সংবাদ জ্ঞাত করিল। আলাদীন রাগে ও বিস্ময়ে কিয়ংকাল স্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "সুলতান সহসা তাঁহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া এ ভাবে কন্যার বিবাহ দিতেছেন?" আলাদীনের মাতা বলিল, "আজ সন্ধ্যার পরেই বিবাহ, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই; বাজারের সকল লোকের মুখেই এই কথা শুনিয়া আসিলাম।"

আলাদীন কিয়ৎকাল স্তব্ধভাবে থাকিয়া কিংকর্ত্তব্য চিন্তা করিতে লাগিল। সহসা অদ্ভুত প্রদীপের কথা তাহার মনে পড়িল। সুলতান, উজীর ও উজীরপুত্রের উপর তাহার মনে মহা ক্রোধের সঞ্চার হইল, সে তাহার মাতাকে বলিল, "মা, পৃথিবীর সকল লোকও বলিলে আজ রাত্রে এ বিবাহ কোনমতে সুসম্পূর্ণ হইতে পারিবে না; তুমি খাবার প্রস্তুত কর, আমি আমার ঘর হইতে আসিতেছি।"

শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া আলাদীন তাহার প্রদীপ বাহির করিল, এবং ঘর্ষণমাত্র সেই বিকটাকার দৈত্য তাহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমি প্রদীপের দাস, প্রদীপ যাহার কাছে থাকে, তাহার দাস; আপনি আমাকে কি করিতে বলেন?" আলাদীন বলিল, "এ পর্য্যন্ত আমি কেবল তোমার নিকট আহার্য্য-দ্রব্যই চাহিয়াছি, এখন তাহা অপেক্ষা কোন গুরুতর কাজ তোমাকে করিতে হইবে। আমি সুলতানের নিকটে তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিবার প্রার্থনা জানাইয়াছিলাম, সুলতান আমার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া আমাকে তিন মাস অপেক্ষা করিতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু হঠাৎ শুনিতেছি, উজীরপুত্রের সহিত আজ রাত্রেই সুলতান-কন্যার বিবাহ হইবে। তোমাকে আদেশ করিতেছি, বর ও ক'নে একত্র হইবামাত্র, তাহাদিগকে শয্যার সহিত আমার নিকটে উপস্থিত করিবে।" দৈত্য বলিল, "আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে, আর কোন আদেশ আছে কি?" আলাদীন বলিল, "আপাততঃ আর কিছু আবশ্যক নাই।" দৈত্য তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইল।

শূন্য-পথে নব-দম্পতি চালান

অনন্তর আলাদীন তাহার মাতার নিকট উপস্থিত হইয়া, নিশ্চিন্তমনে আহারাদি শেষ করিল; তাহার পর দৈত্যের প্রত্যাশায় বসিয়া রহিল।

সন্ধ্যা অতীত হইয়া গেল, বিবাহকক্ষে উজীরপুত্র কন্যার পাশে আনীত হইল, তাহার পর সুলতান-মহিষী কন্যাকে আলিঙ্গন করিয়া, সহচরীগণের সহিত সেই কক্ষ হইতে বিদায়গ্রহণ করিলেন; দাসীগণ বাহির হইতে কক্ষদ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। দ্বার রুদ্ধ হইবার অতি অল্পকাল পরেই দৈত্য বিশ্বস্ত ভৃত্যের ন্যায় আলাদীনের আদেশে বর-কনেকে তাহাদের শয্যার সহিত শূন্যে তুলিয়া, আলাদীনের কক্ষে লইয়া আসিল। আলাদীন দৈত্যকে দেখিয়া বলিল, "এই বরকে দেউড়ীর কুঠুরীতে বন্ধ করিয়া রাখ, প্রভাতকালে পুনর্ব্বার ইহাদিগকে লইয়া যাইবে।" দৈত্য তৎক্ষণাৎ উজীরপুত্রকে তাহার শয্যার সহিত বাঁধিয়া, দেউড়ীর একটি কক্ষে আবদ্ধ করিয়া রাখিল, উজীরপুত্র প্রাণভয়ে কোন কথা বলিল না, কেবল বসিয়া কাঁপিতে লাগিল।

তরবারি-ব্যবধানে প্রথম মিলন

সুলতান-কন্যাকে নিজের কক্ষে একাকী দেখিয়া আলাদীন বলিল, "রাজকন্যা, তুমি কিছুমাত্র ভয় করিও না, তুমি এখানে সম্পূর্ণ নিরাপদ আছ, তোমার প্রতি আমার যতই অনুরাগ ও আসক্তি থাক, তোমার সম্মানে কিছুমাত্র আঘাত লাগিবে না, বাধ্য হইয়া আমি তোমাকে একটি অপদার্থের হস্ত হইতে উদ্ধারের জন্য লইয়া আসিয়াছি। তোমার পিতা সুলতান আমার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা ভঙ্গ না করিলে আমি কখন এরূপ কার্য্য করিতাম না।"

সুলতানকন্যা আলাদীনের কথার কোন উত্তর করিতে পারিলেন না, এই অনৈসর্গিক ব্যাপারে অত্যন্ত ভীত হইয়া, নির্ব্বাকৃভাবে কাঁপিতে লাগিলেন। আলাদীন রাজকন্যার পাশে একখানি তরবারি রাখিয়া, সেই তরবারির অপর পাশে শয়ন করিল। পরদিন প্রভাতে দৈত্য আলাদীনের নিকট উপস্থিত হইলে, আলাদীন তাহাকে আদেশ করিল, "উজীরপুত্র ও রাজকন্যাকে যেখান হইতে আনিয়াছিলে, সেই স্থানে সেই ভাবে রাখিয়া এসো।" তরবারিখানি শয্যা হইতে তুলিয়া লইবামাত্র, দৈত্য আলাদীনের আদেশ পালন করিল। কিন্তু রাজকন্যা বা উজীরপুত্র দৈত্যকে দেখিতে পাইলেন না, আলাদীনের সহিত দৈত্যের যে কথা হইয়াছিল, তাহাও তাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ করিল না, সুতরাং কিছুই বুঝিতে না পারিলেও ভয়ে ও বিস্ময়ে তাঁহারা স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন।



প্রেমিকা-প্রবোধ

দৈত্য উজীরপুত্র ও রাজকন্যাকে রাজ-প্রাসাদে রাখিয়া আসিবার অল্পকাল পরেই সুলতান তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন; তিনি দেখিলেন, তাঁহার কন্যার মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, ভয়ে সর্ব্ব-শরীর কাঁপিতেছে, যেন কোন গভীর দুঃখে দেহ ও মন অবসন্ন। সুলতান কন্যার ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। উজীরপুত্র সুলতানের আগমনমাত্রেই বিচলিত হইয়া, কক্ষান্তরে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

সুলতান কন্যার দুঃখের কারণ জানিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কন্যা নীরব; পিতার কোন কথার তিনি উত্তর করিলেন না। সুলতান কিছুই বুঝিতে না পারিয়া মহিষীর নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং কন্যার ভাবপরিবর্ত্তনের কথা বলিলেন। মহিষী বলিলেন, "সুলতান, আপনি ইহাতে কোন বিপদের আশঙ্কা করিবেন না, সকল বালিকাই বিবাহের পর এইরূপ বিমর্ষ হইয়া থাকে। দুই তিন দিনের মধ্যেই

আপনি ইহার পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইবেন। আমি তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেছি, আমার বিশ্বাস আছে, সে কখনও আমার নিকট এরূপ উদাসীনতা প্রকাশ করিবে না।"

রাজনন্দিনী-হরণ রহস্য

সুলতানমহিষী কন্যার কক্ষে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মহিষী কন্যার নিকট হইতে কোন কথাই বাহির করিতে পারিলেন না, কন্যা মাতাকে দেখিয়া নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহিষী কন্যাকে তাহার দুঃখকাহিনী বলিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেন। অনেকবার অনুরোধের পর রাজকন্যা বলিলেন, "মা, আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না, আপনার প্রতি অভক্তি দেখাইবার আমার ইচ্ছা কিম্বা কোন কারণ নাই, কাল রাত্রি হইতে এমন সকল অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিতেছে যে, আমি তাহাতে ভীত ও বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছি, কোন প্রকারে আত্মসংবরণ করিতে পারিতেছি না।" সুলতান-দুহিতা সবিস্তারে তাঁহার ভয়ের কারণ মাতার নিকট বিবৃত করিলেন। দুহিতার নিকট সকল কথা শুনিয়া, মহিষী কিয়ৎকাল মৌনবতী রহিলেন, তিনি কোন কথা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি বলিলেন, "মা, এ সকল অসম্ভব কথা সুলতানের নিকট প্রকাশ না করিয়া, তুমি অতি উত্তম কাজ করিয়াছ, তুমি অন্য কাহারও নিকট এ সকল কথা প্রকাশ করিও না, প্রকাশ করিলেও, কেহ তাহা বিশ্বাস করিবে না, তোমাকে পাগল মনে করিবে।" সুলতান-মহিষী উজীরপুত্রকে দাসী দ্বারা আহ্বান করাইয়া, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমিও কি আমার কন্যার ন্যায় কোন অসম্ভব ঘটনা দেখিয়াছ?" উজীরপুত্র বলিল, "আপনি কেন এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, যাহা কেহ কখনও বিশ্বাস করিতে পারে না, তাহা শুনিয়া লাভ কি?" সুলতানমহিষী বলিলেন, "আর তোমাকে কিছু বলিতে হইবে না, তোমার কথা বুঝিয়াছি।"

সমস্ত দিন ধরিয়া প্রাসাদে উৎসব চলিল, সুলতান তাঁহার কন্যার মনে হর্ষোৎপাদনের জন্য যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিতে লাগিলেন। উজীরপুত্রের ভয় একটু একটু করিয়া কমিতে লাগিল, রাত্রি ও প্রভাতের অদ্ভুত ঘটনা স্বপ্ন বলিয়াই তাঁহার প্রতীয়মান হইল।

পুনরায় প্রেমিক-প্রেমিকা-হরণ

প্রাসাদে কি হইতেছে না হইতেছে, সে সংবাদ আলাদীন যথানিয়মে পাইতে লাগিল। সে বুঝিল, সুলতানকন্যা ও উজীরপুত্র ভয় পাইয়া থাকিলেও, তাহারা একত্র শয়ন করিবে। রাত্রে তাহারা যাহাতে সুস্থভাবে নিদ্রা যাইতে না পারে, সে জন্য আলাদীন পুনর্ব্বার তাহার প্রদীপের শরণ লইল। পূর্ব্ববৎ দৈত্য তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে, আলাদীন আদেশ করিল, "উজীরপুত্র ও সুলতানকন্যা আজ পুনর্ব্বার একত্র শয়ন করিবে, শয়নমাত্র পূর্ব্ববৎ তাহাদিগকে এখানে লইয়া আসিবে।"

যথাসময়ে দৈত্য আলাদীনের গৃহে উজীরপুত্র ও রাজকন্যাকে লইয়া উপস্থিত হইল। আলাদীন পূর্ব্বরাত্রে তাহাদিগের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিল, এবারও তাহাই করিল। পরদিন প্রভাতে প্রাসাদকক্ষে দৈত্য সুলতান-দুহিতা ও উজীরপুত্রকে রাখিয়া আসিল।

উজীরপুত্র এবার পূর্ব্বদিন অপেক্ষা অধিক ভীত হইয়া পড়িল। কন্যার কক্ষে সুলতান আসিতেছেন শুনিয়া, পাছে নিজের বিহ্বল ও ভীতভাব দ্বারা কোন কথা প্রকাশ হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় উজীরপুত্র কক্ষান্তরে প্রবেশ করিল। সুলতান পূর্ব্বদিনের ন্যায় দুহিতাকে অনেক আদরের কথা বলিলেন, কিন্তু কন্যা নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিল; তাহার দুঃখ ও ভয় যে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছে, সুলতান তাহা বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু কন্যা নিরুত্তর, নির্ব্বাক্। অবশেষে সুলতান ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া তরবারি আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, "তুই এখনই আমাকে তোর দুঃখের কথা খুলিয়া বল্, নতুবা তরবারির এক আঘাতে তোর মস্তকচ্ছেদন করিব।"

সুলতান-দুহিতা পিতার কথা শুনিয়া, ভয়ে অভিভূত হইলেন, এবং অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে বিনয়-নম্র-বচনে পিতাকে বলিলেন, "বাবা, আমার দুঃখের কথা শুনিলে, আমার প্রতি ক্রোধের পরিবর্ত্তে করুণায় আপনার হৃদয় বিগলিত হইবে। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।" সুলতান বলিলেন, "তবে সকল কথা অবিলম্বে খুলিয়া বল।" সুলতান-দুহিতা তাঁহার দুঃখ ও ভয়ের সকল কথা সুলতানের কর্ণগোচর করিলেন। অবশেষে বলিলেন, "আপনি যদি আমার কথা বিশ্বাস না করেন, তাহা হইলে উজীরপুত্রকে এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে, তিনি আপনার সন্দেহ দূর করিবেন।"

কন্যার কথা শুনিয়া সুলতানের মনে বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তিনি বলিলেন, "তুমি কাল কেন এ সকল কথা আমার নিকট প্রকাশ করিলে না? আমি তোমাকে সুখী করিবার জন্যই তোমার বিবাহ দিয়াছি, তোমাকে অসুখী করা আমার ইচ্ছা নহে। তোমার স্বামী সকল বিষয়েই তোমার যোগ্য। আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যাহাতে এরূপ ঘটনা না ঘটিতে পায়, তাহা আমি করিব, তুমি ক্ষোভ ও ভয় ত্যাগ করিয়া মন স্থির কর।"

সুলতান প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া উজীরকে তাঁহার পুত্রের নিকট প্রেরণ করিলেন, কন্যার কথা সত্য কি না, তাহা জানিবার জন্য সুলতানের বিশেষ আগ্রহ জন্মিয়াছিল।

সত্য না ইন্দ্রজাল?

উজীর তাঁহার পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাত্রে কিরূপ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছ, তাহা আমার নিকট প্রকাশ কর, কোন কথা গোপন করিবার আবশ্যক নাই।" উজীরপুত্র পিতার নিকট সকল কথাই প্রকাশ করিল, নিজের দুঃখ, বিপদ্, দুশ্চিন্তার কথাও বলিতে ভুলিল না। এ ভাবে আর দু'রাত্রি অতিবাহিত করিলেই যে তাহার প্রাণের আশাও পরিত্যাগ করিতে হইবে, অতএব বিবাহ-বন্ধন-ছেদনই প্রার্থনীয়, তাহাও জানাইল। উজীর সকল কথা শুনিয়া প্রথমে স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, ইহা ইন্দ্রজাল, স্বপ্ন, না সত্য, তাহা কোন-ক্রমে বুঝিতে পারিলেন না, অবশেষে বলিলেন, "পুত্র, যাহাই হউক, আর তোমার ভয় নাই, তোমার সকল দুঃখ—সকল ভয় শীঘ্রই দূর হইবে। এ দিকে সুলতানের দৃষ্টি পড়িয়াছে। যদি কোন ফল না হয়, তবে বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করা যাইবে, আগে জীবন।"

উজীর সুলতানের নিকট উপস্থিত হইয়া, পুত্রের নিকট যাহা যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহা প্রকাশ করিলেন। অবশেষে বলিলেন, "জাঁহাপনা, দেখিতেছি, আপনার কন্যার মনে নিদারুণ ভয়ের সঞ্চার হইয়াছে. আপনি আমার পুত্রকে প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া, আমার ভবনে গমন করিবার অনুমতি প্রদান করুন। তাহার জন্য যে সুলতান-দুহিতা কষ্টভোগ করিবেন, ইহা কখনও সঙ্গত নহে।"

উৎসব-আনন্দে বিষাদ-যবনিকা

সুলতান উজীরের প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। রাজধানীতে যে মহোৎসবের আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা নিবৃত্ত হইল। রাজ্যের কোন দিকে আর উৎসব আনন্দের চিহ্নমাত্র রহিল না, সকলেই দেখিল, উজীরপুত্র উজীরের সহিত অত্যন্ত নিরানন্দমনে গৃহে ফিরিতেছে, কিন্তু কেহই ইহার কারণ নির্ণয় করিতে পারিল না। আলাদীনই কেবল সকল কথা বুঝিয়া, মনে মনে বড় আনন্দিত হইল। আলাদীন বুঝিল, উজীরপুত্রের সহিত সুলতান-দুহিতার বিবাহ-বন্ধন আর স্থায়ী হইবে না।

নির্দ্দিষ্ট তিন মাসের মধ্যে আলাদীন সুলতানের নিকট আর কোন প্রার্থনা জ্ঞাপন করিল না। তিন মাস শেষ হইলে সে তাহার মাতাকে সুলতানের নিকট প্রেরণ করিল, আলাদীনের জননী দরবারে উপস্থিত হইয়া, পূর্ব্বে যে স্থানে দণ্ডায়মান হইত, তিন মাস পরে ঠিক সেই স্থানে গিয়া দাঁড়াইল। সুলতান তাহাকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিলেন। তিনি উজীরকে বলিলেন, "উজীর, যে রমণীটি আমাকে দুষ্প্রাপ্য হীরক-রত্নরাজি উপহার প্রদান করিয়াছিল, তাহাকে দেখিতেছি, উহাকে আমার নিকটে আহ্বান কর।"

উজীর সুলতানের আদেশে আলাদীনের মাতাকে তাঁহার নিকট উপস্থিত করিলেন, বৃদ্ধা রাজসিংহাসন-প্রান্তে উপস্থিত হইয়া যথাবিধি চরণ-বন্দনা করিয়া বলিল, "জাঁহাপনা, আপনি আমার পুত্র আলাদীনকে তিন মাস অপেক্ষা করিতে বলিয়াছিলেন, তিন মাস অতীত হইয়াছে ; তাই আপনার মতামত জানিবার জন্য আপনার সিংহাসনপ্রান্তে সমাগত হইয়াছি।"

আলাদীনের ন্যায় অবস্থাপন্ন ও হীনবংশীয় ব্যক্তির সহিত সুলতান কখনও কন্যার বিবাহ দিবেন, ইহা একবারও মনে করিতে পারেন নাই। সুতরাং বৃদ্ধার আবেদনে সুলতানকে কিঞ্চিৎ বিব্রত হইয়া পড়িতে হইল। তিনি প্রকাশ্যতঃ কোন জবাব দিতে পারিলেন না; তথাপি তিনি উজীরকে আহ্বান করিয়া এ সম্বন্ধে তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন।

সুলতানের অসঙ্গত আবদার

উজীর বলিলেন, "জাঁহাপনা, ঐ ছোটলোকের ছেলের সহিত কখনও রাজকন্যার বিবাহ হইতে পারে না। আপনি অনায়াসেই বিবাহ-প্রস্তাব রহিত করিতে পারেন, তাহার ধনাগারে যত হীরকরত্ন আছে, তাহা একত্র করিলেও রাজকন্যার মূল্য হইতে পারে না। আলাদীনের নিকট অত্যন্ত অধিক পরিমাণে হীরকরত্নের দাবী করিলেই সে সুলতান-দুহিতার পাণিগ্রহণের প্রস্তাব পরিত্যাগ করিবে।"

সুলতান উজীরের পরামর্শ শ্রেয় জ্ঞান করিয়া আলাদীনের মাতাকে বলিলেন, "তোমার পুত্র আমার কন্যার প্রতিপালনে সমর্থ কি না, তাহার কোন পরিচয় জানি না। যাহা হউক, যদি সে অবিলম্বে চল্লিশ গামলা-পূর্ণ পূর্ব্ববৎ উৎকৃষ্ট হীরক-রত্ন চল্লিশ জন কৃষ্ণবর্ণ দাসের মস্তকে দিয়া আমাকে উপহার পাঠাইতে পারে, তাহা হইলে আমি তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারি। ভদ্রে, তুমি গৃহে ফিরিয়া তোমার পুত্রকে আমার অভিপ্রায় জ্ঞাত কর। আমার আদেশ পালন করিলে তুমি সঙ্গত উত্তর পাইবে।"

আলাদীনের মাতা সিংহাসন-প্রান্তে দেহ প্রসারিত করিয়া, সুলতানের চরণবন্দনা করিয়া গৃহে গমন করিল। সে আলাদীনের নিকট সুলতানের সকল অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া বলিল, "বাবা আলাদীন, তুমি রাজকন্যাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা পরিত্যাগ কর। সুলতান আমাকে বিশেষ আদর করেন, তোমার প্রতিও তাঁহার বিরাগ নাই, কিন্তু উজীর তাঁহাকে অন্যপথে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছেন। উজীরের সহিত পরামর্শ করিয়াই তিনি আবার তোমার নিকট চল্লিশ গামলাপূর্ণ হীরক-রত্ন চাহিয়াছেন, এগুলি পূর্ব্বের মত উৎকৃষ্ট হওয়া আবশ্যক। এমন কাজ তুমি করিতেও পারিবে না, সুলতানের কন্যাকেও বিবাহ করিতে পারিবে না।"

আলাদীন হাসিয়া বলিল, "মা, তুমি কিছু ভয় করিও না, আমি ভাবিয়াছিলাম, সুলতান আমার নিকট আরও কোন অধিক মূল্যবান্ দ্রব্য চাহিবেন, তাহাতেও আমার আপত্তি ছিল না, আমি রাজকন্যাকে লাভ করিবার জন্য অসাধ্যসাধন করিতেও প্রস্তুত আছি। তিনি যাহা চাহিয়াছেন, আমি সন্তুষ্ট-চিত্তে তাহা প্রদান করিব। তুমি এখন খাদ্যদ্রব্যের আয়োজন কর, বড় ক্ষুধা হইয়াছে।"

হীরকরত্ন ও সুন্দরী-রত্ন উপহার

আলাদীনের মাতা খাদ্যদ্রব্যের সন্ধানে বাজারে চলিল, ইত্যবসরে আলাদীন প্রদীপটি বাহির করিয়া তাহা ঘর্ষণ করিল, অবিলম্বে দৈত্যের আবির্ভাব হইল। আলাদীন তাহাকে বলিল, "সুলতান আমার হস্তে তাঁহার কন্যা দান করিবার পূর্ব্বে চল্লিশ সুবর্ণ-গামলাপূর্ণ হীরকরত্ন চাহেন, আমি যে বাগান হইতে তোমার মনিব প্রদীপটিকে সংগ্রহ করিয়াছি, সেই বাগানের বৃক্ষ হইতে ফল পাড়িয়া অবিলম্বে চল্লিশটি স্বর্ণপাত্র পূর্ণ কর। কেবল রত্নরাজি নহে, চল্লিশটি সুন্দরী শ্বেতাঙ্গিনী দাসীও পাঠাইব। কৃষ্ণবর্ণ দাসেরা সুবর্ণ-গামলাগুলি বহন করিয়া চলিবে, সুসজ্জিতা শ্বেতাঙ্গিনী দাসীগণ তাহাদের অগ্রে অগ্রে যাইবে।"

আলাদীনের আদেশমাত্র দৈত্য তাহার সম্মুখ হইতে অন্তর্হিত হইয়া অল্পকালমধ্যেই চল্লিশ গামলাপূর্ণ হীরকরত্ন ও চল্লিশটি কৃষ্ণবর্ণ দাস এবং চল্লিশটি শ্বেতাঙ্গিনী সুচারুহাসিনী দাসী লইয়া আসিল। গামলাগুলির উপর রৌপ্যসূত্রনির্ম্মিত বিচিত্র আস্তরণ বস্ত্র, তাহাতে সুবর্ণসূত্রের অপূর্ব্ব কারুকার্য্য, সুবর্ণের ফুল। দাসেরা আলাদীনের গৃহ পূর্ণ করিয়া ফেলিল। আলাদীন অনুমতি করিলে দৈত্য অন্তর্হিত হইল।

ইতিমধ্যে আলাদীনের মাতা বাজার হইতে ফিরিয়া আসিল, এতগুলি লোককে একত্র দেখিয়া সে অত্যন্ত বিস্মিত হইল। আলাদীন বলিল, "মা, তুমি কাল প্রত্যূষেই সুলতানের নিকট যাও, তাঁহাকে এই সকল দ্রব্য প্রদান করিয়া তাঁহার নিকট বল, আমি তাঁহার কন্যাকে বিবাহের জন্য বিশেষ উৎসুক হইয়াছি, তিনি এখন কি বলেন, তাহা শুনিয়া আসিবে।"

উপহার-বাহিনীর শোভাযাত্রা

আশী জন দাসদাসী ও চল্লিশখানি স্বর্ণ-গামলা-পূর্ণ রত্নরাজি উপহার সঙ্গে লইয়া, পরদিন প্রভাতে আলাদীনের মাতা রাজপ্রাসাদাভিমুখে যাত্রা করিল। এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া রাজপথের সকল লোক বিস্মিত হইয়া তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিল। সুন্দরী দাসীগণের রূপে ও পরিচ্ছদশোভায় সকলেই মুগ্ধ হইল।

সর্ব্বাগ্রে আলাদীনের মাতা চলিতে লাগিল। সে সুলতানের দরবারে উপস্থিত হইয়া, ভূমি স্পর্শ করিয়া সুলতানকে অভিবাদন করিল। সুলতান আলাদীনের প্রেরিত উপহারদ্রব্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। শ্বেতাঙ্গিনী দাসীদিগের সৌন্দর্য্য দর্শনেও তিনি অভিভূত হইলেন। তিনি এই সকল দ্রব্যের শতমুখে প্রশংসা করিয়া উজীরকে বলিলেন, "উজীর, যে ব্যক্তি এই সকল দ্রব্য উপহার পাঠাইতে পারে, তাহার সম্বন্ধে তোমার কিরূপ ধারণা? সে ব্যক্তি কি আমার কন্যাকে বিবাহ করিবার অনুপযুক্ত?"

উজীর সুলতানকে বলিলেন, "জাঁহাপনা, এই সকল দ্রব্যের কোনক্রমেই নিন্দা করা যাইতে পারে না, সুলতানদুহিতা পৃথিবীর যাবতীয় ধনরত্ন অপেক্ষাও মূল্যবান্, কিন্তু আলাদীন আপনার নিকট যে সকল হীরকরত্ন প্রেরণ করিয়াছেন, তাহার সহিত পৃথিবীর কোন দ্রব্যের তুলনা হইতে পারে না, সুতরাং আলাদীন আপনার কন্যাকে বিবাহ করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি?" দরবারস্থ সকল লোক উজীরের এই প্রস্তাব সঙ্গত বলিয়া একবাক্যে ইহার অনুমোদন করিল। সুলতান আর ইতস্ততঃ করিতে পারিলেন না, তাঁহার জামাতা হইবার আলাদীনের অন্য কোন প্রকার যোগ্যতা আছে কি না, এ প্রশ্নও তাঁহার মনে উঠিল না। এই অমূল্য হীরকরত্নের স্তূপ দেখিয়া তিনি বুঝিলেন, আলাদীন তাঁহার কন্যার যোগ্য বর। তিনি উপহাররাজি পাইয়া নিরতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিয়া, আলাদীনের জননীকে বলিলেন, "ভদ্রে, তুমি যাও, তোমার পুত্রকে বল, আমি তাহাকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিবার জন্য বসিয়া আছি, যত শীঘ্র সম্ভব, আমি তাহার হস্তে আমার কন্যা সম্প্রদান করিব।"

রাজকীয় প্রসাধন

আলাদীনের মাতা রাজসভা পরিত্যাগ করিলে সুলতান সভাভঙ্গ করিলেন। আলাদীনের মাতা গৃহে ফিরিয়া পুত্রের নিকট সুসংবাদ জ্ঞাপন করিল; বলিল, "সুলতান তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, তুমি শীঘ্র উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া তাঁহার নিকট যাও।"

আলাদীন এই কথা শুনিয়া দ্রুতপদে তাহার কক্ষে প্রবেশ করিল, তাহার পর প্রদীপ লইয়া ঘষিতেই সেই দৈত্য তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। আলাদীন দৈত্যকে বলিল, "আমি সুলতানের রাজসভায় যাইব, আমাকে শীঘ্র কোন স্নানাগার হইতে স্নান করাইয়া আন, এবং স্নানশেষে আমাকে একটি অত্যুৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ আনিয়া দাও,—যাহার মত পরিচ্ছদ কোন দেশের কোন সুলতান, সম্রাটেরই নাই।" দৈত্য তৎক্ষণাৎ অদৃশ্যভাবে আলাদীনকে একটি অতি উৎকৃষ্ট স্নানাগারে লইয়া চলিল, স্নান করিতে করিতে আলাদীনের

দেহ নির্ম্মল, বর্ণ উজ্জ্বল, এবং মুখভাব মাধুর্য্যমণ্ডিত হইয়া উঠিল। আলাদীন যে স্থানে বস্ত্রাদি খুলিয়া রাখিয়া গিয়াছিল, স্নানশেষে সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিল, তাহার বস্ত্রাদির পরিবর্ত্তে একটি বহুমূল্যবান, অতি বিচিত্র, সুদৃশ্য, অপূর্ব্বদৃষ্ট পরিচ্ছদ নিপতিত রহিয়াছে। দৈত্যের সাহায্যে আলাদীন তাহাতে সজ্জিত হইল, তাহার পর দৈত্যকে বলিল, "আমাকে এখন একটা অতি উৎকৃষ্ট অশ্ব আনিয়া দাও ; এমন অশ্ব হইবে যে, সুলতানের আস্তাবলে তেমন অশ্ব একটিও নাই ; তাহার সাজের মূলাই যেন দশ লক্ষ মুদ্রা হয়। আর আমি তোমার কাছে চল্লিশ জন ভৃত্য চাই, বিশ জন বহুমূল্য বিবিধ উপহার লইয়া আমার অগ্রে চলিবে, বিশ জন পশ্চাতে আসিবে। ছয় জন দাসী আমার জননীর জন্য দিবে, তাহাদের পরিচ্ছদ সুলতান-দুহিতার পরিচ্ছদের মত উৎকৃষ্ট হইবে। এতদ্ভিন্ন আমি দশসহস্র মুদ্রা চাই ; ইহা ব্যতীত আপাততঃ আমার আর কোন আদেশ নাই, আমার এই আদেশগুলি শীঘ্র পালন কর।"

অতি অল্পকালের মধ্যেই দৈত্য চল্লিশ জন দাস, ছয় জন দাসী ও অন্যান্য মহার্ঘ উপহারদ্রব্য লইয়া আলাদীনের সম্মুখে উপস্থিত হইল। দশ সহস্র মোহরপূর্ণ দশটি তোড়ার মধ্যে চারিটি তোড়া আলাদীন তাহার মাতাকে আবশ্যকীয় ব্যয়নির্ব্বাহার্থ প্রদান করিল, দাসী ছয় জনকেও আলাদীন তাহার জননীর হস্তে সমর্পণ করিল।

কল্পনাতীত সৌভাগ্যের ঈর্ষা।

অনন্তর আলাদীন দৈত্য কর্ত্তৃক আনীত অশ্বে আরোহণ করিয়া, রাজপ্রাসাদাভিমুখে ধাবিত হইল। আলাদীন ইতিপূর্ব্বে আর কখন অশ্বে আরোহণ করে নাই, কিন্তু দৈত্য কর্ত্তৃক আনীত অশ্বটি এরূপ উৎকৃষ্ট ও সুশিক্ষিত যে, তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া আলাদীন কিছুমাত্রও অসুবিধা বোধ করিল না, এমন কি, অতি সুদক্ষ অশ্বারোহিগণও একবার সন্দেহ করিতে পারিত না যে, আলাদীন অশ্বারোহণে অনভিজ্ঞ। রাজপথ লোকে লোকাকীর্ণ হইয়া উঠিল, আলাদীনের অশ্বের দিকে চাহিয়া কেহ আর দৃষ্টি ফিরাইতে পারিল না। তাহার দেহ অত্যুজ্জ্বল হীরকরত্ন ও স্বর্ণালঙ্কারে খচিত। চারিদিকে সকলেই শুনিতে পাইল, সুলতান আলাদীনকে তাঁহার কন্যারত্ন সমর্পণ করিবেন ; শুনিয়া অনেকেই ঈর্ষানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। সামান্য দরজীপুত্র আলাদীনের এত সুখ, এত ঐশ্বর্য্য দেখিয়া সকলেই বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইল।

আলাদীন মহাসমারোহে রাজদরবারে উপস্থিত হইলে সুলতান আলাদীনের পরিচ্ছদ দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন, তাহার অশ্ব দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং তাহার সুগৌর মুখমণ্ডল ও সুন্দর অবয়ব, মার্জ্জিত রুচি, মিষ্ট ব্যবহার দেখিয়া পুলকিত হইলেন। আলাদীন পদতল চুম্বন করিবার জন্য যেমন দেহ নত করিবে, অমনই সুলতান সিংহাসন হইতে অবতরণ করিয়া আলাদীনকে আলিঙ্গন করিলেন এবং তাহার হাত ধরিয়া তাঁহার ও উজীরের মধ্যস্থলে সিংহাসনে বসাইলেন।

সুলতানের সম্বর্দ্ধনা।

সভাভঙ্গ হইলে আলাদীনকে লইয়া সুলতান প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। সেখানে সুলতান মহাসমারোহে আলাদীনকে এক ভোজে আপ্যায়িত করিলেন, সেই ভোজনসভায় রাজ্যের প্রধান কর্ম্মচারিগণ স্ব স্ব পদোচিত স্থান অধিকার করিয়া বসিলেন। সুলতান আহারাদি-শেষে আলাদীনের সহিত গল্প আরম্ভ করিলেন, আলাদীন অতি বিজ্ঞের ন্যায় সুলতানের সহিত গল্প করিতে লাগিল, সুলতান আলাদীনের বিবিধবিষয়ে জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইলেন।

আহারের পর সুলতান কাজীকে আহ্বান করিয়া বিবাহের চুক্তিপত্র লিখিবার আদেশ করিলেন। সুলতান আলাদীনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আলাদীন, তুমি এখন আমার প্রাসাদেই বাস করিবে, না অন্য কোনরূপ অভিপ্রায় করিয়াছ।" আলাদীন বলিল, "জাঁহাপনা, সুলতানদুহিতার উপযুক্ত একটি প্রাসাদ-নির্ম্মাণই আমার অভিপ্রেত ; আপনি আপনার প্রাসাদের সন্নিকটে একটি স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেন, সেখানে

প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া রাজকন্যার সহিত আমি বাস করিব এবং যথানিয়মে আপনার দরবারে উপস্থিত হইব। যত শীঘ্র ইহা শেষ হইতে পারে, আমি কোনক্রমে তাহার ত্রুটি করিব না।" সুলতান বলিলেন, "বৎস, তোমার যে স্থান পছন্দ হয়, তাহাই লইতে পার, আমার প্রাসাদের সম্মুখে যে স্থানটি রহিয়াছে, সেখানেও তুমি তোমার বাসভবন নির্ম্মাণ করিতে পার।" অন্যান্য নানাবিধ কথাবার্ত্তার পর আলাদীন সুলতানের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল।

গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া আলাদীন দৈত্যকে আহ্বান করিয়া বলিল, "হে দৈত্যরাজ, এ কাল পর্য্যন্ত আমি তোমার নিকট যাহা যাহা চাহিয়াছি, তাহা সকলই তুমি আমাকে দিয়াছ, এবার আমি তোমার উপরে একটি গুরুতর কর্ম্মের ভার প্রদান করিব। তোমাকে বিশেষ উৎসাহের সহিত এই কর্ম্মটি সম্পন্ন করিতে হইবে। আমি তোমাকে আদেশ করিতেছি, তুমি অবিলম্বে রাজপ্রাসাদের সম্মুখে একটি প্রাসাদ আমার বাসের জন্য নির্ম্মাণ কর। কি উপাদানে তুমি এই প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিবে, সে সম্বন্ধে আমি তোমাকে উপদেশ প্রদান করিব না। আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে, প্রাসাদটি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইবে, ইহার মধ্যস্থলে একটি গম্বুজ থাকিবে, দেওয়ালগুলি ক্রমান্বয়ে স্বর্ণ ও রৌপ্যে নির্ম্মিত হইবে, প্রত্যেক দিকে ছয়টি করিয়া চব্বিশটি বাতায়ন থাকিবে, বাতায়নদ্বার—কেবল একটি দ্বার ব্যতীত হীরক-মণিমুক্তা-খচিত হইবে। প্রাসাদের সম্মুখে বিস্তীর্ণ আঙ্গিনা ও পশ্চাতে একটি সুদৃশ্য উপবন থাকিবে। যে আস্তাবলটি নির্ম্মিত হইবে, তাহাও যেন সুপ্রশস্ত, সুদৃশ্য ও সুশোভন হয়, তাহা পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অশ্বসমূহ ও পরিচ্ছদ শোভিত অশ্বপালগণে পরিপূর্ণ থাকিবে। রাজকন্যার পরিচর্য্যার জন্য বহুসংখ্যক দাসীকে এই প্রাসাদে উপস্থিত রাখিবে, দেখিবে, যেন কোন বিষয়ে কিছুমাত্র ত্রুটি না হয়, বুঝিয়া সকল কাজ করিবে। যাও, যত শীঘ্র পার, প্রাসাদ নির্ম্মাণ কর।"

স্বপ্নপুরী নির্ম্মাণ

সূর্য্যাস্তকালে আলাদীন দৈত্যকে এই আদেশ প্রদান করিল। পরদিন প্রভাতে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে আলাদীনের নিদ্রাভঙ্গ হইবামাত্র দৈত্য তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল, "মহাশয়, আপনার প্রাসাদ-নির্ম্মাণের কার্য্য শেষ হইয়াছে, আপনি যেরূপ বলিয়াছিলেন, ঠিক তদ্রূপ হইয়াছে কি না, আসিয়া দেখুন।" আলাদীন তৎক্ষণাৎ বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, অতি উৎকৃষ্ট সুবৃহৎ সুসজ্জিত প্রাসাদ এক রাত্রির মধ্যেই রাজপ্রাসাদের সম্মুখে নির্ম্মিত হইয়া গিয়াছে। আলাদীন দৈত্যকে যেরূপ আদেশ প্রদান করিয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালিত হইয়াছে দেখিয়া আলাদীনের আনন্দের সীমা রহিল না। দৈত্য আলাদীনকে সেই সমুন্নত সুদৃশ্য সৌধের সমস্ত অংশ তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইল। সমস্ত দেখিয়া আলাদীন বলিল, "দৈত্যরাজ, তোমার কার্য্যনৈপুণ্য দেখিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়াছি, তোমার কার্য্যে নিন্দা করিবার কিছুই নাই, কেবল একটা কথা পূর্ব্বে বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, একখানি অত্যুৎকৃষ্ট মখমলের গালিচা সুলতানের প্রাসাদ-দ্বার হইতে আমার প্রাসাদে রাজকন্যার কক্ষদ্বার পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিতে হইবে। রাজকন্যা এই গালিচার উপর দিয়া পিতৃভবন হইতে এখানে পদার্পণ করিবেন।" দৈত্য মুহূর্ত্তমধ্যে আলাদীনের এই আদেশ পালন করিয়া তাহাকে তাহার প্রাসাদ হইতে গৃহে লইয়া গেল। তখনও সুলতানের প্রাসাদদ্বার উন্মুক্ত হয় নাই।

প্রিয়তমার শুভাগমনের পথ মখমল-আস্তৃত

দ্বারবানগণ প্রাসাদদ্বার উন্মুক্ত করিয়া প্রথমে সুবিস্তীর্ণ গালিচা দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল, তাহার পর তাহারা যখন আলাদীনের প্রাসাদ দেখিতে পাইল, তখন তাহারা একেবারে হতজ্ঞান হইয়া পড়িল। এই নবনির্ম্মিত প্রাসাদের কথা তৎক্ষণাৎ রাজধানীতে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। উজীর এই নূতন প্রাসাদ দেখিয়া কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, তিনি দ্রুতবেগে সুলতানের সমীপে উপস্থিত হইয়া অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রাসাদের কথা

বলিলেন, এবং এই প্রাসাদ যে ঐন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজালপ্রভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে, নতুবা এক রাত্রির মধ্যে এরূপ প্রাসাদ কোনক্রমে নির্ম্মিত হইতে পারে না, তাহাও সুলতানকে বলিলেন। সুলতান বলিলেন, "উজীর, তুমি ইহাকে ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার বলিয়া আমাকে বুঝাইবার বৃথা চেষ্টা করিতেছ। ইহা আলাদীনের প্রাসাদ, আলাদীন ইহা নির্ম্মাণ করিবার জন্য গত কল্য আমার নিকট স্থান প্রার্থনা করিয়াছিল, তাহা ত' তুমি অবগত আছ। অবশ্য এক রাত্রির মধ্যে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া তুমি বিস্ময় প্রকাশ করিতে পার, কিন্তু আলাদীন যে কিরূপ ধনবান্, তাহা ত' তোমার অজ্ঞাত নহে, ধনের দ্বারা পৃথিবীতে অনেক অদ্ভুত কার্য্য সংসাধিত হয়, তাহা ত' তুমি প্রত্যহ দেখিতে পাও। তথাপি তুমি যে ইহাকে ঐন্দ্রজালিক বলিতেছ, আমি স্পষ্ট বুঝিতেছি, তাহার কারণ, তোমার মনে ঈর্ষার উদ্রেক হইয়াছে।" দরবারের সময় উপস্থিত হওয়ায় উজীরের সহিত সুলতানের আর কোন কথা হইল না। ঐন্দ্রজালিক প্রাসাদ-রহস্য

আলাদীন গৃহে ফিরিয়া দৈত্যকে বিদায় করিয়া দিল, তাহার পর মাতার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "মা, তুমি তোমার দাসীগণকে সঙ্গে লইয়া, সাজ-সজ্জা করিয়া, সুলতানের প্রাসাদে যাত্রা কর, সন্ধ্যাকালে রাজকন্যাকে লইয়া তুমি আমার প্রাসাদে যাইবে।" আলাদীনের মাতা দাসীগণে পরিবৃত হইয়া, মহা সমারোহে রাজপ্রাসাদাভিমুখে যাত্রা করিল। আলাদীনও অশ্বে আরোহণ করিয়া তাহার পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া নূতন প্রাসাদে যাত্রা করিল। তাহার সঙ্গে নানা প্রকার বাদ্যযন্ত্র রাজপথ ধ্বনিত করিয়া চলিতে লাগিল। দোকানদারগণ মহোৎসাহে স্ব স্ব দোকান পত্রপুষ্পে সজ্জিত করিল, যেন নগরমধ্যে মহোৎসব উপস্থিত। নগরবাসিগণ আলাদীনের প্রাসাদ দেখিবার জন্য দলে দলে তাহার সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া, মুক্ত-কণ্ঠে প্রাসাদের প্রশংসা করিতে লাগিল, হঠাৎ এক রাত্রির মধ্যে এত বড় প্রাসাদ কিরূপে নির্ম্মিত হইল, তাহা তাহারা কোনমতে বুঝিতে পারিল না।

আলাদীনের মাতা দাসীগণের সহিত সুলতান-দুহিতা বদরুল বদরের অন্দরে প্রবেশ করিল। সুলতান-কন্যা মহা সম্মানের সহিত তাহার সম্বর্দ্ধনা করিলেন, তাহার জলযোগের জন্য অতি উৎকৃষ্ট আয়োজন করিয়া দিলেন। সুলতানও আলাদীনের মাতাকে যথেষ্ট সমাদর ও যত্ন করিলেন। আলাদীন তাহার জননীর প্রতি যেরূপ মনোযোগী ও যত্নপরায়ণ, তাহা দেখিয়া সুলতান বড় সন্তুষ্ট হইলেন।

ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। সুলতানদুহিতা পিতার নিকট অশ্রুপূর্ণলোচনে বিদায় গ্রহণ করিলেন। আলাদীনের মাতার সহিত তিনি পিতৃপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া স্বামীর প্রাসাদে চলিলেন। সুলতানের বাদ্য-করগণ নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে বাজাইতে বাজাইতে চলিতে লাগিল। তাঁহাদের পশ্চাতে শতাধিক কর্ম্মচারী চলিল, তাহার পর এক শত কৃষ্ণবর্ণ দাস দুই সারিতে বিভক্ত হইয়া, মশাল হস্তে লইয়া চলিল, প্রজ্বলিত মশালগুলির উজ্জ্বল আলোকে অন্ধকার রাত্রি দিনমানের ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিল।

সুলতানদুহিতা আলাদীনের প্রাসাদে উপস্থিত হইলে আলাদীন মহা আগ্রহভরে ও পরম সোহাগে তাঁহার অভ্যর্থনা করিল। রাজকন্যার রূপ দেখিয়া আলাদীনের মনে আনন্দের সীমা রহিল না। সে পুলক-গদগদকণ্ঠে বলিল, "রাজকন্যা, আমি আপনাকে লাভ করিবার আশাতেই পূর্ব্বে আপনাকে ভয়প্রদর্শন করিয়া আপনার বিরাগভাজন হইয়াছি, সে জন্য যদি কেহ দোষী হয়, তবে সে দোষ আমার নহে, আপনার সুন্দর নয়ন দুটি আর ঐ বিধুমুখখানিরই দোষ, ঐ নয়নের বিজলী কটাক্ষ আমাকে আত্মহারা করিয়াছিল।" রাজকন্যা আলাদীনকে বলিলেন, "প্রিয়তম, আপনি সে জন্য কোন চিন্তা করিবেন না, আমি সুলতানের ইচ্ছানুসারে আপনাকে গ্রহণ করিব, আপনি যেরূপ রূপবান্, তাহাতে আপনার প্রতি অনুরক্ত হইতে বিন্দুমাত্র দুঃখ নাই।" প্রিয়তমার অভিনন্দন

আলাদীন রাজকুমারীর কথা শুনিয়া আনন্দসাগরে ভাসিতে লাগিল। রাজকন্যা আলাদীনের অনুরোধে আহার করিতে বসিলেন, আলাদীনের আদেশে দৈত্য পৃথিবীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট যে দুর্লভ সুপক্ব ও সুমিষ্ট ফলসমূহ লইয়া আসিয়াছিল, সুবর্ণপাত্রে কিঙ্করীগণ সেই সকল ফল রাজকন্যার জন্য সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিল। পাত্রগুলিই বা কেমন কারুকার্য্য-শোভিত! দেখিয়া রাজকন্যা পুনঃপুনঃ তাহাদের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। আলাদীনের অতুল ঐশ্বর্য্য দেখিয়া রাজকন্যার মনেও বিস্ময়ের সঞ্চার হইয়াছিল।

প্রথম-মিলনের সোহাগ-অনুরঞ্জন

আহারাদির পর নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান চলিতে লাগিল, নর্ত্তক নর্ত্তকীগণ বহুভঙ্গীতে নৃত্য করিয়া সকলের মনোরঞ্জন করিল। মধ্যরাত্রে আলাদীন ও রাজকন্যা চীন দেশের প্রথানুসারে নৃত্য করিয়া বিবাহ-ক্রিয়া সমাপন করিলেন। তাহার পর উভয়ে শয়নমন্দিরে গমন করিলেন, দাসদাসীগণ সকলে ধীরে ধীরে প্রমোদগৃহ পরিত্যাগ করিল। প্রমোদ-রজনী প্রণয়-উৎসবে যেন মুহূর্ত্তে অতিবাহিত হইল।

পরদিন আলাদীন দাসগণে পরিবেষ্টিত হইয়া মহাসমারোহে সুলতানের নিকট উপস্থিত হইল, সুলতান পূর্ব্ববৎ আদিরের সহিত তাহার অভ্যর্থনা করিয়া তাহাকে নিকটে বসাইলেন। আলাদীন বলিল, "জাঁহাপনা, আজ আপনার, আপনার উজীর ও প্রধান আত্মীয়বর্গের আপনার কন্যাগৃহে নিমন্ত্রণ। আশা করি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া কর্ম্মচারিবর্গের সহিত সেখানে আপনার পদধূলি প্রদান করিবেন।" সুলতান আনন্দের সহিত এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, এবং অধিক বিলম্ব না করিয়া সুলতান আলাদীনকে দক্ষিণে ও উজীরকে বামে লইয়া প্রধান কর্ম্মচারিগণের সহিত আলাদীনের প্রাসাদাভিমুখে চলিলেন। যতই তিনি প্রাসাদের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন, ততই তাঁহার হৃদয় পুলকিত হইতে লাগিল। আলাদীন তাঁহাকে মহা সমাদরে সেই চব্বিশ বাতায়নযুক্ত প্রাসাদে লইয়া চলিল। হীরকরত্নাদিপূর্ণ বাতায়নের শোভা নিরীক্ষণ করিয়াই সুলতানের চক্ষু স্থির! তিনি কিয়ৎকাল স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন, তাহার পর উজীরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "উজীর, আমার রাজ্যমধ্যে আমার প্রাসাদের এত সন্নিকটে যে এরূপ অদ্ভুত প্রাসাদ আছে, তাহা আমি জানিতাম না।" উজীর বলিলেন, "জাঁহাপনা, এ প্রাসাদ দীর্ঘ-কালের নহে, গত পরশ্ব দিন আপনি আলাদীনকে গৃহনির্ম্মাণের আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, সূর্য্যাস্তের পর আপনি অনুমতি দান করেন, প্রভাতে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে এই অলৌকিক প্রাসাদ এই ভাবে সুনির্ম্মিত দেখিতে পাওয়া গেল, আপনাকে আমি পূর্ব্বেই ত' এ কথা বিস্তারিতরূপে বলিয়াছি।" সুলতান বলিলেন, "সে কথা আমার মনে আছে, কিন্তু আমি কোন দিন ভাবিতেও পারি নাই যে, তাহা পৃথিবীর মধ্যে এরূপ অদ্বিতীয়,—স্বর্ণ ও রৌপ্যের প্রাচীর নির্ম্মিত। এমন হীরকরত্নবিভূষিত প্রাসাদ ভূমণ্ডলে আর কোথাও আছে কি?"

অলৌকিক প্রাসাদ-সন্দর্শনের বিস্ময়

ঘুরিতে ঘুরিতে সুলতান তেইশটি বাতায়ন সন্দর্শন করিয়া চতুর্বিংশতিটির সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন, তাহা অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়াছে, তিনি ইহা দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইয়া, উজীরকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। উজীর বলিলেন, "জাঁহাপনা, সময়াভাব বশতঃ আলাদীন এইটি সম্পূর্ণ করিতে পারে নাই, শীঘ্রই ইহা সম্পূর্ণ হইবে।"

আলাদীন কার্য্যোপলক্ষে প্রাসাদের অন্যপ্রান্তে গমন করিয়াছিল, উজীরের সহিত সুলতানের কথা হইতেছে, এমন সময় আলাদীন তাঁহাদের সন্নিকটবর্ত্তী হইল। তাহাকে দেখিয়া সুলতান বলিলেন, "বৎস, তোমার এই প্রাসাদ প্রকৃতই পৃথিবীর মধ্যে অদ্বিতীয়, কিন্তু একটি বাতায়ন অসম্পূর্ণ অবস্থায় দেখিয়া আমি কিছু বিস্মিত হইয়াছি, এরূপ অসম্পূর্ণ অবস্থায় ইহা ফেলিয়া রাখিবার কারণ কি? সময়াভাব, ভ্রম,



আলাদীন] মিলন-উৎসব

না উপেক্ষা ?" আলাদীন বলিল, "সময়াভাব কিংবা ভ্রম ইহার কারণ নহে, আমার একমাত্র আশা আছে, জাঁহাপনা অনুগ্রহ করিয়া এই বাতায়নটি অন্যগুলির ন্যায় সুসজ্জিত করিয়া দিবেন, ইহাতে আমার যথেষ্ট সম্মানবৃদ্ধি হইবে, এই অভিপ্রায়েই কারিকরগণকে ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতে দিই নাই।" সুলতান বলিলেন, "ভাল ভাল, তোমার কথা শুনিয়া আমি সন্তুষ্ট হইলাম, আমি অবিলম্বে আমার কর্ম্মচারিগণকে এই বাতায়নটিকে সুসজ্জিত করিয়া দিবার আদেশ প্রদান করিতেছি।" সুলতানের আদেশে রাজধানীর সর্ব্বপ্রধান জহুরী ও স্বর্ণকারগণকে আহ্বান করা হইল।

সুলতান আহারাদি শেষ করিয়াছেন, এমন সময় জহুরী ও স্বর্ণকারগণ আলাদীনের প্রাসাদে উপস্থিত হইল। সুলতান নিজে তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া প্রাসাদের সেই তেইশটি জানালা দেখাইয়া চতুর্ব্বিংশতিটির নিকট উপস্থিত করিলেন, এবং তাহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা এই বাতায়নটি অন্যান্যগুলির ন্যায় সুসজ্জিত কর, পরীক্ষা করিয়া দেখ, কিরূপ হীরক-রত্নাদির আবশ্যক, কার্য্যারম্ভে কিছুমাত্র বিলম্ব করিও না।"

বাতায়ন-সজ্জায় রত্নভাণ্ডার নিঃশেষিত

স্বর্ণকার ও জহুরীগণ বিশেষ মনোযোগের সহিত সেই তেইশটি বাতায়ন পরীক্ষা করিল, তাহার পর সুলতানের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "জাঁহাপনা, আপনার আদেশপালনে আমরা বিশেষ উৎসুক রহিয়াছি, কিন্তু এরূপ মূল্যবান্ ও উৎকৃষ্ট হীরক-রত্নাদি এত অধিকসংখ্যক কোথায় পাইব যে, এই কার্য্য শেষ করিব ?" সুলতান বলিলেন, "আমার ভাণ্ডারে এরূপ রত্নাদি প্রচুর পরিমাণে আছে, আমার প্রাসাদে চল। আমি তোমাদিগকে সে সকল দেখাইয়া দিব, তোমরা আবশ্যক হীরকাদি মনোনীত করিয়া লইবে।"

আগ্রহাতিশয্যে সুলতান নিজেই কারিকরগণকে সঙ্গে লইয়া স্বকীয় প্রাসাদস্থ রত্নভাণ্ডারে প্রবেশ করিলেন, এবং আলাদীনপ্রদত্ত হীরকরত্নাদি তাহাদিগকে দেখাইতে লাগিলেন। তাহারা সেগুলি লইয়া কাজ আরম্ভ করিল, কিন্তু সেই সকল হীরকরত্নে সংকুলান হইল না, সুলতান তাঁহার ভাণ্ডারস্থ যাবতীয় রত্ন এবং বহুসংখ্যক উৎকৃষ্ট হীরক প্রদান করিলেন, কিন্তু তাহাতেও কোন ফললাভ হইল না। প্রায় এক মাস পরিশ্রমের পর কারিকরেরা বাতায়নটি অর্দ্ধ-সমাপ্ত অবস্থায় রাখিয়া চলিয়া গেল। আলাদীন তাহাদিগকে পুনর্ব্বার আহ্বান করিয়া সুলতানের সমস্ত হীরকরত্ন বাতায়ন হইতে খুলিয়া লইয়া তাঁহার ভাণ্ডারে রাখিয়া আসিবার আদেশ করিল। তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল।

কারিকরগণ প্রস্থান করিলে আলাদীন প্রদীপ ঘষিয়া দৈত্যকে তাহার সম্মুখে উপস্থিত করিল। আলাদীন বলিল, "দৈত্যরাজ, যে বাতায়নটি অসজ্জিত অবস্থায় আছে, তাহা অবিলম্বে সজ্জিত কর।" কয়েক মুহূর্ত্তমধ্যে বাতায়নটি অন্যগুলির ন্যায় সুসজ্জিত হইল।

সুলতানী-দর্পচূর্ণ

এ দিকে কারিকরগণ সুলতানের সমীপে উপস্থিত হইয়া করযোড়ে নিবেদন করিল, "জাঁহাপনা! আমরা কত দিন ধরিয়া কিরূপ কাজ করিয়াছি, তাহা আপনার অজ্ঞাত নহে; আমরা এত দিনে অর্দ্ধেক টুকু কাজের বেশী করিতে পারি নাই, হীরক-রত্নাদিও ফুরাইয়া গিয়াছিল, কাজেই আমরা চলিয়া আসিতেছিলাম, আপনার জামাতা আমাদিগকে পুনর্ব্বার ডাকাইয়া আপনার হীরকরত্নাদি খুলিয়া লইয়া আসিবার আদেশ করায় আমরা তাহা লইয়া আসিয়াছি।"

সুলতান কারিকরগণের কথা শুনিয়া অবিলম্বে অশ্বারোহণে আলাদীনের গৃহে উপস্থিত হইলেন, এবং তাহাকে বলিলেন, "বৎস, এত দিন কাজের পর এই সকল হীরকরত্ন খুলিয়া ফেরত দেওয়ায় অর্থ কি ?" আলাদীন সুলতানের কোষাগারের হীরকরত্নের অল্পতার কারণ না বলিয়া বলিল, "জাঁহাপনা, আপনি

দেখিবেন, ইহা আর অসমাপ্ত অবস্থায় নাই, যদিও কারিকরগণ ইহা সুসজ্জিত করিতে অসমর্থ হইয়াছে, তথাপি আপনি পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাইবেন, আমিই ইহা সম্পূর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছি।"

সুলতান তৎক্ষণাৎ সেই বাতায়নের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তাহার অসম্পূর্ণতা দূর হইয়াছে। বাতায়নটি অন্যান্য বাতায়নের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। সুলতান আলাদীনের মস্তকচুম্বন ও তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "বৎস, দেখিতেছি, তুমি অতি অসাধারণ মানুষ, তুমি অসম্ভব কার্য্য সম্পন্ন করিতে পার। দেখিতেছি, পৃথিবীতে তোমার তুলনা নাই। তোমার ক্ষমতার কথা যতই জানিতে পারিতেছি, ততই বিস্ময়াভিভূত হইতেছি।"

আলাদীন বলিল, "জাঁহাপনা, আপনার অনুগ্রহকেই আমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্যবান্ বলিয়া মনে করি। আপনার বিশ্বাস ও স্নেহলাভের জন্য আমি সকলই করিতে পারি।"

সুলতান আলাদীনের গৃহ হইতে রাজপ্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তিনি প্রাসাদে ফিরিয়া দেখিলেন, উজীর তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছেন। সুলতান আলাদীনের অদ্ভুত ক্ষমতার কথা উজীরকে জানাইলেন,

বিবাহ-নিরাশার ধাপ্পা-বাজী!

উজীর গম্ভীরভাবে বলিলেন, "জাঁহাপনা, আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এ সকল ইন্দ্রজালের কাজ, ঐন্দ্রজালিক ভিন্ন ইহা কখনও সম্ভবপর নহে।" সুলতান বলিলেন, "উজীর, পূর্ব্বেও তুমি এরূপ কথা বলিয়াছ, তাহা আমার মনে আছে, কিন্তু তুমি যে তোমার পুত্রের সহিত আমার কন্যার বিবাহের জন্য প্রার্থী ছিলে, সে কথা আমি বিস্মৃত হইতে পারি নাই!"

উজীর দেখিলেন, সুলতান অন্ধসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছেন, সুতরাং তিনি সুলতানের কোন কথার প্রতিবাদ করিলেন না, কিন্তু তাঁহার সন্দেহ দূর হইল না। সুলতান প্রায় সর্ব্বদাই নিজের প্রাসা[দের] বাতায়ন হইতে আলাদীনের প্রাসাদের প্রতি সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া থাকিতেন, এবং মনে মনে তাহার প্র[ভূত] প্রশংসা করিতেন।

আলাদীন ক্রমেই সুলতানের অধিক প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল। সর্ব্বসাধারণে আলাদীনের দানশী[লতা]র, বীরত্বের ও পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করিতে লাগিল, রাজ্যের অনেক গুরুতর কার্য্য আলাদীনের সহায়তায় সম্পন্ন হইতে লাগিল। একবার রাজ্যে ঘোর বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে, আলাদীনের সাহস ও কৌশলে বিদ্রোহী দল পরাজিত হইয়া সুলতানের বশ্যতা স্বীকার করিল। সুলতান আলাদীনকে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত মনে করিতে লাগিলেন।

এইরূপে পরমসুখে আলাদীনের কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইল। আলাদীন সুলতানজাদীর রূপসুধাপানে বিভোর হইয়া প্রেমসাগরে ভাসিতে লাগিল—নিত্য নব নব প্রমোদ-কল্পনায় আত্মবিস্মৃত হইল। এ দিকে আফ্রিকার সেই যাদুকর স্বদেশে বসিয়া, অনেক সময়ই আলাদীনের কথা চিন্তা করিত। সে যদিও স্থির জানিত, আলাদীন পর্ব্বত-গুহা হইতে কখনও উদ্ধারলাভ করিতে পারে নাই, নিশ্চয়ই অনাহারে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তথাপি সময়ে সময়ে তাহার মনে হইত, হয় ত' আলাদীন কোন কৌশলে বাঁচিতেও পারে। আলাদীন

যাদুকর স্তম্ভিত

জীবিত আছে কি না, তাহা নিশ্চয়রূপে জানিবার জন্য কৌতূহলবশে যাদুকর এক দিন আলাদীনের জন্ম-পত্রিকা বাহির করিয়া, বিশেষ মনোযোগের সহিত তাহা পরীক্ষা করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরীক্ষার পর সে বুঝিতে পারিল, পর্ব্বতগুহায় আলাদীনের মৃত্যু হওয়া দূরের কথা, সে মহাসুখে ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত হইয়া বাস করিতেছে, এবং রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া প্রমোদ-স্বপ্নে মশগুল হইয়া আছে। চীন-সাম্রাজ্যের মধ্যে তাহার ন্যায় সম্মান, সুখ-সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্য আর কাহারও নাই।

যাদুকর এই তত্ত্ব অবগত হইবামাত্র ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, সে মুখ রক্তবর্ণ করিয়া বলিল, "এই দরজীর ছেলেটা দেখিতেছি, অবশেষে প্রদীপের গুণ জানিতে পারিয়াছে! আমি মনে করিয়াছিলাম, সে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু এখন দেখিতেছি, আমার দীর্ঘকালের তপস্যা ও পরিশ্রমের ফল সে নির্ব্বিবাদে ভোগ করিতেছে! হয় আমি তাহার এই সুখ-সৌভাগ্যের পথ বন্ধ করিব, না হয়, এ চেষ্টায় প্রাণ বিসর্জ্জন করিব।" কিরূপ ভাবে কার্য্য আরম্ভ করিবে, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিয়া, যাদুকর পরদিন প্রভাতে একটি অশ্বে আরোহণ করিয়া, তাহার আফ্রিকাদেশের গৃহ হইতে চীনদেশাভিমুখে যাত্রা করিল। যথাসময়ে নিরাপদে চীনদেশে উপস্থিত হইয়া, যাদুকর এক সরাইখানায় বাসা লইল, এবং দুই দিন সেখানে বাস করিয়া পথশ্রম দূর করিল।

আক্রোশের প্রতিহিংসা

তৃতীয় দিন প্রভাতে যাদুকর নগরদর্শনে বাহির হইল, এবং আলাদীন সম্বন্ধে নগরবাসিগণের কি মত, তাহা জানিতে লাগিল, এই উদ্দেশ্যে সে সাধারণ ভজনালয় ও বড় বড় আড্ডা পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। অবশেষে একটি মদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া মদ্যপান করিতে করিতে শুনিতে পাইল, এক জন লোক আর এক জন লোকের সহিত আলাদীনের প্রাসাদসম্বন্ধে গল্প করিতেছে। কথাটা ভাল করিয়া শুনিবার জন্য যাদুকর জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়, আপনি যে প্রাসাদের এত প্রশংসা করিতেছেন, তাহার কি বিশেষ কোন গুণ আছে?" যাদুকরের এই কথা শুনিয়া এক জন লোক বলিল, "মহাশয়, আপনি কোথা হইতে আসিয়াছেন? আপনি নিশ্চয়ই এখানে নূতন আসিয়াছেন; তাই রাজজামাতা আলাদীনের বিস্ময়কর প্রাসাদসম্বন্ধে আপনি অনভিজ্ঞ। এই প্রাসাদ পৃথিবীর মধ্যে অতি অসাধারণ, শিল্পের বিচিত্র নিদর্শন! কেবল যে ইহা অদ্ভুত, তাহাই নহে; মানুষে এমন মূল্যবান্, সুবৃহৎ সুরম্য হর্ম্ম্য আর কখনও দেখে নাই। আপনি বোধ করি, বহুদূর হইতেই আসিয়াছেন, এখন প্রাসাদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই আপনার চক্ষু-কর্ণের বিবাদ মিটিবে। বুঝিবেন, আমার কথা সত্য কি না।" আফ্রিকাদেশীয় যাদুকর বলিল, "ভাই, আমি এ বিষয়ে কোন কথা জানি না বলিয়া দুঃখিত হইতেছি, আমার অজ্ঞতা ক্ষমা কর। আফ্রিকাদেশ হইতে আমি গতকল্য এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি, আমাদের সেই বহুদূরবর্ত্তী দেশে রাজজামাতার প্রাসাদের খ্যাতি এখনও পৌঁছে নাই। যাহা হউক, এই অত্যাশ্চর্য্য প্রাসাদ আমাকে দেখিতে হইবে। যদি ভাই, তুমি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে উহা দেখাইয়া আন, তবে বড়ই বাধিত হই, বিদেশী লোক, পথ-ঘাট ত' চিনি না!"

লোকটি যাদুকরের কথায় সম্মত হইলে উভয়ে আলাদীনের প্রাসাদাভিমুখে যাত্রা করিল। যাদুকর প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে বিশেষ মনোযোগের সহিত নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিল, অদ্ভুত প্রদীপের প্রসাদেই আলাদীন এমন অদ্ভুত প্রাসাদ ও অগণিত ধনজন লাভ করিয়াছে। আলাদীনের সৌভাগ্যদর্শনে যাদুকর যৎপরোনাস্তি মর্ম্মপীড়া বোধ করিতে লাগিল, সুলতানের সহিত আলাদীনের বিন্দুমাত্র পার্থক্য নাই দেখিয়া, তাহার হৃদয় অত্যন্ত কাতর হইল, সে চিন্তাকুলচিত্তে তাহার বাসা সেই খাঁয়ের ভবনে প্রত্যাগমন করিল।

আশ্চর্য্য-প্রদীপ অপহরণ-প্রয়াস

অতঃপর যাদুকর ভাবিতে লাগিল, "এখন আমার প্রধান কার্য্য প্রদীপটি হস্তগত করা, কিন্তু তাহা আলাদীন কোথাও লুকাইয়া রাখিয়াছে, কি তাহা সর্ব্বদা সঙ্গে রাখে, তাহা জানিবার কোন উপায় দেখিতেছি না। দেখি, সাধ্যানুসারে গণনা করিয়া যদি ইহার অবস্থানের কথা জানিতে পারি।" যাদুকর গণনা আরম্ভ করিল, অল্পকালের মধ্যেই তাহার মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সে বুঝিল, প্রদীপটি আলাদীনের গৃহেই রহিয়াছে, সে হর্ষভরে বলিয়া উঠিল, "এ প্রদীপ আমি হস্তগত করিবই, আমি নিশ্চয়ই আলাদীনকে পুনর্ব্বার ধূলিসাৎ করিয়া স্বকার্য্য সাধন করিব।"

দুর্ভাগ্য বশতঃ এই সময় আলাদীন কয়েকদিনের জন্য মৃগয়ায় যাত্রা করিয়াছিল, কিন্তু যাদুকর সে কথা জানিত না, সে এক খাঁয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "আমি আলাদীনের অদ্ভুত প্রাসাদ দেখিলাম, এমন আর কখন দেখি নাই, কখন দেখিব, সে আশাও করি না। প্রাসাদের যিনি মালিক, তিনি কিরূপ লোক, তাহা দেখিবার জন্য আমার মনে বড়ই আগ্রহের সঞ্চার হইয়াছে। তিনি নিশ্চয়ই এক জন অসাধারণ ব্যক্তি হইবেন।" খাঁ বলিল, "ইহা কিছুই কঠিন কাজ নহে, যে কোন সময়ে তাঁহাকে দেখিতে পার, কিন্তু কথা এই যে, আপাততঃ তিনি রাজধানীতে উপস্থিত নাই, মৃগয়া করিতে গিয়াছেন, চারি পাঁচ দিন পরে তাঁহার ফিরিবার কথা আছে, তাহার পূর্ব্বে দেখা হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।"

প্রদীপ-ফেরির সুকৌশল

আফ্রিকার যাদুকরের আর অধিক কথা জানিবার আবশ্যক হইল না। সে খাঁ সাহেবের সম্মুখ হইতে নিজের কক্ষে উপস্থিত হইল। সে ভাবিল, "এখন যদি কার্য্যোদ্ধার করিতে না পারি, তবে এমন সুযোগ আর পাইব না।" যাদুকর এক জন প্রদীপবিক্রেতার দোকানে উপস্থিত হইয়া বলিল, "মহাশয়, আমি বারোটা বড় তামার প্রদীপ ক্রয় করিব, আপনি তাহা দিতে পারিবেন কি?" দোকানদার বলিল, "এতগুলি প্রদীপ আজ প্রস্তুত নাই, আপনি যদি কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারেন, তাহা হইলে আমি দিতে পারি।" যাদুকর বলিল, "আচ্ছা, তাহাই হইবে, কিন্তু প্রদীপগুলি যেন দেখিতে বেশ সুন্দর ও উত্তমরূপে পালিশ করা হয়, তাহা হইলে আপনি যে মূল্য চাহিবেন, আমি তাহাই প্রদান করিতে সম্মত আছি।"

পরদিন প্রভাতে যাদুকর দ্বাদশটি প্রদীপই প্রাপ্ত হইল, দোকানদার যে মূল্য চাহিল, যাদুকর তাহাই প্রদান করিল। প্রদীপকয়টি একটি ঝুড়িতে সজ্জিত করিয়া, তাহা স্কন্ধে লইয়া, যাদুকর ফেরি করিতে বাহির হইল এবং আলাদীনের প্রাসাদসন্নিকটে ঘন ঘন হাঁকিতে লাগিল, "চাই, পুরানো প্রদীপের বদলে নূতন প্রদীপ, অতি চমৎকার নূতন প্রদীপ।" বালকগণ যাদুকরের কথা শুনিয়া বড় আমোদ পাইল এবং তাহার চারিপার্শ্বে জমিয়া উচ্চৈঃস্বরে তাহার কথার প্রতিধ্বনি করিয়া তাহাকে ক্ষেপাইতে লাগিল। তাহারা বলিল, "পুরানো প্রদীপ লইয়া নূতন প্রদীপ দিতে চায়, লোকটা নিশ্চয় পাগল!"

কিন্তু বালকবালিকাদিগের বিদ্রূপে যাদুকরের ধৈর্য্য নষ্ট হইল না, সে সমান উৎসাহে পূর্ব্ববৎ চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "চাই, পুরানো প্রদীপের বদলে নূতন প্রদীপ, অতি চমৎকার নূতন প্রদীপ।" সে প্রাসাদের চারি পাশে পুনঃ পুনঃ ঘুরিয়া ঘুরিয়া এই একই কথা বলিতে লাগিল। অবশেষে তাহার কণ্ঠস্বর সুলতানকন্যার কর্ণগোচর হইল, কিন্তু যাদুকর কি কথা বলিতেছে, তাহা সুলতান-দুহিতা স্পষ্ট বুঝিতে না পারিয়া এক জন দাসীকে তাহা জানিয়া আসিবার আদেশ করিলেন।

রাজপ্রাসাদে সাড়া

দাসী কিয়ৎকাল পরে হাসিতে হাসিতে সুলতানজাদীর নিকট প্রত্যাগমন করিয়া দাঁড়াইয়া, দন্তপাটি বিকাশ করিয়া হাসিতে লাগিল। সুলতান-দুহিতা বলিলেন, "আঃ মর্ মাগী, কি হইয়াছে যে দাঁত বাহির করিয়া এ রকম হাসিতেছিস্?" দাসী বলিল, "ঠাকুরাণি, লোকটার পাগ্‌লামী দেখিয়া কি না হাসিয়া থাকা যায়? সে এক ঝুড়ি নূতন প্রদীপ আনিয়া গৃহস্থের পুরানো প্রদীপের সঙ্গে বদল করিতে চায়, বিক্রয় করিবে না। রাজ্যের ছেলে জুটিয়া তাহাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতেছে, লোকটা অস্থির হইয়া উঠিয়াছে।"

আর এক জন দাসী এই কথা শুনিয়া বলিল, "লোকটা পুরানো প্রদীপের বদলে নূতন প্রদীপ দিতে চায়? ঠাকুরাণি, দেখিয়াছেন কি না, জানি না, আমি দেখিয়াছি, আমাদের কার্ণিসের উপর একটা পুরানো প্রদীপ আছে, এটা বদলাইয়া একটা নূতন প্রদীপ লইলে হানি কি? ঠাকুরাণীর অনুমতি হইলে আমি এই প্রদীপটা বদল করিয়া লই।"

দাসী যে প্রদীপটির কথা বলিতেছিল, তাহা আলাদীনের সেই অদ্ভুত প্রদীপ; আলাদীনের সকল সৌভাগ্যের মূল। পাছে ইহা কেহ কোথাও ফেলিয়া দেয়, এই ভয়ে আলাদীন মৃগয়াযাত্রার পূর্ব্বে এই প্রদীপটি সাবধানে কার্ণিসের উপর রাখিয়াছিল, কিন্তু পূর্ব্বে তাহার উপর আর কাহারও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। মৃগয়া ভিন্ন অন্য কোন কাজে কোথাও যাত্রা করিলে আলাদীন এই প্রদীপটি সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইত, কারণ, মৃগয়ায় বিপদের সম্ভাবনা যথেষ্ট, দৈবাৎ প্রদীপটি হারাইয়া যাওয়াও অসম্ভব নহে। যাহা হউক, আলাদীনের কর্ত্তব্য ছিল, প্রদীপটিকে একটা সিন্দুকে বন্ধ করিয়া রাখা, কিন্তু তাহা সে রাখে নাই, ইহা আলাদীনের পক্ষে সাবধানতার অভাব বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে, কিন্তু সাবধানতার এরূপ অভাব সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়।

দুর্ভাগ্যের ছলনা

সুলতানদুহিতা এই প্রদীপের গুণের কথা জানিতেন না, আলাদীনও কোন দিন তাহার স্ত্রীর নিকট এই গুপ্তকথা প্রকাশ করা সঙ্গত জ্ঞান করে নাই, সুতরাং দাসীর কথা শুনিয়া আলাদীনের স্ত্রী বলিলেন, "তোর যদি এত সখ হইয়া থাকে, তবে যা, ওটা বদল দিয়া একটা নূতন প্রদীপ আনিয়া রাখ্।"



দাসী এক জন খোজার হস্তে প্রদীপটি সমর্পণ করিল, খোজা তাহা লইয়া যাদুকরের নিকট আসিয়া বলিল, "এই পুরানো প্রদীপটি লইয়া আমাকে একটা নূতন প্রদীপ দাও।"

আশ্চর্য্য প্রদীপ বদল

যাদুকর সেই পুরাতন প্রদীপ দেখিবামাত্র তাহা অদ্ভুত প্রদীপ বলিয়া বুঝিতে পারিল, তাহার মনে আনন্দের সীমা রহিল না। সে অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে খোজার হস্ত হইতে প্রদীপটি গ্রহণ করিল, এবং তাহা নিজের বুকের কাছে রাখিয়া ঝোড়া-সমেত সকল প্রদীপ খোজার সম্মুখে স্থাপন করিয়া বলিল, "তোমার যেটি ইচ্ছা, ইহার ভিতর হইতে বাছিয়া লইতে পার।" খোজা একটি নূতন প্রদীপ লইয়া আলাদীনের স্ত্রীর নিকট উপস্থিত হইল, যাদুকরও ধীরে ধীরে সে স্থান পরিত্যাগ করিল। পুরানো প্রদীপের পরিবর্ত্তে নূতন প্রদীপ দিয়া গিয়াছে দেখিয়া, পল্লীবালকগণ আরও অধিকভাবে যাদুকরের উদ্দেশে নানা বিদ্রূপবাক্য বলিতে বলিতে তাহার পশ্চাতে ছুটিতে লাগিল।

নগরের প্রান্তভাগে একটি নির্জ্জন স্থানে আসিয়া যাদুকর তাহার নূতন প্রদীপের ঝুড়িটা ফেলিয়া দিল, তাহার পর দ্রুতবেগে নগর ত্যাগ করিয়া অন্যের অলক্ষ্যে তাহার অভিপ্রেত পথে ধাবিত হইল। যাঁর বাড়ীতে

সে তাহার জিনিসপত্র ফেলিয়া আসিয়াছে বলিয়া তাহার মনে কিছুমাত্র দুঃখ হইল না, সে তাহার দীর্ঘকালের কামনার বস্তু হস্তগত করিয়াছে, আর তাহার আক্ষেপ কি ?

রাত্রে এক স্থানে উপস্থিত হইয়া যাদুকর তাহার বক্ষ-সন্নিধান হইতে প্রদীপটি সাবধানে বাহির করিয়া তাহা ধীরে ধীরে ঘর্ষণ করিল, তখনই সেই বিকটাকার দৈত্য তাহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া বলিল, "আমি প্রদীপের দাস, প্রদীপ যাহার নিকট থাকে, আমি তাহারই দাস, তোমার কি আদেশ বল, আমি তাহা পালন করিতেছি।" যাদুকর বলিল, "আমি আদেশ করিতেছি, আলাদীনের প্রাসাদটি সকল দ্রব্যের সহিত—জীবিত বা মৃত সকল প্রাণীর সহিত আফ্রিকা দেশের প্রান্তভাগে তুলিয়া লইয়া যাও। সেই সঙ্গে আমাকেও লইয়া চল।" কথা শেষ হইতে না হইতে আলাদীনের প্রাসাদ, আসবাব, রত্নভাণ্ডার সকল জিনিসের সহিত যাদুকরকে লইয়া দৈত্য শূন্যে উড়িয়া আফ্রিকাদেশে চলিল। সুলতান-দুহিতা বদরুল বদর, তাঁহার খোজা, দাসদাসী সকলেই শূন্যপথে উড়িয়া চলিল।

শূন্যপথে প্রাসাদ-চালান

পরদিন প্রভাতে সুলতান তাঁহার বাতায়নসন্নিকটে আসিয়া আলাদীনের প্রাসাদ-শোভা সন্দর্শনের জন্য দণ্ডায়মান হইলেন। আলাদীনের প্রাসাদ যে দিকে ছিল, সে দিকে আগ্রহভরে দৃষ্টিপাত করিলেন; কিন্তু প্রাসাদ দেখিতে পাইলেন না; দেখিলেন, খানিক ফাঁকা জমি ধূ ধূ করিতেছে। তিনি প্রথমে মনে করিলেন, তাঁহার দৃষ্টিশক্তির খর্ব্বতা হইয়াছে, তাই দেখিতে গোল হইতেছে। তিনি উভয় করতলে চক্ষুর্দ্বয় মার্জ্জনা করিলেন, কিন্তু তথাপি প্রাসাদ তাঁহার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল না। তিনি হতবুদ্ধি হইয়া কিয়ৎকাল সেখানে দণ্ডায়মান রহিলেন, তাহার পর ব্যাপার কিছুই বুঝিতে না পারিয়া উজীরকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন, এবং একটি গৃহমধ্যে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "এ কি হইল! যদি কোন কারণে ইহা চূর্ণ হইয়া যাইত, তাহা হইলে প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষও ত' বর্ত্তমান থাকিত। যদি পৃথিবীর মধ্যে হঠাৎ এই প্রাসাদ প্রবেশ করিত, তাহা হইলেও ত' মৃত্তিকার বিদারণচিহ্ন থাকিত, কিন্তু কিছুই ত' দেখিতে পাইতেছি না, আমার প্রিয়তমা কন্যা, তাহার দাসদাসী, বিপুল ঐশ্বর্য্য সকলই কি অন্তর্হিত হইল?"

উজীর অবিলম্বে সুলতানের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন, তিনি সুলতানের আদেশ শুনিয়া এত [illegible] সুলতানের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন যে, আলাদীনের প্রাসাদ যথাস্থানে আছে কি না, তৎপ্রতি লক্ষ্যপাতও করেন নাই। অন্যের কথা কি, দ্বারবানগণও সে দিকে দৃষ্টিপাত করে নাই।

উজীর সুলতানের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "জাঁহাপনা, আপনার ভৃত্য যে ভাবে আমাকে আপনার আদেশ জানাইল, তাহাতে বোধ হয়, কোন অসম্ভব ঘটনা ঘটিয়াছে, আমি ত' আর একটু পরেই হুজুরের দরবারে উপস্থিত হইতাম, তথাপি আমাকে এত তাড়াতাড়ি আহ্বান করিবার কি আবশ্যক ছিল, বুঝিতে না পারিয়া ব্যস্ত হইয়াছি।"

প্রাসাদ-অন্তর্ধানের বিস্ময়-ধাঁধা

সুলতান দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "উজীর, যাহা ঘটিয়াছে, তাহা বড়ই অসম্ভব; এমন অসম্ভব কাণ্ড কখন দেখি নাই, এমন অদ্ভুত ঘটনার কথা আমি শুনি নাই, তুমিও বোধ হয় এ ব্যাপার অসম্ভব বলিয়াই স্বীকার করিবে। আলাদীনের প্রাসাদ কোথায়, কিছু বলিতে পার কি?" উজীর সবিস্ময়ে বলিলেন, "বলেন কি খোদাবন্দ, আমি যে এখনই তাহার নিকট দিয়া এখানে আসিলাম, আমার বোধ হইল, তাহা সেই স্থানেই সংস্থাপিত আছে। এরূপ একটি সুবিস্তীর্ণ হর্ম্ম্য সহজে কখন অদৃশ্য হইতে পারে না।" সুলতান বলিলেন, "আমার প্রাসাদ-বাতায়নে দাঁড়াইয়া একবার দেখিয়া এস, দেখিতে পাও কি না, সত্বর আসিয়া আমাকে জানাইবে।"

উজীর সুলতান-প্রাসাদের বাতায়নে দাঁড়াইয়া, আলাদীনের প্রাসাদের চিহ্নমাত্র দেখিতে পাইলেন না। অনেকক্ষণ ধরিয়া চাহিয়া চাহিয়া নিরাশ হইয়া, তিনি সুলতানের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। আসিবামাত্র সুলতান তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, আলাদীনের প্রাসাদ নজরে পড়িল ?" উজীর বলিলেন, "জাঁহাপনা, আমি ত' বহুদিন পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই অতুলনীয়, মহা ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন, সুন্দর, সুরম্য হর্ম্ম্য ইন্দ্রজালসম্ভূত, কিন্তু তখন আমার কথায় খোদাবন্দের বিরক্তিসঞ্চার হইয়াছিল।"

সুলতান উজীরের উক্তির সারবত্তা অস্বীকার করিতে পারিলেন না, নিজে প্রতারিত হইয়াছেন বুঝিয়া ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। তিনি চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিলেন, "সেই নরাধম প্রবঞ্চক কোথায় ? এখনই আমি তাহার শিরশ্ছেদনের আদেশ দান করিব।" উজীর বলিলেন, "কয়েক দিন পূর্ব্বে রাজজামাতা মৃগয়াযাত্রার ছলনায় হুজুরের রাজধানী পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি প্রত্যাগমন করিলে আমরা তাঁহাকে তাঁহার প্রাসাদের কথা জিজ্ঞাসা করিব। বোধ করি, এ কথা তাঁহার অজ্ঞাতও নহে।"

ভাগ্যদেবীর নিষ্ঠুর পরিহাস

সুলতানের ক্রোধাবেগ বর্দ্ধিত হইল, তিনি বলিলেন, "সে দুরাচার এরূপ কোমল ব্যবহারের উপযুক্ত নহে, এখনই তাহার সন্ধানে ত্রিশ জন অশ্বারোহী পাঠাও ; সে যেখানে থাক, তাহাকে লৌহশৃঙ্খলে বাঁধিয়া আমার নিকট উপস্থিত করিবে।" সুলতানের আদেশ অনুসারে উজীর তৎক্ষণাৎ ত্রিশ জন অশ্বারোহীকে আলাদীনের অনুসন্ধানে প্রেরণ করিলেন। আলাদীন তখন মৃগয়া শেষ করিয়া রাজধানী-অভিমুখে প্রত্যাগমন করিতেছিল, তাহারা আলাদীনকে দেখিয়া সবিনয়ে বলিল, "সুলতান তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য অত্যন্ত অধীরভাবে অপেক্ষা করিতেছেন।" এরূপ প্রভূত ক্ষমতাশালী ঐশ্বর্য্যবান্ রাজজামাতাকে সুলতানের আদেশ সত্ত্বেও তাহারা শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে সহসা সাহসী হইল না।

আলাদীন একবারও সন্দেহ করে নাই যে, রাজধানীতে তাহার প্রাসাদঘটিত কোন গুরুতর বিভ্রাট্ উপস্থিত হইয়াছে ; সুতরাং আলাদীন নিজের ইচ্ছানুসারে মৃগয়া করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছিল। রাজধানীর প্রান্তদেশে উপস্থিত হইলে প্রহরিগণের সর্দ্দার বলিল, "রাজজামাতা, আমাদের অপরাধ লইবেন না, সুলতানের আদেশ প্রতিপালন না করিলে আমাদিগকে ক িন দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। সুলতান আপনাকে শৃঙ্খলিত অবস্থায় তাঁহার নিকট উপস্থিত করিবার আদেশ প্রদান করিয়াছেন।" প্রহরীদিগের এই কথা শুনিয়া আলাদীন স্তম্ভিত হইয়া পড়িল, তাহার ভয় ও বিস্ময়ের সীমা রহিল না। আলাদীন নিজেকে নির্দ্দোষ বলিয়া জানিত, তাহার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ হইয়াছে, তাহা বুঝিতে না পারিয়া সে সম্বন্ধে সর্দ্দার প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করিল, সর্দ্দার বলিল, "তাহারা প্রকৃতই কোন কথা জানে না, সুলতানের আজ্ঞা অনুসারে তাহারা আদেশপালন করিতে আসিয়াছে।"

শৃঙ্খলে বন্দী

আলাদীন দেখিল, সুলতানের প্রহরিগণের বিরুদ্ধাচরণে তাহার বিন্দুমাত্র ক্ষমতা নাই, তাহার অনুচরসংখ্যা অত্যল্প, বিশেষতঃ সুলতানের সহিত বিবাদের শেষ ফল মঙ্গলজনক না হইবারই সম্ভাবনা ; সুতরাং সে তাহার অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া বিনীতভাবে বলিল, "প্রহরিগণ, তোমরা সুলতানের আদেশ পালন কর, আমি তোমাদের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতেছি। কিন্তু তোমরা নিশ্চয় জানিও, আমি সুলতানের নিকট অপরাধী নহি।" সুলতানের প্রহরিগণ কোন উত্তর না দিয়া আলাদীনকে লৌহশৃঙ্খলে সুদৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিল এবং তাহাকে পদব্রজে সম্রাট-সমীপে লইয়া চলিল।

রাজধানীতে প্রবেশ করিবামাত্র নগরবাসিগণের দৃষ্টি আলাদীনের দিকে আকৃষ্ট হইল। সকলেই আলাদীনের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান্ ছিল, কেহ কেহ যথোচিত কৃতজ্ঞও ছিল। তাহারা আলাদীনের

বন্ধনদশা দেখিয়া রক্ষিবর্গের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া লাঠি-সোটা, কেহ অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার উপক্রম করিল, ইতিমধ্যে প্রহরিগণ আলাদীনকে লইয়া রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করায় তাহারা প্রহরিগণকে আক্রমণ করিতে পারিল না।

নির্মম আদেশের বিদ্রোহ

প্রহরিগণ আলাদীনকে সুলতানের সম্মুখে লইয়া গেল, সুলতান তখন প্রাসাদবাতায়নপথে আলাদীনের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। আলাদীনকে দেখিবামাত্র ঘাতককে ডাকিয়া বলিলেন, "অবিলম্বে উহার শিরশ্ছেদন কর, দুরাচারের কোন কথা আমি শুনিতে চাই না।"

ঘাতক আলাদীনের প্রাণবধে উদ্যত হইয়া তরবারি ঘুরাইয়া সুলতানের ইঙ্গিত প্রতীক্ষা করিতেছে, এমন সময় উজীর দেখিলেন, সশস্ত্র নগরবাসিগণ প্রাসাদাভিমুখে ছুটিয়া আসিতেছে। ঘাতকের হস্ত হইতে আলাদীনের প্রাণরক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে তাহারা ছুটিয়া আসিতেছে, উজীর তাহা অবিলম্বে বুঝিতে পারিলেন। তিনি সুলতানকে বলিলেন, "জাঁহাপনা, আপনি আলাদীনের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রদানের পূর্ব্বে একবার ভাবিয়া দেখিবেন, আপনি কি করিতে যাইতেছেন, আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি, আলাদীনের প্রাণ নষ্ট করিলেই প্রজাবিদ্রোহ উপস্থিত হইবে, আপনার প্রাসাদ অবিলম্বে আক্রান্ত ও অধিকৃত হইবে।"

উজীরের এই কথায় বিচলিত হইয়া, সুলতান ঘাতককে আদেশ করিলেন, "উহার প্রাণবধ করিও না, উহাকে ছাড়িয়া দাও।"—সুলতান আলাদীনকে মুক্তিদান করিয়াছেন; ইহা চতুর্দ্দিকে ঘোষিত হইবামাত্র নগরবাসিগণ স্ব স্ব আবাসে প্রস্থান করিল।

আলাদীন মুক্তিলাভ করিয়াও পলায়ন করিল না, ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে সুলতানের মুখের দিকে চাহিয়া অত্যন্ত কাতরভাবে বলিল, "জাঁহাপনা, আমার কি অপরাধ, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বলিলে আমি অত্যন্ত বাধিত হই। আমি যে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, কিন্তু আপনি যখন আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, তখন বুঝিতেছি, আমি কোন বিশেষ অপরাধে অপরাধী হইয়াছি।" সুলতান অত্যন্ত কর্কশস্বরে বলিলেন, "প্রবঞ্চক, নরাধম, তোর অপরাধ কি, এখনও তাহা বুঝিতে পারিস্ নাই? আমার নিকট আয়, আমি তাহা দেখাইয়া দিতেছি।"

আলাদীন প্রাসাদে আরোহণ করিলে, সুলতান তাহাকে সঙ্গে লইয়া একটি কক্ষের বাতায়ন-সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "চাহিয়া দেখ, তুমি অবশ্যই তোমার প্রাসাদ চিনিতে পারিবে, তাহা দেখিয়া আমাকে বল, তোমার প্রাসাদ কোন্ দিকে কি অবস্থায় আছে।" আলাদীন ব্যগ্রদৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিল, কিন্তু তাহার প্রাসাদ দেখিতে পাইল না, সে পুনঃ পুনঃ চক্ষু মুছিয়া, তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াও প্রাসাদ লক্ষ্য করিতে পারিল না; প্রাসাদ কিরূপে সহসা অন্তর্হিত হইল, তাহাও বুঝিতে সমর্থ হইল না। সুলতানকে কোন কথা না বলিয়া ভয়ে বিস্ময়ে স্তম্ভিতভাবে সে দণ্ডায়মান রহিল। সুলতান তখন সরোষে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর প্রাসাদ কোথায়, আমার কন্যাই বা কোথায়, শীঘ্র বল।" অনেকক্ষণ পরে আলাদীন নতমস্তক উত্তোলিত করিয়া বলিল, "জাঁহাপনা, দেখিতেছি, আমার প্রাসাদ এখান হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে, কিন্তু আমি আপনার নিকট শপথ করিয়া বলিতেছি, এ জন্য আমি অপরাধী নহি, কাহার এ কাজ, তাহাও আমি কিছুমাত্র জানি না।"

জীবন-সীমা চল্লিশ দিন

সুলতান বলিলেন, "তোমার প্রাসাদের কি হইল না হইল, তাহা জানিবার জন্য আমি বিন্দুমাত্র ব্যস্ত নহি, আমার কন্যাকে আমি তোমার সেই প্রাসাদ অপেক্ষা লক্ষগুণে অধিক মূল্যবান্ মনে করি। যদি তুমি আমার কন্যাকে অন্বেষণ করিয়া আমার নিকট উপস্থিত করিতে না পার, তাহা হইলে আমি তোমার প্রাণদণ্ড করিব।" আলাদীন বলিল, "জাঁহাপনা, আমি আপনার নিকট চল্লিশ দিনের সময় প্রার্থনা করিতেছি, এই সময়ের মধ্যে যদি আপনার কন্যার অনুসন্ধান করিয়া তাহাকে আপনার নিকট উপস্থিত করিতে না পারি,

তাহা হইলে আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, আমি আপনার সিংহাসনসমীপে উপস্থিত হইব এবং বিনা প্রতিবাদে প্রাণদণ্ড গ্রহণ করিব।" সুলতান বলিলেন, "আমি তোমার অঙ্গীকারে সম্মত হইলাম, কিন্তু তুমি প্রাণভয়ে পলায়ন করিও না, যদি পলায়ন কর, তবে পৃথিবীর অপর প্রান্ত হইতে তোমাকে ধরিয়া আনিব।"

আলাদীন অত্যন্ত ব্যথিত-হৃদয়ে নিরুৎসাহভাবে সুলতানের সম্মুখ হইতে প্রস্থান করিল, সুলতানের কর্ম্মচারিগণের মধ্যে কেহই আলাদীনের শোকদুঃখে তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিল না। আলাদীন কাহারও নিকট কোন সান্ত্বনালাভেরও আশা করিল না, তাহার বুদ্ধিভ্রংশ হইল, এই বিপদে পড়িয়া যে কি করিতে হইবে, তাহা পর্য্যন্ত সে বুঝিতে পারিল না। সে তিন দিনকাল চীনরাজধানীর পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইল, কেহ অনুগ্রহ করিয়া তাহাকে কিছু আহার করিতে দিলে তাহাই আহার করিয়া সে ক্ষুন্নিবারণ করিতে লাগিল।

আত্মহত্যার প্রয়াস

আলাদীন হতাশভাবে রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া, একটি পথ ধরিয়া এক দিকে চলিতে লাগিল, চলিতে চলিতে সন্ধ্যাকালে একটি নদীতীরে আসিল, নদীতীরে বসিয়া সে ভাবিতে লাগিল,—এখন কোথায় যাই? কোথায় আমার অপহৃত প্রাসাদের অনুসন্ধান করি? পৃথিবীর কোন্ অংশে আমার প্রিয়তমাকে কে লুকাইয়া রাখিয়াছে, তাহা কিরূপে জানিতে পারিব? বিপুলা বসুন্ধরা, চতুর্দ্দিকে দুর্ভেদ্য বাধা, আমার সময় চল্লিশ দিনমাত্র, তাহারও কয়েক দিন অতিবাহিত হইয়া গেল। আমার আশা যে পূর্ণ হইবে, তাহার কোনই সম্ভাবনা দেখিতেছি না। নানা বিভিন্ন চিন্তায় বিভ্রান্ত হইয়া আলাদীন প্রথমে নদীজলে নিমজ্জিত হইয়া প্রাণত্যাগের সংকল্প করিল, কিন্তু সহসা তাহার মনে হইল, মুসলমানধর্ম্মাবলম্বীর পক্ষে এই কার্য্য অত্যন্ত গর্হিত, আত্মহত্যা মহাপাপ। যদি আত্মহত্যাই করিতে হয়, তাহা হইলেও সন্ধ্যার উপাসনা শেষ না করিয়া তাহা কর্ত্তব্য নহে। উপাসনা করিবার অভিপ্রায়ে আলাদীন নদীজলে হস্তপদ ধৌত করিতে গেল, কিন্তু জল সেখানে গভীর, তীরভূমি হইতে তাহা হাতে পাওয়া যায় না, আলাদীন নত-মস্তকে যেমন জল-স্পর্শ করিবার জন্য হাত বাড়াইল, অমনি পড়িয়া গেল, কিন্তু জলের অব্যবহিত উপরে একখণ্ড প্রস্তর ছিল, জলের মধ্যে না পড়িয়া সে সেই প্রস্তরখণ্ডের উপর পড়িল। তাহার অঙ্গুলীতে তখনও যাদুকর-প্রদত্ত অঙ্গুরীটি ছিল, তাহার কথা আলাদীন সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াছিল, কিন্তু শিলাখণ্ডে অঙ্গুরীয়টি ঘর্ষিত হইবামাত্র এক ভীষণ দৈত্য তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল, "আমি অঙ্গুরীর দাস, যে ব্যক্তির অঙ্গুরী আছে, আমি তাহার দাস, আমাকে তুমি কি করিতে বলিবে, বল; আমি তোমার আদেশ পালন করিব।"

অঙ্গুরী-দাস দৈত্যের অভিযান

আলাদীন সহসা যেন অনন্ত সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতে খাইতে কূলে পদার্পণ করিল, আগ্রহভরে বলিল, "দৈত্যরাজ, একবার তুমি আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছ, দ্বিতীয়বার আমার প্রাণরক্ষা কর, আমার প্রাসাদ কোথায়, তাহা বল, আর তাহা যেখানে ছিল, সেখানে আনিয়া দাও।" দৈত্য বলিল, "তুমি আমাকে যাহা করিতে বলিতেছ, আমার পক্ষে তাহা অসাধ্য, আমি অঙ্গুরীর দাস, প্রদীপের দাস ভিন্ন অন্য কাহারও ইহা সাধ্য হইবে না।" আলাদীন বলিল, "যদি তাহাই হয়, তবে যেখানে সেই প্রাসাদ আছে, আমাকে সেই স্থানে লইয়া চল, আমাকে রাজকন্যা বদরুল বদরের বাতায়নের নিম্নে রাখিয়া এস।" আলাদীন এই কথা বলিবামাত্র দৈত্য আলাদীনকে স্কন্ধে লইয়া শূন্যভরে লইয়া চলিল, এবং চক্ষুর নিমেষে তাহাকে আফ্রিকা-দেশে উপস্থিত করিল। আফ্রিকার একটি প্রকাণ্ড নগরের সন্নিকটে একটি প্রান্তরের মধ্যে আলাদীনের প্রাসাদ সন্নিবিষ্ট ছিল, আলাদীনকে সেই প্রাসাদের বাতায়নের নিম্নে সংস্থাপন করিয়া দৈত্য মুহূর্ত্তমধ্যে অদৃশ্য হইল।

তখন রাত্রি, তথাপি সেই নৈশ অন্ধকারের মধ্যে আলাদীন তাহার প্রাসাদ ও রাজকন্যার কক্ষটি অনায়াসে চিনিতে পারিল ; কিন্তু রাত্রি তখন গভীর হইয়াছিল, তত রাত্রে কিছুই করা যাইতে পারে না বুঝিয়া আলাদীন কিছু দূরে একটি বৃক্ষমূলে গিয়া উপবেশন করিল। আজ তাহার দুশ্চিন্তা অনেক পরিমাণে দূর হইয়াছিল, পাঁচ ছয় দিন তাহার নয়নে নিদ্রা ছিল না, পথশ্রম যথেষ্ট হইয়াছিল, শ্রান্তিভরে ও নিদ্রাঘোরে তাহার দেহ ও নয়ন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, আলাদীন নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে সেই অনাবৃত প্রান্তরে বৃক্ষমূলেই নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

সৌভাগ্য-সূর্য্যোদয়

পরদিন প্রভাতে সূর্য্যোদয় হইলে আলাদীন বিহঙ্গ-কলকাকলীশব্দে জাগিয়া উঠিল। আলাদীন প্রাসাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই তাহার হৃদয়ের আনন্দধারা উথলিয়া উঠিল। সে বুঝিল, আবার তাহা সে লাভ করিতে পারিবে, আবার রাজকন্যাকে বক্ষে ধারণ করিয়া সুখী হইবে। আলাদীন ধীরে ধীরে ভূমিশয্যা পরিত্যাগ করিয়া রাজকন্যার কক্ষের বাতায়নসম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। সে ভাবিল, রাজকন্যা শয্যাত্যাগ করিয়া একবার বাতায়নসন্নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেই তাহাকে দেখিতে পাইবেন। আলাদীন এতক্ষণে স্পষ্ট বুঝিতে পারিল, মৃগয়াযাত্রাকালে গৃহে প্রদীপটি রাখিয়া যাওয়াতেই এই নিদারুণ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, কেহ প্রদীপটি কোন কৌশলে হস্তগত করিয়াই তাহার এই সর্ব্বনাশ করিয়াছে ; কিন্তু কাহার দ্বারা তাহার এই সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছে, আলাদীন তাহা বুঝিতে পারিল না।

একটু বেলা হইলে রাজকন্যা শয্যাত্যাগ করিলেন, রাজকন্যার দাসীগণ বাতায়নসন্নিকটে আসিয়া বাতায়ন-দ্বার মুক্ত করিতেই নীচে অদূরে আলাদীনকে দেখিতে পাইল। দেখিবামাত্র তাহারা ঊর্দ্ধশ্বাসে রাজকন্যার নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে আলাদীনের আগমনসংবাদ জানাইল। রাজকন্যা বাতায়নের নিকটে আসিয়া খড়খড়ি তুলিলেন, সেই শব্দে আলাদীন ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিতেই রাজকন্যাকে দেখিতে পাইল ; আনন্দে সে অধীর হইয়া উঠিল। রাজকন্যা আলাদীনের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিও না, দাসীরা গুপ্তদ্বার খুলিতে গিয়াছে, সেই দ্বারপথে এখানে এস।" গুপ্তদ্বার উন্মুক্ত হইবামাত্র আলাদীন প্রাসাদে প্রবেশ করিল। দীর্ঘকাল অদর্শনের পর স্বামি-স্ত্রী উভয়ে পরস্পরকে দেখিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দ অনুভব করিলেন ; বিরহের উচ্ছ্বসিত আবেগ সংযত করিয়া, উভয়ে একত্র উপবেশন করিলে, আলাদীন ব্যস্তভাবে বলিল, "রাজকন্যা, আমি শিকারে যাইবার সময় কার্ণিসের উপর যে পুরাতন প্রদীপটা রাখিয়া দিয়াছিলাম, তাহা কি হইল, শীঘ্র বল।" রাজকন্যা বলিলেন, "প্রিয়তম, আমার অনুমান হয়, এই প্রদীপের জন্যই বুঝি আজ আমাদিগকে এত যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইতেছে। দুঃখের কথা বলিব কি, আমি নিজেই সকল অনিষ্টের মূল।" আলাদীন বলিল, "প্রিয়তমে, তুমি আপনাকে অপরাধিনী মনে করিয়া অনর্থক সন্তপ্ত হইও না, প্রকৃত অপরাধী আমিই, আমি কেন প্রদীপটা সাবধানে রাখিলাম না? যাহা হউক, যাহা হইবার, তাহা হইয়াছে, এখন আমাদিগকে সত্বর ইহার প্রতীকার করিতে হইবে। কিন্তু প্রতীকারের পূর্ব্বে প্রদীপ কিরূপে কাহার হাতে পড়িয়াছে, তাহা জানা আবশ্যক।"

প্রিয়তমা-সম্মিলনে প্রাসাদ-রহস্য

রাজকন্যা প্রদীপবদলের কাহিনী আলাদীনের গোচর করিলেন, তাহার পরদিন নিদ্রাভঙ্গে সহসা সম্পূর্ণ অপরিচিত রাজ্যে প্রাসাদটি সংস্থাপিত দেখিয়া তাঁহার মনে কি প্রকার ভয় ও বিস্ময়ের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহাও বলিলেন। রাজকন্যার সকল কথা শুনিয়া আলাদীন বুঝিতে পারিল, দুরাত্মা যাদুকর এই প্রাসাদটিকে দৈত্যের সহায়তায় তাহার স্বদেশ আফ্রিকায় আনিয়া ফেলিয়াছে।

আলাদীন বলিল, "রাজকন্যা, এই যাদুকর অতি ভয়ঙ্কর লোক, সেই যে আমাদের এই সর্ব্বনাশ-সাধন করিয়াছে, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি। সে কিরূপে এ প্রদীপের সন্ধান পাইল, তাহা আমি তোমাকে পরে বলিব, আপাততঃ সেই দুর্ব্বৃত্ত প্রদীপটা কোথায় রাখিয়াছে, তাহা আমার জানা আবশ্যক, এ সম্বন্ধে তুমি কিছু বলিতে পার কি ?"

রাজকন্যা বলিলেন, "আমি জানি, সে সর্ব্বদা এই প্রদীপ নিজের নিকটে বুকের কাছে জামার মধ্যে অতি সাবধানে রাখে, কখনও তাহা ছাড়িয়া থাকে না। এক দিন সে তাহার জয়চিহ্নস্বরূপ এই প্রদীপ বুকের জামার ভিতর হইতে বাহির করিয়া আমাকে দেখাইয়াছিল, তাহার পর আবার সে তাহা বুকের কাছেই রাখিল দেখিয়াছি।"

জয়চিহ্ন বক্ষে ধারণ

আলাদীন রাজকন্যাকে জিজ্ঞাসা করিল, "প্রিয়তমে, তুমি আমার কথায় অসন্তুষ্ট হইও না, আমি তোমাকে একটি অত্যন্ত গুরুতর কথা জিজ্ঞাসা করিব। আমার বিশেষ অনুরোধ, এই নরপিশাচ তোমাকে হস্তগত করিয়া এ পর্য্যন্ত তোমার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছে, খুলিয়া বল।"

রাজকন্যা বলিলেন, "আমাকে এখানে আনিয়া পর্য্যন্ত সেই যাদুকর প্রত্যহ একবারমাত্র আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, কিন্তু আমি তাহার প্রতি অত্যন্ত ঘৃণা প্রকাশ করায় বোধ করি, সে আর আমার সঙ্গে সাক্ষাতে অধিক উৎসাহ প্রকাশ করিতে সাহসী হয় নাই। সে আমাকে তোমার প্রতি বিশ্বাসঘাতিনী হইয়া তাহার উপপত্নী হইবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতেছে। সে আমাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছে যে, আমি আর কখনও তোমার সাক্ষাৎ পাইব না, আমার পিতার আদেশে তোমার প্রাণদণ্ড হইয়াছে। সে তোমাকে অকৃতজ্ঞ, বিশ্বাসঘাতক প্রভৃতি নানা প্রকার অন্যায় সম্বোধন করে; তোমার যাহা কিছু সুখ-সৌভাগ্য, তাহার কারণই সে, আর যে কত ইতর-জনোচিত গালি তোমার উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করে, তাহা আমি মুখে আনিতে পারি না। সে আমাকে নানা প্রকার যন্ত্রণা দিবার ভয় দেখাইতেছে; বলিয়াছে, যদি আমি সহজে তাহার প্রতি অনুরাগিণী না হই, তবে সে অগত্যা আমার প্রতি বলপ্রয়োগ করিবে। যাহা হউক, এত দিন পরে তোমাকে দেখিয়া আমি মৃতদেহে প্রাণ পাইলাম। আমার সকল ভয়, সকল উদ্বেগ দূর হইল।"

আলাদীন বলিল, "রাজকন্যা, আমি তোমাকে এই শত্রুর কবল হইতে যে উদ্ধার করিতে পারিব, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু এজন্য আমাকে বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। আমি এখন একবার নগরে যাইব, মধ্যাহ্নকালে আবার ফিরিয়া আসিব। কি উপায়ে কার্য্যোদ্ধার করিব, তাহা স্থির করিয়া পরে তোমাকে বলিতেছি। তবে এখন এইমাত্র বলি, যদি পরে তুমি আমাকে এখানে ছদ্মবেশে উপস্থিত হইতে দেখ, তাহা হইলে বিন্দুমাত্র বিস্মিত হইও না। তুমি দাসীগণকে বলিয়া রাখিবে যে, গুপ্তদ্বারে আমি আঘাত করিবামাত্র যেন তাহারা দ্বার খুলিয়া দেয়।" রাজকন্যা আলাদীনের প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

ছদ্মবেশের সঙ্কেত

আলাদীন প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া পথে আসিয়া উপস্থিত হইল; দেখিল, অদূরে এক জন কৃষক যাইতেছে। আলাদীন দ্রুতপদে তাহার নিকটে উপস্থিত হইল, সে পথিককে একটি গুল্মের অন্তরালে লইয়া গিয়া তাহাকে কিছু পুরস্কার প্রদান করিয়া তাহার সহিত নিজের পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিল। আলাদীন কৃষকের পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া নানা পথে ঘুরিতে ঘুরিতে বাজারের মধ্যে আসিয়া পড়িল, এবং এক ঔষধ-বিক্রেতার দোকানে উপস্থিত হইয়া দোকানের অধিকারীকে এক প্রকার গুঁড়ার নাম বলিয়া তাহা তাহার দোকানে আছে কি না জিজ্ঞাসা করিল।

দোকানী আলাদীনের পরিচ্ছদ দেখিয়াই বুঝিল, লোকটা বড় গরীব, সুতরাং সে বলিল, "হাঁ, গুঁড়া আছে বটে, কিন্তু তুমি কি তাহা কিনিতে পারিবে? তোমার যে এত পয়সা আছে, তাহা ত' দেখিয়া বোধ হইতেছে না।" আলাদীন তাহার মুদ্রাপূর্ণ থলি দোকানদারকে দেখাইল, এবং একটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়া অর্দ্ধভরি গুঁড়া ক্রয় করিল। অনন্তর আলাদীন গুপ্তদ্বারপথে তাহার প্রাসাদে প্রত্যাগমন করিল, রাজকন্যার কক্ষে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিল, "রাজকন্যা, আমি এখন তোমাকে যে পরামর্শ দিব, তদনুসারে কার্য্য করা তোমার পক্ষে কিঞ্চিৎ কষ্টকর হইলেও বোধ করি, উদ্ধারলাভের আশায় তুমি সেই উপদেশ পালন করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। আমাদের স্বদেশে প্রত্যাগমনের ইহা ভিন্ন কোন আশা নাই, তাহা মনে রাখিবে।

"আমার পরামর্শ এই যে, তুমি আজ তোমার সর্ব্বোৎকৃষ্ট বেশভূষায় সুসজ্জিত হইবে, তাহার পর যাদুকর তোমার নিকট উপস্থিত হইলে তাহার প্রতি বিন্দুমাত্র বিরক্তিভাব না দেখাইয়া, ভুবনমোহন হাস্যে প্রেমময়ী প্রেমিকার ন্যায় তাহার অভ্যর্থনা করিবে। তুমি তাহার সহিত কথাবার্ত্তায় তাহাকে বুঝিতে দিবে যে, তুমি সম্পূর্ণরূপে আমার আশা ত্যাগ করিয়াছ। তাহার প্রস্তাবে আত্মসমর্পণ করিতে তোমার আর আপত্তি নাই; সে তোমার কথায় যখন গলিয়া জল হইবে, তখন তুমি তাহাকে তোমার সহিত একত্র বসিয়া আহারের নিমন্ত্রণ করিবে; বলিবে, 'তোমার পানের জন্য উৎকৃষ্ট মদ্য কিছু সংগ্রহ করিলে আমোদটা বেশ পর্য্যাপ্ত হইতে পারিবে।' তোমার কথার ভুলিয়া সে মদ্য সংগ্রহ করিতে যাইবে, ইত্যবসরে তুমি একটা পাত্রে এই গুঁড়া কিয়ৎপরিমাণে ঢালিয়া রাখিবে। সেই পাত্রে মদ্য ঢালিয়া কৌশল-সহকারে তাহাকে পান করিতে দিবে। যাদুকর তোমাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তোমার অনুরোধ অমান্য করিতে পারিবে না, সে সমস্তটুকু নিঃশেষিতরূপে পান করিবে; কিন্তু পান করিবার পর আর তাহাকে স্থিরভাবে বসিয়া থাকিতে হইবে না, একেবারে ঢলিয়া পড়িবে। তাহার পর যাহা করিতে হয়, আমি করিব।"

উদ্ধারলাভের ষড়্‌যন্ত্র

রাজকন্যা আলাদীনের কথা শুনিয়া বলিলেন, "একটা সামান্য যাদুকরের সঙ্গে এ ভাবে আমোদ-প্রমোদের অভিনয় করিতেও আমার মনে ঘৃণার উদ্রেক হইতেছে, কিন্তু কার্য্যোদ্ধারের জন্য সকলই করিতে হয়, আমার মনে ইহাতে যতই ঘৃণার সঞ্চার হউক, আমাকে ইহা করিতেই হইবে। আমি বুঝিতেছি, ইহা ভিন্ন তোমার কিম্বা আমার উদ্ধারের আশা নাই।" রাজকন্যার নিকট হইতে আলাদীন বিদায় লইয়া চলিয়া গেল, এবং সমস্ত দিন প্রাসাদের অদূরে প্রতীক্ষা করিয়া রাত্রিকালে গুপ্তদ্বারপথে প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করিল।

রূপের মোহন ফাঁদ

এ দিকে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই রাজকন্যা পরম যত্নে বিবিধ বস্ত্রালঙ্কারে দেহ সুসজ্জিত করিলেন, সুন্দররূপে বেণী রচনা করিলেন, মুখে প্রসন্নতা আনয়ন করিলেন, প্রসাধনে তাঁহার রূপ যেন শতগুণে উছলিয়া উঠিল। তাহার পর নির্ব্বোধ যাদুকরকে প্রতারিত করিবার জন্য তাহার আগমন-প্রতীক্ষায় প্রেমের ফাঁদ পাতিয়া সোফার উপর বসিয়া রহিলেন।

সন্ধ্যাকালে যাদুকর রাজকন্যার সমীপে উপস্থিত হইল। রাজকন্যা তাহাকে তাঁহার কক্ষদ্বারে দেখিবামাত্র উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং মহা সমাদরে তাহাকে ভিতরে আহ্বান করিলেন, পার্শ্ববর্ত্তী উৎকৃষ্ট আসনে তাহাকে বসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। রাজকন্যা যাদুকরকে কোন দিন দুর্ব্বাক্য ভিন্ন মিষ্টকথা বলেন নাই, আজ এইপ্রকার সমাদর দেখিয়া এবং রাজকন্যার রূপ ও বস্ত্রালঙ্কারের আতিশয্যে শতগুণ উজ্জ্বল হইয়াছে লক্ষ্য করিয়া, যাদুকর একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল, তাহার চৈতন্য ও বুদ্ধি লোপ পাইল, পাপলালসা তাহার বুকের মধ্যে হুহু করিয়া জ্বলিতে লাগিল, রাজকন্যার দীপ্ত আঁখিতারা দুটি তাহার হৃদয় বিঁধিয়া প্রাণ বাহির করিবার উপক্রম করিল। যাদুকর মুগ্ধ-হৃদয়ে রাজকন্যার নির্দ্দিষ্ট আসনে বসিয়া পড়িল।

কিয়ৎকাল স্থিরভাবে থাকিয়া যাদুকর আত্মসংবরণ করিয়া লইলে, রাজকন্যা তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আজ তুমি আমার ব্যবহারে কিছু বিস্মিত হইয়াছ বোধ হইতেছে, কিন্তু বিস্ময়ের কোন কারণ নাই। আমি এ কয় দিন অবস্থা-পরিবর্ত্তনে এতই দুঃখিত, ব্যথিত ও মর্ম্মাহত হইয়াছিলাম যে, তোমার প্রণয়-নিবেদন আমার কর্ণে প্রবেশ করে নাই, তোমাকে দুর্ব্বাক্য বলিতেও আমি কুণ্ঠিত হই নাই; কিন্তু আমি আমার অদৃষ্টের পরিণাম চিন্তা করিয়া দেখিলাম; বুঝিলাম, আলাদীন আমার পিতার আদেশে এত দিন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, এ জীবনে যে পিতার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, সে আশাও নাই; সুতরাং এখন যাহাতে পূর্ব্বকথা ভুলিয়া যাইতে পারি,—আবার সুখস্বপ্নে নিমগ্ন হইতে পারি, তাহা করাই আমার কর্ত্তব্য। আমি এখন হইতে তোমার প্রেমে আত্ম-সমর্পণ করিব মনে করিয়াছি, তুমি ভিন্ন এ বিদেশে আমার দ্বিতীয় আত্মীয় আর কেহ নাই। আমার প্রতি তোমার প্রেমের পরিচয় পাইয়াছি, তোমার অনুরাগে আমার অবহেলা করা কর্ত্তব্য নহে। প্রিয়-বন্ধু, তুমি আমার পূর্ব্বকৃত রূঢ় আচরণের কথা বিস্মৃত হও। আমি তোমার অভ্যর্থনার জন্য খানার আয়োজন করিয়াছি, আজ আমার সহিত তোমাকে আহার করিতেই হইবে; কিন্তু আমার কাছে চীন দেশের যে মদ্য আছে, তাহা আদৌ উৎকৃষ্ট নহে, আমার ইচ্ছা, তুমি আফ্রিকা-দেশোৎপন্ন উৎকৃষ্ট মদিরা ক্রয় করিয়া আন; তাহা হইলে আমাদের আমোদ বেশ জমাটী হইবে।"

প্রেমচাতুর্য্যের অভিনয়

যাদুকর ইতিপূর্ব্বে এক দিনও মনে করিতে পারে নাই যে, সে এত সহজে রাজকন্যার প্রণয়ভাজন হইতে পারিবে, রাজকন্যার কথাগুলি তাহার নিকট অত্যন্ত সরল প্রেমপূর্ণ বলিয়া বোধ হইল। রাজকন্যার সোহাগে সে আহ্লাদে আত্মহারা হইয়া পড়িল। রাজকন্যাকে বলিল, "প্রিয়তমে, তোমার কথা শুনিয়া আমি বড়ই আনন্দিত হইলাম, এখানে অতি উৎকৃষ্ট মদ্য পাওয়া যায়, তাহাতে সন্দেহ নাই; বিশেষতঃ আমার গৃহে যে মদ্য আছে, পৃথিবীর আর কোথাও সেরূপ উৎকৃষ্ট মদ্য পাওয়া যায় না। আমি তাহারই দুই বোতল এখনি আনিতেছি।" রাজকন্যা বলিলেন, "প্রিয়তম, তুমি নিজে যাইও না, তোমার বিরহ আমার অসহ্য; তুমি অন্য কাহাকেও পাঠাইয়া এখানে বসিয়া আমোদ কর।" যাদুকর বলিল, "সুন্দরি, আমি কি আর ইচ্ছা করিয়া যাইতেছি? আমি ভিন্ন সে মদ্য আর কেহ আনিতে পারিবে না, আমাকেই যাইতে হইবে। তুমি একটু অপেক্ষা কর, শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব।" রাজকন্যা বলিলেন, "আমি তোমার আশায় বসিয়া থাকিলাম, খাদ্যদ্রব্য সমস্ত প্রস্তুত, দেখিও, যেন বিলম্ব না হয়, এ অধীনীকে বেশীক্ষণ ভুলিয়া থাকিও না।" যাদুকর প্রফুল্লচিত্তে আলাদীনের প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া মদ্য আনিতে চলিল।

এ দিকে রাজকন্যা একটি পানপাত্রে আলাদীনপ্রদত্ত সাদা চূর্ণ ঢালিয়া পাত্রটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখিয়া দিল। ইহার অল্পকাল পরেই যাদুকর দুই বোতল মদ্য লইয়া রাজকন্যার কক্ষে প্রত্যাগমন করিল এবং রাজকন্যার পাশে বসিয়া তাঁহার সুন্দর মুখের দিকে সতৃষ্ণনয়নে চাহিতে লাগিল। সুন্দর মুখে হাসির তরঙ্গ তুলিয়া রাজকন্যা বলিলেন, "আমার ইচ্ছা ছিল, তোমাকে কিছু গান শুনাই, কিন্তু আমরা এখানে যখন কেবল দুই জন মাত্র আছি, তখন গীত অপেক্ষা গল্পই তোমার অধিক প্রীতিকর হইবে, কি বল? রাজকন্যার গভীর প্রেমের পরিচয় পাইয়া যাদুকর বিগলিত-হৃদয়ে বলিল, "সেই ভাল, গল্পই বল, তোমার বিধুমুখে মধুর গল্প শুনিতে আমি বড় ব্যগ্র হইয়াছি।"

মদের সঙ্গে গল্পের বুকনী

গল্প করিতে করিতে রাজকন্যা যাদুকরপ্রদত্ত এক পাত্র মদ্য পান করিলেন, তাহার পর তিনি বলিলেন, "তোমার মদ্য, ভাই, সত্যই অতি উৎকৃষ্ট, এমন উত্তম মদ্য আমি জীবনে কখন পান করি নাই।" যাদুকর বলিল, "রাজকন্যা, তুমি বড় সুরসিকা, মদ্যের গুণ ঠিক বুঝিয়াছ, বলিতে কি, মদ্য পান করিয়া এত আমোদ

আমি আর কোথাও কখন পাই নাই।" উভয়ের মধ্যে পুনঃ পুনঃ মদ্যপান চলিতে লাগিল, যাদুকর সম্পূর্ণরূপে বিমোহিত হইল। কিয়ৎক্ষণ আমোদের পরে রাজকন্যা বলিলেন, "এ দেশে মদ্যপানের রকম কি, জানি না, কিন্তু আমাদের চীনদেশের নিয়ম এই যে, আমরা নিজের নিজের স্বতন্ত্র পাত্র রাখি, যাহাকে অত্যন্ত ভালবাসা যায়, নিজের হাতে সেই পাত্রে মদ ঢালিয়া সেই ভালবাসার পাত্রকে উপহার প্রদান করা হয়। এ নিয়মটি বড় উত্তম বলিয়া আমার মনে হয়।" যাদুকর বলিল, "রাজকন্যা, ঠিক বলিয়াছ, বড় উত্তম নিয়ম। আমি মনে করিতেছি, চীনদেশের এই নিয়ম আমি আফ্রিকাদেশে প্রচলিত করিব। আমি তোমার অনুগ্রহের কথা কখন ভুলিব না; তোমাদের দেশের নিয়মেই কিছুকাল মদ্যপান চলুক না।"—



সুরা-পানে ঘুম-তরঙ্গ

রাজকন্যা দেখিলেন, ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট অবসর, তিনি এক জন দাসীকে একটি মদ্যপাত্র বাহির করিয়া দিবার জন্য আদেশ করিলেন। দাসী পূর্ব্বশিক্ষানুসারে, যে পাত্রে চূর্ণ সংরক্ষিত হইয়াছিল, তাহাই বাহির করিয়া রাজকন্যার হস্তে প্রদান করিল। রাজকন্যা তাহা মদ্যে পূর্ণ করিয়া যাদুকরের হস্তে প্রদান করিলেন। যাদুকর রাজকন্যাকে পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ প্রদান করিয়া পাত্রস্থ সমস্ত মদিরা এক নিশ্বাসে উদরস্থ করিল। যেমন পাত্রটি নিঃশেষিত করিল, অমনি সে সোফার উপর ঢলিয়া পড়িল এবং ঘোর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইল, তাহার বিন্দুমাত্র চৈতন্য রহিল না।

আশ্চর্য্য প্রদীপ উদ্ধার

যাদুকরকে অচেতন দেখিবামাত্র রাজকন্যা দ্বার খুলিয়া দিলেন, আলাদীন অন্য কক্ষে আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছিল, সে তৎক্ষণাৎ সেই প্রমোদ-কক্ষে প্রবেশ করিল। রাজকন্যাকে আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া আলাদীন বলিল, "প্রিয়তমে, এখনও আমাদের আনন্দ প্রকাশ করিবার সময় আসে নাই, তুমি কক্ষান্তরে গমন কর, আমি সত্বর যাত্রার আয়োজন করি।" রাজকন্যা সেই প্রমোদ-কক্ষ পরিত্যাগ করিলে, আলাদীন দরজা বন্ধ করিয়া দিল, তাহার পর যাদুকরের পরিচ্ছদ খুলিয়া তাহার বুকের সন্নিকট হইতে অদ্ভুত প্রদীপটি বাহির করিয়া লইল, এবং তাহা ঘর্ষণ করিল।

মুহূর্ত্তমধ্যে প্রদীপের দাস সেই বিকটাকার দৈত্য আলাদীনের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, তাহার আদেশের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। আলাদীন তাহাকে বলিল, "দৈত্যরাজ, তুমি এই প্রাসাদ এখান হইতে তুলিয়া লইয়া এই মুহূর্ত্তে চীনদেশে যাত্রা কর এবং যেখানে ইহা পূর্ব্বে স্থাপিত ছিল, সেই স্থানে সংস্থাপিত কর।" দৈত্য মস্তক নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইল। তাহার পর ভূমিকম্পের মত প্রাসাদটি অতি অল্প পরিমাণে দুইবার কাঁপিয়া উঠিল, আর কিছু বুঝিতে পারা গেল না; কিন্তু এই অল্পকালের মধ্যেই দৈত্য আলাদীনের প্রাসাদ চীনদেশে আনিয়া সুলতান-প্রাসাদসন্নিকটে স্থাপন করিয়া প্রস্থান করিল।

শূন্যপথে সুসজ্জিত প্রাসাদ

আলাদীন রাজকন্যার কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল, "প্রিয়তমে, কল্য প্রভাতে আমাদের আনন্দ পূর্ণতা লাভ করিবে, কাল হইতে আমরা নিঃশঙ্কচিত্তে সুখভোগ করিব।" আলাদীন দীর্ঘকাল উপবাসী ছিল, রাজকন্যা যাদুকরের জন্য যে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তখনও তাহা টেবিলের উপর সজ্জিত ছিল, আলাদীন রাজকন্যার পাশে আহার করিতে বসিল, উভয়ে ইচ্ছানুসারে মদ্য পান করিলেন। আলাদীন দেখিল, যাদুকরের পুরাতন মদ্য সত্যই অতি উৎকৃষ্ট। আহারান্তে উভয়ে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

কন্যা হারাইয়া সুলতানের উদরে ক্ষুধা কিম্বা চক্ষে নিদ্রা ছিল না। তিনি রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া প্রাসাদের একটি নির্জ্জন কক্ষে উপবেশন করিয়া প্রিয়তমা দুহিতার কথাই চিন্তা করিতেন। আলাদীনের প্রাসাদ যে রাত্রে সুলতানের প্রাসাদ-সন্নিকটে দৈত্য কর্ত্তৃক সংস্থাপিত হইল, তাহার পরদিন প্রভাতে অনেক বেলা পর্য্যন্ত সুলতান তাঁহার শয্যা পরিত্যাগ করিলেন না, শয্যায় শায়িত থাকিয়া কন্যার দুঃখ ও বিপদের কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে তিনি ধীরে ধীরে শয্যা ত্যাগ করিয়া, বাতায়ন-সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন, এবং সতৃষ্ণদৃষ্টিতে যেখানে আলাদীনের প্রাসাদ ছিল, সেই দিকে একবার চাহিলেন। তিনি বিষাদাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে দেখিলেন, স্থানটি শূন্য নহে বটে, কিন্তু নিবিড় কুয়াশাজালে সে স্থান সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। এত বেলায় এরূপ গাঢ় কুজ্ঝটিকা তাঁহার নিকট কিছু অসম্ভব বলিয়া বোধ হইল, তিনি চক্ষু মুছিয়া আগ্রহভরে আর একবার চাহিলেন, কিন্তু এবার আর তাহা কুয়াশা বলিয়া বোধ হইল না, আলাদীনের প্রাসাদটি তাঁহার নয়নসমক্ষে ফুটিয়া উঠিল। দুঃখ ও বেদনা তাঁহার অন্তর হইতে মুহূর্ত্তমধ্যে অন্তর্হিত হইয়া সেখানে আনন্দ ও ব্যাকুলতার সঞ্চার হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিয়া, এক জন ভৃত্যকে একটি অশ্ব আনিবার আদেশ করিলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহার জন্য একটি সুসজ্জিত অশ্ব আনীত হইল, সুলতান সেই অশ্বে আরোহণ করিয়া দ্রুতবেগে আলাদীনের প্রাসাদাভিমুখে ধাবিত হইলেন।

আলাদীন প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া বাতায়ন-সন্নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং সুলতানের প্রাসাদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেই দেখিতে পাইল, সুলতান অশ্বারোহণ করিয়া, দ্রুতবেগে তাহার প্রাসাদের দিকে আসিতেছেন। আলাদীন প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিল এবং সোপানশ্রেণীর পাদদেশে সুলতানকে দেখিতে পাইল। আলাদীন পরম ভক্তিভরে তাঁহার চরণবন্দনা করিয়া, তাঁহাকে অশ্ব হইতে অবতরণ করাইল। সুলতান বলিলেন, "আলাদীন, আমার কন্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করিয়া, আর তোমার সঙ্গে আমি কোন কথা বলিতে পারিতেছি না।"

মিলন-অশ্রুর উচ্ছল প্রবাহ

আলাদীন সুলতানকে সঙ্গে লইয়া, তাঁহার কন্যা বদরুল বদরের কক্ষে প্রবেশ করিল। আলাদীন পূর্ব্বেই রাজকন্যাকে জানাইয়াছিল যে, তাহারা আফ্রিকা হইতে চীনদেশে উপস্থিত হইয়াছে। সুলতান তাঁহার কন্যার কক্ষে উপস্থিত হইয়া কন্যাকে দেখিতে পাইলেন, পিতা ও কন্যায় আবার মিলন হইল, রাজকুমারী স্নেহময় পিতাকে অনেক দিন পরে ঘোর বিপদান্তে দেখিতে পাইয়া বিশেষ সুখী হইলেন। আনন্দাতিশয্যে রাজকন্যা

অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন, সুলতানের চক্ষেও আনন্দাশ্রুর আবির্ভাব হইল। অনেকক্ষণ নীরবে অবস্থান করিয়া সুলতান কন্যাকে তাঁহার অন্তর্দ্ধানের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রাসাদের সহিত কোথায় কিরূপে তিনি চলিয়া গিয়াছিলেন, তাহাও জানিবার জন্য তিনি আগ্রহ প্রকাশ করিলেন।

আবার সৌভাগ্য-শিখরে

রাজকন্যা সুলতানের নিকট সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিলেন। রাজকন্যার মুখেই সুলতান শুনিতে পাইলেন, আলাদীন তাঁহার কন্যাকে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছে, এবং তাঁহার কন্যা ও প্রাসাদ অপসারণ-কার্য্যে আলাদীনের কিছুমাত্র দোষ ছিল না।

সুলতান রাজকন্যার মুখে সকল কথা শুনিলেন, আলাদীনকে তাঁহার আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার ছিল না। আলাদীন সুলতানকে সঙ্গে লইয়া ভোজনাগারে প্রবেশ করিল। সুলতান দেখিলেন, হতভাগ্য যাদুকরের মৃতদেহ সোফার উপর পড়িয়া আছে। মদ্যের সহিত যে চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহা অতি উগ্র বিষ, তাহাই পান করিয়া যাদুকর গতাসু হইয়াছিল।

সুলতান যাদুকরের মৃতদেহ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন, এবং আলাদীনকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "বৎস, তুমি আমার পূর্ব্বব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইও না, আমি কন্যাশোকে অত্যন্ত কাতর হইয়াই তোমার প্রতি রূঢ় আচরণ করিয়াছিলাম।" আলাদীন বলিল, "জাঁহাপনা, আপনি যাহা কর্ত্তব্য বোধ করিয়াছিলেন, তাহাই করিয়াছেন, সে জন্য আমার কোন আক্ষেপ নাই। এই যাদুকর অতি নরাধম—আমার সকল কষ্ট ও যন্ত্রণার কারণ সে; আপনার অবসরকালে ইহার অত্যাচারের কথা আপনাকে নিবেদন করিব। তাহার সেই বিশ্বাসঘাতকতায় আমার মৃত্যু অনিবার্য্য ছিল, কেবল আল্লা দয়া করিয়া আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন।" সুলতান বলিলেন, "সে সকল কথা পরে হইবে, এখন এস, আজ আমরা এই মিলন-আনন্দের জন্য উৎসবের আদেশ করি।"

আলাদীন যাদুকরের মৃতদেহ শ্বাপদজন্তুর আহারের জন্য দূরে নিক্ষেপ করিবার আদেশ প্রদান করিল। অতঃপর সুলতানের আদেশে নগরমধ্যে দশ-দিনব্যাপী মহোৎসব আরম্ভ হইল, চতুর্দ্দিকে আহার ও আনন্দের ধূম পড়িয়া গেল, দিবারাত্রি নৃত্যগীতে রাজধানী প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

এই প্রকারে আলাদীন মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া, সৌভাগ্যশিখরে প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু ইহাই শেষ নহে, অতঃপর আর একবারও তাহার মহাবিপদ্ উপস্থিত হইয়াছিল, সে কথা এখন বলিতেছি।

আফ্রিকাদেশীয় যাদুকরের একটি ছোট ভাই ছিল, যাদুবিদ্যায় তাহার নৈপুণ্যও অল্প ছিল না। পাশবিক ষড়্যন্ত্র ও অন্যের অনিষ্টকর চক্রান্তে তাহার নৈপুণ্য অনেক অধিক ছিল। তাহারা উভয়ে একত্র বাস করিত না, এক জন গৃহে থাকিত, অন্য জন দেশভ্রমণে কালক্ষেপণ করিত; কিন্তু উভয়ের সহিত বৎসরের মধ্যে একবার সাক্ষাৎ না হইলেও, উভয়ে দৈববিদ্যা দ্বারা উভয়ের বিপদসম্পদ্ ও অবস্থানের কথা জানিতে পারিত। ছোট যাদুকর এক দিন তাহার দৈববিদ্যা-প্রভাবে জানিতে পারিল, তাহার জ্যেষ্ঠ সহোদর দেহত্যাগ করিয়াছে—বিষপ্রয়োগে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। সুলতানের জামাতা তাহার প্রাণহরণ করিয়াছে। গণনাপ্রভাবে যাদুকর আরও জানিতে পারিল যে, চীনদেশে এই কাণ্ড ঘটিয়াছে।

ভ্রাতৃহন্তার প্রতিহিংসা

ভ্রাতার মৃত্যুসংবাদ অবগত হইয়া, যাদুকর বৃথা আক্ষেপে সময় নষ্ট না করিয়া, তাহার ভ্রাতার মৃত্যুর প্রতিশোধপ্রদানের সংকল্প করিল, এবং একটি অশ্বে আরোহণ করিয়া চীনদেশাভিমুখে ধাবিত হইল। বহু পথকষ্ট সহ্য করিয়া, অনেক দিন পরে সে বহুদূরবর্ত্তী চীন-রাজ্যের রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া একটি বাসা লইল।

যে দিন যাদুকর চীনরাজধানীতে পৌছিল, তাহার পরদিন প্রভাতে সে রাজধানী-পরিদর্শনে বাহির হইল; যে সকল স্থানে ঘুরিলে রাজ্যের নূতন নূতন সংবাদ জানিতে পারা যায়, সে সেই সকল স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। এক স্থানে আসিয়া সে ফাতিমা নামে একটি পরমধর্ম্মশীলা রমণীর গুণ-জ্ঞানের অনেক খ্যাতি শুনিতে পাইল। যাদুকর ভাবিল, তাহারই সাহায্যে সে কার্য্যোদ্ধার করিবে। যাদুকর এক জন লোককে নিকটে ডাকিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়, ফাতিমা কিরূপ ধর্ম্মপরায়ণা, তাঁহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে পারেন কি?"

মহিমাময়ী নারীর ছদ্মবেশে

সেই লোকটি যাদুকরের কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেল, যাদুকরের মুখের দিকে চাহিয়া বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি ফাতিমার কথা কখনও শোন নাই? তাঁহার ন্যায় ধার্ম্মিকা রমণী এ দেশে আর কে আছেন? এত উপবাস, এমন নিষ্ঠা আর কাহারও করিবার সাধ্য নাই। সোম, শুক্রবার ব্যতীত তিনি কখনও তাঁহার কুটীর ত্যাগ করেন না, ঐ দুই দিন তিনি নগরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, লোকের উপকার করিয়া বেড়ান; যাহার কোন পীড়া থাকে, তাহার মস্তকে তিনি হাত দিলেই আরোগ্য হইয়া যায়।"

যাদুকর আর অধিক কথা শুনিতে চাহিল না। সে স্ত্রীলোকটির ঠিকানা জানিয়া লইয়া, তাহার গৃহাভিমুখে ধাবিত হইল। রাত্রি অধিক হইলে যাদুকর একখানি তরবারি হস্তে লইয়া, ধীরে ধীরে ফাতিমার কুটীরে প্রবেশ করিল এবং সে নিদ্রিতা ফাতিমাকে জাগরিত করিল।

ফাতিমা চাহিয়া দেখিল, সম্মুখে এক জন অপরিচিত লোক, তাহার হস্তে তরবারি। তরবারিখানি ফাতিমার বক্ষের উপর উদ্যত করিয়া, যাদুকর দৃঢ়স্বরে বলিল, "যদি তুমি চীৎকার করিবে কি কোন প্রকার শব্দ করিবে, তাহা হইলে তরবারির এক খোঁচাতে তোমার প্রাণবিনাশ করিব। উঠ, উঠিয়া আমি যাহা বলি, তদনুসারে কাজ কর।" ফাতিমা কাঁপিতে কাঁপিতে শয্যা ত্যাগ করিল। যাদুকর বলিল, "তুমি কোন ভয় করিও না, আমার কথা শোন, আমাকে তোমার বস্ত্র প্রদান করিয়া আমার বস্ত্র তুমি গ্রহণ কর।"

বস্ত্রপরিবর্ত্তন শেষ হইলে যাদুকর ফাতিমাকে বলিল, "তোমার মত করিয়া আমার মুখ চিত্রিত করিয়া দাও, যেন লোকে আমাকে দেখিয়া তুমি বলিয়া মনে করে, আর এ রং যেন সহসা উঠিয়া না যায়।" যাদুকর ফাতিমাকে অভয়দান করিলে সে ধীরে ধীরে আসিয়া রং ও তুলি আনিয়া যাদুকরের মুখ রঞ্জিত করিল; ফাতিমার কণ্ঠে যে কবচ ছিল, তাহা তাহার কণ্ঠে বিলম্বিত করিয়া দিল, যে লাঠি লইয়া সে ভ্রমণ করিত, সে লাঠি তাহার হস্তে দিল, তাহার পর একখানি দর্পণ আনিয়া, তাহার হস্তে দিয়া বলিল, "দেখ, লোকে তোমাকে ঠিক ফাতিমা বলিয়াই মনে করিবে, তোমাকে ছদ্মবেশী পুরুষ বলিয়া কেহ চিনিতে পারিবে না।" যাদুকর এইরূপে সজ্জিত হইয়া সহসা ফাতিমাকে আক্রমণ করিল, এবং পাছে তরবারির আঘাতে তাহার প্রাণবধ করিলে কেহ রক্ত দেখিয়া কোনরূপ সন্দেহ করে, এই ভয়ে গলা টিপিয়া তাহার প্রাণবিনাশ করিল এবং তাহার মৃতদেহ দূরে একটি গুহার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া নিশ্চিন্ত হইল।

নিষ্ঠুর হস্তে ধার্ম্মিকা-হত্যা

প্রভাতে যাদুকর আলাদীনের প্রাসাদসমীপে উপস্থিত হইল। যাদুকরকে দেখিয়া রাজধানীতে জনসাধারণ ফাতিমা বলিয়া মনে করিয়া, তাহার চতুর্দ্দিকে সমবেত হইতে লাগিল। অনেকে আসিয়া তাহাদের পীড়া হইতে মুক্তিদানের জন্য তাহাকে অনুরোধ করিতে লাগিল, কেহ কেহ তাহার চরণবন্দনা করিয়া অনুগ্রহ প্রার্থনা করিল। যাদুকর কাহারও মস্তকে হাত দিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিল, কাহাকেও মিষ্টবাক্যে সন্তুষ্ট করিল। ক্রমেই যাদুকরের চারিদিকে জনতাবৃদ্ধি হইল, মহা কোলাহল উপস্থিত হইল।

সেই কোলাহল অদূরবর্ত্তী প্রাসাদবাসিনী রাজকন্যা বদরুল বদরের কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি ইহার কারণ জানিবার জন্য তৎক্ষণাৎ একটি দাসীকে প্রেরণ করিলেন। অবশেষে তিনি শুনিতে পাইলেন, ফাতিমা-নাম্নী একটি ধার্ম্মিকা রমণী সেখানে উপস্থিত হইয়া পীড়িত ব্যক্তিগণের মস্তকে হস্ত স্পর্শ করিয়া, তাহাদিগের রোগ আরোগ্য করিতেছে, সেই জন্য সেখানে জনসমাগম হওয়াতে এরূপ গোলমাল হইতেছে।

প্রাসাদে প্রতিহিংসা-প্রয়াসী যাদুকর

রাজকন্যা অনেক দিন হইতেই ফাতিমার গুণের কথা শুনিয়াছিলেন, ফাতিমা তাঁহার প্রাসাদের এত নিকটে আসিয়াছে শুনিয়া, তাহাকে দেখিবার জন্য রাজকন্যার মনে অত্যন্ত আগ্রহ হইল। তিনি কয়েক জন খোজাকে আদেশ করিলেন, "ঐ ধার্ম্মিকা রমণীকে আমার নিকট ডাকিয়া আন।"

খোজারা ফাতিমারূপী যাদুকরের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে বলিল, "ধর্ম্মশীলা রমণী, আমাদের রাজকন্যা একবার আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন; আপনি আমাদের সঙ্গে তাঁহার প্রাসাদে আসুন।"

যাদুকর খোজার কথা শুনিয়া পরম প্রীত হইল; আহ্লাদভরে বলিল, "রাজকন্যার আদেশ অবিলম্বেই পালন করা উচিত, চল, যাইতেছি।" সে খোজাগণের অনুগমন করিল।

রাজকন্যার প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া যাদুকর প্রথমে আল্লার নিকট রাজকন্যার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিল, তাহার পর রাজকন্যার চরিত্রের, গুণের, ধর্ম্মের নানা প্রকার প্রশংসা করিয়া, তাঁহার মনে ভক্তি-বিশ্বাস সঞ্চার করিল এবং তাহার প্রতি রাজকন্যার চিত্তও আকর্ষণ করিল।

রাজকন্যা যেমন সরলা, তেমনই সহৃদয়া, তিনি যাদুকরের স্তোকবাক্যে মুগ্ধ হইলেন। তাহার সুদীর্ঘ বক্তৃতা শেষ হইলে আদর করিয়া তাহাকে কাছে বসাইয়া রাজকন্যা বলিলেন, "মা, অনেক দিন হইতেই তোমার অসীম গুণের কথা শুনিয়া আসিতেছি, কত দিন হইতে তোমাকে দেখিব মনে করিতেছি, কিন্তু কোন-মতে সুবিধা ঘটিয়া উঠে না, এত দিন পরে আল্লা আমার মনস্কামনা পূর্ণ করিলেন, তোমাকে দেখিয়া আমার নয়ন-মন পবিত্র হইল। শুনিয়াছি, তোমার ন্যায় ধর্ম্মশীলা, আল্লার অনুগৃহীতা রমণী এ চীনরাজ্যে আর দ্বিতীয় নাই। তোমাকে আমার একটি অনুরোধ আছে, তাহা রক্ষা করিতেই হইবে।"

রাজকন্যার চিত্তহরণ চাতুরী

যাদুকর মিষ্টবাক্যে রাজকন্যার মন ভুলাইয়া বলিল, "তোমার অনুরোধে যদি আমাকে প্রাণ-বিসর্জ্জন করিতে হয়, তাহাতেও আমি প্রস্তুত আছি, তোমার অনুরোধ রাখিব না? আল্লা তোমায় যেমন ধন দিয়াছেন, তেমনি তোমাকে মন দিয়াছেন, তুমি স্ত্রীজাতির অলঙ্কারস্বরূপ। আমি দেখিতেছি, আল্লা চিরদিন তোমার মঙ্গল করিবেন, তোমার অদৃষ্টে যে সামান্য দুঃখ-কষ্ট ছিল, তাহা কাটিয়া গিয়াছে, এখন তুমি চিরজীবন সুখভোগ করিবে। আমি আল্লার নিকট তোমার মঙ্গলের জন্য সর্ব্বদা প্রার্থনা করিব। এখন তোমার অনুরোধ কি, সেই কথা বল, শুনিতে আমার বড় আগ্রহ জন্মিয়াছে।"

রাজকন্যা বলিলেন, "মা, আমি তোমাকে কোন অন্যায় অনুরোধ করিব না। আমি যে অনুরোধ করিব, তাহাতে তোমার কোন অসুবিধা হইবে না।" যাদুকর বলিল, "না, আমি সে ভয় করি না, আমার ধর্ম্মকর্ম্মে বাধা না জন্মে, এরূপ কোন অনুরোধ ভিন্ন তোমার আর সকল অনুরোধ প্রাণ দিয়াও আমি পালন করিব। তবে আমি এ কথা নিশ্চয় জানি যে, তুমি আমাকে কোন অন্যায় অনুরোধ করিবে না। তোমার অনুরোধটি কি?"

রাজকন্যা বলিলেন, "আর কিছুই নহে, আমার একান্ত ইচ্ছা এই যে, তুমি সর্ব্বদা আমার নিকট বাস কর। আমি তোমার সহিত সর্ব্বদা ধর্ম্মবিষয়ে আলাপ করিতে চাহি। আমি বুদ্ধিহীনা বালিকা, তুমি মা আমাকে ধর্ম্মে মতি দাও, তোমার সহিত ধর্ম্ম-বিষয়ে সর্ব্বদা আলাপ করিয়া যেন আল্লার প্রতি আমার ভক্তি হয়, তুমি আমার ধর্ম্ম-জীবনের সঙ্গিনী হও, তোমার ন্যায় সাধুসংসর্গে আমার জীবন পবিত্র হউক।"

যাদুকর বলিল, "এ অতি সুখের কথা, ইহাতে আমার কোনই আপত্তি নাই, কিন্তু আমি ফকিরণী, এ রাজসংসারের হট্টগোলের মধ্যে কি আমি নির্ব্বিবাদে ধর্ম্মকর্ম্ম নিষ্পন্ন করিতে পারিব? আমি একটু নির্জ্জনে বাস করিতে চাই, এখানে কি তাহার সুবিধা হইবে?"

নির্জ্জন-কক্ষে ষড়যন্ত্র চিন্তা

রাজকন্যা বলিলেন, "কেন হইবে না মা? আমি তোমাকে একটি নির্জ্জন কক্ষ প্রদান করিব, সেখানে কেহ তোমাকে বিরক্ত করিতে যাইবে না। আমি অবসরসময়ে তোমার কাছে গিয়া বসিব, তোমার মুখে ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া হৃদয় পবিত্র করিব।"

যাদুকর দেখিল, তাহার দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিবার পক্ষে আর উৎকৃষ্টতর সুযোগ হইবে না। সে বিনয়নম্রবচনে বলিল, "রাজকন্যা, তুমি দীর্ঘজীবিনী হও। আল্লা তোমাকে সর্ব্বদা শুদ্ধমতি রাখুন। আজ তুমি এই দরিদ্রা নারীর প্রতি যে অনুগ্রহ প্রকাশ করিলে, তাহাতে আমি চিরকাল তোমার নিকট বাধিত থাকিব। আমার প্রতি যখন তোমার এত অধিক শ্রদ্ধা দেখিতেছি, তখন আর আমি তোমার অনুরোধে উপেক্ষা প্রকাশ করিব না, আমি তোমার গৃহে বাস করিতে সম্মত হইলাম।"

রাজকন্যা যাদুকরের এই কথা শুনিয়া পরম হৃষ্টচিত্তে উঠিয়া বলিলেন, "এস, আমি তোমাকে তোমার বাসের জন্য নির্জ্জন কক্ষ দেখাইয়া দিতেছি; নির্জ্জন কক্ষ অনেকগুলি আছে, যেটি তোমার পছন্দ হয়, সেইটি তুমি গ্রহণ করিতে পার। সে দিকে জনমানবের সমাগম হইবে না, তোমার ধর্ম্মকর্ম্মেরও কোন বাধা হইবে না।"

রাজকন্যা যাদুকরকে কয়েকটি কক্ষ দেখাইলেন, সকলগুলিই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সুসজ্জিত, নির্জ্জন। যাদুকর সর্ব্বাপেক্ষা অপকৃষ্ট কক্ষটিই পছন্দ করিল; বলিল, "তোমার অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়াই এই কক্ষটি গ্রহণ করিলাম। ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কক্ষে আমার আবশ্যক নাই।"

অনন্তর রাজকন্যা ছদ্মবেশী যাদুকরকে তাঁহার ভোজনাগারে লইয়া গিয়া অতি উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্যে তাহার ক্ষুধাশান্তি করিলেন। পাছে রাজকন্যা তাহার ছদ্মবেশ ধরিয়া ফেলেন, এই ভয়ে যাদুকর প্রথমে কিছু খাইতে সম্মত হইল না, অবশেষে অনেক অনুরোধে সে যে সকল দ্রব্য খাইলে মুখ ধুইতে না হয়, সেইরূপ শুষ্ক খাদ্য আহার করিল; নানাবিধ সুমিষ্ট ফলমূল, রুটী, মিষ্টান্নে উদর পূর্ণ করিল। রাজকন্যা বলিলেন, "মা, তোমার যে খাওয়া হইল না দেখিতেছি, আমার দাসীগণ তোমার কক্ষে আরও কিছু খাদ্যদ্রব্য রাখিয়া আসুক, আবশ্যকানুসারে তুমি তাহা ভোজন করিবে। আমার যখন আবশ্যক হইবে, তখন তোমাকে আমি সংবাদ পাঠাইব।"

কুহকীর ধর্ম্মোপদেশ

যাদুকর নিজের কক্ষে আসিয়া আবার কতকগুলা খাদ্য গিলিল, কিয়ৎকাল পরে রাজকন্যার এক খোজা যাদুকরের নিকট উপস্থিত হইয়া জানাইল, "রাজকন্যা তাহার সহিত সাক্ষাতের অভিপ্রায় করিয়াছেন।"

যাদুকর তৎক্ষণাৎ সহাস্যমুখে রাজকন্যার কক্ষে উপস্থিত হইল। রাজকন্যা সমাদরের সহিত পুনর্ব্বার তাহাকে নিকটে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, তোমার ন্যায় পবিত্রহৃদয়া রমণীর পদধূলিতে এই সুবৃহৎ প্রাসাদ পবিত্র হইয়াছে, এখন আমি তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব, আমার এই প্রাসাদ তুমি কিরূপ দেখিতেছ? আমার এ কামরাটি তোমার কেমন বোধ হয়?"

যাদুকর এ কথার কোন উত্তর দিল না, অবনতমস্তকে অনেকক্ষণ মাটীর দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার প: তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সেই কক্ষের চতুর্দ্দিক্ বিশেষ মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিয়া বলিল, "রাজকন্যা, এই কক্ষ যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? কিন্তু পৃথিবীর সকল সৌন্দর্য্যের একত্র সমাবেশের দিবে লক্ষ্য রাখিলে বলিতে হয়, ইহাতে একটি ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে।" রাজকন্যা আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি ত্রুটি, শীঘ্র বল, আমার প্রাসাদের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত করিবার জন্য ত্রুটি রাখিব না, আমি এই দণ্ডেই তাহ সম্পূর্ণ করিব।"

সৌন্দর্য্য-সমন্বয়ে ত্রুটি আবিষ্কার

যাদুকর বলিল, "রাজকন্যা, যদি আপনার এই সুসজ্জিত কক্ষটির ঠিক মধ্যস্থলে রকপক্ষীর একটি ডিম্ব ঝুলাইতে পারেন, তাহা হইলেই এই কক্ষের শোভা সম্পূর্ণ হইতে পারে ; কিন্তু কাজটি কিছু কঠিন।"

রাজকন্যা জিজ্ঞাসা করিলেন, "রকপক্ষী কিরূপ পক্ষী মা ? সে ডিম্ব কোথায় পাওয়া যায় ? যতই কঠিন হউক, আমি আনাইয়া লইব।"

যাদুকর বলিল, "রকপক্ষী একপ্রকার অতি প্রকাণ্ডদেহ পার্ব্বত্য পক্ষী, ডিম্বের আকারও অতি সুবৃহৎ, ককেসস্ পর্ব্বতের শৃঙ্গদেশে এই জাতীয় পক্ষীর বাস। যে মিস্ত্রী এই প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছে, সে চেষ্টা করিলে এই ডিম সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারে।"

রাজকন্যা ছদ্মবেশী যাদুকরের সহিত নানা বিষয়ে আলাপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু রকপক্ষীর ডিম্বের কথা তিনি ভুলিলেন না, সমস্ত দিন ধরিয়া সেই কথা তাঁহার মনের মধ্যে তোলাপড়া করিতে লাগিল।

আলাদীন সে সময়ে গৃহে ছিল না, মৃগয়া করিতে গিয়াছিল, সেই অবসরে যাদুকর আলাদীনের সর্ব্বনাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। কিন্তু তাহার কোন সুবিধা পাইল না, ইত্যবসরে আলাদীন মৃগয়া শেষ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

গৃহে আসিয়া আলাদীন রাজকন্যার কক্ষে প্রবেশ করিল ; তাঁহাকে চুম্বন ও আলিঙ্গন দান করিয়া তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিল ; কিন্তু চুম্বন-প্রতিদানের পর রাজকন্যা মৌনবতী রহিলেন, আলাদীন তাঁহাকে কিছু বিমর্ষ দেখিতে পাইল। আলাদীন রাজকন্যার ভাবপরিবর্ত্তনে বিস্মিত হইয়া আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করিল, "প্রিয়তমে, তোমাকে এমন অপ্রসন্ন দেখিতেছি কেন ? প্রাণেশ্বরি, তোমার কি কোন অসুখ করিয়াছে—তোমার মুখ এত গম্ভীর বিমর্ষ দেখাইতেছে কেন ?—শীঘ্র বল, আমার অনুপস্থিতিকালে কোন কারণে কি তুমি মনে বেদনা পাইয়াছ ? আল্লার দিব্য, আমার কাছে কোন কথা গোপন করিও না। তোমার মনের বেদনা দূর করিবার জন্য আমার যাহা সাধ্য, তাহা করিতে কখনও কুণ্ঠিত হইব না, কেবল তোমার দুঃখের কারণ কি, আমাকে খুলিয়া বল।"

রকপক্ষীর ডিম্ব ভিন্ন প্রাসাদ-সজ্জা অসম্পূর্ণ

রাজকন্যা বলিলেন, "প্রিয়তম, আমার ক্ষোভের কারণ অতি সামান্য, সে জন্য যে আমি বিশেষ কাতর হইয়াছি, তাহাও মনে করিও না। যাহা হউক, আমি মনে কিঞ্চিৎ কষ্ট পাইয়াছি, তাহাতে আর সন্দেহ নাই, আমি সেই কথাই তোমাকে বলিতেছি। তুমি আমাকে বলিয়াছিলে এবং আমিও বিশ্বাস করিয়াছিলাম যে, আমাদের এই প্রাসাদটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, ইহার কোন অংশে কোন ত্রুটি নাই। ইহা যে ভাবে সুসজ্জিত, তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সজ্জা আর হইতে পারে না। কিন্তু আমি অনেক বিবেচনা করিয়া দেখিয়া একটি ত্রুটি আবিষ্কার করিয়াছি। আমার মনে হয়, আমার এই কক্ষের ঠিক মধ্যস্থলে যদি রকপক্ষীর একটি ডিম্ব ঝুলাইয়া রাখা যায়, তাহা হইলে ইহার শোভা

গুণে বর্দ্ধিত হইতে পারে। তুমি কি এ কথা স্বীকার কর না?" আলাদীন বলিল, "রাজকন্যা, আর ...তে হইবে না, প্রাসাদকক্ষে যদি একটা রকডিম্ব ঝুলাইলেই তোমার ক্ষোভ নিবারিত হয়, তাহা হইলে আমি অবিলম্বেই তোমার ক্ষোভ দূর করিব; অতি সামান্য কথা। তোমার সুখের জন্য আমি সকলই করিতে পারি, আর এই সামান্য কার্য্যটি করিব না?"

আলাদীন তৎক্ষণাৎ রাজকন্যার কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া, তাহার নিজের কক্ষে উপস্থিত হইল, এবং তাহার বক্ষের সন্নিকট হইতে অদ্ভুত প্রদীপটি বাহির করিল। আলাদীন প্রদীপ ছাড়িয়া কোথাও যাইত না, সর্ব্বদা তাহা নিজের নিকটে রাখিত। আলাদীন প্রদীপ ঘর্ষণ করিবামাত্র তাহার সম্মুখে দৈত্য আবির্ভূত হইয়া তাহার আদেশের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

দৈত্য-গর্জ্জনে ভূমিকম্প

আলাদীন বলিল, "দৈত্যরাজ, আমার প্রাসাদটির সজ্জা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য প্রাসাদের মধ্যস্থলে রকপক্ষীর একটি ডিম্ব ঝুলাইয়া রাখা আবশ্যক বোধ করিতেছি। আমার আদেশ, তুমি একটি সুবৃহৎ ডিম্ব লইয়া অবিলম্বে এখানে উপস্থিত হও।"

আলাদীন এই কথা বলিতে না বলিতে দৈত্য এমন ভীষণ গর্জ্জন করিয়া উঠিল যে, প্রাসাদটি প্রচণ্ড ভূমিকম্পের ন্যায় তাহাতে কম্পিত হইয়া উঠিল। আলাদীন ইহাতে এতই ভয় পাইল যে, তাহার মূর্চ্ছার উপক্রম হইল, দৈত্যের এইপ্রকার ক্রোধের কারণ সে অনুমান করিতে পারিল না; কিন্তু দৈত্য তাহার সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া কর্কশস্বরে বলিল, "রে দুরাত্মন্, আমি ও আমার সহযোগী দৈত্যগণ তোর আদেশ পালন করিবার জন্য অসাধ্যসাধন করিতেছি, কিন্তু তাহাতে তোর মনের তৃপ্তি হইল না, তাহাতেও তুই সন্তুষ্ট না হইয়া এখন আমার প্রভুকে আনিয়া এই প্রাসাদের মধ্যস্থলে ঝুলাইতে চাহিতেছিস্, তোর মত অকৃতজ্ঞ নরাধম জগতে দ্বিতীয় নাই। এখনই যদি আমি তোর প্রাণ বিনাশ করিয়া এই প্রাসাদের সহিত তোর স্ত্রীকে ধ্বংস করিয়া ফেলি, তাহা হইলে তোর প্রতি উপযুক্ত দণ্ডবিধান করা হয়, কিন্তু আমি তোর প্রাণসংহার করিব না, আমি বুঝিতেছি, এই মন্দ সংকল্প তোর নহে, যদি হইত, তাহা হইলে আমি কখন তোর প্রাণরক্ষা করিতাম না। কে এইরূপ মন্দ পরামর্শ দান করিয়াছে, তাহা জা...য়া শীঘ্র আমাকে বল্। আমি বুঝিয়াছি, কে এই পরামর্শ দান করিয়াছে, তোর শত্রুর ভ্রাতা ভিন্ন এ পরামর্শ আর কাহারও হইতে পারে না। সে তোর এই প্রাসাদে ফাতিমার ছদ্মবেশে বাস করিতেছে, ফাতিমাকে বধ করিয়া তাহার বেশ ধারণ করিয়া তোর সর্ব্বনাশের জন্যই সে এখানে বাস করিতেছে। সেই তোর স্ত্রীর নিকট এইপ্রকার কুৎসিত প্রস্তাব করিয়াছে; তোকে বধ করিবার জন্যই তাহার এই ষড়্যন্ত্র। তুই বাঁচিতে চাহিস্ ত' সাবধান হ।"—দৈত্য আর কোন কথা না বলিয়া সেখান হইতে অন্তর্হিত হইল।

দৈত্যের সমস্ত কথা শুনিয়া আলাদীন ব্যাপার কি, তাহা বুঝিতে পারিল। আলাদীন অবিলম্বে রাজকন্যার কক্ষে উপস্থিত হইল, কিন্তু রাজকন্যাকে কোন কথা না বলিয়া একবারে ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল, এবং মাথায় বিষম বেদনা হইয়াছে বলিয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। রাজকন্যা বলিলেন, "তুমি কোন চিন্তা করিও না, এখনই তোমার শিরোবেদনা আরোগ্য হইবে, আমার প্রাসাদে ফাতিমা-নাম্নী একটি ধার্ম্মিকা রমণীকে আশ্রয় দিয়াছি, তিনি তোমার মস্তক স্পর্শ করিবামাত্র আর বেদনা থাকিবে না।"

শিরঃপীড়ার অভিনয়ে ছুরিকাঘাত

রাজকন্যার আদেশে নকল ফাতিমা তৎক্ষণাৎ আলাদীনের সম্মুখে উপস্থিত হইল। আলাদীন তাহাকে দেখিয়া বলিল, "মা, আপনার দর্শনে বিশেষ ভরসা পাইলাম, আমি শিরোবেদনায় অস্থির হইয়া পড়িয়াছি, আপনি দয়া করিয়া আমাকে রোগমুক্ত করুন, আপনার ন্যায় ধার্ম্মিকা নারীর প্রার্থনায় আল্লা অবশ্যই কর্ণপাত

করিবেন।" যাদুকর ধীরে ধীরে আলাদীনের মস্তক বামহস্তে স্পর্শ করিল, একখানি তীক্ষ্ণধার ছুরিকা তাহার পরিচ্ছদের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত ছিল; আলাদীন যাদুকরের গতিবিধি বিশেষ সাবধানে লক্ষ্য করিতেছিল, সহসা যাদুকর তাহার কাপড়ের অন্তরাল হইতে অস্ত্রখানি বাহির করিবার পূর্ব্বেই আলাদীন সজোরে তাহার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া ফেলিল, এবং ছুরিখানি কাড়িয়া লইয়া তাহা সমূলে যাদুকরের বক্ষঃস্থলে বসাইয়া দিল, দেখিতে দেখিতে নকল ফাতিমার মৃতদেহ ধরাতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল।

আততায়ীর যোগ্য শাস্তি

"কি সর্ব্বনাশ করিলে, প্রাণনাথ!" বলিয়া রাজকন্যা ছুটিয়া আসিলেন; কহিলেন, "হায়, হায়, তুমি



স্ত্রীলোকের প্রাণবধ করিলে? এ ধাম্মিকা স্ত্রীলোক, কেন ইহাকে হত্যা করিলে?" আলাদীন বলিল, "না, না, তোমার ভুল হইয়াছে, প্রবঞ্চিত হইয়াছ, তুমি যাহাকে নিহত দেখিতেছ, সে জাল ফাতিমা। যদি আমি উহাকে বধ না করিতাম, তাহা হইলে ঐ দুরাত্মাই আমাদের প্রাণবধ করিত।" তাহার পর আলাদীন দৈত্যের নিকট যাহা যাহা শুনিয়াছিল, রাজকন্যার নিকট তাহা সমস্তই বলিল। মৃত যাদুকরের দেহ তখনই স্থানান্তরিত করা হইল।

কুহকীর লীলা-সমাপ্তি

এইরূপে আলাদীন দুই দুর্বৃত্তের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া নিরাপদ হইল, কয়েক বৎসর পরে বৃদ্ধ সুলতান প্রাণত্যাগ করিলেন, তাঁহার কোন পুত্রসন্তান ছিল না, সুতরাং আলাদীনই তাঁহার সিংহাসন লাভ করিয়া পরমসুখে রাজত্ব করিতে লাগিল; আলাদীনের সুখসৌভাগ্যের আর সীমা রহিল না।

প্রমোদ-নিশা অবসানে শাহারজাদীর গল্প শেষ হইলে সুলতান শাহরিয়ার বিশেষ প্রীতি লাভ করিলেন। তিনি আর একটি নূতন গল্প শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন, দিনারজাদীও তাঁহার ভগিনীকে সেই অনুরোধ করিলেন। রাত্রি শেষ হইয়াছিল, তথাপি যতটুকু শেষ রাত্রি ছিল, শাহারজাদী ততটুকুই খালিফ-হারুণ-রসিদের নৈশভ্রমণকাহিনীর বর্ণনায় অতিবাহিত করিলেন।

* * * * *

খালিফ হারুণ-অল রসিদের নৈশ ভ্রমণ

সুলতান নানা কাহিনী-প্রসঙ্গে অবগত হইয়াছেন যে, খালিফ-হারুণ-অল-রসিদ ছদ্ম-বেশে ভ্রমণের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। যখন তিনি তাঁহার প্রাসাদে মনের আনন্দে বাস করিতেন, তখনই যে তিনি এই ভাবে ভ্রমণ করিতেন, তাহা নহে, যখন নানা প্রকার দুঃখে তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত, প্রাসাদে বাস করা অত্যন্ত অসহ্য মনে করিতেন, তখনও তিনি ভ্রমণ করিতেন। ইহাতে তাঁহার হৃদয়ভার অনেক পরিমাণে লঘু হইত ; নব নব দৃশ্যের মধ্যে তিনি তাঁহার চিন্তাক্লিষ্ট মনটিকে সমাহিত করিয়া, নব নব ঘটনায় তাঁহার অপ্রসন্ন চিত্ত পরিব্যাপ্ত করিয়া, তিনি প্রচুর-পরিমাণে শান্তি ও আনন্দ লাভ করিতেন।

এক দিন খালিফ তাঁহার কক্ষে চিন্তাকুলচিত্তে বসিয়া আছেন, এমন সময় তাঁহার সুবিজ্ঞ উজীর জাফর তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। খালিফ প্রায়ই একাকী থাকিতেন না, সুতরাং তাঁহাকে একাকী দেখিয়া উজীরশ্রেষ্ঠ কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন, খালিফকে চিন্তাকুল ও বিমর্ষ দেখিয়া তিনি অধিকতর বিস্মিত হইলেন। খালিফ নতমস্তকে অবস্থান করিতেছিলেন, কিছু কাল পরে মস্তক তুলিয়া জাফরকে দেখিতে পাইলেন, কিন্তু তাঁহাকে কোন কথা না বলিয়া পুনর্ব্বার তিনি মস্তক অবনত করিলেন।

জাফর খালিফের এই ভাবপরিবর্ত্তনের কোন কারণ বুঝিতে পারিলেন না, খালিফ যে তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়াছেন, তাহাও বুঝিতে পারিলেন না। জাফর খালিফকে তাঁহার অপ্রসন্নতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কোন সঙ্গত উত্তর পাইলেন না। জাফর তখন করযোড়ে বলিলেন, "জাঁহাপনা, এক দিন আপনি বলিয়াছিলেন, রাজধানীতে আপনার কর্ম্মচারিগণ শান্তিরক্ষার কার্য্য কিরূপ ভাবে চালাইতেছে, তাহা আপনি গোপনে পরীক্ষা করিবেন, আজ আপনি দিন স্থির করিয়া দিয়াছিলেন, এ বিষয়ে কি অনুমতি হয়, জানিবার জন্য আমি আসিয়াছি।" খালিফ বলিলেন, "কথাটা আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম, আজ আমার মন ভাল না থাকিলেও দিনপরিবর্ত্তনের কোন আবশ্যক দেখি না। আজই বাহির হইয়া পড়া যাক্, তুমি বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া এসো।"

অনন্তর খালিফ ও জাফর বিদেশী সদাগরের পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া, প্রাসাদ-উদ্যানের গুপ্তদ্বারপথে বাহির হইলেন, এবং ঘুরিতে ঘুরিতে নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ;—দেখিলেন, কোথাও কোন প্রকার শৃঙ্খলার অভাব নাই। নদীতীরে একখানি নৌকা দেখিয়া তাঁহারা সেই নৌকায় আরোহণ করিয়া নদী পার হইলেন, তাহার পর একটি সেতুর উপর আসিয়া দাঁড়াইলেন।

সেতুর পাদদেশে তাঁহারা একটি বৃদ্ধ অন্ধকে দেখিতে পাইলেন। বৃদ্ধটি ভিক্ষা করিতেছিল। খালিফ অন্ধ ভিক্ষুকের হস্তে একটি স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিলেন। ভিক্ষুকটি মুদ্রা পাইয়া খালিফকে বলিল, "হে সদাশয় মহোদয়, আপনি যিনি হউন, আমাকে আর একটি অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত করিবেন না, দয়া করিয়া আমার মস্তকে একটি চপেটাঘাত করুন। আমি ইহা অপেক্ষা গুরুতর শাস্তিলাভের যোগ্য।" পাছে খালিফ তাহার মস্তকে করাঘাত না করিয়াই চলিয়া যান, এই ভয়ে ফকির তাঁহার পরিচ্ছদ ধরিয়া রহিল, চপেটাঘাতলাভের পূর্ব্বে সে তাঁহাকে কোনক্রমে ছাড়িতে রাজী হইল না।

স্বর্ণমুদ্রার সহিত চপেট চাই

খালিফ ফকিরের এই অদ্ভুত অনুরোধে অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। তিনি বলিলেন, "তুমি কেন আমাকে এরূপ অনুরোধ করিতেছ, তাহার কারণ না জানিলে আমি কখনও তোমার প্রতি এরূপ নির্দ্দয় ব্যবহার করিতে পারিব না। খালিফ তাঁহার পরিচ্ছদ ছাড়াইয়া লইয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা করিলেন।

বৃদ্ধ ফকির কিছুতেই তাঁহাকে ছাড়িবে না। সে বিশেষ আগ্রহের সহিত বলিতে লাগিল, "মহাশয়, আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন, হয় আমাকে চপেটাঘাত করুন, না হয় ভিক্ষা ফিরাইয়া লউন। আমি চপেটাঘাত না খাইলে ভিক্ষা লইতে পারি না, আল্লার নিকট আমি এ বিষয়ে শপথ করিয়াছি। আপনি আমার সকল কথা শুনিলে নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবেন যে, আমার প্রার্থনা অসঙ্গত নহে।"

চপেট উপ-হারের ধন্যবাদ

খালিফ আর প্রতিবাদ না করিয়া অন্ধের মস্তকে একটি লঘু চপেটাঘাত করিলেন। বৃদ্ধ তৎক্ষণাৎ ধন্যবাদ সহকারে খালিফকে ছাড়িয়া দিল। খালিফ কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া উজীরকে বলিলেন, "জাফর, এই লোকটির অদ্ভুত প্রার্থনা শুনিয়া আমি বড় বিস্মিত হইয়াছি, নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে কোন গূঢ় রহস্য আছে, তুমি আমার পরিচয় দিয়া ঐ বৃদ্ধ ফকিরকে বলিবে, সে কাল বৈকালে নমাজের পর যেন প্রাসাদে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যায়। আমি তাহার সঙ্গে আলাপ করিব।" জাফর ফকিরের নিকট ফিরিয়া প্রথমে তাহার হাতে কিঞ্চিৎ ভিক্ষা ও মস্তকে একটি মৃদু চপেটাঘাত প্রদান করিয়া তাহাকে রাজাজ্ঞা জানাইলেন; অনন্তর উজীর খালিফের নিকট প্রত্যাগমন করিলেন।



নগরে প্রবেশ করিয়া খালিফ ও উজীর একটি খোলা জায়গায় উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, সেখানে অনেক লোক জমিয়া গিয়াছে। তাঁহারাও সেই লোকারণ্যে মিশিয়া গেলেন। এত লোক একত্র সমবেত হইবার কারণ অবিলম্বেই তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন। একটি সুবেশসম্পন্ন সুন্দর যুবক একটি ঘোটকীর উপর আরোহণ করিয়া, তাহাকে ক্রমাগত ঘুরাইয়া বেড়াইতেছিল, এবং এরূপ নির্দ্দয়ভাবে অবিশ্রান্ত প্রহার করিতেছিল যে, তাহার শরীর হইতে রক্তপাত হইতেছিল; ঘোটকীর মুখ ফেনরাশিতে আচ্ছন্ন হইয়াছিল।

নির্দ্দয়ভাবে ঘোটকী প্রহার

খালিফ যুবকের এইপ্রকার নিষ্ঠুরতা দেখিয়া, কাহাকে কাহাকেও ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু কেহই কোন কারণ বলিতে পারিল না। তিনি এ কথাও জানিতে পারিলেন যে, এই যুবক প্রত্যহই এই প্রকার নিষ্ঠুরতাচরণ করিয়া থাকে।

খালিফ উজীরকে বলিলেন, "উজীর, এই যুবককে কাল আমার নিকট প্রাসাদে উপস্থিত হইবার আদেশ কর, যে সময় অন্ধ বৃদ্ধ যাইবে, যুবকও সেই সময় যাইবে।" উজীর খালিফের আদেশ পালন করিলেন।

চলিতে চলিতে উভয়ে একটি পথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং সেই পথের উপর একটি নবনির্ম্মিত গৃহ দেখিতে পাইলেন। খালিফ উজীরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে এ গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছে, সন্ধান লও।"

কাজের সন্ধান লইয়া জানিলেন, গৃহস্বামীর নাম খোজা হাসান আলহাবা। এই ব্যক্তি রজ্জুব্যবসায়ী ছিল, এবং এক সময়ে ইহার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। কিন্তু কিরূপে যে সে অর্থসঞ্চয় করিয়া অল্প-দিনের মধ্যে এরূপ সুবৃহৎ হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিল, তাহা সাধারণে বুঝিতে পারে নাই।

হঠাৎ ধনীর রহস্য কি?

খালিফ বলিলেন, "আমি এই দড়ীওয়ালার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাই, কাল যে সময়ে অন্য দুই জন আসিবে, সেই সময়ে উহাকেও যাইতে বলিবে।" উজীর দড়ীওয়ালা খোজা হাসানের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া খালিফের আদেশ জ্ঞাপন করিলেন।

পরদিন অপরাহ্ণে নমাজের পর খালিফ তাঁহার কক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, উজীর ঐ তিন জন লোককে তাঁহার নিকট উপস্থিত করিলেন। তাহারা খালিফের পদতলে নিপতিত হইয়া, তাঁহার চরণবন্দনা করিল। তাহার পর তাহারা উঠিলে খালিফ তাহাদের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। ফকির বলিল, "আমার নাম বাবা আবদাল্লা।" খালিফ বলিলেন, "বাবা আবদাল্লা, তোমার ভিক্ষাগ্রহণের নিয়মটি এমন অদ্ভুত যে, আমার ইচ্ছা হইয়াছিল, আমি ইহা রহিত করিয়া দিব। কারণ, তুমি সাধারণকে বড়ই বিরক্ত কর, তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি। তবে আমি তোমার এরূপ শপথগ্রহণের কারণটি না জানিয়া তোমার প্রতি কোন আদেশ প্রদান করিব না ভাবিয়াই, তুমি সে দিন নিস্তার পাইয়াছ, আমার কাছে এখন স্পষ্ট করিয়া বল, কি জন্য তুমি এই প্রকার শপথ গ্রহণ করিয়াছ। আমার নিকট কোন কথা গোপন করিবে না, কারণ, আদ্যোপান্ত সকল কথা আমার জানা আবশ্যক, নতুবা তোমার প্রতি ন্যায়বিচার সম্ভব হইবে না।"

খালিফ-দরবারে রহস্য-প্রকাশের আহ্বান

খালিফের কথা শুনিয়া বাবা আবদাল্লা তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয়বার খালিফের চরণে অবনত হইল, তাহার পর উঠিয়া বলিল, "জাঁহাপনা, আমি যাহা বলিব, তাহা আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিয়া, আমাকে ক্ষমা করিতে হইবে। আমি বুঝিতেছি, আমার কথা অসম্ভব বলিয়া আপনি মনে করিবেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা অসম্ভব নহে। আমি আপনার কাছে গুরু অপরাধ করিয়াছি, তাহা স্বীকার করিতেছি, কিন্তু আমি আপনাকে চিনিতাম না বলিয়াই আপনার প্রতি সেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলাম, নতুবা তাহা করিতে কদাচ আমার সাহস হইত না।

"আমার ব্যবহার মনুষ্যের দৃষ্টিতে যতই বিসদৃশ হউক, ঈশ্বরের নিকট আমার ব্যবহার দূষণীয় বিবেচিত হইবে না। আমার অপরাধ এরূপ গুরুতর যে, পৃথিবীর সকল লোক যদি আমাকে এক একটি চপেটাঘাত করে, তাহা হইলেও আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় না। আমার পাপ কিরূপ গুরুতর, তাহা আমি খোদাবন্দের আদেশে বিবৃত করিতেছি।"

* * * * *

বাবা আবদাল্লার কাহিনী

আমি বোগদাদ নগরে জন্মগ্রহণ করি। আমার পিতা-মাতা আমার শৈশবেই প্রাণত্যাগ করেন। আমি তাঁহাদের পরিত্যক্ত কিছু সম্পত্তি লাভ করিয়াছিলাম। আমি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে যুবকগণের ন্যায় বৃথা আমোদ-প্রমোদে আমার সম্পত্তি নষ্ট না করিয়া, বিশেষ চেষ্টা ও পরিশ্রম দ্বারা ধনবৃদ্ধি করিতে লাগিলাম। আমি অবশেষে কতকগুলি উট কিনিয়া তাহা সদাগরদিগকে ভাড়া দিতে প্রবৃত্ত হইলাম, ইহাতে আমার বেশ অর্থোপার্জ্জন হইতে লাগিল।

এইরূপে সৌভাগ্যের সোপানে পদার্পণ করিয়া, আমার আনন্দের সীমা রহিল না। আমি অধিকতর ধনলাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলাম এবং এই অভিপ্রায়ে হিন্দুস্থানে পণ্যদ্রব্য পাঠাইবার সংকল্প করিলাম। এক দিন আমি হিন্দুস্থানে পণ্যদ্রব্য পাঠাইবার জন্য তাহা জাহাজে তুলিয়া দিয়া ফিরিতেছিলাম, আমার উটগুলিকে কিছু খাদ্যদ্রব্য প্রদান করার আবশ্যক হওয়ায়, আমি তাহাদিগকে একটি অরণ্যের মধ্যে চরাইতে লইয়া চলিলাম। সহসা সেই পথে এক জন দরবেশের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইল। দরবেশ বলিল, সে বসোরা যাইতেছে। পথশ্রমে দরবেশটি কিছু কাতর হইয়াছিল, সে আমার পাশে বিশ্রাম করিতে বসিল। আমি জঙ্গলে উটগুলি ছাড়িয়া দিয়া একটি বৃক্ষচ্ছায়ায় বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিলাম। আমাদের পরস্পরের পরিচয় শেষ হইলে আমরা খাদ্যদ্রব্য বাহির করিয়া একত্র ভোজন করিতে লাগিলাম।

আহার করিতে করিতে আমরা নানা বিষয় আলাপ করিতে লাগিলাম। কথাপ্রসঙ্গে দরবেশ আমাকে বলিল যে, "অদূরবর্ত্তী একটি গুপ্তস্থানে ভূরিপরিমাণে ধনরত্ন সংগুপ্ত আছে। সে ধনরত্ন এত প্রচুর যে, আমরা আশীটা উট বোঝাই করিয়া সেখান হইতে তাহা তুলিয়া আনিলেও তাহার শেষ হইবে না।"

এই সুসংবাদে আমি অত্যন্ত পুলকিত হইলাম। দরবেশ যে আমাকে মিথ্যা প্রলোভনে মুগ্ধ করিতে পারে, এ কথা একেবারেই ভুলিয়া গেলাম। আমি দরবেশকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলাম, "ভাই দরবেশ, পৃথিবীর দ্রব্যসামগ্রীকে তুমি নিতান্ত তুচ্ছ মনে কর, তুমি একা মানুষ, পৃথিবীতে তোমার আত্মীয়-স্বজন অতি সামান্য, তুমি আমাকে সেই অগাধ রত্নভাণ্ডার দেখাইয়া দাও, আমি আমার চারি কুড়ি উট বোঝাই করিয়া ধনরত্ন লইয়া আসি। আমি একটা উটের বোঝা তোমাকে প্রদান করিব।"

আমি দরবেশকে যাহা দিতে চাহিলাম, দরবেশকৃত উপকারের তুলনায় তাহা অতি সামান্য সন্দেহ নাই; কিন্তু আমার মনে তখন লোভ এতই প্রবল হইয়াছিল যে, উনাশীতি উট বোঝাই ধনরত্ন নিজের জন্য রাখিয়া ঐ একটি উট-বোঝাই ধনরত্ন দরবেশকে প্রদান করিবার আশঙ্কাতেই আমি বিশেষ কাতর হইয়া পড়িয়াছিলাম।

গুপ্ত-রত্ন-ভাণ্ডারের সন্ধান

দরবেশ আমার লোভের পরীক্ষা পাইল, কিন্তু তাহাতে সে বিরক্ত হইল না। সে আমার কথা শুনিয়া বলিল, "ভাই, তুমি আমাকে যে অংশ দিতে চাহিতেছ, তাহা কত সামান্য, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখ। আমি যদি তোমাকে এই ধনরত্নের সন্ধান না দিই, তাহা হইলে ত' তুমি এক পয়সাও পাও না। আমার ইচ্ছা, তুমি ধনবান্ হও, আমার উপকার মনে রাখ, আমারও কিছু অর্থ আসুক। আমি তোমার কাছে আর একটি প্রস্তাব করিতে চাই, ইহা কত দূর সঙ্গত, তাহা তুমিই বিবেচনা করিতে পারিবে। তুমি বলিলে, তোমার চারি কুড়ি উট আছে, আমি সেই সকল উট লইয়া গুপ্ত ধনাগারে উপস্থিত হইয়া উটগুলিতে ধনরত্নে বোঝাই দিব, কিন্তু কথা এই যে, ধনরত্ন-বোঝাই অর্দ্ধেক উট আমাকে প্রদান করিতে হইবে, অর্দ্ধেক তুমি লইবে, তাহার পর আমরা যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাইব, কাহারও সহিত কোন সম্বন্ধ থাকিবে না। যদি তুমি আমাকে চল্লিশটি উট দিতে কষ্টবোধ কর, তাহা হইলে মনে রাখিও, তুমি যে ধনরত্ন লাভ করিবে, তাহা দিয়া হাজার হাজার উট ক্রয় করিতে পারিবে, সুতরাং ইহাতে তোমার কিছু মাত্র ক্ষতি নাই, বিশেষতঃ আমি ত' তোমার কাছে অর্দ্ধেকের অধিক চাহিতেছি না।"

দরবেশ আমার সমান ধনী হইবে, এ কথা আমার বড়ই কটু বোধ হইতেছিল। দরবেশ যে প্রস্তাব করিল, তাহা যে অতি সঙ্গত, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না ; কিন্তু আমার তাহা বড়ই অপ্রীতিকর বোধ হইল। পরন্তু দরবেশের প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া কোনই লাভ নাই, চিরজীবন উট ভাড়া খাটাইয়া অতি কষ্টে অর্থোপার্জ্জন করিতে হইবে বুঝিতে পারিয়া, আমি অগত্যা তাহার প্রস্তাবেই সম্মত হইলাম এবং উটগুলিকে জঙ্গল হইতে তাড়াইয়া আনিয়া একত্র করিলাম। তাহার পর আমরা উভয়ে একটি পর্ব্বতের সুবিস্তীর্ণ উপত্যকায় উপস্থিত হইলাম। এই উপত্যকার প্রবেশপথ অতি সংকীর্ণ, আমার উটগুলি এক একটি করিয়া এই পথে উপত্যকায় প্রবেশ করিতে সমর্থ হইল। কিন্তু ভিতরের দিক বেশ প্রশস্ত, ভিতরে অনেকগুলি পাশাপাশি চলিতে পারিল। চতুর্দ্দিকে উচ্চ পর্ব্বত, মধ্যে উপত্যকা, আমরা তাহারই ভিতর উপস্থিত হইলাম। সেখানে জনমানবের সাড়াশব্দ নাই।

উপত্যকায় রত্নস্তূপ

এই স্থানে উপস্থিত হইলে দরবেশ আমাকে বলিল, "আমাদের আর অন্যস্থানে যাইতে হইবে না। তোমার উটগুলিকে তুমি শ্রেণীবদ্ধ করিয়া শোয়াইয়া দেও, তাহা হইলে উটের পিঠে বোঝা তুলিতে কিছুমাত্র কষ্ট হইবে না। আমরা শীঘ্রই ধনভাণ্ডারের মধ্যে প্রবেশ করিব।"

আমি দরবেশের অনুরোধক্রমে উটগুলিকে শ্রেণীবদ্ধভাবে শয়ন করাইয়া দরবেশের অনুসরণ করিলাম। দেখিলাম, দরবেশ একখানি প্রস্তর, এক খণ্ড ইস্পাত ও কিছু জ্বালানিকাঠ হাতে লইয়া চলিয়াছে। একটি স্থানে আসিয়া দরবেশ পাথরে ইস্পাত ঠুকিয়া আগুন বাহির করিল, সেই আগুনে কাঠ ধরাইয়া তাহার উপর কিছু তৃণ স্থাপন করিল ও বিড় বিড় করিয়া কি মন্ত্র উচ্চারণ করিল। কি মন্ত্র বলিল, তাহা আমি শুনিতে পাইলাম না। কিন্তু অগ্নিরাশি হইতে প্রবলবেগে ধূম উঠিতে লাগিল ; ক্রমে সেই ধূমে চতুর্দ্দিক আচ্ছাদিত হইল, দরবেশ সেই ধূম দুই ভাগে বিভক্ত করিতেই সেই স্থানে একটি গুপ্তদ্বার বাহির হইয়া পড়িল ; দ্বারটি প্রস্তরের।

দ্বার খুলিয়া সোপান-শ্রেণীর সাহায্যে আমরা একটি সুবিস্তীর্ণ প্রাসাদকক্ষে অবতরণ করিলাম। সেখানে যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না ; দেখিলাম, রাশি রাশি স্বর্ণ, হীরকরত্নাদি সজ্জিত রহিয়াছে। আমি দ্রুতবেগে সেই সুবর্ণস্তূপের উপর নিপতিত হইলাম এবং এক একটি বস্তার ভিতর তাহা পূরিতে লাগিলাম। আমার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বস্তাগুলি স্বর্ণরাশিতে পরিপূর্ণ হইলে, উটের পক্ষে তাহা বহন করা কিরূপ দুঃসাধ্য হইবে, সে কথা চিন্তা করিলাম না। দেখিলাম, দরবেশ স্বর্ণ ছাড়িয়া বস্তাতে হীরক-রত্নাদি বোঝাই করিতেছে। আমি তাহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, অল্পদ্রব্যেই বহু মূল্য হইবে, সুতরাং আমিও তাহার দৃষ্টান্তের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলাম। যে পরিমাণ বোঝাই উটে বহন করিতে পারে, তাহা উটের পৃষ্ঠে চাপাইয়া সেই ধনাগারের দ্বার বন্ধ করিয়া আমরা পর্ব্বত-উপত্যকা পরিত্যাগ করিলাম।

আশীটি উটের পিঠে ধনরাশি চালান

আমি দরবেশের একটি কার্য্য প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, যখন সে হীরকরত্নাদি সংগ্রহ করে, সেই সময় দেখিয়াছিলাম, সে একটি স্বর্ণ-পাত্র হইতে একটি ক্ষুদ্র বাক্স সংগ্রহ করিয়া, তাহা তাহার জামার বুকের জেবে রাখিল, বাক্সটির মধ্যে কি জিনিষ আছে, তাহা জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলে, সে আমাকে বাক্স খুলিয়া দেখাইয়াছিল ; দেখিলাম, একপ্রকার আটাল পদার্থে বাক্সটি পরিপূর্ণ।

পর্ব্বত-উপত্যকার বাহিরে আসিয়া চল্লিশটি উট লইয়া আমি এক দিকে যাত্রা করিলাম, অবশিষ্ট চল্লিশটি উট লইয়া দরবেশ অন্য দিকে যাত্রা করিল। দরবেশ বাসোরার দিকে চলিল, আমি বোগদাদাভিমুখে চলিলাম। বিদায় লইবার সময় আমরা আর একবার পরস্পরের আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ হইলাম।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই আমার মনে লোভ ও কৃতঘ্নতা প্রবল হইয়া উঠিল। চল্লিশটি উট হারাইয়া আমার মনে কষ্টের আর সীমা রহিল না, বিশেষতঃ দরবেশ এই উটগুলির পিঠে চাপাইয়া যে অগাধ অর্থ লইয়া গেল, যদি তাহা আমি পাইতাম, তাহা হইলে আমার মনে কি আনন্দই হইত! আমার নির্ব্বুদ্ধিতার কথা ভাবিয়া আমি বিলাপ করিতে লাগিলাম, অনুতাপে আমার অন্তরাত্মা দগ্ধ হইতে লাগিল; অবশেষে আমি স্থির করিলাম, দরবেশকে একটি উটও প্রদান করা হইবে না, সকলগুলিই আমি তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া আসিব।

আকাঙ্ক্ষা-উদ্দীপনার চাঞ্চল্য

অনন্তর আমার অভীষ্ট সিদ্ধ করিবার জন্য আমি আমার উটগুলিকে এক স্থানে দাঁড় করাইয়া দরবেশের উদ্দেশে ধাবিত হইলাম। কিছুদূর গমন করিয়া আমি দরবেশকে দেখিতে পাইলাম, উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া তাহাকে থামিতে বলিলাম, দরবেশ আমার কথা শুনিয়া স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইল।

আমি দরবেশের নিকটে আসিয়া বলিলাম, "ভাই, আমি তোমাকে কিছুদূর ছাড়িয়া গমন ...র পর একটি নূতন কথা চিন্তা করিয়াছি, পূর্ব্বে কথাটা একবারও আমার মাথায় প্রবেশ করে নাই। ... এক জন অতি ধার্ম্মিক দরবেশ, আল্লার চিন্তা করিয়া সময় অতিবাহিত করা ভিন্ন তোমার ত' অন্য কোন ...ই; সুতরাং আমার বিবেচনায় চল্লিশটির পরিবর্ত্তে ত্রিশটি উট-বোঝাই ধনরত্ন হইলেই তোমার জীবনযাত্রা নি... হইবে, দশটি উট আমাকে প্রদান কর।" দরবেশ বলিল, "তুমি উত্তম কথা বলিয়াছ, এ কথাটা ই...র্বে একবারও আমার মনে উঠে নাই। যে দশটি উট তোমার পছন্দ হয়, এই চল্লিশটির ভিতর হইতে বাছি...য়া যাও।"

আমি বোঝাইসমেত দশটি উট লইয়া নিজের উটগুলির কাছে আসিলাম এবং পঞ্চাশটি উ...ইয়া চলিতে লাগিলাম। কিছুকাল পরে আমার মনে আবার প্রবল লোভ ও ঈর্ষ্যার সঞ্চার হইল। আমি ...র্বার পূর্ব্ববৎ তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলাম, "ভাই, তোমার মত দরবেশের পক্ষে ত্রিশ উট-বোঝাই ধনরত্ন অত্যন্ত অধিক, আমার ন্যায় সংসারীর পক্ষে পঞ্চাশটি রত্ন বোঝাই উটও যথেষ্ট নয়, তুমি আর দশটি ধনরত্নসহ উট আমাকে দিয়া যাও।" দরবেশ কোন আপত্তি না করিয়া আমাকে আর দশটি উট প্রদান করিল, আমার ষাটটি ও তাহার কুড়িটি উট হইল।

ধন-আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি নাই

আমি আমার গন্তব্যপথে অগ্রসর হইলাম, কিন্তু আমার ধনতৃষ্ণা নিবারিত হইল না। যতই আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইতে লাগিল, ততই আমার আশা বৃদ্ধি পাইতে থাকিল। দরবেশ কুড়িটি উটবোঝাই ধনরত্ন লইয়া কি করিবে? তাহার পক্ষে যাহা অনাবশ্যক, তাহাতে তাহার অধিকার নাই, মনে করিয়া আমি আবার ফিরিলাম। দরবেশের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহাকে নানা প্রকার যুক্তি ও হিতকরবচনে বলিলাম, "হে দরবেশশ্রেষ্ঠ, আমাকে আরও দশটি উট দিয়া যাও, তোমার ন্যায় দরবেশের পক্ষে আবশ্যকাতিরিক্ত ধনসম্পত্তি অনর্থের মূল হইবে, অতএব ইহার অর্দ্ধাংশ ত্যাগ কর।" দরবেশ একটু হাস্য করিয়া আরও দশটি উট আমাকে প্রদান করিল। আমার সত্তরটি উট হইল, দরবেশের অবশেষে থাকিল কেবল দশটি।

আমার ধনতৃষ্ণা ইহাতেও প্রশমিত হইল না। আমি ভাবিলাম, দরবেশের জীবিকা ভিক্ষাবৃত্তিরই উপর নির্ভর করে, এত ধনরত্ন সে কি করিবে? তাহার হস্তে এত ধনরত্ন থাকা উচিত নহে, দরবেশ যে দশটি উট লইয়া যাইতেছে, ওগুলিও আমার হস্তগত হওয়া উচিত।

পুনর্ব্বার দরবেশের নিকটস্থ হইয়া সে কয়টিও তাহার নিকট চাহিলাম। দরবেশ বিনা প্রতিবাদে সে কয়টিও আমাকে প্রদান করিয়া বলিল, "ভাই, এই সকল ধনরত্নের সদ্ব্যবহার করিও, দরিদ্রকে প্রতিপালন করিও, ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিও, ধনের সদ্ব্যবহার না করিলে ধন থাকা না থাকা সমান" ইত্যাদি অনেক উপদেশ প্রদান করিল, আমি তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া শেষ দশটি উট লইয়া গন্তব্যপথে চলিলাম।

চলিতে চলিতে আমার মনে হইল, দরবেশ তাহার বুকের জেবে যে মলমের মত জিনিষের বাক্সটি রাখিয়াছে, সেটি হয় ত সকল ধনরত্ন অপেক্ষা মূল্যবান্, নতুবা দরবেশ সেটি পরম আগ্রহে নিজের কাছে রাখিবে কেন? আমাকেই বা তাহার অংশ দান না করিবে কেন? ও জিনিষটি যাহাই হউক, তাহা হস্তগত করিতে হইবে, হয় ত' তাহা লাভ করিলে, আমি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুখী হইতে পারিব। সুতরাং আমি আবার দ্রুতবেগে তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলাম, "ভাই, তুমি তোমার আলখেল্লার বুকের জেবে যে মলমের বাক্সটি রাখিয়াছ, সে বাক্সটিতে কি আছে? আমাকে যখন তুমি সকলই দিয়াছ, তখন ঐ বাক্সটিও উপহার দান করিয়া যাও, কেন বৃথা উহা বহিয়া মরিবে? যে পৃথিবীর সকল সুখ ও ঐশ্বর্য্য-লালসা পরিত্যাগ করিয়াছে, এক বাক্স মলমে আর তাহার কি আবশ্যক?"

বাক্সের ভিতর বিশ্বের সংগুপ্ত ধনভাণ্ডার

হায়! যদি আমাকে দরবেশ তখন সেই বাক্স প্রদান করিতে অসম্মত হইত, তাহা হইলে বোধ করি, আমার জীবন এখন দুঃখময়, এত দুঃসহ হইত না, কিন্তু আমি পরিণামফল বুঝিতে পারিলাম না; ভাবিলাম, যদি সহজে সেই বাক্সপ্রদানে সম্মত না হয়, আমার শরীরে তাহার অপেক্ষা অনেক অধিক বল আছে, আমি বলপ্রকাশে তাহা কাড়িয়া লইব।

কিন্তু দরবেশ সেই বাক্সপ্রদানে কিছুমাত্র অসম্মতি প্রকাশ করিল না। প্রসন্নমনে বাক্সটি বাহির করিয়া আমার হস্তে প্রদান করিল; বলিল, "তুমি যখন বাক্সটি চাহিতেছ, তখন আমি তোমাকে ইহা না দিয়া কিরূপে স্থির থাকি? তুমি ইহাও গ্রহণ কর।"

আমি বাক্স খুলিয়া তাহার ভিতরের সেই আটাল জিনিষটি একবার মনোযোগের সহিত দেখিলাম, তাহার পর দরবেশকে বলিলাম, "তুমি ত চাহিবামাত্র আমাকে বাক্সটি প্রদান করিয়া বসিলে, এখন এই জিনিষ কি কাজে লাগিবে, তাহা বলিয়া আমার কৌতূহল দূর কর।" দরবেশ বলিল, "এই মলমের গুণ অতি আশ্চর্য্য। যদি তুমি ইহার এক বিন্দু লইয়া তোমার বামচক্ষুর চতুর্দ্দিকে ও চক্ষুর পাতার উপর ইহার প্রলেপ দাও, তাহা হইলে পৃথিবীর ভিতর যেখানে যত ধনরত্ন আছে, তাহা সকলই তুমি দেখিতে পাইবে; কিন্তু যদি বামচক্ষুতে তাহা না দিয়া দক্ষিণ চক্ষুর উপর প্রলেপ দেও, তাহা হইলে তুমি জন্মের মত অন্ধ হইবে।"

কথাটা কতদূর সত্য, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য আমি অধীর হইয়া উঠিলাম। বাক্সটি খুলিয়া একটু মলম তুলিয়া তাহা দরবেশের হস্তে প্রদান করিলাম, বলিলাম, "ভাই, কিরূপে লাগাইতে হইবে, তাহা ত' আমি জানি না, তুমি আমার বাম চক্ষুতে ইহা লাগাইয়া দাও, তোমার কথা কতদূর সত্য, তাহা পরীক্ষার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়াছি।"

বিশ্বের অনন্ত-রত্নরাশি সন্দর্শন

দরবেশ সহজেই আমার অনুরোধে সম্মত হইল। সে সেই মলমটুকু আমার হাত হইতে লইয়া আমাকে চক্ষু মুদিত করিতে বলিল। আমি চক্ষু মুদিত করিলে সে সেই মলম আমার বামচক্ষুর চতুর্দ্দিকে ও চক্ষুর পাতার উপর লাগাইয়া দিল, তাহার পর চক্ষু খুলিয়া দেখিলাম, তাহার কথা একটুও মিথ্যা নহে; ভূগর্ভের কত স্থানে কত স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরকরত্ন লুকায়িত আছে দেখিয়া আমি বিস্ময়ে স্তম্ভিত—আনন্দাতিশয্যে আত্মহারা হইলাম। আমি তখন দরবেশকে বলিলাম, "ভাই, আমার দক্ষিণচক্ষুতেও ঐ মলম খানিকটা লেপিয়া দাও।" দরবেশ বলিল, "তোমার কথা অনুসারে কাজ করিতে আমার আপত্তি নাই, কিন্তু আমি ত বলিয়াছি, যদি তুমি ইহা তোমার দক্ষিণ চক্ষুর উপর লাগাও, তাহা হইলে জন্মের মত অন্ধ হইবে।"

আমি দরবেশের কথা বিশ্বাস করিলাম না; ভাবিলাম, তাহার নিশ্চয়ই কোন কু-মতলব আছে, হয় ত' প্রকৃত কথা আমার নিকট হইতে গোপন রাখিবার জন্য আমাকে এই ভাবে প্রবঞ্চিত করিতেছে। সুতরাং

আমি বলিলাম, "আমি বুঝিয়াছি, তুমি আমাকে ফাঁকি দেওয়ার মতলবে এবার মিথ্যা কথা বলিতেছ, আমি তোমার এ কথা বিশ্বাস করি না, আমার অদৃষ্টে যাহাই থাক, আমি যাহা বলিতেছি, তদনুসারে তুমি কাজ কর, আমার এই শেষ অনুরোধটি রক্ষা কর।"

আশার উল্লাসে অন্ধ

দরবেশ বলিল, "আল্লা সাক্ষী, আমার কোন অপরাধ নাই, আমি যাহা বলিয়াছি তাহা সত্য কথা, কিন্তু তুমি তাহা বিশ্বাস করিলে না। ভাল, তোমার অনুরোধ আমি রক্ষা করিব।"

আমি মূর্খ, ভাবিলাম, এ সকলই দরবেশের প্রবঞ্চনামাত্র। বাম চক্ষুতে মলম লেপিলে যখন ভূগর্ভস্থ যাবতীয় ধনরত্ন দৃষ্টিগোচর হয়, তখন দক্ষিণ চক্ষুতে তাহা লেপিলে নিশ্চয়ই সেই সকল ধনরত্ন হস্তগত হইবে। সুতরাং আমি দরবেশকে আবার সেই অনুরোধ করিলাম, দরবেশ আমাকে পুনঃ পুনঃ এই অবিবেচনার কার্য্য করিতে নিষেধ করিল, কিন্তু আমি তাহার কোন কথায় কর্ণপাত করিলাম না। আমি বলিলাম, "আমার অদৃষ্টে যাহাই থাক, তুমি আমার অনুরোধ রক্ষা কর। আমার দক্ষিণ চক্ষুর উপর প্রলেপটি দিয়া আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর। যদি আমি সত্যই অন্ধ হই, তাহাতে তোমার কোন দায়িত্ব নাই।"

দরবেশ তখন আমার দক্ষিণ চক্ষুর চারিদিকে ও পাতার উপর সেই মলম কিঞ্চিৎপরিমাণে লাগাইয়া দিল। মলম লাগাইবার সময় আমি চক্ষু মুদিত করিয়াছিলাম, চক্ষু খুলিয়াও কিছু দেখিতে পাইলাম না, সমস্ত জগৎ অন্ধকার দেখিলাম; বুঝিলাম, দরবেশের কথা ঠিক, আমি অন্ধ হইয়াছি। আমি কাতরভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিলাম, এবং অবশেষে ক্রন্দন নিষ্ফল বুঝিয়া দরবেশকে ব্যাকুলভাবে বলিলাম, "ভাই, তুমি আমার অনেক উপকার করিয়াছ, আমি নিজের দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃই তোমার সাবধানবাক্যে বিশ্বাস না করিয়া চক্ষুদুটি নষ্ট করিলাম। তুমি এখন আমার চক্ষু দুটির দৃষ্টিশক্তি দান করিয়া আমার প্রাণরক্ষা কর। এ প্রকার অন্ধভাবে জীবন ধারণ করা বড়ই ক্লেশকর, ইহা অপেক্ষা বরং মৃত্যু ভাল।"

দরবেশ কঠোরস্বরে বলিল, "রে দুরাচার লুব্ধ, ধনলোভে অজ্ঞান হইয়া তুই আমার হিতোপদেশ অগ্রাহ্য করিয়াছিলি, এখন বিলাপ-পরিতাপে আর কি ফল হইবে? তোর যেমন মন, তাহার উপযুক্ত প্রতিফল পাইয়াছিস্। তোর দৃষ্টিশক্তি পুনঃ প্রদান করিবার শক্তি আমার নাই, আল্লার শরণ গ্রহণ কর্। ভক্তিভরে তাঁহাকে আহ্বান করিয়া দেখ্, যদি তিনি তোর অন্ধত্ব আরোগ্য করেন। তিনিই কেবল অন্ধকে চক্ষু দান করিতে পারেন। তিনি তোকে প্রচুর পরিমাণে ধনদান করিয়াছিলেন, কিন্তু তুই তাহার যোগ্য নস্; আল্লা এই সকল ধন তোর হস্ত হইতে গ্রহণ করিয়া আমাকে তাহা পুনঃপ্রদান করিলেন, আমি উহার সদ্ব্যবহার করিব।"

নৈরাশ্যের ভীষণ অন্ধকার

দরবেশ আর কোন কথা বলিল না, আমিও কিছু বলিতে পারিলাম না, নীরবে সেখানে দণ্ডায়মান রহিলাম। অনন্তর দরবেশ আমার আশীটি উঠ লইয়া, আমাকে পথিপ্রান্তে পরিত্যাগ করিয়া, বাসোরা অভিমুখে যাত্রা করিল।

আমি চক্ষু হারাইয়া পথে দাঁড়াইয়া একাকী কাঁদিতে লাগিলাম। আমাকে অসহায় অবস্থায় অপরিচিত স্থানে ফেলিয়া না গিয়া সঙ্গে লইয়া এক স্থানে সরাইয়া রাখিয়া যাইবার জন্য দরবেশকে কাতরভাবে অনুরোধ করিলাম, কিন্তু তাহার হৃদয়ে করুণার উদ্রেক হইল না, সে আমাকে সেইখানে ফেলিয়া রাখিয়াই চলিয়া গেল। পরদিন এক জন পথিক আমার দুঃখে দুঃখিত হইয়া, দয়া করিয়া আমাকে একটি পান্থনিবাসে রাখিয়া গেল।

ঐইরূপে অতুল ঐশ্বর্য্য হইতে বঞ্চিত হইয়া আমি ভিক্ষুকে পরিণত হইলাম। আমার মনে অনুতাপের ...য় হইয়াছিল ; ভিক্ষা লইবার সময় এক এক চপেটাঘাত গ্রহণে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে লাগিলাম।

বাবা আবদাল্লার কাহিনী শেষ হইলে খালিফ বলিলেন, "বাবা আবদাল্লা, তোমার অপরাধ গুরুতর, তাহাতে ...হ নাই, তুমি এজন্য যে দণ্ড গ্রহণ করিয়াছ, তাহাও নিতান্ত সামান্য নহে, কিন্তু আমার বিবেচনায় তুমি এই-...রার শাস্তির দ্বারা শান্তিলাভের আশা ত্যাগ করিয়া আল্লার শরণাপন্ন হও, তাঁহার অনুগ্রহলাভের জন্য সর্ব্বদা ...র্থনা কর। তোমাকে আর ভিক্ষা দ্বারা জীবনধারণ করিতে হইবে না ; আমি উজীরকে আদেশ করিতেছি, ...মাকে প্রত্যহ চার মুদ্রা দান করিবেন। ভিক্ষাবৃত্তি ত্যাগ করিয়া তুমি ধর্ম্মকর্ম্মে জীবন যাপন কর।"

শাস্তিতে শান্তি

বাবা আবদাল্লা খালিফের কথা শুনিয়া তাঁহার পদতলে লুটাইয়া পড়িল। খালিফের এই অনুগ্রহের জন্য ...হাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান ও যথোচিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিল। অতঃপর খালিফ যুবককে ...লেন, "এখন তুমি বল, তোমার ঘোটকীকে এরূপ নির্দ্দয়ভাবে পীড়ন করিতেছিলে কেন ?—তোমার ...ম কি !" যুবক বলিল, "আমার নাম সিদি নুমান।"

খালিফ জিজ্ঞাসা করিলেন, "সিদি নুমান, আমারও অশ্ব আছে এবং আমি অশ্বারোহণে সুপটু, কিন্তু ...শ্বের প্রতি তোমার ন্যায় নির্দ্দয় ব্যবহার করা আমি কখনও আবশ্যক বোধ করি নাই। তোমার ব্যবহারে ...নেক লোকই বিরক্ত হইয়াছিল, আমিও এতই বিরক্ত হইয়াছিলাম যে, তৎক্ষণাৎ তোমার সেই নির্দ্দয় ...বহার রহিত করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিতে আমার ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু আমি ছদ্মবেশে ছিলাম ...লিয়া তোমাকে সেরূপ আদেশ করি নাই। শুনিলাম, তুমি প্রত্যহই এইরূপ হৃদয়-হীন কার্য্য দ্বারা লোকের বিরক্তির উদ্রেক কর, ইহার কারণ কি, অবিলম্বে আমার নিকট ব্যক্ত কর, কোন কথা গোপন করিও না।"

সিদি নুমান খালিফের চরণে প্রণিপাত করিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর কি কথা বলিবার চেষ্টা করিল, ...কন্তু বলিতে পারিল না, লজ্জা ও ভয়ে তাহার মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল। খালিফ তাহার মনের ভাব ...ঝিতে পারিয়া ও তাহাকে নির্ব্বাক্ দেখিয়া, ক্রোধ, বিরক্তি বা অধীরতা প্রকাশ করিলেন না। তিনি বুঝিলেন, ...হার কথা গোপনীয় এবং তাহা বলিবার পূর্ব্বে তাহার মনে ...থেষ্ট সাহস-সঞ্চয়ের আবশ্যক ; সুতরাং খালিফ ...লিলেন, "সিদি নুমান, তুমি আমার নিকট কোন কথা বলিতে সঙ্কুচিত হইও না, তুমি মনে করিও, তোমার ...কান হিতৈষী বন্ধু তোমাকে এই অনুরোধ করিতেছেন। যদি তুমি মনে কর, তোমার কাহিনীর কোন অংশ ...নিয়া আমি বিরক্ত হইব, কিম্বা তাহা প্রকাশ করা তোমার পক্ষে লজ্জাজনক, তাহা হইলেও তাহা ...কাশে তুমি কুণ্ঠিত হইও না, আমি তোমার কথা শুনিবার পূর্ব্বেই তোমার সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিলাম। ...মি নির্ভয়ে সকল কথা প্রকাশ করিয়া বল। তোমার প্রিয়তম বন্ধুর নিকট বলিতেছ, এই ভাবিয়া বল।"

নৃশংসতার গোপন-রহস্য

সিদি নুমান বলিল, "জাঁহাপনা, আমার এই কাহিনী অতি বিচিত্র। আপনি যখন আমাকে অভয় দান ...রিতেছেন, তখন সকল কথা আপনার নিকট প্রকাশ করিতেছি। আমি নির্দ্দোষ মানুষ নহি, সকল ...নুষেরই কিছু দোষ আছে, আমারও আছে ; কিন্তু আমি এরূপ নরপিশাচ নহি যে, বিনা কারণে একটি ...রপরাধ পশুর প্রতি অন্যায় অত্যাচার করিব। কিন্তু তথাপি আমার ঘোটকীর প্রতি আমাকে যেরূপ ...র্ব্বরের ন্যায় হৃদয়হীন আচরণ করিতে হয়, তাহার কারণ শুনিলে আপনি বুঝিতে পারিবেন, ইহা যতই ...শংস হউক, অন্যায় নহে। জাঁহাপনা যে আদেশ দান করিবেন, তাহাই আমি নতশিরে পালন করিব।"

* * * * *

সাহিত্য-প্রসঙ্গ

দিদি নুমানের আত্ম-কাহিনী

অনন্তর সিদি নুমান তাহার আত্মকাহিনী বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইল।

"বংশমর্য্যাদায় আমি এরূপ সম্ভ্রান্ত নহি যে, জাঁহাপনা আমার বংশের পরিচয় জানিতে পারেন। আ প্রচুর ধনশালীরও সন্তান নহি, তবে আমার পিতা আমার জন্য যে সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহাত স্বাধীনভাবে বিনা কষ্টে আমার জীবিকানির্ব্বাহ হইতে পারিত।

সংসারে আমার কোনই অভাব ছিল না, অভাবের মধ্যে একটি স্ত্রী। মনের মত সুন্দরী ও গুণবর্ত স্ত্রী লাভ করিলেই আমার সকল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে ভাবিয়া, আমি বিবাহের জন্য উৎসুক হইলাম কিন্তু দেখিয়া শুনিয়া, পছন্দ করিয়া বিবাহ করা আমাদের দেশাচারবিরুদ্ধ, সুতরাং আমার ভাগ্যে যেরূ স্ত্রী জুটিল, তাহাকেই বিবাহ করিলাম।

বিবাহ করিয়া স্ত্রীকে গৃহে আনিয়া তাহার মুখ দেখিলাম। মুখ দেখিয়া বুঝিলাম, আমার অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ নহে, স্ত্রীটি পরমা সুন্দরী, দেখিয়া আমার মনে আহ্লাদ হইল।

বিবাহের পরদিন আমি আমার স্ত্রীর সহিত একত্র টেবিলে খানা খাইতে বসিলাম। নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য সংগৃহীত হইয়াছিল, আমি চামচের সাহায্যে আহার করিতে লাগিলাম, কিন্তু দেখিলাম, আমার স্ত্রী চামচের পরিবর্ত্তে একটা কাঁটা বাহির করিয়া তদ্দ্বারা এক একটি ভাত বিঁধিয়া মুখে নিক্ষেপ করিতেছে।

আমার স্ত্রীর নাম আমিনা। আমিনার এই ব্যবহারে আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম; তাহাকে বলিলাম, "আমিনা, তোমার পিতৃগৃহে কি এই ভাবে অন্নাহারের নিয়ম প্রচলিত আছে? তুমি কম খাও বলিয়া এইরূপ করিতেছ? যদি আমার অপব্যয়-ভয়ে তুমি এই পন্থা অবলম্বন করিয়া থাক, তাহা হইলে আমি তোমাকে অভয় দান করিতেছি, তুমি এইপ্রকার অল্পাহার পরিত্যাগ কর। আমি বিশেষ ধনবান্ নই, তাহা স্বীকার করি, কিন্তু তুমি স্থির জানিও, আহারের ব্যয়ে আমার ফতুর হইবার আশঙ্কাও নাই। সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া সকলে যেভাবে আহার করে, তুমিও সেইভাবে আহার কর, ইহাই আমার অনুরোধ।"

আমার অনুরোধ বৃথা হইল। আমিনা আমার কোন কথার জবাব করিল না, আহারের নিয়মও পরিবর্ত্তন করিল না। তাহার এই ব্যবহারে আমি বড় দুঃখিত হইলাম; বুঝিলাম, আমিনা সুন্দরী হইলেও, বড়ই অবাধ্য; অবাধ্য স্ত্রী যতই সুন্দরী হউক, তাহাকে লইয়া সংসার করা বড় কষ্টকর। আমার মনে বড় কষ্ট হইল।

কিন্তু সে জন্য তাহার মনে কষ্ট দিলাম না। আমার স্ত্রীকে সত্যই আমি ভালবাসিতাম; ভাবিলাম, এক দিনে না হউক, পাঁচ দিন উপদেশ দিয়া তাহার এ অভ্যাস ছাড়াইব, কাঁটায় করিয়া ভাতের এক একটি দানা মুখে তুলিয়া পক্ষীর মত আহার, এ কি কদভ্যাস!

সুন্দরীর পক্ষীর মত আহার

কিন্তু আমার উপদেশ বা অনুরোধে কোন ফল ফলিল না। আমার স্ত্রী আরও অধিক অবাধ্যতা দেখাইতে লাগিল; আহারের পরিমাণ আরও হ্রাস করিল। কদাচিৎ মুখে এক আধ টুকুরা রুটী নিক্ষেপ করিত, তাহা নিতান্তই পক্ষীর আহারের মত। আমি তাহার এই ব্যবহার দেখিয়া মনে মনে বড়ই বিরক্ত হইলাম, কিন্তু একটাও কটু কথা বলিলাম না।

যেমন দিবসে আহার, রাত্রির আহারেও সেইরূপ ব্যবহার প্রত্যক্ষ করিলাম। এক, দুই, তিন, যে কয় দিন আমরা একত্র বসিয়া আহার করিলাম, ব্যবহারের পরিবর্ত্তন দেখিলাম না। আমার বিস্ময় কৌতূহলে, এবং বিরক্তি ভয়ে পরিণত হইল। আমি বুঝিলাম, মানুষ কখন এত সামান্য দ্রব্য আহার করিয়া দীর্ঘকাল জীবন ধারণ করিতে পারে না, এ ভাবে আহার করিয়া আমিনা কয় দিন বাঁচিবে? কিন্তু

তাহার দেহে ত' দুর্ব্বলতারও কোন লক্ষণ দেখিতে পাইলাম না; তবে কি আমিনা আমার অসাক্ষাতে গোপনে কিছু আহার করে? তাহারই বা কারণ কি? আমার বিস্ময় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আমি মনে মনে স্থির করিলাম, গোপনে আমিনার গতিবিধি লক্ষ্য করিতে হইবে।

সমাধি-ভূমিতে শব আহার

এক দিন রাত্রিতে আমি শয়ন করিয়া আছি, আমিনাও আমার পাশে শুইয়া আছে, আমার নিদ্রাকর্ষণ হয় নাই, আমি চক্ষু নিমীলিত করিয়া আমিনার বিচিত্র ব্যবহারের কথা চিন্তা করিতেছি, এমন সময় দেখিলাম, আমিনা অতি ধীরে ধীরে উঠিয়া সাবধানে শয্যা ত্যাগ করিল। বুঝিলাম, আমিনা আমাকে নিদ্রিত ভাবিয়াই এ ভাবে উঠিতেছে। সে উঠিয়া কোথায় যায়, কি করে, জানিবার জন্য আমার বড় কৌতূহল হইল। গভীর নিদ্রার ছলে শয্যার উপর পতিত থাকিয়া, চক্ষু ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া দেখিলাম, আমিনা বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া লঘুপদক্ষেপে শয়নকক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল। আমিনা গৃহত্যাগ করিবামাত্র আমি শয্যা হইতে উঠিলাম এবং অতি সাবধানে তাহার অনুসরণ করিলাম।

রাত্রি চন্দ্রকিরণে সমুজ্জ্বল। দেখিলাম, আমিনা বহির্দ্বার খুলিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িল। আমি দূরে থাকিয়া তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিতে লাগিলাম, চলিতে চলিতে একটি সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত হইলাম। আমিনা আমার অগ্রেই সমাধিভূমিতে প্রবেশ করিয়াছিল।

কি ভয়ানক! সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া আমিনা একটি প্রেতের হস্ত ধারণ করিল, তাহার পর তাহার সহিত একটি নূতন সমাধির নিকট উপস্থিত হইয়া দুই হস্তে সমাধিভূমি বিদারণ করিয়া মৃতদেহ তুলিয়া ফেলিল এবং সেই সমাধির পাশে বসিয়া সে সেই কদাকার প্রেতের সহিত মহানন্দে সেই মৃতদেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া খাইতে লাগিল।

ভয়ে আমার দেহে ঘর্ম্ম ছুটিতেছিল! আমি দেখিলাম, তাহাদের আহার শেষ হইলে তাহারা সেই মৃতদেহের অস্থিগুলি কবরের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া তাহার উপর মৃত্তিকারাশি স্থাপন করিল। আমি বুঝিলাম, আমিনার গৃহে ফিরিতে আর বিলম্ব নাই, সুতরাং আমি দ্রুতবেগে গৃহে আসিয়া শয্যায় শয়ন করিলাম এবং পূর্ব্ববৎ নিদ্রিত আছি, এইভাবে পড়িয়া রহিলাম।

কিয়ৎকাল পরে আমিনা শয়নগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল, এবং বস্ত্রপরিবর্ত্তন করিয়া আমার পাশে শুইয়া পড়িল। আমার মনে এমন ঘৃণা ও ভয় হইতেছিল যে, আমি সে রাত্রিতে আর নিশ্চিন্তমনে ঘুমাইতে পারিলাম না। বড় কষ্টে রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র শয্যাত্যাগ করিয়া মসজিদে নমাজ করিতে চলিলাম।

সুন্দরীর অসহ্য বজ্জাতী

নমাজের পর বাগবাগিচা ও নানা স্থানে ঘুরিয়া মন একটু সংযত হইল। আমিনাকে কিছু বলা কর্ত্তব্য কি না, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম; বুঝিলাম, কঠোরতা প্রকাশ করিয়া আর সংশোধনের সময় নাই, মৃদুব্যবহারে তাহার চরিত্র সংশোধন করিতে হইবে। ক্রোধ প্রকাশ না করিয়া ধীরতা অবলম্বনই শ্রেয়ঃ।

আহারের সময় গৃহে ফিরিলাম। আমিনা আমার পাশে আহার করিতে বসিল, কিন্তু সেই এক দৃশ্য; সে কাঁটায় বিঁধিয়া এক একটা ভাত মুখে ফেলিতে লাগিল। ক্রোধে আমার সর্ব্বশরীর জ্বলিতে লাগিল, অন্য স্বামী হইলে তখনই তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া বেদম প্রহার করিত, তাহার বজ্জাতী দূর করিত; কিন্তু আমি কিছু ধীরপ্রকৃতির লোক, ক্রোধ দমন করিলাম; ধীরে ধীরে আমিনাকে বলিলাম, 'আমিনা, আমি বিবাহের পর হইতেই দেখিয়া আসিতেছি, তুমি কাঁটায় করিয়া পক্ষীর মত যৎসামান্য আহার কর। আমি তোমার নিকট ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তোমাকে এ অভ্যাস ত্যাগ করিতে বহুবার অনুরোধ

গলিত মৃতদেহ কি সুখাদ্য ?

করিয়াছি, কিন্তু তুমি কি ভাবিয়াছ জানি না, আমার অনুরোধে কর্ণপাত কর নাই। তোমার কো খাদ্যদ্রব্য পছন্দ হইবে, না হইবে, তাহা বুঝিতে না পারিয়া আমি প্রত্যহই নানাবিধ খাদ্যদ্রব্যের আয়োজ করি, কিন্তু তুমি তাহা স্পর্শও কর না। তোমাকে আহারে বাধ্য করা অকর্ত্তব্য জ্ঞান করিয়া আ ধীরভাবে সকল সহ্য করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু আমিনা, আমি তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই। এই সকল সুমিষ্ট সুস্বাদু উৎকৃষ্ট ভোজ্যদ্রব্য অপেক্ষা কি গলিত দুর্গন্ধ মৃতদেহ অধিক সুখাদ্য-অধিক তৃপ্তিকর ?'

আমার কথা শেষ হইতে না হইতে আমিনা সিংহীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিল। সে বুঝিল, আ গোপনে থাকিয়া তাহার বিচিত্র ব্যবহার লক্ষ্য করিয়াছি। তাহার নয়নে বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ প্রকাশিত হইল ক্রোধে তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল।

তাহার সেই মূর্ত্তি দেখিয়া আমার মনে বড় ভয়ের সঞ্চার হইল, আমি অসাড়ভাবে বসিয়া রহিলাম কিন্তু আমি যাহা কখন কল্পনা করি নাই, এমন ভয়ানক কার্য্য যে সে করিতে পারে, তাহা আ জানিতাম না। আহারস্থানে টেবিলের উপর গেলাসে জল ছিল, আমিনা রাগে ফুলিতে ফুলিতে সেই জলে অঙ্গুলী স্পর্শ করিল, তাহার পর তাহা আমার গাত্রে নিক্ষেপ করিয়া বলিল, 'হতভাগ্য, তোর কৌতূহলের উপযুক্ত ফল ভোগ কর্! এই দণ্ডে তুই কুকুরদেহ প্রাপ্ত হ!' সে বিড় বিড় করিয়া কি মন্ত্র উচ্চারণ করিল।

দেখিতে দেখিতে আমি কুকুরদেহ প্রাপ্ত হইলাম। আমি এই আকস্মিক বিপদে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলাম; ইত্যবসরে দেখিলাম, আমিনা একখানি লাঠি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া তদ্দ্বারা আমাকে প্রবলবেগে আঘাত করিতে লাগিল। আমার বোধ হইল, সে আমার প্রাণবধ না করিয়া ক্ষান্ত হইবে না। অনেক-ক্ষণ পর্য্যন্ত আমাকে প্রহার করিয়া আমিনাও ক্লান্ত হইয়া পড়িল, আমি কেবল গৃহের এ কোণে ও কোণে আশ্রয় খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। অবশেষে আমিনা আমার নির্য্যাতনের নূতন উপায় অবলম্বন করিল; দরজা একটু ফাঁক করিয়া ধরিল, অভিপ্রায়, আমি সেখান দিয়া পলায়নের চেষ্টা করিলেই সে কপাট চাপা দিয়া আমাকে পিষিয়া মারিবে। আমি তাহার অভিসন্ধি বুঝিতে পারিলাম, কিন্তু আমি প্রাণভয়ে কাতর হইয়াছিলাম, আমিনা সাবধান হইবার পূর্ব্বেই আমি দরজার ফাঁক দিয়া পলায়ন করিলাম। আমার লেজে কিঞ্চিৎ আঘাত লাগিল মাত্র।

যাদুবিদ্যা-প্রভাবে স্বামী কুকুর

আমি সেই আঘাতেই চীৎকার করিতে করিতে পথে আসিয়া দাঁড়াইলাম; দেখি, রাজ্যের কুকুর আমাকে আক্রমণ করিবার জন্য চারিদিক্ হইতে ছুটিয়া আসিতেছে। আমি আত্মরক্ষার অন্য উপায় না দেখিয়া এক জন কসাইয়ের দোকানে প্রবেশ করিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

অন্যান্য কুকুরগুলাও কসাইয়ের দোকানে প্রবেশের চেষ্টা করিল, কিন্তু কসাই তাহাদিগকে দূর করিয়া দিল, আমার প্রতি দয়াপরবশ হইয়া আমাকে আর তাড়াইল না। আমি একটি সিন্দুকের তলায় গিয়া বসিলাম।

কিন্তু কসাই লোকটি কিছু কুসংস্কারান্ধ, কুকুরকে সে অত্যন্ত অপবিত্র জীব বলিয়া ঘৃণা করিত। অন্যান্য কুকুরগুলি তাহার দ্বারপ্রান্ত হইতে প্রস্থান করিলে, কসাই আমাকে তাহার দোকান হইতে তাড়াইবার জন্য অনেকবার বিস্তর চেষ্টা করিল, কিন্তু আমি সেই সিন্দুকের তলদেশ কোন ক্রমে ত্যাগ করিলাম না। সে রাত্রিটা আমি সেই দোকানেই কাটাইয়া দিলাম। এইরূপে আমি সে দিন সেই দোকানে কিঞ্চিৎ বিশ্রামলাভ করিলাম।

পরদিন কসাই কতকগুলি মাংস ক্রয় করিয়া দোকানে ফিরিয়া আসিল। তাহাকে মাংস-হস্তে দোকানে আসিতে দেখিয়া দোকানের কাছে অনেকগুলি কুকুর আসিয়া জুটিয়াছিল। কসাই তাহাদের সম্মুখে এক টুকরা মাংস বা হাড় নিক্ষেপ করিতেছিল, আমার বড় ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল, আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না, অন্যান্য কুকুরের ন্যায় আমিও মাংসের জন্য দোকানের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। কসাই আমার অবস্থা দেখিয়া সদয়ভাবে আমাকে একটু অধিক পরিমাণে মাংস আহার করিতে দিল, তাহাতে আমার ক্ষুধাশান্তি হইল। আমি আবার দোকানে উঠিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কসাই এবার আমাকে কোনমতে দোকানে উঠিতে দিল না।

আমি তখন অগত্যা সে স্থান পরিত্যাগ করিলাম। কিছু দূরে এক রুটীওয়ালার দোকান ছিল, আশ্রয়-লাভের আশায় আমি সেই দোকানে উঠিলাম। দোকানদার লোকটি ভাল, সে আমাকে আদর করিয়া তাহার দোকানে গ্রহণ করিল, আমাকে রুটী খাইতে দিল। আমার অধিক ক্ষুধা ছিল না, কিন্তু কাতর-ভাবে একবার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া, তাহার দয়ার জন্য ধন্যবাদ প্রকাশ করিয়া, রুটীর কিয়দংশ ভক্ষণ করিলাম; দোকানীকে বুঝিতে দিলাম, তাহার অনুগ্রহের প্রতি আমার ঔদাসীন্য নাই, এজন্যই তাহার দান অনাবশ্যক হইলেও গ্রহণ করিলাম।

বুদ্ধি-নৈপুণ্যের যাচাই

দোকানদার আমার প্রতি বিশেষ আদর ও যত্ন প্রকাশ করিতে লাগিল। আমিও তাহার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হইলাম। নানা প্রকারে তাহার প্রতি আমার অনুরাগ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতাম। আমি বুঝিতে পারিতাম, দোকানদার আমার উপর বিশেষ সন্তুষ্ট আছে।

আমি এই রুটীওয়ালার দোকানে কয়েক দিন বাস করিলাম। কয়েক দিন পরে একটি স্ত্রীলোক সেই দোকানে রুটী কিনিতে আসিল, সে রুটীর দাম প্রদান করিলে, দোকানী একটি পয়সা ফেরত দিয়া বলিল, "এ পয়সাটি চলিবে না, ইহা বদলাইয়া দিতে হইবে।" স্ত্রীলোকটি বলিল, "কেন চলিবে না? ইহা অচল পয়সা নহে।" দোকানী বলিল, "ইহা একেবারেই অচল, আমি দূরের কথা, আমার কুকুরকে দেখাইলে সেও বুঝিবে, ইহা অচল।" দোকানী আমাকে আহ্বান করিল। আমি অদূরে বসিয়াছিলাম, তাহার কথা শুনিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইলাম। দোকানী আমার সম্মুখে কয়েকটি পয়সা ফেলিয়া দিয়া বলিল, 'দেখ দেখি, ইহার মধ্যে খারাপ পয়সা আছে কি না?' আমি পয়সাগুলি ভাল করিয়া দেখিলাম, তাহার পর খারাপ পয়সাটি অন্যগুলি হইতে তফাৎ করিয়া একটু দূরে রাখিলাম; তাহার পর আমার আশ্রয়দাতা রুটীওয়ালার মুখের দিকে আগ্রহভরে চাহিতে লাগিলাম।

পয়সা-বাছা কুকুর

দোকানী আমার এইপ্রকার বুদ্ধিনৈপুণ্য দেখিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইল। স্ত্রীলোকটি অগত্যা পয়সাটি বদলাইয়া দিতে বাধ্য হইল। দোকানী আমার প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া অন্যান্য দোকানদারগণকে ডাকিল এবং আমার গুণের কথা তাহাদিগকে বলিল। আমি যে খারাপ পয়সা চিনিয়া ভাল পয়সার ভিতর হইতে তফাৎ করিতে পারি, আমাকে আর একবার তাহার পরীক্ষা দিতে হইল।

স্ত্রীলোকটিও গৃহে ফিরিবার সময় পথে যাহার দেখা পাইল, তাহার কাছেই আমার গুণের কথা বলিল। সমস্ত দিন আমাকে দেখিবার জন্য চারিদিক্ হইতে লোক আসিতে লাগিল, তাহারা আমার গুণ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিল, এবং সকলেই আমার বুদ্ধি দেখিয়া আনন্দ ও বিস্ময় প্রকাশ করিল।

এক দিন আর এক জন স্ত্রীলোক সেই দোকানে আসিয়া ছয় পয়সার রুটী কিনিল। পয়সাগুলির মধ্যে একটি খারাপ পয়সা ছিল, আমি পয়সাগুলি দেখিয়াই খারাপটি দূরে রাখিলাম এবং স্ত্রীলোকটির মুখের দিকে

চাহিলাম। স্ত্রীলোকটি আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিল; বলিল, 'হাঁ, একটি পয়সা খারাপ বটে, ঠিক ধরিয়াছ।' পয়সা বদল করিয়া স্ত্রীলোকটি দোকান পরিত্যাগ করিল, দোকানীর অলক্ষ্যে সে আমাকে তাহার অনুসরণ করিবার জন্য ইঙ্গিত করিল। আমি কুকুরদেহ পরিত্যাগ করিবার জন্য বড়ই উৎসুক হইয়াছিলাম, যদি সেরূপ কোন সুবিধা হয়, এই আশায় আমি স্ত্রীলোকটির অনুসরণ করিলাম। দোকানী তখন ক্রেতাদিগকে বিদায় করিবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত ছিল, আমার পলায়ন দেখিতে পাইল না।

কিয়ৎকাল পরে স্ত্রীলোকটি তাহার গৃহে উপস্থিত হইল। সে দ্বার খুলিয়া আমাকে বলিল, 'ভিতরে এস, আমার সঙ্গে আসিয়াছ, এ জন্য তোমাকে আক্ষেপ করিতে হইবে না।' আমি গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, একটি সুন্দরী যুবতী সেই কক্ষে উপবেশন করিয়া একমনে কার্পেট বুনিতেছে। বুঝিলাম, যে স্ত্রীলোকটি রুটী ক্রয় করিতে গিয়াছিল, এ যুবতী তাহারই কন্যা। পরে আমি জানিতে পারিলাম, এই যুবতী যাদুবিদ্যায় সুনিপুণা।



সুন্দরীর বস্ত্রপ্রান্ত চুম্বন

গৃহকর্ত্রী কন্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, 'মা, তোমার জন্য আমি রুটীওয়ালার বিখ্যাত কুকুরটিকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছি। আমি যখন পূর্ব্বে তোমাকে ইহার কথা বলিয়াছিলাম, তখনই আমার মনে হইয়াছিল, এ কুকুর নহে, মানুষ, কোন যাদুকর ইহাকে এই মূর্ত্তিতে রূপান্তরিত করিয়াছে। তোমার পরীক্ষার জন্য আমি ইহাকে কৌশলক্রমে সঙ্গে আনিলাম, তুমি একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ।'

যুবতী আসন ত্যাগ করিয়া উঠিল, এক পাত্র জল মন্ত্রপূত করিয়া তাহা আমার গাত্রে নিক্ষেপ করিল, বলিল, 'যদি তুমি কুকুর না হইয়া কাহারও যাদুবিদ্যাপ্রভাবে কুকুরমূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাক, তবে তোমার প্রকৃত মূর্ত্তি গ্রহণ কর।' আমি তৎক্ষণাৎ আমার পূর্ব্বদেহ প্রাপ্ত হইলাম।

রূপান্তরের কৃতজ্ঞতা

আমি যুবতীর নিকট আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিলাম। তাহার বস্ত্রপ্রান্ত চুম্বন করিয়া বলিলাম, 'আমি তোমার ক্রীতদাস, তুমি আমার জীবনদান করিলে, আমার জীবনের সকল কথা তোমাকে খুলিয়া বলিতেছি।' অল্প কথায় আমি যুবতীকে আমার জীবনকাহিনী বলিলাম।

যুবতী আমাকে বলিল, 'সিদি নুমান, কৃতজ্ঞতার কথা আর তোমাকে বলিতে হইবে না, আমি যে তোমার কিঞ্চিৎ উপকার করিতে সমর্থ হইয়াছি, ইহাই আমি আমার পক্ষে যথেষ্ট পুরস্কার মনে করিতেছি। আমি তোমার স্ত্রী আমিনাকে তাহার বিবাহের পূর্ব্ব হইতেই জানি। সে আমাকে চেনে, আমরা উভয়েই

এক গুরুর কাছে যাদুবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছি। আমি তাহার ব্যবহারে কিছুমাত্র বিস্মিত হই নাই, কারণ, প্রথম হইতেই আমি তাহার মেজাজের পরিচয় পাইয়াছিলাম, তাহার উগ্র স্বভাবের জন্য আমি তাহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা পর্য্যন্ত কহিতাম না। আমি তোমার জন্য যেটুকু কাজ করিয়াছি, তাহা অতি সামান্য, এখনও অনেক কাজ বাকী আছে। যাহা আরম্ভ করিয়াছি, আমি তাহার শেষ করিব। তুমি গৃহে প্রতিগমন করিয়া তাহার প্রতি উপযুক্ত শাস্তিবিধান কর, আমি এ বিষয়ে তোমাকে সাহায্য করিব। তুমি এখানে আমার মাতার সঙ্গে গল্প কর, আমি শীঘ্রই আসিতেছি।'

আমি যুবতীর মাতাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলাম। সেই রমণী সহাস্যে আমাকে বলিল, 'বাছা, তুমি দেখিতেছ, আমার কন্যা আমিনা অপেক্ষা যাদুবিদ্যায় অল্প নিপুণা নহে, পরের উপকার করিবার জন্যই আমি তাহাকে এই বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলাম। পরের অনিষ্ট করিবার জন্য কখন আমি আমার কন্যাকে অনুমতি করি নাই।' বোতলে গুপ্তমন্ত্র

কিয়ৎকাল পরে যুবতী যাদুকরী একটি বোতল লইয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। যুবতী আমাকে বলিল, 'সিদি নুমান, আমি আমার পুস্তক দেখিয়া বুঝিলাম, আমিনা এখন গৃহে নাই; কিন্তু সে শীঘ্রই গৃহে প্রত্যাগমন করিবে। তুমি এই বোতল লইয়া তোমার গৃহে গমন কর, তুমি তোমার স্ত্রীর প্রতীক্ষা করিবে, অধিকক্ষণ তাহার জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে না। সে গৃহে আসিয়া তোমাকে দেখিবামাত্র এমন বিস্মিত হইবে ও ভয় পাইবে যে, তোমার সম্মুখে আর ক্ষণকালও দাঁড়াইতে সাহস করিবে না, তোমাকে দেখিয়াই পলায়ন করিবে। তুমি তৎক্ষণাৎ এই জল কিয়ৎপরিমাণে তাহার শরীরে নিক্ষেপ করিয়া বলিবে,—রে দুশ্চারিণি, তোর আচরণের প্রতিফল গ্রহণ কর্, আমি অধিক কোন কথা বলিতে চাহি না, তুই অবিলম্বেই ইহার ফল ভোগ করিবি।'

আমি যুবতী ও তাহার মাতাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া গৃহে ফিরিয়া সাগ্রহে আমিনার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। আমাকে অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না, আমিনা আসিয়া আমাকে দেখিবামাত্র ভয়ে ও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া পড়িল, তাহার পর দ্রুত পলায়নের চেষ্টা করিল; কিন্তু আমি তাহাকে সে অবসর প্রদান করিলাম না, 'পাপীয়সি, তোর দুষ্কর্ম্মের ফলভোগ কর্' বলিয়া তাহার দেহে বোতলের জল ঢালিয়া দিলাম। আমিনা ভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, তাহার পরই সে একটি ঘোটকীতে পরিণত হইল, জাঁহাপনা কল্য সেই ঘোটকীই দেখিয়াছেন। যাদুকরীর যোগ্য শাস্তি

আমি তাহাকে ধরিয়া আস্তাবলে পুরিলাম, তাহার পর তাহার প্রতি যে দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছি, তাহা জাঁহাপনা স্বয়ং দেখিয়াছেন। আমি আশা করি, জাঁহাপনা এখন এই দুশ্চারিণীর প্রতি এই প্রকার দণ্ডের অনুমোদন করিবেন। তাহার ন্যায় দুঃশীলা রমণী কদাচ ভদ্রব্যবহারের যোগ্য নহে।"

খালিফ সিদি নুমানের কাহিনী শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "সিদি নুমান, তোমার কাহিনী অতি আশ্চর্য্য, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তোমার স্ত্রীর দুষ্ট ব্যবহার কোনক্রমে সমর্থন করিতে পারা যায় না; কিন্তু সে যে ঘোটকীদেহ লাভ করিয়াছে, তাহাতেই তাহার পাপের যথেষ্ট দণ্ড হইয়াছে, তাহার উপর এরূপ পীড়ন করা হৃদয়হীনতার পরিচায়ক। আমি ইহাকে ক্ষমা করিবার জন্য তোমাকে অনুরোধ করিতাম, কিন্তু আমিনা যেরূপ প্রতিহিংসা-পরায়ণা, তাহাতে সে যে তোমার উপর প্রতিশোধ লইবার প্রয়াস পাইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। উহাকে মনুষ্যদেহ দান করিলে পিশাচী তোমাকে অধিকতর বিপদে ফেলিতে পারে।"

* * * * *

খোজা হাসেন আল্হাবলের কাহিনী

সিদি নুমানের কাহিনী শেষ হইলে খালিফ খোজা হাসেনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "খোজা হাসে[ন,] কাল আমি তোমার গৃহসন্নিকটবর্ত্তী পথ দিয়া যাইতে যাইতে তোমার সুবৃহৎ সুসজ্জিত গৃহ দেখিয়া অত্য[ন্ত] বিস্মিত হইয়াছিলাম। গৃহ কাহার, তাহা জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া কোন কোন পথিককে জিজ্ঞা[সা] করায় তাহারা তোমার নাম বলিল। তাহাদের মুখে আরও শুনিতে পাইলাম, তুমি নিজে দরিদ্র অব[স্থা] হইতে এই অতুল সম্পত্তি উপার্জ্জন করিয়াছ ; কিন্তু তুমি পূর্ব্ব-অবস্থার কথা বিস্মৃত হও নাই, কেবল তাহা[ই] নহে, তুমি তোমার অর্থের সদ্ব্যবহার করিতেও কুণ্ঠিত নও। তোমার গুণের কথা শুনিয়া আমি তোমা[র] প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। কি উপায়ে তুমি দরিদ্র অবস্থা হইতে এরূপ ধনশালী হইলে, তোমার নিজে[র] মুখে তাহা শুনিবার জন্য আমি অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছি। আমার অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই, সুতরাং আ[মি] আশা করি, তুমি আমার নিকট কোন কথা গোপন করিবে না। তুমি আমার প্রসন্নতালাভে কখনও বঞ্চি[ত] হইবে না।"

খোজা হাসেন খালিফের কথা শুনিয়া তাঁহার সিংহাসনপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইয়া, খালিফের প্রতি সম্মানপ্রদর্শ[ন] প্রকাশ করিল, তাহার পর উঠিয়া সে তাহার কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল।

আমার এই সুখসৌভাগ্যের জন্য আমি আমার দুইটি বন্ধুর নিকট সর্ব্বাপেক্ষা কৃতজ্ঞ। বন্ধুদ্বয় এই বোগদাদ নগরেরই অধিবাসী ; এক জনের নাম সাদী, অন্যের নাম সাদ। সাদী অত্যন্ত ধনবান্ ব্যক্তি। তাহার বিশ্বাস, যে পরিমাণ অর্থের অভাবে স্বাধীনভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারা যায় না, সে পরিমাণে অর্থ না থাকা বিড়ম্বনার বিষয়। সাদের বিশ্বাস অন্যরূপ। সে বলিত, পরের উপকারের জন্য টাকা থাকা আবশ্যক, আমাদের অভাব দূর করিবার জন্য যে পরিমাণ ধনের প্রয়ো[জন], তাহা থাকিলেই যথেষ্ট হইল। সাদ তাহার নিজের অবস্থাতেই সুখী, এবং সাদী যদিও সাদ অ[পেক্ষা] বহুগুণে অধিক ধনবান্, তথাপি উভয়ের মধ্যে অকৃত্রিম বন্ধুত্বের অভাব নাই। অর্থের আধিক[্যের] জন্য সাদী কখনও সাদ অপেক্ষা আপনাকে কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করিত না। তাহাদের মধ্যে কখন মনান্তর ঘটিতে দেখি নাই।

এক দিন উভয় বন্ধুতে অর্থ-ব্যবহার সম্বন্ধে আলাপ করিতেছিল। তাহাদের সেই আলাপের মর্ম্ম পরে তাহাদের মুখে শুনিয়াছি। সাদী বলিল, "আমার বিশ্বাস, দরিদ্রগণ এই জন্য দরিদ্র যে, তাহারা তাহা-দিগের দুঃখ দূর করিবার জন্য কিম্বা ব্যবসায়ের উন্নতির নিমিত্ত ইচ্ছা করিলেই অনেক অর্থ হস্তগত করিতে

ভাগ্যপরিবর্ত্তনে মনোবৃত্তি

পারে না। যদি তাহারা আবশ্যকানুরূপ টাকা লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয়ই ধনের সদ্ব্যবহার করে, ক্রমে তাহারা প্রচুর ধনবান্ হইতেও পারে।"

সাদ বলিল, "গরীব লোক অনেক উপায়েই ধনবান্ হইতে পারে, কেহ দৈবাৎ বহু অর্থ পাইয়া ধনবান্ হয়, আবার অল্প মূলধনে কারবার করিতে করিতে মিতব্যয়িতা ও সদ্বিবেচনার ফলেও অনেকে বহু অর্থ সঞ্চয় করিতে পারে।"

সাদী বলিল, "আচ্ছা সাদ, আমি যে কথা বলিলাম, আমি দৃষ্টান্ত দ্বারা তোমার নিকট তাহা প্রমাণ করিব। প্রথমে একটি আজন্ম দরিদ্রের উপর দিয়া পরীক্ষা চালান যাক্ ; যদি আমার মত ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে তোমার মতানুসারে কাজ করা যাইবে।"

এইরূপে তর্কের পর দুই বন্ধু এক দিন নগরের পথে অগ্রসর হইতেছিলেন, আমি সেই পথের ধারে দড়ি নির্ম্মাণ করিতেছিলাম, সেইখানেই আমার গৃহ। আমার দরিদ্র পিতা ও পিতামহ সেই স্থানে আমারই

তাঁর দরিদ্র অবস্থায় রজ্জু নির্ম্মাণ করিয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। আমারও অন্য কোন আশা—আকাঙ্ক্ষা ছিল না, আমার পরিচ্ছদে আমার দারিদ্র্য পরিব্যক্ত হইতেছিল।

সাদ সাদীর তর্ক মনে রাখিয়াছিল। সে বলিল, "ভাই সাদী, তুমি সে দিন যে যুক্তির কথা বলিতেছিলে, তাহা যদি পরীক্ষা করিয়া দেখিবার সংকল্প থাকে ত' ঐ দেখ, এক জন গরীব লোক। আমি ইহাকে দীর্ঘকাল হইতেই এই কার্য্যে নিযুক্ত দেখিতেছি। লোকটি বড়ই গরীব, তোমার দয়ার উপযুক্ত পাত্র, তুমি ইহার উপর তোমার যুক্তি প্রয়োগ করিতে পার।"

সাদী বলিল, "তুমি ভাল কথা মনে করিয়া দিয়াছ, আমি ইহার উপরেই আমার যুক্তি প্রয়োগ করিব, পরীক্ষার ফলাফল যথাকালে জানিতে পারা যাইবে। আগে সংবাদ লও, লোকটি প্রকৃত গরীব কি না।"

আশা-আকাঙ্ক্ষা-হীন জীবন

দুই বন্ধুতে আমার নিকট উপস্থিত হইল। দেখিলাম, তাহারা আমার সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছুক, সুতরাং আমি তৎক্ষণাৎ কর্ম্মত্যাগ করিয়া তাহাদের নিকট উপস্থিত হইলাম। তাহারা আমার নাম জিজ্ঞাসা করিল, আমি সেলাম করিয়া নাম বলিলাম। সাদী বলিল, "হাসেন, তুমি যে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত আছ, তাহাতে তোমার সংসারযাত্রা বেশ স্বচ্ছন্দে নির্ব্বাহ হয় ত'? তুমি যেরূপ দীর্ঘকাল ধরিয়া রজ্জুর ব্যবসায় করিতেছ, তাহাতে আমার বোধ হয়, তুমি কিছু অর্থসঞ্চয়েও সমর্থ হইয়াছ। যে টাকা সঞ্চিত হইয়াছে, তাহা গাঁজার ব্যবসায়ে খাটাও না কেন? তাহা হইলে শীঘ্রই ত' তুমি ধনবান্ হইয়া উঠিতে পার।"

আমি বলিলাম, "মহাশয়, আপনারা বিশ্বাস করিবেন কি জানি না, কিন্তু আমি এ পর্য্যন্ত দড়ির ব্যবসায় করিয়া এক পয়সাও জমাইতে পারি নাই। দিবারাত্রি কঠোর পরিশ্রম দ্বারা যাহা কিছু উপার্জ্জন করি, তদ্দ্বারা অতি কষ্টে আমার সংসার নির্ব্বাহ হয়। সংসারে আমার স্ত্রী আছে, পুত্র-কন্যা সংখ্যায় পাঁচটি, তাহারা সকলেই অল্পবয়স্ক, সুতরাং তাহারা কোন বিষয়ে আমার সাহায্য করিতে পারে না। আমি একাকী উপার্জ্জন করিয়া তাহাদিগকে প্রতিপালন করি। গাঁজার ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হওয়া কঠিন কাজ নহে, তাহা জানি; কিন্তু সে জন্য অর্থের আবশ্যক। সংসার প্রতিপালন করিয়া অর্থ উদ্বৃত্ত থাকিলেই তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে পারা যায়; নতুবা স্ত্রীপুত্রকে অনাহারে রাখিয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হওয়া কদাচ সম্ভবপর নহে। আল্লা আমাকে যাহা দান করেন, তাহার জন্যই আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। তিনি ত' আমার স্ত্রীপুত্রকে অনাহারে রাখেন নাই, ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারাও জীবনধারণ করিতে হইতেছে না; সুতরাং আমার ক্ষোভ বা আক্ষেপের কোন কারণ নাই।"

দরিদ্রের ভাগ্য-পরীক্ষা

আমার কথা শুনিয়া সাদী বলিল, "হাসেন, তোমার সকল কথাই বিশ্বাস করিলাম, তোমার অবস্থায় তুমি অসন্তুষ্ট নহ দেখিয়া সুখী হইলাম; কিন্তু মনে কর, যদি আমি তোমাকে এখন দুই শত স্বর্ণমুদ্রা উপহার প্রদান করি, তাহা হইলে কি তুমি তাহার সদ্ব্যবহার কর না? আর এই টাকা দ্বারা ব্যবসায়ে তুমি কি ধনবান্ হইতে পার না?"

আমি বলিলাম, "মহাশয়, আপনি নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে অনর্থক রহস্যালাপ করিয়া আমার কাজ নষ্ট করিতেছেন না। আমি নিশ্চয়ই বলিতে পারি, আপনি আমাকে যে পরিমাণ অর্থদানে স্বীকৃত হইতেছেন, তাহা অপেক্ষা অনেক অল্প মূলধন পাইলেই আমি রজ্জুব্যবসায়িগণের মধ্যে প্রধান লোক হইয়া উঠিতে পারি। এমন কি, কিছু দিনের মধ্যে আমি এই বোগ্দাদ নগরের অনেকের অপেক্ষাই ধনবান্ হইতে সমর্থ হই।"

সাদী আমার কথা বিশ্বাস করিয়া স্বর্ণমুদ্রা-পূর্ণ একটি তোড়া বাহির করিল এবং তাহা আমার হস্তে অর্পণ করিয়া বলিল, "হাসেন, এই দুই শত স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ কর। তুমি এই অর্থের দ্বারা ভবিষ্যতে উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছ শুনিতে পাইলে আমি ও আমার বন্ধু সাদ উভয়েই বিশেষ আনন্দলাভ করিব।"

আমি এতগুলি স্বর্ণমুদ্রা হঠাৎ লাভ করিয়া আনন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠিলাম, প্রাণ খুলিয়া আমার উপকারককে ধন্যবাদ দান করিলাম, তাঁহার বস্ত্রপ্রান্ত কৃতজ্ঞতাভরে পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিলাম। সাদী ও তাহার বন্ধু তৎক্ষণাৎ সে স্থান পরিত্যাগ করিল, তাহাদের মুখে দ্বিতীয় কোন কথা শুনিতে পাইলাম না।

স্বর্ণমুদ্রা-বাঁধা পাগড়ীতে চিলের ছোঁ!

প্রথমেই আমার চিন্তা হইল, স্বর্ণমুদ্রাগুলি রাখি কোথায়? গৃহে তেমন ভাল বাক্স নাই, কোথাও যে লুকাইয়া রাখিব, এমন স্থানও নাই। অবশেষে আমি তাহা আমার পাগড়ীর মধ্যে সেলাই করিয়া রাখাই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ ও সঙ্গত মনে করিলাম। আমি বাড়ী আসিলাম; এ অর্থের কথা কাহারও নিকট—এমন কি, কোন প্রকার অনর্থপাতভয়ে আমার স্ত্রীর নিকটও প্রকাশ করিলাম না। গোটা দশেক মোহর বিশেষ আবশ্যক ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য বাহিরে রাখিয়া অবশিষ্টগুলি আমি পাগড়ীর মধ্যে দৃঢ়রূপে সেলাই করিয়া রাখিলাম। যে টাকা বাহিরে রাখিয়া দিলাম, তাহার কিয়দংশ দিয়া উৎকৃষ্ট গাঁজা ক্রয় করিলাম, তাহার পর দীর্ঘকাল ধরিয়া আমাদের মাংসভক্ষণ করা হয় নাই ভাবিয়া, কিঞ্চিৎ মাংস ক্রয় করিবার বড় সখ হইল। আমি মাংসক্রয়ের জন্য বাজারে চলিলাম।

আমি মাংস কিনিয়া তাহা লইয়া বাজার হইতে বাড়ী যাইতেছি, সহসা কোথা হইতে একটা চিল উড়িয়া আসিয়া আমার হাতের মাংসের উপর ছোঁ মারিল। আমি দৃঢ়রূপে মাংসগুলি ধরিয়াছিলাম, সুতরাং সে ছোঁ মারিয়া কিছু করিতে পারিল না; কিন্তু যদি আমি মাংসগুলি ছাড়িয়া দিতাম, সে-ও আমার পক্ষে অনেক মঙ্গলের বিষয় ছিল, তাহা হইলে আমার সর্ব্বনাশ হইত না।

আমার হাতের মাংস লইতে না পারিয়া চিল পুনঃ পুনঃ আমার উপর ছোঁ মারিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। আমি ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। ব্যস্ততা বশতঃ আমার মাথার পাগড়ী মাথা হইতে খুলিয়া হঠাৎ মাটীর উপর পড়িয়া গেল, আমি তাহা তুলিয়া লইতে না লইতে চিলটা এক ছোঁ মারিয়া পাগড়ীটা মুখে তুলিয়া লইয়া উড়িয়া গেল। আমি ঘোররবে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলাম। আমার আর্ত্তস্বর শুনিয়া বহুসংখ্যক নর-নারী বালক-বালিকা পথে আসিয়া জুটিল। তাহারা হাত ঊর্দ্ধে তুলিয়া চীৎকার করিয়া চিলটাকে ভয় দেখাইয়া তাহার কবল হইতে পাগড়ীটি মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু আমাদের চীৎকারে কোন ফল হইল না, চিল পাগড়ী ফেলিল না, তাহা মুখে লইয়া দ্রুতবেগে উড়িয়া চলিল এবং অল্পকালের মধ্যেই অদৃশ্য হইল।

আমি শোকে দুঃখে মৃতপ্রায় হইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। যে দশ মোহর বাহিরে ছিল, তাহা প্রায় গাঁজা কিনিতেই ব্যয় করিয়াছিলাম, কিছু অবশিষ্ট ছিল, তদ্দ্বারা একটা নূতন পাগড়ী ক্রয় করিলাম। আমার ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা মরীচিকার ন্যায় শূন্যে বিলীন হইয়া গেল।

নিরাশার বিড়ম্বনা

আমার সকল অপেক্ষা আক্ষেপের কারণ এই হইল যে, আমার উপকারী বন্ধু যে এতগুলি টাকা দান করিলেন, তাহা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইল। তাঁহারা যদি অতঃপর শুনিতে পান, পাগড়ী-সমেত সমস্ত টাকা চিলে লইয়া গিয়াছে, তাহা হইলে কখনও তাহা বিশ্বাস করিবেন না, বলিবেন, টাকাগুলি অপব্যয় করিয়া আমি একটা বাজে ওজর করিতেছি।

যাহা হউক, আমি সন্তুষ্টমনে পূর্ব্ববৎ আমার কাজ করিতে লাগিলাম। আল্লা হঠাৎ আমাকে এত টাকা দান করিয়াছিলেন, আবার হঠাৎ তিনিই গ্রহণ করিলেন! আমি ত' কখনও এ টাকা পাইবার আশা করি নাই, এই ভাবিয়া আমি মনকে সান্ত্বনা দান করিলাম; ভাবিলাম, আল্লার ইচ্ছাই পূর্ণ হইয়াছে।

এই ঘটনার ছয় মাস পরে সেই দুই বন্ধু আবার আমার বাড়ীর নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। এই য় মাসে আমার অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হইয়াছে কি না, দেখিবার জন্য তাঁহারা আমার নিকট পস্থিত হইলেন।

দূর হইতে সাদ আমাকে দেখিতে পাইলেন, আমার পূর্ব্ব-অবস্থার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই দেখিয়া তনি বলিলেন, "তোমার চেষ্টা বৃথা হইয়াছে, ঐ দেখ, হাসেন পূর্ব্বেও যেরূপ ছিল, এখনও সেইরূপ আছে।"

উপকারীর কৈফিয়ৎ

সাদী দেখিলেন, সাদের কথা ঠিক। সাদ আমার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "হাসেন, দুই শত মাহরে এত দিনে একটুও অবস্থা-পরিবর্ত্তন করিতে পার নাই! টাকাগুলি লইবার পূর্ব্বে তুমি ত' অল্পদিনেই ড়লোক হইবার আশা করিয়াছিলে।"

আমি বলিলাম, "মহাশয়, আপনাদের অভিপ্রায় ও আমার আশা-ভরসা সকলই ব্যর্থ হইয়াছে। াপনারা দয়া করিয়া আমাকে যে স্বর্ণমুদ্রাগুলি দিয়াছিলেন, আমি দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহার সদ্ব্যবহার রিতে পারি নাই, আমি সেগুলি হইতে বঞ্চিত হইয়াছি।" আমি কিরূপে পাগড়ীর মধ্যে সেগুলি গাঁথিয়া াখিয়াছিলাম ও চিলে তাহা কিরূপে লইয়া গিয়াছে, সে কথা তাঁহাদের নিকট বলিলাম।

সাদী আমার কথা বিশ্বাস করিলেন না; তিনি বলিলেন, "হাসেন, আমি দেখিতেছি, তুমি আমার সঙ্গে বদ্রূপ করিতেছ, আমাকে প্রতারিত করিবার জন্য যে মিথ্যা গল্পটি রচনা করিয়া বলিলে, তাহা ামাদের বিশ্বাস হয় না, কারণ, মানুষের পাগড়ী চিলে ছোঁ দিয়া লইয়া গিয়াছে, এ কথা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। চলে কেবল খাদ্যসামগ্রীর উপরই ছোঁ মারে। তুমি টাকা লইয়া কি করিয়াছ, তাহা আমি বুঝিয়াছি, তামার মত অবস্থার লোক টাকা পাইলে যাহা করে, তুমিও তাহাই করিয়াছ, অর্থাৎ কাজ বন্ধ করিয়া াহরগুলি ভাঙ্গাইয়া কয়েক দিন খুব ধূমধামে আহারাদি করিয়াছ, এইরূপে তাহা ফুরাইয়া গেলে আমার াছে চিলের বদনাম দিতেছ; তোমার অবস্থার উন্নতির জন্য বৃথা তোমাকে এতগুলি টাকা দিয়াছি, খিতেছি, তুমি ইহার উপযুক্ত নহ, তাহা বুঝিলাম।" আমি বলিলাম, "মহাশয়, আপনি যত ইচ্ছা আমাকে রস্কার করিতে পারেন, তাহাতে আমি দুঃখিত নই, কারণ, আমি জানি, আমি প্রকৃতই নিরপরাধ, চিলে াগড়ী লইয়া যাওয়ার কথা আপনার নিকট অবিশ্বাস্য হইতে পারে, কিন্তু আমার পাগড়ী যে চিলে ছোঁ দিয়া ইয়া গিয়াছে, তাহা অনেক লোক দেখিয়াছে, তাহা চিলের কবল হইতে মুক্ত করিবার জন্য অনেকেই তাহার শ্চাতে ছুটিয়াছিল, আপনি এখানকার যে কোন লোককে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবেন। থিবীতে নিত্যই অসম্ভব কাণ্ড ঘটিতেছে, যতক্ষণ আমরা তাহা চোখে না দেখি, ততক্ষণ তাহা বিশ্বাস রিতে পারি না।"

সাদ আমার কথা বিশ্বাস করিলেন, তিনি আমার পক্ষাবলম্বন করিয়া, তাঁহার বন্ধুকে বুঝাইতে াগিলেন। সাদী পুনর্ব্বার দুই শত স্বর্ণমুদ্রা বাহির করিয়া আমার হস্তে প্রদান করিলেন;— লিলেন, "হাসেন, আমি পূর্ব্বে তোমাকে যে দুই শত স্বর্ণমুদ্রা দান করিয়াছিলাম, তাহা তোমার কান কাজে লাগে নাই, আশা করি, এবার আর ইহা তুমি নষ্ট করিবে না, ভাল জায়গায় কাইয়া রাখিবে, এবং ইহার দ্বারা অবস্থার উন্নতি করিবে।" আমি সাদীর এই অসাধারণ নুগ্রহে তাঁহার পদতলে লুটাইয়া পড়িলাম, পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে ধন্যবাদ দান করিতে লাগিলাম, তজ্ঞতা প্রকাশ করিলাম, সাদী আমাকে অধিক কথা বলিবার অবসর না দিয়া সাদের সহিত সেখান ইতে প্রস্থান করিলেন।

পুনরায় আশার উদ্দীপনা

টাকাগুলি লইয়া আমি ঘরে ফিরিলাম। এবারও এ টাকার কথা আমি কাহাকেও বলিলাম না—এমন কি, আমার স্ত্রীকেও না। আমি দশটি মোহর বাহিরে রাখিয়া অবশিষ্টগুলি একখানি কাপড়ে বাঁধিলাম এবং ঘরের কোণে একটি তুষের হাঁড়া ছিল, সেই তুষের হাঁড়ার মধ্যে লুকাইয়া রাখিলাম। তাহার পর হৃষ্টচিত্তে কাজে বাহির হইলাম।

সাজিমাটী বিনিময়ে মোহরের থলি

ইতিমধ্যে এক জন সাজিমাটী-বিক্রেতা সাজিমাটী বিক্রয়ের জন্য আমার বাড়ী আসিল। আমার স্ত্রী কয়েক সের সাজিমাটী কিনিয়া তাহার পরিবর্ত্তে হাঁড়া সমেত তুষ তাহাকে দান করিয়া ফেলিল। খুব সস্তায় সাজিমাটী কিনিয়াছে ভাবিয়া আমার স্ত্রী ভারী আনন্দ প্রকাশ করিতেছে, এমন সময় আমি বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

বাড়ী ফিরিয়াই আমি প্রথমে গৃহকোণে দৃষ্টিপাত করিলাম, তুষের হাঁড়া নজরে পড়িল না। আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হাঁড়া কি হইল?—আমার স্ত্রী বলিল, সস্তায় সাজিমাটী কিনিয়াছি, সাজিমাটীর পরিবর্ত্তে তুষ-সমেত হাঁড়াটা সাজিমাটী-বিক্রেতাকে দিয়া দিয়াছি।"

এই কথা শুনিয়াই আমার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, আমি গালে মুখে চড়াইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলাম, "করিয়াছিস্ কি মাগী! একেবারে আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছিস্? হায়, হায়, আমি যে উহার মধ্যে একশ নব্বইটা মোহর লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম, মোহরগুলা সমেত তাহাকে দিয়া ফেলিয়াছিস্!

আমার স্ত্রী প্রথমে আমার কথা অবিশ্বাস করিল, তখন আমি মোহরগুলি কিরূপে কোথা পাইয়াছিলাম, তাহা আমার স্ত্রীকে বলিলাম। শুনিয়া সে মাটীতে পড়িয়া চীৎকার করিতে লাগিল, আমি যে তাহাকে মোহরের কথা না বলিয়া ভারী অন্যায় করিয়াছি, তাহাকে বলিলে সে কখনও এমন কাজ করিত না, এই কথা পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল। দেখিলাম, তাহার চীৎকারে পাড়ার লোক জড় হইবার উপক্রম! বুঝিলাম, সে সকল লোক আসিয়া আমার দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করা দূরের কথা, আমার বিপদে হাস্যই করিবে। আমি নানা প্রকার প্রবোধবাক্যে আমার স্ত্রীকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু তাহাকে কি শান্ত করা যায়? তাহার পর অনেক ধর্ম্মকথা, অদৃষ্টের কথা বলিয়া তাহার শোক উপশম করিলাম।

এই ঘটনার পর যেমন কাজ করিতেছিলাম, সেই ভাবে কাজ করিতে লাগিলাম, কিন্তু আমার মনে একটি অশান্তি লাগিয়াই রহিল, সাদী ও সাদ কিছুদিন পরে নিশ্চয়ই আমার কাছে ফিরিয়া আসিবেন, তাঁহারা আমার অবস্থার একটুও উন্নতি দেখিতে পাইবেন না, আমি তখন তাঁহাদিগের কাছে কি জবাব দিব? দুই শত মোহর একবার ত' চিলের মুখে দিয়াছি, এবার কি আমার মোহর হারানোর কথা তাঁহারা বিশ্বাস করিবেন?

টাকায় অদৃষ্ট ফেরে না

এবার আমি নিশ্চয়ই বড় লোক হইয়াছি স্থির করিয়া সাদী সাদকে সঙ্গে লইয়া অনেক দিন পরে আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। আসিবার সময় উভয়েই তর্ক করিতে করিতে আসিতেছিলেন। সাদী বলিতেছিলেন, "এবার নিশ্চয়ই হাসেনের অবস্থা ফিরিয়াছে।" সাদ বলিতেছিলেন, "আমি ইহা মনে করিতে পারি না। অবস্থা যখন ফেরে, তখন ত' সামান্য উপলক্ষেই ফেরে, হাতে হঠাৎ কতকগুলি টাকা আসিলেই অবস্থা ফেরে না।"

উভয় বন্ধুকে দেখিয়া আমার মনে বড়ই লজ্জার সঞ্চার হইল। প্রথমে ভাবিলাম, কোথাও গিয়া লুকাই, উঁহাদের সহিত আর সাক্ষাৎ করিব না। কিন্তু পলাইতে পারিলাম না, যেন তাঁহাদিগকে

...খিতেই পাই নাই, এই ভাবে নতমুখে কাজ করিতে লাগিলাম, অবশেষে তাঁহারা উভয়ে আমার সম্মুখে আসিয়া ...ড়িলেন ; বলিলেন, "সেলাম, খোজা হাসান !" আমি আর কি করিয়া কথা না বলিয়া চুপ করিয়া থাকি ? ...মি নতমুখে আমার বিপদের কথা তাঁহাদিগের কাছে বলিলাম এবং এই ব্যাপারে আমার কোন দোষ ...ই, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য বলিলাম, "আপনারা হয় ত' বলিবেন, মোহরগুলা একটু ভাল জায়গায় ...কাইয়া রাখিলে না কেন, তাহা হইলে ত' আর হারাইত না। কিন্তু সেই তুষের হাঁড়া অপেক্ষা নিরাপদ ...ধার আমার গৃহে আর দ্বিতীয় ছিল না। কত দিন হইতে হাঁড়াটি ঐ স্থানে রহিয়াছে, কখনও এমন ঘটনা ...টে নাই। আমার স্ত্রীকে মোহরগুলার কথা বলিয়া রাখিলে হয় ত' তাহা থাকিত, কিন্তু স্ত্রীলোকের উপর ...শ্বাস করিয়া এমন গুরুতর কথা বলিব, এরূপ নির্বোধ আমি নহি ; আমি নিশ্চয়ই বুঝিতেছি, আপনার টাকায় আমি বড়লোক হই, আল্লার এরূপ অভিপ্রায় নহে ; যদি হইত, তাহা হইলে চিলে কখনও ছোঁ মারিয়া পাগড়ী লইয়া যাইত না, আর সামান্য সাজিমাটীর পরিবর্তে আমার স্ত্রী সাজিমাটী-বিক্রেতাকে হাঁড়াসমেত তুষগুলি দিয়া ফেলিত না। আমার স্ত্রী এই হাঁড়া হইতে তুষ লইয়া কতবার কত কাজ করিয়াছে, কিন্তু এমন বিভ্রাট ত' কখনও হয় নাই। যাহা হউক, যদিও আপনার এতগুলি টাকা অপব্যয় হইল, তথাপি আপনার নিকটে সে জন্য আমি অল্প কৃতজ্ঞ নহি।"

মোহর গেল, তর্কের মীমাংসা হইল না।

আমার কথা শেষ হইলে সাদী বলিলেন, "তোমার কথা সত্য হইতে পারে, কিন্তু আমি যে বিষয় পরীক্ষার জন্য তোমার হস্তে এই মোহরগুলি প্রদান করিয়াছিলাম, সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইল। চারিশত স্বর্ণমুদ্রা বৃথা নষ্ট হইল বলিয়া আমি দুঃখিত নহি, আমি এই জন্য দুঃখিত হইতেছি যে, আমি যে পরীক্ষার জন্য এত টাকা ব্যয় করিলাম, তাহা তোমার উপর ব্যয় না করিয়া যদি অন্যের উপর ব্যয় করিতাম, হয় ত' আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারিত, অন্যে হয় ত' ইহাতে প্রকৃতই উপকৃত হইত।" অনন্তর সাদী সাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "সাদ, আমি ইহার উপর আর পরীক্ষা করিতে চাহি না, যদিও চারিশত স্বর্ণমুদ্রা বৃথা গেল, তথাপি আমি বিশ্বাস করি, আমার যুক্তি অসার নহে, এখন আমি ক্ষান্ত হইলাম, ইহার জন্য তুমি তোমার যুক্তি প্রয়োগ করিয়া দেখ, কৃতকার্য্য হইতে পার কি না। টাকা ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে যদি ইহাকে ধনবান্ করা তোমার সাধ্য হয়, তবে এখন পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার। আমি কিন্তু ভাই তোমার চেষ্টা সফল হইবে বলিয়া কোনক্রমে বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। আমি চারিশত স্বর্ণমুদ্রা দ্বারা উহার অবস্থা ফিরাইতে পারিলাম না, আর তুমি যে খাঁ করিয়া বিনা সম্বলে উহাকে বড়লোক করিয়া তুলিবে, ইহা কোনক্রমে আশা করিতে পার না।"

বিনা সম্বলে ভাগ্য-পরিবর্তন

সাদের হাতে এক টুকরা সীসা ছিল। বোধ করি, তিনি কোথাও তাহা কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন, সেই সীসাটুকু সাদীকে দেখাইয়া সাদ বলিলেন, "দেখ ভাই সাদী, আমি সীসাটুকু হাসেনকে দিব ; তুমি পরে জানিতে পারিবে, হাসেন এই সীসার বলে কালে কি রকম বড়মানুষ হইয়া উঠে।" সাদের কথা শুনিয়া সাদী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, সেই দুঃখে আমারও হাসি পাইল। সাদী বলিলেন, "তুমি কি ক্ষেপিয়াছ, চারিশত স্বর্ণমুদ্রায় যে লোকের অবস্থা একটু ফিরিল না, সিকি পয়সা অপেক্ষাও কম মূল্যের এক টুকরা সীসায় তাহার অবস্থা ফিরিবে ! এ কথা যে বলে, সে পাগল ভিন্ন আর কি ? এ সীসা ইহার কি প্রয়োজনে আসিবে, তাহাও ত' বুঝিতে পারিতেছি না।" সাদ সাদীর কথায় কোন উত্তর না দিয়া আমাকে বলিলেন, "হাসান, সাদী আমার কথা শুনিয়া যত ইচ্ছা হাসুক, তুমি ইহা গ্রহণ কর, এক দিন তুমি বুঝিবে, আমার কথা সত্য, এক দিন তুমি এই সীসাটুকুরার কল্যাণেই বড়লোক হইবে।"

আমি বলিলাম, "আপনি কি আমাকে বিদ্রূপ করিতেছেন? একটু সীসা হইতে যে এত অধিক আশা করে, হয় সে বিদ্রূপপ্রিয়, না হয় উন্মত্ত।" আমি সাদের কথায় একটু আহত হইলাম, কিন্তু ভদ্রতা-প্রকাশে ক্ষান্ত হইলাম না, ধন্যবাদ দিয়া তাঁহার হাত হইতে সীসাটুকু লইলাম এবং আমার কোর্তার বুকের পকেটে অবজ্ঞা-ভরে তাহা নিক্ষেপ করিলাম। দুই বন্ধু আমার নিকট হইতে চলিয়া গেলেন। আমি পূর্ব্ববৎ কাজ করিতে লাগিলাম, সীসাটুকুর কথা একেবারেই ভুলিয়া গেলাম।

সীসার টুক্‌রার মহিমা

রাত্রে শয়ন করিব; কোর্ত্তা খুলিতে গিয়া দেখি, পায়ের কাছে ঠক্ করিয়া কি পড়িল। জিনিসটি হাতে তুলিয়া লইয়া দেখিলাম, তাহা আর কিছু নহে, সাদপ্রদত্ত সীসার টুক্‌রাটুকু। আমি পদতল হইতে তাহা তুলিয়া লইলাম, তাহার পর অবহেলাক্রমে ঘরের এক কোণে ফেলিয়া রাখিলাম।

সেই রাত্রে আমার এক জন প্রতিবাসী জেলের জাল মেরামত করিবার জন্য খানিক সীসার দরকার পড়িল। জাল মেরামত না করিয়া, সে শেষরাত্রে মাছ ধরিতে যাইতে পায় না। কিন্তু তত রাত্রে সীসা কিনিতে পাওয়াও সহজ নহে। সে সীসার খোঁজে তাহার স্ত্রীকে পাড়ার মধ্যে পাঠাইল।

জেলের স্ত্রী পাড়ায় অনেক বাড়ী ঘুরিল, কিন্তু কোথাও সীসা পাইল না। জেলের নিকট আসিয়া সে এ কথা জানাইল। জেলে জিজ্ঞাসা করিল, "সকল বাড়ীতেই খোঁজ করিয়াছিস্? কোন্ কোন্ বাড়ী গিয়াছিস্, বল দেখি?" জেলের স্ত্রী অনেক গৃহস্থের নাম করিল। জেলে বলিল, "হাসান আল্‌হাবালের বাড়ী যাস্ নি কেন?" জেলের স্ত্রী বলিল, "সে পোড়ারমুখোর বাড়ী আবার এত রাত্রে সীসে মিলবে? তার ঘরে সকল জিনিসই পাওয়া যায় কি না, তাই সীসে পাওয়া যাবে!" জেলে ভারী গরম হইয়া বলিল, "তুই কুঁড়ের বাদশা! একটু দূরে যেতে হবে কি না, অমনি একটা ওজর ক'রে বসেছিস্! আমি বল্‌ছি, ভাল চাস্ তো এখনই গিয়ে, তার বাড়ী সীসা আছে কি না দেখ্, আর দশ জিনিস পাওয়া যায় না ব'লে এ সামান্য জিনিসটাও পাওয়া যাবে না, এ কি একটা কথা? হারামজাদি, ছোট লোকের বেটী!"

গালি খাইয়া জেলের স্ত্রী রাগে গম গম করিতে করিতে আমার বাড়ী আসিল। তখন আমার এ[illegible] ঘুম আসিয়াছিল, জেলের স্ত্রীর ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। স্ত্রীলোকটি আমাকে বলিল, "হাসান আল্‌হাবাল, আমাদের মিন্‌ষে মাছ ধরতে যাবে, তা তার জাল ছিঁড়ে গিয়েছে, একটু সীসে ভিন্ন জাল মেরামত হয় না, আমাকে তোমার কাছে পাঠাইয়া দিলে, একটু সীসে দিতে পার?"

প্রথম জালের মাছ

সাদ আমাকে যে এক টুকরা সীসা দিয়াছিল, তাহার কথা তখনও আমি ভুলি নাই। জেলের স্ত্রীকে বলিলাম, "তুমি একটু দাঁড়াও, একটু সীসা ঘরে আছে, খুঁজিয়া দিতেছি।" আমার স্ত্রীরও ইতিমধ্যে নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, সে উঠিতেই আমি তাহাকে বলিলাম, "ঘরের কোণে এক টুকরা সীসা ফেলিয়া রাখিয়াছি, ঐ জেলেনী মাগীকে তাহা দাও ত'।" আমার স্ত্রী সীসাটুকু লইয়া দ্বার খুলিয়া তাহা জেলেনীকে প্রদান করিল।

জেলেনী প্রত্যাশা করে নাই যে, এত রাত্রে আমার ঘরে সীসা পাইবে। সে বড় আনন্দিত হইয়া আমাকে বলিল, "হাসান মিঞা, আজ তুমি আমাদের বড় উপকার করিলে, আমি বলিয়া যাইতেছি, আমার স্বামী আজ প্রথমবার জাল ফেলিয়া যত মাছ পাইবে, তাহা তোমাদের দিব। আমার কথার অন্যথা হইবে না।"

জেলেনী আমার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়া গেল, তাহা জেলের নিকট বলিল। জেলে সেই সীসাটুকু পাইয়া এতই খুসী হইয়াছিল যে, সে তাহার স্ত্রীর প্রস্তাবে সম্মত হইল। তাহার পর জাল মেরামত করিয়া

জেলে দুই ঘণ্টা রাত্রি থাকিতে নদীতে মাছ ধরিতে গেল। প্রথমবার জাল ফেলিতেই সে নাতিবৃহৎ একটি মাছ পাইল। তাহার পর কয়েকবার জাল ফেলিয়া সে অনেক মাছ পাইল বটে, কিন্তু প্রথমবারের মাছটির মত বড় মাছ আর একবারও পাইল না।

জেলে মাছ লইয়া বাড়ী আসিয়া সর্ব্বপ্রথমে ধরা মাছটি লইয়া আমার বাড়ী আসিয়া বলিল, "হাসান মিঞা, তোমার স্ত্রী যে কথা বলিয়া গিয়াছিল, তাহা রক্ষা করিতে আসিয়াছি, আল্লা তোমার জন্য এই মাছটি আমার জালে দিয়াছিলেন, ইহা তোমাকে লইতেই হইবে। যদি প্রথম ক্ষেপে আরও বেশী মাছ পাইতাম, তাহা হইলে তাহাও তোমার জন্য আনিতাম।"

আমি জেলের কথা শুনিয়া তাহাকে বলিলাম, "ভাই, তুমি আমার প্রতিবেশী। প্রতিবেশিগণের পরস্পরের সাহায্য করা উচিত, আমার সামর্থ্য অধিক নহে, যাহা সাধ্য তোমার জন্য তাহা করিয়াছি, প্রত্যুপকারলাভের আশায় করি নাই; তোমাকে আর মাছ দিতে হইবে না।" কিন্তু জেলে আমাকে ছাড়িল না, মাছ লইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। পাছে মাছটি না লইলে সে দুঃখিত হয়, এই ভাবিয়া আমি তাহার হাত হইতে মাছটি লইলাম এবং তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া বিদায় করিয়া আমি আমার স্ত্রীর কাছে আসিয়া তাহাকে মাছ দিয়া বলিলাম, "জেলে আমাদের সেই সীসা-টুকু লইয়া কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ এই মাছ দিয়া গিয়াছে। এ সীসাটুকু সাদ আমাকে দিয়াছিল; বলিয়াছিল, ইহার দ্বারা আমার অদৃষ্ট প্রসন্ন হইবে।" সাদ ও সাদী আমাকে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, আমার স্ত্রীকে তাহা সকলই বলিলাম।



সীসা বিনি-ময়ে মাছ

আমার স্ত্রী মাছ কুটিতে বসিল। মাছের পেটের মধ্যে একখণ্ড অতি উজ্জ্বল প্রকাণ্ড হীরক বাহির হইল। আমার স্ত্রী মনে করিল, তাহা একখণ্ড কাচ হইবে; কারণ, আমার স্ত্রী কখন হীরক দেখে নাই, হীরক কিরূপ, তাহা আমিও জানিতাম না। হীরকখানি আমার স্ত্রী আমার ছোট ছেলের হাতে প্রদান করিল। আমার ছোট ছেলের হাত হইতে আমার অন্য ছেলে-মেয়েরা তাহা লইয়া তাহার উজ্জ্বলতা ও সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিল।

মাছের পেটে সমুজ্জ্বল হীরক

রাত্রে হীরকখণ্ডের উজ্জ্বলতা শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। আমার স্ত্রী আমাদের শয়ন-ঘরের প্রদীপটি রান্নাঘরে লইয়া গেলে ছেলেরা হীরকখানি বাহির করিল, তাহার উজ্জ্বল আভায় গৃহ আলোকিত

হইয়া উঠিল, তাহা দেখিয়া ছেলেদের মনে মহানন্দের সঞ্চার হইল; তাহারা হীরকখানি লইয়া কাড়াকাড়ি করিতে লাগিল, তাহাদের চীৎকার-ক্রন্দন-কোলাহলে চারিদিক্ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

হীরক-জ্যোতিতে গৃহ আলোকিত

রাত্রে আহারাদি শেষ হইল, কিন্তু তাহাদের বিবাদ মিটিল না, তাহাদের চোখে ঘুমও আসিল না। তাহাদিগকে এই ভাবে বিবাদ করিতে দেখিয়া আমি আমার বড় ছেলেকে ডাকিলাম এবং তাহাকে তাহাদের বিবাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। আমার বড় ছেলেটি বলিল, "বাবা, এক টুকরা কাচ পাওয়া গিয়াছে, তাতে অন্ধকার ঘর আলোকিত হয়, সেই কাচখানা লইবার জন্য সকলে বিবাদ করিতেছে।" আমি তাহাকে সেই কাচখানি আমাকে দেখাইবার জন্য বলিলাম। আমি তাহার উজ্জ্বলতা ও সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কোথা হইতে আসিল? আমার স্ত্রী বলিল, "মাছ কুটিতে কুটিতে মাছের পেটের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে।"

আমি ভাবিলাম, হয় ত একখানা কাচই হইবে। আমার স্ত্রীকে বলিলাম, "প্রদীপটা বাহিরে লইয়া যাও ত।"

আমার স্ত্রী প্রদীপটি বাহিরে লইয়া যাইবামাত্র হীরকের জ্যোতিতে গৃহ আলোকিত হইয়া উঠিল, ইহাতে আমি পুলকিত হইয়া আমার স্ত্রীকে বলিলাম, "সাদের কথা বড় মিথ্যা নয়, তাহার প্রদত্ত সীসাতে আর কিছু না হউক, আমরা জ্বালানি তেল কিনিবার দায় হইতে মুক্ত হইলাম। এই কাচটা ঘরে থাকিলে আর প্রদীপ জ্বালিবার দরকার হইবে না।"

ঘরে প্রদীপ নির্ব্বাণ করিয়া গৃহ আলোকিত করিবার জন্য হীরকখণ্ড গৃহমধ্যে রাখা হইল। ঘর আলোকিত হইল দেখিয়া ছেলেরা সকলে মিলিয়া এমন সিংহনাদ আরম্ভ করিল যে, পাড়ার সকল লোক সে শব্দ শুনিতে পাইল। আমি ও আমার স্ত্রী আমাদের পুত্রকন্যাগণকে শান্ত করিবার জন্য আরও অধিক চীৎকার করিতে লাগিলাম। অনেক রাত্রে তাহারা ঘুমাইয়া পড়িলে ঘর স্থির হইল।

পরদিন প্রত্যূষে উঠিয়া আমি আমার কাজে চলিয়া গেলাম। হীরকখণ্ডের কথা আর আমার মনেই রহিল না, এক টুকরা কাচ, তাহার কথা আর কি ভাবিব? আমি তাহার মূল্যসম্বন্ধে কোন কথাই জানিতাম না।

হীরক-প্রাপ্তিতে আনন্দ-উল্লাস

আমার গৃহের পাশেই এক জন ইহুদী বাস করিত। এই ইহুদী অত্যন্ত ধনবান্, সে জহরতের ব্যবসায় করিত, এই ব্যবসায়েই সে অতুল সম্পত্তি উপার্জ্জন করিয়াছিল। রাত্রে আমার পুত্র-কন্যাগণের গোলমালে ইহুদী ও তাহার স্ত্রীর নিদ্রার ব্যাঘাত হইয়াছিল। সকালে ইহুদীর স্ত্রী রাকেল আমার স্ত্রীকে বলিল, "হ্যাঁ লো আইসাক, কাল রাত্রে কি তোর বাড়ী হাট বসিয়াছিল? তোর ছেলেদের গণ্ডগোলে আমাদের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, সমস্ত রাত্রি আর আমরা স্বামি-স্ত্রীতে চোখের পাতা বুজিতে পারিলাম না। ভাল, হইয়াছিল কি?"

আমার স্ত্রী বলিল, "ঠাকুরাণি, আমাদের অপরাধ লইবেন না। আমার ছেলেরা বড় দুষ্ট, সকল ছেলে-পিলেই সমান, অল্পতেই তাহারা হাসে, অল্পেই কাঁদে; কাল রাত্রে যে গোলমাল হইয়াছিল, তাহার কারণ আপনাকে দেখাইতেছি।" আমার স্ত্রীর কথা শুনিয়া রাকেল কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া আমার স্ত্রীর সহিত আমাদের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল।

ইহুদীপত্নী হীরকখানি হাতে তুলিয়া ভাল করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল। আমার স্ত্রী বলিল, "ইহার জন্যই কাল রাত্রে যত গোলমাল, একখানা কাচ পাইয়া ছেলে-মেয়েরা হাট বসাইয়াছিল।" আমার স্ত্রী কিরূপে উহা পাইয়াছে, ইহুদীর স্ত্রীকে তাহা বলিল।

ইহুদীর স্ত্রী হীরক চিনিত। তাহা যে কিরূপ মূল্যবান্ সামগ্রী, তাহা সে মুহূর্ত্তমধ্যে বুঝিতে পারিল, কিন্তু আমার স্ত্রীকে তাহা বুঝিতে দিল না; বলিল, "আইসাক, আমার বোধ হয়, ইহা কাচ ভিন্ন আর কিছুই নহে। তবে জৌলুস দেখিয়া বোধ হইতেছে, একটু ভাল কাচ। আমার একখানা এই রকম কাচ আছে, এখানা পাইলে জোড় মেলে, তাই তোমার কাছে ভাই এখানি চাহিতেছি। একেবারে অমনই চাহি না, যদি কিছু দাম লইয়া দাও ত' ভাল হয়।" আমার ছেলেরা এই কথা শুনিয়া একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিল; বলিল, "মা, উহা বিক্রয় করিতে পারিবি না, আমরা উহা লইয়া খেলা করিব।" তাহাদিগের পীড়াপীড়িতে বাধ্য হইয়া আমার স্ত্রী বলিল, "আচ্ছা, তোদের কোন ভয় নাই, আমি উহা বিক্রয় করিব না।"

ইহুদীর স্ত্রী গৃহে ফিরিয়া গেল। ফিরিবার সময় গোপনে আমার স্ত্রীকে বলিয়া গেল, "এ কাচ যদি বিক্রয় কর, তবে আমাকে না জানাইয়া হঠাৎ কোথাও বিক্রয় করিয়া ফেলিও না।"

সৌভাগ্য-হীরক গ্রহণের আগ্রহ

ইহুদী প্রত্যূষে তাহার দোকানে চলিয়া গিয়াছিল। ইহুদীপত্নী আমার বাড়ী হইতে বাহির হইয়াই দ্রুতবেগে তাহার দোকানে উপস্থিত হইল। সে তাহার স্বামীর নিকট আমার হীরকের কথা বলিল, তাহার গুণেরও পরিচয় প্রদান করিল, রাত্রে তাহা কিরূপ দীপ্তিশীল হয়, সে কথা বলিতেও ভুলিল না। সকল কথা শুনিয়া জহুরী তাহার স্ত্রীকে পুনর্ব্বার আমার বাড়ীতে পাঠাইয়া দিল, ইচ্ছা, যদি কিছু দাম দিয়া হীরকখানি হস্তগত করিতে পারা যায়! হীরকখানি সহজে পাওয়া না গেলে যে দামে হউক, সেই দামেই তাহা ক্রয় করিবার জন্য ইহুদীর বড় আগ্রহ হইয়াছিল, তাহাও পরে বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

ইহুদীর স্ত্রী আমার স্ত্রীর কাছে আসিয়া বলিল, "ভাই, তোমার কষ্টের সংসার, কাচখানিতে আমার কিছু উপকার হইবে, তোমাকে বিশ মোহর দিতেছি, উহা আমাকে প্রদান কর।" একখণ্ড কাচের দাম বিশ মোহর! আমার স্ত্রী ভাবিল যে, দাম খুব অতিরিক্তই হইয়াছে। কিন্তু ইহুদীপত্নী সামান্য একখণ্ড কাচের দাম বিশ মোহর দিতে প্রস্তুত হওয়ায়, আমার স্ত্রীর মনে একটু সন্দেহও হইল। তাই আমার স্ত্রী বলিল, "তুমি যে দামই দিতে স্বীকার কর, আমার স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া ইহা তোমাকে দিতে পারিব না।"

আহারের সময় আমি বাড়ী আসিলাম। আমার স্ত্রী আমাকে জহুরীর স্ত্রীর কথা বলিল। আমি সাদের কথা মনে করিলাম। সাদ বলিয়াছিল, তাহার প্রদত্ত সীসাতেই আমার সৌভাগ্যদ্বার মুক্ত হইবে, সুতরাং আমি বিশ মোহরে হীরকখণ্ড বিক্রয়ে সম্মত হইলাম না; বস্তুতঃ আমি কোন কথা না বলিয়া নীরব রহিলাম। জহুরীর স্ত্রী ভাবিল, দাম কম হইয়াছে ভাবিয়া আমি চুপ করিয়া আছি। সে বলিল, "ইহার মূল্য আমি পঞ্চাশ মোহর প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি। ইহাতে বিক্রয় করিবে ত'?"

বিশ মোহর হইতে লক্ষ মোহর

ইহুদী-পত্নী কুড়ি মোহর হইতে একবারে পঞ্চাশ মোহরে উঠিল দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম; বুঝিলাম, আমার কাচ সামান্য কাচ নহে। আমি বলিলাম, "তুমি যে দাম বলিতেছ, ও দামই নহে, ওরূপ দামে আমি ইহা বিক্রয় করিব না।" ইহুদী-পত্নী একশত মোহর দিতে চাহিল। আমি তখন সাহস পাইয়া বলিলাম, "যদি লক্ষ মোহর প্রদান করিতে পার, তাহা হইলে আমি ইহা তোমাকে প্রদান করিতে পারি। তাহার এক পয়সা কম হইলে দিব না। আমি বাজারে যাচাই করিলে বড় বড় জহুরীগণ অনায়াসেই আমাকে ইহার এই মূল্য প্রদান করিবে।"

ইহুদী-পত্নী ক্রমে ক্রমে পঞ্চাশ হাজার মোহর পর্য্যন্ত দিতে সম্মত হইল, কিন্তু আমি আমার কথা পরিবর্ত্তন করিলাম না। তখন সে বলিল, "আমি স্বামীর মত না জানিয়া ইহার অধিক মূল্য প্রদান করিতে পারি না। আমি তোমার নিকট একটি অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছি, আমার স্বামীর সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ করিয়া যাহা স্থির হয়, তোমাকে বলিব, তাহার পূর্ব্বে এই হীরক বিক্রয় করিও না।" আমি ইহুদী-পত্নীর এই প্রস্তাবে সম্মত হইলাম।

দোকানের কাজ শেষ করিয়া ইহুদী আমার নিকট উপস্থিত হইল। আমি তখন বাড়ী আসিয়াছিলাম। ইহুদী বলিল, "ভাই হাসেন, আমার স্ত্রী যে হীরাখানা তোমার স্ত্রীর নিকট দেখিয়া গিয়াছে, সেখানি আমাকে একবার দেখিতে দাও।" আমি তাহাকে ঘরে আসিয়া দেখিতে বলিলাম।

লক্ষ স্বর্ণমুদ্রায় হীরক বিক্রয়

তখন রাত্রি হইয়াছিল, আমি ঘরে আসিয়া জহুরীর হস্তে হীরকখণ্ড প্রদান করিলাম। অন্ধকার গৃহ তাহারই আলোকে আলোকিত হইতেছিল। জহুরী অনেকক্ষণ ধরিয়া হীরকখণ্ডখানি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল, তাহার পর বলিল, "আমার স্ত্রী তোমাকে পঞ্চাশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা ইহার মূল্য প্রদান করিতে চাহিয়াছেন, যদি তুমি এ দামে অসম্মত হও, তাহা হইলে আমি আরও বিশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিতে প্রস্তুত আছি, ইহার উপর আর কথা বলিও না।" আমি বলিলাম, "তোমার স্ত্রীকে ত' আমি বলিয়াছি, লক্ষ স্বর্ণমুদ্রার কমে ইহা বিক্রয় করিব না। কেহ ইহার কম মূল্য বলে, আমি বিক্রয় করিব না, আমার এক কথা।" জহুরী দেখিল, আমি যে দাম বলিয়াছি, তাহার কমে হীরকখানি বিক্রয়ে রাজী হইব না। তখন সে বলিল, "আচ্ছা, আমি তোমাকে ইহার মূল্য লক্ষ মোহরই দিব, কিন্তু আপাততঃ আমার হাতে এত টাকা নাই, কাল তোমাকে এক সময়ে সমস্ত টাকা বুঝাইয়া দিয়া হীরক লইয়া যাইব। আজ দুই হাজার মোহর বায়না লও।" জহুরী সেই দিনই আমাকে দুই হাজার মোহর বায়না প্রদান করিয়া গেল।

পরদিন জহুরী আমাকে বাকি আটানব্বই হাজার স্বর্ণমুদ্রা আনিয়া দিয়া হীরক লইয়া গেল।

এইরূপে আল্লার অনুগ্রহে আমি আশাতীত ধনী হইলাম। আমার ইচ্ছা হইতে লাগিল, আমি সাদের পদতলে পড়িয়া, তাহার নিকট আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া আসি, কিন্তু আমি তাঁহার ঠিকানা জানিতাম না; সুতরাং আমি তাঁহার কাছে যাইতে পারিলাম না। সাদীর কাছেও আমি অল্প কৃতজ্ঞ ছিলাম না; কারণ, যদিও তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই, তথাপি তাঁহার যে সৎ উদ্দেশ্য ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, আমি সাদীরও ঠিকানা জানিতাম না।

হঠাৎ আমাকে বড়লোক হইতে দেখিয়া আমার স্ত্রীর অহঙ্কার শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। সে তাহার নিজের ও ছেলে-মেয়েদের বস্ত্রালঙ্কারের লম্বা ফর্দ্দ দিয়া বসিল। আমি বলিলাম, "রোসো, আগে কারবারের সুবিধা করি, ঘরবাড়ীর সুশৃঙ্খলা করি, ক্রমে সকলই হইবে। টাকা হাতে আসিলেই কতকগুলি বাজে খরচ হঠাৎ বাড়াইয়া ফেলা কর্ত্তব্য নহে।"

সৌভাগ্য-শিখরে

ক্রমে আমি ব্যবসায়ে প্রভূত উন্নতি করিলাম। দড়ির ব্যবসায় আমার একচেটে হইয়া পড়িল। যত লোক এই কাজ করে, আমি সকলকে বেতন দিয়া আমার কর্ম্মে নিযুক্ত করিলাম। বড় বড় গুদাম নির্ম্মাণ করিলাম। নিজের বাসের জন্যও অবস্থানুরূপ একটি বাড়ী করিলাম। সেই বাড়ীই গতকল্য মহামান্য খালিফ বাহাদুর পথে চলিতে চলিতে দেখিতে পাইয়াছিলেন। আমার অবস্থা-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমার নামটাও একটু জমকালো হইয়া উঠিল। আমার নাম হইল—খোজা হাসান আলহাবাল।

আমি আমার নূতন বাড়ীতে উঠিয়া আসিলে সাদী ও সাদ আমার অবস্থা পরীক্ষার জন্য আমার অনুসন্ধানে আসিলেন। অনেক স্থানে ঘুরিতে ঘুরিতে যে পথে আমার বাড়ী, অবশেষে তাঁহারা সেই পথে উপস্থিত হইলেন। আমার বাড়ী দেখিয়া তাঁহাদের প্রথমেই সন্দেহ জন্মিল, সে বাড়ী আমার কি না। যাহা হউক, দরোয়ান তাঁহাদের সন্দেহ দূর করিল, দরোয়ান দরজা খুলিয়া দিলে তাঁহারা আমার নিকট উপস্থিত হইলেন।

আমি তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিলাম। মহা সমাদরে তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাদের বস্ত্রপ্রান্ত চুম্বনের জন্য অগ্রসর হইলাম, তাঁহারা আমাকে সে অবসর দিলেন না, আমাকে

প্রেমালিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ করিলেন। আমি তাঁহাদিগকে উচ্চাসনে বসিবার জন্য অনুরোধ করিলাম, কিন্তু তাঁহারা তাহাতে না বসিয়া নিম্ন আসন গ্রহণ করিলেন।

দুই বন্ধু উপবেশন করিলে আমি সবিনয়ে তাঁহাদিগকে বলিলাম, "মহাশয়গণ, আমি যে সেই গরীব হাসান আলহাবাল, সে কথা ভুলি নাই, আমি আজ যে অবস্থা লাভ করিলাম, সে জন্য আপনাদের নিকট সম্পূর্ণরূপে কৃতজ্ঞ, সুতরাং আমার প্রতি আপনাদের এরূপ মর্য্যাদা-প্রদর্শন কর্ত্তব্য নহে।"

ধাপ্পাবাজী কেন ?

সাদী প্রথমে কথা কহিলেন, বলিলেন, "খোজা হাসান, আজ তোমার এই প্রকার উন্নতি দেখিয়া আমার মনে বড়ই আনন্দের সঞ্চার হইয়াছে। আমি বুঝিতেছি, আমি তোমাকে এইবারে যে চারিশত স্বর্ণমুদ্রা উপহার প্রদান করিয়াছিলাম, তাহা হইতেই তোমার এরূপ সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছে। কিন্তু তুমি আমার নিকট যে সত্য গোপন করিয়া বলিয়াছিলে, চিলে টাকা লইয়া গিয়াছে, আর তুষের হাঁড়ায় টাকা লুকাইয়া রাখিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছ বলিয়া ধাপ্পা দিয়াছিলে কেন? তুমি আমার কাছে প্রকৃত কথা বলিতে এত কুণ্ঠিত হইতেছিলে কেন, তাহা বুঝিতে পারি নাই।"

সাদ সাদীর কথা শুনিয়া যেন অধীর হইয়া উঠিলেন, কিন্তু তাহাতে বিরক্ত হইলেন না। সাদীর কথা শেষ হইলে সাদ বলিলেন, "ভাই সাদী, তুমি খোজা হাসানের কথা অবিশ্বাস করিয়া তাহার প্রতি বড়ই অবিচার করিয়াছ। খোজা হাসান নিশ্চয়ই মিথ্যা কথা বলে নাই। যাহা হউক, এখন খোজা হাসানের কথা শুনা যাক, কাহার সাহায্যে তাহার এই সৌভাগ্য, অবিলম্বেই বুঝিতে পারা যাইবে।"

আমি তাঁহাদের কথা শুনিয়া বলিলাম, "মহাশয়গণ, আমি যদি না জানিতাম যে, এরূপ তর্কে আপনাদের বন্ধুত্ব-বন্ধন কদাচ শিথিল হইবে না, তাহা হইলে আমি কখন এ সম্বন্ধে একটি কথাও বলিতাম না। আমি পূর্ব্বেও আপনাদিগকে মিথ্যা কথা বলি নাই, এখনও বলিব না।" এই কথা বলিয়া আমি আমার সৌভাগ্যলাভের বিবরণ বিস্তারিতরূপে দুই বন্ধুর নিকট ব্যক্ত করিলাম।

দুঃখের বিষয়, আমার কথা সাদী বিশ্বাস করিলেন না। আমার কথা শেষ হইলে তিনি বলিলেন, "খোজা হাসান, চিলে মাথার পাগড়ী ছোঁ মারিয়া লইয়া যায় কিম্বা সাজি-মাটীর পরিবর্ত্তে তুষের হাঁড়া বিক্রয় করা হয়, এ উভয়ই যেমন অবিশ্বাস্য, মাছের পেটে লক্ষমোহর মূল্যের হীরক পাওয়াও তেমনই অবিশ্বাস্য। যাহা হউক, তুমি যে বড় লোক হইয়াছ, ইহাই বিশেষ সুখের কথা। তবে তুমি আমার টাকায় বড়লোক হইয়া সে কথা স্বীকার করিতে লজ্জিত হইতেছ, এ জন্যই আমার মনে কিঞ্চিৎ আক্ষেপ হইয়াছে।"

আতিথ্যের সম্মাননা

আমি দেখিলাম, সাদীকে আমার কথা বিশ্বাস করান কঠিন, আমার একটু দুঃখ হইল; কিন্তু তথাপি আমি যে তাঁহার নিকট প্রকৃতরূপে কৃতজ্ঞ, তাহা ভুলিলাম না। সাদী ও সাদ উঠিবার উপক্রম করিলে, আমি তাঁহাদিগকে বলিলাম, "আপনাদের কাছে আমার এই ভিক্ষা আছে, আপনারা তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না। আমি আজ আপনাদের জন্য কিঞ্চিৎ আহারের আয়োজন করিব, আপনাদিগকে আমার গৃহে রাত্রি যাপন করিতে হইবে। কাল আমার সঙ্গে আপনারা আমার পল্লীভবনে যাইবেন, এক দিনেই ফিরিয়া আসিতে পারিবেন। জলপথে যাইবেন, স্থলপথে আসিবেন। আমার আস্তাবল হইতে ঘোড়া পাঠাইব, সেই ঘোড়ায় আসিবেন।" সাদী বলিলেন, "যদি সাদের অন্য কোন কাজ না থাকে, তাহা হইলে আমার আপত্তি নাই।" সাদ বলিলেন, "না, আমার এমন কোন জরুরী কাজ নাই, যে জন্য এতখানি আমোদ মাটী করিতে পারি। তবে আমাদের বাড়ীতে লোক পাঠাইয়া সংবাদটা জানান ভাল, কেন না, আমাদিগকে না দেখিয়া পরিবারেরা উৎকণ্ঠিত হইতে পারে।" আমি উভয়ের গৃহেই ভৃত্য পাঠাইয়া সংবাদ দিলাম ও আহারাদির আয়োজন করিলাম।

আমার সাধ্যানুসারে আহারাদি ও গান-বাজনার আয়োজন করিলাম। উচ্চশ্রেণীর পুরুষ গায়ক ও সুন্দরী নর্ত্তকীগণ আমার সম্মানিত অতিথিদ্বয়ের চিত্তবিনোদনের জন্য নৃত্যগীতের জলসা আরম্ভ করিল। আহারাদির পর নৃত্যগীতে সাদ ও সাদী বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন দেখিয়া আমার মনে বড়ই আনন্দ হইল। পরদিন প্রত্যূষে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই আমরা নদীতীরে উপস্থিত হইলাম। আমার আদেশ অনুসারে একখানি উৎকৃষ্ট পানসী সুসজ্জিত অবস্থায় নদীতীরে রাখা হইয়াছিল, আমরা পানসীতে উঠিতেই ছয় জন দাঁড়ী সবলে নৌকা বাহিয়া চলিল, অনুকূল স্রোতে নৌকা দ্রুত চলিতে লাগিল। প্রায় দেড়ঘণ্টার মধ্যে আমরা পল্লী-নিকেতনে উপস্থিত হইলাম।

পল্লীভবনে বিশ্রাম-প্রমোদ

আমার এই পল্লীগৃহটি অতি সুবৃহৎ নহে বটে, কিন্তু সুসজ্জিত; চারিদিকে খোলা, বায়ুর অব্যাহত গতি, চতুর্দ্দিকে খেজুরগাছের ছায়া, নিকটেই একটি সুন্দর উপবন, উপবনে নানা জাতীয় সুমিষ্ট ফলের বৃক্ষ, ফুলের সৌরভে বাগানটি আমোদিত হইতেছে, নির্ঝরের ঝর্‌ঝর শব্দ, পাখীর অশ্রান্ত কল্লোল, পথগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, আমার সেই গৃহ ও উপবন দেখিয়া সাদ ও সাদীর মনে আনন্দের সীমা রহিল না। আমি তাঁহাদিগকে আমার গৃহে বিশ্রামের জন্য অনুরোধ করিলাম।



পাখীর বাসায় মোহর-বাঁধা পাগড়ী

আমার দুই পুত্র সেই পল্লীভবনে পূর্ব্ব হইতেই আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল, আমরা সেখানে উপস্থিত হইলে তাহারা পাখীর ছানা পাড়িবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। একটি উচ্চ বৃক্ষচূড়ায় পাখীর বাসা ছিল, কিন্তু তাহারা সে বৃক্ষে উঠিতে সাহস না করায় একটি ভৃত্যকে তাহারা সেই বৃক্ষে উঠিয়া পক্ষীর বাসা পাড়িবার জন্য আদেশ করিল।

ভৃত্য বৃক্ষে আরোহণ করিল, কিন্তু পাখীর বাসা দেখিয়া তাহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। সে দেখিল, একটি পাগড়ীতে পাখী বাসা করিয়াছে। ভৃত্যটি পাগড়ী সমেত পক্ষিশাবক পাড়িয়া ফেলিল এবং নামিয়া আমার পুত্রের হস্তে তাহা প্রদান করিল। আমার বড় ছেলে পাগড়ী লইয়া আমার কাছে ছুটিয়া আসিল, বলিল, "বাবা, বড় মজা, একটা পাগড়ীতে পাখীর ছানা হইয়াছে।" আমি এই অপূর্ব্ব পাখীর বাসা দেখিয়া বড় আমোদ বোধ করিলাম, সাদ ও সাদীও অল্প বিস্মিত হইলেন না। আমার বিস্ময় সহসা আরও বাড়িয়া উঠিল; কারণ, একটু মনোযোগ দিয়া দেখিবামাত্র বুঝিতে পারিলাম, এ আমারই সেই পাগড়ী, যাহা চিলে ছোঁ মারিয়া লইয়া গিয়াছিল। আমি সাদ ও সাদীকে সে কথা বলিলাম।

হয় ত' আমার পূর্ব্বসঞ্চিত মোহরগুলি পাগড়ীর মধ্যে আছে ভাবিয়া, আমি পাগড়ীটা ছিঁড়িয়া ফেলিলাম। পাগড়ীটা অত্যন্ত ভারী বোধ হওয়ায় আমার সন্দেহ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। পাগড়ী ছিঁড়িবামাত্র কতকগুলি মোহর বাহির হইয়া পড়িল। আমি সাদকে তাহা গণিতে বলিলাম, সাদ গণিয়া বলিলেন, "এক শত নব্বই মোহরই আছে।"

আমি বলিলাম, "আমার বোধ হয়, চিলটা আমার পাগড়ী লইয়া উড়িতে উড়িতে এখানে আসিয়াছিল এবং ঐ গাছের উপর উহা ফেলিয়াছিল, তাহার পর তাহা গাছের ডালে আটকাইয়া যাওয়ায় পরে পাখীতে উহার মধ্যে ডিম পাড়িয়াছিল। সাদ আমার কথার সমর্থন করিয়া বলিলেন, "আমারও তাহাই অনুমান হয়, ভাই সাদী, তুমি দেখিলে, খোজা হাসান আমাদিগকে মিথ্যা কথা বলে নাই।"

দ্বিতীয় প্রমাণ কোথায় ?

সাদী বলিলেন, "খোজা হাসান, বুঝিলাম, এই এক শত নব্বই মোহর তোমার ধনবান্ হওয়াতে কিছু সাহায্য করে নাই, কিন্তু ইহাই ত' সমস্ত নহে, দ্বিতীয়বার তোমাকে যে মোহরগুলি দিয়াছিলাম, তাহার সাহায্যে যে তুমি বড়লোক হও নাই, তাহার প্রমাণ কোথায় ?"

আমি বলিলাম, "মহাশয়, আমি ত' আপনাকে বলিয়াছি, সেই টাকার মধ্যে এক শত নব্বুই মোহর আমি তুষের হাঁড়ার মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম, হাঁড়াসমেত তাহা হস্তান্তরিত হইয়াছে; সাজিমাটীবিক্রেতা তাহা লইয়া গিয়াছে। আমি মিথ্যা কথা বলি নাই।"

সাদ এই কথা শুনিয়া আমাকে বলিলেন, "খোজা হাসান, সাদী তোমাকে যাহা ইচ্ছা বলুক, তাহাতে যদি ও মনে আনন্দ পায়, তাহাতে তোমার ক্ষতি কি ? তুমি যে আমার সীসা হইতেই বড়লোক হইয়াছ, তাহা আমি বিশ্বাস করি।"

সাদী বলিলেন, "সাদ, তুমি কি জান না, টাকায় টাকা আসে ? আমি টাকা না দিলে, খোজা হাসান কখন বড়লোক হইতে পারিত না।"

সাদ বলিলেন, "তুমি নির্ব্বোধের মত কথা বলিতেছ, আমি যদি কোথাও একখণ্ড হীরা কুড়াইয়া পাই, আর যদি তাহা পঞ্চাশ হাজার মোহরে বিক্রয় করিতে পারি, তাহা হইলে আমার ধনবান্ হওয়া কি কঠিন কাজ ?"

যাহা হউক, এ বিষয় লইয়া আর অধিক তর্ক হইল না। আমাদের আহারাদি শেষ হইলে আমরা বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত আমরা সেই গৃহে বিশ্রাম করিলাম। তাহার পর অশ্বে আরোহণ করিয়া আমরা বোগ্দাদ অভিমুখে ধাবিত হইলাম। বোগ্দাদে পৌঁছিতে আমাদের একটু রাত্রি হইল। তখন চন্দ্রোদয় হইয়াছিল।

ঘোড়ার দানা সংগ্রহে মোহর আবিষ্কার

বাড়ী আসিয়া শুনিলাম, ঘোড়ার দানা ফুরাইয়া গিয়াছে। গোলা অনেক দূরে, তাহাও বন্ধ হইয়া গিয়াছে, শুনিয়া আমি পল্লীর মধ্যে দানার সন্ধানে লোক পাঠাইলাম, দানা পাওয়া গেল না। অভাবে আমার ভৃত্য এক হাঁড়া তুষ একটা দোকান হইতে লইয়া আসিল।

তুষগুলি ঢালিতেই তাহার ভিতর হইতে একখানি কাপড়ে বাঁধা কি বাহির হইয়া পড়িল। আমার ভৃত্য তাহা না খুলিয়াই আমার নিকট উপস্থিত করিল।

আমি দেখিয়াই চিনিতে পারিলাম, আমার মোহরবাঁধা কাপড়। আমি মোহরগুলি খুলিয়া গণিলাম, ঠিক এক শত নব্বইটি হইল। আমার স্ত্রীকে হাঁড়াটা দেখাইলাম, সে বলিল, "এ আমারই সেই হাঁড়া বটে, সাজিমাটীর পরিবর্ত্তে তুষসমেত ইহা দিয়াছিলাম।"

টাকার ভাগ্য-পরিবর্ত্তন সম্ভব নয়

সাদী এবার বিশ্বাস করিলেন, আমি তাঁহার টাকাতে বড় লোক হই নাই, বিশ্বাস না করিবার উপায়ও ছিল না। তাঁহার সম্মুখেই যে অকাট্য প্রমাণ! সাদী তখন বলিলেন, "ভাই, আমি এত দিনে বিশ্বাস করিলাম, টাকা দিয়া সাহায্য না করিলে যে কেহ ধনবান্ হইতে পারে না, এ কথা ভুল, অন্য উপায়েও মানুষ ধনবান্ হইতে পারে।"

সাদীর কথা শেষ হইলে আমি বলিলাম, "আমি এখন আপনাকে এই তিন শত আশী মোহর ফিরিয়া লইবার জন্য অনুরোধ করিতে পারি না। আল্লার ইচ্ছায় আমার এখন যথেষ্ট অর্থ হইয়াছে, সুতরাং ইহাতে আমার আর আবশ্যক নাই, আপনার অনুমতি হইলে আমি ইহা দীনদুঃখীকে দান করিতে পারি।"

সাদী তৎক্ষণাৎ আমার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। সেই রাত্রে আর আমি তাঁহাদিগকে ছাড়িলাম না, তাঁহারা আহারাদি করিয়া আমার গৃহেই শয়ন করিলেন। পরদিন প্রভাতে আমাকে আলিঙ্গন করিয়া উভয় বন্ধু বিদায় গ্রহণ করিলেন। আমার আতিথ্যসৎকারে তাঁহারা বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে তাঁহাদের দুজনের সঙ্গে আমার বিশেষ বন্ধুত্ব স্থাপিত হইল। আমি অনেক সময়েই তাঁহাদের বাড়ী যাই, তাঁহারাও মধ্যে মধ্যে আমার গৃহে আসিয়া আমার আনন্দ বর্দ্ধন করেন। আমি আমার ধন-সম্পত্তির সদ্ব্যবহার করিতে কোন দিনই কাতর নই।

খালিফ খোজা হাসানের কাহিনী শ্রবণ করিয়া অনেকক্ষণ বিস্ময়াবিষ্টভাবে অবস্থান করিলেন, তাহার পর বলিলেন, "খোজা হাসান, তোমার জীবনের কাহিনী শুনিয়া আমি যেরূপ আনন্দলাভ করিলাম, এমন আনন্দ আমি বহুদিন লাভ করি নাই। আল্লা তোমাকে অতি অদ্ভুত উপায়ে ধনবান্ করিয়াছেন, এমন সকলের অদৃষ্টে ঘটে না। তুমি আল্লার যে প্রসন্নতা লাভ করিয়াছ, সর্ব্বদা পরোপকারসাধন করিয়া সেই প্রসন্নতা স্থায়ী কর। তুমি মাছের পেটে যে হীরকখণ্ড পাইয়াছিলে, তাহা আমার ধনাগারে সঞ্চিত আছে, আমি তাহা বহু অর্থব্যয়ে ক্রয় করিয়াছি। বস্তুতঃ এমন উৎকৃষ্ট হীরক আমার ধনাগারে আর দ্বিতীয় নাই। আমার ইচ্ছা, তোমার বন্ধু সাদী ও সাদ আমার এখানে আসিয়া স্বচক্ষে তাহা দেখিয়া যায়, তাহা হইলে তাহাদের তোমার কথায় সন্দেহের আর কোন কারণ থাকিবে না। [illegible] লোক যে অন্যের নিকট অর্থসাহায্য না পাইলে বড়লোক হইতে পারে না, এ কথা ভুল। অন্য নানা উপায়ে মানুষ ধনবান্ হইতে পারে। তুমি তোমার কাহিনী আমার খাজাঞ্চীর নিকট বলিবে, তাহা সে লিখিয়া লইবে, তোমার ভাগ্য-পরিবর্ত্তন-কাহিনী হীরকখণ্ডের সহিত রক্ষিত হইবে।"

খালিফের চমক

অনন্তর খালিফ সন্তুষ্টচিত্তে খোজা হাসান, সিদিনুমান ও বাবা আবদাল্লাকে বিদায় দান করিলেন। বিদায়-গ্রহণের পূর্ব্বে তাহারা গভীর সম্মানভরে খালিফের সিংহাসন চুম্বন করিল।

সুলতানা শাহারজাদী এই গল্প শেষ করিয়া সুলতান শাহরিয়ারের অনুরোধে আর একটি অত্যাশ্চর্য্য গল্প আরম্ভ করিলেন, কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যে রাত্রি প্রভাত হওয়ায় সে দিনের মত তাহা স্থগিত রাখিতে হইল। পরদিন রাত্রিতে প্রমোদ-তৃপ্ত-মুখে হাসির লহর তুলিয়া শাহারজাদী আবার তাহা বলিতে লাগিলেন।

আলিবাবা ও চল্লিশ দস্যু

পারস্যসীমায় কোন নগরে কাসিম ও আলিবাবা নামে দুই ভ্রাতা বাস করিত। তাহাদের পিতা মৃত্যুকালে যে যৎসামান্য সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিল, তাহা তাহারা দুই জনে ভাগ করিয়া লয়, দুজনেই সমান সম্পত্তি পাইয়াছিল বটে, কিন্তু দৈববিধানে উভয়ের অবস্থা একরূপ হয় নাই।

কাসিম এক অবস্থাপন্ন সদাগর-দুহিতার পাণিগ্রহণ করে। কিছুদিন পরে কাসিমের শ্বশুর পরলোকগমন করিলে কাসিমের স্ত্রীই সেই সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হয় এবং এইরূপে কাসিম একটি দোকান, যথেষ্ট ভূসম্পত্তি ও বহুসংখ্যক পণ্যদ্রব্য লাভ করিয়া, তাহাদের দেশের মধ্যে এক জন সম্ভ্রান্ত সদাগর হইয়া উঠে।

আলিবাবা যেমন গরীব, সে সেইরূপ গরীবের কন্যারই পাণিগ্রহণ করিয়াছিল। সুতরাং তাহার অবস্থার উন্নতি হইল না, তাহার পরিবার-প্রতিপালনের আর কোনই উপায় ছিল না। তাহার সম্পত্তির মধ্যে কেবল ছিল তিনটি গাধা। সেই গাধা জঙ্গলে লইয়া গিয়া আলিবাবা কাঠ ভাঙ্গিয়া আনিত এবং তাহা নগরে বিক্রয় করিয়া যে কিছু অর্থোপার্জ্জন হইত, তাহাতেই সে অতি কষ্টে দিনপাত করিত।

এক দিন আলিবাবা অরণ্যে গিয়া কাঠকাটা প্রায় শেষ করিয়াছে, এমন সময় দূরে সে ধূলিরাশি দেখিতে পাইল। খোলা মাঠের উপর দিয়া দেখিল, ধূলিরাশি আকাশতল আচ্ছন্ন করিয়া, তাহার দিকেই অগ্রসর হইতেছে। আলিবাবা বিশেষ মনোযোগের সহিত সেই দিকে চাহিয়া রহিল, কিয়ৎকাল পরে দেখিল, বহুসংখ্যক অশ্বারোহী দ্রুতবেগে সেই দিকে আসিতেছে।

আলিবাবার অনুমান হইল, এই সকল অশ্বারোহী দস্যু; সুতরাং সে প্রাণরক্ষা করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ একটি বৃক্ষে আরোহণ করিল। এই বৃক্ষটির পত্ররাশি অত্যন্ত ঘন, শাখাপ্রশাখাগুলি একটি পাহাড়ের গায়ে আসিয়া পড়িয়াছে, আলিবাবা সেই গাছের একটি ডালের উপর চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। সে যেখানে বসিল, সেখান হইতে সে সকলই দেখিতে পাইতেছিল, কিন্তু তাহাকে কাহারও দেখিবার সাধ্য ছিল না। পাহাড়ের ধারেই গাছের মূলদেশ।

অশ্বারোহিগণ সেই বৃক্ষমূলে আসিয়া অশ্বের গতি সংযত করিল। আলিবাবা দেখিল, দস্যুগণ সংখ্যায় চল্লিশটি। আলিবাবার অনুমান মিথ্যা নহে, বাস্তবিকই ইহারা দস্যু, কিন্তু ইহারা নিকটে দস্যুবৃত্তি করিত না, দূরদূরান্তরে দস্যুবৃত্তি করিয়া আসিয়া লুণ্ঠিত ধন এই স্থানে সঞ্চয় করিতে আসিত। আলিবাবা আরও দেখিল, অশ্ব হইতে নামিয়া ঘোড়াগুলিকে দানা খাইতে দিল, এবং এক এক জন দস্যু লুণ্ঠিত অর্থপূর্ণ ব্যাগগুলি লইয়া সেই পাহাড়ের পাদতলে উপস্থিত হইল। আলিবাবার অনুমান হইল, এই সকল ব্যাগে অনেক স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা সঞ্চিত আছে।

চিচিং ফাঁক!

আলিবাবা একটি লোককে দস্যুগণের দলপতি বলিয়া চিনিতে পারিল। তাহার দেহ যেমন বলবান্, পরিচ্ছদেও তেমনই একটু বৈচিত্র্য ছিল—তাহা ঠিক অন্যান্য দস্যুর পরিচ্ছদের মত নহে। দলপতি সর্ব্বাগ্রে তাহার ব্যাগটি লইয়া পাহাড়ের পাদদেশে গাছের অদূরে আসিয়া দাঁড়াইল এবং কতকগুলি লতাগুল্মের অন্তরালে প্রবেশ করিয়া সুস্পষ্টস্বরে বলিল, 'সিসেম খোল'—আলিবাবা কথাটি উত্তমরূপে শুনিতে পাইল। দলপতি 'সিসেম খোল' বলিবামাত্র সেই পাহাড়ের গাত্রস্থ একটি গুপ্তদ্বার খুলিয়া গেল, দ্বার খুলিবামাত্র দলপতি তাহার মধ্যে প্রবেশ করিল, অন্যান্য দস্যুও তাহার অনুসরণ করিল, আবার তৎক্ষণাৎ দ্বারটি বন্ধ হইয়া গেল।

দস্যুগণ সেই গিরিগুহায় কিয়ৎকাল থাকিল, সেই অবসরে আলিবাবা ভাবিল, সে দস্যুদিগের একা অশ্বে আরোহণ করিয়া তাহার গাধা কয়টিকে তাড়াইয়া নগরে প্রবেশ করিবে, কিন্তু পাছে যদি হঠাৎ কো দস্যু তাহাকে দেখিতে পায়, এই ভয়ে সে গাছ হইতে নামিতে পারিল না ; গাছের উপরে বসিয়াই দস্যুদলে প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

'সিসেম বন্ধ'

অনেকক্ষণ পরে দ্বার খুলিয়া দস্যুগণ গুহাগর্ভ হইতে বাহিরে আসিল। সকলে বাহিরে আসিং দলপতি সকলের শেষে গুহা হইতে বহির্গত হইয়া বলিল, 'সিসেম বন্ধ' আর খট করিয়া দরজা বন্ধ হইয় গেল। অশ্বারোহিগণ অশ্বে আরোহণ করিয়া অশ্বখুরধ্বনিতে পার্ব্বত্য প্রান্তর প্রতিধ্বনিত করিয়া যে পং আসিয়াছিল, সেই পথে প্রস্থান করিল।

আলিবাবা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া যখন দেখিল, দস্যুগণের আর প্রত্যাগমনের সম্ভাবনা নাই, তখ বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিল। দস্যুদিগের গমনপথ লক্ষ্য করিয়া দেখিল, সকলেই অদৃশ্য হইয়াছে, তাহাদে চিহ্নমাত্র কোন দিকে নাই। সেই গিরিগুহা কিরূপে খুলিতে ও বন্ধ করিতে পারা যায়, আলিবাবা দলপতি নিকট তাহা শুনিয়াছিল, সে একবার ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র হইল। সে ধীে ধীরে লতাগুল্মের সমীপবর্ত্তী হইল, তাহার পর গিরিগুহার দরজা দেখিতে পাইয়া তাহার নিকটে দাঁড়াইয় সুস্পষ্টস্বরে, 'সিসেম খোল', কথা আলিবাবার মুখ হইতে উচ্চারিত হইবামাত্র গুহাদ্বার উন্মুক্ত হইয়া গেল।

আলিবাবা মনে করিয়াছিল, সে একটি সংকীর্ণ অন্ধকারময় গিরিগুহামাত্র দেখিবে, কিন্তু তৎপরিবর্তে আলিবাবা দেখিতে পাইল, একটি সুপ্রশস্ত কক্ষ, পর্ব্বত কাটিয়া তাহা নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হইল। উর্দ্ধদে হইতে আলো আসিয়া কক্ষটি আলোকিত করিতেছে, কক্ষটি আলোকিত করিবার জন্যই পর্ব্বতের শিখরদে বিশেষ নৈপুণ্যসহকারে কিয়দংশ কাটিয়া ফেলা হইয়াছে। যাহা হউক, এ সকল ত' সামান্য কথা, সেই কক্ষে সজ্জিত দ্রব্যসামগ্রী দেখিয়া আলিবাবা একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। কক্ষটি গালিচা, দুলিচা, কত মহামূল্য বস্ত্রাভরণ, রাশি রাশি স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা, কতক বস্তায় বস্তায় সজ্জিত রহিয়াছে, কতক খোলা অবস্থায় ঢালা রহিয়াছে, মুদ্রাপূর্ণ চামড়ার ব্যাগগুলি আকাশ সমান উচ্চ করিয়া সজ্জিত। আলিবাবা বুঝিল, এই অগণ্য ধন দুই এক বৎসরে এখানে সঞ্চিত হয় নাই, যুগযুগান্তর ধরিয়া এখানে ধনরাশি স্তূপীকৃত করা হইতেছে। এক পুরুষে দস্যুগণ কখন এত অর্থ সঞ্চয় করিতে পারে নাই, পুরুষ-পরম্পরায় ইহারা এখানে ধনসঞ্চয় করিতেছে।

যুগ-যুগান্তর-লুণ্ঠিত ধন-রত্ন স্তূপীকৃত

অতঃপর কি করা কর্ত্তব্য, তাহা স্থির করিতে আলিবাবার অধিক সময় নষ্ট হইল না ; গুহার মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র গুহাদ্বার বন্ধ হইয়া গেল, কিন্তু সে জন্য সে চিন্তিত হইল না ; কারণ, দ্বার খুলিবার মন্ত্রও সে দলপতির মুখে শুনিয়াছিল। সে রৌপ্যমুদ্রার দিকে মনোযোগ না করিয়া রাশি রাশি স্বর্ণমুদ্রা সংগ্রহ করিতে লাগিল। তাহার তিনটি গাধা যত স্বর্ণ বহন করিতে পারে, তাহা একত্র করিয়া আলিবাবা তিনটিকে তাড়াইয়া সেই গুহার দ্বারদেশে লইয়া আসিল, তাহাদের পিঠে স্বর্ণমুদ্রাপূর্ণ বস্তাগুলি চাপাইল। পাছে টাকার বস্তা কেহ দেখিতে পায়, এই ভয়ে বস্তার উপর সে কয়েক আঁটি করিয়া কাঠ চাপাইয়া বস্তাগুলি বেশ ভাল করিয়া ঢাকিল, এবং গুহাদ্বারের কাছে গিয়া 'সিসেম বন্ধ' বলিল। দেখিতে দেখিতে দ্বার বন্ধ হইয়া গেল, তখন সে গাধাগুলিকে লইয়া, নগরের দিকে ফিরিল।

গৃহে ফিরিয়া আলিবাবা সাবধানে সদর দরজা বন্ধ করিয়া দিল, তাহার পর বস্তার উপর হইতে কাঠের আঁটিগুলি সরাইয়া ফেলিয়া বস্তাগুলি টানিয়া ঘরের মধ্যে লইয়া গেল।

আলিবাবার স্ত্রী একটি ছোট চৌকীতে বসিয়াছিল। আলিবাবা ঘরের মধ্যে বস্তা ফেলিতেই তাহার স্ত্রী উঠিয়া দুই হাতে বস্তা টিপিয়া দেখিতে লাগিল;—কি শস্য আছে, তাহাই দেখিবার মৎলব। যখন সে দেখিল, বস্তাগুলি কেবল স্বর্ণমুদ্রাতেই পরিপূর্ণ, তখন তাহার ভয় ও বিস্ময়ের সীমা রহিল না। সে চীৎকার করিয়া বলিল, "আলিবাবা, তোমার আক্কেলটা কি বল দেখি! এত সোনার টাকা তুমি—" আলিবাবা তাহার মুখে হাত দিয়া বলিল, "আল্লার কসম, তুই চুপ কর্, তোর কোন ভয় নাই। আমি চোর নই, আমি কোন সাধুলোকের টাকাও চুরি করি নাই, চোরের ধনের উপর বাটপাড়ী করিলে পাপ হয় না, আমি তোকে সকল কথা পরে বলিব, আগে এগুলা সামাল কর্।" আলিবাবা স্বর্ণমুদ্রাগুলি ঘরের মধ্যে স্তূপাকারে ঢালিল, এত স্বর্ণমুদ্রা একত্র দেখিয়া লোভে আলিবাবার স্ত্রীর চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। আলিবাবা তাহার স্ত্রীকে সকল কথা বলিল, তাহার পর তাহাকে সাবধান করিবার জন্য বলিল, "দেখিস্ মাগী, খবরদার, যেন এ কথা প্রকাশ না হয়; প্রকাশ হইলে আমাদের কাহারও প্রাণরক্ষা হইবে না।"

চোরের উপর বাটপাড়ী



আলিবাবার স্ত্রীর বিস্ময় দূর হইলে সে এক একটি করিয়া টাকাগুলি গণিতে লাগিল। আলিবাবা হাসিয়া বলিল, "দূর মাগী, তুই এত টাকা কত দিনে গণিয়া ঠিক করিবি? ও আর গণিবার দরকার নাই, আমি ঘরের কোণে একটা গর্ত্ত খুঁড়ি, তাহার মধ্যে এগুলি লুকাইয়া রাখা যাক্।" আলিবাবার স্ত্রী বলিল, "সে উত্তম কথা বটে, কিন্তু কত টাকা থাকিল, তাহার একটা হিসাব থাকা ভাল। আমি প্রতিবেশীদের বাড়ী হইতে একটা ছোটখাট কুন্‌কে চাহিয়া আনি। তুমি ততক্ষণ গর্ত্ত খোঁড়, কুন্‌কেতে মাপিয়া উহা গর্ত্তের মধ্যে ঢালিয়া রাখা যাইবে।" আলিবাবা বলিল, "কুন্‌কেতে মাপিয়া ফল কি? ও সকল হাঙ্গামায় কাজ নাই।" তাহার স্ত্রী বলিল, "তা কি হয়, মাপিতেই হইবে।" আলিবাবা দেখিল, তাহার স্ত্রী না মাপিয়া নিরস্ত হইবে না, তখন সে বলিল, "মাপই কর আর যা কর, দেখিস্ যেন কথা প্রকাশ না হয়।"

মোহরের স্তূপ

"তোমাকে আর সে ভয় করিতে হইবে না।" বলিয়া আলিবাবার স্ত্রী কুন্‌কে আনিতে ছুটিল। আলিবাবার দাদা কাসিমের বাড়ী কিছু দূরে, আলিবাবার স্ত্রী সেই বাড়ীতে আসিয়া কাসিমের স্ত্রীকে বলিল,

"দিদি, এক লহমার জন্য তোমাদের কুনকেটা দিতে পার ? আমি আবার এখনই ফিরাইয়া দিয়া যাইব।" কাসিমের স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিল, "কত বড় কুনকে চাও, বড় না ছোট ?" আলিবাবার স্ত্রী বলিল, "ছোট কুন্‌কে হইলেই হইবে।" কাসিমের স্ত্রী বলিল, "তবে একটু দাঁড়াও, আনিয়া দিতেছি।"

কাসিমের স্ত্রী জানিত, আলিবাবার অবস্থা অতি মন্দ, প্রতিদিন আহার জোটে না। সেই আলিবাবা এমন কি শস্য আনিয়াছে যে, কুন্‌কেতে মাপিবে, তাহা জানিবার জন্য কাসিমের স্ত্রীর মনে বড় কৌতূহল হইল। সে একটি কুন্‌কের তলায় একটু আঠা লাগাইয়া সেটি আলিবাবার স্ত্রীর হাতে দিল ; ভাবিল, যে শস্যই মাপ করুক, এক আধটা দানা কুন্‌কের তলার আঠায় নিশ্চয় লাগিয়া আসিবে।

কুন্‌কেতে মোহর মাপ

আলিবাবার স্ত্রী কুন্‌কে পাইয়া তৎক্ষণাৎ গৃহে ফিরিয়া আসিল। তাহার পর ধান-চাউলের মত করিয়া মোহরগুলির উপরে কুন্‌কেটা রাখিয়া মোহর মাপ করিতে লাগিল। মাপ শেষ হইলে আলিবাবা মোহরগুলি ঘরের কোণে গর্ত্তের মধ্যে পুঁতিতে লাগিল। আলিবাবার স্ত্রী কুন্‌কেটি লইয়া কাসিমের স্ত্রীকে ফিরাইয়া দিয়া আসিল, হাসিয়া বলিল, "দেখ দিদি, আমি একটুও বিলম্ব করি নাই, কাজ শেষ হইবামাত্র তোমার কুন্‌কে ফেরত দিতে আসিয়াছি।"

কাসিমের স্ত্রী ব্যগ্রভাবে কুন্‌কেটি উল্‌টাইল দেখিল, একটি চকচকে মোহর কুন্‌কেতে আঠায় আট্‌কাইয়া আছে ! দেখিয়া কাসিমের স্ত্রীর বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। হিংসায় তাহার বুকের মধ্যে জ্বালা করিতে লাগিল। কাসিমের স্ত্রী মনে মনে বলিল, "হা আল্লা, এই আলিবাবাকে আমি গরীব মনে করিয়া সুখী হইতাম, আলিবাবা কুন্‌কে করিয়া মোহর মাপে, আলিবাবা গরীব, আর আমরা বড়লোক ! আগে মিন্‌ষে বাড়ী আসুক। কিন্তু আলিবাবা এত মোহর কোথায় পাইল ?" কাসিম তখন দোকানে গিয়াছিল, তাহাকে তখনই মনের কথা বলিতে না পাইয়া কাসিমের স্ত্রীর পেট ফুলিয়া উঠিল, দম বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। সন্ধ্যার সময় কাসিমের দোকান হইতে ফিরিয়া আসিবার সময়, কাসিমের স্ত্রী কেবল পথ ও বাড়ী করিতে লাগিল। এক এক ঘণ্টা তাহার কাছে এক এক বৎসরের মত দীর্ঘ বোধ হইতে লাগিল। কাসিম আলিবাবার ধনের কথা শুনিয়া কি ভাবিবে, তাহাই তাহার প্রধান চিন্তার বিষয় হইল।

সন্ধ্যাকালে কাসিম গৃহে ফিরিল। কাসিমের স্ত্রী তাহাকে দেখিবামাত্র বলিল, "পোড়ারমুখো মিন্‌ষে, তুই মনে করিস্, তুই ভারি নবাব, তোর অনেক টাকা ! তোর ভাই আলিবাবা তোর চেয়ে কত বড়লোক, তার কত টাকা, তার কিছু হিসাব রাখিস্ ? তুই টাকা গণিস্, সে কুন্‌কেয় করিয়া মোহর মাপে ! বাবা গো বাবা, এমন হতভাগা গরীবের হাতে সঁপে দিয়েছিলে, আমি কুন্‌কেয় ক'রে মোহর মাপ্‌বার সুখ পেলেম না।" কাসিম সমস্ত দিনের পরিশ্রমে বড় ক্লান্ত হইয়া গৃহে আসিয়াছিল, স্ত্রীর কথা শুনিয়া প্রথমে কিছু বুঝিতে পারিল না ; বলিল, "আরে থাম মাগী, সব কথা খুলে বল্‌বে না—একেবারেই জ্বলে উঠলো ! কি—হয়েছে কি ?" কাসিমের স্ত্রী কাসিমকে সকল কথা খুলিয়া বলিল, এবং কুন্‌কের নীচে আঠায় আট্‌কান যে চক্‌চকে মোহরটি পাইয়াছিল, তাহা কাসিমকে দেখাইল। কাসিম দেখিল, মোহরটি বহু পুরাতন, এত পুরাতন যে, তাহার উপর যে রাজার নাম লেখা আছে, সে রাজার কথাই তাহার অজ্ঞাত।

সৌভাগ্য নিদর্শনে হিংসানল

ভ্রাতার সৌভাগ্যচিহ্ন দেখিয়া কাসিম সুখী বা সন্তুষ্ট হওয়া দূরের কথা, হিংসানল তাহার বুকের মধ্যে জ্বলিয়া উঠিল, সমস্ত রাত্রি সেই জ্বালায় সে ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল, একবারও চোখ বুজিতে পারিল না। পরদিন প্রভাতে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই কাসিম আলিবাবার নিকট উপস্থিত হইল। আলিবাবার প্রতি কাসিমের বিন্দুমাত্রও স্নেহ ছিল না, তাহার গৃহে কখন পদার্পণ করা দূরে থাক, ধনবানের কন্যাকে বিবাহ করার

[প]র কাসিম আলিবাবাকে ভ্রাতা বলিয়া স্বীকার করিতেও লজ্জিত হইত। কিন্তু আজ সে আলিবাবার সঙ্গে [দে]খা না করিয়া থাকিতে পারিল না। কাসিম আলিবাবাকে বলিল, "আলিবাবা, তুই ভারি কুটিল মানুষ, [তু]ই দেখাস্ তোর অবস্থা বড় মন্দ, তোর দিন চলে না, কিন্তু এ দিকে দেখি, তুই কুন্‌কেয় মোহর মাপ [ক]রিস্! ব্যাপারখানা কি বল্ দেখি?" আলিবাবা বলিল, "দাদা, তোমার কথা বুঝিতে পারিতেছি না, [খো]লসা করিয়া বল।" কাসিম রাগ করিয়া বলিল, "নে,—আর ন্যাকামো করিস্ নে।" সে তাহার স্ত্রীর [প্র]দত্ত মোহরটি বাহির করিয়া তাহা আলিবাবাকে দেখাইল; বলিল, "এ রকম মোহর কতগুলি পাইয়াছিস্, [ব]ল্ দেখি, কাল আমার স্ত্রী কুন্‌কের নীচে এটা পাইয়াছে, তোর স্ত্রী যে কুন্‌কে মোহর মাপ করিবার জন্য [ল]ইয়া গিয়াছিল, তাহার নীচে, বুঝিয়াছিস?"

গুপ্ত ধনাগারের সন্ধান

আলিবাবা দেখিল, গুপ্তকথা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। তাহার স্ত্রীর নির্বুদ্ধিতাদোষেই কাসিম ও তাহার স্ত্রী মোহরের কথা জানিতে পারিয়াছে। কিন্তু তখন আর কথা গোপন করিয়া কোন লাভ নাই, সুতরাং আলিবাবা কিছুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া সরলভাবে সকল কথা স্বীকার করিল। কিরূপে সে গুপ্তধনাগারের সন্ধান পাইয়াছে, তাহাও বলিল। কাসিমকে সে এ কথাও জানাইল যে, যদি কাসিম আর কাহারও নিকট এ রহস্য প্রকাশ না করে, তাহা হইলে আলিবাবা তাহাকে সেই গুপ্ত ধনাগারের সন্ধান বলিয়া দিবে।

কাসিম মেজাজ গরম করিয়া বলিল, "তা ত' তুই বলিবিই, তোর ঘাড় যে সে বলিবে; না বলিলে কি আমি তোকে সহজে ছাড়িব? আমি কোতোয়ালের কাছে গিয়া তোর সকল কথা প্রকাশ করিয়া দিব, ভবিষ্যতে তুই আর কিছু আনিতে পারিবি না, যাহা আনিয়াছিস্, তাহাও সরকারে বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে। শীঘ্র বল্, সেই ধনাগার কোথায়, কোন্ পথে সেখানে যাইতে হয়, কিরূপেই বা ধন পাওয়া যায়? আমি নিজে গিয়া কিছু ধন সংগ্রহ করিয়া আনিব।"

আলিবাবা তাহার দাদার ভয়প্রদর্শনে তত ভীত না হইলেও তাহার স্বাভাবিক সরলতা ও সাধুতা বশতঃ গুপ্ত গহ্বরের সন্ধান বলিয়া দিল, কিরূপে গহ্বরদ্বার খুলিতে পারা যায় এবং কিরূপে তাহা বন্ধ করিতে হয়, তাহাও বলিয়া দিল। কাসিম আলিবাবাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না। সে ভাবিল, এক দিনেই সে সমস্ত ধন উঠাইয়া লইয়া আসিবে, আলিবাবা যে আবার গিয়া কিছু লইয়া আসিবে, তাহার পথ বন্ধ করিবে।

এই সংকল্প স্থির করিয়া কাসিম পরদিন প্রভাতে দশটি বলবান্ অশ্বতর লইয়া, তাহাদের পিঠে ঝোড়া বোঝাই দিয়া আলিবাবার নির্দ্দিষ্ট পথে গুপ্ত গহ্বরের সন্ধানে চলিল, আলিবাবা ঠিক পথ বলিয়া দিয়াছিল, সুতরাং কাসিমের গহ্বর-সন্নিকটে উপস্থিত হইতে অসুবিধা হইল না। সে গহ্বরদ্বারের দিকে চাহিয়া দেখিল, দ্বার রুদ্ধ। কিরূপে দ্বার খুলিতে হয়, তাহা তাহার স্মরণ ছিল, সে তৎক্ষণাৎ বলিল, 'সিসেম খোল!' যেমন এই কথা বলা, অমনি গহ্বরদ্বার দুই খণ্ড হইয়া খুলিয়া গেল। দ্বার খুলিবামাত্র সে গহ্বরগর্ভে প্রবেশ করিল। সঙ্গে সঙ্গে গহ্বরদ্বার বন্ধ হইয়া গেল।

অতুল ঐশ্বর্য্যে আত্মবিস্মৃতি

গুহার ভিতর যে অতুল ঐশ্বর্য্য সজ্জিত ছিল, তাহা দেখিয়া কাসিমের বিস্ময়ের সীমা রহিল না; সে ভাবিল, প্রত্যহ যদি সে দশ বিশটা অশ্বতরে ধন বহিয়া লইয়া যায়, তাহা হইলে সমস্ত জীবনেও সে সমস্ত [ধ]ন উঠাইয়া লইয়া যাইতে পারিবে না। আলিবাবার মুখে সে যে ধনের পরিচয় পাইয়াছিল, তাহা ইহার [শত]াংশও নহে। অনেকক্ষণ ধরিয়া সে ধনরত্ন নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল, তাহার পর দ্বারপ্রান্তে স্বর্ণমুদ্রাপূর্ণ [থ]লিগুলি টানিয়া আনিতে লাগিল। দশটি অশ্বতর যতগুলি থলি বহন করিতে পারে, ততগুলি থলি দ্বারের [কা]ছে আনিয়া দ্বার খুলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু ধনলোভে সে দ্বার খুলিবার সঙ্কেত ভুলিয়া গিয়াছিল, কি

কথা বলিলে যে দ্বার খুলিতে পারা যায়, তাহা তাহার মনে ছিল না। ভাবিল, একটি শস্যের নাম করিয়া দ্বার খুলিতে হয়, সুতরাং সে বলিল, "ধান খোল।" তার পর "যব খোল" কিন্তু তথাপি দ্বার খুলিল না। তখন উদ্‌ভ্রান্ত মনে সে একে একে যত শস্যের—ফলের—জিনিসের নাম জানিত, সবগুলির নাম করিতে লাগিল। কিন্তু গুহার লৌহদ্বার অটল রহিল, একটুও নড়িল না।

প্রলোভনে স্মৃতিভ্রংশ

এমন বিপদ ঘটিবে, তাহা কাসিম একবারও মনে করে নাই। তাহার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। ধনতৃষ্ণা মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার অন্তর হইতে অন্তর্হিত হইল। নয়নে সেই গুপ্ত ধনাগার তাহার তখন বিভীষিকার সঞ্চার করিল। তাহার দেহ ঘর্ম্মাপ্লুত হইয়া উঠিল, পিপাসায় কণ্ঠতালু শুষ্ক হইল, যতই সে 'সিসেম' কথাটি মনে করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল, ততই তাহার স্মরণশক্তি বিলুপ্ত হইয়া আসিল। অবশেষে ক্রোধে, ভয়ে সে মোহরের থলিগুলি দ্বারদেশ হইতে দূরে ছড়াইয়া ফেলিয়া দ্রুতপদে গুহামধ্যে পদচারণ করিতে লাগিল।

সেই দিন মধ্যাহ্নকালে দস্যুদল তাহাদের গুপ্ত ধনাগারের নিকট উপস্থিত হইল। পর্ব্বতপ্রান্তে আসিয়া তাহারা দেখিল, সেখানে দশটি অশ্বতর চরিতেছে, তাহাদের পিঠে ঝোড়া চাপান। এই দৃশ্য দেখিয়া তাহাদের মনে যুগপৎ ভয় ও বিস্ময়ের সঞ্চার হইল। তাহারা প্রথমে অশ্বতরগুলিকে গভীর বনে তাড়াইয়া দিয়া আসিয়া, অশ্বতরের অধিস্বামীর অনুসন্ধান করিয়া, কাহাকেও দেখিতে পাইল না, কিন্তু নিশ্চয়ই যে এখানে কেহ আসিয়াছে, তাহাতে তাহাদের সন্দেহ রহিল না, তাহারা কোষমুক্ত অসি হস্তে গুহাদ্বারের নিকট উপস্থিত হইল এবং মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দ্বার খুলিয়া ফেলিল।

কাসিম গুহামধ্যে থাকিয়াই অদূরে অশ্বসমূহের পদশব্দ শুনিতে পাইয়াছিল। সে বুঝিয়াছিল, দস্যুদল আসিতেছে, তাহার অন্তিমকাল নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, এখন তাহারা গুহাদ্বার উন্মুক্ত করিলে যদি কোন কৌশলে সে পলায়ন করিতে পারে, তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিল এবং দস্যুপতি দ্বার খুলিবার পূর্ব্বেই দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া রহিল, দস্যুপতি দ্বার খুলিবামাত্র কাসিম দস্যুসর্দ্দারকে ঠেলিয়া ফেলিয়া ছুটিয়া পলাইল, কিন্তু তাহাকে অধিক দূর পলায়ন করিতে হইল না, দস্যুগণ তরবারির আঘাতে তাহার প্রাণবিনাশ করিল।

কাসিমকে বধ করিয়া, দস্যুগণ গুহায় প্রবেশ করিল এবং কাসিম স্বর্ণমুদ্রাপূর্ণ যে সকল থলি অশ্বতরের পিঠে বোঝাই করিবার জন্য দ্বারের নিকট আনিয়াছিল, তাহা যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিল। কাসিম কিরূপে গুহার মধ্যে প্রবেশ করিল, তাহাই লইয়া তাহারা আন্দোলন করিতে লাগিল। অবশেষে তাহারা স্থির করিল, পর্ব্বতের ঊর্দ্ধপ্রদেশস্থ ফাঁক দিয়া সে গহ্বরে অবতরণ করিয়াছে, কিন্তু এ কথাও সহজে তাহারা বিশ্বাস করিতে পারিল না; কারণ, পর্ব্বতটি একে অতি উচ্চ, তাহার উপর সেখানে উঠিয়া তাহার শিখরদেশস্থ ছিদ্রপথে পর্ব্বতগর্ভে অবতরণ কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভবপর নহে। কিন্তু দ্বার খুলিয়া যে গহ্বরের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে, এ কথাও তাহাদিগের নিকট অত্যন্ত অসম্ভব বোধ হইল। কারণ, তাহাদের বিশ্বাস ছিল, দ্বার খুলিবার বা দ্বার বন্ধ করিবার মন্ত্র তাহারা ব্যতীত অন্য কেহ অবগত নহে।

অর্থহরণে প্রাণ-সংহার

কিন্তু তাহারা বুঝিল যে, এক জন কেহ কোনও কৌশলে তাহাদের গুপ্ত ধনাগারের সন্ধান পাইয়াছে; সুতরাং তাহাদের যুগযুগ-সঞ্চিত ধনাগার আর নিরাপদ নহে। ভবিষ্যতে যাহাতে কেহ ধনাগারে প্রবেশে সাহসী না হয়, এজন্য কাসিমের মৃতদেহ চারি খণ্ড করিয়া গুহার দ্বারদেশে রাখিয়া, দ্বার বন্ধ করিয়া তাহারা অভীপ্সিত পথে চলিয়া গেল।

এ দিকে দিবাবসান হইল, রাত্রি আসিল, তথাপি কাসিমের দেখা নাই, কাসিমের স্ত্রী অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল। সন্ধ্যার পর সে ভীতভাবে আলিবাবার নিকট আসিয়া বলিল, "ঠাকুরপো, তোমার দাদা আজ সকালবেলা জঙ্গলে গিয়াছে, কেন গিয়াছে, সে বোধ হয় তুমি জান। রাত্রি হইল, এখন পর্য্যন্ত সে বাড়ী ফিরিল না কেন? আমার বড় ভাবনা হইয়াছে।"

আলিবাবা কাসিমের সঙ্গে সে দিন যায় নাই, তাহার অর্থ ছিল; সে ভাবিয়াছিল, হয় ত' কাসিম তাহাকে সঙ্গে দেখিলে, আরও ঈর্ষান্বিত হইবে, কিন্তু কাসিমের যে কোন বিপদ ঘটিয়াছে, তাহা একবারও তাহার মনে হইল না; সে কাসিমের স্ত্রীকে বলিল, "তুমি কোন ভাবনা করিও না, দাদা বড় হিসাবী লোক, পাছে বেলা থাকিতে সহরে আসিলে কেহ টের পায়, তাহার অশ্বতরের পিঠে কি আছে, তাই সে রাত্রে গোপনে নগরে প্রবেশ করিবে, এইরূপ মতলব করিয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে, আর কিছুকাল পরে তাহার ফিরিবার সম্ভাবনা আছে।" আলিবাবার মুখে এই কথা শুনিয়া কাসিমের স্ত্রী কিছুকালের জন্য নিরুদ্বেগ হইল। সে বাড়ী ফিরিয়া স্বামীর প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, মধ্যরাত্রি অতীত হইল, তখনও কাসিম ফিরিল না। তাহার ভয় অত্যন্ত বৃদ্ধি হইল, কিন্তু সে তাহার স্বামীর অদর্শনে কাতর হইয়া মুখ ফুটিয়া কোন কথা বলিতেও পারে না, আবার চুপ করিয়া থাকাও তাহার পক্ষে কঠিন! সমস্ত রাত্রি ধরিয়া সে পথ আর ঘর করিতে লাগিল। রাত্রি শেষ হইল, কাসিম ফিরিল না। প্রত্যুষে সে কাঁদিতে কাঁদিতে পুনর্ব্বার আলিবাবার গৃহে উপস্থিত হইল। আলিবাবা কুন্‌কেতে কি মাপিবে, তাহা জানিবার জন্য তাহার যে কৌতূহল হইয়াছিল, এখন সেজন্য তাহার মনে অত্যন্ত অনুতাপের সঞ্চার হইল।

দুরাশার উদ্বেগ

আলিবাবার মনেও দুশ্চিন্তা হইল। কাসিমের স্ত্রীর অনুরোধে, সে তখন কাসিমের সন্ধানে সেই জঙ্গলের দিকে চলিল। যাইবার সময় তাহার গাধা তিনটি লইয়া যাইতে ভুলিল না। সে গুহাদ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিল, দ্বারদেশে রক্ত পড়িয়া আছে! তাহার ভ্রাতা কিংবা অশ্বতরগুলি কোথাও নাই। দেখিয়া সে গতিক বড় ভাল বলিয়া মনে করিল না। গুহার দ্বার খুলিয়াই সে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল; দেখিল, তাহার দাদার দেহ চারি খণ্ডে বিভক্ত হইয়া, গুহার ভিতর দ্বার-সন্নিকটে পড়িয়া আছে! ব্যাপার কি, তাহা বুঝিতে তাহার কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না। কাসিম আলিবাবাকে কখন স্নেহ করে নাই, বরং ঘৃণাই করিত, কিন্তু সেজন্য আলিবাবা তাহার সহোদরের মৃতদেহের প্রতি কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইল না। সে ভাবিল, যেমন করিয়া হউক, কাসিমের মৃতদেহের সদ্গতি করিতে হইবে। গুহার মধ্যে অনেক বস্তা ছিল, আলিবাবা কয়েকখানি বস্তা টানিয়া লইয়া, তদ্দারা কাসিমের মৃতদেহ বাঁধিল, এবং গাধা তিনটিকে গুহাদ্বারের নিকট আনিয়া, একটির পিঠে কাসিমের মৃতদেহ আর দুইটির পিঠে দুই থলি স্বর্ণমুদ্রা চাপাইয়া, তাহা কতকগুলি কাঠ দিয়া উত্তমরূপে আবৃত করিল, তাহার পর গুহাদ্বার বন্ধ করিয়া গৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন করিল।

মৃতদেহ ও স্বর্ণমুদ্রার থলি চালান

বাড়ী আসিয়া আলিবাবা স্বর্ণমুদ্রার থলি-বোঝাই গাধাদুটিকে তাহার স্ত্রীর কাছে আনিয়া দিল, এবং টাকাগুলি নামাইয়া, যথাস্থানে রাখিবার আদেশ দিয়া, অন্য গাধাটিকে সঙ্গে লইয়া কাসিমের গৃহে উপস্থিত হইল।

কাসিমের গৃহদ্বারে আসিয়া আলিবাবা দরজায় ধাক্কা দিল। এক জন দাসী আসিয়া তৎক্ষণাৎ দ্বার খুলিয়া দিল, এই দাসীর নাম মর্জ্জিয়ানা। মর্জ্জিয়ানা ধূর্ত্ত, বুদ্ধিমতী, অত্যন্ত বিশ্বাসী, প্রভুভক্ত ও সুন্দরী; তাহার উপস্থিত-বুদ্ধি অত্যন্ত অধিক ছিল। আলিবাবা তাহার বুদ্ধি-নৈপুণ্যের পরিচয় পাইয়া তাহাকে যথেষ্ট স্নেহ করিত।

আলিবাবা বলিল, "মর্জ্জিয়ানা, আমি তোমাকে যে কথা বলিব, তাহা বড়ই গোপনীয়; তাই পূর্ব্ব হইতে তোমাকে সাবধান করিয়া দিতেছি, এ কথা যেন কাহারও কাছে প্রকাশ না হয়। এই গাধার

পিঠে যে বোঝা দেখিতেছ, ইহাতে তোমার মনিব কাসিমের মৃতদেহ আছে। ডাকাতরা তাহাকে কাটিয়া ফেলিয়াছে। এখন তাহার মৃতদেহের গোর দেওয়া আবশ্যক। আমি যাহা বলিলাম, কাসিমের স্ত্রীকে সকল কথা জানাইও।"—আলিবাবা কাঠের আঁটি খুলিয়া ফেলিয়া, তাহার নীচে হইতে কাসিমের মৃতদেহ মাটীতে নামাইয়া দিল।

নিকার আশ্বাসে সান্ত্বনা

কাসিমের স্ত্রী তাহার স্বামীর নিধনবার্তা শুনিয়া, চুল ছিঁড়িয়া, বুক চাপড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল, কিন্তু কণ্ঠস্বর অধিক উচ্চ করিতে পারিল না, পাছে লোকে টের পায়। আলিবাবা বলিল, "যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, এখন যদি তুমি গোলমাল কর, তাহা হইলে তোমার প্রাণরক্ষা হওয়া কঠিন হইবে। কাসিম যে রোগে মরিয়াছে, তাহাই লোককে জানাইতে হইবে। তুমি অন্য কোন চিন্তা করিও না, আমি তোমাকে নিকা করিতে প্রস্তুত আছি, আমার স্ত্রী তাহাতে অসুখী বা দুঃখিত হইবে না। আমার যাহা কিছু আছে, তাহা তোমরাই ভোগ করিবে, একত্র আমরা সুখে বাস করিব। যদি আমার এ প্রস্তাবে তোমার আপত্তি না থাকে, তবে আর কোন গোল নাই, মর্জ্জিয়ানা কাসিমের মৃতদেহ যথারীতি সমাহিত করিবার বন্দোবস্ত করিবে, আমি তাহাকে সাহায্য করিব।"

আলিবাবার দুরবস্থার কথা জানা থাকিলে, হয় ত' কাসিমের স্ত্রী এত সহজে আলিবাবার প্রস্তাবে সম্মত হইত না, ভাবিত, তাহার যাহা কিছু আছে, তাহা আত্মসাৎ করিবার জন্য আলিবাবা এরূপ প্রস্তাব করিতেছে; কিন্তু কাসিমের স্ত্রী জানিত, আলিবাবার আর সে কাল নাই, এখন সে কুনকে করিয়া মোহর মাপ করে! সুতরাং আলিবাবার প্রস্তাবে তাহার চোখের জল একদম বন্ধ হইয়া গেল, হা-হুতাশ ও রোদনধ্বনি মধ্যপথেই নিবৃত্ত হইল। আলিবাবা বুঝিল, কাসিমের স্ত্রী নিকায় সম্মত আছে।

আলিবাবা মর্জ্জিয়ানার হস্তে কাসিমের মৃতদেহ সমাহিত করিবার সকল ভার প্রদান করিয়া গাধা লইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিল।

এ দিকে মর্জ্জিয়ানা তাহার প্রতিবেশী এক জন হাকিমের কাছে উপস্থিত হইয়া, সর্দ্দি-গর্ম্মি ঔষধ চাহিল। হাকিম উপযুক্ত দাম লইয়া ঔষধ প্রদান করিল; মর্জ্জিয়ানাকে জিজ্ঞাসা করিল, "[illegible]র জন্য ঔষধ লইতেছ?"—মর্জ্জিয়ানা কপালে করাঘাত করিয়া বলিল, "হা আমার কপাল! আমাদের মনিবটি দোকান হইতে আসিয়া, ভয়ানক সর্দ্দিগর্ম্মিতে কষ্ট পাইতেছেন, বাঁচেন কি না; সংজ্ঞাও নাই, কথাও বন্ধ হইয়া গিয়াছে।"

শোকের আওয়াজ

পরদিন মর্জ্জিয়ানা পুনর্ব্বার হাকিমের নিকট উপস্থিত হইল, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আমার মনিবের শেষ দশা উপস্থিত, জীবনের আশা নাই, এ অবস্থায় যে ঔষধে কিছু উপকার হইতে পারে, এ রকম কোন ঔষধ দাও।"—মর্জ্জিয়ানা টাকা ফেলিয়া দিল। হাকিম আর একটি ঔষধ দিল, মর্জ্জিয়ানা কাঁদিতে কাঁদিতে ঔষধ লইয়া চলিল, বলিল, "হায়, হায়, এমন গুণের মনিব আর কি হয়, এবার আর আমার মনিবকে বাঁচাইতে পারিলাম না।"—মর্জ্জিয়ানা একা এক শত জনের মত কাঁদিতে ও শোক করিতে লাগিল।

সন্ধ্যাকালে পাড়ার লোকে শুনিল, কাসিম প্রাণত্যাগ করিয়াছে। মর্জ্জিয়ানা ও কাসিমের স্ত্রী সমস্বরে রোদন আরম্ভ করিল, ক্রন্দনের রোল ক্রমেই উচ্চতর হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহাতে কাহারও বিস্ময় জন্মিল না; কারণ, সকলেই কাসিমের হঠাৎ সর্দ্দি-গর্ম্মি হওয়ার কথা শুনিয়াছিল। বিজ্ঞ প্রতিবেশিগণ সহানুভূতিভরে মাথা নাড়িয়া বলিতে লাগিল, "সর্দ্দি-গর্ম্মি বড় শক্ত ব্যাধি, উহার হাত হইতে রক্ষা পাওয়া কঠিন, কাসিমের স্বাস্থ্য ভাল ছিল, তাই তাহার কিঞ্চিৎ বিলম্বে মৃত্যু হইয়াছে, অন্যের অতক্ষণ সময়ও লাগিত না।"



কাসিম সর্দ্দিগর্ম্মিতে মরিয়াছে, তাহা ত' সকলে জানিল, কিন্তু তাহার চারি খণ্ড দেহ একত্র না জুড়িয়া কবর দেওয়া যায় না; সে কাজটি কিরূপে সম্পন্ন করা যায়, মর্জ্জিয়ানা তাহাই ভাবিতে লাগিল। হঠাৎ তাহার মনে পড়িল, বাজারে এক বুড়ো মুচি আছে, তাহার সাহায্যে এ কাজ উদ্ধার হইতে পারে। মর্জ্জিয়ানা জানিত, বুড়ো প্রত্যহ খুব সকালেই দোকানে আসে। প্রত্যূষে মর্জ্জিয়ানা এই মুচির দোকানে উপস্থিত হইল।

রূপের ধাঁধায় মোহরের চাল

এই মুচির নাম বাবা মোস্তাফা। বাবা মোস্তাফার চুলগুলি সব সাদা হইলেও তাহার প্রাণের মধ্যে রসের নদী শুকায় নাই, সুন্দরী মর্জ্জিয়ানার রূপ দেখিয়া তাহার প্রাণ শীতল হইয়া গেল। মর্জ্জিয়ানার সঙ্গে তাহার আলাপ না থাকিলেও, মর্জ্জিয়ানা যখন তাহাকে সেলাম করিয়া তাহার দোকানে আসিয়া বসিল, তখন বাবা মোস্তাফা হাতে স্বর্গ পাইল। মর্জ্জিয়ানা সেই প্রভাতকালে নবোদিত অরুণের ন্যায় প্রফুল্লমুখে হাসি আনিয়া বাবা মোস্তাফার হাতে একটি মোহর দিল। বাবা মোস্তাফা তখন আরও বিস্মিত হইল। মোহরটি ললাটে স্পর্শ করিয়া বলিল, "আসরফি!—কিয়া তাজ্জব কি বাৎ!—তবে, সুন্দরি, কি করিতে হইবে বল দেখি ভাই?" সুন্দরী মর্জ্জিয়ানা মধু ছড়াইয়া বলিল, "বাবা মোস্তাফা, কাজ কিছু বেশী নয়, তবে একটু হুঁসিয়ারির কাজ বটে; একটু শিলাই করিতে হইবে, কিন্তু এখানে হইবে না, আমার সঙ্গে আসিতে হইবে।" শিলাইয়ের কথা শুনিয়া বাবা মোস্তাফার রসিকতা বিশেষ ফূর্ত্তি লাভ করিল, বলিল, "আলবৎ করিব, ঐ ত' আমার কাজ, কিন্তু সুন্দরি, শিলাইটা এখানে হইলেই ভাল হইত না কি?" প্রেমরঙ্গে ঢলিয়া পড়িয়া, সুমধুর হাসি হাসিয়া মর্জ্জিয়ানা বলিল, "না, সেইটি হইবে না, তুমি তোমার হাতিয়ার লইয়া আমার সঙ্গে



রূপের সঙ্গে রুমা-লের বন্ধন

এস, আমি কিন্তু তোমাকে খোলাচোখে আমার সঙ্গে যাইতে দিব না, রুমাল দিয়া চোখ বাঁধিয়া তোমাকে লইয়া যাইব।" বাবা মোস্তাফা এবার ইতস্ততঃ করিতে লাগিল; বলিল, "তাই ত' সুন্দরি, একে তোমার রূপের বন্ধন, তাহার উপর রুমালের বন্ধন, অত বন্ধন এ বুড়ো চোখে সহ্য হইবে না। আমি বুঝিতেছি, তুমি আমাকে কি একটা ফ্যাসাদে ফেলিবে বলিয়া লইয়া যাইতে চাহিতেছ, আমি বুড়ো মানুষ, কোন ফ্যাসাদের মধ্যে নাই।" মর্জ্জিয়ানা কুন্দদন্তে জিহ্বা দংশন করিয়া, গালে হাত দিয়া, বিস্মিতার ন্যায় দেখাইয়া বলিল, "তোবা তোবা! আমি কি তোমাকে ফ্যাসাদে ফেলিতে পারি? আমি সে রকম মেয়ে নই, তবে কথাটা কি না, বড়ঘরের কাণ্ড, কাজেই একটু সাবধানে কাজ করিতে হয়।" মর্জ্জিয়ানা আর একটি উজ্জ্বল মোহর বাবা মোস্তাফার হাতে গুঁজিয়া দিল।

দ্বিতীয় মোহরপ্রাপ্তিমাত্রে বাবা মোস্তাফার সকল আপত্তি চলিয়া গেল। সে বলিল, "বুঝিয়াছি, বড়ঘরের কাণ্ডই বটে, তবে চল।" মর্জ্জিয়ানা তাহার চোখ রুমাল দিয়া দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া তাহার হাত ধরিয়া লইয়া চলিল।

মৰ্জ্জিয়ানা বাবা মোস্তাফাকে একেবারে কাসিমের ঘরের মধ্যে লইয়া গেল। তাহার চক্ষু হইতে রুমালখা খুলিয়া বলিল, "বাবা মোস্তাফা, এই মৃতদেহটি চারি খণ্ডে বিভক্ত দেখিতেছ, এই চারি খণ্ড একত্র শিলাই করি দিতে হইবে, বিলম্ব করিলে চলিবে না। শীঘ্র কাজ শেষ কর—তোমার বক্‌সিস্ আর এক আসরফি।"—বা মোস্তাফা কখন এমন অদ্ভুত কাজও পায় নাই, কাজের জন্য এত প্রচুর অর্থও পায় নাই, সে সবিস্ম ব্যাপারখানা কি, তাহাই ভাবিতে লাগিল। অনেকবার ভাবিয়া মনে মনে বলিল, "গোপনে পীরিত কর ফলই এই রকম, কোন বড়লোকের বাড়ী প্রবেশ করেছিলেন, চারটুক্‌রো ক'রে ফেলেছে। যাক্, আম আর লোকসান কি?" বাবা মোস্তাফা স্থচ ও সুতা বাহির করিয়া, মৃতদেহ উত্তমরূপে শিলাই করিল। তাহ কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া মৰ্জ্জিয়ানা তাহার হস্তে প্রতিশ্রুত মোহরটি প্রদান করিল, এবং এ কথা যাহা কাহারও নিকট প্রকাশ না হয়, সে জন্য বাবা মোস্তাফাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া মৰ্জ্জিয়ানা আব তাহার চোখ রুমালে বাঁধিয়া তাহার দোকানের কাছে রাখিয়া আসিল, এবং পাছে বাবা মোস্তা তাহার অনুসরণ করে, এই ভয়ে রুমাল খুলিবার পূর্ব্বেই মৰ্জ্জিয়ানা অদৃশ্য হইল।

গোপন-পীরিতের ফল সামাল

অনন্তর মৰ্জ্জিয়ানা গৃহে ফিরিয়া কাসিমের মৃতদেহ ধৌত করিল, তাহার উপর সুগন্ধি দ্রব্যাদি ছড়াই তাহার পর কফিনে পূরিয়া ঘরের বাহির করিল। মৰ্জ্জিয়ানা চারি জন প্রতিবেশীকে মৃতদেহ-বহনে জন্য ডাকিয়া আনিলে তাহারা কাসিমের দেহ বহন করিয়া মসজিদে লইয়া গেল। মসজিদের লোকে যথাবিধি মৃতদেহ স্নান করাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। মৰ্জ্জিয়ানা বলিল, "আমরা বাড়ী হইতে সকল কাজ সারিয়া আসিয়াছি, এখন সমাধির ব্যবস্থা কর।" সুতরাং ইমাম মন্ত্র পড়িয়া সমাহিত করিবার অনুমতি দিল। সমাধি হইয়া গেল। মৰ্জ্জিয়ানা ও কাসিমের স্ত্রীর রো[illegible]নিনাদে অশ্রুতরঙ্গে প্রতিবেশিগণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। সন্দিগ্ধচিত্তে কাসিমের মৃত্যুসম্বন্ধে কা[illegible]ও বিন্দুমা সন্দেহ রহিল না।

এই ঘটনার কয়েক দিন পরে আলিবাবা তাহার দ্রব্যাদি ও টাকাকড়ি সমস্ত লইয়া, কাসিমের গৃ উঠিয়া আসিল, এবং সমারোহের সহিত কাসিমের বিধবা পত্নীকে নিকা করিল। মুসলমানধর্ম্মে এ প্রথা প্রচলিত থাকায় এ ঘটনায় কাহারও মনে কিছুমাত্র বিস্ময়ের সঞ্চার হইল না।

আলিবাবার একটি প্রাপ্তবয়স্ক পুত্র ছিল। সে একটি বড় সদাগরের কারখানায় তাবেদারি করিত। আলিবাবা কাসিমের দোকানখানি তাহার হস্তে সমর্পণ করিল, তাহাকে এ কথাও জানাই যে, যদি সে ব্যবসায়ে উন্নতি করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার মনোমত সুন্দরীর সহিত তাহা বিবাহ দিবে।

প্রৌঢ় বয়সে প্রেমের বন্যা

এইরূপে আলিবাবা প্রৌঢ়বয়সে নূতন করিয়া সুখের সংসার পাতিয়া বসিল। সে সুখে সংসার করিতে থাকুক, আমরা এখন সেই চল্লিশ জন দস্যুর অনুসরণ করি।

কয়েকদিন পরে দস্যুদল তাহাদের উক্ত ধনাগারে ফিরিয়া আসিল। তাহারা দ্বার খুলিয়া যাহা দেখিল, তাহা হঠাৎ বিশ্বাস করিতে পারিল না। তাহারা দেখিল, কাসিমের মৃতদেহ অন্তর্হিত হইয়াছে! পচিয়া গলিয়া গেলেও হাড়গুলি থাকিত, কিন্তু যখন তাহাও নাই, তখন নিশ্চয়ই কেহ তাহা সরাইয়া লইয়া গিয়াছে! তাহারা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল, প্রথমে কাহারও মুখে কথা সরিল না। তাহারা বিশেষ মনোযোগের সহিত পরীক্ষা করিয়া দেখিল, কেবল যে মৃতদেহ অন্তর্হিত হইয়াছে, তাহাই নহে বহুসংখ্যক স্বর্ণমুদ্রাও সঙ্গে সঙ্গে অপহৃত হইয়াছে। দস্যু-সর্দ্দার ক্রোধে হুঙ্কার দিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে অবশি

দস্যুগণ তাহার ধ্বনির প্রতিধ্বনি করিল, অবশেষে সর্দার বলিল, "ভাই সব, এত দিনে লোক আমাদের এই ধনাগারের সন্ধান পাইয়াছে; যদি আমরা এখন সাবধান না হই, তাহা হইলে আমাদিগকে দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। পুরুষানুক্রমে, যুগে যুগে অশেষ পরিশ্রমে অগাধ অর্থ এখানে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়া তাহা অবশেষে বাটপাড়ের সেবায় লাগিবে, ইহা কখনই হইতে পারিবে না। আমরা যে লোকটাকে গহ্বরমধ্যে খুন করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলাম, সে নিশ্চয়ই প্রবেশের উপায় জানিত, বোধ করি, বাহির হইবার উপায় জানিত না বলিয়া বাহির হইতে পারে নাই। কিন্তু যে ব্যক্তি তাহার মৃতদেহ গুপ্তগর্ভ হইতে বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছে, সে ভিতরে প্রবেশ করিবার ও বাহির হইবার কৌশল জানে। আমাদের গুপ্ত ধনাগারের সন্ধান রাখে, এমন লোক এখনও জীবিত আছে, এই আশ্চর্য্য; কিন্তু তাহাকে আর জীবিত রাখা হইবে না। কোথায় তাহার বাস, সে কে, তাহা খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহার প্রাণবিনাশ করিতে হইবে, নতুবা আমাদের ধনভাণ্ডার নিঃশেষিত হইবে। ভাই সব, এ বিষয়ে তোমাদের কি মৎলব?"

প্রতিশোধ-প্রয়াস

দস্যুসর্দারের কথা অন্যান্য দস্যুগণ সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিল। তাহারা বলিল, "যত দিন এই লোকটাকে খুঁজিয়া বাহির করা না যায়, তত দিন অন্য কার্য্য বন্ধ করিতে হইবে।"

ক্যাপ্টেন তখন বলিল, "ভাই সব, তোমাদের মধ্যে কে ছদ্মবেশে নিকটবর্ত্তী নগরে উপস্থিত হইয়া চোরের সন্ধান করিবে বল। যাহার সাহস, বুদ্ধি, চাতুর্য্য অধিক, সেই এ কার্য্যের ভার গ্রহণ করু। যে এই কার্য্যে হস্তক্ষেপণ করিবে, তাহার বিশেষ গৌরবলাভ হইবে, কিন্তু যদি ইহাতে বিফলপ্রযত্ন হইয়া সে ফিরিয়া আসে, তবে আমরা তাহার প্রাণদণ্ড করিব। ব্যাপারটি এমন গুরুতর যে, বাধ্য হইয়া আমাদিগকে এই কঠোর নিয়ম করিতে হইতেছে, নতুবা এই কার্য্যে কেহই প্রাণপণ আগ্রহ প্রকাশ করিবে না।"

এক জন সাহসী দস্যু অবশেষে এই প্রস্তাবে সম্মত হইল। সে বলিল, "যদি আমি চোর ধরিতে না পারি, তাহা হইলে আমি শির দিব।" দলপতি তাহাকে সসম্মানে বিদায় দান করিল। দস্যুটি পথিকের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া, সেই রাত্রেই নগরে যাত্রা করিল এবং অতি প্রত্যূষে বাজারে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সন্ধানে শির বাজী

দস্যু বাজারে আসিয়া দেখিল, বাজারের সকল দোকান বন্ধ, কেবল একটি দোকান খোলা আছে, সে দোকান বাবা মোস্তাফার। দস্যু মোস্তাফার দোকানে আসিয়া বসিল।

বাবা মোস্তাফা তখন টুলের উপর বসিয়া এক খণ্ড চর্ম্ম লইয়া তাহা শিলাই করিবার উদ্যোগ করিতেছিল। দস্যু দেখিল, যদিও বাবা মোস্তাফার বয়স হইয়াছে, তথাপি তাহার চক্ষু নিস্তেজ হয় নাই। দস্যু তাহাকে বলিল, "কি হে, মিস্ত্রী সাহেব, এত সকালেও এ বয়সে ত' তুমি বেশ দেখিতে পাইতেছ, চক্ষু দুটির এখনও বেশ তেজ আছে।"

বাবা মোস্তাফা শিলাই বন্ধ করিয়া মাথা তুলিয়া বলিল, "তুমি বল কি? আজ কয়েক দিন হইল, আমি ইহা অপেক্ষাও অন্ধকারের মধ্যে বসিয়া মানুষের মৃতদেহ শিলাই করিয়াছি, অন্য চামড়া ত' দূরের কথা, আমাকে কি তুমি সামান্য লোক মনে কর?"

সেই দস্যু বাবা মোস্তাফার কথায় আকাশের চাঁদ হাতে পাইল। সে যে জন্য আসিয়াছিল, সেটা যে এত সহজে সিদ্ধ হইবে, এ কথা একবারও তাহার মনে হয় নাই। দস্যু বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, "মৃতদেহ শিলাই করিয়াছ? কোথায় তুমি মৃতদেহ শিলাই করিলে ভাই?"

বাবা মোস্তাফা বলিল, "না, না, সে কথায় আর কাজ নাই, বড়ঘরের কথা, ঝাঁ করিয়া আমার মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছে, এ কথা আর নয়। তুমি এ সম্বন্ধে আর কিছু শুনিতে পাইবে না।"

দস্যু বুঝিল, বাবা মোস্তাফাকে হস্তগত করিতে পারিলেই তাহার কার্য্য সিদ্ধ হইবে। সে একটি মোহর বাহির করিয়া বাবা মোস্তাফার হস্তে প্রদান করিল; বলিল, "আমি তোমার গুপ্তকথা শুনিবার জন্য কিছুমাত্র ব্যস্ত নই, তোমাকে সে কথা বলিতে বলিতেছি না। কেবল তোমার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে, যে বাড়ীতে তুমি মৃতদেহ শিলাই করিয়াছ, দয়া করিয়া আমাকে সেই বাড়ীটি একবার দেখাইয়া দাও।"

বাবা মোস্তাফার অনুসরণে

বাবা মোস্তাফা মোহরটি দস্যুর হস্তে প্রত্যর্পণের জন্য উদ্যত হইয়া বলিল, "যদি আমি তোমাকে সে বাড়ী দেখাইবার ইচ্ছাও করি, তাহা হইলেও আমার কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই। তাহারা আমার চোখ রুমাল দিয়া বাঁধিয়া সেই বাড়ীতে লইয়া গিয়াছিল, আবার আমার চোখ বাঁধিয়া তাহারা আমাকে এখানে রাখিয়া গিয়াছে; সুতরাং তুমি বুঝিতে পারিতেছ, সে বাড়ী কোথায়, সে সম্বন্ধে আমার কোনই ধারণা নাই।"

দস্যু বলিল, "তবে এক কাজ কর; আমি তোমার চোখ বাঁধিয়া, তোমার হাত ধরিয়া লইয়া চলি, তোমার একটা আন্দাজ আছে ত'? সেই আন্দাজ অনুসারে তুমি চলিবে, তাহার পর যেখানে গিয়া তোমার মনে হইবে, তোমাকে তাহারা চোখ বাঁধিয়া তত দূর লইয়া গিয়াছিল, সেখানে গিয়া আমি তোমার চোখ খুলিয়া দিব, তুমি আমার সঙ্গে চল। অবশ্য তোমার একটু কষ্ট হইবে, কিন্তু তোমাকে সে জন্য পারিশ্রমিক দিতেছি।" দস্যু আর একটা মোহর বাহির করিয়া বাবা মোস্তাফার হস্তে প্রদান করিল। বাবা মোস্তাফা আর আপত্তি করিল না। সে বলিল, "আচ্ছা, চল, কিন্তু কত দূর ফল হইবে, তাহা আমি বলিতে পারিতেছি না।"

দস্যুর সঙ্গে বদ্ধচক্ষু অবস্থায় বাবা মোস্তাফা চলিতে লাগিল। তাহার পর এক স্থানে আসিয়া বলিল, "আমি বোধ করি, এই পর্য্যন্ত আসিয়াছিলাম, চোখ খোল।" দস্যু তাহার চক্ষু খুলিয়া দিল। তাহারা সম্মুখে একটি বাড়ী দেখিতে পাইল।

বাবা মোস্তাফার অনুমান মিথ্যা নহে, সে যে বাড়ীর সম্মুখে আসিয়াছিল, সেই বাড়ী কাসিমেরই। সে সময় আলিবাবা সে বাড়ীতে বাস করিতেছিল।

দস্যু বাবা মোস্তাফাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এ বাড়ী কার, তা তুমি জান?" বাবা মোস্তাফা বলিল, "কাহার বাড়ী, তাহা আমি নিশ্চয় জানি না।" দস্যু দেখিল, বাবা মোস্তাফার নিকট সে আর কোন সংবাদই পাইবে না। সে বাবা মোস্তাফাকে বিদায় করিয়া দিল এবং কাসিমের বাড়ীর দরজায় চা-খড়ি দিয়া একটি দাগ দিয়া ভিন্ন পথে অরণ্যের দিকে প্রস্থান করিল।

সকল বাড়ীই চিহ্নিত

বাবা মোস্তাফা এবং দস্যু প্রস্থান করিলে, তাহার অল্পক্ষণ পরে মর্জ্জিয়ানা কোন কার্য্যের জন্য বাড়ীর বাহিরে আসিল, দরজার গায়ে চা-খড়ির চিহ্নটি তাহার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পড়িয়া গেল। সে ভাবিতে লাগিল, "ইহার অর্থ কি? ইহা কি কোন শত্রুর কাজ, না অন্য ব্যক্তি আমোদ করিবার জন্য এই চিহ্ন দিয়া গিয়াছে? যাহাই হউক, লক্ষণ ভাল বোধ হইতেছে না; ভালই হউক, মন্দই হউক, আমিও একটু চালাকি করি।" মর্জ্জিয়ানা একখানি চা-খড়ি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া, তদ্দ্বারা পথের উভয় পার্শ্বের আরও পাঁচ সাতটি বাড়ীর দরজায় দস্যুপ্রদত্ত চিহ্নের মত চা-খড়ির চিহ্ন দিয়া কাজে চলিয়া গেল। কিন্তু এ কথা সে তাহার প্রভু কিম্বা প্রভুপত্নী কাহাকেও জানাইল না।

এ দিকে দস্যু আনন্দিত-মনে তাহার সর্দ্দারের নিকট উপস্থিত হইয়া সর্দ্দারকে সকল কথা বলিল। দস্যুগণ সকলেই বিশেষ সন্তোষের সহিত তাহার কথা শুনিল, এবং তাহার বুদ্ধির প্রশংসা করিতে লাগিল।

দলপতি সকল কথা শুনিয়া বলিল, "ভাই সকল, আর আমাদের বিলম্ব করা হইবে না। যত শীঘ্র শত্রুনিপাত করিতে পারা যায়, ততই উত্তম। চল, আমরা গোপনে অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া নগরে প্রবেশ করি। যাহাতে আমাদের উপর কাহারও সন্দেহ জন্মিতে না পারে, সে জন্য আমাদের ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া যাত্রা করা কর্ত্তব্য। আমরা নগরে উপস্থিত হইয়া ও বাড়ী দেখিয়া পরে শত্রুধ্বংসের উপায় স্থির করিব।"

দস্যুগণ সর্দ্দারের কথার অনুমোদন করিল। দুই তিন জনে এক এক দলে বিভক্ত হইয়া তাহারা নগরে যাত্রা করিল। যে দস্যু কাসিমের (এখন আলিবাবার) বাড়ী চা-খড়ি দিয়া চিহ্নিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছিল, সে দস্যু-দলপতিকে লইয়া সেই দিকে আসিল। প্রথমেই একটা বাড়ী, মর্জ্জিয়ানা সেই বাড়ীর দ্বার চা-খড়ি দিয়া চিহ্নিত করিয়াছিল। দস্যু, সর্দ্দারদস্যুকে বলিল, "এই দেখুন, এই সেই বাড়ী—আমি চা-খড়ি দিয়া চিহ্নিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছি।" দলপতি আরও দুই চারিটা বাড়ীর দিকে চাহিল; দেখিল, সকল বাড়ীতেই সেই এক রকম চিহ্ন; সর্দ্দার তাহার সঙ্গী দস্যুকে বলিল, "তোমার কথা বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি বলিতেছ, তুমি একটা বাড়ীর দরজায় চা-খড়ি দিয়া চিহ্নিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছ, কিন্তু আমি অনেকগুলি বাড়ীর দরজাতেই ত' এক রকম চিহ্ন দেখিতেছি।"

চিহ্ন-লোপে প্রাণদণ্ড

দস্যু বলিল, "আল্লার দিব্য, আমি একটি বাড়ীর দরজাতেই চিহ্ন দিয়া রাখিয়াছি, কিন্তু এখন অনেকগুলি বাড়ীতেই সেইরূপ চিহ্ন দেখিতেছি। আমি যে কোন্ বাড়ীর দরজায় চিহ্ন দিয়া গিয়াছিলাম, তাহা এখন বুঝিতে পারিতেছি না।"

দস্যু-সর্দ্দার তাহার সহকারী দস্যুর কথা শুনিয়া তাহার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইল, এবং কার্য্যোদ্ধারের কোন আশা নাই দেখিয়া অরণ্যে ফিরিয়া আসিল। তখন অন্যান্য দস্যুগণও তাহাদের আড্ডায় প্রত্যাগমন করিল।

দস্যুগণ সকলে সম্মিলিত হইলে দলপতি বলিল, "এই ব্যক্তির নির্ব্বুদ্ধিতায় আমাদের সকল যত্ন বিফল হইল, এবং কার্য্যোদ্ধারে বিলম্ব পড়িয়া গেল। ইহার প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত, পূর্ব্বে যেরূপ কথা ছিল, সেইরূপই কাজ করিতে হইবে।" সকলেই এ প্রস্তাব সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিল, এমন কি, যে দস্যু সন্ধানের ভার গ্রহণ করিয়াছিল, সেও বলিল, "আমি আমার প্রতিজ্ঞা-পালনে অসমর্থ হইয়াছি, অতএব আমি শির দিব।" তখন দলপতির আদেশ অনুসারে এক জন দস্যু তরবারির এক আঘাতে তাহার মস্তক দেহচ্যুত করিল। মৃত্যুকালেও সে কোনরূপ কাতরতা প্রকাশ করিল না, তাহার মুখে বিন্দুমাত্রও বিষাদচিহ্ন প্রকাশিত হইল না। এইরূপে চল্লিশ জন দস্যুর এক জন কমিয়া গেল।

দ্বিতীয় দস্যুর অভিযান

অনন্তর আর এক জন দস্যু বলিল, "আমি স্বয়ং চোর ধরিব, যদি কৃতকার্য্য না হই, আমিও এই শাস্তি বহন করিব, আমিও শির দিব।" দলপতি তাহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিল। এই দ্বিতীয় দস্যুটি পূর্ব্ববৎ বাবা মোস্তাফার নিকট উপস্থিত হইয়া, তাহাকে পুরস্কার প্রদান করিয়া, তাহার সঙ্গে আলিবাবার গৃহদ্বারে উপস্থিত হইল, এবং দ্বারদেশে একটি অতি ক্ষুদ্র লোহিত চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া আসিল। এই চিহ্নটি কেবল ক্ষুদ্র নহে, তাহা দ্বারের রঙ্গের সহিত মিশিয়া রহিল।

কিন্তু তাহাও মর্জ্জিয়ানার দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিতে পারিল না। মর্জ্জিয়ানা গৃহের বাহিরে আসিয়াই দ্বারদেশে সেই চিহ্নটি দেখিতে পাইল, তখন সে তাহার প্রতিবেশিগণের গৃহদ্বারেও সেইরূপ ক্ষুদ্র লোহিত-চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া আসিল।

দ্বিতীয় দস্যুও প্রথম দস্যুর ন্যায় অরণ্যে তাহার সর্দ্দারের নিকট প্রত্যাগমন করিল, এবং তাহাকে জানাইল, এবার সে যে উপায় অবলম্বন করিয়াছে, তাহাতে তাহাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির কোন ব্যাঘাত ঘটিবে না। তখন দলপতি ও দস্যুগণ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া নগরে প্রবেশ করিল। আলিবাবার গৃহ যে পথে, সেই পথে আসিয়া তাহারা দেখিল, অধিকাংশ গৃহদ্বারেই অভিন্ন লাল চিহ্ন! ইহা দেখিয়া দস্যু-সর্দ্দারের মনে অত্যন্ত ক্রোধের সঞ্চার হইল, সে ব্যর্থমনোরথ হইয়া অরণ্যে প্রত্যাগমন করিল, তাহার পর দ্বিতীয় গোয়েন্দা-দস্যুর শিরশ্ছেদনের আদেশ করিল। এইরূপে দুইটি দস্যু এই উদ্যমে প্রাণত্যাগ করিল।

লোহিত-রেখাঙ্কিত বাড়ী

কিন্তু দস্যু-সর্দ্দারের মনে দুশ্চিন্তার সীমা রহিল না। দুইটি সাহসী সহযোগী হারাইয়া সে কিছু কাতর হইয়া পড়িল, এবং এই উপায়ে অপরাধীর গৃহের সন্ধান করিতে যাইয়া, আরও কাহারও কাহারও প্রাণদণ্ড হইতে পারে বলিয়া তাহার বিশ্বাস হইল। দস্যু-সর্দ্দার বুঝিল, এ কেবল বলপ্রয়োগের কাজ নহে, তাহাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিবার জন্য শত্রুদলের মধ্যে বুদ্ধিমান্ লোকের অভাব নাই; সুতরাং এই ব্যাপারে বল ও বুদ্ধি উভয়েরই আবশ্যক বলিয়া সে বুঝিতে পারিল। সুতরাং অন্য কাহারও হস্তে গোয়েন্দাগিরির ভার অর্পণ না করিয়া, সে স্বয়ং এই ভার গ্রহণ করিল।

অনন্তর দস্যু-সর্দ্দার বাবা মোস্তাফার সহায়তায় আলিবাবার বাড়ী চিনিল, কিন্তু বাড়ী ঠিক রাখিবার জন্য সে তাহার দ্বারে কোন প্রকার চিহ্ন অঙ্কিত করিল না। সে বুঝিয়াছিল, চিহ্নাঙ্কিত করিয়া বাড়ী ঠিক রাখা তাহার পক্ষে অসাধ্য হইবে; দুইবার যে অসুবিধা ঘটিয়াছে, তৃতীয়বারও তাহা ঘটিতে পারে। দলপতি আলিবাবার গৃহের সম্মুখে পুনঃ পুনঃ পদচারণ করিয়া ও তাহার বিভিন্ন অংশ অত্যন্ত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য করিয়া সেই বাড়ীটি চিনিয়া রাখিল। অবশেষে যখন বুঝিল, তাহার আর কোন গোল হইবে না, তখন অরণ্যে ফিরিয়া আসিল।

অরণ্যে তাহার সহযোগী দস্যুগণ তাহার প্রতীক্ষা করিতেছিল। সর্দ্দার তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "বন্ধুগণ, আমাদের প্রতিহিংসাগ্রহণের আর কোন বিঘ্ন নাই, আমি স্বয়ং অপরাধীর গৃহের সন্ধান করিয়া আসিয়াছি। আমরা অতি গোপনে তাহাকে প্রতিফল প্রদান করিব। সে যেমন গোপনে আমাদের সর্ব্বনাশসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে, আমরাও সেইরূপ গোপনে তাহার সর্ব্বনাশ করিব। আমি যে উপায় অবলম্বন করিতে মনস্থ করিয়াছি, তাহা তোমরা শোন। যদি তোমরা ইহা অপেক্ষা কোন উৎকৃষ্টতর উপায়ের কথা বলিতে পার, তদনুসারে কাজ করিতে আমার আপত্তি নাই।" দলপতি কি উপায়ে আলিবাবার সর্ব্বনাশসাধন করিবে, তাহা তাহাদিগের নিকট বর্ণনা করিল, তাহারা সকলেই দলপতির প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া বলিল, "ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপায় আর কিছুই নাই।"

তৈলের কুপোয় দস্যু চালান

তখন দলপতি তাহাদিগকে কয়েকটি ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া নিকটবর্ত্তী পল্লী ও নগরে যাত্রা করিবার আদেশ করিল; বলিল, "তোমরা উনিশটি অশ্বতর ও তাহার দ্বিগুণ সংখ্যা অর্থাৎ আটত্রিশটি তেলের কুপো ক্রয় করিবে, কিন্তু একটিমাত্র কুপো তৈলপূর্ণ থাকিবে, অবশিষ্টগুলি শূন্যগর্ভ রাখিতে হইবে।"

দুই তিন দিনের মধ্যে দস্যুগণ উনিশটি অশ্বতর ও আটত্রিশটি কুপো ক্রয় করিয়া ফেলিল। কুপোগুলির মুখ অত্যন্ত সংকীর্ণ বলিয়া দলপতির আদেশে তাহা কাটিয়া বিশেষ প্রশস্ত করা হইল। তাহা এরূপ করা হইল যে, এক একটি কুপোর মধ্যে এক এক জন মানুষ প্রবেশ করিয়া অনায়াসে বসিয়া থাকিতে পারে।

দলপতি তখন প্রত্যেক কুপোর মধ্যে এক এক জন দস্যুকে প্রবেশ করাইয়া কুপোর মুখ বন্ধ করিয়া দিল। পাছে বায়ুর অভাবে দস্যুগণ কুপোর মধ্যে দম আট্‌কাইয়া মরিয়া যায়, এই ভয়ে সর্দ্দার কুপোর গাত্রে দুই

একটি ছিদ্র করিয়া বায়ুপ্রবেশের পথ মুক্ত করিয়া রাখিল। তাহার পর যে এক কুপো তৈল ক্রয় করা হইয়াছিল, তাহা হইতে একটু একটু তৈল ঢালিয়া কুপোগুলির গায়ে মাখাইয়া দেওয়া হইল; যেন দেখিয়াই লোক বুঝিতে পারে, কুপোগুলি তৈলপূর্ণ আছে, তৈল ভিন্ন আর কিছুই নাই।

দস্যুদলপতির আতিথ্য গ্রহণ

এই সকল কাজ শেষ হইলে দস্যু-দলপতি সেই দস্যুপূর্ণ কুপোগুলি তৈলপূর্ণ কুপোটির সহিত অশ্বতরদিগের পৃষ্ঠে সংস্থাপিত করিয়া নগরাভিমুখে যাত্রা করিল। যখন সে আলিবাবার গৃহসমীপে উপস্থিত হইল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে; নগর আলোকমালায় সজ্জিত হইয়াছে। সেই আলোকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি দস্যুসর্দ্দার আলিবাবার গৃহ চিনিতে পারিল। দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া দরজার কড়া ধরিয়া নাড়িতে লাগিল। আলিবাবা তখন গৃহের বারান্দায় বসিয়া সান্ধ্যবায়ু সেবন করিতেছিল, দ্বারে শব্দ শুনিয়া স্বয়ং দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া দরজা খুলিয়া দিল। আলিবাবাকে দেখিয়াই দস্যুদলপতি সসম্মানে বলিল, "মহাশয়, বহুদূর হইতে আমি এখানকার বাজারে বিক্রয় করিবার জন্য কয়েক কুপো তেল আনিয়াছি, আজ আর সময় নাই, কালই বিক্রয় করিতে হইবে; কিন্তু আমি বড় অসময়ে এখানে আসিয়া পড়িয়াছি, একে অপরিচিত স্থান, তাহার উপর রাত্রি উপস্থিত, কোথায় রাত্রি কাটাইব, তাহা কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। আপনি যদি একটু আশ্রয় দেন, তাহা হইলে আমি এই অশ্বতরগুলি লইয়া কোনরূপে রাত্রিটা কাটাইতে পারি, আর আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হই।"

আলিবাবা যদিও অরণ্যে দস্যু-সর্দ্দারকে দেখিয়াছিল এবং তাহার কথাও শুনিয়াছিল, তথাপি এ যে সেই লোক, তাহা সে বুঝিতে পারিল না, বুঝিবার কোন সম্ভাবনাও ছিল না; কারণ, দস্যুপতি তখন এক জন বৈদেশিক সদাগরের পরিচ্ছদে সজ্জিত; সুতরাং আলিবাবা তাহাকে তৈলব্যবসায়ী বলিয়াই মনে করিল, এবং তাহার অশ্বতরগুলির পৃষ্ঠে যে কুপোগুলি রহিয়াছে, তাহা তৈলপূর্ণ বলিয়াই অনুমান করিল, একবারও তাহার সন্দেহ হইল না যে, তাহার মধ্যে এক একটি দুর্দ্দান্ত দস্যু আছে এবং তাহারা তাহারই সর্ব্বনাশ করিতে আসিয়াছে। আলিবাবার প্রকৃতি যেমন সরল, সে সেইরূপ অতিথিবৎসলও ছিল, বিপন্ন সদাগরকে আশ্রয়দানের জন্য সে বিশেষ ব্যগ্র হইয়া বলিল, "আশ্রয়ের জন্য চিন্তা কি? তুমি রাত্রিটা অনায়াসেই আমার গৃহে বাস করিতে পার, তোমার অশ্বতরগুলিরও স্থানাভাব হইবে না, আমার গৃহে যথেষ্ট স্থান আছে।" অনন্তর আলিবাবা একটি ভৃত্যকে আহ্বান করিয়া বলিল, "দেখ্, ঐ অশ্বতরগুলিকে আস্তাবলে জায়গা দিবি, আর উহাদের ঘাস-জলের বন্দোবস্ত করিবি।" তাহার পর আলিবাবা রান্নাঘরে উপস্থিত হইয়া মর্জ্জিয়ানাকে বলিল, "মর্জ্জিয়ানা, এই অসময়ে হঠাৎ এক জন অতিথি আসিয়াছে, তুমি তাহার আহারের যোগাড় কর, আর শয়নের বন্দোবস্তটাও করিয়া দিও। বিদেশী সদাগর যেন কোন রকম কষ্ট না পায়।"

ছদ্মবেশে অনুগ্রহ-লাভ

আলিবাবা দস্যুপতির প্রতি যথেষ্ট সদাশয়তা প্রকাশ করিল। তেলের কুপোগুলি নামান হইলে, অশ্বতরগুলিকে আস্তাবলে পাঠাইয়া দিয়া, দস্যুসর্দ্দারকে সে বলিল, "সদাগর সাহেব, তুমি এখানে কোন প্রকার সঙ্কোচ বোধ করিও না। অতিথির জন্য আমার গৃহদ্বার সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকে। তোমার বাহিরে থাকিবার কোন আবশ্যক নাই, আমি যে ঘরে বন্ধুবান্ধবগণকে বাস করিতে দিই, তুমি সেই ঘরে থাক।" দস্যুদলপতি বলিল, "মহাশয়, আপনার অনুগ্রহের জন্য ধন্যবাদ, আপনার নিকট আমি চিরবাধিত রহিব; কিন্তু আমি বাহিরেই থাকি, জিনিষপত্র সব বাহিরে পড়িয়া থাকিল, অশ্বতরগুলিও বড় দুষ্ট, কখন্ কি আবশ্যক হয়, বলা যায় না।" সহচরবর্গের সহিত পরামর্শ করিবার সুবিধা হইবে বলিয়াই যে দলপতি এই কথা বলিল, তাহা

আলিবাবা বুঝিতে পারিল না। সে ভাবিল, জিনিষপত্র বাহিরে ফেলিয়া, সে স্বয়ং অন্যত্র থাকিতে ভরসা করিতেছে না; সুতরাং বলিল, "তোমার যাহাতে সুবিধা হয়, তাহাই কর, তবে বাহিরে থাকিতে কিছু কষ্ট হইতে পারে বলিয়াই আমি এ কথা বলিতেছিলাম।"

মর্জ্জিয়ানা জাল-সদাগরের জন্য নূতন করিয়া রন্ধন করিতে লাগিল। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার পাকশালার কার্য্য শেষ না হইল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আলিবাবা সেই দুর্ব্বৃত্ত দস্যুসদাগরের নিকট বসিয়া গল্প করিতে লাগিল।

দস্যুপতির আহার শেষ হইলে, আলিবাবা বলিল, "তুমি এখন বিশ্রাম কর গে, শয্যা প্রস্তুত। যদি কিছু আবশ্যক হয়, ভৃত্য দ্বারা আমাকে জানাইবে; জানাইবামাত্র তোমার অভাব পূর্ণ করিব।"



সুন্দরী মর্জ্জিয়ানার চাতুরী

দস্যুপতি আবার আলিবাবাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া উঠিয়া আস্তাবলে গেল, আলিবাবাকে বলিল, "একবার অশ্বতরগুলি দেখিয়া আসি।"

আলিবাবা মর্জ্জিয়ানাকে বলিল, "দেখিস্, অতিথির যেন কোন অসুবিধা না হয়। আর একটা কথা শুনিয়া রাখ, কাল অতি প্রত্যুষে আমি স্নান করিব, ভৃত্য আবদাল্লাকে আমার গামছা প্রভৃতি ঠিক করিয়া রাখিতে বলিবি, আর স্নানের পর আমি যেন একটু সুরুয়া পাই, ঠিক সময়ে তাহা প্রস্তুত রাখিবি।" অনন্তর আলিবাবা উঠিয়া শয়ন করিতে গেল।

ইতিমধ্যে দস্যুদলপতি আস্তাবল ত্যাগ করিয়া, তাহার সহযোগিগণকে আদেশ জ্ঞাপন করিতে গেল। প্রথম কুপো হইতে আরম্ভ করিয়া, শেষ কুপো পর্য্যন্ত এই বাক্য বলিতে বলিতে চলিল, "আমি গভীর রাত্রে ঢিল ফেলিয়া সঙ্কেত করিবামাত্র তোমরা কুপোর ভিতর হইতে ছুরি লইয়া বাহির হইয়া আসিবে, আমি তাহার পরই তোমাদের সঙ্গে মিলিত হইব।" দস্যুগণ ছোরাতে ধার দিতে লাগিল। দস্যুপতি আস্তাবল হইতে ফিরিয়া আসিলে, মর্জ্জিয়ানা একটি প্রদীপ হাতে লইয়া, তাহাকে সঙ্গে করিয়া শয়নকক্ষ দেখাইয়া দিল; সেখানে অতিথির জন্য শয্যা প্রস্তুত ছিল। মর্জ্জিয়ানা বলিল, "যদি আপনার কোন জিনিষের আবশ্যক থাকে, বলিবেন, আনিয়া দিব।" দলপতি দীপ নির্ব্বাণ করিয়া শয্যায় শয়ন করিল; স্থির করিল, এক ঘুম দিয়া উঠিয়া তাহার দলস্থ দস্যুগণকে ডাকিয়া তুলিবে।

সঙ্কেত-জ্ঞাপন

মৰ্জ্জিয়ানা আলিবাবার আদেশ অনুসারে সেই রাত্রিতে আলিবাবার গামছাখানি আবদাল্লাকে প্রদান করিল, তাহার পর সুরুয়া প্রস্তুত করিবার জন্য উনানে কড়া তুলিল। ইতিমধ্যে তাহার প্রদীপটা নিবিয়া গেল। ঘরে তৈল কিংবা বাতী কিছুই ছিল না, কিন্তু প্রদীপ না জ্বালিলেই নয়, সে কি করিবে, প্রথমে তাহা স্থির করিতে পারিল না। সে আবদাল্লাকে ডাকিয়া তাহার নিকট যুক্তি চাহিল। আবদাল্লা বলিল, "তোর এর ভাবনা কি ?—ঐ যে তেলের ব্যাপারীটা এসেছে, ওর ত' আটত্রিশ কুপো তেল আমাদের বাড়ীতেই মজুত ; যা না, একটা কুপো হ'তে পোয়াখানেক তেল ঢেলে নিয়ে আয়।"

তৈলের কুপোয় মানুষের কথা

মৰ্জ্জিয়ানা দেখিল, এ অতি উত্তম যুক্তি। সে তেলের ভাঁড় লইয়া, প্রাঙ্গণে একটি কুপোর কাছে উপস্থিত হইল, তাহার পদশব্দ পাইবামাত্র, এক জন দস্যু তাহাকে দলপতি মনে করিয়া, নিম্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন সর্দ্দার, সময় হইয়াছে কি ?" দস্যুগুলি কুপোর মধ্যে বসিয়া থাকিয়া, একেবারে হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল, কাজেই তাহারা বাহির হইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল ; কিন্তু দলপতির অনুমতি ব্যতীত বাহির হইবার উপায় নাই।

দস্যুর কথা শুনিয়া মৰ্জ্জিয়ানা ক্ষণকাল স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান রহিল। মৰ্জ্জিয়ানা ব্যতীত অন্য কোন দাসী হইলে, তেলের কুপোর ভিতর হইতে মানুষের গলার আওয়াজ শুনিবামাত্র ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া, হয় ত' এমন আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিত যে তাহাতে আলিবাবার বিশেষ অপকার হইত ; কিন্তু বলিয়াছি, মৰ্জ্জিয়ানা যেমন ধূর্ত্ত, তেমনই তাহার উপস্থিত-বুদ্ধি। সে কুপোর ভিতর হইতে দস্যুর কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্র বুঝিল, ভিতরে একটা প্রকাণ্ড রহস্য আছে, এখন গোলমাল করিলে একটা ভয়ঙ্কর বিভ্রাট ঘটিতে পারে। সে অনুমান করিল, আলিবাবার বাড়ী ডাকাতি করিবার জন্যই দস্যুদল কুপোর ভিতর বসিয়া আছে, অতএব যাহাতে তাহাদের অভীষ্টসিদ্ধি না হইতে পারে, এখন তাহার চেষ্টা করা উচিত। কিরূপে এই দস্যুদলকে শাসন করা যায়, তাহার উপায় চিন্তা করিতে করিতে, মৰ্জ্জিয়ানার উর্ব্বরমস্তিষ্কে একটি অতি কৌশলপূর্ণ উপায়ের কথা প্রবেশ করিল। সে তৎক্ষণাৎ চিত্ত সংযত করিয়া, দস্যুদলপতির মত গম্ভীরস্বরে বলিল, "এখনও সময় হয় নাই, শীঘ্রই হইবে।" মৰ্জ্জিয়ানা দ্বিতীয় কুপোর নিকট উপস্থিত হইল, কিন্তু সেই এক প্রশ্ন—"সময় হয়েছে কি ?" মৰ্জ্জিয়ানাও সেই একরূপ উত্তর করিল,—"এখনও হয় নাই, শীঘ্রই হইবে।" অবশেষে শেষ কুপোটির নিকট উপস্থিত হইলে, সে কুপো হইতে আর কেহ কোন প্রশ্ন করিল না। মৰ্জ্জিয়ানা বুঝিল, এ কুপোতে কোন দস্যু নাই, সত্যই তৈল আছে।

বুদ্ধি-কৌশলে দস্যুদল সাবাড়

মৰ্জ্জিয়ানা বুঝিল, তাহার মনিব যে লোকটিকে তৈল-ব্যবসায়ী ভাবিয়া রাত্রিবাসের জন্য গৃহে আশ্রয় দিয়াছেন, সেই-ই দস্যুদলের সর্দ্দার, আর কুপোর মধ্যে অধিষ্ঠিত সাঁইত্রিশ জন দস্যু তাহার সহকারী মাত্র। মৰ্জ্জিয়ানা তাহার ভাণ্ড তেলপূর্ণ করিয়া, পাকশালায় ফিরিয়া আসিল, প্রদীপ জ্বালিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ তৈল ঢালিয়া দিল, তাহার পর একটি প্রকাণ্ড কড়া লইয়া সেই তেলের কুপোর কাছে গিয়া, কুপো হইতে প্রায় এক কড়া তেল ঢালিল, এবং তৈলপূর্ণ কড়াখানি ঘরে আনিয়া তাহা উনানে বসাইয়া, প্রবলবেগে জ্বাল দিতে লাগিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই তৈল টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিতে লাগিল। তাহার পর সে আবদাল্লাকে ডাকিয়া, উভয়ে সেই ফুটন্ত তৈল লইয়া প্রত্যেক কুপোর মধ্যে ঢালিয়া দিতে লাগিল। সেই ফুটন্ত তৈল শরীরে পড়িবামাত্র দস্যুগণ অত্যন্ত যন্ত্রণা পাইয়া প্রাণত্যাগ করিল। এইরূপে সাঁইত্রিশ জন দস্যুই অল্পকালের মধ্যে ভবলীলা সমাপ্ত করিল।

এই কার্য্য শেষ করিয়া মর্জ্জিয়ানা পাকশালায় ফিরিয়া গেল, এবং বড় কড়াখানি এক পাশে রাখিয়া ও তাহার প্রভুর জন্য সুরুয়া প্রস্তুতের উপযুক্ত আগুন রাখিয়া, পরে অগ্নি নির্ব্বাণ করিল, তাহার পর প্রদীপ নিবাইয়া, বাতায়নপথে প্রাঙ্গণের দিকে চাহিয়া রহিল; ভাবিল, "এই ব্যাপারের শেষ কি, তাহা না দেখিয়া আর শয়ন করা হইবে না।"

দলপতির নিষ্ফল আক্রোশ

মর্জ্জিয়ানার বাতায়নপথে বসিবার অল্পকাল পরেই দস্যুপতি শয্যাত্যাগ করিল। সে জানালা খুলিয়া একবার বাহিরের দিকে চাহিল; দেখিল, চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার, চতুর্দ্দিক্ নিস্তব্ধ; দস্যুপতি কতকগুলি পাথরের নুড়ি কুপোগুলির উপর নিক্ষেপ করিল, তাহা কুপোর উপর পড়িয়া 'ছড় ছড়' শব্দ হইল, তাহাও সে শুনিতে পাইল, কিন্তু তাহার ইঙ্গিতে এক জনও কুপো হইতে বাহিরে আসিল না। ইহাতে সর্দ্দার বড় চিন্তিত হইয়া পড়িল, দস্যুগণের বাহিরে আসিতে বিলম্ব দেখিয়া সে দ্বিতীয়বার আর কতকগুলি নুড়ি নিক্ষেপ করিল, তথাপি কেহ নিকটে আসিল না। ইহার কারণ বুঝিতে না পারিয়া সর্দ্দার প্রাঙ্গণে নামিয়া আসিল, এবং প্রথম কুপোটির নিকট উপস্থিত হইয়া, কুপোর কাছে মুখ আনিয়া অতি নিম্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হে, ঘুমাইলে না কি?" কিন্তু কেহ উত্তর দান করিল না। সর্দ্দার অধিকতর ভীত হইয়া, কুপোর আরও নিকটে মুখ আনিয়া দ্বিতীয়বার সেই প্রশ্ন করিবে, এমন সময় হঠাৎ তাহার নাকে তপ্ত তৈল ও দগ্ধ চর্ম্মের উগ্র গন্ধ প্রবেশ করিল। দস্যু-সর্দ্দার বুঝিল, সে যে মৎলবে আসিয়াছিল, তাহা ফাঁসিয়া গেল।

যাহা হউক, সে দ্বিতীয় কুপোর নিকট উপস্থিত হইল, কিন্তু তাহার ভিতর হইতেও কাহারও সাড়া পাইল না, দেখিল, দ্বিতীয় কুপোর দস্যুও প্রাণত্যাগ করিয়াছে, এইরূপে ক্রমে সে সাঁইত্রিশটি কুপোর কাছে গেল, সকলগুলির ভিতরেই দস্যুগণের সমান অবস্থা। তৈলপূর্ণ কুপোটির নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিল, সেটি খালি। সুতরাং ব্যাপার কি, তাহা সে অল্পক্ষণের মধ্যেই বুঝিতে পারিল, পরে অধীর হইয়া দস্যুপতি সেই রাত্রেই আলিবাবার গৃহত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল।

যখন মর্জ্জিয়ানা দেখিল, সমস্ত শেষ হইয়াছে, আর কোন গোলযোগের আশঙ্কা নাই, কিম্বা দস্যু-দলপতির আর প্রত্যাগমনের সম্ভাবনা নাই, তখন সে আলিবাবার জীবন ও সম্পত্তি নিরাপদ হইয়াছে মনে করিয়া নিজের কক্ষে প্রবেশ করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে শয্যায় শয়ন করিল এবং অল্পকালের মধ্যে গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইল।

অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া আলিবাবা স্নানাগারে প্রবেশ করিল, রাত্রে তাহার গৃহে যে কি ব্যাপার হইয়া গিয়াছে, তাহার সে কোন সন্ধানই পাইল না, মর্জ্জিয়ানাও রাত্রিকালে তাহাকে জাগাইয়া কোন কথা বলা আবশ্যক মনে করে নাই।

তৈলের পরিবর্ত্তে দস্যু দেখিয়া বিস্ময়

স্নানাগার হইতে ফিরিয়া আলিবাবা দেখিল, তৈলের কুপোগুলি যথাস্থানে পড়িয়া আছে, সদাগর সেগুলি তখনও বাজারে লইয়া যায় নাই। আলিবাবা মর্জ্জিয়ানাকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। মর্জ্জিয়ানা আলিবাবাকে সঙ্গে লইয়া একটি কুপোর নিকট উপস্থিত হইল, এবং বলিল, "আপনি দেখুন, কুপোর মধ্যে তৈল আছে কি না?" আলিবাবা কুপোর মধ্যে তৈলের পরিবর্ত্তে এক জন মানুষ দেখিয়া সভয়ে পিছাইয়া আসিল। মর্জ্জিয়ানা বলিল, "আপনার কোন ভয় নাই, কুপোর মধ্যে যে মানুষ দেখিয়াছেন, তাহার প্রাণ নাই।" আলিবাবা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "মর্জ্জিয়ানা, ইহার কারণ কি? সকল কথা খুলিয়া বল।" মর্জ্জিয়ানা বলিল, "আপনি চীৎকার করিয়া কোন কথা বলিবেন না, প্রতিবেশিগণ টের পাইলে অনর্থ হইতে পারে, আপনি আগে সকল কুপো দেখুন।"

আলিবাবা দেখিল, একটি ব্যতীত আর সকল কুপোর মধ্যেই এক একটি মানুষ, কিন্তু কাহারও দেহে প্রাণ নাই। তেলের কুপোটিও প্রায় শূন্য পড়িয়া আছে। আলিবাবা বিস্ময় দমন করিতে না পারিয়া বলিল, "মর্জ্জিয়ানা, আমি ত' কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। সদাগর কোথায়?"

মর্জ্জিয়ানা হাসিয়া বলিল, "আপনি এখনও বুঝিতে পারিতেছেন না যে, আপনি যাহাকে সদাগর মনে করিয়াছিলেন, সে জাল-সদাগর! আপনি আপনার গৃহের মধ্যে গোপনে সকল কথা শুনিবেন, এখন আপনি সুরুয়া পান করিয়া একটু সুস্থ হউন।"

দস্যুদলের সমাধি

আলিবাবা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে, মর্জ্জিয়ানা পূর্ব্বরাত্রের সকল ঘটনা আলিবাবাকে বলিল, শেষে সে বলিল, "আমি দুই দিন পূর্ব্বে যে কাণ্ডের আভাস পাইয়াছিলাম, ইহা সেই ষড়যন্ত্রের ফল। কিন্তু আমি পূর্ব্বে আপনার নিকট কোন কথা প্রকাশ করা আবশ্যক বলিয়া মনে করি নাই। ইহারা নিশ্চয়ই সেই অরণ্যের চল্লিশ দস্যুর দল, দুজন মধ্য হইতে কি রকম করিয়া কমিল, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। যাহাই হউক, এ দলে এখন তিন জনের অধিক থাকিল না, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহারা আপনার প্রাণবধের জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছিল, সৌভাগ্য বশতঃ ইহাদের ষড়্‌যন্ত্র ব্যর্থ করিয়াছি, এখনও আমি আপনার প্রাণ-রক্ষার জন্য যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিব, ইহা আমার কর্ত্তব্য। আপনি এখনও যে সকল বিপদ হইতে উদ্ধারলাভ করিতে পারিয়াছেন, তাহা বোধ হয় না।"

আলিবাবা সকল কথা শুনিয়া মর্জ্জিয়ানার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বলিল, "মর্জ্জিয়ানা, তুমি আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছ, আমি মৃত্যুর পূর্ব্বে তোমার এ ঋণ শোধ করিব। আমি বুঝিতেছি, সেই চল্লিশ জন দস্যু আমার প্রতি অত্যাচারে কৃতসংকল্প হইয়া ছদ্মবেশে আমার আতিথ্যস্বীকার করিয়াছিল; কিন্তু আল্লা তোমার হাত দিয়া আমার প্রাণরক্ষা করিলেন। আমার বিশ্বাস আছে, তিনিই অতঃপর আমাকে রক্ষা করিবেন। এখন অবিলম্বে এই নরপিশাচগুলির মৃতদেহ সমাহিত করা আবশ্যক, আমি এজন্য আবদাল্লার সহিত পরামর্শ করিয়া সকল কাজ শেষ করিতেছি।"

আলিবাবার একটি সুবৃহৎ বাগান ছিল, সেই বাগানে আলিবাবা ও আবদাল্লা মৃতদেহগুলি টানিয়া আনিয়া গোপনে পুতিয়া ফেলিল, তাহার পর অশ্বতরগুলি বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ভৃত্যের দ্বারা বাজারে পাঠাইয়া বিক্রয় করিল।

বীর-বাঞ্ছিত মৃত্যু হইল না কেন?

এ দিকে দস্যুদলপতি একাকী অরণ্যে প্রত্যাগমন করিয়া, সহযোগী দস্যুগণের বিয়োগে মর্ম্মাহত হইয়া, অতি কাতরভাবে বিলাপ করিতে লাগিল। তাহার সেই অগণ্য ধনপূর্ণ গুপ্তধনাগার তাহার পক্ষে অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। সে আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিল, "সাহসী সহযোগিগণ, তোমরা এখন কোথায়? তোমরা আমার কষ্ট ও পরিশ্রমের সঙ্গী, কিন্তু অকালে আমি তোমাদিগের সহায়তা হইতে বঞ্চিত হইলাম! তোমাদের সহায়তা ব্যতীত আমি কি করিব? একাকী আমার কতটুকুই বা ক্ষমতা আছে? তোমরা এই ভাবে নিহত হইবে, এই জন্যই কি আমি তোমাদিগকে শত্রুদমনের জন্য লইয়া গিয়াছিলাম? যদি তোমরা অসি-হস্তে সম্মুখযুদ্ধে বীরের ন্যায় প্রাণত্যাগ করিতে, তাহা হইলে আমার আক্ষেপের কোন কারণ থাকিত না। আমি তোমাদের মত বিশ্বস্ত অনুচর আর কোথায় পাইব? আমি পুনর্ব্বার অনুচর-সংগ্রহের চেষ্টায় স্থানান্তরে প্রস্থান করিলে এ ধনসম্পত্তি শত্রুকবল হইতে কে রক্ষা করিবে? এখন আমি একাকী শত্রুদমনের চেষ্টা করিব, অন্যথা সেই চেষ্টায় প্রাণত্যাগ করিব?" এইরূপ নানা কথা চিন্তা করিতে করিতে দলপতি সেই গহ্বরমধ্যে নিদ্রিত হইয়া পড়িল, এবং সেই অবস্থাতেই রাত্রি অতিবাহিত করিল।

পরদিন প্রভাতে সর্দার একটি নূতন পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া, নগরে যাত্রা করিল এবং এক খাঁর বাড়ীতে বাসা লইল। তাহার সঙ্গিগণের মৃত্যু লইয়া নগরের মধ্যে গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে কি না, জানিবার জন্য দস্যু-সর্দার খাঁর সহিত অনেক গল্প করিতে লাগিল; কিন্তু খাঁর মুখে সে সম্বন্ধে কোন কথাই শুনিতে পাইল না। ইহাতে সে বুঝিতে পারিল, আলিবাবা তাহার সম্পদ্‌লাভের উপায়টি সাধারণের নিকট গোপন করিবার জন্য দস্যুদিগের মৃত্যু-সম্বন্ধে কোন কথা প্রকাশ করে নাই। দস্যু-সর্দার গোপনে আলিবাবার প্রাণ-নাশের উপায় স্থির করিয়া, তদনুসারে কার্য্য করিতে কৃতসংকল্প হইল।

প্রতিশোধ-বাসনায় বন্ধুত্ব-প্রসার

দস্যুদলপতি কয়েকটি মূল্যবান্ পণ্যদ্রব্য তাহার গুপ্ত ধনাগার হইতে একটি অশ্বের-পৃষ্ঠে চাপাইয়া বাজারের মধ্যে আসিল এবং একটি দোকান-ঘর ভাড়া লইল। এই দোকান কাসিমের দোকানের ঠিক সম্মুখে ছিল। কাসিমের দোকান এই সময় আলিবাবার পুত্রই চালাইত।

দস্যু-সর্দার বাজারের মধ্যে খাজা হোসেন বলিয়া নিজের পরিচয় দান করিল; সে নগরস্থ সদাগরগণের সহিত এমন সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করিতে লাগিল যে, সকলেই তাহার অত্যন্ত বাধ্য হইয়া পড়িল, আলিবাবার পুত্রের সহিতই সে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বন্ধুত্ব স্থাপন করিল। আলিবাবার পুত্র তাহার সহৃদয়তা ও বন্ধুত্বে বিশেষ প্রীত হইয়া, অধিকাংশ সময়ই তাহার সঙ্গে বাস করিত। আলিবাবা তাহার পুত্রের ব্যবসায় দেখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে সেই দোকানে আসিত, খাজা হোসেন অর্থাৎ দস্যুপতি আলিবাবাকে দেখিয়া, তাহার পর হইতে আলিবাবার পুত্রের সহিত অধিক ঘনিষ্ঠতা করিতে লাগিল; মধ্যে মধ্যে সে আলিবাবার পুত্রকে উপহারও দান করিত; কখন কখন তাহাকে নিজ গৃহে নিমন্ত্রণও করিত; আলিবাবার পুত্রের প্রতি দস্যুপতির আদর-যত্নের সীমা ছিল না।

আলিবাবার পুত্র খাজা হোসেনের নিকট এত আদর, অনুগ্রহ, উপহার ও নিমন্ত্রণ পাইয়া যে প্রতিদানে উদাসীন রহিবে, সে প্রকৃতির লোক সে ছিল না। সে তাহার পিতার নিকট সকল প্রকাশ করিয়া বলিল, "খাজা হোসেন যেরূপ ভদ্র সদাগর ও সে আমাকে যেরূপ অনুগ্রহ করে, তাহাতে তাহাকে এক দিন নিমন্ত্রণ না করিলে ভাল দেখায় না।"

আলিবাবারও তাহাতে অনিচ্ছা ছিল না। সে তাহার পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ব...; কাল শুক্রবার, বড় বড় সদাগরেরা দোকান খুলিবেন না, খাজা হোসেনও নিশ্চয়ই দোকান বন্ধ রাখিবেন, কালই উৎকৃষ্ট দিন, তুমি খাজা হোসেনের সঙ্গে ভ্রমণে বাহির হইবে, ভ্রমণ করিতে করিতে আমাদের বাড়ীর দিকে আসিবে, তাহার পর আমাদের বাড়ীতে পদার্পণ করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিবে। রীতিমত নিমন্ত্রণ করা অপেক্ষা এই ভাবে তাঁহাকে বাড়ীতে আনিয়া সাদরে খাওয়াইয়া দেওয়া বোধ হয় অধিক সঙ্গত হইবে। আমি মর্জ্জিয়ানাকে বলিব, সে তোমাদের জন্য খাবার প্রস্তুত করিবে। যখন তুমি খাজা হোসেনকে সঙ্গে লইয়া আসিবে, তখন তোমাদের জন্য সকল প্রস্তুত থাকিবে।"

সাদরে দস্যু-পতি-নিমন্ত্রণ

শুক্রবারের অপরাহ্ণে আলিবাবার পুত্র খাজা হোসেনের বাসার দিকে বেড়াইতে গেল, তাহার পর দুই বন্ধুতে ভ্রমণে বাহির হইয়া পড়িল। উভয়ে ঘুরিতে ঘুরিতে আলিবাবার পুত্র, যে দিকে তাহাদের বাড়ী, সেই দিকে গিয়া উপস্থিত হইল, এবং বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া কড়া নাড়িল। আলিবাবার পুত্র খাজা হোসেনকে বলিল, "এই আমাদের বাড়ী, আমার পিতা আমার মুখে তোমার সহৃদয়তাসম্বন্ধে অনেক গল্প শুনিয়াছেন, তিনি তোমার সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য বড়ই ইচ্ছুক হইয়াছেন, তুমি ভাই, আমার প্রতি বিস্তর অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছ, এই সামান্য একটু অনুগ্রহও আজ তোমাকে দেখাইতে হইবে, আমাদের বাড়ীতে একবার তোমার পদধূলি প্রদান করিতে হইবে।"

খাজা হোসেনের ইচ্ছাই ছিল, কোনরূপে আলিবাবার গৃহে উপস্থিত হইয়া কোন ছলনায় তাহার প্রাণসংহার করে, কিন্তু সে আলিবাবার পুত্রের অনুরোধ শুনিয়া বিস্তর মৌখিক আপত্তি করিল, এবং আলিবাবার পুত্রকে দ্বারদেশে পরিত্যাগ করিয়া, বাসার দিকে প্রস্থান করিবার উদ্‌যোগ করিল। কিন্তু আলিবাবার পুত্র কোনক্রমে তাহাকে ছাড়িল না, তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে আলিবাবার ভৃত্য আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল, আলিবাবার পুত্র স্বয়ং দ্বারপথে প্রবেশ করিয়া, তাহার বন্ধুটির হাত ধরিয়া ভিতরের দিকে টানিয়া লইল। খাজা হোসেন যেন বিশেষ অনিচ্ছার সহিত বন্ধুগৃহে প্রবেশ করিল।

আতিথ্যের প্রস্তাবনা

আলিবাবা বিশেষ সমাদরের সহিত খাজা হোসেনের অভ্যর্থনা করিল, পুত্রের প্রতি খাজা হোসেনের অনুগ্রহের জন্য আলিবাবা তাহাকে পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিল। অবশেষে বলিল, "খাজা হোসেন, পৃথিবী সম্বন্ধে আমার পুত্রের অধিক অভিজ্ঞতা নাই, সে ভদ্রসমাজেও অধিক মিশে নাই, তুমি তাহাকে যথেষ্ট তরিবৎ শিক্ষা দিয়াছ।"

খাজা হোসেনও আলিবাবার প্রতি ভদ্রতা-প্রকাশে কৃপণতা করিল না। সে আলিবাবার পুত্রের সদাশয়তা, বিনয় প্রভৃতির যথেষ্ট প্রশংসা করিল; বলিল, "আমার সঙ্গে অনেক দেশের অনেক লোকের আলাপ আছে, কিন্তু আপনার পুত্রের ন্যায় এমন বিনয়ী, সদাশয়, মধুরপ্রকৃতির লোক অধিক দেখি নাই। না হইবে কেন, কত বড় সদাশয় ব্যক্তির পুত্র!" আলিবাবা খাজা হোসেনের সহিত যতই অধিক আলাপ করিতে লাগিল, ততই তাহার বাক্‌চাতুর্য্যে মুগ্ধ হইল।

কিয়ৎকাল কথোপকথনের পর খাজা হোসেন আলিবাবার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিল। আলিবাবা বাধা দিয়া বলিল, "বিলক্ষণ! তাও কি হয়, কখন যাওয়া-আসা নাই, আমার সৌভাগ্যক্রমে যখন একবার পদধূলি পড়িয়াছে, তখন কি আমি এ ভাবে আপনাকে বিদায় দান করিতে পারি? আমি কিছুতেই আপনাকে ছাড়িব না। আপনি এখানে রুটি খাইবেন, ইহাই আমার একান্ত আগ্রহ। আমার আগ্রহ পূর্ণ না করিয়া আপনি যাইতে পারিবেন না। যদিও আমার কোন আয়োজন নাই, তথাপি আমার বিশ্বাস, আপনার উদারতাগুণে তাহাতে আপনার অপ্রীতিসঞ্চার হইবে না।"

লবণবর্জ্জিত খাদ্যে অনুরাগ

খাজা হোসেন বলিল, "মহাশয়, আপনার অনুগ্রহে আমি অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছি, কিন্তু আপনি আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন, আমি আপনার গৃহে আহারাদি করিতে অসম্মত হইতেছি, ইহাতে আপনি ক্ষুব্ধ হইবেন না, আপনার মনে কষ্ট প্রদান করিবার ইচ্ছায় বা আপনার প্রতি অসম্মান প্রকাশের জন্য আমি এরূপ করিতেছি না। আমার সকল কথা শুনিলেই আপনি আমার অনিচ্ছার কারণ বুঝিতে পারিবেন।"

খাজা হোসেনের কথা শুনিয়া আলিবাবা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "আমার গৃহে আহারে আপনার কি আপত্তি, তাহা জানিতে পারি কি?"

খাজা হোসেন বলিল, "কারণ অতি সামান্য, আমি লবণ আহার করি না। আপনার গৃহে নিশ্চয়ই লবণহীন খাদ্য নাই, তাই আমি আপত্তি করিতেছিলাম। নতুবা বন্ধুগৃহে আহারে আমার আর কি আপত্তি হইতে পারে?"

আলিবাবা বলিল, "ইহাই যদি আপত্তির কারণ হয়, তাহা হইলে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমার গৃহে যে রুটী প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার সহিত লবণের কোন সম্বন্ধ নাই, মাংস ও অন্যান্য লবণ-সম্পর্কিত দ্রব্য যাহাতে আপনার পাতে না দেওয়া হয়, আমি তাহার আদেশ করিব। আমি এ সম্বন্ধে পাচিকাকে উপদেশ দিয়া শীঘ্রই আপনার নিকট ফিরিয়া আসিতেছি।"

আলিবাবা মর্জ্জিয়ানাকে দুই তিন রকম খাদ্যসামগ্রী বিনা লবণে সত্বর রন্ধন করিবার আদেশ করিল। তখন নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য রন্ধন প্রায় হইয়া গিয়াছিল। আলিবাবার এই অদ্ভুত ফরমাইসে মর্জ্জিয়ানা কিছু বিরক্ত হইল। সে আলিবাবাকে জিজ্ঞাসা করিল, "লবণ খায় না, এমন আশ্চর্য্য মানুষ কে? আমি খাবার প্রস্তুত করিয়া ফেলিয়াছি, এখন বিলম্ব করিলে সব ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে, কিছুই খাইতে পারিবেন না।" আলিবাবা বলিল, "মর্জ্জিয়ানা, রাগ করিও না, একটি ভদ্রলোককে খাওয়াইব, তাহারই এ রকম ফরমাইস। যাহা বলিলাম, তদনুসারে কাজ কর।"

ছদ্মবেশের ছলনা পরাভূত

মর্জ্জিয়ানা ইচ্ছার বিরুদ্ধেই প্রভুর আজ্ঞা পালন করিল। কিন্তু সে রাঁধিতে রাঁধিতে ভাবিতে লাগিল, লবণ খায় না, এমন মানুষ কি পৃথিবীতে আছে? কি রকম মানুষ? তাহাকে ত' একবার দেখা দরকার। লবণের প্রতি বিমুখ লোকটিকে দেখিবার জন্য মর্জ্জিয়ানার কৌতূহল-বৃদ্ধি হইল। কিন্তু রন্ধন শেষ না করিয়া সে উঠিতে পারিল না। ইতিমধ্যে আবদাল্লা আহারের স্থান পরিষ্কার করিয়া টেবিল সুসজ্জিত করিল। আবদাল্লা একাকী খাদ্যদ্রব্য সাজাইতে পারিবে না ভাবিয়া, মর্জ্জিয়ানা পরিবেষণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইল।

ভোজনাগারে প্রবেশ করিয়াই সে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে বণিক্‌বেশী দস্যুসর্দ্দারকে লক্ষ্য করিল। ছদ্মবেশ সত্ত্বেও সে বুঝিতে পারিল, এই লোকটি দস্যুসর্দ্দার ব্যতীত আর কেহ নহে। সে লক্ষ্য করিয়া আরও দেখিতে পাইল, খাজা হোসেনের কটিতে তীক্ষ্ণধার ছোরা লুক্কায়িত আছে। তখন সে বুঝিল, কেন এই ব্যক্তি লবণ গ্রহণে অসম্মত।

আলিবাবা অতিথির সহিত ভোজনে উপবিষ্ট হইল। মর্জ্জিয়ানা ও আবদাল্লা তাহাদিগকে আহার্য্য পরিবেষণ করিতে লাগিল। আহার সমাপ্ত হইলে আবদাল্লা ও মর্জ্জিয়ানা ভোজনাবশেষ সরাইয়া ফেলিয়া ... ও মদ্য রাখিয়া গেল।

দস্যুসর্দ্দার দেখিল, বেশ সুযোগ হইয়াছে। সে এক আঘাতেই আলিবাবার প্রাণনাশ করিতে পারিবে। কিন্তু দাস-দাসীরা নিদ্রিত না হইলে এ কার্য্য করা সঙ্গত নহে ভাবিয়া, সে আলিবাবার সহিত নানা প্রকার গল্প করিতে লাগিল।

ছোরা-হস্তে সুন্দরীর ললিত-নৃত্য

মর্জ্জিয়ানা নিশ্চিন্ত ছিল না। সে বণিকের হাব-ভাব দেখিয়া সতর্ক হইল। সে দস্যুর উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়া তাহাকে শাস্তি দিবার সংকল্প করিল। তদনুসারে সে উৎকৃষ্ট বেশভূষায় সজ্জিত হইল। নৃত্য করিবার পরিচ্ছদে ভূষিতা হইয়া সে কটিবন্ধে একটি তীক্ষ্ণধার ছোরা রক্ষা করিল। তার পর আবদাল্লার হস্তে বাদ্যযন্ত্র দিয়া সে আলিবাবার সম্মুখে উপস্থিত হইল।

মর্জ্জিয়ানা সুন্দরী তরুণী; তাহার দেহের সৌন্দর্য্যে ও নৃত্যভঙ্গীতে সে আরও লোভনীয় হইয়া উঠিল। দস্যুসর্দ্দার আনন্দ প্রকাশ করিয়া এই উৎসবের জন্য আলিবাবাকে ধন্যবাদ প্রদান করিল। আবদাল্লা চর্ম্মনির্ম্মিত বাদ্যযন্ত্র বাজাইতে লাগিল, মর্জ্জিয়ানা তালে তালে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। অবশেষে সে কটিদেশ হইতে শাণিত ছোরা বাহির করিয়া তাহা লইয়া, ললিত নৃত্যে সকলকে মুগ্ধ করিল। নাচিতে নাচিতে মর্জ্জিয়ানা আবদাল্লার হস্ত হইতে বাদ্যযন্ত্রটি বাম হাতে লইয়া, দক্ষিণ হস্তে ছোরা লইয়া,

আলিবাবার সম্মুখে নৃত্য করিতে লাগিল। খুসী হইয়া আলিবাবা তাহাকে একটি আসরফি পুরস্কার প্রদান করিল। তাহার পুত্রও একটি মোহর দান করিল। তদ্দৃষ্টে খাজা হোসেন তাহার মুদ্রাধার হইতে অর্থ বাহির করিবার জন্য পকেটে হাত ঢুকাইল।

মর্জ্জিয়ানা এই সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিল। সে তখন খাজা হোসেনের সন্নিকটে দাঁড়াইয়া নাচিতেছিল। জাল সদাগর যেমন অন্যমনস্ক হইয়াছে, অমনই সে সজোরে তীক্ষ্ণধার ছুরিকা তাহার বক্ষঃস্থলে আমূল বিদ্ধ করিল। সহসা ছোরার সাংঘাতিক আঘাতে দস্যুসর্দ্দার গতজীবন হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া গেল। সুন্দরী দাসীর চাতুর্য্য ও শৌর্য্য

আলিবাবা মর্জ্জিয়ানাকে তিরস্কার করিলে সে বলিল, "এ ব্যক্তি সেই দস্যুসর্দ্দার; আপনাকে হত্যা করিবার জন্য আসিয়াছিল।" তাহার পরচুলা টানিয়া ফেলিবামাত্র তাহার স্বরূপ প্রকাশ পাইল। আলিবাবা অত্যন্ত বিস্মিত ও পুলকিত হইয়া বলিল, "তুমি ত' আর দাসী নহ। আমি তোমাকে আশাতীত পুরস্কার প্রদান না করিলে তোমার প্রতি আমার অবিচার করা হইবে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম, তোমাকে আমি যথাযোগ্য পুরস্কার প্রদান করিব, এখন সেই পুরস্কার-দানের সময় আসিয়াছে। তোমাকে আমি আমার পুত্রের হস্তে প্রদান করিলাম, তুমি তাহাকে বিবাহ করিয়া সুখী হও। আজ হইতে তুমি আমার পুত্রবধূ হইলে, তোমার অনুগ্রহ ও চেষ্টাতেই আমার প্রাণরক্ষা হইল। তুমিই আমার সংসার বজায় রাখিলে। তোমার সাহস ও বুদ্ধিকৌশলে দুর্ব্বৃত্ত দস্যুদলের নিপাত হইল। মর্জ্জিয়ানা, তুমি আমার রক্ষয়িত্রী।"



নৃত্য-লীলায় দস্যু-সংহার

আলিবাবার পুত্র তৎক্ষণাৎ পিতার অভিপ্রায়ে সম্মতি জ্ঞাপন করিল। কারণ, মর্জ্জিয়ানার নিকট পিতা-পুত্রে যে কেবল কৃতজ্ঞ, তাহাই নহে, মর্জ্জিয়ানা পরমা সুন্দরী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিমতী ছিল, তাহাকে বিবাহ করিয়া আলিবাবার পুত্র সুখী হইবে, সে আশা তাহার ছিল।

অনন্তর আলিবাবা গোপনে দস্যুদলপতিকে তাহার সঙ্গিগণের পাশে উদ্যানের মধ্যে সমাহিত করিয়া বিবাহের আয়োজনে ব্যস্ত হইল। মহাসমারোহে বিবাহ হইয়া গেল। আলিবাবার তখন অর্থের অভাব ছিল না; প্রায় এক মাস ধরিয়া আলিবাবার গৃহে অবিরাম উৎসব আনন্দ চলিতে লাগিল;—দেশের যত দরিদ্র পরিতৃপ্তভাবে আহার করিল।

কাসিমের মৃত্যুর পর আলিবাবা আর সেই পার্ব্বত্য ধনাগারে প্রবেশ করে নাই, দস্যু-সর্দ্দারের মৃত্যুর পরও সে সে দিকে যাইতে সাহস করে নাই ; কারণ, দুই জন দস্যু জীবিত আছে কি না, সে সম্বন্ধে সে তখনও কোন কথা জানিত না।

এক বৎসর পরে যখন আলিবাবা দেখিল, দস্যুগণ আর তাহার বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র করিল না, তখন সে বিশেষ সাবধানে সেই গুপ্তধনাগারে উপস্থিত হইল, কিন্তু সেখানে কোন শত্রুর সন্ধান পাইল না। আলিবাবা গুহাদ্বার খুলিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে বুঝিল, বহুদিন আর কেহ সেই ধনাগারে প্রবেশ করে নাই। সে বুঝিল, ধনাগারের কোন মালিক আর জীবিত নাই, সুতরাং সমস্ত ধন তাহারই অধিকারে আসিয়াছে। সে ক্রমে ক্রমে ধনরত্নরাশি গৃহে লইয়া আসিতে লাগিল।

ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্যের সমন্বয়

আলিবাবার জীবদ্দশায় সেই যুগযুগান্তর-সঞ্চিত ধনরাশি নিঃশেষে গৃহজাত করা সম্ভব হইল না। সে তাহার পুত্রকে ধন আনিবার পন্থা বলিয়া দিল, আলিবাবার পুত্রও সেই ধন ও বুদ্ধিমতী সুন্দরী প্রেমময়ী স্ত্রী লইয়া মহা সম্ভ্রমে, অতুল ঐশ্বর্য্যে পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিল।

শাহারজাদী যখন এই কাহিনী শেষ করিলেন, তখনও একটু রাত্রি ছিল, সুতরাং তিনি সুলতানের অনুমতিক্রমে বোগদাদের সদাগর আলি খাজার কাহিনী বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন।

* * * * *

বোগদাদের সদাগর

খালিফ হারুন-অল্-রসিদের রাজত্বকালে বোগদাদ নগরে আলি খাজা নামে এক জন সদাগর বাস করিত। সদাগরের স্ত্রী কিম্বা পুত্র-কন্যা ছিল না, ব্যবসায়ে যাহা লাভ হইত, তাহাতেই তাহার দিন বেশ চলিয়া যাইত, কোন বিষয়ে সে কাহারও নিকট ঋণী ছিল না।

সদাগর একবার উপর্য্যুপরি তিন রাত্রি স্বপ্ন দেখিল যে, এক জন সম্ভ্রান্ত চেহারার লোক তাহাকে ভ্রুকুটি করিয়া বলিতেছে, "রে নরাধম, ধর্ম্মকর্ম্মে তুই এমন উদাসীন কেন? সঙ্গতি সত্ত্বেও তুই এত দিনের মধ্যে একবারও মক্কা সরিফ সন্দর্শন করিলি না, তোর গতি কি হইবে?"

এই স্বপ্ন দর্শন করিয়া, আলি খাজার মনে বড় দুশ্চিন্তার উদ্রেক হইল, সে ধর্ম্মবিশ্বাসী মুসলমান ছিল, প্রত্যেক মুসলমানেরই যে একবার মক্কা সন্দর্শন করা কর্ত্তব্য, সে জ্ঞান তাহার ছিল, কিন্তু দেশে ঘরবাড়ী, দোকান, ব্যবসায় দেখিতে হইত; সে একাকী বলিয়া তাহার এই পরমকর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারে নাই, তৎপরিবর্ত্তে সে দরিদ্র ও অসহায় ব্যক্তিকে দান ও অন্যান্য সাধু অনুষ্ঠান করিত। কিন্তু উক্ত স্বপ্ন দেখিয়া সে ভাবিল, একবার মক্কা সন্দর্শন না করিলে হয় ত' কোন বিষম বিপদে পড়িতে হইবে, সুতরাং সে মক্কা-গমনের জন্য উৎসুক হইল।

আলি খাজা তৈজসপত্র বিক্রয় করিয়া, দোকান তুলিয়া, মক্কা-যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল, কিন্তু তাহার একটা বিপদ উপস্থিত হইল। গৃহসামগ্রী বিক্রয় করিয়া, তাহার হাতে এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা সঞ্চিত হইল, এ টাকাগুলি সে কোথায় রাখিয়া যাইবে, তাহাই ভাবিয়া অস্থির হইল। বিদেশে এত টাকা সঙ্গে লইয়া যাওয়াও অবিধি, আবার দেশে গচ্ছিত রাখিবার মত উপযুক্ত বিশ্বাসী লোকেরও অভাব।

অবশেষে অনেক চিন্তার পর আলি খাজা এক মৎলব করিল। একটি হাঁড়ার মধ্যে সেই হাজার মোহর রাখিয়া হাঁড়াটি জলপাই দ্বারা পরিপূর্ণ করিল, তাহার পর হাঁড়ার মুখ উত্তমরূপে আঁটিয়া সে তাহা লইয়া তাহার একটি সদাগরবন্ধুর নিকট উপস্থিত হইল; বন্ধুকে বলিল, "ভাই, তুমি ত' জান, আমি মক্কাসরিফে

যাইবার জন্য কত ব্যস্ত হইয়াছি, কয়েকজন লোক দুই এক দিনের মধ্যেই মক্কা যাত্রা করিবে, আমিও তাহাদের সঙ্গে যাওয়া স্থির করিয়াছি ; আমি প্রত্যাগমন না করা পর্য্যন্ত আমার জলপাইয়ের হাঁড়াটা তোমার জিম্বায় রাখিয়া যাইতেছি।" তাহার সদাগরবন্ধু এক গোছা চাবি তাহার সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া বলিল, "এই লও আমার গুদামের চাবী, তোমার যেখানে খুসী, এই হাঁড়াটা গুদামের মধ্যে রাখিয়া যাও, আমি তোমার নিকট এইটুকু অঙ্গীকার করিতে পারি যে, যেখানে তুমি ইহা রাখিয়া যাইবে, সেইখানেই পাইবে।"

আলি খাজা যথাকালে নানাবিধ পণ্যদ্রব্য সঙ্গে লইয়া, মক্কাতীর্থে উপস্থিত হইল। অন্যান্য যাত্রিগণের সহিত সমস্ত দর্শনযোগ্য স্থান ও দ্রব্য দর্শন করিয়া, মক্কার কার্য্য শেষ হইলে সে পবিত্রহৃদয়ে তাহার পণ্যদ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে বসিল।

জলপাই চাপা মোহর

দুই জন সদাগর আলি খাজার পণ্যদ্রব্যগুলি দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করিল, কিন্তু তাহারা কিছু ক্রয় করিল না। তাহাদের দেখা শেষ হইলে এক জন সদাগর দ্বিতীয় ব্যক্তিটিকে বলিল, "যদি এই লোকটার কাণ্ডজ্ঞান থাকিত ত' এ জিনিষগুলি এখানে বিক্রয় না করিয়া, কায়রো নগরে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিত। এখানে এ সকল জিনিষ তেমন অধিক মূল্যে বিক্রীত হইবে না।"

আলি খাজার কর্ণে এ কথা প্রবেশ করিল। আলি খাজা পূর্ব্বেও মিসরের অনেক প্রশংসা শুনিয়াছিল, সদাগরের কথা শুনিয়া তাহার মিসরদর্শনের বাসনা বলবতী হইয়া উঠিল। তাহার পণ্যদ্রব্য মক্কায় বিক্রয় না করিয়া তাহা মিসরে বিক্রয় করিতেই বাসনা করিল। সে তাহার পণ্যদ্রব্যগুলি রীতিমত গাঁটবন্দী করিয়া বোগ্দাদে প্রত্যাবর্ত্তনের পরিবর্ত্তে মিসরের পথে অগ্রসর হইল এবং কয়েক জন সার্থবাহের সঙ্গলাভ করিয়া কায়রোর পথে চলিল। কায়রোনগরে উপস্থিত হইয়া, সে এত অধিক মূল্যে পণ্যদ্রব্যগুলি বিক্রয় করিল যে, অন্যত্র তত অধিক মূল্যে বিক্রয় কখন সম্ভবপর ছিল না। তাহার প্রচুর পরিমাণে লাভ হইল। তখন সে কায়রো-নগরজাত কতকগুলি উৎকৃষ্ট সামগ্রী ক্রয় করিয়া, তাহা বিক্রয়ের জন্য দামাস্কস নগরে যাত্রার সংকল্প করিল। কিন্তু প্রায় দেড় মাসকাল সঙ্গী লাভ করিতে পারিল না। ইতিমধ্যে সে কায়রো নগরে দর্শনযোগ্য স্থানগুলি দেখিয়া লইল, তাহার পর সঙ্গী জুটিলে তাহাদিগের সঙ্গে দামাস্কস যাত্রা করিল।

দামাস্কস যাইতে হইলে জেরুজেলম নগর অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়, আলি খাজা জেরুজেলম নগর দর্শন করিল, তাহার পর যথাকালে দামাস্কসে উপস্থিত হইল। দামাস্কস দেখিয়া আলি খাজা মোহিত হইয়া গেল। সুন্দর পরিচ্ছন্ন রাজপথ, পরমরমণীয় প্রশস্ত প্রান্তর, স্বচ্ছ-সলিলবাহিনী খরস্রোতা নদী, নয়নরঞ্জন মনোরম উপবনশ্রেণী দেখিয়াও তাহার আশা মিটিল না, সে কিছু দীর্ঘকাল দামাস্কস নগরে বাসের সঙ্কল্প করিল।

মিসর হইয়া হিন্দুস্থান

অবশেষে দামাস্কস পরিত্যাগ করিয়া, আলি খাজা আপেলো নগরে উপস্থিত হইল, সেখানে কয়েকদিন অতিবাহিত করিয়া ইউফ্রেটিস নদী অতিক্রম পূর্ব্বক মোসলের পথে অগ্রসর হইল।

মোসলে উপস্থিত হইয়া আলি খাজা দেখিল, সে যে সকল পারসীক বণিকের সহিত আপেলো নগর হইতে একত্র পথপর্য্যটন করিয়াছিল, তাহাদের সকলেই সেখানে উপস্থিত আছে। তাহাদের সহিত আলি খাজার বিশেষ বন্ধুতা জন্মিয়াছিল, তাহারা আলি খাজাকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইল ; বলিল, "ভাই, চল, এই সুযোগে একবার সিরাজ নগরটা দেখিয়া আসা যাক্, তাহার পর সেখান হইতে বোগ্দাদে প্রত্যাগমন করিলেই হইবে।" সুলতানীয়া, রেই, কোম, কাসান, ইস্পাহান প্রভৃতি নগর অতিক্রম পূর্ব্বক তাহারা সিরাজ নগরে উপস্থিত হইল। এখানে আসিয়া সদাগর ভাবিল, এত দূর আসিয়া হিন্দুস্থানে পদার্পণ না করিলে দেশভ্রমণ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে, অতএব হিন্দুস্থান দেখিয়া স্বদেশে প্রতিগমনই কর্ত্তব্য।

এইরূপে বিভিন্ন দেশে ঘুরিতে ঘুরিতে আলি খাজা প্রবাসে সাত বৎসর বিলম্ব করিল। আর অধিক বিলম্ব কর্ত্তব্য নহে বিবেচনা করিয়া, আলি খাজা অতঃপর বোগদাদে প্রত্যাবর্ত্তনের সঙ্কল্প করিল।

আলি খাজা তাহার যে সদাগরবন্ধুর গুদামে জলপাইপূর্ণ হাঁড়া রাখিয়া গিয়াছিল, সে তাহার হাঁড়া ও তাহার কথা ভুলিয়া গিয়াছিল। ইতিমধ্যে সেই সদাগরের একটি বন্ধু তাহার গৃহে অতিথি হইলে কথাপ্রসঙ্গে জলপাইয়ের কথা উঠিল। সদাগরের পত্নী বলিল, "জলপাই জিনিষটি বেশ, অনেক দিন উহা খাই নাই, গোটাকতক জলপাই পাইলে খাইতাম।"

বিশ্বাস-ঘাতকতায় স্ত্রীর নিষেধ

সদাগর বলিল, "তোমাদের কথায় আজ আলি খাজার কথা মনে পড়িল। আলি খাজা আজ সাত বৎসর হইল মক্কাযাত্রা করিয়াছে, দেশত্যাগের পূর্ব্বে সে আমার গুদামে এক হাঁড়া জলপাই রাখিয়া গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া তাহার তাহা লইবার ইচ্ছা আছে। আলি খাজা এখন কোথায় কি অবস্থায় আছে, তাহার কিছুই জানি না। মধ্যে একবার শুনিয়াছিলাম, সে মিসরে আছে; আমার অনুমান হয়, সে মিসরে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, নতুবা এত দিনের মধ্যে কি সে দেশে ফিরিত না? তাহার জলপাইগুলি যদি এখনও ভাল থাকে, তবে তাহা খাইতে আপত্তি কি? আমাকে একখান ডিস্ ও একটা বাতী দাও, আমি গুদাম হইতে গোটাকতক জলপাই বাহির করিয়া আনি, খাইয়া দেখা যাইবে।"

সদাগরের স্ত্রী বলিল, "আল্লার কসম, এমন কুকর্ম্ম করিও না, সাত জন্ম জলপাই খাইতে না পাই, সেও ভাল, পরের গচ্ছিত জিনিষ তসরুফ করিয়া, যেন জাহান্নমের দরজা খোলসা করিতে না হয়। তুমি জান, আলি খাজা মক্কায় গিয়াছে, তাহার পর সে মিসরে গিয়াছে, তাহাও শুনিয়াছ, মিসর হইতে যে সে অন্য দেশে গমন করে নাই, তাহা কে বলিল? তুমি তাহার মৃত্যু-সংবাদ পাও নাই, হয় ত' সে কাল কিংবা পরশু এখানে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে, সে তাহার হাঁড়া ফেরত চাহিলে তাহাকে কি জবাব দিবে? বলিবে কি, 'ভাই, তুমি মরিয়াছ সাব্যস্ত করিয়া তোমার স্থাপ্যধন উদরসাৎ করিয়াছি?' এমন কলঙ্কে যেন পড়িতে না হয়। বিশ্বাসঘাতকতা অপেক্ষা পাপ আর নাই, আমি সে পাপের ভাগী হইতে চাহি না। আমি যদি আলি খাজার জলপাই একটিও খাই, তবে তাহা আমার নিকট হারাম। আর এই সাত বৎসরের পুরাতন পচা জলপাই, তাহা কি মুখে করা যাইবে? আমার বিশ্বাস, আলি খাজা শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবে, আসিয়া যদি সে দেখে, তুমি হাঁড়া খুলিয়াছ, তখন সে তোমাকে কি মনে করিবে?— তুমি ও বদখেয়াল পরিত্যাগ কর।"

অর্থলোভে ধর্ম্মজ্ঞান-বর্জ্জন

সদাগর পত্নীর সৎপরামর্শে মনোযোগ করিল না, তাহাকে কোন কথা না বলিয়া, সে একখানি ডিস্ ও বাতী লইয়া গুদামে চলিল। তাহার স্ত্রী রাগ করিয়া বলিল, "মনে রাখিও, তোমার এই অন্যায় কাজের জন্য আমি একটুও দায়ী নহি, তোমার কাজের জন্য যদি ভবিষ্যতে তোমাকে অনুতাপ করিতে হয়, তবে তখন আমায় গালি দিও না।"

সদাগর কোন কথা বলিল না। সে গুদামে প্রবেশ করিয়া আলি খাজার হাঁড়ার মুখ খুলিয়া ফেলিল; দেখিল, জলপাইগুলি পচিয়া গিয়াছে। সে মনে করিল, উপরের জলপাইগুলি পচিলেও হাঁড়ার নীচে যেগুলি আছে, সম্ভবতঃ তাহা ব্যবহারোপযোগী আছে। সুতরাং সে হাঁড়া নত করিয়া ডিসের উপর জলপাইগুলি ঢালিতে লাগিল। হঠাৎ জলপাইয়ের ভিতর হইতে ঠুন করিয়া একটি চক্‌চকে স্বর্ণমুদ্রা ডিসের উপর পড়িল। সদাগর লোভী ও ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য ছিল, সে এই স্বর্ণমুদ্রাটি দেখিয়া অত্যন্ত প্রফুল্ল হইল। তাহার

জিহ্বায় লালার সঞ্চার হইল, সে সমস্ত জলপাইগুলি ঢালিয়া ফেলিল; দেখিল, উপরে অতি অল্পসংখ্যক জলপাই ঢাকা দেওয়া রাশি রাশি মোহর হাঁড়ার ভিতর সজ্জিত। সে মোহরগুলি হাঁড়ায় পুরিয়া তাহার উপর জলপাইগুলি রাখিয়া গুদাম বন্ধ করিল এবং গৃহে ফিরিয়া আসিল।

গৃহে আসিয়া সদাগর তাহার স্ত্রীকে বলিল, "বিবি, তুমি যাহা বলিয়াছিলে, তাই ঠিক বটে, সাত বৎসরের জলপাই কি আর খাবার যোগ্য থাকে? সব পচিয়া গিয়াছে, আমি সেগুলি হাঁড়ার মধ্যে পুনর্ব্বার রাখিয়া আসিলাম। আলি খাজা ফিরিয়া আসিয়া তাহার হাঁড়া দেখিলে বুঝিতেও পারিবে না যে, আমি তাহার কাছে গিয়াছিলাম।"

সদাগরের স্ত্রী বলিল, "তুমি আমার পরামর্শ শুনিলেই ভাল করিতে, ও জিনিস স্পর্শ না করা তোমার কর্ত্তব্য ছিল, আল্লা করুন, যেন এ জন্য আমাদের কোন বিপদে পড়িতে না হয়।"

স্ত্রীর ভবিষ্যৎবাণী অগ্রাহ্য

স্ত্রীর কথা সদাগরের কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল না, সে তখন আলি খাজার মোহরের কথায় মস্‌গুল ছিল; ভাবিতেছিল, এতগুলি চক্‌চকে মোহর! কি করিয়া ইহার প্রলোভন ত্যাগ করা যায়? সমস্ত রাত্রি মোহরের চিন্তায় তাহার নিদ্রা হইল না, যদি আলি খাজা ফিরিয়া আসে, তাহা হইলে তাহাকে মোহরগুলি ফাঁকি দিয়া লইয়া কেমন করিয়া হাঁড়াটা ফিরাইয়া দেওয়া যায়? আলি খাজাকে হাঁড়াপূর্ণ জলপাই প্রদান করিয়া মোহরগুলি নিজের জন্য রাখিবার ইচ্ছা তাহার মনে এতই বলবতী হইল যে, পরদিন সকালে সে বাজারে গিয়া কতকগুলি নূতন জলপাই ক্রয় করিয়া ফেলিল, তাহার পর তাহা লইয়া গুদামে আসিয়া আলি খাজার হাঁড়ার জলপাইগুলি ফেলিয়া দিল, মোহরগুলি বাহির করিয়া লইল এবং তাহার ক্রীত জলপাই দ্বারা হাঁড়াটা পূর্ণ করিয়া তাহার মুখ পূর্ব্ববৎ আঁটিয়া রাখিল।

সদাগর এই বিশ্বাসঘাতকতা করিবার প্রায় এক মাস পরে, আলি খাজা দীর্ঘপ্রবাসের পর বোগদাদ নগরে প্রত্যাগমন করিল। আলি খাজা মক্কাযাত্রার পূর্ব্বে তাহার গৃহ ভাড়া দিয়া গিয়াছিল, সুতরাং বোগদাদে প্রত্যাগমন করিয়া সে এক খাঁয়ের বাড়ীতে বাসা লইল, তাহার পর যাহাকে সে বাড়ী ভাড়া দিয়াছিল, তাহাকে বাড়ী খালি করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিল।

যে দিন আলি খাজা বাসভূমিতে প্রত্যাগমন করিল, তাহার পরদিনই সে তাহার বন্ধু সদাগরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিল। ভণ্ডবন্ধু দুই হাত প্রসারিত করিয়া আলি খাজাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিল, যেন তাহাকে দেখিয়া আকাশের চাঁদ হাতে পাইয়াছে, আলি খাজার অদর্শনে তাহার মনে কিরূপ দুশ্চিন্তার সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা সদাগর শতমুখে বর্ণন করিতে লাগিল।

প্রতারক বন্ধুর সাফাই

আলাপ শেষ হইলে আলি খাজা বলিল, "ভাই, বিদেশে যাইবার সময় যে জলপাইয়ের হাঁড়াটা তোমার নিকট রাখিয়া গিয়াছিলাম, সেটা চাই যে!—তুমি আমার জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়াছ। তুমি দয়া করিয়া, আমার হাঁড়াটা রাখিয়া মহোপকার করিয়াছ। আমি তোমার নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞ।"

সদাগর বলিল, "বিলক্ষণ! ও সকল কথা বলিও না, আমার মাঠের মত গুদাম পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার এক পাশে একটা হাঁড়া রাখিয়া গিয়াছ, তাহার জন্য আবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ?—হাঁ, যদি বুঝিতাম, তোমার জন্য খুব খানিক স্বার্থত্যাগ করিতে হইয়াছে, তাহা হইলে না হয় কৃতজ্ঞতার কথা একদিন মুখে আনিলে ক্ষতি ছিল না। তোমার হাঁড়ার কথা আমি ভুলিয়াই গিয়াছিলাম, এই চাবি নাও, গুদাম হইতে তোমার হাঁড়া বাহির করিয়া লইয়া এস। যেখানে তুমি রাখিয়া গিয়াছ, হাঁড়াটা বোধ করি, সেই স্থানেই আছে।"

আলি খাজা গুদামে গিয়া হাঁড়া বাহির করিয়া লইয়া আসিল; দেখিল, হাঁড়ার মুখ পূর্ব্ববৎ বন্ধ আছে, সে সদাগরকে গুদামের চাবি প্রদান করিয়া, হাঁড়া লইয়া তাহার বাসায় সেই খাঁয়ের বাড়ী চলিল।

মোহরের বদলে জলপাই

বাসায় উপস্থিত হইয়া সে হাঁড়ার মুখ খুলিল, তাহার পর তাহার ভিতরে হাত পুরিয়া দিয়া মোহরগুলি টানিয়া বাহির করিতে গেল, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, তাহার হাতে একটি মোহরও স্পর্শ হইল না। আলি খাজা মহা বিস্মিত হইয়া হাঁড়া উলটাইয়া ফেলিল; দেখিল, কেবলই জলপাই, তাহার মধ্যে একখানা মোহরও নাই। সে বিস্ময় ও বিষাদে কিয়ংক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, তাহার পর তাহার দুই হাত ও দুই চক্ষু আকাশের দিকে তুলিয়া বলিল, "হা, আল্লা, আমি যাহাকে পরম বিশ্বাসী বন্ধু বলিয়া জানিতাম, অর্থলোভে সে এমন বিশ্বাসঘাতকতা করিল!"

কিন্তু হাজার মোহর ত' অল্প টাকা নয়! এক জন লোকের সমস্ত জীবনের উপার্জ্জন, সহজে তাহার মায়া পরিত্যাগ করিতে পারা যায় না। আলি খাজা ব্যস্তভাবে তাহার বন্ধুর গৃহে ফিরিয়া আসিল, এবং সেই সদাগর বন্ধুকে বলিল, "ভাই, এত শীঘ্র তোমার কাছে ফিরিয়া আসিতে হইল দেখিয়া তুমি বিস্মিত হইও না। আমি আমার হাঁড়া ফেরত পাইলাম বটে, কিন্তু আমি ইহার মধ্যে যে হাজারখান মোহর রাখিয়াছিলাম, তাহা আর পাইলাম না! আমার বোধ হয়, তুমি তাহা ব্যবসায়ে লাগাইয়াছ, যদি তাহাই করিয়া থাক, তবে ভালই করিয়াছ, টাকাগুলি পড়িয়া না থাকায় তাহা দ্বারা তোমার কিছু অর্থাগম হইয়াছে, ইহা সুখের কথা। কিন্তু ভাই, টাকার জন্য আমার যে দুশ্চিন্তা হইয়াছে, তাহা দয়া করিয়া দূর কর, অথবা টাকাগুলির একটা রসিদ আমাকে লিখিয়া দাও। যখন তোমার সুবিধা হইবে, টাকাগুলি আমাকে ফিরাইয়া দিও।"

আলি খাজার বন্ধু জানিত, আলি খাজা শীঘ্রই তাহার নিকট প্রত্যাগমন করিবে, সুতরাং কি উত্তর দিতে হইবে, তাহা সে স্থির করিয়াই রাখিয়াছিল। সে সবিস্ময়ে বলিল, "বন্ধু, তুমি বল কি? তুমি যখন জলপাইপূর্ণ হাঁড়াটা আমার কাছে আনিয়াছিলে, তখন আমি কি তাহা স্পর্শ করিয়াছিলাম? আমি ত' তোমার হাতেই আমার চাবি সঁপিয়া দিয়াছিলাম, তোমার হাঁড়া তুমি তোমার পছন্দমত স্থানে রাখিয়াছিলে। যেখানে তুমি তাহা রাখিয়াছিলে, হাঁড়া সেইখানেই ছিল, সেখান হইতে তুমি স্বয়ং তাহা তুলিয়া লইয়া বাসায় গিয়াছ, হাঁড়া যেভাবে বন্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলে, সেইভাবেই বন্ধ আছে দেখিয়াছ, যদি তুমি ইহার মধ্যে মোহর রাখিয়া থাক, তবে তাহা হাঁড়ার মধ্যেই আছে। তুমি তখন বলিয়াছিলে, তোমার হাঁড়ায় জলপাই আছে। আমি তাহাই বিশ্বাস করিয়াছিলাম, এখন সুর বদলাইয়া বলিতেছ, উহার মধ্যে মোহর ছিল; তোমার কোন্ কথা সত্য, কেমন করিয়া জানিব? তুমি আমার কথায় বিশ্বাস কর বা নাই কর, আমি সত্যই বলিতেছি, তোমার হাঁড়া আমি স্পর্শও করি নাই।"

অস্বীকারের ধাপ্পা

আলি খাজা দেখিল, বন্ধু সরলভাবে কথা কহিতেছে না, সুতরাং সেও একটু বক্রতা অবলম্বন করিল; বলিল, "সহজে যাহাতে গোলযোগ মিটিয়া যায়, আমি সেইরূপ উপায়ই ভাল মনে করি, কিন্তু সহজে যদি তুমি আমার মোহর না দাও, তবে অগত্যা আমাকে শেষ উপায়ই অবলম্বন করিতে হইবে। তখন তুমি আমার নিন্দা করিও না, আমি সহজে নালিশ করিতে রাজী নই, তোমার মানসম্ভ্রমের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কাজ করিও। বেশী কথা বলিবার আবশ্যক দেখি না।"

সদাগর আলি খাজার কথা শুনিয়া ভারী চটিয়া গেল, সে বলিল, "আলি খাজা, বৃথা ভয় দেখাইয়া কষ্ট পাইও না। আমি শিশু নহি, তুমি আমার কাছে এক হাঁড়া জলপাই গচ্ছিত রাখিয়াছিলে, তুমি তাহা যেমন রাখিয়াছিলে, সেই অবস্থাতেই ফেরত লইয়া গিয়াছ। এখন তুমি হঠাৎ হাজার মোহর দাবী করিয়া বসিলে, আমি তাহা কিরূপে দিব? তুমি কি পূর্ব্বে বলিয়াছ, তোমার হাঁড়ার মধ্যে মোহর থাকিল? তাহা কি আমায় দেখাইয়া রাখিয়াছিলে? মোহরের কথা না বলিয়া হাঁড়ার মধ্যে হীরক-জহরত রাখিয়াছ, এ কথা যে বল নাই, এই অনেক! আমার পরামর্শ শোন, বাড়ী যাও, এখানে গোলমাল করিয়া হাটের লোক জড় করিও না, তাহাতে বড় সুবিধা হইবে না।"

গোলমাল দেখিয়া সদাগরের দরজায় অনেক লোক জমিয়া গিয়াছিল, আলি খাজা তাহাদের কাছে গিয়া বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতার কথা প্রকাশ করিল। সদাগর এ কথা পুনঃ পুনঃ অস্বীকার করিতে লাগিল, অবশেষে সে আলি খাজাকে বলিল, "যদি সহজে তুমি এখান হইতে চলিয়া না যাও, তবে তোমাকে অপমানিত হইতে হইবে।"



গোল-মালে অপমান

আলি খাজার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল, সে সদাগরের হাত ধরিয়া বলিল, "তুমি নিজে অপমানিত হইবে, মান-সম্ভ্রম হারাইবে, তাহারই উপায় করিলে। আমি আল্লাকে সাক্ষী মানিলাম, তুমি কাজীর নিকট উপস্থিত হইয়া মোহর চুরির কথা কিরূপে অস্বীকার কর, তাহা দেখা যাইবে!"

আলি খাজা কাজীর কাছে নালিশ রুজু করিল। যাহা ঘটনা, সে কাজীর কাছে সমস্তই প্রকাশ করিয়া বলিল। কাজী আসামীকে তলব দিলেন। আসামী সদাগর বলিল, "আমি মোহরের কথা কিছুই জানি না, আলি খাজা এক হাঁড়া জলপাই আমার জিম্মায় রাখিয়াছিল, তাহা সে লইয়া গিয়াছে, তাহার হাঁড়াতে টাকা ছিল কি না, তাহা আমাকে পূর্ব্বে বলে নাই, আল্লার দিব্য করিয়া বলিতে পারি, আমি হাঁড়া স্পর্শও করি নাই।"

আল্লার সাক্ষ্য সম্ভব নয়

তখন কাজী আলি খাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি হাঁড়ায় মোহর রাখিয়াছিলে, তাহার কেহ সাক্ষী আছে?" আলি খাজা বলিল, "কোন মানুষ সাক্ষী নাই, আল্লা সাক্ষী আছেন।"

কাজী বলিলেন, "আল্লা তোমার জন্য হলফ লইয়া মানুষের মত সাক্ষ্য দিবেন না। তুমি যেমন আল্লার দিব্য করিতেছ, আসামীও সেইরূপ করিতেছে। কাহার কথা আমি বিশ্বাস করিব? যখন তুমি মোহর

রাখিবার কোন প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারিতেছ না, তখন আমি এ নালিশ অগ্রাহ্য করিতে বাধ্য, আমি আসামীকে মুক্তিদান করিলাম।"

কাজীর বিচার!

আলি খাজা কাজীর বিচারে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "কাজী সাহেব, আপনার ন্যায়-বিচারের শক্তি নাই, আপনি কেবল সাক্ষ্য-প্রমাণ লইয়াই বিচার করেন। যাহা হউক, আমি আপনার, আমার ও সকলের মনিব খালিফ হারুণ-অল্-রসিদের নিকট বিচার প্রার্থনা করিব, তাঁহার নিকট সুবিচারের অভাব হইবে না।" কাজী আলি খাজার ভয়প্রদর্শনে বিচলিত হইলেন না।

আলি খাজার সহস্র স্বর্ণমুদ্রা আত্মসাৎ করিয়া দুর্ব্বৃত্ত সদাগর মহানন্দে তাহা ভোগ করিতে লাগিল। এ দিকে আলি খাজা একখানি দরখাস্ত লিখিল। পরদিন মধ্যাহ্নকালে খালিফ ভজনালয়ে গমন করিলে আলি খাজা পথে তাঁহার প্রত্যাগমন-প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিল। খালিফ নমাজের পর প্রাসাদে প্রত্যাগমন করিতেছেন, এমন সময় আলি খাজা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সেই দরখাস্তখানি প্রদান করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। পেশকার খালিফের সঙ্গেই ছিল, সে তৎক্ষণাৎ দরখাস্তখানি গ্রহণ করিল।

আলি খাজা জানিত, খালিফ হারুণ-অল্-রসিদ স্বয়ং না দেখিয়া কোন বিচার করেন না। কি হুকুম হয়, তাহা জানিবার জন্য আলি খাজা খালিফের অনুগমন করিল, এবং প্রাসাদে গিয়া বসিয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে এক জন কর্ম্মচারী আসিয়া আলি খাজাকে বলিল, "খালিফ তোমার দরখাস্ত পাঠ করিয়াছেন, আগামী কল্য তোমাকে হুজুরে হাজির হইতে হইবে।" বিশ্বাসঘাতক সদাগরের ঠিকানাও রাজকর্ম্মচারী লিখিয়া লইল, কারণ, খালিফ তাহাকেও সে সময় হাজির থাকিবার জন্য এত্তেলা দিতে বলিয়াছিলেন।

সে দিন সন্ধ্যাকালে খালিফ হারুণ-অল্-রসিদ, তাঁহার উজীর জাফর এবং খোজাসর্দ্দার মসরুরকে সঙ্গে লইয়া ছদ্মবেশে নগরভ্রমণে যাত্রা করিলেন। খালিফ তাঁহার অনুচরবর্গের সহিত নগরের একটি পথ দিয়া যাইতে যাইতে অনেক লোকের গোলমাল শুনিতে পাইলেন। শব্দ লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, একটা খোলা জায়গায় দশ বারোটি বালক চন্দ্রালোকে খেলা করিতেছে।

ছেলেরা কি খেলা খেলিতেছে, তাহা জানিবার জন্য খালিফের কৌতূহল হইল, তিনি কিছু দূরে একখানি শিলাখণ্ডের উপর উপবেশন করিয়া, তাহাদের ক্রীড়া দেখিতে লাগিলেন। তিনি শুনিলেন, একটি অতি বুদ্ধিমান্ বালক তাহার সহচরগণকে বলিতেছে, "ওহে, আজ আমরা কাজীর খেলা খেলি, আমি কাজী হইলাম, আমার কাছে তোমরা আলি খাজা ও যে সদাগর তাহার হাজার মোহর চুরি করিয়া আসামী হইয়াছে, তাহাকে লইয়া আইস।"

বালকের বিচার-খেলা

এই কথা শ্রবণমাত্র আলি খাজার দরখাস্তের কথা খালিফের মনে পড়িয়া গেল। বালকেরা কিরূপ বিচার করে, তাহা দেখিবার জন্য তাঁহার বড় কৌতূহল হইল, তিনি বিশেষ মনোযোগের সহিত তাহাদের বিচার দেখিতে লাগিলেন।

আলি খাজা ও সদাগরের মামলা সে সময় বোগদাদ নগরের ঘাটে পথে একটা আজগুবি গল্পের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, ঘাটে পথে সকলের মুখেই সেই মামলার কথা; সুতরাং নগরের বালকগণও সেই কথা শুনিয়াছিল, সে দিন তাহারা বালকবুদ্ধি বশতঃ কাজীর বিচারের অভিনয় করিতে লাগিল।

যে বালক কাজী সাজিয়াছিল, সে গম্ভীরভাবে কাজীর মত বিজ্ঞতার বোঝা মুখে নামাইয়া একখানি আসনে বসিল, সকলেই তাহার প্রতি কাজীর মত সম্মান প্রকাশ করিতে লাগিল, তাহার চাপরাসী, বরকন্দাজ আসিল, এবং তাহারা আলি খাজা ও সদাগর সাজাইয়া দুই জন বালককে তাহার নিকট উপস্থিত করিল।

তখন সেই নকল কাজী মহা গম্ভীরভাবে নকল আলি খাজাকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আলি খাজা, তোমার এই আসামীর বিরুদ্ধে কি নালিশ ?" নকল আলি খাজা নালিসের কারণ অনতিরঞ্জিতভাবে অবিকল সেই কাজী অভিনেতার নিকট বলিল। কাজী বিশেষ মনোযোগের সহিত অভিযোগ শুনিয়া সদাগরকে বলিল, "ওহে সদাগর, তুমি আলি খাজার হাজার মোহর কেন তাহাকে প্রদান করিতেছ না ?" আসল সদাগর আসল কাজীর নিকট উপস্থিত হইয়া যে ভাবে আত্মসমর্থন করিয়াছিল, নকল সদাগর নকল কাজীর নিকটও সেই ভাবে আত্মসমর্থন করিল। অবশেষে সে আল্লার দিব্য দিয়া বলিল, "আমি এই হাঁড়া স্পর্শও করি নাই।"

বালক-কাজীর বিচার অভিনয়

নকল কাজী বলিল, "আল্লার শপথ এখন রাখিয়া দাও, আমি আগে জলপাইয়ের সেই হাঁড়া দেখিতে চাই। আলি খাজা, তুমি হাঁড়া সঙ্গে আনিয়াছ ?"

নকল আলি খাজা বলিল, "খোদাবন্দ, হুকুম হইলে এখনই আনিতে পারি।"—হুকুম হইল, "অবিলম্বে লইয়া এসো।"

আলি খাজার অংশের অভিনেতা তখন কিছু কালের জন্য বিচারস্থান হইতে অন্তর্হিত হইল, তাহার পর একটি হাঁড়া আনিয়া সে বলিল, "হুজুর, এই হাঁড়া আমি সদাগরের কাছে গচ্ছিত রাখিয়াছিলাম।" হাঁড়ার মুখ বন্ধ ছিল। নকল কাজী জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন হে সদাগর, তুমি এই হাঁড়াই গচ্ছিত রাখিয়াছিলে ?"—নকল সদাগর মাথা নাড়িয়া সে কথা সমর্থন করিল।

নকল কাজী বলিল, "হাঁড়া খোল।"—তৎক্ষণাৎ হাঁড়ার মুখপাত্র অপসারিত হইল, নকল কাজী কতকগুলি জলপাই তাহার ভিতর হইতে তুলিয়া লইয়া একটি জলপাই চর্ব্বণ করিয়া বলিল, "এ অতি উৎকৃষ্ট জলপাই, এখনও কিছুমাত্র বিস্বাদ হয় নাই, আমার বিশ্বাস, সাত বৎসর যে জলপাই হাঁড়ার মধ্যে আছে, তাহা কখন এমন টাট্‌কা থাকিতে পারে না। কয়েক জন জলপাই-ব্যবসায়ীকে ডাকিয়া আন, তাহারা এ মাল যাচাই করুক।" তৎক্ষণাৎ দুই জন বালককে সেই নকল কাজীর সম্মুখে আনয়ন করা হইল, কাজী অত্যন্ত গম্ভীরভাবে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা জলপাই খাইয়াছ ?" বালকদ্বয় বলিল, "হাঁ হুজুর।" কাজী পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, "জলপাই ক[illegible] বৎসর খাদ্যোপযোগী থাকে ?" জলপাই-ব্যবসায়িরূপী বালকদ্বয় বলিল, "যতই যত্নে রাখা যাক, জলপাই তৃতীয় বর্ষের পর আর খাদ্যোপযোগী থাকে না, তাহার পর ফেলিয়া দিতে হয়, কোনই কাজে লাগে না।"

জলপাই পরীক্ষায় রহস্য প্রকাশ

নকল কাজী বলিল, "তোমরা মিথ্যাকথা বলিতেছ, ফরিয়াদী আলি খাজা বলিতেছে, সে এই আসামীর নিকট সাত বৎসর পূর্ব্বে এক হাঁড়া জলপাই গচ্ছিত রাখিয়াছিল। হাঁড়ার মধ্যে জলপাই আছে, তোমরা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার, তাহা সম্পূর্ণ টাট্‌কা আছে।"

নকল জলপাই-ব্যবসায়িদ্বয় হাঁড়া হইতে দুই একটি জলপাই তুলিয়া লইল, এবং তাহা চর্ব্বণ করিয়া বলিল, "হুজুর, এ অতি অসম্ভব কথা ! এই সকল জলপাই এই বৎসরের ফল। আমরা কেন, সহরের যে কোন জলপাই-ব্যবসায়ীই এ কথা বলিবে। আপনি বরং পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।" আসামী সদাগর এই কথায় প্রতিবাদ করিতে যাইবে, এমন সময় নকল কাজী তাহাকে ধমক দিয়া বলিল, "চোপরও বদমাস, তুই চোর, তোর ফাঁসির হুকুম হইল।" বিচারকের এই আদেশে বালকগণ করতালি দিয়া আসামী সদাগরবেশী বালককে যেন ফাঁসি দিতে লইয়া যাইতেছে, এই ভাবে তাহাকে টানিয়া লইয়া গেল।

খালিফ হারুণ-অল-রসিদ সেই বালক বিচারকের বুদ্ধির সূক্ষ্মতা ও বিচারনৈপুণ্য সন্দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইলেন, তিনি শিলাখণ্ড হইতে গাত্রোত্থান করিয়া, উজীরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "জাফর, এই বালকের

বালকের বিচার-নৈপুণ্যের প্রশংসা

বিচারপ্রণালী দেখিলে, তোমার এ বিষয়ে মত কি ?" জাফর বলিলেন, "জাঁহাপনা, আমি এই বালকের এত অল্পবয়সে বিচারনৈপুণ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছি।"

খালিফ বলিলেন, "আসল আলি খাজা আজ আমার নিকট এই মকদ্দমার বিচারের জন্য প্রার্থনা করিয়াছে, আগামী কল্য আমাকে এ মামলার রায় প্রকাশ করিতে হইবে। তুমি কি মনে কর, এই বালক যে ভাবে বিচার করিল, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বিচার আমার দ্বারা সম্ভব হইতে পারে ?" উজীর বলিলেন, "যদি ঘটনা ঠিক এইরূপ হয়, তাহা হইলে ইহা ভিন্ন অন্যরূপ বিচার কখনও সম্ভবপর হইবে না।" খালিফ বলিলেন, "এই স্থানটি ঠিক করিয়া রাখ, যে বালকটি আজ বিচার করিল, কাল তাহাকে আমার সম্মুখে হাজির করিও। কাল আমি আসল মামলার বিচারভার তাহার হস্তে সমর্পণ করিব, আমার সম্মুখে বসিয়া সে বিচার করিবে। তুমি আলি খাজাকে বলিবে, সে যেন তাহার জলপাইয়ের হাঁড়া আমার নিকট উপস্থিত করে, আর যে কাজী এই মামলার বিচার করিয়া পূর্ব্বে আসামীকে ছাড়িয়া দিয়াছে, তাহাকেও আমার সম্মুখে হাজির থাকিতে বলিবে, সে যেন বালকের নিকট বিচারকৌশল শিখিয়া ভবিষ্যতে সাবধান হয়। তুমি দুই জন জলপাই-ব্যবসায়ীকেও বিচারসভায় উপস্থিত রাখিবে।"



বালক-বিচারক আহ্বান

পরদিন প্রভাতে উজীর বালকগণের পূর্ব্বকথিত বিচারালয়ে উপস্থিত হইয়া গৃহ-স্বামীর অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু তিনি শুনিলেন, গৃহস্বামী স্থানান্তরে গিয়াছেন, এবং তিনি গৃহস্বামীর স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার ছেলে আছে কি ?" রমণী বলিল, "আমার তিন পুত্র।" সে পুত্রগণকে উজীরের সম্মুখে উপস্থিত করিল। উজীর জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎসগণ, কাল সন্ধ্যায় তোমরা যে খেলা করিতেছিলে, তাহাতে কে কাজী সাজিয়াছিল ?"—বড় ছেলেটি লজ্জিত অবনতমুখে বলিল, "সে আমি।" উজীর বলিলেন, "বাবা, তুমি আমার সঙ্গে এস, খালিফ হারুণ-অল-রসিদ তোমাকে একবার দেখিতে চান।"

উজীরের কথা শুনিয়া বালকের মাতা অত্যন্ত ভীত হইল। সে বলিল, "মহাশয়, আমার ছেলেটি এমন কি অপরাধ করিয়াছে যে, খালিফ তাহাকে লইতে পাঠাইয়াছেন ? আপনি দয়া করিয়া উহাকে ছাড়িয়া যান, উহাকে কাছছাড়া করিলে আমি বাঁচিব না।" উজীর বালকের মাতাকে অনেক আশা-ভরসা দিয়া বলিলেন, "তোমার কোন ভয় নাই, তোমার ছেলেকে শীঘ্রই তোমার কাছে দিয়া যাইব। আমি যে কেন তাহাকে

খালিফের নিকট লইয়া যাইতেছি, তাহা তোমার ছেলে ফিরিয়া আসিলে তাহার মুখেই শুনিতে পাইবে। ইহাতে তোমার মনে আনন্দ ভিন্ন দুঃখ হইবার কোন কারণ নাই।"

উজীরের কথা শুনিয়া বালকের মাতার ভয় দূর হইল, সে পুত্রের পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করাইয়া, উজীরের সঙ্গে পুত্রকে খালিফের সন্নিকটে প্রেরণ করিল।

খালিফ-সভায় বিচারাসনে বালক

উজীর বালকটিকে খালিফের নিকট বিচারসভায় উপস্থিত করিলেন। খালিফকে দেখিয়া ও রাজদরবারের বিরাট ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া বালক ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। খালিফ তাহাকে মিষ্টবাক্যে বলিলেন, "বৎস, তোমার কোন ভয় নাই, তুমি আমার কাছে এস, কাল রাত্রে তুমি কি আলি খাজার মামলার বিচারের অভিনয় করিয়াছিলে? তোমার বিচারশক্তি দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছি।" বালক বলিল, "খোদাবন্দ, আমিই সেই নকল বিচার করিয়াছিলাম।" খালিফ বলিলেন, "বৎস, আজ আমার বিচারসভায় তুমি আসল আলি খাজা ও আসল সদাগরকে দেখিতে পাইবে, আমার পাশে আসিয়া বসো।"

খালিফ সিংহাসনে উপবেশন করিয়া সেই বালককে তাঁহার পাশে উপবিষ্ট করাইলেন। তাহার পর আসামী ও ফরিয়াদীর ডাক হইল। তাহারা খালিফের সিংহাসন-সমীপে অবনত হইয়া খালিফকে অভিবাদন করিল, তাহার পর গাত্রোত্থান করিল। খালিফ বলিলেন, "তোমরা তোমাদের বক্তব্য বলিতে পার, এই বালক তোমাদের মামলার বিচার করিবে। যদি তাহার বিচারে কোন ভ্রম হয়, তাহা হইলে আমি তাহা সংশোধন করিয়া দিব।"

আলি খাজা ও সদাগর স্ব স্ব বক্তব্য প্রকাশ করিলে, সদাগর বলিল, "আল্লার দিব্য, কখনও আমি উহার জলপায়ের হাঁড়া স্পর্শ করি নাই।" বিচারক বালকটি গম্ভীরভাবে বলিল, "আল্লার কসমে কোন আবশ্যক নাই, আমি আগে জলপাইপূর্ণ সেই হাঁড়াটি দেখিতে চাই।" আলি খাজা জলপাইপূর্ণ হাঁড়াটি খালিফের পদপ্রান্তে স্থাপন করিল। খালিফ সেই হাঁড়ার মধ্য হইতে একটি জলপাই তুলিয়া লইয়া তাহা দংশন করিলেন, অনন্তর জলপাইগুলি কয়েক জন সুদক্ষ জলপাই-ব্যবসায়ীকে দেখান হইল, তাহারা বলিল, সে জলপাইগুলি সেই বৎসরেরই ফল। বালকটি তাহাদিগকে বলিল, "আলি খাজা কি এই জলপাইগুলি সাত বৎসর পূর্ব্বে সেই সদাগরের নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছিল, এ বিষয়ে তোমাদের কি বলিবার আছে?" নকল জলপাই-ব্যবসায়িগণ ইহাতে যে উত্তর দিয়াছিল, আসল জলপাই-ব্যবসায়িগণও সেই উত্তরই প্রদান করিল।

সদাগর আত্মসমর্থনের চেষ্টা করিতে উদ্যত হইলে, বালক-বিচারপতি তাহাকে বাধা দিয়া খালিফকে বলিল, "জাঁহাপনা, ইহা খেলা নহে; সুতরাং দণ্ডদানের ভার আমি গ্রহণ করিতে পারি না, কাল খেলাচ্ছলে যাহা করিয়াছিলাম, আজ তাহা করিবার সাধ্য আমার নাই।"

আসল ও নকল বিচারে একই ফল

খালিফ সদাগরের বিশ্বাসঘাতকতা স্মরণ করিয়া, তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিলেন, দণ্ডলাভের পূর্ব্বে সদাগর তাহার অপরাধ স্বীকার করিয়া আলি খাজাকে তাহার সহস্র মোহর প্রত্যর্পণ করিল। বিচারান্তে খালিফ তাঁহার অকর্ম্মণ্য কাজীকে তীব্র ভৎর্সনা করিয়া সেই বালকের নিকট বিচারপ্রণালী শিখিবার আদেশ করিলেন; কাজী ভয়, বিস্ময়, লজ্জা ও অপমানে নতমস্তকে অবস্থান করিতে লাগিলেন। খালিফ বালকটিকে আলিঙ্গনদান করিয়া তাহাকে একশত স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক দান করিয়া গৃহে পাঠাইলেন।

শাহারজাদীর এই গল্প শুনিয়া সুলতান শাহরিয়ার বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়া, নূতন গল্প আরম্ভ করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। তদনুসারে শাহারজাদী নিম্নলিখিত কাহিনীটি বলিতে আরম্ভ করিলেন।

* * * * *

যাদু-অশ্বের কাহিনী

পারস্যদেশে বসন্তকালে নৌরোজের উৎসব অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ উৎসব। মুসলমানধর্ম্মের উৎপত্তির পূর্ব্বে পৌত্তলিকতার প্রচলনকালে এই উৎসবের সূত্রপাত, মুসলমানধর্ম্মের অভ্যুদয়েও এই উৎসব রহিত হয় নাই, দেশের সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ইহা প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। পারস্যদেশে এমন নগর—এমন গ্রাম ছিল না, যেখানে নৌরোজ উৎসবের আনন্দচ্ছটা বিকীর্ণ না হইত।

বিভিন্ন দেশের অনেক শিল্পী এই সময়ে পারস্যরাজের সমীপে তাহাদের শিল্পদ্রব্য প্রদর্শনার্থ লইয়া আসিত, রাজা তাহাদিগকে উৎসাহ-প্রদানে ক্রটি করিতেন না। উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি পছন্দ হইলে অনেক অধিক মূল্য দিয়া তাহা ক্রয় করিয়া লইতেন।

একবার এক জন ভারতীয় শিল্পী এই নৌরোজ উৎসবের সময় পারস্যরাজের সভায় এক কৃত্রিম অশ্ব লইয়া আসিল। অশ্বটি লাগাম-বল্‌গায় সুসজ্জিত, দেখিয়া অকৃত্রিম অশ্ব বলিয়াই ভ্রম হয়। শিল্পী পারস্যপতির সিংহাসনপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া গভীর ভক্তিভরে তাঁহার চরণযুগল বন্দনা করিয়া বলিল, "শাহান্ শাহা, যদিও আমি বহুদূর হইতে আপনার গৌরবপূর্ণ সিংহাসনচ্ছায়ায় আমার শিল্পদ্রব্য লইয়া আসিয়াছি, তথাপি আমার জন্মভূমির দূরত্বের জন্যই যে আপনার অনুগ্রহভাজন হইব ও নিকটস্থ যোগ্যশিল্পিগণ উপেক্ষিত হইবে, ইহা আমি কদাচ আশা করিতে পারি না, আমার অভিপ্রায়ও সেরূপ নহে; আপনি এমন অদ্ভুত পদার্থ কখনও দর্শন করেন নাই, এ কথা আমি সাহস সহকারে বলিতে পারি।"

রাজা বলিলেন, "থাম বাপু, অত বক্তৃতায় আবশ্যক নাই, আমি কথায় ভুলি না। তুমি যে ঘোড়া আনিয়াছ, ইহাতে কি অসাধারণত্ব আছে, তাহা ত' বুঝিতেছি না, অবশ্য ঘোড়াটি বেশ, যেন জীবন্ত ঘোড়া, এমন ঘোড়া নির্ম্মাণ কিছু কঠিন হইতে পারে, কিন্তু একেবারে অসম্ভব নহে। আর এক জন শিল্পীও এ রকম একটি ঘোড়া প্রস্তুত করিতে পারিত, সেও আমার নিকট পুরস্কারের প্রার্থনা করিতে পারিত।"

ভারতবাসী কারিকরটি বলিল, "রাজন্, আপনি কেবল ইহার অঙ্গসৌষ্ঠব দেখিয়াই শিল্পনৈপুণ্যের বিচার করিবেন না, ইহা দেখিতে ঠিক জীবিত অশ্বের ন্যায় হইয়াছে, অতএব আমি পুরস্কার ইচ্ছা করি, ইহাও আমার অভিপ্রায় নহে। ইহার গুণের প্রতি আপনার কিঞ্চিৎ লক্ষ্য করিতে হইবে। আমার এই অশ্বের গুণ অতি অদ্ভুত, যদি আমি ইহার পৃষ্ঠে আরোহণ করি, তাহা হইলে আমি পৃথিবীর যে অংশেই থাকি না কেন, আমি ইচ্ছামাত্র আমার অভিপ্রেত স্থানে উপস্থিত হইব। আমার অশ্বের এই অদ্ভুত গুণ অন্যত্র দুর্লভ কি না, তাহা আপনারাই বিচার করিবেন।"

বিশ্ব-ভ্রমণে শক্তিমান কৃত্রিম অশ্ব

শিল্পীর মুখে এই সকল কথা শুনিয়া, রাজার মনে বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তিনি অশ্বটি বিশেষরূপে পরীক্ষা করিলেন, কিন্তু কোনই বিশেষত্ব দেখিতে পাইলেন না। অবশেষে তিনি শিল্পীকে বলিলেন, "তোমার কথা বড় অদ্ভুত বটে, কিন্তু ইহা সত্য কি না, প্রমাণের আবশ্যক। যদি আমার সম্মুখে একবার প্রমাণ দিতে পার, তাহা হইলে অবশ্যই স্বীকার করিব, এমন অদ্ভুত অশ্ব আমি জীবনে দেখি নাই, তোমার ন্যায় বিচক্ষণ শিল্পীও ভূমণ্ডলের কুত্রাপি নাই।"

রাজা এই কথা বলিবামাত্র শিল্পী অশ্বে আরোহণ করিয়া রিকাবদলে পদ প্রবেশ করাইল, তাহার পর পারস্যপতিকে জিজ্ঞাসা করিল, "মহারাজ, অশ্বকে কোথায় পরিচালিত করিব, আদেশ করুন?"

সিরাজ নগরের পাঁচ ক্রোশ দূরে একটি উচ্চ পর্ব্বত ছিল, রাজপ্রাসাদ হইতে এই পর্ব্বত সুস্পষ্টরূপে দৃষ্টি-গোচর হইত, রাজা সেই পর্ব্বতটি শিল্পীকে দেখাইয়া বলিলেন, "ঐ যে পর্ব্বত দেখিতেছ, তুমি ঐ পর্ব্বতে

অশ্বটিকে লইয়া গিয়া, সেখান হইতে ফিরিয়া এসো, পর্ব্বতটি অধিক দূরবর্ত্তী না হইলেও ইহাতেই তোমার অশ্বের ক্ষমতা পরীক্ষিত হইবে। তুমি যে সে স্থানে গিয়াছিলে, তাহার প্রমাণস্বরূপ ঐ পর্ব্বতের পাদদেশে যে তালগাছ আছে, তাহারই একটি শাখা ভাঙ্গিয়া আনিবে।"

রাজা এই কথা বলিবামাত্র শিল্পী অশ্বের গলদেশস্থ একটি হাতলে মোচড়া দিল, আর অশ্বটি তাহাকে পিঠে লইয়া বিদ্যুদ্বেগে আকাশে উঠিল, এবং চক্ষুর নিমিষে সেই পর্ব্বতাভিমুখে ধাবিত হইল। রাজা ও তাঁহার মন্ত্রিগণ এই দৃশ্য দেখিয়া বিস্ময় দমন করিতে পারিলেন না।

শূন্যপথে মায়া অশ্ব

কিয়ৎকাল পরে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, শিল্পী সেই অশ্বে আরোহণ করিয়া তালবৃক্ষের একটি শাখা লইয়া, শূন্যপথে মহা বেগে রাজধানী-অভিমুখে ধাবিত হইতেছে। অশ্ব অবিলম্বে রাজসভায় অবতরণ করিল, দর্শকগণ সকলে মহানন্দে অশ্বনির্ম্মাতাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিল।

রাজা অশ্বটি ক্রয় করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তিনি শিল্পীকে বলিলেন, "তোমার ঘোড়া দেখিয়া উহার অসাধারণত্ব কিছুই বুঝিতে পারা যায় না বটে, কিন্তু তুমি ইহার যে গুণ প্রত্যক্ষ করাইলে, তাহা অতি অদ্ভুত ও অসাধারণ। আমি অশ্বটি ক্রয় করিবার জন্য প্রস্তুত আছি।"

শিল্পী উত্তর করিল, "মহারাজ, আপনি যথার্থ গুণজ্ঞ ব্যক্তি, আপনি আমার অশ্বের গুণপনার পরিচয় পাইয়া আমার প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করিলেন, তাহা আপনারই যোগ্য। কিন্তু এই অশ্ব আপনাকে প্রদান করিবার পূর্ব্বে আপনাকে একটি অঙ্গীকার-পাশে আবদ্ধ হইতে হইবে। আমি স্বয়ং এই অশ্ব যাহার নিকট পাইয়াছি, সে আমাকে ইহা বিক্রয় করে নাই, আমি তাহাকে আমার একমাত্র কন্যা দান করিয়া ইহা লাভ করিয়াছি, সেই ব্যক্তি আমাকে প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইয়াছে যে, এই অশ্ব আমি কাহারও নিকট বিক্রয় করিতে পারিব না, তবে ইহার পরিবর্ত্তে আমার ইচ্ছানুসারে অন্য যে কোন দ্রব্য গ্রহণ করিতে পারি।"

রাজা বলিলেন, "ইহার পরিবর্ত্তে তুমি আমার নিকট যে দ্রব্য প্রার্থনা করিবে, তাহাই আমি তোমাকে প্রদান করিব। আমার রাজ্য সুবিস্তীর্ণ, তাহাতে অনেক জনপূর্ণ নগর আছে, যে কোন নগর তুমি চাহিবে, তোমাকে আজীবনকাল ভোগ করিবার জন্য তাহা প্রদান করিব।"

অশ্ববিনিময়ে রাজকুমারী প্রার্থনা

রাজসভার সমস্ত লোক একবাক্যে স্বীকার করিল, রাজার এই উক্তি যথার্থই রাজোচিত হইয়াছে; কিন্তু অশ্বস্বামী এ প্রস্তাবে সম্মত হইল না, সে বলিল, "মহারাজ, আপনার দানশীলতা ও সহৃদয়তার পরিচয়ে আমি মুগ্ধ হইলাম, কিন্তু আমি এই দানের পরিবর্ত্তে অশ্বটি আপনাকে প্রদান করিতে পারিতেছি না। আপনার কন্যা—রাজকুমারীকে যদি আপনি আমার হস্তে স্ত্রীরূপে সম্প্রদান করেন, তাহা হইলে আপনার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে পারি।"

অশ্বস্বামীর এই অসম্ভব প্রার্থনা শুনিয়া সভাসদ্‌গণ হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল। রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র যুবরাজ ফিরোজ শাহ এই প্রস্তাব শুনিবামাত্র ক্রোধে ও ক্ষোভে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন, কিন্তু রাজা এই প্রস্তাবে অপ্রসন্ন হইলেন না, তিনি ভাবিলেন, ইহার হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিয়া যদি অশ্বটিকে হস্তগত করিতে পারা যায়, তাহাও কর্ত্তব্য!

ফিরোজ তাঁহার পিতার অভিপ্রায় বুঝিলেন, রাজা যদি এই অভিপ্রায় অনুসারে কাজ করেন, তাহা হইলে রাজবংশের ঘোর অপমান ও কলঙ্ক ঘোষিত হইবে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়া অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠিলেন, এবং তাঁহার পিতা কোন মতামত প্রকাশ করিবার পূর্ব্বেই তিনি পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বাবা, আপনি এই অভদ্র, অজ্ঞাত-বংশোদ্ভব, বৈদেশিকের প্রস্তাবে সম্মত হইলে আর আমাদের মানসম্ভ্রম কিছুই থাকিবে না, বংশগৌরবের কথা চিন্তা করিয়া আপনার মতামত প্রকাশ করিবেন, ইহাই প্রার্থনা।"

রাজা বলিলেন, "পুত্র, তুমি যে কথা বলিতেছ, তাহা সদ্বংশজাত সুসন্তানেরই উপযুক্ত বটে ; পদগৌরব ও শিক্ষা যেরূপ, তাহাতে তোমার মুখেই এ কথা শোভা পায়। কিন্তু তুমি অশ্বটির অসাধারণত্বের কথা একবার চিন্তা করিলে না! যদি আমি উহার প্রস্তাবে স্বীকৃত না হই, অশ্বস্বামী অন্য কোন রাজার রাজ্যে গমন করিয়া, এই প্রস্তাব উপস্থিত করিবে এবং সেই রাজ্যের রাজকন্যার পরিবর্ত্তে এমন একটি অমূল্য সামগ্রী প্রদান করিবে। অন্য কোন রাজা যে আমার অপেক্ষা অধিক দানশীলতা দেখাইয়া এই সামগ্রী হস্তগত করিবে, আমি যাহা গ্রহণ করিতে পারিলাম না, তাহাই অধিকার করিয়া বসিবে, ইহা আমি সহ্য করিতে পারিব না। আমি অবশ্য এখনই যে অশ্বস্বামীর প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করিতেছি, তাহা নহে; সে যাহা চাহে, তাহার মূল্য অশ্ব অপেক্ষা অনেক অধিক ; আমি যাহাতে অন্য কোন দ্রব্যের বিনিময়ে অশ্বটি হস্তগত করিতে পারি, তাহার চেষ্টার ত্রুটি করিব না।"

বংশ-গৌরব বিসর্জ্জনে আপত্তি

এই কথোপকথন যদিও অশ্বস্বামী শুনিতে পাইল না, তথাপি রাজার মুখের ভাব দেখিয়া তাহার অনুমান হইল, রাজা এই প্রস্তাবে তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হন নাই, সুতরাং রাজপুত্র যদিও এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন, তথাপি তাঁহার মত পরে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। রাজপুত্রের মন নরম করিবার জন্য অশ্বস্বামী ধীরে ধীরে তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহাকে একবার অশ্বটিতে আরোহণ করিতে অনুরোধ করিল ; কিরূপে অশ্বের গতি পরিচালিত করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে উপদেশ করিবার পূর্ব্বেই রাজপুত্র অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন, এবং রিকাবদলে পদদ্বয় প্রবেশ করাইয়া হাতল ঘুরাইয়া দিলেন। অশ্ব তৎক্ষণাৎ তীরবেগে রাজসভা হইতে একদিকে ধাবিত হইল, এবং মুহূর্ত্তমধ্যে সকলের অদৃশ্য হইয়া পড়িল।

রাজপুত্র কিম্বা অশ্ব ফিরিল না, রাজা পথের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু তাহাতে কোনই ফল হইল না। অবশেষে অশ্বস্বামীর মনে অত্যন্ত ভয়ের সঞ্চার হইল, সে রাজসিংহাসনের পাদদেশে মস্তক প... করিয়া বলিতে লাগিল, "মহারাজ, আপনি বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছেন যে, রাজপুত্র ব্যগ্রতা বশতঃ আমার উপদেশে কর্ণপাত না করিয়াই অশ্বে আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিয়াছেন, আমাকে অশ্বে আরোহণ করিতে ও হাতল ঘুরাইয়া অশ্ব পরিচালন করিতে দেখিয়াই তিনি অনুমান করিয়াছেন, আর কোন উপদেশের প্রয়োজন নাই, কিন্তু আমার উপদেশ ভিন্ন তিনি অশ্ব ঘুরাইয়া লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিবেন, তাহার সম্ভাবনা দেখি না। আমাকে আপনি অনুগ্রহ করিয়া এজন্য অপরাধী করিবেন না।"

রাজপুত্র অদৃশ্য

অশ্বস্বামীর কথা শুনিয়া রাজা বুঝিলেন, তাঁহার পুত্রের বিপদ অনিবার্য্য ; কিন্তু তিনি পুত্রের ত্রুটি দেখিয়াও দেখিতে পাইলেন না, অশ্বস্বামীরই ত্রুটি দেখিলেন, তখন রোষকষায়িতনেত্রে বলিলেন, "তুমি কেন তাহাকে পূর্ব্বে বলিলে না?"

অশ্বস্বামী বলিল, "মহারাজ, দেখিলেন ত' অশ্ব কিরূপ বেগবান্, তিনি আমাকে উপদেশপ্রদানের অবসরই দিলেন না। অশ্ব আকাশে উঠিবার পর আর তিনি আমার কথা শুনিতে পাইতেন না, শুনিলেও অশ্ব ফিরাইতে পারিতেন না। যাহা হউক, রাজপুত্রের প্রত্যাগমনের এখনও কিঞ্চিৎ আশা আছে, আর একটা হাতল আছে, সেটি ঘুরাইলে অশ্ব আর ঊর্দ্ধদিকে না উঠিয়া পৃথিবীর দিকে নামিতে থাকিবে। রাজপুত্র যদি বুদ্ধি খাটাইয়া সেই হাতল ঘুরাইতে পারেন, তাহা হইলে আকাশপথ হইতে পৃথিবীতে অবতরণ করিলে আর বিপদের কোন আশঙ্কা থাকিবে না।"

অশ্বস্বামীর এইরূপ প্রবোধবাক্য শুনিয়াও রাজা মনে বিন্দুমাত্র সান্ত্বনা লাভ করিতে পারিলেন না, পুত্রের বিপদভয়ে অধীর হইয়া পড়িলেন। তিনি বলিলেন, "তুমি যেরূপ বলিতেছ, তাহাতেই বা বিপদের সম্ভাবনা অল্প কোথায়? ঘোড়া পৃথিবীর দিকে নামিতে নামিতে হঠাৎ পর্ব্বতের উপর পড়িতে পারে

সমুদ্রেও পড়িতে পারে, তাহা হইলে ত' কোনক্রমেই তাহার প্রাণরক্ষা হইবে না।" অশ্বস্বামী বলিল, "মহারাজ, আমার এ অশ্ব অনায়াসে সমুদ্র পার হইয়া যায়, সমুদ্রে পড়িবার কোন আশঙ্কা নাই, বিশেষতঃ আরোহী যে স্থানে যাইতে চাহে, অশ্ব তাহাকে সেইখানেই লইয়া যায়। রাজপুত্র একটা সুবিধামত স্থানে নামিয়া সেখানে নিজের পরিচয় দিলেই ত' নিরাপদ হইতে পারিবেন।"

রাজা বলিলেন, "তুমি যে সকল যুক্তি দেখাইতেছ, তাহা কার্য্যে পরিণত হইবার সম্ভাবনা কতটুকু আছে, তাহার নিশ্চয়তা নাই। আমি আদেশ করিতেছি যে, তিন মাসের মধ্যে যদি রাজপুত্র এ রাজ্যে প্রত্যাগমন না করেন কিম্বা তাঁহার কুশলসংবাদ শুনিতে না পাই, তাহা হইলে আমি তোমার প্রাণদণ্ড করিব।" অনন্তর রাজার আদেশে প্রহরিগণ অশ্বস্বামীকে ধরিয়া কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিল। রাজা অতি বিষন্নমনে নৌরোজের উৎসবে প্রবৃত্ত হইলেন।

আকাশে বিচরণের উদ্বেগ

এ দিকে রাজপুত্র ফিরোজ শাহ অশ্বে আরোহণ করিয়াই বিদ্যুদ্গতিতে ঊর্দ্ধাকাশে ধাবিত হইলেন। এত দ্রুত অশ্ব চলিতে লাগিল যে, আধঘণ্টায় মধ্যেই আকাশের অত্যন্ত ঊর্দ্ধে উঠিল, সেখান হইতে পৃথিবীর কোন বস্তু দেখিতে পাওয়া যায় না। অতি উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণীও তাঁহার নিকট অতি ক্ষুদ্র বল্মীকস্তূপের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তিনি সেই ঊর্দ্ধাকাশ হইতে অবতরণ করিবার নিমিত্ত উৎসুক হইলেন, কিন্তু কিরূপে নামিতে হইবে, তাহা কিছুই জানিতেন না। সে বিষয়ে অশ্বস্বামীর উপদেশ গ্রহণ করেন নাই, সুতরাং তিনি একটা উপায় উদ্ভাবনের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি বিপরীতদিকে সেই হাতালটা ঘুরাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহা ঘুরিল না। ঘোড়া ক্রমে আরও ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিল, তখন রাজপুত্র ভয়ে অভিভূত হইলেন। তিনি অশ্বস্বামীর উপদেশে কর্ণপাত না করিয়া যে কি অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার মনে অনুতাপের সঞ্চার হইল। যাহা হউক, ভয়ে তিনি হতবুদ্ধি হইলেন না, তিনি অশ্বের গ্রীবাভাগ বিশেষ মনোযোগের সহিত পরীক্ষা করিতে করিতে অন্য কর্ণের পার্শ্বে আর একটা হাতল দেখিতে পাইলেন, সেই হাতলটা ঘুরাইবামাত্র অশ্ব পৃথিবীর দিকে অবতরণ করিতে লাগিল।

রাজপুত্র যে সময় পৃথিবীর দিকে অবতরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখন আধঘণ্টা রাত্রি হইয়াছিল, কিন্তু তিনি অতি ঊর্দ্ধে ছিলেন বলিয়া রাত্রি অনুভব করিতে পারেন নাই। পশ্চিম-আকাশে তখনও অস্তাচলোন্মুখ তপনকে দেখা যাইতেছিল, রাজপুত্র দ্রুতবেগে অবতরণ করিতে লাগিলেন ; দেখিলেন, তপনও সেইরূপ দ্রুত অস্তাচলপথে ধাবিত হইতেছেন, ক্রমে চতুর্দ্দিক্ অন্ধকারজালে সমাচ্ছন্ন হইল, অবশেষে রাজপুত্র আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। অশ্ব পর্ব্বতশৃঙ্গে পতিত হয় কি সমুদ্রের উপরেই অবতরণ করে, তাহা বুঝিতে না পারিয়া রাজপুত্র অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন,—মধ্যরাত্রে অশ্ব স্থির হইল।

রাজপ্রাসাদের ছাদে অবতরণ

অশ্ব স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইবামাত্র রাজপুত্র ফিরোজ শাহ অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। সমস্ত দিন কিছু আহার হয় নাই, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় তিনি অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। তিনি কোথায় নামিয়াছেন, তাহা প্রথমে বুঝিতে পারিলেন না, ইতস্ততঃ পাদচারণা করিয়া তিনি বুঝিলেন, তিনি অতি প্রকাণ্ড প্রাসাদের ছাদে অবতরণ করিয়াছেন। ছাদটি প্রান্তরের ন্যায় প্রশস্ত, তাহার চতুর্দ্দিকে এক বুক উচ্চ প্রাচীর। রাজপুত্র ঘুরিতে ঘুরিতে সোপানশ্রেণী দেখিতে পাইলেন, একটি দ্বারের নিম্ন হইতে সোপানশ্রেণী নিম্নাভিমুখে কোন নিম্নতলবর্ত্তী প্রাসাদ-কক্ষে চলিয়া গিয়াছে, দ্বারটি অর্দ্ধোন্মুক্ত।

এরূপ অন্ধকার রাত্রিতে সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থানে হঠাৎ উপস্থিত হইয়া, অন্য কোন ব্যক্তি কখনই এই সোপানশ্রেণী অবলম্বন করিয়া, অপরিচিত প্রাসাদকক্ষে প্রবেশ করিতে সাহসী হইত না, কিন্তু রাজপুত্রের মনে

বিন্দুমাত্র ভয়ের সঞ্চার হইল না। তিনি অর্দ্ধোন্মুক্ত দ্বারপথে অবতরণ করিতে করিতে ভাবিলেন,—আমি ত' এখানে ইচ্ছা করিয়া আসি নাই, কাহারও অপকারের চেষ্টাতেও আসি নাই, আমার হাতে কোন প্রকার অস্ত্রও নাই, সুতরাং আমার সহিত প্রথমে যাহাদের দেখা হইবে, তাহারা আমার অনধিকারপ্রবেশের জন্য প্রাণবধের চেষ্টা না করিয়া অবশ্যই আমার কথা শুনিবে।" পাছে প্রাসাদস্থ কাহারও নিদ্রাভঙ্গ হয়, এই আশঙ্কায় অন্ধকারময় সোপানশ্রেণী বহিয়া তিনি অতি সাবধানে ও নিঃশব্দে অবতরণ করিতে লাগিলেন। তিনি অনেকক্ষণ পরে একটি প্রশস্ত কক্ষ দেখিলেন ; দেখিলেন, কক্ষদ্বার উন্মুক্ত, কক্ষমধ্যে একটি আলোক জ্বলিতেছে।

রাজপুত্র দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া, ঘরে কোন লোক জাগরিত আছে কি না, তাহা পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু নিদ্রিতের অস্ফুট নাসিকাধ্বনি ভিন্ন আর কোন প্রকার শব্দ শুনিতে পাইলেন না।



সুন্দরীর শয্যা-প্রান্তে

নাসা-গর্জ্জনের বিভিন্ন সুর শুনিয়া বুঝিলেন, ঘরে একাধিক মনুষ্য নিদ্রিত রহিয়াছে ; তিনি আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, কতকগুলি কৃষ্ণবর্ণ কাফ্রী খোজা কোষ-মুক্ত-তরবারি পার্শ্বে রাখিয়া নিদ্রা যাইতেছে। তখন তিনি বুঝিলেন, এই সকল ভৃত্য রাজকন্যার অন্দর রক্ষা করিতেছে। প্রকৃতপক্ষে রাজপুত্র এক রাজকন্যার অন্দরে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

রাজকন্যার কক্ষ প্রহরিগণের কক্ষের পরই অবস্থিত। রাজপুত্র দেখিলেন, রাজকন্যার কক্ষ হইতে উজ্জ্বল দীপালোক বিকীর্ণ হইয়া দ্বারপ্রান্তবর্ত্তী নীলবর্ণ রেশমী পর্দ্দার উপর পড়িয়াছে। রাজপুত্র লঘু-পদক্ষেপে সেই পর্দ্দার নিকট উপস্থিত হইলেন, প্রহরীরা তাহা অনুভব করিতে পারিল না ; তাহার পর তিনি পর্দ্দা অপসারিত করিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। গৃহের সাজসজ্জা অতি উৎকৃষ্ট হইলেও, রাজপুত্র সে দিকে লক্ষ্যপাত করিলেন না, তিনি দেখিলেন, কয়েকটি নিম্নশয্যা ও একটি সুসজ্জিত উচ্চশয্যা ; নিম্নশয্যায় রাজকন্যার দাসীগণ নিদ্রিত, সুসজ্জিত উচ্চশয্যায় স্বয়ং রাজকন্যা নিদ্রা যাইতেছেন।

নিদ্রা-শান্ত মুখের সৌন্দর্য্য-দীপ্তি

রাজপুত্র ধীরপদক্ষেপে রাজকন্যার শয্যাপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন, তিনি দীপালোকে রাজকন্যার নিদ্রাশান্ত মুখের সৌন্দর্য্য-দীপ্তির উপর ব্যগ্র-দৃষ্টি সংস্থাপন করিলেন, কিন্তু চক্ষু ফিরাইতে পারিলেন না ; দেখিলেন, অতি সুন্দর একখানি মুখ, ভ্রূ-দুটি যেন তুলি দিয়া অঙ্কিত, চক্ষুদুটি পদ্মকলির ন্যায় যেন নিশাগমে মুদিত হইয়া গিয়াছে,

শৈশবাসের শিরস্ত্রাণ মস্তকে লইয়া পয়োধরযুগল আপনাদিগের সমুন্নত মহিমা ব্যক্ত করিতেছে! রাজপুত্র সেই অনুপম সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন, তাঁহার হৃদয়ে প্রেমের হুতাশন দাবানলের সৃষ্টি করিল। তিনি মনে মনে বলিলেন,—হায়, আল্লা শেষে কি আমাকে আমার অজ্ঞাতসারে সুন্দরীর শয়নকক্ষে আনিয়া নারীপ্রেমের কুহকে নিক্ষেপ করিলেন! এমন বিপদে ত' কখন পড়ি নাই। কিন্তু এ কি অসাধারণ রূপ, এমন রূপ ত' কখন দেখি নাই, ইহাকে ত' জীবনে আর ভুলিতে পারিব না। চক্ষুদুটি মুদিত আছে, এখনই ইহা যখন এরূপ সুন্দর, তখন এই চক্ষুর্দ্বয় উন্মীলিত হইলে যে তাহাদের সৌন্দর্য্য ও জ্যোতি কিরূপ ভাবে ব্যক্ত হইবে, তাহা না দেখিলে জীবনই বৃথা। আমি যখন আসিয়াছি, তখন হঠাৎ এ স্থান পরিত্যাগ করিব না, শেষ পর্য্যন্ত দেখি, অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহাই হইবে।

নৈশবাসের অন্তরালে ফুটন্ত জ্যোৎস্না

এই সকল কথা চিন্তা করিতে করিতে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া, রাজপুত্র রাজকন্যার শয্যাপ্রান্তে জানু নত করিয়া উপবেশন করিলেন, এবং রাজকন্যার করপ্রান্তবর্ত্তী বসনাঞ্চল ধরিয়া অতি ধীরে আকর্ষণ করিলেন। রাজকন্যা চক্ষু খুলিয়াই তাঁহার সম্মুখে পরম রূপবান্ একটি নবীন যুবককে দেখিতে পাইলেন, কিন্তু তিনি এমন বিস্ময়াপন্ন হইলেন যে, বিস্ময়ের সঙ্গে ভয় তাঁহার অন্তরে স্থান পাইল না।

রাজপুত্র রাজকন্যার নিদ্রাভঙ্গ হইতে দেখিয়া, অবনতমস্তকে তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন, তাহার পর তিনি বলিলেন, "রাজকন্যা, আমি অত্যন্ত অদ্ভুত উপায়ে এখানে আসিতে বাধ্য হইয়াছি, আমি পারস্যাধিপতির পুত্র, যদি আপনি দয়া করিয়া এখন আমাকে রক্ষা না করেন, তাহা হইলে আমার জীবনের আশা নাই। আমার বিশ্বাস আছে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে আশ্রয় দান করিবেন। আপনার এই অপরূপ রূপে মধুর দয়া সংমিশ্রিত না থাকিয়াই পারে না, বিধাতার রাজ্যে এমন সামঞ্জস্যের অভাব প্রায়ই দেখা যায় না।"

যে রাজকন্যাকে পারস্যরাজপুত্র এই ভাবে সম্বোধন করিতেছিলেন, তিনি বঙ্গদেশের রাজনন্দিনী। রাজা রাজকন্যার জন্য এই প্রাসাদ রাজধানীর কিছু দূরে নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। রাজকন্যা পারস্যরাজপুত্রের কথা শুনিয়া মধুরস্বরে বলিলেন, "রাজপুত্র, আপনার ভয়ের কোন কারণ নাই, আপনি কোন অসভ্য রাজ্যে পদার্পণ করেন নাই, পারস্য রাজ্যের ন্যায় এ বঙ্গভূমিতেও আতিথেয়তা, সহৃদয়তা ও বিনয় বিরল নহে। আমি যে আপনাকে অভয়দান করিতেছি, তাহাই নহে, আপনি অভয়লাভের যোগ্য পাত্র, আমার প্রাসাদেই যে কেবল আপনি নিঃশঙ্ক হইলেন, তাহাই নহে, এ বঙ্গরাজ্যের কোন স্থানেই আপনার প্রাণের আশঙ্কা নাই। আপনি আমার কথায় বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারেন।"

দরশনে আত্ম-সমর্পণ

রাজকন্যা রাজপুত্রকে এইরূপ কথা বলিতেছিলেন, সেই সময়ে রাজকন্যার দাসীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে প্রথমে রাজকন্যার কক্ষে পুরুষ দেখিয়া কিছুই বুঝিতে পারিল না। রাজকন্যার আদেশমাত্র দাসী অন্যান্য দাসীগণের নিদ্রাভঙ্গ করিল, এবং তাঁহার আদেশে তাহারা রাজপুত্রকে একটি সুসজ্জিত কক্ষে লইয়া গেল, কেহ তাঁহার জন্য শয্যা প্রস্তুত করিতে লাগিল, কেহ বা আহার্য্যদ্রব্যের আয়োজনে তৎপর হইল। অল্পক্ষণের মধ্যেই দাসীগণ রাজপুত্রের জন্য নানা প্রকার খাদ্যদ্রব্য সুসজ্জিত করিয়া, তাঁহাকে আহারের জন্য অনুরোধ জানাইল। রাজপুত্র আহার শেষ করিয়া শয়ন করিলেন।

রাজপুত্রের রূপদর্শনে—সৌজন্য ও বিনয়নম্র বাক্যকৌশলে রাজকন্যা এতই মুগ্ধ হইলেন যে, তিনি সেই রাত্রে শয্যায় শয়ন করিয়া কেবল পারস্যরাজপুত্রের কথাই ভাবিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে দাসীরা তাঁহার কক্ষে প্রত্যাগমন করিলে, তিনি রাজপুত্রের আহার ও শয়ন হইয়াছে কি না, প্রথমে তাহাই জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার পর রাজপুত্রকে তাহারা কেমন দেখিল, তাহাই জানিতে চাহিলেন।

দাসী বলিল, "রাজকন্যা, আপনি রাজপুত্রকে কিরূপ মনে করিতেছেন, তাহা জানি না, তবে আমরা এইটুকু বলিতে পারি যে, আমরা এমন সুপুরুষ জীবনে দেখি নাই। আমাদের রাজা যদি এই রাজপুত্রের সহিত আপনার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করেন, তাহা হইলে যোগ্য পাত্রেই আপনাকে সমর্পণ করা হয়। বাঙ্গালা দেশে এমন সুপুরুষ গুণবান্ যুবক আর নাই, এ কথা আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি।"

দাসীর এই কথা শুনিয়া রাজকন্যা বিশেষ প্রীতি লাভ করিলেন, কিন্তু তিনি দাসীর নিকট তাঁহার মনের ভাব প্রকাশ করিলেন না। তিনি দাসীকে চুপ করিতে আদেশ করিয়া বলিলেন, "তোরা ভারী খোসামুদে, যাহার প্রশংসা করিস্, তাহাকে একেবারে আকাশে তুলিয়া দিস্। যা, এখন শুইতে যা, আমার ঘুমের ব্যাঘাত করিস্ নি।"

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া রাজকন্যা স্নানাগারে প্রবেশ করিলেন, স্নানের পারিপাট্যে এমন ভাবে তিনি আর কখনও সময়ক্ষেপ করেন নাই, অনেকক্ষণ ধরিয়া তিনি দর্পণে মুখ দেখিলেন ও গাত্রে গন্ধদ্রব্য লেপন করিলেন, দাসীগণ বহুক্ষণ ধরিয়া তাঁহার অঙ্গমার্জ্জনা করিল, দীর্ঘকাল পরে তাঁহার স্নান শেষ হইল।

মনোমোহিনী সজ্জার ঘটা

স্নান শেষ করিয়া রাজকন্যা মনে করিতে লাগিলেন, কাল রাত্রে আমি স্পষ্টই বুঝিয়াছিলাম, রাজপুত্র আমাকে দেখিয়া বড় আনন্দিত হইয়াছেন, আমার সজ্জাহীন দেহ দেখিয়াই তিনি যখন খুসী হইয়াছিলেন, তখন আমাকে সুসজ্জিত দেখিয়া তাঁহার যে আনন্দের সীমা থাকিবে না, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। রাজকন্যা অঙ্গে বহুমূল্য হীরক-অলঙ্কার পরিধান করিলেন, কণ্ঠে কণ্ঠমালা, হস্তে বলয়, কটিদেশে রত্নখচিত মেখলা শোভিত করিয়া, মনোমোহিনী বেশে সজ্জিত হইলেন। অতি উৎকৃষ্ট চীনাংশুকে দেহ মণ্ডিত করিলেন, তাঁহার রূপ শতগুণে বর্দ্ধিত হইল। আবার তিনি দর্পণে প্রতিবিম্ব দেখিলেন, দাসীগণকে একে একে জিজ্ঞাসা করিলেন, সৌন্দর্য্যের কোনখানে কোন খুঁত—সাজসজ্জার কোন অভাব আছে কি না? সকলে বলিল, "না রাজকন্যা, তোমার এ রূপে আজ ভুবন ভুলিতে পারে।" রাজকন্যা তখন দাসীকে বলিলেন, "রাজপুত্রের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে কি না দেখিয়া আয়। আর যদি তাঁহার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া থাকে, তবে তাঁহাকে বলিবি, আমি তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছি। সাক্ষাতের একটু বিশেষ প্রয়োজনও আছে।"

রাজপুত্র দীর্ঘকাল নিদ্রায় ক্লান্তি দূর করিয়া তখন উঠিয়া বসিয়াছিলেন, বস্ত্রপরিবর্ত্তন করিয়া বসিবামাত্র রাজকন্যার দাসীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল।

রূপ-বিজলীর ছটা

দাসীর নিকট তিনি রাজকন্যার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে, দাসী বলিল, "রাজকন্যা আপনার নিকটেই আসিতেছেন, আমি তাঁহার আদেশানুসারে এ সংবাদ জ্ঞাপন করিতে আসিলাম।"

পারস্যরাজপুত্র রাজকন্যার অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হইলেন, ইতিমধ্যে রাজকন্যা রূপের বিজলী-তরঙ্গ তুলিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন, উভয়ে তখন পরস্পরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। রাজকন্যা বলিলেন, "কাল রাত্রে আপনি বড়ই কষ্ট পাইয়াছেন বুঝিয়াছি, অপরাধ মার্জ্জনা করুন।" রাজপুত্র বলিলেন, "আপনার ঘুম ভাঙ্গাইয়া রাত্রে বড়ই অন্যায় করিয়াছি, আমাকে মার্জ্জনা করুন।" রাজকন্যা সোফার উপর বসিলেন, তাঁহার প্রতি সম্মানপ্রদর্শনার্থ পারস্যরাজপুত্র কিঞ্চিৎ দূরে উপবেশন করিলেন।

অতঃপর উভয়ের মধ্যে আলাপ আরম্ভ হইল। রাজকন্যা বলিলেন, "রাজপুত্র, আমি কাল রাত্রে আপনাকে আমার কক্ষে রাখিতে পারিতাম, কিন্তু আমার কক্ষে আমার খোজা ভৃত্যগণ সর্ব্বদাই প্রবেশ করে, পাছে আপনার নিদ্রার ব্যাঘাত হয় ভাবিয়া আমি আপনার শয়নের স্থান এই কক্ষে নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলাম, এখানে আমার অনুমতি ভিন্ন কাহারও প্রবেশের অধিকার নাই। আপনি এক্ষণে মধ্যরাত্রে কোথা হইতে কিরূপে আসিলেন, তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন, শুনিতে আমার বড় কৌতূহল হইয়াছে।"

প্রেম-নিবেদনের সূচনা

রাজপুত্র রাজকন্যাকে নৌরোজ উৎসব হইতে আরম্ভ করিয়া, মায়া-অশ্বের বিচিত্র কাহিনী পর্য্যন্ত সকল কথা আদ্যোপান্ত বলিলেন, তাহার পর বলিতে লাগিলেন, "রাজকন্যা, আপনি এখন স্পষ্ট বুঝিয়াছেন, আমার পিতা পারস্যাধিপতি এই অশ্বটি লাভ করিবার জন্য কিরূপ ব্যগ্র হইয়াছিলেন, এ জন্য তিনি অশ্বস্বামীর নিকট অশ্বের মূল্যের কথাও তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। কিন্তু অশ্বপতি বলে যে, আমার ভগিনী রাজকন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ না দিলে সে এই অশ্ব পিতার হস্তে সমর্পণ করিবে না। পিতার অমাত্যগণ অশ্বস্বামীর এই দুঃসাহস দেখিয়া হাসিয়াছিল, কিন্তু পিতার ভাব দেখিয়া বোধ হইল, কন্যাদান করিয়াও তিনি এই অশ্ব লইতে প্রস্তুত। আমি তাঁহাকে এ ভাবে বংশের গৌরব বিসর্জ্জন করিতে নিষেধ করিলাম। পিতা তখন ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। অশ্বস্বামী আমাকে বাধ্য করিবার উদ্দেশ্যে তাহার অশ্বের গুণ ও শক্তি প্রদর্শনের জন্য আমাকে অশ্বে আরোহণ করিতে বলিল, আমি অশ্ব-পরিচালনা-সম্বন্ধে তাহার কোন উপদেশ শ্রবণ না করিয়াই অশ্বে আরোহণ করিলাম, অশ্ব বায়ুবেগে ঊর্দ্ধাকাশে উড়িয়া চলিল, ক্রমে আমি এত ঊর্দ্ধে উঠিলাম যে, পৃথিবী আর দেখা যায় না, আমি নামিবার জন্য চেষ্টা করিলাম, যে হাতল ঘুরাইয়া অশ্বের গতিসঞ্চার করিয়াছিলাম, উল্‌টা দিকে তাহা ঘুরাইতে লাগিলাম, কিন্তু কোনই ফল ফলিল না, অবশেষে অশ্বের কর্ণমূলে আর একটি হাতল দেখিতে পাইলাম, তাহা ঘুরাইতেই অশ্ব নামিতে আরম্ভ করিল। আমি অনেক পরিমাণে আশ্বস্ত হইলাম।

"অশ্ব ভূমিস্পর্শ করিলে আমি তাহার পৃষ্ঠদেশ হইতে অবতরণ করিলাম। আমি কোথায় আসিয়াছি, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য চারিদিকে চাহিতে লাগিলাম, অবশেষে তাহা একটি প্রাসাদের ছাদ বলিয়া বুঝিতে পারিলাম। সোপানের দ্বার অর্দ্ধমুক্ত দেখিয়া সোপানশ্রেণী নামিয়া প্রাসাদকক্ষে প্রবেশ করিলাম; দেখিলাম, কতকগুলি লোক নাসিকাধ্বনি করিতেছে। বুঝিলাম, লোকগুলি নিদ্রিত, কক্ষে একটি আলো জ্বলিতেছিল, সেই আলোকের সাহায্যে দেখিলাম, তাহারা ভৃত্য, কালো কাফ্রী, খোলা তরবারি পাশে রাখিয়া নাসিকা-গর্জ্জন করিয়া আপনার পুরী রক্ষা করিতেছে; সুতরাং সেই গৃহ অতিক্রম করিয়া আপনার কক্ষে উপস্থিত হওয়া আমার পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন হইল না। তাহার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তাহা সমস্তই আপনি জ্ঞাত আছেন"। আপনার করুণা ও সদাশয়তাগুণেই আমি কাল রক্ষা পাইয়াছি। আপনি আমার যে উপকার করিয়াছেন, সে জন্য আমি আপনার চরণমূলে বিনামূল্যে বিক্রীত হইয়াছি; আমার আর কিছুই নাই, আছে কেবল আমার হৃদয়। কিন্তু সুন্দরি, ভুবনমোহিনি, যাহা আছে বলিতেছি, সে হৃদয়ও কি আর আমার আছে? আপনি তাহাও আপনার ঐ পরম-রমণীয় রূপরজ্জুতে বাঁধিয়া আত্মসাৎ করিয়াছেন, আমার আর কিছুই নাই, কিন্তু সে জন্য আমি দুঃখিতও নহি, আমি তাহা আর আপনার নিকট ফিরিয়াও চাহি না। আমি আপনার হস্তে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিলাম। আপনি আমার দেহের ও হৃদয়ের অধীশ্বরী হউন।"

রূপের মোহন ফাঁদে

রাজকন্যা কথাগুলি শুনিয়াই বুঝিলেন, তাঁহার রূপে রাজপুত্র মুগ্ধ হইয়াছেন, পারস্য-রাজনন্দনের প্রেম-নিবেদনে তিনি কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ বা বিরক্ত হইলেন না। তাঁহার সুন্দর মুখ লজ্জায় আরক্তিম হইয়া উঠিল, প্রণয়ের মোহে তাহার যৌবনশ্রী আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

দুটি মনচোরের প্রাণ বিনিময়

রাজপুত্র নীরব হইলে, রাজকন্যা ধীরে ধীরে বলিলেন, "রাজপুত্র, আপনি ঊর্দ্ধাকাশে উঠিয়া যেরূপ বিপদে পড়িয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া আমি বড় ভীত হইলাম। ভাগ্যক্রমে আপনি আমার প্রাসাদের ছাদে নামিয়াছিলেন; যদি আর কোথাও পড়িতেন, তাহা হইলে ত' নানারূপ বিপদ ঘটিতে পারিত। তবে আমি এইমাত্র বলিতে পারি, এখানে আমি যে ভাবে আপনার অভ্যর্থনা করিয়াছি, অন্যত্র হয় ত' তাহা দুর্লভ হইত। এই অভ্যর্থনার জন্য আপনি আমার দাস, এ কথা প্রকাশ করায় আমি বড় লজ্জিত হইয়াছি, আমার একটু রাগও হইয়াছে। বোধ হয়, আপনি বিনয়াতিশয্য বশতঃ এই সব কথা বলিলেন, সম্ভবতঃ ইহা আপনার মৌখিক ভদ্রতা মাত্র। তবে আমি এইমাত্র বলিতে পারি, আপনার পারস্যরাজ্যে আপনার যে আদর, যে সম্মান, আমার এখানেও আপনি তাহা অপেক্ষা অল্প আদর বা অল্প সম্মান লাভ করিবেন না। আর আপনি যে আপনার হৃদয়ের কথা বলিতেছেন, ও কথাটার উল্লেখ না করাই ভাল ছিল; কারণ, আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি, ঐ জিনিসটি হইতে আপনি পূর্ব্বেই বঞ্চিত হইয়াছেন, কোন সুন্দরী রাজকন্যা তাহা অপহরণ করিয়া বসিয়া আছেন, তাঁহার অপহৃত সামগ্রী অপহরণ করিতে গিয়া আমি চোরের উপর বাটপাড়ী করিতে পারিব না, তাহাতে অধর্ম্ম হইবে। আমরা বাঙ্গালা দেশের মেয়ে, অধর্ম্মকে বড় ভয় করি।"

রাজপুত্র রাজকন্যাকে বলিতে যাইতেছিলেন,—না, আমার হৃদয় এ পর্য্যন্ত কোন সুন্দরী কর্তৃক অপহৃত হয় নাই, আপনিই সর্ব্বপ্রথমে ইহা অপহরণ করিয়াছেন—এমন সময় দাসী আসিয়া সংবাদ দিল, আহার প্রস্তুত। এই কথা শুনিয়া তাঁহারা হৃদয়-হরণের কথা সম্বন্ধে আন্দোলন বন্ধ করিয়া ক্ষুধা-হরণের বিষয়ে মনোযোগী হইলেন। রাজকন্যা রাজপুত্রের কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিলেন, রাজপুত্রও বুঝিলেন, রাজকন্যা তাঁহার প্রেমফাঁদে বন্দী হইয়াছেন, তাঁহার মনে আনন্দের সীমা রহিল না।

রাজকন্যা দাসীর কথা শুনিয়া সোফা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন, রাজপুত্র ফিরোজ শাহও উঠিলেন। রাজকন্যা তাঁহাকে বলিলেন, তিনি তত সকালে আহার করেন না, তবে রাজপুত্রের রাত্রে ভাল আহার হয় নাই বলিয়াই তিনি সকালে আহার প্রস্তুতের আদেশ করিয়াছিলেন।

রূপের নাগপাশে বন্দী

অতঃপর রাজকন্যা রাজপুত্রকে সঙ্গে লইয়া, সুসজ্জিত সুবিস্তীর্ণ ভোজনাগারে প্রবেশ করিলেন। অত্যুৎকৃষ্ট আহার্য্য দ্রব্যে আহারের স্থান পরিপূর্ণ ছিল, তাঁহারা আহারে বসিবামাত্র এক জন সুন্দরী যুবতী দাসী আসিয়া, বাদ্যযন্ত্র বাজাইয়া গান আরম্ভ করিল।

গান অতি ধীরে অতি মধুরে চলিতেছিল, তাহাতে তাঁহাদের আলাপের ব্যাঘাত জন্মিল না। উভয়ে মনের সুখে আলাপ করিতে লাগিলেন, প্রেমের বন্ধন ক্রমে নিবিড়তর হইতে লাগিল।

আহারের পর উভয়ে আর একটি কক্ষে প্রবেশ করিলেন, কক্ষটি নীল বর্ণে ও সুবর্ণ-রেখায় চিত্রিত। তাঁহারা বারান্দায় একখানি সোফার উপর উপবেশন করিলেন, সম্মুখেই উপবন, রাজপুত্র দেখিলেন, উপবনে অসংখ্য জাতীয় ফলের ও ফুলের গাছ, লতা, গুল্ম, কত নূতন নূতন বৃক্ষ দেখিলেন; পারস্যদেশে সে সকল বৃক্ষ নাই, সুগন্ধ ও শোভায় সকল ফুলই অতুলনীয়।

রাজপুত্র উপবনের শোভাদর্শনে মুগ্ধ হইয়া, রাজকন্যাকে বলিলেন, "রাজকন্যা, আমি মনে করিতাম, পৃথিবীতে পারস্যদেশ ভিন্ন অন্য কোন দেশে বুঝি সুন্দর রাজপ্রাসাদ, সুরম্য উপবন নাই, কিন্তু আপনার এই উদ্যান দেখিয়া আমি বুঝিতেছি, পৃথিবীর যেখানে যত ঐশ্বর্য্যবান্ নরপতি আছেন, সেখানেই উৎকৃষ্ট প্রাসাদ ও নয়নরঞ্জন উপবনের অভাব নাই।"

রাজকন্যা বলিলেন, "রাজপুত্র, পারস্যরাজের প্রাসাদ ও উপবন প্রভৃতি সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা নাই, সুতরাং উভয় রাজ্যের উপবন ও প্রাসাদাদির মধ্যে আমি এখন তুলনা করিতেছি না। আমি আমার প্রাসাদকে মন্দ বলিতেছি না, কিন্তু আমার পিতার প্রাসাদ এই প্রাসাদের তুলনায় অনেক শ্রেষ্ঠ। আপনি সেই প্রাসাদ সন্দর্শন করিলেই আমার কথার যাথার্থ্য বুঝিতে পারিবেন। আপনি যখন ঘটনাচক্রে পড়িয়া বঙ্গদেশে আসিয়াছেন, তখন আপনাকে একবার আমার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতেই হইবে, আপনার ন্যায় রাজপুত্র আমার পিতার নিকট আদর ও যত্নলাভের সম্পূর্ণ যোগ্য।"



চোখে চোখে প্রেমের ভাষা

রাজকন্যার মনের ভাব এই যে, বঙ্গাধিপতি পারস্যরাজপুত্রের পরিচয় পাইলে তাঁহার রূপগুণে আকৃষ্ট হইয়া, তাঁহাকে জামাতৃপদে বরণ করিলেও করিতে পারেন। রাজপুত্র রাজকন্যার মনের ভাব সহজেই বুঝিতে পারিলেন, রাজকন্যা যে তাঁহার প্রতি আসক্ত হইয়াছেন, তাহাও বুঝিতে বিলম্ব হইল না, সুতরাং পিতার অনুমতি হইলে রাজকন্যা তাঁহার কণ্ঠে বরমাল্য সমর্পণ করিবেন, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু পারস্যরাজকুমার রাজকন্যার নিকট তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করিলেন না। তিনি বলিলেন, "রাজকন্যা, আপনার পিতার প্রাসাদ যে আপনার প্রাসাদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহা আপনার কথা হইতেই বুঝিতে পারিয়াছি। আপনার পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার আদর লাভ করা কেবল আনন্দের বিষয় নহে, তাহা সৌভাগ্যের বিষয়ও বটে, কিন্তু রাজকন্যা, আপনিই স্বয়ং বিচার করিয়া দেখুন, আপনার পিতার ন্যায় অশেষ ঐশ্বর্য্যশালী, ক্ষমতাসম্পন্ন নরপতির নিকট আমার একাকী অসহায় নিঃসম্বল অবস্থায় উপস্থিত হওয়া সঙ্গত কি না?"

পূর্ব্বরাগ অবসানে পিতৃসম্মতি প্রার্থনা

রাজকন্যা বলিলেন, "সে জন্য আপনি ক্ষণকালের জন্যও উদ্বিগ্ন হইবেন না। আপনার যাহা ইচ্ছা হইবে, আমি তাহা পূর্ণ করিবার জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করিব, আমার অর্থের অভাব নাই। আপনি যত ভৃত্য, যেরূপ পরিচ্ছদ চান, তাহাই আমি সংগ্রহ করিয়া দিব। আপনার স্বদেশীয় অনেক সদাগর এই নগরে বাস

করেন, তাঁহাদের সাহায্যে আপনি আপনার বাসগৃহ আপনার স্বদেশীয় গৃহের ন্যায় সজ্জিত করিয়া ল
পারেন। আপনি আপনার উপযুক্ত সমস্ত আয়োজনই এখানে করিতে পারিবেন।"

রাজপুত্র রাজকন্যার প্রণয়ের এই সুস্পষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত পুলকিত হইলেন, রাজক গভীর প্রণয়ের পরিচয় পাইয়াও তিনি তাঁহার পক্ষে যেরূপ কথা বলা সঙ্গত, তাহা বলিতে সঙ্কুচিত হই না। তিনি বলিলেন, "রাজকন্যা, আপনি আপনার উপযুক্ত কথাই বলিয়াছেন, এজন্য আপনি আমার আন্ত কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ গ্রহণ করুন, কিন্তু আমার পিতা আমার অদর্শনে কিরূপ কাতর ও উদ্বিগ্ন হইয়া তাহা চিন্তা করিয়া আমি স্থির থাকিতে পারিতেছি না। তাঁহার সেই দুশ্চিন্তা দূর করিবার জন্য আমি অবিলম্বে তাঁহার নিকট প্রতিগমন না করি, তাহা হইলে আমি তাঁহার স্নেহ ও বাৎসল্যলাভে অযোগ্য। আমি তাঁহার চরিত্র জানি, আমি এখানে আপনার আতিথ্যসুখে পরমানন্দে কালক্ষে করিতেছি; কিন্তু আমাকে জীবনে আর দেখিতে পাইবেন না, মনে করিয়া তিনি কিরূপ নিরানন্দচি দিবারাত্রি যাপন করিতেছেন, তাহা আমি এত দূরে থাকিয়াও, বিশেষভাবে বুঝিতে পারিতেছি। রাজক যদি আপনি আমার কণ্ঠে মালা সমর্পণ অগৌরবজনক জ্ঞান না করেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয় বলিতে যে, আমি পিতার সম্মতি গ্রহণ করিয়া রাজপুত্রের ন্যায় আপনার পিতার রাজধানীতে উপস্থিত হ এবং আপনাকে বিবাহ করিবার প্রার্থনা জানাইব। আমার পিতা যে প্রকৃতির লোক, তাহাতে তি কখনও আমার প্রার্থনা উপেক্ষা করিবেন না। তাঁহাকে সকল কথা বলিলে তিনি এ বিবাহে আহ্লাদে সহিত সম্মতিদান করিবেন।"

মিলন-সূচনায় বিরহ আশঙ্কা

রাজকন্যা অতঃপর পারস্যরাজপুত্রকে আর তাঁহার পিতার সহিত সাক্ষাতের জন্য অনুরোধ করিবে না, কিন্তু তিনি ভাবিতে লাগিলেন,—রাজপুত্র এত শীঘ্র চলিয়া যাইবেন, যদি চলিয়া যাইতে যাইতে আমার কথা ভুলিয়া যান, আর যদি এ রাজ্যে ফিরিয়া না আসেন, তাহা হইলে আমার অদৃষ্টে হইবে? কিন্তু সে কথার কিছুমাত্র আভাস মুখে না জানাইয়া রাজকন্যা বলিলেন, আপনি দে প্রতিগমনের যে কারণ নির্দ্দেশ করিতেছেন, তাহার উপর আর কোন কথাই চলিতে পারে না। কি তথাপি আমি আপনাকে এত শীঘ্র ছাড়িয়া দিতে পারি না। আপনি এখানে আর কয়েক দিন অপেক্ষা করুন, এ দেশের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করুন; আপনি স্বদেশে উপস্থি হইলে যাহাতে সে দেশের রাজসভায় বঙ্গরাজ্য সম্বন্ধে অনেক সংবাদ প্রদান করিতে পারেন, তাহার জ প্রস্তুত হউন।" পারস্যরাজপুত্র রাজকন্যার এই অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না, তিনি আর কিছুদিন বঙ্গদেশের রাজধানীতে বাস করিতে সম্মত হইলেন, রাজকন্যা নানা উপায়ে তাঁহার মনোরঞ্জ করিতে লাগিলেন।

বঙ্গদেশের রাজকন্যার অপরূপ রূপলাবণ্য, যৌবনপুষ্পিত দেহ রাজপুত্রের হৃদয়কে বিমুগ্ধ করিয়াছিল রাজপুত্র ফিরোজও তরুণ যুবক। তাঁহার সুগঠিত সুন্দর মদনমোহনরূপে তরুণী রাজকন্যাও আত্মবিস্মৃ হইয়াছিলেন। পরস্পর পরস্পরের প্রেমে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। কাজেই মদনের ফুলশর অব্যর্থ লক্ষে উভয়কে জর্জ্জর করিয়া তুলিল। উভয়ে উভয়কে যখন কামনা করিতেছিলেন, তখন মিলনকামী তরুণ যুগলের দেহের মিলনে কে প্রতিবন্ধকতাচরণ করিবে! ভবিষ্যতে লৌকিক বিবাহ আচার পালন করা যাইবে মনে করিয়া এক দিন শুভ মুহূর্ত্তে পরস্পর পরস্পরের কণ্ঠলগ্ন হইলেন। সমগ্র রজনী উভয়ে যৌবনের অতৃপ্ত মদিরা পান করিয়া প্রেমদেবতার চরণে অর্ঘ্য নিবেদন করিলেন।

প্রেমদেবতার চরণে অর্ঘ্য

প্রণয়-মিলনের পর কয়েক দিন ধরিয়া, কেবল আমোদ ও আনন্দের তরঙ্গ বহিতে লাগিল। নৃত্য, গীত, র, ভোজ, শিকার প্রভৃতিতে জলস্রোতের ন্যায় অবাধে দিন কাটিতে লাগিল। এইরূপ আমোদের পর সময়ান্তরে বঙ্গদেশাধিপতির দুহিতা ও পারস্যরাজপুত্র উপবনস্থ কোন বিহঙ্গ-কাকলি-মুখরিত শাখা-পত্র-াচ্ছন্ন বৃক্ষের শ্যামল ছায়ায় বসিয়া, স্ব স্ব দেশের রাজা সম্বন্ধে কত কথা বলিতেন। রাজপুত্রকে এমনই রিয়া প্রতিদিন প্রেম-শিকলে বাঁধিবার জন্য রাজকন্যা প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রণয়ীর মধুর আশ্বাস

রাজপুত্র ফিরোজ শাহ দুইমাসকাল রাজকন্যার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া, নানাভাবে তাঁহার প্রমোদ-পিয়াসা তৃপ্ত রিলেন। দুইমাসকাল দুই দিনের মত কাটিয়া গেল, অবশেষে এক দিন রাজপুত্র রাজকন্যাকে লেন, "আমি অনেক দিন এখানে থাকিলাম, আর অধিক বিলম্ব করিলে আমার কর্ত্তব্যভঙ্গ হইবে। তার প্রতি আমার যে কর্ত্তব্য, তাহা পূর্ণ করিবার জন্য তুমি আমাকে অনুমতি কর। আমি যত পারি, তোমার পিতৃরাজধানীতে প্রত্যাগমন করিব, তাহার পর তোমার পিতার নিকট বিবাহের প্রার্থনা রিব। তুমি আমাকে কপট-প্রণয়ী বলিয়া মনে করিও না। প্রিয়তমে, তোমাকে যে কত ভালবাসিয়াছি, তাহা মি বাক্যে প্রকাশ করিতে পারি না। আমি জানি, তোমাকে না পাইলে আমার জীবন মরুপ্রায় হইবে; ন্য উপায় নাই, যদি আমি জানিতাম, বিরহ অসহ্য জ্ঞান করিয়া তুমি আমার সহিত যাইতে প্রস্তত ছ, তাহা হইলে আমি তোমাকে সে অনুরোধ করিতে সঙ্কুচিত হইতাম না।"

রাজকন্যা এই কথা শুনিয়া প্রথমে লজ্জায় অধোমুখী হইলেন, তিনি বিন্দুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ করিলেন কিন্তু পারস্যরাজপুত্রের কথার কি উত্তর দিবেন, তাহাও বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহার এই ভাব খিয়া রাজপুত্র পুনর্ব্বার বলিলেন, "প্রাণেশ্বরি, যদি তুমি মনে করিয়া থাক, আমাদের এই বিবাহে ত' তোমার পিতার সম্মতি না হইতেও পারে, তাহা হইলে আমি তোমাকে নিঃসঙ্কোচে জানাইতেছি, ম এ বিষয়ে সকল আশঙ্কা ত্যাগ কর, তুমি তোমার পিতার যে সকল গুণের কথা বলিয়াছ, হাতে তাঁহাকে আদর্শ নরপতি বলিয়াই আমার বোধ হয়। তিনি অনর্থক তোমার ন্যায় গুণবতী দুহিতার ন কষ্টদান করিবেন, এ কথা কোনমতে বিশ্বাস করা যায় না; সুতরাং আমাদের বিবাহের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছে। আমার পিতার দূত-মুখে সকল বার্ত্তা শুনিলেই তিনি নিশ্চয়ই বিবাহে সম্মতি জ্ঞাপন করিবেন।"

বিমানে সুন্দর-সুন্দরীর চম্পট

রাজকন্যা একবারও কোন উত্তর দিলেন না। প্রিয়তমার এই মৌনভাব দেখিয়া, রাজপুত্র বুঝিলেন, তাঁহার ত পারস্যদেশে গমন করিতে রাজকন্যার আপত্তি বা অনিচ্ছা নাই। রাজকন্যা জানিতেন, রাজপুত্র মায়া-পরিচালনের সকল কৌশল অবগত নহেন, সুতরাং পাছে পথে কোন বিপদে পড়িতে হয়, এই ভয়ে তিনি ছু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন, কিন্তু রাজপুত্র অবিলম্বে তাঁহার ভয় দূর করিয়া তাঁহাকে জানাইলেন, এখন নি অশ্বস্বামী অপেক্ষা ভাল অশ্বপরিচালন করিতে পারেন। রাজকন্যা তখন রাজপুত্রের সহিত পারস্যদেশে ত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহা এত গোপনে যে, কেহই সে কথা জানিতে পারিল না।

পরদিন অতি প্রত্যূষে—তখন রাজপুরবাসিগণ সকলেই নিদ্রাঘোরে আচ্ছন্ন, রাজকন্যা রাজপুত্রের ত তাঁহার প্রাসাদের ছাদের উপর উঠিলেন। রাজপুত্র তাঁহার অশ্বটি গুপ্তস্থান হইতে বাহির করিয়া, হার মুখ পারস্যের দিকে ফিরাইয়া প্রথমে তাহার উপর আরোহণ করিলেন, তাহার পর তাঁহার সম্মুখে জকন্যাকে অশ্বে আরোহণ করাইলেন, রাজকন্যা মায়া-অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, অশ্বপরিচালনার জন্য জপুত্রকে সঙ্কেত করিলেন। রাজপুত্র পারস্যরাজধানী হইতে বহির্গত হইবার সময় যে হাতল ঘুরাইয়া পরিচালন করিয়াছিলেন, সেই হাতলটি ঘুরাইলেন। দেখিতে দেখিতে অশ্ব আকাশপথে উত্থিত হইল।

পারস্যরাজপুত্র অশ্বটিকে এমন কৌশলের সহিত পরিচালিত করিলেন যে, বঙ্গদেশের রাজকন্যার প্রাসাদ পরিত্যাগ করিবার প্রায় আড়াই ঘণ্টার মধ্যে পারস্যরাজধানী তাঁহাদের দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল। পারস্যরাজকুমার যে স্থানে অশ্বে আরোহণ করিয়াছিলেন, সেখানে কিম্বা রাজপ্রাসাদে অবতরণ না করিয়া রাজধানীর কিঞ্চিৎ দূরে একটি পল্লীভবনে অবতরণ করিলেন। তিনি সেই গৃহের একটি সুসজ্জিত কক্ষে রাজকন্যাকে রাখিয়া তাঁহাকে বলিলেন, তিনি তাঁহার পিতার নিকট তাঁহার আগমনসংবাদ জানাইয়া তাঁহার উপযুক্ত অভ্যর্থনার আয়োজন করিয়া সত্বর এখানে ফিরিয়া আসিবেন। সেই প্রাসাদস্থিত ভৃত্যকে রাজকন্যার প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী প্রদানের আদেশ করিয়া, আবার অশ্বারোহণ করিয়া পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন।

পুত্র-আগমনে আনন্দ-উৎসব

রাজপুত্রকে পথ দিয়া যাইতে দেখিয়া প্রজাগণ আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল। তাহারা রাজপুত্রকে পুনর্ব্বার দেখিবার আশা করে নাই। রাজা মন্ত্রিগণের সহিত শোকবস্ত্র পরিধান করিয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। রাজা পুত্রকে দেখিয়া আনন্দবেগে অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিলেন না। বিস্ময় ও আনন্দে তিনি আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। তিনি অবিলম্বে রাজপুত্রকে মায়া-অশ্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন।

এই প্রশ্ন শুনিয়া রাজপুত্র তাঁহার বিপদের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ পিতার নিকট ব্যক্ত করিলেন। বঙ্গদেশের রাজকন্যার প্রাসাদে নিপতিত হইয়া, তাঁহার নিকট কিরূপ ভাবে আদর ও যত্ন লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা করিয়া, পারস্যদেশে তাঁহার সহিত রাজকন্যার আগমনসংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। তিনি যে রাজকন্যাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, তাহাও জানাইলেন, অবশেষে বলিলেন, "আমার বিশ্বাস, আপনি রাজকন্যার সহিত আমার বিবাহে অমত প্রকাশ করিবেন না। মায়া-অশ্ব আমি সঙ্গে লইয়াই আসিয়াছি, আমি রাজকন্যাকে আপনার একটি পল্লী-ভবনে রাখিয়া আসিয়াছি, বিবাহ সম্বন্ধে আপনি আদেশ প্রদান করিলে, আমি তাঁহাকে সে কথা জানাইয়া তাঁহার ভয় দূর করিতে পারি।"

রাজা তাঁহার পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "বৎস, আমি আনন্দের সহিত এই বিবাহে অনুমতি প্রদান করিলাম, কেবল অনুমতিমাত্র নহে, আমি স্বয়ং রাজকন্যার নিকট উপস্থিত হইয়া, তোমার প্রতি তাঁহার অনুগ্রহের জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিব, তাহার পর তাঁহাকে সসম্মানে আমার প্রাসাদে লইয়া আসিয়া আজই বিবাহের আয়োজন করিব।" রাজার আদেশে সকলে শোকবস্ত্র ত্যাগ করিয়া আনন্দে যোগদান করিল; গীতবাদ্যে রাজপুরী মুখরিত হইয়া উঠিল। অতঃপর রাজা অশ্বস্বামীকে কারাগার হইতে মুক্তিদান করিয়া, তাঁহার নিকট উপস্থিত করিতে আদেশ প্রদান করিলেন।

অশ্বস্বামী তৎক্ষণাৎ রাজার সন্নিকটে আনীত হইল। রাজা বলিলেন, "আমার পুত্রের বিপদের জন্যই ক্রুদ্ধ হইয়া তোমার প্রতি কঠিন দণ্ডের বিধান করিয়াছিলাম, আমার পুত্র নির্ব্বিঘ্নে রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে, তুমি অবিলম্বে তোমার অশ্ব লইয়া আমার রাজধানী হইতে দূর হইয়া যাও।"

অশ্ব-শিল্পীর প্রতিশোধ

অশ্বস্বামী পথে আসিতে আসিতে শুনিতে পাইল, রাজপুত্র তাহার অশ্বারোহণে রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন, তিনি একাকী আসেন নাই, একটি পরমা সুন্দরী রাজকন্যাকেও সঙ্গে লইয়া আসিয়াছেন, সুলতান তাঁহার পুত্রের সহিত সেই রাজকন্যার বিবাহ দিবেন, এবং পল্লীভবন হইতে অবিলম্বে তাঁহাকে প্রাসাদে লইয়া যাইবেন। এই সংবাদে অশ্বস্বামী রাজার পূর্ব্বেই রাজকন্যার জন্য নির্দ্দিষ্ট ভবনে উপস্থিত হইল, এবং রাজভৃত্যকে জানাইল, আমি রাজা ও রাজপুত্রের আদেশ অনুসারে আসিয়াছি। রাজকন্যাকে মায়া-অশ্বে চড়াইয়া আকাশপথে রাজপ্রাসাদে লইয়া যাইবার জন্য আমার প্রতি অনুমতি হইয়াছে।"

রাজভৃত্য অশ্বস্বামীকে চিনিত, রাজার আজ্ঞায় যে সে কারারুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাও সে জানিত। রাজভৃত্য তাহাকে মুক্তিলাভ করিতে দেখিয়া তাহার কথা সত্য বলিয়াই মনে করিল, সুতরাং সে রাজকন্যাকে সে কথা জানাইল। রাজকন্যা রাজপুত্রের সহিত সাক্ষাতের জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন, তিনি অশ্বস্বামীর কথায় বিন্দুমাত্রও সন্দেহ না করিয়া অশ্বস্বামীর পশ্চাতে অশ্বে আরোহণ করিলেন। অশ্বস্বামী তৎক্ষণাৎ হাতল ঘুরাইয়া দিতেই অশ্ব আকাশপথে উঠিল। রাজপুত্র অত্যন্ত ব্যস্তভাবে রাজকন্যাকে পিতার শুভাগমনসংবাদজ্ঞাপন করিতে যাইতেছিলেন, সুলতানও অমাত্যপারিষদবর্গে বেষ্টিত হইয়া পল্লী-ভবনাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন, এমন সময় তাঁহারা সভয়ে সবিস্ময়ে দেখিলেন, অশ্বস্বামী রাজকন্যাকে ভুলাইয়া লইয়া ঊর্দ্ধাকাশে বায়ুবেগে ধাবিত হইয়াছে।

রাজকুমারী-হরণ

রাজা এই দৃশ্য দেখিয়া ঘৃণায়, লজ্জায় ও অপমানে ম্রিয়মাণ হইলেন, ক্রোধে তিনি কম্পিতকলেবর হইয়া অশ্বস্বামীকে নানা প্রকার অভিসম্পাত দান করিতে লাগিলেন, কিন্তু অশ্বস্বামী তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া ছুটিয়া চলিতে লাগিল। রাজা অবশেষে হতাশভাবে প্রাসাদে পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

কিন্তু রাজপুত্রের শোকদুঃখের সীমা রহিল না, তাঁহার মনের অবস্থা বর্ণনা করা যায় না। তিনি রাজকন্যাকে অশ্বস্বামীর সঙ্গে ঊর্দ্ধাকাশ দিয়া উড়িয়া যাইতে দেখিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মৃতবৎ অবস্থান করিলেন, তাহার পর তিনি অশ্বস্বামীর নীচতাপূর্ণ ব্যবহারে যেমন ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন, রাজকন্যার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া সেইরূপ ক্ষোভে বিচলিত হইলেন। কিছুকাল পরে অশ্ব তাঁহাদিগের দৃষ্টিপথের অন্তরালে চলিয়া গেল। অতঃপর তিনি কি করিবেন, তাহা ভাবিয়া পাইলেন না। এখন তাঁহার কর্ত্তব্য কি, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি রাজপ্রাসাদের একটি গোপন কক্ষে পড়িয়া, দিবানিশি অশ্রুত্যাগে সান্ত্বনালাভের চেষ্টা করিবেন, না যে দুরাশয় প্রবঞ্চনা করিয়া তাঁহার প্রিয়তমাকে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, তাহার অনুসরণ করিয়া তাহার হস্ত হইতে রাজকন্যাকে উদ্ধার ও তাহার দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল প্রদান করিবেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং ধীরে ধীরে, রাজকন্যা যে পল্লীভবনে ছিলেন, সেই ভবনের দিকে অগ্রসর হইলেন।

রাজপুত্রকে দেখিয়া রাজভৃত্য ভয়ে কাঁপিতে লাগিল; কারণ, এতক্ষণে সে অশ্বস্বামীর চাতুরী বুঝিতে পারিয়াছিল। রাজভৃত্য কাঁপিতে কাঁপিতে অশ্রুপূর্ণলোচনে রাজপুত্রের চরণে নিপতিত হইল। রাজপুত্র তাহাকে অভয়দান করিয়া বলিলেন, "এজন্য আমি তোমাকে অপরাধী করিতেছি না, ইহা আমারই নির্ব্বুদ্ধিতার দোষ। যাহা হউক, তুমি আমাকে দরবেশের একটি পরিচ্ছদ আনিয়া দাও, আমি যে এই পরিচ্ছদ চাহিতেছি, এ কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না।"

প্রণয়িনী উদ্ধারে নিরুদ্দেশ যাত্রা

এই পল্লীভবনের কিঞ্চিৎ দূরে কয়েক জন দরবেশের এক আস্তানা ছিল, এই দরবেশদিগের সর্দ্দারের সহিত রাজভৃত্যের বন্ধুত্ব ছিল। রাজভৃত্য দরবেশের দলপতির নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জানাইল, এক জন অতি উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী, রাজার ক্রোধভাজন হইয়া, রাজ্য ত্যাগ করিয়া, পলায়নের জন্য যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন, সুতরাং তাঁহার ছদ্মবেশধারণের জন্য একটি দরবেশের পরিচ্ছদ আবশ্যক। দরবেশের দলপতি রাজভৃত্যকে তৎক্ষণাৎ একটি দরবেশের পরিচ্ছদ প্রদান করিলেন। রাজপুত্র সেই পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, কতকগুলি হীরক ও মণিমুক্তা পাথেয়স্বরূপ সঙ্গে লইয়া এক দিন রাত্রে পিতৃপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া, অরণ্যপথে যাত্রা করিলেন। তিনি কোন্ দিকে যাইবেন, তাহা কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া উদ্দেশ্যহীনভাবে যে দিকে দুই চক্ষু গেল, সেই দিকেই চলিতে লাগিলেন।

এ দিকে অশ্বস্বামী রাজকন্যাকে লইয়া, সেই দিনই অপরাহ্নে আকাশপথে কাশ্মীর দেশে উপস্থিত হইল। দীর্ঘকাল অনাহারে তাহার ক্ষুধাবোধ হইয়াছিল, সে রাজকন্যাকে একটি অরণ্যের সন্নিকটবর্তী প্রশস্ত প্রান্তরে নামাইয়া কিছু ফলমূলের সন্ধানে গেল। রাজকন্যা তাহার দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়াছিলেন,

অপহৃতা রাজকুমারী কাশ্মীরে

সুতরাং তাহার হস্তে নিগৃহীত হইবার ভয়ে তিনি প্রথমে পলায়নের সংকল্প করিলেন, কিন্তু ক্ষুধাতৃষ্ণায় তিনি এতই ক্লান্ত হইয়াছিলেন যে, অগত্যা পলায়নের সংকল্প পরিত্যাগ করিতে হইল। অল্পকালমধ্যেই অশ্বস্বামী প্রচুর পরিমাণে ফলমূল লইয়া, রাজকন্যার নিকট ফিরিয়া আসিল। রাজকন্যা কিছু আহার করিলেন, অশ্বস্বামীও আহার করিল। তাহার পর সে রাজকন্যাকে তাহার অনুগত হইয়া তাহার পাপলালসা পরিতৃপ্ত করিতে অনুরোধ করিল। এই কুৎসিত প্রস্তাবে রাজকন্যা ক্রোধে ও ঘৃণায় জ্বলিয়া উঠিলেন, তিনি অশ্বস্বামীকে ভৎ‍র্সনা করিয়া বলিলেন, যতক্ষণ তাঁহার দেহে জীবন রহিবে, ততক্ষণ তিনি রাজপুত্র ফিরোজ শাহের প্রতি অবিশ্বাসিনী হইবেন না। অশ্বস্বামী তরুণী রাজকন্যার যৌবনপুষ্পিত দেহের মাধুর্য্যে আত্মহারা হইল। নির্জ্জন অরণ্যমধ্যে তরুণী তাহার কামযজ্ঞে আহুতি প্রদান করিবার জন্য সে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিল; কিন্তু রাজকন্যা কোনক্রমেই তাহার পাপ বাসনা পূর্ণ করিতে সম্মত হইলেন না। এই কথা শুনিয়া কামোন্মত্ত অশ্বস্বামী সেই নির্জ্জন অরণ্যপ্রদেশে রাজকন্যার প্রতি বলপ্রয়োগের অভিপ্রায়ে তাঁহাকে বাহুপাশে চাপিয়া ধরিল, রাজকন্যার দেহস্পর্শে তাহার দেহে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সে তরুণীর দেহকে ধর্ষিত করিবার জন্য দানবের ন্যায় উন্মত্ত হইয়া উঠিল, রাজকন্যা প্রাণপণ বলে তাহার আলিঙ্গনপাশ হইতে আপনাকে মুক্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার আর্ত্তনাদে সমগ্র অরণ্য পরিপূর্ণ হইল। সেই আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া এক দল অশ্বারোহী দ্রুতবেগে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে ও তাঁহার আততায়ীকে পরিবেষ্টন করিল।



সুন্দরী-প্রধর্ষণ

এই অশ্বারোহিগণ কাশ্মীরের সুলতান ও তাঁহার অনুচরবর্গ; ইঁহারা মৃগয়া করিতে অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, দিবাবসান দেখিয়া রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন, রাজকন্যার রোদনে তাঁহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল।

কাশ্মীরাধিপতি অশ্বস্বামীকে সম্বোধন করিয়া রাজকন্যার আর্তনাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, অশ্বস্বামী বলিল, "এই রমণী আমার স্ত্রী, আমাদের দাম্পত্যকলহ চলিতেছে, এ বিষয়ে কাহারও হস্তক্ষেপের অধিকার নাই।"

রাজকন্যা কাশ্মীরের সুলতানকে চিনিতে না পারিলেও এ বিপদ হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিবার ক্ষমতা তাঁহার আছে বুঝিতে পারিয়া কিঞ্চিৎ শান্ত হইলেন; বলিলেন, "মহাশয়, আপনি যেই হউন, আমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য পরমেশ্বর আপনাকে এখানে পাঠাইয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিতেছি। এই মিথ্যাবাদী তস্কর যাহা বলিতেছে, তাহা সত্য নহে; এমন অপদার্থ হীন ব্যক্তির সহিত আমার বিবাহ হইয়াছে, এ কথা আপনি কখনই বিশ্বাস করিবেন না। এ লোকটি এক জন দুর্বৃত্ত যাদুকর, আমার বাগ্‌দত্ত স্বামী পারস্যের যুবরাজের নিকট হইতে আমাকে মায়া-অশ্বে চাপাইয়া হরণ করিয়া আনিয়াছে।" দুর্বৃত্ত-সংহারে রূপসী উদ্ধার

রাজকন্যাকে আর অধিক কথা বলিতে হইল না, তাঁহার রূপ দেখিয়া ও কথা শুনিয়াই নরপতি বুঝিলেন, তিনি সত্যই কোন দেশের রাজকন্যা হইবেন। সুলতান তাঁহার সৈন্যগণকে আদেশ করিলেন, "এই দুরাত্মাকে অবিলম্বে বধ কর।" অশ্বস্বামীর আত্মরক্ষার কোন উপায় ছিল না, কাশ্মীরপতির অনুচরগণ রাজাজ্ঞা প্রতিপালন করিল।

রাজকন্যা এইরূপে পরিত্রাণলাভ করিয়া কথঞ্চিৎ শান্ত হইলেন, সুলতান তাঁহাকে অশ্বে আরোহণ করাইয়া কাশ্মীর রাজধানীতে লইয়া চলিলেন, এবং তাঁহার জন্য একটি সুপ্রশস্ত সুসজ্জিত কক্ষ নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন, দাসদাসীরও অভাব রহিল না। রাজকন্যা কাশ্মীরপতিকে ধন্যবাদদানের উপযুক্ত ভাষা খুঁজিয়া পাইলেন না, কৃতজ্ঞতাভরে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। কাশ্মীরপতি তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "রাজকন্যা, আমি বুঝিতেছি, আপনার বিশ্রামের আবশ্যক, আপনি এখন বিশ্রাম করুন, আগামী কল্য আপনি আপনার বিপদের বার্তা আদ্যোপান্ত আমাকে জ্ঞাপন করিবেন।" কাশ্মীরপতি এই কথা বলিয়া বিদায়গ্রহণ করিলেন।

রাজকন্যা অত্যন্ত আনন্দিতচিত্তে সেই কক্ষে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন, তাঁহার দুশ্চিন্তা তিরোহিত হইল, তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "দুর্বৃত্ত যাদুকরের হাত হইতে যখন মুক্তিলাভ করিয়াছি, তখন আমার প্রিয়তম রাজপুত্রের সহিত মিলনের একটা পন্থা হইবেই। উপযুক্ত আশ্রয়েই আসিয়াছি।"

কিন্তু রাজকন্যা বুঝিতে পারিলেন না যে, তিনি এক দুরাচারের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া আর এক দুরাচারের কবলে নিপতিত হইয়াছেন। কাশ্মীরের সুলতান রাজকন্যাকে পরদিন বিবাহ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন এবং তাঁহার আদেশে রাজপুরীতে তূরী, ভেরী, দামামা ও অন্যান্য মঙ্গলবাদ্য নিনাদিত হইতে লাগিল, চতুর্দিকে আনন্দকোলাহল আরম্ভ হইল। রাজকন্যা প্রথমে এই আনন্দধ্বনির কোন কারণ বুঝিতে পারিলেন না। রাজকন্যার বিশ্রামের পর কাশ্মীরপতি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিতে আসিলে, রাজকন্যা তাঁহাকে এই আনন্দোচ্ছ্বাসের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কাশ্মীরপতি সহাস্যে বলিলেন, "রাজকন্যা, আপনার রূপ দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছি, সেই জন্য আগামী কল্য আপনাকে বিবাহ করিব স্থির করিয়াছি; সেই বিবাহের শুভচিহ্ন জ্ঞাপন করিবার জন্য এই সকল আনন্দবাদ্য নিনাদিত হইতেছে, প্রজাবর্গ আহ্লাদে কোলাহল করিতেছে।" রাজকন্যা কাশ্মীরপতির কথা শুনিয়া সহসা ছিন্নমূল লতিকার ন্যায় মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। রক্ষাকর্তার রূপলালসা

রাজকন্যার দাসীগণ তাঁহার শুশ্রূষার জন্য ছুটিয়া আসিল। কাশ্মীরপতিও রাজকন্যার চেতনা-সঞ্চারের জন্য বিধিমতে যত্ন করিতে লাগিলেন; কিন্তু অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার চৈতন্যোদ্রেক হইল না। রাজকন্যা চেতনা-লাভ করিয়া দেখিলেন, তাঁহার আর অব্যাহতি নাই, রাজপুত্র ফিরোজ শাহের প্রতি বিশ্বাসঘাতিনী হইয়া তিনি জীবিতা থাকাও বাঞ্ছনীয় জ্ঞান করিলেন না, কিন্তু মৃত্যুলাভেরও সহসা কোন উপায় দেখিলেন না। অবশেষে তিনি এক উপায় স্থির করিলেন, মূর্চ্ছাভঙ্গে তিনি উন্মত্ততার ভান করিলেন। তিনি সহসা সুলতানকে অতি কর্কশস্বরে গালি দিলেন, তাহার পর দাসীগণকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন। সুলতান রাজকন্যার এই বিচিত্র ব্যবহারে অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন, সুলতান রাজকন্যার শুশ্রূষার জন্য দাসীগণকে আদেশ করিয়া প্রস্থান করিলেন। সুলতান পুনঃ পুনঃ রাজকন্যার স্বাস্থ্যসম্বন্ধে সংবাদ লইতে লাগিলেন। কিন্তু রাজকন্যার পীড়া উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে, এইরূপ শুনিতে পাইলেন। রাত্রিকালে পীড়া অত্যন্ত বর্দ্ধিত হওয়ার সংবাদ সুলতানের কর্ণগোচর হইল।

প্রেমিকা উন্মাদিনী

পরদিন রাজকুমারী ঘোর উন্মাদের ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন, সুলতান তখন রাজ্যের চিকিৎসকগণকে ডাকিয়া রাজকন্যার চিকিৎসার জন্য নিযুক্ত করিলেন।

রাজকন্যা দেখিলেন, যদি চিকিৎসকগণ তাঁহার নাড়ীর গতি পরীক্ষার সুবিধা পান, তাহা হইলে তাঁহারা সকলেই একবাক্যে তাঁহাকে সম্পূর্ণ সুস্থ বলিয়া মত প্রকাশ করিবেন; সুতরাং চিকিৎসকগণ রাজকন্যার নিকটস্থ হইবামাত্র তিনি এমন অধীরভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন ও চিকিৎসার প্রতি এমন বীতরাগ প্রকাশ করিলেন যে, কেহই তাঁহার চিকিৎসায় অগ্রসর হইতে সাহসী হইলেন না। তাঁহার বিরাগভয়ে সকলেই শঙ্কিত হইলেন।

অবশেষে এক জন প্রধান চিকিৎসক বলিলেন, "রাজনন্দিনীর অঙ্গ স্পর্শ করিয়া রোগনির্ণয়ের প্রয়োজন নাই, আমি রোগ দেখিয়াই ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারি। আমি ঔষধ দিতেছি, এই ঔষধ রাজকন্যাকে সেবন করিতে দেওয়া হউক।" রাজকন্যা এ প্রস্তাবে কোন আপত্তি করিলেন না। তিনি ভাবিলেন, যদি তিনি নিজে সুস্থ না হন, তাহা হইলে পৃথিবীতে এমন কোন ঔষধ নাই, যাহার প্রয়োগে তাঁহাকে কেহ সুস্থ করিতে পারে। রাজকন্যা ঔষধ গলাধঃকরণ করিলেন, কিন্তু তাহাতে রাজকন্যার ব্যাধি আরোগ্য হইল না।

কাশ্মীরপতি যখন দেখিলেন, তাঁহার রাজ্যের কোন চিকিৎসকই রাজকন্যার ব্যাধি আরোগ্য করিতে পারিলেন না, তখন রাজা তাঁহার সন্নিহিত সামন্ত রাজগণের চিকিৎসকবর্গকে আহ্বান করিলেন; ঘোষণা করিলেন, রাজকন্যার ব্যাধি যিনি আরোগ্য করিতে পারিবেন, তিনি বহুমূল্য পুরস্কার ও পাথেয় প্রাপ্ত হইবেন। অনেক রাজ্য হইতে অনেক চিকিৎসক আসিলেন, কিন্তু কেবল তাঁহাদের পথশ্রমই সার হইল, রাজকন্যাকে কেহই আরোগ্য করিতে পারিলেন না। সুস্থ ব্যক্তিকে আরোগ্য করিবার শক্তি পৃথিবীতে কাহারও নাই!

উন্মাদনা-প্রশমনে নিরুপায়

এ দিকে রাজপুত্র ফিরোজ শাহ দরবেশের বেশে তাঁহার প্রিয়তমা প্রণয়িনীর সন্ধানে বহুরাজ্যের রাজধানী ভ্রমণ করিলেন, কিন্তু কোথাও তাঁহার আশা পূর্ণ হইল না। তাঁহার দৈহিক পরিশ্রম ও আন্তরিক অবসাদ উভয়ই প্রবল হইয়া উঠিল। মধ্যে মধ্যে তাঁহার সন্দেহ হইতে লাগিল, এই সুবিপুল বসুন্ধরায় রাজকন্যার সন্ধানে যে দিকে তাঁহার যাওয়া উচিত, হয় ত' তিনি তাহার বিপরীত দিকে যাইতেছেন।

অবশেষে রাজপুত্র ফিরোজ শাহ একটি জনপদে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, সেখানে লোকমুখে শুনিলেন, কাশ্মীররাজ্যে বঙ্গদেশাধিপতির এক কন্যা উন্মাদরোগে বড় কষ্ট পাইতেছেন, যে দিন কাশ্মীররাজের সহিত তাঁহার বিবাহ হইবার কথা ছিল, সেই দিন হইতেই এই রোগে রাজকন্যা আক্রান্ত হইয়াছেন। বঙ্গদেশের রাজকুমারী, এই কথা শুনিয়া ফিরোজ শাহের মন এই গল্পের প্রতি আকৃষ্ট হইল। তিনি বুঝিলেন, এইবার তিনি তাঁহার হারা-নিধির সন্ধান পাইবেন। তিনি তৎক্ষণাৎ কাশ্মীর-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। জীবনে ত' আর কোনই উদ্দেশ্য ছিল না, পথশ্রমকে শ্রম জ্ঞান না করিয়া, অনাহারে অনিদ্রায় ক্লান্ত না হইয়া, সাধকের ন্যায় তিনি তাঁহার দুর্গম সাধনাপথ ধরিয়া চলিতে চলিতে বহু গিরি, নদী, অরণ্য, প্রান্তর অতিক্রম করিয়া অবশেষে এক দিন কাশ্মীররাজধানীতে পদার্পণ করিলেন।

হারানিধি লাভের আশা

ফিরোজ শাহ কাশ্মীররাজধানীতে এক খাঁ সাহেবের বাড়ীতে বাসা লইলেন, সেই দিনই তিনি রাজকন্যা-সম্বন্ধীয় সকল কথা শুনিতে পাইলেন। দুরাত্মা অশ্বস্বামীর কি পরিণাম হইয়াছে, তাহাও তাঁহার অজ্ঞাত রহিল না। মায়া-অশ্বের কথা শুনিয়াই তিনি বুঝিতে পারিলেন, এ রাজকন্যা তাঁহারই প্রিয়তমা, অন্য কেহ নহে। এই সকল কথা শুনিয়াই তিনি ইহাও বুঝিতে পারিলেন যে, রাজকন্যার উন্মত্ততা ভাণ মাত্র।

রাজপুত্র ফিরোজ শাহ পরদিনই একটি চিকিৎসকের পরিচ্ছদ নির্ম্মাণের ফরমায়েস দিলেন। এক দিনের মধ্যেই পরিচ্ছদ নির্ম্মিত হইল, ছদ্মবেশের আর আবশ্যক ছিল না, সুদীর্ঘকাল পথপর্য্যটনে তাঁহার যে সুবিস্তীর্ণ গুম্ফ-শ্মশ্রুর সৃষ্টি হইয়াছিল, তিনি বুঝিলেন, তাঁহার অভিপ্রায়সিদ্ধির তাহাই যথেষ্ট অনুকূল। তিনি রাজকন্যাকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠিলেন; চিকিৎসক পরিচয়ে রাজসভায় উপস্থিত হইলেন, এবং কাশ্মীরাধিপতির সম্মুখে নীত হইয়া, তিনি বিনয়-নম্রভাবে বলিলেন,—অন্যান্য চিকিৎসকগণ যেখানে ব্যর্থপ্রযত্ন হইয়াছেন, সেখানে তাঁহার চিকিৎসা করিতে আসা ধৃষ্টতা মাত্র; কিন্তু তিনি এমন দুই একটি মুষ্টিযোগ জানেন, যাহা অনেক স্থলেই অব্যর্থ হইয়াছে, এবং অনেক চিকিৎসায় হতাশ হইবার পরও তাহা ফলপ্রদ হইতে দেখা গিয়াছে। সুলতান বৃথা বাক্যব্যয় অনাবশ্যক জ্ঞান করিয়া, ফিরোজ শাহকে রাজকন্যার কক্ষের সন্নিকটস্থ বাতায়নপার্শ্বে লইয়া চলিলেন। রাজকন্যা চিকিৎসক দেখিলেই অধিক ক্ষেপিয়া উঠেন, সুলতান তাহা জানিতেন, সুতরাং রাজকন্যা যাহাতে চিকিৎসককে দেখিতে না পান, অথচ চিকিৎসক যাহাতে রাজকন্যাকে দেখিতে পান, এই অভিপ্রায়েই তাঁহাকে সেই জানালার নিকটে লইয়া যাওয়া হইল।

প্রমোদিনী বিষাদিনী

পারস্যরাজকুমার তাঁহার বিষাদিনী প্রিয়তমার মুখকমল সতৃষ্ণনয়নে নিরীক্ষণ করিলেন; দেখিলেন, মুখখানি অশ্রুরাশিতে ভাসিতেছে, রাজকন্যা মৃদুস্বরে গান করিতেছেন, সে বুঝি তাঁহারই প্রেমের গান, কথা শুনিতে পাইলেন না, কিন্তু সুরে মন-প্রাণ মুগ্ধ হইল। রাজপুত্র প্রিয়তমার শোচনীয় অবস্থা সন্দর্শন করিয়া অত্যন্ত পরিতপ্ত হইলেন। তিনি বুঝিলেন, রাজকন্যা যে উন্মত্ততার ভাণ করিতেছেন, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। পারস্যরাজকুমার ধীরে ধীরে সেই বাতায়নপ্রান্ত পরিত্যাগ করিলেন, তাহার পর সুলতানের নিকট উপস্থিত হইয়া রাজকুমারীর ব্যাধির একটি বিস্তীর্ণ সমালোচনা করিলেন, অবশেষে বলিলেন, "জাঁহাপনা, রাজকন্যার এই ব্যাধি অতি দুশ্চিকিৎস্য সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা অসাধ্য নহে। আমি ইতিপূর্ব্বে এরূপ ব্যাধি আরোগ্য করিয়াছি, অনেক গণ্যমান্য চিকিৎসক বিফলপ্রযত্ন হইয়াছেন, শেষে আমার ঔষধেই প্রকৃত ফললাভ হইয়াছে; এ ক্ষেত্রেও যে তাহাই হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই; তবে আমাকে রাজকন্যার সহিত নির্জ্জনে গোপনে আলাপ করিতে হইবে, সেখানে কেহ থাকিলে চলিবে না। আর আমার ঔষধের একটি

শুধু এই পরীক্ষা করিবেন যে, রাজকন্যা অন্যান্য চিকিৎসকের ছায়া স্পর্শ পর্য্যন্ত অসহ্য জ্ঞান করে কিন্তু আমার সঙ্গে আলাপ করিতে তাঁহার বিন্দুমাত্র আপত্তি হইবে না। তিনি শান্তভাবে আমার সম কথা শ্রবণ করিবেন।"

প্রেমিকের আত্ম-প্রকাশ

অনন্তর সুলতানের আদেশে রাজকন্যার কক্ষে রাজকুমার ফিরোজ শাহের প্রবেশ করিবার আর বা রহিল না। রাজকন্যার কক্ষে তিনি প্রবেশ করিবামাত্র রাজকন্যা তাঁহাকে চিকিৎসক মনে করিয়া ক্রোধে আস পরিত্যাগ করিলেন; তাঁহার মুখ হইতে অনেক অসংলগ্ন কটুকথা উচ্চারিত হইতে লাগিল। কিন্তু এ প্রকার কটূক্তি শ্রবণ করিয়া ও রাজকন্যার ক্রোধ দেখিয়া রাজপুত্র ফিরোজ শাহ কিছুমাত্র বিরক্ত বা বিব্র হইলেন না, তিনি রাজকন্যার নিকট উপস্থিত হইয়া ধীরে ধীরে অথচ সুস্পষ্টস্বরে বলিলেন, "রাজকন্য আমি চিকিৎসক নহি, তোমার প্রেমের দাস ফিরোজ, তোমা মুক্তিদান করিবার জন্য পারস্য হইতে আসিতেছি।"



এই কথা শুনিবামাত্র রাজকন্য অপেক্ষাকৃত সংযতচিত্তে রাজপুত্রে মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন দাড়ী-গোঁফে মুখ আচ্ছন্ন হইয়া থাকি লেও রাজকুমারী সে মুখ চিনিতে পারিলেন, আনন্দে তাঁহার মুখমণ্ড প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। ফিরোজ শা তাঁহার নিকটে দণ্ডায়মান মৃদুস্বরে তাঁহার দুঃখকষ্ট, প্রভৃতির কাহিনী বর্ণনা করিলেন তাহার পর রাজকন্যা কি কাশ্মীর-রাজপ্রাসাদে উপস্থিত লেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। রা কন্যা অকপটে সংক্ষেপে এবং ধীরে সকল ঘটনা বিবৃত করিলেন; কি জন্য যে তিনি উন্মাদিনী সাজিয়াছেন, তাহাও বিবৃত করিতে ভুলিলেন না।

আশার আলোক দীপ্তি

রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "যাদুকর বেটার মৃত্যুর পর মায়া-অশ্বটার কি হইয়াছে, জান কি?" কন্যা বলিলেন, সুলতান সেই অশ্ব সম্বন্ধে কি আদেশ দিয়াছেন, তাহা আমি অবগত নহি। তবে অনুমান হয়, সেই অশ্বের ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া সুলতান তাহাকে কখনই অগ্রাহ্য করিবেন না।"

রাজপুত্র বুঝিলেন, সুলতান অশ্বটিকে সাবধানে রাখিয়া দিয়াছেন। তিনি স্থির করিলেন, রাজকন্যা উদ্ধার করিতে হইলে সেই অশ্বটি একান্তই অপরিহার্য্য। স্থির হইল, রাজকন্যা পরদিন অতি উৎ পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া কাশ্মীরপতির সম্বর্দ্ধনা করিবেন, রাজপুত্রই সুলতানকে "রাজকন্যার কক্ষে আসিবেন, কিন্তু রাজকন্যা মুখে কোন কথা বলিবেন না।

অনন্তর রাজপুত্র সুলতানের নিকট প্রত্যাগমন করিয়া বলিলেন, "রাজকন্যার ব্যাধি প্রায় ারোগ্য হইয়াছে। পরদিন রাজকন্যা বিশেষ সম্ভ্রমের সহিত সুলতানের সম্বর্দ্ধনা করিলেন দেখিয়া লেতান ভাবিলেন, এমন সুনিপুণ চিকিৎসক পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই। সুলতান অত্যন্ত ী হইয়া রাজকন্যাকে অনেক আদরের কথা বলিলেন ও তাঁহার রোগমুক্তির জন্য বিশেষ আনন্দ াকাশ করিলেন, কিন্তু রাজকন্যা কোন উত্তর দিলেন না দেখিয়া সুলতান সে কক্ষ পরিত্যাগ রিলেন।

সুলতান রাজকন্যার কক্ষ ত্যাগ করিলে, রাজপুত্র তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সেই কক্ষ ত্যাগ করিলেন। িনি কথাপ্রসঙ্গে সুলতানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বঙ্গদেশের রাজকন্যা দাসীবর্জ্জিত অবস্থায় এত র কিরূপে আসিলেন?" সুলতান প্রকৃত কথা যাহা, তাহাই বলিলেন, এবং মায়া-অশ্বের গুণ র্ত্তন করিলেন। সুলতান, ফিরোজ শাহের মনোভাব কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। পারিবেনই বা ি করিয়া? সুলতান অকপটভাবে সকল কথা বলিলেন। তিনি অশ্বটি তাঁহার রাজভাণ্ডারে াখিয়াছেন, এ কথাও প্রকাশ করিলেন এবং অশ্বের পরিচালনকৌশল জানেন না বলিয়া ়খ করিলেন।

রূপ-মুগ্ধ সুলতানের বুদ্ধিভ্রংশ

রাজপুত্র বলিলেন, "আমি দেখিতেছি, এই মায়া-অশ্বটির সংস্পর্শে রাজকন্যার ব্যাধি, এই ব্যাধি সম্পূর্ণ ারোগ্য করিবার জন্য মায়া-অশ্বটি শোধিত করা দরকার। শোধনের উপায় আমি অবগত আছি। াপনি যদি রাজকন্যার ব্যাধি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করিয়া, তাঁহাকে লাভ করিতে চান, তাহা হইলে আপনার াণ্ডার হইতে অশ্বটিকে বাহিরে আনিয়া, আপনার প্রাসাদের দ্বার-সম্মুখে স্থাপন করিবার জন্য আদেশ করুন। াজকন্যাকে বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত করিয়া সেই স্থানে আনিতে হইবে, আমি অতি অল্পসময়ের মধ্যেই াপনাকে ও আপনার সভাসদ্‌বর্গকে দেখাইব যে, রাজকন্যা কি দৈহিক কি মানসিক সকল ব্যাধি ইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।" রাজকন্যা সম্পূর্ণরূপে মুক্তিলাভ করিবেন, এই আশায় রূপমুগ্ধ সুলতান ানন্দের সহিত পারস্যরাজকুমারের সকল প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

পর দিন সুলতানের আদেশে মায়া-অশ্বটি রাজভাণ্ডার হইতে বাহির করিয়া, রাজপ্রাসাদের সম্মুখস্থ ানে স্থাপন করা হইল। রাজধানীর চতুর্দ্দিক্ হইতে বহু সহস্র ব্যক্তি তামাসা দেখিবার জন্য সেই নে সমবেত হইল। প্রহরিগণ দলে দলে সজ্জিত হইয়া শান্তিরক্ষা করিতে লাগিল।

সুলতান সভা করিয়া বসিলেন, তাঁহার অমাত্যগণ সুলতানের সন্নিকটে যথাযোগ্য স্থান অধিকার িলেন। অবশেষে দাসীবৃন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া, সুসজ্জিতা রাজকন্যা সেই অশ্বের সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন, ও অশ্বে আরোহণ করিলেন। রাজপুত্র তাঁহার হস্তে অশ্ব-বল্গা প্রদান করিয়া, অশ্ব-সন্নিকটে রক্ষিত অগ্নিকুণ্ডে ক প্রকার চূর্ণ নিক্ষেপ করিলেন, সুগন্ধি ধূমে চতুর্দ্দিক্ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তখন রাজপুত্র মন্ত্রোচ্চারণের সে বক্ষোদেশে হস্তার্পণ করিয়া তিনবার অশ্বটি প্রদক্ষিণ করিলেন, দেখিতে দেখিতে ধূম এত অধিক হইল , অশ্ব, রাজপুত্র বা রাজকন্যা কাহাকেও আর সে ধূমের মধ্যে দেখা গেল না। রাজপুত্র চক্ষুর নিমিষে াজকন্যার পশ্চাতে আরোহণ করিয়া অশ্বের স্কন্ধদেশস্থ হাতল টিপিয়া দিলেন, আর অশ্ব রাজপুত্র ও াজকন্যাকে পৃষ্ঠে লইয়া মহাবেগে আকাশে উঠিল। সুলতান রাজপুত্রের স্বর শুনিলেন, রাজপুত্র গম্ভীরস্বরে লিতেছেন, "কাশ্মীরপতি, যখন আপনি শরণাগত কোন রাজকন্যাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিবেন, প্রথমে াঁহার সম্মতি গ্রহণ করিবেন।"

প্রণয়িনী উদ্ধার

এইরূপে পারস্যরাজপুত্র রাজকন্যাকে কাশ্মীরের সুলতানের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া, পারস্যাভিমুখে ধাবিত হইলেন, এবং সেই দিনই পারস্য-রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। পারস্যরাজ তাঁহাদিগকে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে দেখিয়া পরম আনন্দিত হইলেন, এবং সেই দিনই মহা সমারোহে বঙ্গ-রাজকুমারীর সহিত রাজপুত্রের বিবাহ প্রদান করিলেন। বাঞ্ছিত-মিলনের প্রমোদস্রোতে পুলক-প্রবাহ উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল।

মিলনের প্রমোদ-উৎস

বিবাহের উৎসব শেষ হইলে পারস্যপতি বঙ্গাধিপের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া, তাঁহার কন্যার সহিত তাঁহার পুত্রের বিবাহের সংবাদ অবগত করাইলেন। কন্যাশোকাতুর বঙ্গাধিপ এই আনন্দের সংবাদে যৎপরোনাস্তি প্রীতি লাভ করিলেন।

সুলতানা শাহারজাদী মায়া-অশ্বের কাহিনী শেষ করিয়া, সুলতানের সম্মতিক্রমে যুবরাজ আমেদ ও পরীবাণু পরীর বিচিত্র উপাখ্যান আরম্ভ করিলেন।

* * * * *

রাজপুত্র আমেদ ও পরী-বাণু

পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে এক জন মহা পরাক্রান্ত সুলতান ছিলেন, তাঁহার তিন পুত্র ও এক ভ্রাতুষ্পুত্রী ছিল, পুত্রত্রয়ের নাম যথাক্রমে হোসেন, আলি ও আমেদ এবং ভ্রাতুষ্পুত্রীর নাম নৌরোন্নিহার্। সুলতানের পুত্রগণ সকলেই সুশিক্ষিত, বুদ্ধিমান্, বিবেচক ও ধর্ম্মশীল ছিলেন; ভ্রাতুষ্পুত্রীটি যেমন সুশীলা সুন্দরী, তেমনই ধর্ম্মশীলা।

নৌরোন্নিহার সুলতানের কনিষ্ঠ ভ্রাতার কন্যা, সুলতান তাঁহাকে নিজের কন্যার ন্যায় স্নেহ করিতেন, এবং তাহাকে যথেষ্ট পরিমাণে ধনসম্পত্তি প্রদান করিয়াছিলেন; নৌরোন্নিহারের শৈশবকালেই তাঁহার পিতৃ-বিয়োগ হয়। কনিষ্ঠ সহোদরের মৃত্যুর পরই নৌরোন্নিহারকে সুলতান নিজের প্রাসাদে আনিয়া পুত্রগণের সহিত প্রতিপালন করিতেছিলেন। রূপে গুণে নৌরোন্নিহারের ন্যায় রমণীরত্ন সে সময় আর দ্বিতীয় ছিল না।

সুলতান মনে করিয়াছিলেন, নৌরোন্নিহার বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তিনি কোন রাজপুত্রের সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়া তাঁহার ন্যায় কোন পরাক্রান্ত সুলতানকে বৈবাহিক-বন্ধনে আবদ্ধ করিবেন। তিনি নৌরোন্নিহারের বিবাহের চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে এক দিন জানিতে পারিলেন, তাঁহার পুত্রগণের সকলেই নৌরোন্নি-হারের প্রতি আকৃষ্ট, তিন পুত্রের হৃদয়ই যুবতীর প্রতি সমান অনুরক্ত। এই সংবাদ পাইয়া সুলতান বিশেষ দুঃখিত ও চিন্তাযুক্ত হইলেন, কোন পরাক্রান্ত সম্রাট্‌কে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ করিবার সম্ভাবনা লুপ্ত হইল দেখিয়া যে তিনি দুঃখিত বা চিন্তিত হইলেন, তাহা নহে। তাঁহার তিন পুত্র সকলেই সমান রূপবান্, গুণবান্, যোগ্য, কাহাকে ফেলিয়া কাহার হস্তে তিনি এই রমণীরত্ন প্রদান করিবেন, তাহা স্থির করিতে না পারিয়াই চিন্তিত হইলেন। অবশেষে তিনি পুত্রত্রয়কে একে একে গোপনে ডাকিয়া তাহাদিগকে এই সংকল্প ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না, প্রত্যেকেই এমন ভাব দেখাইতে লাগিলেন যে, নৌরোন্নিহারকে লাভ করিতে না পারিলে তাঁহার জীবন ধারণই বৃথা হইবে। সুলতান তখন রাগ করিয়া বলিলেন, "বেশ, ঘরে একটিমাত্র মেয়ে, তোমরা তিন জনেই তাহাকে বিবাহ করিতে চাও, কাহাকে ফেলিয়া কাহাকে আমি তাহাকে সমর্পণ করিব? তাহার সহিত ত' তোমাদের তিন জনেরই বিবাহ হইতে পারে না। এ অবস্থায় নৌরোন্নিহার যাহাকে বিবাহ করিতে চায়, তাহার সহিতই বিবাহ হইতে পারে, আর যদি সে এ সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ না করে, তাহা হইলে আমার বিবেচনা

অন্য কোন রাজপুত্রের সহিতই তাহার বিবাহের সম্বন্ধ করা উচিত।" পিতার এ প্রস্তাবেও পুত্রগণ সম্মত হইলেন না, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই সংক্ষিপ্ত মত, "আমি বিবাহ করিব।" তখন সুলতান ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগের সকলকে একত্র আহ্বান করিলেন, তাহার পর বলিলেন, "তোমরা প্রত্যেকেই নৌরোন্নিহারকে বিবাহের জন্য উৎসুক হইয়াছ, আমি পক্ষপাত প্রদর্শন করিয়া কাহারও হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিব না। তোমরা কৃতিত্ব দেখাইয়া তাহাকে গ্রহণ কর। আমি আদেশ করিতেছি, তোমরা তিন সহোদরে ভিন্ন ভিন্ন দেশে পর্য্যটনে যাত্রা কর, তাহাতে কাহারও সহিত কাহারও সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই। তোমাদের তিন জনের মধ্যে যে সকলের অপেক্ষা অধিক আশ্চর্য্য পদার্থ আনিতে পারিবে, আমি তাহারই হস্তে নৌরোন্নিহারকে সম্প্রদান করিব। এই কার্য্যের জন্য তোমাদের যে পরিমাণ অর্থের আবশ্যক, তাহা আমার ভাণ্ডার হইতে লইয়া যাইতে পার। দেশভ্রমণে তোমরা যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে পারিবে, সুতরাং এক কার্য্যে দুই ফল হইবে।"

প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী

সুলতানের এই প্রস্তাবে রাজপুত্রগণ সকলেই সম্মত হইলেন, এবং পরদিন প্রভাতেই প্রবাসে যাত্রা করিবার জন্য সকলে প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তাঁহারা সদাগরের পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া, এক এক জন সহচর সঙ্গে লইয়া, পরদিন যথাসময়ে রাজধানী পরিত্যাগ করিলেন। তিন জন প্রথমে একত্রই বাহির হইলেন, তাহার পর একটি পান্থশালায় আসিয়া তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, তিনটি পথ তিন দিকে গিয়াছে, তাঁহারা তিন জনে সেই তিনটি বিভিন্ন পথ ধরিয়া চলিবার প্রস্তাব করিলেন। স্থির হইল, বিদেশে কেহ এক বৎসরের অধিক কালবিলম্ব করিবেন না। এক বৎসরের মধ্যে সকলেই সেই পান্থশালায় প্রত্যাগমন করিয়া, একত্র মিলিয়া রাজধানী যাত্রা করিবেন, যদি কেহ আগে ফিরিয়া আসেন, তবে তিনি এই স্থানে অপেক্ষা করিবেন।

বিশনগর রাজ্যের ঐশ্বর্য্য, সম্পদ ও গৌরবের অনেক কাহিনী রাজপুত্র হোসেনের কর্ণগোচর হইয়াছিল, তিনি ভারতসমুদ্রাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ক্রমগত তিন মাস পথপর্য্যটনের পর অনেক মরুভূমি, অরণ্য, পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া, তিনি বিশনগর রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। রাজধানী বিশনগরে উপস্থিত হইয়া হোসেন এক খাঁয়ের বাড়ীতে বাসা লইলেন।

বিশনগরের বাজারের সৌন্দর্য্য দর্শনে হোসেন মুগ্ধ হইলেন, শিল্পদ্রব্যের মধ্যে রেশমী বস্ত্রই তাহার অধিক মনোহর বোধ হইল। অনেকগুলি ভারতীয় শিল্পি-নির্ম্মিত, কতকগুলি পারস্য চীন প্রভৃতি দেশ হইতে আমদানী। চারিদিকে কত মনোহর সামগ্রী তিনি সন্দর্শন করিলেন, তাহার সংখ্যা নাই। অবশেষে তিনি এক স্বর্ণকারের দোকানে পদার্পণ করিলেন, সেখানে অসংখ্য স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরক, চুনি, পান্না ও মূল্যবান্ অলঙ্কার দেখিলেন। এত অলঙ্কার কোথায় বিক্রয় হয়, তাহার অনুসন্ধানে তিনি জানিতে পারিলেন, ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য সকল জাতিই অলঙ্কার পরিধান করিয়া থাকে। অধিবাসিগণ সকলেই বিলাস-পরায়ণ। তাহারা নিজ নিজ দেহের শোভাবৃদ্ধি হইবে ভাবিয়া সকলেই অলঙ্কার পরে।

সুন্দরীলাভের যোগ্য আশ্চর্য্য নিদর্শন চাই

নগরের একটি বিশেষত্ব রাজপুত্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তিনি দেখিলেন, অনেকেই গোলাপফুল বিক্রয় করিতেছে; ইহা দেখিয়া রাজপুত্রের অনুমান হইল, সেখানকার লোকেরা পুষ্পের প্রতি অনুরক্ত। সকলকেই তিনি পুষ্প ক্রয় করিতে দেখিলেন, এমন কি, দোকানদারগণ পর্য্যন্ত পুষ্পগুচ্ছে স্ব স্ব দোকান সজ্জিত রাখিয়াছে।

অনেকক্ষণ ঘুরিয়া পরিশ্রান্ত হওয়ায় রাজপুত্র কিছুকাল বিশ্রামের জন্য এক দোকানদারের দোকানে উপবেশন করিলেন। দোকানদার বিশেষ ভদ্রতার সহিত তাঁহাকে বসিবার জন্য আসন প্রদান করিল। তিনি দোকানে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় শুনিতে পাইলেন, এক জন ফেরিওয়ালা একখানি

আসন-বিক্রয়ের জন্য পথে হাঁকিয়া বেড়াইতেছে। তিনি শুনিলেন, আসনখানি দীর্ঘ-প্রস্থে ছয় ফুট, তাহা ত্রিশটি বিভিন্ন কার্য্যে ব্যবহৃত হইতে পারে। তিনি আসনখানি দেখিলেন, কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র অসাধারণত্ব আছে বলিয়া বুঝিতে পারিলেন না, অথচ ফেরিওয়ালা তাহার অসাধারণ দাম হাঁকিল। তিনি এরূপ সামান্য দ্রব্যের অত অসামান্য দাম হইবার কারণ কি জিজ্ঞাসা করায় ফেরিওয়ালা বলিল, "মহাশয়, গুণ না থাকিলে কি আর এত মূল্য হয়? আপনি এই আসনে বসিয়া যেখানে যাইবার ইচ্ছা করিবেন, তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে যাইতে পারিবেন, কোন বস্তু আপনার গমনে বাধা জন্মাইতে পারিবে না।"

রাজপুত্র ভাবিলেন, তাঁহার পিতার জন্য ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য সামগ্রী আর কিছুই সংগ্রহ হইতে পারে না, সুতরাং তিনি এই আসনখানি ক্রয় করিবার ইচ্ছায় হৃষ্টচিত্তে বলিলেন, "যদি তোমার কথাই সত্য হয়, তাহা হইলে আমি তোমার প্রার্থনামত চল্লিশ মোহর দাম দিয়াই ইহা ক্রয় করিব।" ফেরিওয়ালা বলিল, "আমি আপনার সন্দেহ রাখিব না, আপনি চল্লিশ মোহর দিয়া ইহা কিনিবেন, সকল টাকা অবশ্য আপনার সঙ্গে নাই, আমি আসন পাতিতেছি, আপনি আমার সঙ্গে ইহার উপর আরোহণ করিয়া চলুন, বাসায় গিয়া আপনি টাকা দিবেন। যদি আসন আমাদিগকে বহন করিয়া শীঘ্র যথাস্থানে উপস্থিত হইতে না পারে, তাহা হইলে আমি টাকা চাহি না।"



আসনের মহিমা

রাজপুত্র হোসেন ফেরিওয়ালার কথা সঙ্গত জ্ঞান করিলে, ফেরিওয়ালার প্রস্তাবে তিনি সম্মত হইলে, ফেরিওয়ালা আসনখানি পাতিল, তখন উভয়ে সেই আসনে উপবেশন করিলেন, দেখিতে দেখিতে আসন তাঁহাদিগকে লইয়া রাজপুত্রের বাসায় উপস্থিত হইল। হোসেন মহা আনন্দিত হইয়া চল্লিশটি স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে আসন গ্রহণ করিলেন, ফেরিওয়ালাকে আরও বিশ মুদ্রা পুরস্কারও প্রদান করিলেন।

বাজীমাতের আশা

পিতার হস্তে এই আসন প্রদান করিয়া প্রাণাধিকা নৌরোন্নিহারকে লাভ করিবেন, এই আশায় হোসেন অত্যন্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার অন্য ভ্রাতৃগণ কখনই এমন আশ্চর্য্য পদার্থ সংগ্রহ করিতে পারিবেন না বলিয়াই তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল। তিনি সে আসনে বসিয়া সেই দিনই তথা হইতে সেই পান্থশালায় যাইতে পারিতেন ও ভ্রাতৃদ্বয়ের আগমনের জন্য অপেক্ষা করিতে পারিতেন; কিন্তু তিনি সে দেশবাসীদিগের আচার-ব্যবহার, ব্যবস্থা-ধর্ম্ম ও রাজনীতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভের ইচ্ছা করিলেন, সুতরাং আরও কিছু দিন এই রাজধানীতে বাস করা তাঁহার অভিপ্রেত হইল।

বিশনগরের রাজা সপ্তাহে এক দিন বৈদেশিক সদাগরগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। অন্যান্য সদাগরগণের ন্যায় রাজপুত্র হোসেনও রাজদরবারে উপস্থিত হইতেন। রাজা তাঁহার রূপ, বুদ্ধি, বিচারশক্তি প্রভৃতি সন্দর্শন করিয়া, তাঁহার প্রতি বিশেষ সমাদর প্রকাশ করিতেন। সদাগরগণকে আহ্বান করিয়া কোন কথা বলিতে হইলে রাজা তাঁহাকেই সে কথা বলিতেন, এবং তাঁহার স্বদেশ-সম্বন্ধে, তত্রত্য রাজনীতি, সমাজনীতি, সম্পদগৌরব প্রভৃতি বিষয়ে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতেন. রাজপুত্রকে তিনি সদাগর বলিয়াই জানিতেন।

ভারতের অতীত ঐশ্বর্য্য

রাজপুত্র এই নগরে থাকিয়া অনেক অদ্ভুত পদার্থ দেখিলেন। এক দিন তিনি একটি হিন্দু-মন্দিরে গিয়াছিলেন। মন্দিরটি পিত্তলনির্ম্মিত, দশ বর্গ-হাত প্রশস্ত এবং পঞ্চাশ হাত উচ্চ। ইহার ভিতরে যে দেবমূর্ত্তি ছিল, সেটি বিশুদ্ধ স্বর্ণে নির্ম্মিত, পুত্তলিকার চক্ষু দুটি দুখানি পদ্মরাগমণি, যেখান হইতেই সেই মূর্ত্তির দিকে দৃষ্টিপাত করা হউক, বোধ হয় যেন চক্ষু দুটি ঘুরিতেছে। আর একটি মন্দিরও তিনি দেখিলেন, এ মন্দিরটি একটি প্রান্তরের মধ্যে অবস্থিত। মন্দিরের চতুর্দ্দিকে পুষ্পকানন, মন্দিরটি প্রাচীরবেষ্টিত। যেন মন্দিরটি একখানি প্রস্তরে নির্ম্মিত বলিয়াই বোধ হয়;—প্রস্তর লালবর্ণ, উত্তমরূপে পালিশ করা, মন্দিরটি দীর্ঘে ত্রিশ হাত, প্রস্থে বিশ হাত। মন্দিরচূড়া অতি সুন্দররূপে নানাবর্ণে সুরঞ্জিত। মন্দিরগাত্রে কত চিত্র, কত মূর্ত্তি ক্ষোদিত, তাহার সংখ্যা নাই, অপূর্ব্ব শিল্পচাতুর্য্য।

এই মন্দিরে প্রত্যহ সকালে পূজা ও আরতি হইত; নৃত্যগীত, বাদ্য ও নানা প্রকার তামাসাও দেখা যাইত, নানা দেশ হইতে পৌত্তলিক যাত্রিগণ আসিয়া এখানে পূজা দিত।

রাজপুত্র হোসেন দীর্ঘকাল বিশনগর রাজ্যে বাস করিয়া, তত্রত্য বিশেষত্বগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারিতেন, কিন্তু শীঘ্রই এক বৎসর শেষ হইয়া আসিল, সুতরাং ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হইবার জন্য তিনি বড় ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। নৌরোন্নিহারকে বিবাহ করিবার ইচ্ছায় তাঁহার চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। বর্ষশেষদিনে তিনি খাঁয়ের প্রাপ্য বাড়ীভাড়া মিটাইয়া দিয়া, গৃহমধ্যে গোপনে তাঁহার সেই অদ্ভুত গালিচা প্রসারিত করিলেন, তাহার পর তিনি ও তাঁহার সহচর সেই গালিচায় উপবেশন করিলে রাজপুত্র ইচ্ছা করিলেন, তাঁহারা পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট পান্থশালায় উপস্থিত হইবেন,—যেমন ইচ্ছা করা, অমনি গালিচা শূন্যে উঠিয়া পড়িল এবং মহাবেগে তাঁহাদিগকে সেই পান্থশালায় উপস্থিত করিল। গালিচা হইতে অবতরণ করিয়া রাজপুত্র দেখিলেন, তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় তখনও প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই, সুতরাং তিনি সদাগরের বেশে সেই পান্থশালাতেই তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

হোসেনের মধ্যম ভ্রাতা রাজপুত্র আলি পারস্যাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। এক জন বণিকের সহিত চারিমাসকাল পথপর্য্যটন করিয়া, অবশেষে তিনি পারস্য-রাজধানী সিরাজ নগরে উপস্থিত হইলেন। তিনি অনেক সদাগরের সহিত পথে আলাপ করিয়াছিলেন, তাহাদিগের নিকটে জহুরী বলিয়া, তিনি আত্মপরিচয় দান করিয়াছিলেন। সিরাজ নগরে উপস্থিত হইয়া, তিনি এক পান্থাবাসে বাসা লইলেন।

অত্যাশ্চর্য্য দূরবীণ

অন্যান্য সদাগরগণ তাহাদের পণ্যদ্রব্য গুদামজাত করিতে লাগিল, কিন্তু আলির সে সকল হাঙ্গামা কিছুই ছিল না, তিনি বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া নগরদর্শনে যাত্রা করিলেন ও ঘুরিতে ঘুরিতে বাজারের মধ্যে উপস্থিত হইলেন। বাজারে নানাজাতীয় পণ্যদ্রব্য এবং বিচিত্র শিল্পসামগ্রী দেখিয়া, তাঁহার মনে বিস্ময়ের সঞ্চার হইল। এক স্থানে উপস্থিত হইয়া তিনি দেখিলেন, এক জন ফেরিওয়ালা একটি দূরবীক্ষণ যন্ত্র বিক্রয়ের জন্য হাঁকিতেছে। যন্ত্রটি প্রায় এক হাত লম্বা। বস্তুটি গজদন্ত-নির্ম্মিত, ফেরিওয়ালা তাহার দাম হাঁকিল ত্রিশ স্বর্ণমুদ্রা।

ফেরিওয়ালাকে ডাকিয়া আলি বলিলেন, "বাপু, তোমার জ্ঞান লোপ পাইয়াছে বলিয়া বোধ হয়, তুমি এই একটি সামান্য যন্ত্রের মূল্য ত্রিশ স্বর্ণমুদ্রা চাহিতেছ ?" ফেরিওয়ালা বলিল, "মহাশয়, আপনি একা কেন, অনেকেই সন্দেহ করিতেছেন, আমি ক্ষেপিয়াছি, কিন্তু আমার এই বস্তুর যে কি গুণ, তাহা যদি একবার জানিতে পারেন, তাহা হইলে আর আমাকে ক্ষ্যাপা মনে করিবেন না। মহাশয়, আপনি দেখিতেছেন, এটি সামান্য বস্তু—এক হাত কি তিন পোয়া লম্বা, দুই মুখে দুইখানি কাচমাত্র আবরণ, কিন্তু একবার ইহার ভিতর দিয়া চাহিয়া দেখুন, যাহা দেখিতে চাহিবেন, তাহাই দেখিতে পাইবেন।"

আলি বলিলেন, "বটে ! যদি তোমার এ বস্তুর এমন অসাধারণ গুণ হয়, তাহা হইলে ভাই, তুমি ইহার এত দাম চাহিতে পার বটে !" তিনি যন্ত্রটি হাতে লইয়া একবার এদিক ওদিক ঘুরাইয়া দেখিলেন ; তাহার পর বলিলেন, "কোন্ দিক দিয়া দেখিতে হয়, তাহা বলিয়া দাও।" আলির চক্ষুর উপর ফেরিওয়ালা যন্ত্রটি স্থাপন করিলে আলি তাঁহার পিতাকে দেখিবার ইচ্ছা করিলেন, অমনই আলির চক্ষুর সম্মুখে তাঁহার

মুহূর্ত্তে আকাঙ্ক্ষিতের দর্শন সম্ভব

পিতা রাজসভার সহিত দীপ্যমান হইয়া উঠিলেন। আরও দেখিলেন, সুন্দরী নৌরোন্নিহার সখীবর্গে পরিবৃত হইয়া স্নানাগারে স্নান করিতেছেন ! আলি বলিলেন, "বলি হারি ভাই, তোমার এ চমৎকার যন্ত্র, আমি ইহা ক্রয় করিব, তোমার বুদ্ধিতে যে সন্দেহ করিয়াছিলাম, সে জন্য মাপ কর, কিন্তু ত্রিশ মোহর বড় বেশী দাম, কিছু কম হইলে চলে না ?" ফেরিওয়ালা জিহ্বাদংশন করিয়া বলিল, "খোদার কসম, উহার এক পয়সা কমে বিক্রয় করিবার হুকুম নাই।" আলি ফেরিওয়ালাকে সঙ্গে লইয়া বাসায় আসিলেন, এবং যন্ত্রটি ক্রয় করিলেন।

আলির মনে মহা আনন্দ ! এমন অদ্ভুত সামগ্রী কি পৃথিবীতে আছে ? তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল, ইহা তাঁহার পিতাকে উপহার প্রদান করিতে পারিলেই বৃদ্ধ সুলতান তাঁহার স্নেহপ্রতিমা নৌরোন্নিহার সুন্দরীকে তাঁহার হস্তেই সমর্পণ করিবেন। দেশে ফিরিতে যে কিছু বিলম্ব ! পারস্যদেশ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা-সঞ্চয় করা ভিন্ন সে দেশে অবস্থানের তাঁহার আর কোন উদ্দেশ্য রহিল না।

কিছুদিন পারস্যদেশে অবস্থান করিয়া তত্রত্য রীতিনীতিতে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া, রাজপুত্র আলি তাঁহার এক জন সহযোগী পর্য্যটকের সহিত ভারতবর্ষাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে তাঁহার কোন অসুবিধা বা বিপদ ঘটিল না, তিনি সেই পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট পান্থশালায় উপস্থিত হইলেন ; দেখিলেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা তাঁহার প্রতীক্ষায় সেখানে সমাগত হইয়া অপর ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রতীক্ষা করিতেছেন, কনিষ্ঠ রাজপুত্র আমেদের আগমন প্রত্যাশায় তাঁহারা সেখানে বাস করিতে লাগিলেন।

ফল নয়—অমৃত !

রাজপুত্র আমেদ সমরকন্দে যাত্রা করিয়াছিলেন। তিনি সেখানে বাসা স্থির করিয়াই ছদ্মবেশে বাজার দেখিতে বাহির হইলেন। তিনি বাজারের মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে দেখিলেন, এক জন ফলবিক্রেতা একটি নাসপাতি ফলের দাম হাঁকিতেছে—পঁয়ত্রিশ স্বর্ণমুদ্রা। আমেদ বলিলেন, "দেখি হে বাপু, তোমার ফল, ইহার দাম ত' দুই চারি পয়সার বেশী হইতে পারে না, তা তুমি যে বড় পঁয়ত্রিশ মোহর দাম হাঁকিতেছ, তোমার কি এ সোনার নাসপাতি ?" নাসপাতিটা আমেদের হাতে দিয়া ফলবিক্রেতা বলিল, "আজ্ঞে কর্ত্তা, সোনার নাসপাতির কি এত গুণ ? আমার এই নাসপাতি বাহির হইতে দেখিলে একটা সামান্য ফলই বোধ হইবে ; কিন্তু যদি ইহার গুণের কথা শোনেন ত' অবাক্ হইবেন। এ তো ফল নয়,—অমৃত। মানুষের রোগ যতই কঠিন হউক, সে মৃত্যু-শয্যায় পড়িয়া থাবি খাক্ না কেন, কোন রকমে ইহার একটু ঘ্রাণ নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিলেই রোগী একেবারে সুস্থ হইয়া উঠিবে। তা যে যে রোগই হোক না, নাসিকায় এই নাসপাতির

একটু দ্রাণ যাওয়া চাই মাত্র। অদ্ভুত নাসপাতি!" আমেদ বলিলেন, "সত্য হইলে অদ্ভুতই বটে, কিন্তু ভাই, আমি কেমন করিয়া বুঝিব যে, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা খাঁটি সত্য কথা, একটুও ভেজাল মিশান নহে?" ফলবিক্রেতা বলিল, "মশায়, সমরকন্দ সহরের সকল লোক এ ফলের গুণ জানে, আপনি যাকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবেন, করুন না; আমি ফলের যে গুণের কথা বলিলাম, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। আপনি এমন লোক দুই চারি জন দেখিতে পাইবেন, যাহারা এই ফলের আঘ্রাণে মৃত্যুমুখ হইতে ফিরিয়া আসিয়া, এখন সুস্থদেহে সংসারধর্ম্ম পালন করিতেছে। এক জন চিকিৎসক বহু বৎসর চেষ্টা করিয়া এই অদ্ভুত ফল প্রস্তুত করিয়াছেন। সমস্ত জীবন তিনি এই চেষ্টাতেই ব্যয় করিয়াছেন, তাহার পর হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, তিনি মৃত্যুকালে এই অদ্ভুত ফলের দ্রাণ লইবার অবসর পান নাই, এখন তাঁহার বিধবা পত্নী দুরবস্থায় পড়িয়া এই ফল বিক্রয় করিতেছেন।"

মৃতসঞ্জীবনী শক্তি সংগুপ্ত

রাজপুত্র আমেদ ফলের বিশেষ পরিচয় পাইয়া, বিক্রেতার প্রার্থিত মূল্যেই সেই ফল ক্রয় করিলেন, এবং আরও কিছুদিন সেখানে অবস্থান করিয়া, সমরকন্দের অদ্ভুত দ্রব্যরাজি দেখিতে লাগিলেন। অবশেষে এক জন সদাগরকে সঙ্গী পাইয়া স্বদেশযাত্রা করিলেন।

আমেদ পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট পান্থশালায় উপস্থিত হইয়া, তাঁহার অপর দুই ভ্রাতার সাক্ষাৎ পাইলেন; দেখিলেন, তাঁহার দুই ভ্রাতা সুস্থদেহে তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছেন, দেখিয়া তাঁহার মনে অনির্ব্বচনীয় আনন্দের সঞ্চার হইল।

আলি পান্থশালায় ফিরিয়া দেখিয়াছিলেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর হোসেন তাঁহার অগ্রে ফিরিয়াছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "দাদা, তুমি কত দিন এখানে ফিরিয়াছ?" হোসেন বলিলেন, "তিন মাস হইবে।" আলি বলিলেন, "ওঃ, তাহা হইলে তুমি বোধ করি, অতি অল্প দূর হইতেই ফিরিয়া আসিয়াছ।" হোসেন গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "আমি কোথায় গিয়াছিলাম, কি লইয়া ফিরিয়াছি, সে কথা এখন কিছুই বলিব না। আমি বিদেশে পাঁচ মাস ছিলাম, যদি আরও বেশী দিন থাকা দরকার মনে করিতাম, তাহাও থাকিতাম।"—"তুমি পাঁচ মাস ছিলে, তিন মাস আসিয়াছ বলিতেছ, তাহা হইলে সেখানে যাইতে কত দিন লাগিয়াছিল?"—হোসেন বলিলেন, "চারি মাস।" "তাহা হইলে তুমি কি উড়িয়া আসিয়াছ না কি? তোমার হিসাবেই ত' সেখানে এক মাসের বেশী বাস করা হয় না।"—আলি এই কথা বলিলে হোসেন বলিলেন, "ভাই, জেরায় কিছু বাহির হইবে না, আমি এখন কোন কথা ভাঙ্গিব না। আগে আমেদ আসুক, তখন সকলই জানিতে পারিবে; বুঝিবে, আমার একটা কথাও মিথ্যা নহে, এখন আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, আমি যে সামগ্রী আনিয়াছি, তাহা অভূতপূর্ব্ব, তুমি যাহাই আনিয়া থাক, আমার জিনিষ তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহা অপেক্ষা অদ্ভুত, এমন অদ্ভুত সামগ্রী আর কিছুতেই হইতে পারে না।"

অত্যাশ্চর্য্য দ্রব্য সংগ্রহের প্রতিযোগিতা

আলি কিছুই ভাঙ্গিলেন না; কেবল গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "তা হবে!"—আলি জানিতেন, তাঁহার সংগৃহীত হস্তিদন্ত-নির্ম্মিত দূরবীণ অপেক্ষা অদ্ভুত পদার্থ সংগ্রহ করা কাহারও সাধ্য নহে। আমেদের আগমনের পূর্ব্বে কেহই স্ব স্ব অদ্ভুতদ্রব্যের কথা প্রকাশ করিলেন না, উভয়ে উৎকণ্ঠিতচিত্তে আমেদের আগমনপ্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

তিন ভ্রাতা সম্মিলিত হইলে, তাঁহারা প্রথমে পরস্পরকে আলিঙ্গনদান করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার পর হোসেন বলিলেন, "আমরা তিন ভাই একত্র হইয়াছি, আমাদের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পরে পরস্পরের গোচর করিব, আপাততঃ আমরা কে কি আনিয়াছি, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক। এখন আর গোপনের আবশ্যক নাই। আমরা এখনই বুঝিতে পারিব, পিতা কাহার দ্রব্যে মুগ্ধ হইয়া কাহাকে

অনুগৃহীত করিবেন। আমি সকলের বড়, সুতরাং আমি যাহা আনিয়াছি, তাহাই সর্ব্বাগ্রে প্রদর্শন করি। আমি যে গালিচার উপর বসিয়া আছি, বিশনগর রাজ্যে আমি এই গালিচা ক্রয় করিয়াছি, ইহাই আমার সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত পদার্থ। গালিচাখানি দেখিতে অতি সামান্য বটে, কিন্তু ইহার গুণ অসাধারণ। আমি চল্লিশ মোহর দিয়া ইহা ক্রয় করিয়াছি। এই গালিচার উপর বসিয়া আমি যেখানে যাইতে ইচ্ছা করিব, সেখানে তৎক্ষণাৎ যাইতে পারিব। আমি এ বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া তবে আসন ক্রয় করিয়াছি। আমি বিশনগর রাজ্যের রাজধানী হইতে চারি মাসের পথ এই গালিচার উপর চড়িয়া চারি দণ্ডের মধ্যে আসিয়াছি। তোমাদের যখন ইচ্ছা হইবে, বলিও, আমার গালিচার গুণ পরীক্ষা করিয়া দেখাইব।"

সাফল্যের পরীক্ষা

হোসেনের কথা শেষ হইলে আলি বলিলেন, "দাদা, আমি স্বীকার করিতেছি, তোমার এই গালিচা খুব অদ্ভুত বটে; কিন্তু আমি যাহা আনিয়াছি, তাহা তোমার ঐ গালিচা অপেক্ষা অদ্ভুত না হউক্, সমান অদ্ভুত বটে। তবে সম্পূর্ণ অন্য প্রকারে অদ্ভুত, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। আমার এই যে চোঙ দেখিতেছ, এটা সরু হাতীর দাঁতের চোঙ, দুই দিকে দুইখানি কাচ বসান; কিন্তু এ বড় সাধারণ চোঙ নয়। ইহার ভিতর দিয়া যাহা দেখিতে চাহিবে, তাহাই দেখিতে পাইবে, তা সে দ্রব্য লক্ষ ক্রোশ দূরে থাক। আমি আমার কথায় তোমাদের বিশ্বাস করিতে বলিতেছি না, তোমরা এখনই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার।"

হোসেন ভাবিলেন, আর কাহাকে দেখিব। একবার দেখি, আমার হৃদয়বিমোহিনী নৌরোন্নিহার কি ভাবে আছেন, একবার পরীক্ষা করিয়া দেখি। হোসেন চোঙটিতে চক্ষু স্থাপন করিয়া আগ্রহপূর্ণ-দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন।

আলি ও আমেদ হোসেনের দিকে চাহিয়া বিস্মিত হইলেন; দেখিলেন, হোসেনের মুখ অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে, ললাট ঘর্ম্মাক্ত। তাঁহার এই প্রকার মুখ দেখিয়া উভয়েই বুঝিলেন, কিছু গুরুতর ঘটনা ঘটিয়াছে। আলি ও আমেদ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই হোসেন বলিলেন, "ভাই, আমাদের এত চেষ্টা, যত্ন ও পথশ্রম বুঝি অনর্থক হয়। নৌরোন্নিহারকে লাভ করা বুঝি আমাদের কাহারও ভাগ্যেই ঘটিয়া উঠিল না। আর কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই নৌরোন্নিহারের প্রাণবিয়োগ হইবে। হায়, হায়, তাহার সহিত আমাদের সাক্ষাতেরও আর আশা নাই।"

প্রতিযোগিতার পুরস্কার প্রিয়তমার জীবনসঙ্কট

আলি হোসেনের নিকট হইতে চোঙ লইয়া তাহার উপর চক্ষু স্থাপন করিলেন। তিনি দেখিলেন, তাঁহার দাদার কথা কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত নহে, নৌরোন্নিহারের অন্তিমকাল সত্যই সন্নিকটবর্ত্তী হইয়াছে।

অনন্তর দূরবীক্ষণটি হস্তে হইয়া আমেদ সাবধানে নৌরোন্নিহারের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলেন, তাহার পর আলির হস্তে দূরবীক্ষণটি প্রদান করিয়া বলিলেন, "দাদা, অবিলম্বে যদি আমরা নৌরোন্নিহারের নিকট উপস্থিত হইতে পারি, তাহা হইলে তাঁহার প্রাণ-রক্ষার উপায় হইতে পারে!" আমেদ তাঁহার মৃতসঞ্জীবন নাসপাতি বাহির করিয়া জ্যেষ্ঠ সহোদরদ্বয়কে দেখাইলেন; বলিলেন, "এই নাসপাতি আপনাদের অদ্ভুত গালিচা ও অদ্ভুত চোঙ অপেক্ষা অল্প অদ্ভুত নহে, আমি ইহা পঁয়ত্রিশ মোহরে ক্রয় করিয়াছি। ইহার গুণ এই যে, যে কোন রোগে এই নাসপাতির আঘ্রাণ লইবামাত্র ব্যাধি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইবে, রোগীর দেহে প্রাণ থাকিলেই আর তাহার মৃত্যুর আশঙ্কা নাই, সুতরাং বুঝিতে পারিতেছেন, যদি অবিলম্বে নৌরোন্নিহারের নিকট উপস্থিত হইতে পারি, তবে তাহার প্রাণবিয়োগের আর আশঙ্কা নাই।"

হোসেন বলিলেন, "যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে, আমার এই আসনে চড়িয়া আমরা অবিলম্বে গৃহে উপস্থিত হইতে পারি, আর সময় নষ্ট করিবার আবশ্যক নাই, আমাদের সহচরগণকে বিদায় দিয়া আমরা ইহাতে চড়িয়া যাই, আসনে অনায়াসেই তিন জনের স্থান হইবে।"

আসনে উপবেশন করিয়া তিন জনই তাঁহাদের পিতার প্রাসাদে উপস্থিত হইবার ইচ্ছা করিলেন। ইচ্ছামাত্র তাঁহারা পিতার প্রাসাদে নৌরোন্নিহারের কক্ষে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগকে হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হইতে দেখিয়া দাসী ও খোজাগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িল। প্রথমে অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল; কিন্তু তাহারা অবিলম্বেই তাহাদিগের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

রাজপুত্র আমেদ ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া নৌরোন্নিহারের শয্যাপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইলেন, নৌরোন্নিহারের তখন নাভিশ্বাস উপস্থিত, জীবনের কোনই আশা ছিল না। আমেদ তাঁহার নাসপাতি বাহির করিয়া নৌরোন্নিহারের নাসিকাপ্রান্তে ধরিলেন। দেখিতে দেখিতে নৌরোন্নিহারের ব্যাধি দূর হইল, তিনি চারিদিকে চাহিয়া উঠিয়া বসিলেন, তাহার পর তিনি তাঁহার পরিচ্ছদপরিধানের ইচ্ছা করিলেন। তাঁহার বোধ হইল, দীর্ঘকাল নিদ্রার পর যেন সহসা জাগিয়া উঠিলেন। তিনি রাজপুত্রগণকে, বিশেষতঃ আমেদকে তাঁহার প্রাণরক্ষার জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। তাঁহারাও ঠিক সময়ে আসিতে পারিয়াছেন, এজন্য আনন্দ প্রকাশ করিয়া সেই কক্ষ পরিত্যাগ করিলেন।



প্রেমিকার নবজীবন

অনন্তর তাঁহারা সুলতানের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার চরণবন্দনা করিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, নৌরোন্নিহারের দাসীগণ তাঁহাদের সেখানে গমনের পূর্ব্বেই তাঁহাদের মনিবের আরোগ্যসংবাদ সুলতানের গোচর করিয়াছে। সুলতান পুত্রগণকে দীর্ঘকাল পরে দেখিতে পাইয়া সস্নেহে তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন দান করিলেন। পরস্পর কুশলাদি জিজ্ঞাসা শেষ হইলে, রাজপুত্রগণ তাঁহাদের সংগৃহীত আশ্চর্য্য দ্রব্যগুলি একে একে সুলতানকে প্রদান করিলেন, এবং স্ব স্ব দ্রব্যের গুণকীর্ত্তন করিয়া, সুলতান কোন্ দ্রব্যটি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আশ্চর্য্য মনে করিতেছেন, তাহাই জিজ্ঞাসা করিলেন।

পরীক্ষা-সমস্যা

সুলতান অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দ্রব্যত্রয়ের গুণাবলীর কথা চিন্তা করিলেন, সেই তিনটি দ্রব্যই যে নৌরোন্নিহারের জীবনদানের সহায়, তাহাতে তাঁহার সন্দেহ রহিল না। অনেকক্ষণ পরে তিনি বলিলেন, "বৎসগণ, তোমাদের সংগৃহীত দ্রব্যত্রয়ের মধ্যে কোন্‌টি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অদ্ভুত, তাহা বিচার করিয়া যদি মত স্থির করিতে পারিতাম, তাহা হইলে বিশেষ সুখের বিষয় হইত বটে, কিন্তু তোমরাই বিবেচনা করিয়া দেখ, আমি

এ সম্বন্ধে কিরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারি। নাসপাতি আঘ্রাণ করাইয়া আমেদ নৌরোন্নিহারের প্রাণরক্ষা করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার পীড়ার সংবাদ আলির দূরবীণ ভিন্ন আমেদ কখনই পাইত না, বিশেষতঃ হোসেনের গালিচা ভিন্ন তোমরা কখনই নৌরোন্নিহারের আসন্ন-মৃত্যুকালে এখানে উপস্থিত হইতে পারিতে না, আবার আমেদের নাসপাতি না থাকিলে আসন ও দূরবীণের উপকারিতা কোনই কাজে আসিত না। নৌরোন্নিহার তাহার জীবনের জন্য তোমাদের সকলের নিকটেই কৃতজ্ঞ। আমি মনে করিতেছি, তোমাদের তিন জনের সংগৃহীত পদার্থই সমান বিস্ময়জনক, সমান অদ্ভুত। আমি তোমাদের মধ্যে যে কোন ভ্রাতার হস্তে নৌরোন্নিহারকে দান করিতে পারি। তোমরা বিদেশভ্রমণে যাত্রা করিয়া এই সকল অদ্ভুত দ্রব্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছ বলিয়াই নৌরোন্নিহারের প্রাণরক্ষা হইল। কিন্তু তোমরা তিন জনে কখনই একটি বালিকাকে বিবাহ করিতে পারিবে না, সুতরাং তোমাদের যোগ্যতা প্রমাণের জন্য পুনর্ব্বার পরীক্ষা দিতে হইবে। আজ এখনও কিঞ্চিৎ বেলা আছে, অতএব আজই সেই পরীক্ষা গ্রহণ করা হউক। আমার ইচ্ছা, তোমরা ধনুর্ব্বাণ হস্তে দুর্গ-প্রাচীরের বাহিরে গিয়া তোমাদের ধনুর্ব্বিদ্যার পরিচয় প্রদান কর। আমি স্বয়ং যাইতেছি। তোমাদের তিন ভ্রাতার মধ্যে যাহার শর অধিক দূরে নিক্ষিপ্ত হইবে, আমি তাঁহারই হস্তে নৌরোন্নিহারকে সমর্পণ করিব। তোমরা আমার জন্য বিভিন্ন দেশ হইতে যে সকল দুষ্প্রাপ্য উপহার সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছ, তাহা লাভ করিয়া আমি তোমাদের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি, তোমাদিগকে পুত্ররূপে লাভ করিয়া আমি গৌরব অনুভব করিতেছি। তোমাদের সংগৃহীত দ্রব্য কয়টি আমার ধনভাণ্ডার শোভিত করিবে, আমার আশা আছে, এ সকল দ্রব্যের দ্বারা আমি ভবিষ্যতে উপকার পাইব।"

প্রেম-প্রতিযোগিতায় শৌর্য্য-পরীক্ষা

সুলতান পুত্রত্রয়ের শক্তি-পরীক্ষার জন্য যে আদেশ প্রদান করিলেন, সে বিষয়ে কাহারও প্রতিবাদ করিবার কোন কারণ ছিল না। তাঁহারা দুর্গপ্রাচীরের বহির্ভাগে চলিলেন। নগরমধ্যে এই পরীক্ষার কথা অতি অল্পসময়ের মধ্যেই বিঘোষিত হইল। দলে দলে নগরবাসী রাজপুত্রগণের বাহুর শক্তিপরীক্ষা দেখিতে মাঠে আসিয়া জমিতে লাগিল।

সুলতান পরীক্ষাক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে, রাজপুত্র হোসেন ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ করিয়া তাঁহার দেহের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া বাণ নিক্ষেপ করিলেন, হোসেনের শর বহুদূরে গিয়া ভূমিস্পর্শ করিল। হোসেনের পর আলি হোসেনের পাশে দাঁড়াইয়া নৌরোন্নিহারের আশায় প্রবলশক্তিতে শরনিক্ষেপ করিলেন, আলির শর হোসেনের শর ছাড়াইয়া কিছু দূরে গিয়া পড়িল। দেখিয়া হোসেনের মুখ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। তিনি বুঝিলেন, তাঁহার আশা ফুরাইয়াছে, কিন্তু আলির মনের আনন্দ প্রবল হইল না, ভয়ে তাঁহার বুকের মধ্যে দুরুদুরু করিয়া কাঁপিতে লাগিল, পাছে আমেদের শর আরও অধিক দূরে গিয়া পড়ে, পাছে নৌরোন্নিহার আমেদের হস্তগত হয়। যাহা হউক, আমেদ সর্ব্বশেষে শর নিক্ষেপ করিলেন, শন্ শন্ শব্দে শর ছুটিয়া গেল। সকলেই ভাবিল, আমেদের শর সকল শরকে ছাড়াইয়া অধিক দূরে গিয়া পড়িবে। কাহার শর কোথায় পড়িয়াছে, দেখিবার জন্য তিন সহোদরই অশ্ব ছুটাইয়া দিলেন। হোসেন ও আলির শর পাওয়া গেল, কিন্তু আমেদের শর কিছুতেই খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। সকলেই বলিল, হোসেনের শর অপেক্ষা আলির শর দূরে পড়িয়াছে, অতএব নৌরোন্নিহার তাঁহারই প্রাপ্য। কিন্তু আমেদের শর নিকটে পড়িয়াছে কি দূরে পড়িয়াছে, তাহা যখন স্থির হইল না, তখন সুলতান তাঁহার হস্তে নৌরোন্নিহারকে সমর্পণ করিতে প্রস্তুত হইলেন না। আলির সহিত নৌরোন্নিহারের বিবাহ স্থির হইয়া গেল। কয়েক দিনের মধ্যেই বিবাহের উৎসব আরম্ভ হইল।

ভাগ্যপরীক্ষার শর অদৃশ্য

হোসেন এ বিবাহে যোগদান করিলেন না। তিনি নৌরোন্নিহারকে আন্তরিক ভালবাসিতেন, তাঁহার প্রেমে তিনি বিভোর হইয়াছিলেন, সেই প্রণয়িনী অপরের সহিত বিবাহিতা হইতেছেন, এ দৃশ্য তিনি প্রাণ ধরিয়া দেখিতে পারিবেন না বলিয়াই বিবাহে যোগদান করিলেন না। তিনি তাঁহার পিতার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া মনের ক্ষোভে পিতৃরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া, দরবেশের পরিচ্ছদে একটি মসজিদে উপস্থিত হইয়া এক জন বিখ্যাত দরবেশের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন।

রাজপুত্র আমেদও ঠিক এই কারণে আলির বিবাহে যোগদান করিলেন না। কিন্তু তিনি হোসেনের ন্যায় দরবেশ হইবার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি কিছুতেই বুঝিতে পারিলেন না যে, তাঁহার নিক্ষিপ্ত শর অদৃশ্য হইল কেন? এ শর নিশ্চয়ই কোথাও গিয়া পড়িয়াছে। কোথায় পড়িয়াছে, তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে স্থির করিয়া, আমেদ গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন এবং যেখানে হোসেন ও আলি-নিক্ষিপ্ত শর নিপতিত হইয়াছিল, সেই স্থান হইতে বামে, দক্ষিণে ও সম্মুখে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন। তিনি বহুদূরে অগ্রসর হইয়াও তাঁহার নিক্ষিপ্ত শর দেখিতে পাইলেন না। চলিতে চলিতে অবশেষে তিনি এক পর্ব্বতের পাদদেশে উপস্থিত হইলেন। এই পর্ব্বতটি রাজপ্রাসাদ হইতে ছয় ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

নিক্ষিপ্ত শরের অনুসরণে

আমেদ এই পর্ব্বতের পাদমূলে তাঁহার নিক্ষিপ্ত শরটি নিপতিত দেখিতে পাইলেন, তিনি সবিস্ময়ে শরটি হাতে তুলিয়া লইয়া, তাহা দেখিতে দেখিতে বলিলেন, এটি আমারই শর, কিন্তু আমি কিম্বা অন্য কোন মনুষ্যই এত দূরে কখনও শর নিক্ষেপ করিতে পারে না। তিনি আরও দেখিলেন, শরটি মাটীতে না বিঁধিয়া তাহা মাটীতে পড়িয়াছিল, সুতরাং তাঁহার অনুমান হইল, শর পর্ব্বতে প্রতিহত হইয়া, এখানে আসিয়া পড়িয়াছে। রাজপুত্র মনে করিলেন, ইহার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন বিস্ময়কর রহস্য আছে, হয় ত' তাহা তাঁহার মঙ্গলের জন্যও হইতে পারে। বস্তুতঃ রহস্যটি কি, তাহা নির্ণয়ের জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, এবং নানা কথা চিন্তা করিতে করিতে অদূরবর্ত্তী একটি গুহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

আমেদ দেখিলেন, গুহার এক প্রান্তে একটি লৌহদ্বার রহিয়াছে। দ্বারটি অবরুদ্ধ। তিনি প্রথমে ভাবিলেন, হয় ত' দ্বার ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ, কিন্তু তাঁহার করস্পর্শমাত্র দ্বারটি ভিতরের দিকে খুলিয়া গেল। সেই দ্বারপথে তিনি তাঁহার শরটি হস্তে লইয়া অগ্রসর হইলেন। অন্ধকারময় পথ, সোপান নাই, পর্ব্বতগুহা ঢালু হইয়া যেন নিম্নদিকে চলিয়া গিয়াছে। আমেদ ভাবিলেন, হয় ত' শীঘ্রই তাঁহাকে অন্ধকারের মধ্যে পড়িয়া প্রত্যাগমনে বাধ্য হইতে হইবে, কিন্তু কিয়দ্দূর নামিয়াই দেখিলেন, অন্ধকারের পরিবর্ত্তে একটি অপূর্ব্ব জ্যোতিতে তাঁহার গমনপথ আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে। এই জ্যোতি ঠিক সূর্য্যালোকের ন্যায় নহে, অনেক পরিমাণে বৈদ্যুতিক আলোর ন্যায় শুভ্র, উজ্জ্বল, স্থিরচক্ষুর জ্বালাকর নহে, শরতের পূর্ণচন্দ্র গগনমণ্ডলে উদিত হইলে যেরূপ আলোকের আশা করা যায়, সেইরূপ আলোক। আমেদ মুগ্ধনেত্রে সেই পথে চলিতে লাগিলেন।

জ্যোতির্দ্দীপ্ত গুহাপথে

পঞ্চাশ ধাপ পা চলিয়াই আমেদ একটি সুপ্রশস্ত সুসজ্জিত প্রাসাদ দেখিতে পাইলেন। তিনি প্রাসাদের মধ্যে উপস্থিত হইয়া চারিদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছেন, এমন সময় একটি সালঙ্কারা পরমাসুন্দরী যুবতী কতকগুলি সহচরীবৃন্দে পরিবৃত হইয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। আমেদ বুঝিলেন, সেই অপার্থিব সুন্দরীই এই প্রশস্ত হর্ম্ম্যের অধিস্বামিনী। রাজপুত্র আমেদ যুবতীটিকে দেখিয়াই তাঁহাকে নমস্কার করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। কিন্তু যুবতী তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়াই মধুরস্বরে বলিলেন, "রাজপুত্র আমেদ, আসুন, আমরা আপনাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি।"

এই অজ্ঞাতস্থানে অপরিচিত যুবতীর মুখে নিজের নাম উচ্চারিত হইতে শুনিয়া, রাজপুত্র আমেদ বড়ই বিস্মিত হইলেন, তাঁহার পিতার রাজ্যের সন্নিকটে যে এরূপ এক অদ্ভুত প্রাসাদ আছে, তাহাও তিনি জানিতেন না। তিনি যুবতীকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "ঠাকুরাণি, আমি এখানে অনধিকারপ্রবেশ করিয়া মনে মনে বড়ই সঙ্কুচিত হইতেছিলাম, কিন্তু আপনার অভয়বাণীতে আমার সকল সঙ্কোচ ও আশঙ্কা দূর হইল। আপনি আমার পিতার রাজ্যের এত নিকটে বাস করেন, তথাপি আমি এ পর্য্যন্ত কখনও আপনাকে দেখি নাই, আপনাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও কোন কথা অবগত ছিলাম না, ইহাতে আমি বড়ই বিস্মিত হইয়াছি।"

পরীমুখে প্রেম-পরিচয়

যুবতী বলিলেন, "রাজপুত্র, আপনি অগ্রে বিশ্রাম করুন, তাহার পর আপনাকে সকল কথা বলিব।"— যুবতীর ইঙ্গিতে রাজপুত্র আর একটি সুসজ্জিত কক্ষে প্রবেশ করিলেন। এই কক্ষটি নীলবর্ণে ও স্বর্ণরেখায় সুচিত্রিত, এমন সুন্দর গৃহ তিনি আর কোন স্থানে সন্দর্শন করেন নাই। তাঁহার বিস্ময় দেখিয়া যুবতী বলিলেন, "রাজপুত্র, আমার প্রাসাদের এই কক্ষটি বিশেষ কিছুই নয়, সমস্ত প্রাসাদ সন্দর্শন করিয়া আপনিও এ কথা স্বীকার করিবেন।" যুবতীর অনুরোধে রাজপুত্র এক সোফার উপর বসিলেন, যুবতীও তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। অনন্তর যুবতী তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, "রাজপুত্র, আপনার সহিত আমার পরিচয় না থাকিলেও আমি আপনাকে চিনি, আমাকে দেখিয়া আপনি বিস্মিত হইয়াছেন; আমার পরিচয় শুনিলে আর আপনার বিস্ময় থাকিবে না। আপনি বোধ হয় অবগত নহেন যে, এই পৃথিবীতে মানব অপেক্ষাও এক উচ্চশ্রেণীর জীবের বাস আছে, তাহারা দৈত্য। আমি এক জন প্রধান দৈত্যের কন্যা, আমার নাম পরীবাণু পরী। আমি আপনাকে, আপনার ভ্রাতৃগণকে, পিতাকে, এমন কি, নৌরোন্নিহারকে পর্য্যন্ত চিনি। আপনি নৌরোন্নিহারের প্রণয়ে মুগ্ধ, তাহাও জানি, এবং আপনার সমরকন্দ-ভ্রমণের কাহিনীও আমি অবগত আছি। আপনি সমরকন্দে যে নাসপতি, আলি সিরাজে যে দূরবীক্ষণ এবং হোসেন বিশনগরে যে গালিচা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তা আমিই পাঠাইয়াছিলাম, সুতরাং আমার কথা হইতেই আপনি বুঝিতে পারিতেছেন, আমি সকল সংবাদই অবগত আছি। আমি আপনাকে এখন একটা কথা বলি। নৌরোন্নিহারকে বিবাহ করিতে পারিলেন না বলিয়া আপনি ক্ষুব্ধ হইবেন না, আপনার অদৃষ্টে তাহা অপেক্ষা অধিক সুখ আছে। আপনাকে সেই সুখপ্রদানের পূর্ব্বাভাসস্বরূপ আমি আপনার নিক্ষিপ্ত তীর উড়াইয়া পর্ব্বতের পাদদেশে নিক্ষেপ করি। এখন আপনার সুখী হওয়া আপনার হাতেই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে।"

পরী-প্রণয়ের সৌভাগ্য

পরীবাণু এই কথা বলিয়া মুখ নত করিলেন, লজ্জায় তাঁহার সুন্দর গৌরবর্ণ মুখে রক্তিমাভা ফুটিয়া উঠিল। তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়াই রাজপুত্র আমেদ বুঝিতে পারিলেন, পরীবাণু কোন্ সুখের কথা বলিতেছেন। আমেদ মনে মনে চিন্তা করিয়া দেখিলেন, নৌরোন্নিহারকে তিনি কখন লাভ করিতে পারিবেন না। অন্যদিকে পরী পরীবাণু নৌরোন্নিহার অপেক্ষা সহস্রগুণে অধিক সুন্দরী। তিনি পরীবাণুকে সবিনয়ে বলিলেন, "সুন্দরি, যদি আমি আপনার দাস হইতে পারি, এবং আপনার অনুগ্রহলাভে সমর্থ হই, তাহা হইলে আমি নিঃসন্দেহই পৃথিবীতে সকল মনুষ্য অপেক্ষা অধিক সুখী হইব। আপনি আমার এই সাহস মার্জ্জনা করিবেন, আমি আপনার অলৌকিক রূপগুণে অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছি।"

পরীবাণু বলিলেন, "রাজপুত্র, পিতা-মাতার অনুগ্রহক্রমে দীর্ঘকাল হইতেই আমি স্বাধীনা। আমি আপনাকে দাসত্বে নিযুক্ত করিয়া, আমার প্রাসাদে গ্রহণ করিব না, আপনি এই বিস্তীর্ণ প্রাসাদের

অধিস্বামিরূপেই এখানে বাস করিবেন। আমার সর্ব্বস্ব আপনারই হইবে। আপনি আমাকে আপনার পত্নীরূপে গ্রহণ করিলে, আমি নিজের জীবন ধন্য মনে করিব। আপনাকে আমার জীবন, যৌবন, ঐশ্বর্য্য, সম্পদ সকলই প্রদান করা ভিন্ন আমার অন্য উদ্দেশ্য, অন্য সংকল্প নাই। আমার কথা শুনিয়া আপনি আমার সম্বন্ধে কোন মন্দ ধারণা করিবেন না, আমি বলিয়াছি, আমি স্বাধীনা। মানুষের মধ্যে রমণী কখন পুরুষকে সাধিয়া তাহাকে ভজনা করে না। কিন্তু আমরা পরী, আমাদের নিয়ম স্বতন্ত্র, ইহাতে আমরা কোন দোষ দেখি না।"

পরীবাণু পরীর কথা শুনিয়া রাজপুত্র আমেদ কোন উত্তর করিলেন না। কৃতজ্ঞতাভরে তিনি পরীবাণুর বস্ত্রপ্রান্ত চুম্বন করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু তাহার অবসর প্রদান না করিয়া পরীবাণু তাহার সুন্দর, সুগোল, শুভ্র হাতখানি আমেদের সম্মুখে ধীরে ধীরে প্রসারিত করিলেন। আমেদ কম্পিতহস্তে তাহা ধারণ করিয়া গভীর প্রেমভরে পরীবাণুর করতল চুম্বন করিলেন। পরীবাণু বলিলেন, "রাজপুত্র, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, আপনি আমাকে গ্রহণ করিলে আমি আপনার হইব, কিন্তু আপনি ত' সেরূপ অঙ্গীকার করিলেন না?" আমেদ আনন্দে আত্মহারা হইয়া বলিলেন, "সুন্দরি, আমি কি ইহাতে অসম্মত হইতে পারি, ইহা অপেক্ষা অধিক আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে? আমি আপনাকে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিলাম।" পরীবাণু হাসিয়া বলিলেন, "তাহা হইলে তুমি আমার স্বামী, আমি তোমার স্ত্রী, আজ হইতে আমি তোমারই হইলাম। আমাদের মধ্যে বিবাহের ন্যায় কোন সামাজিক প্রথা নাই, আমাদের কথাতেই বিবাহ, আমাদের এই বিবাহ মানুষের বিবাহ অপেক্ষা অল্প পবিত্র নহে, আমাদের প্রেম অধিকতর সুদৃঢ়। আমার সহচরীগণ আজ রাত্রিকালে বিবাহের উৎসবের আয়োজন করুক, আমার বোধ হইতেছে, তুমি দীর্ঘকাল অভুক্ত, এসো, এখন আমরা কিঞ্চিৎ আহার করি।" পরীবাণু কয়েক জন দাসীকে ইঙ্গিত করিলেন, তাঁহারা প্রণয়িযুগলের জন্য উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য ও মদ্য লইয়া আসিল।



পরীর কর-চুম্বন

কথার বিবাহ অধিক সুদৃঢ়

আহার শেষ হইলে পরীবাণু রাজপুত্র আমেদকে বিভিন্ন কক্ষ দেখাইবার জন্য সঙ্গে লইয়া ফিরিতে লাগিলেন। কক্ষে কক্ষে কত হীরক-রত্ন, কত পদ্মরাগ মরকত মণি, কত চুণিপান্না, কত নীলকান্ত চন্দ্রকান্ত

মণি থরে থরে সজ্জিত দেখা গেল, তাহার সংখ্যা নাই। আমেদ বুঝিলেন, পৃথিবীর আর কোথাও এত ঐশ্বর্য্য সংগৃহীত নাই। রাজপুত্র এই সকল দেখিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করায় পরীবাণু বলিলেন, "রাজপুত্র, তুমি আমার প্রাসাদ দেখিয়াই যখন এত মুগ্ধ হইলে, তখন দৈত্যরাজের প্রাসাদ সন্দর্শন করিলে যে কি মনে করিবে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। আমি তোমাকে আমার উদ্যানটিও দেখাইতে চাই। তাহা দেখিয়া তুমি নিশ্চয়ই মুগ্ধ হইবে, কিন্তু তাহা অন্য সময়ে হইবে, রাত্রি হইল, এখন আহার করিতে হইবে। তখন জলযোগ মাত্র হইয়াছে, তাহাতে উত্তমরূপ ক্ষুধা-নিবৃত্তি হয় নাই।"

প্রাসাদ, না ইন্দ্রপুরী ?

উভয়ে ভোজনকক্ষে প্রবেশ করিলেন, এই কক্ষটি প্রাসাদের সর্ব্বশেষ কক্ষ, শত শত আলোকাধারে অতি উজ্জ্বল আলোক জ্বলিয়া কক্ষটিকে জ্যোতির্ম্ময় করিয়া তুলিয়াছে, সুন্দর কারুকার্য্য-খচিত স্বর্ণপাত্র-সমূহ থরে থরে সজ্জিত রহিয়াছে, কত বিভিন্ন প্রকার পাত্র, দেখিয়া রাজপুত্র স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। তাঁহারা ভোজনকক্ষে উপবেশন করিবামাত্র কতকগুলি সুন্দরী যুবতী উৎকৃষ্ট বেশে সজ্জিত হইয়া নানাপ্রকার বাদ্যযন্ত্র হাতে লইয়া তাঁহাদের সম্মুখে সুচারু ভঙ্গীতে নৃত্য ও মধুরস্বরে গান গাহিতে লাগিল। এমন গান রাজপুত্র জীবনে কখন শ্রবণ করেন নাই। সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে তাঁহারা উভয়ে ভোজন করিতে লাগিলেন; নূতন নূতন খাদ্যদ্রব্যগুলির নাম পরীবাণু রাজপুত্রকে বলিয়া দিলেন। রাজপুত্র দেখিলেন, সে সকল আহার করা দূরের কথা, তিনি কখনও তাহাদের নামই শ্রবণ করেন নাই। তিনি শতমুখে সেই সকল খাদ্যসামগ্রীর প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এমন উৎকৃষ্ট মদ্যও তিনি জীবনে আস্বাদন করেন নাই।

আহার শেষ হইলে পাত্রগুলি অপসারিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতধ্বনির বিরাম হইল। তাঁহারা একটি সুচিত্রিত স্বর্ণঝালরযুক্ত বস্ত্রমণ্ডিত সোফায় উভয়ে উপবেশন করিয়া গল্প করিতে লাগিলেন। পুষ্পপাত্রে রক্ষিত প্রস্ফুটিত সুগন্ধি কুসুমসমূহ হইতে নির্ম্মল গন্ধ বিকীর্ণ হইয়া, আলোকসমুজ্জ্বল কক্ষটি সুরভিত করিয়া তুলিল। হঠাৎ কোথা হইতে কতকগুলি দৈত্য ও পরী সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া নৃত্য আরম্ভ করিল। আর একটি কক্ষে বাসর সজ্জিত হইয়াছিল, রাজপুত্র ও পরীবাণু গাত্রোত্থান করিলেন, দুই পাশে পরীগণ সজ্জিত হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, উভয়ে তাহাদের ভিতর দিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর পরীদল স্বামি-স্ত্রীকে সেই কক্ষে বিহারার্থ রাখিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল।

আমেদ নৌরোন্নিহারকে যৌবনের প্রথম উন্মেষে প্রীতির দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন সত্য; কিন্তু সুন্দরীসঙ্গে মাধুর্য্যরস জীবনে তিনি উপভোগ করিবার অবকাশ পান নাই। তরুণী চিরযৌবনা পরীবাণুকে পত্নীরূপে লাভ করিয়া তিনি উল্লাসে অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন। তরুণীর দেহ উচ্ছল যৌবনস্রোতে টল-টল করিতেছিল। আরামশয়নে তাঁহাকে ভুজবন্ধনের মধ্যে পাইয়া অননুভূত আনন্দরসে আমেদের দেহ শিহরিয়া উঠিল। সে অতুলনীয় আননে সহস্র চুম্বনরেখা মুদ্রিত করিয়াও তৃপ্তি জন্মে না। পরীবাণুও স্বামী আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধা হইয়া তাঁহার কৌমার্য্য উপহার দিলেন। মহাসুখে সমগ্র রজনী অতিবাহিত হইল। কয় দিন ধরিয়া বিবাহের উৎসব চলিল। পরীবাণু প্রত্যহই রাজপুত্রকে নিত্য নূতন প্রমোদে লহরিত হইয়া নূতন নূতন আনন্দ দান করিতে লাগিলেন।

উচ্ছল যৌবন-স্রোতে নিমজ্জন

দুই মাসকাল পরীবাণুর প্রাসাদে বিবিধ সুখসম্ভোগ করিয়া অবশেষে রাজপুত্র আমেদ তাঁহার পিতার সংবাদ জানিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তিনি পিতাকে দেখিবার জন্য ইচ্ছুক হইয়া পরীবাণুর নিকট কিছু দিনের জন্য বিদায় প্রার্থনা করিলেন। পরীবাণু মনে করিলেন, রাজপুত্র তাঁহাকে স্তোকবাক্যে ভুলাইয়া



বিদায়-চুম্বন

তাঁহাকে চিরকালের জন্ম পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন, তাই বিরহাশঙ্কায় তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। তিনি কাতরভাবে আমেদকে বলিলেন, "প্রিয়তম, আমি কি কোনরূপে তোমার মনে বেদনা দিয়াছি যে, তুমি আমাকে সহসা বিরহ-আঁধারে ফেলিয়া চলিয়া যাইতে চাহিতেছ? তুমি আমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, তুমি চিরজীবন আমার প্রতি অনুরক্ত থাকিবে, সে প্রতিজ্ঞার কি এই পরিণাম? আমি বুঝিতেছি, আমার প্রতি তোমার প্রেমের আসক্তি কমিয়াছে, কিন্তু আমি এখনও আমার সমস্ত প্রাণ দিয়া তোমাকে ভালবাসি, আমি ত' প্রণয়-অনুরাগ প্রকাশ করিতে মুহূর্ত্তের জন্যও ত্রুটি করি নাই।"

উচ্ছ্বসিত প্রণয় লীলায় বিরহ-ঝঞ্ঝা

রাজপুত্র আমেদ বলিলেন, "হৃদয়েশ্বরি, আমার প্রতি তোমার যে সুগভীর ভালবাসা দেখিতে পাইতেছি, যদি আমি তাহার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া থাকি, তাহা হইলে আমার ন্যায় নরাধম অকৃতজ্ঞ পৃথিবীতে আর কেহই নাই; যদি আমার প্রার্থনায় তুমি অসন্তুষ্ট হইয়া থাক, তাহা হইলে আমি সর্ব্বপ্রকার প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রস্তুত আছি। আমি তোমার নিকট যে বিদায় প্রার্থনা করিয়াছি, তাহা তোমার প্রতি আমার প্রণয়ের অভাববশতঃ নহে। আমার বৃদ্ধ পিতার প্রতি আমার কর্ত্তব্য স্মরণ করিয়াই আমি তোমাকে এ অনুরোধ করিয়াছি, তিনি আমাকে কত দিন দেখেন নাই, আমার অদর্শনে তিনি মনে কত বেদনা পাইতেছেন, ইহা ভাবিয়াই আমি বিদায় প্রার্থনা করিয়াছিলাম। যদি আর কিছু দিন তিনি আমাকে দেখিতে না পান, তাহা হইলে আমি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছি ভাবিয়া তিনি অধিকতর সন্তপ্ত হইবেন। যাহা হউক, আমি কয়েক দিনের জন্য তোমাকে ছাড়িয়া যাই, ইহা যখন তোমার ইচ্ছা নহে, তখন আমি পিতার নিকট যাইবার সংকল্প পরিত্যাগ করিলাম। তোমাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য আমি সকলই করিতে পারি।"

পরীবাণু রাজপুত্রের কথা শুনিয়াই বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার হৃদয়ে প্রেমের অভাব হয় নাই, তিনি রাজপুত্রকে সুখী করিবার জন্য তাঁহাকে পিতৃ-সন্দর্শনে যাত্রা করিবার অনুমতি প্রদান করিবেন, প্রতিশ্রুতি দিলেন।

পুত্র অদর্শনের উৎকণ্ঠা

বাদশাহ দুই পুত্রের অদর্শনে নিরতিশয় কাতর হইয়াছিলেন, তাঁহার মনে বিন্দুমাত্রও সুখ ছিল না। তিনি আলির বিবাহে আনন্দ প্রকাশ করিতে পারেন নাই। তিনি কয়েক দিনের মধ্যেই শুনিতে পাইলেন, হোসেন দরবেশ হইয়া অদূরবর্ত্তী মস্‌জিদে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। পুত্র ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়াছেন শুনিয়া, তিনি তাঁহার অদর্শন-কষ্ট ধীরভাবে বহন করিতে লাগিলেন, কিন্তু আমেদের সংবাদ না পাইয়া তাঁহার দুশ্চিন্তার সীমা রহিল না, তিনি রাজ্যের চতুর্দ্দিকে আমেদের সন্ধানে অশ্বারোহী দল প্রেরণ করিলেন, কিন্তু অশ্বারোহীরা তাঁহাকে কোথায় খুঁজিয়া পাইবে? তাহারা সকলেই অকৃতকার্য্য হইয়া ক্রমে ক্রমে ফিরিয়া আসিল। সুলতানের দুশ্চিন্তা ক্রমেই বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। সর্ব্বদাই উজীরকে আমেদের কথা বলিতেন। তিনি এক দিন কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, "উজীর, তুমি জান, আমার তিন পুত্রের মধ্যে আমেদকে আমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্নেহ করি। আমি তাহার সন্ধানের জন্য কত চেষ্টা করিয়া দেখিলাম, তাহাও তুমি অবগত আছ, কিন্তু আমার চেষ্টা ফলবতী হইল না। আমার মনে এরূপ ভীষণ যাতনা হইয়াছে যে, বোধ করি, আমি আর অধিক দিন বাঁচিব না। যদি তুমি আমাকে আসন্নমৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে চাও, তবে কোন সৎপরামর্শ থাকিলে তাহা প্রদান কর।"

উজীর কেবল সুলতানের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী মাত্রই ছিলেন না, তাঁহার সুখ-দুঃখের বন্ধুও ছিলেন, সুলতানের দুঃখে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইল, কিন্তু তিনি কোন প্রকার সুপরামর্শ-দানেই সমর্থ হইলেন না। অবশেষে উজীর এক প্রসিদ্ধা যাদুকরীর সন্ধান পাইলেন, উজীর সুলতানকে পরামর্শ প্রদান করিলেন যে, যাদুকরীকে লইয়া আসিয়া তাহার পরামর্শ গ্রহণ করা যাউক। সুলতান সেই প্রস্তাবেই সম্মত হইয়া যাদুকরীকে

তাঁহার নিকটে আনাইলেন। যাদুকরীকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে আমেদের কোন সংবাদ বলিতে পারে কি না, সে জীবিত আছে কি না, জীবিত থাকিলে কোথায় আছে?" যাদুকরী বলিল, "জাঁহাপনা, আমি যাদুবিদ্যায় যতই নৈপুণ্য লাভ করি না কেন, হঠাৎ আপনার প্রশ্নের উত্তর দান করা আমার পক্ষে সম্ভব হইবে না, আমি কাল আপনার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে পারিব।" সুলতান তাহাকে বিশেষরূপ পুরস্কারের প্রলোভনে মুগ্ধ করিয়া বিদায় দিলেন।

পরদিন যাদুকরী সুলতানের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "শাহান শা, আমি আমার সমস্ত বিদ্যা খরচ করিয়া দেখিলাম, কিন্তু রাজপুত্র আমেদ যে কোথায়, তাহা স্থির করিতে পারিলাম না। তবে আমি এটুকু জানিতে পারিয়াছি যে, তিনি জীবিত আছেন। এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু তিনি কোথায় আছেন, তাহা নির্ণয় করা যাদুবিদ্যার সাধ্যাতীত।" সুলতান এই সংবাদে বিন্দুমাত্রও প্রবোধলাভ করিতে পারিলেন না।

এখন রাজপুত্র আমেদের কথা বলি। রাজপুত্র দেখিলেন, তিনি পরীবাণুর সম্মতি ব্যতীত পিতৃ-সন্নিধানে যাইতে সমর্থ নহেন, কিন্তু পরীবাণু সম্মতিপ্রদানে ক্রমেই বিলম্ব করিতে লাগিলেন, আমেদ অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন, তথাপি আর দ্বিতীয়বার পরীবাণুর নিকট সম্মতি চাহিলেন না।

বিদায়ের কাতর-অনুনয়

পরীবাণু রাজপুত্রের মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন, তাই এক দিন বলিলেন, "প্রিয়তম, তুমি তোমার পিতাকে দেখিতে যাইবে বলিয়া আমার মনে বড় ভয় হইয়াছিল, কি জানি, যদি একেবারেই এ অধীনীকে ভুলিয়া যাও! সেই জন্যই আমি সে সময়ে তোমার গমনে সম্মত হইতে পারি নাই, কিন্তু আমি বুঝিয়াছি, আমার প্রতি তোমার প্রেম মৌখিক উচ্ছ্বাসমাত্র নহে, ইহা আন্তরিক;— তুমি দীর্ঘকাল আমাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারিবে না; সুতরাং এরূপ অবস্থায় তোমাকে ছাড়িয়া না দিলে বড়ই অন্যায় হয়, আমি সেরূপ অন্যায় কর্ম্ম আমার সুখের অনুরোধে করিতে প্রস্তুত নহি, কিন্তু তোমার দীর্ঘকাল বিরহও আমার পক্ষে অসহ; তুমি পিতৃপ্রাসাদে যাইবার পূর্ব্বে আমার নিকট প্রতিজ্ঞা কর, তুমি দীর্ঘকাল সেখানে বাস করিতে পারিবে না, শীঘ্রই তোমাকে এখানে আগমন করিতে হইবে। আমি তোমাকে অবিশ্বাস করিয়াই যে এরূপ অঙ্গীকার করিতে বলিতেছি, তাহা নহে, আমি তোমার বিচ্ছেদযাতনার কথা ভাবিয়াই এরূপ অনুরোধ করিতেছি।"

এই কথা শুনিয়াই রাজপুত্র আমেদের মনে এতই আনন্দের সঞ্চার হইল যে, তিনি তাঁহার প্রিয়তমার পাদমূলে নিপতিত হইয়া কৃতজ্ঞতাপ্রকাশের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পরীবাণু তাহাতে বাধা দিয়া, চুম্বনে পরিতৃপ্ত করিয়া, তাঁহাকে নিকটে বসাইলেন। রাজপুত্র বলিলেন, "প্রিয়তমে, এরূপ অঙ্গীকার নিতান্তই অনর্থক, আমিই কি কখন তোমার বিরহ দীর্ঘকাল সহ্য করিতে পারিব? আমার সে শক্তি নাই, দীর্ঘকাল তোমার অদর্শনে আমার প্রাণ বাহির হইয়া যাইবে। আমি যত শীঘ্র পারি, তোমার সন্নিকটে উপস্থিত হইব, আবার ফিরিয়া আসিয়া ঐ বিধুমুখ দেখিয়া প্রাণে আনন্দ ও শান্তি লাভ করিব, এখন প্রসন্নমুখে আমাকে বিদায় দান কর। তোমার প্রসন্নতার জন্যই কেবল আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলাম, নতুবা প্রতিজ্ঞার আবশ্যক ছিল না।"

চুম্বনে মিলন-প্রতিশ্রুতি

পরীবাণু প্রসন্নচিত্তে বলিলেন, "প্রাণেশ্বর, তোমার কথা শুনিয়া আমি বিশেষ আনন্দলাভ করিলাম। যে ভাবে তোমাকে যাইতে হইবে, সে সম্বন্ধে আমি দুই একটি উপদেশ প্রদান করিতে চাই, ইহাতে কিছু মনে ভাবিও না। তুমি পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে আমাদের বিবাহের কথা কিম্বা কোথায় তুমি

এত দিন বাস করিলে, তোমার সে সম্বন্ধে কোন কথার উল্লেখ করিবারই আবশ্যক নাই। তাঁহাকে তুমি কেবল এই কথা জানাইবে যে, এত দিন তুমি বেশ সুখেই ছিলে, আর সুলতানের দুশ্চিন্তা দূর করিবার জন্যই তাঁহার প্রাসাদে প্রত্যাগমন করিয়াছ।"

'বিরহ-বেদন শরে তনু ভেল জরজরে'

পরীবাণু রাজপুত্রের সহিত বিশ জন অশ্বারোহী প্রহরী পাঠাইলেন, তাহারা সকলেই বলবান্, সশস্ত্র দৈত্য। রাজপুত্র পরীবাণুকে সাদরে কাছে টানিয়া আনিলেন। সেই সুন্দরী প্রেমিকার সাহচর্য্য তাঁহার হৃদয়ে যে অননুভূতপূর্ব্ব রসধারার উৎস সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা বিদায়ক্ষণে যেন লক্ষ ধারায় নৃত্য করিয়া উঠিল। পরীবাণুর কুসুম-কোমল দেহ আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া, তাঁহার রক্তাধরে সহস্র চুম্বনরেখা মুদ্রিত করিয়াও তিনি তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না। তার পর আবেগকম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, তিনি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবেন।

সহচরগণের সহিত তিনি পরীবাণুর প্রাসাদ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তিনি যে অশ্বে আরোহণ করিয়া চলিলেন, তাহা যেরূপ দেখিতে সুন্দর, উচ্চ ও সদ্বংশজাত, সেইরূপ বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত। সুলতানের আস্তাবলে এমন সুন্দর উৎকৃষ্ট অশ্ব একটিও ছিল না।

সেই অশ্বে আরোহণ করিয়া, আমেদ অল্পসময়ের মধ্যেই পিতৃপ্রাসাদ-সমীপে সমাগত হইলেন। তাঁহাকে রাজপথ দিয়া যাইতে দেখিয়া নগরবাসিগণ আনন্দপূর্ণ-হৃদয়ে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। অনেকেই তাহাদের কাজকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার অশ্বের অনুগমন করিতে লাগিল। সুলতান বহুদিন পরে প্রিয়তম পুত্রকে সন্দর্শন করিয়া, হর্ষবিগলিতচিত্তে তাঁহাকে আলিঙ্গন দান করিলেন, অশ্রুপূর্ণলোচনে সুলতান পুত্রকে বলিলেন, "পুত্র, তোমার অদর্শনে আমি জীবন্মৃত অবস্থায় কালযাপন করিতেছি, আমি তোমার সকল আশা ত্যাগ করিয়াছিলাম, কিন্তু করুণাময় আল্লা দয়া করিয়া তোমাকে আমার ক্রোড়ে ফিরাইয়া দিলেন।"

প্রণয়ের নীতি-শাস্ত্র

আমেদ বলিলেন, "বাবা, নৌরোন্নিহারকে লাভ করিবার আশা ত্যাগ করিয়া, আলির সহিত তাঁহার বিবাহের উৎসব-সন্দর্শন আমার পক্ষে কিরূপ ক্ষোভের কারণ, আপনি তাহা বিবেচনা করিলেই আমার দেশত্যাগের কারণ বুঝিতে পারিবেন। যদি আমি এই উৎসব অবিচলিতচিত্তে সন্দর্শন করিতাম, তাহা হইলে লোকে আমার প্রণয়সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা করিত? আপনি গ কি মনে করিতেন? প্রণয় হৃদয় হইতে দূর করা যায় না। প্রণয় হৃদয়ে তাহার আসন দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত করে,—জীবন অনন্তদুঃখ-প্রবাহে সন্তাপিত করে। প্রেম-নৈরাশ্যে বিভ্রান্ত ইয়া আমরা মৃত্যুর অধিক যাতনা ভোগ করি, তথাপি সে সুখের মোহ ত্যাগ করিতে পারি না। প্রকৃত প্রণয় যুক্তিতর্কে বাধ্য হয় না।"

আমেদ বলিতে লাগিলেন, "আপনার মনে আছে, আমি যে দিন নৌরোন্নিহারকে লাভ করিবার আশায় আপনার আদেশে ধনুর্ব্বিদ্যার পরীক্ষা প্রদান করি, সে দিন আমার তীর কোথায় পড়িল, তাহা কোনমতে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। সুতরাং আমি নৌরোন্নিহারকেও লাভ করিতে পারিলাম না, অদৃষ্টের ফেরেই আমি তাঁহাকে লাভ করিতে পারিলাম না, তাহা বুঝিতে পারিলাম; কিন্তু আমার তীর কোথায় গিয়া পড়িল, তাহা জানিবার জন্য আমার মনে অত্যন্ত কৌতূহলের সঞ্চার হইল। আমি সেই তীরের সন্ধানে ধাবিত হইলাম। আমি অনেক দূর পর্য্যন্ত চলিলাম, কিন্তু আমার আশা পূর্ণ হইল না, তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিতে চাহিতে অগ্রসর হইয়াও তীর খুঁজিয়া পাইলাম না। ক্রমে আমি নিরাশ-হৃদয়ে ছয় ক্রোশ পথ অতিক্রম করিলাম, একটি পর্ব্বতের পাদদেশে উপস্থিত হইলাম; দেখিলাম, আমার শরটি সেই পর্ব্বতের পাদদেশে নিপতিত রহিয়াছে, আমার শর কি না, সন্দেহ হওয়ায় আমি তাহা হাতে তুলিয়া লইলাম, দেখিলাম, তাহা আমারই শর।

"এত দূরে কখনও মনুষ্যহস্ত-নিক্ষিপ্ত শর আসিতে পারে না, সুতরাং আমি আপনার ব্যবহারে মনে বিশেষ ... পাইলাম না ; ভাবিতে লাগিলাম, এখানে—এত দূরে এ তীর কিরূপে আসিল ? ইহার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন রহস্য আছে। সে রহস্য ভেদ করিতে হইবে, হয় ত' রহস্যভেদ করিতে পারিলে আমার মঙ্গলও হইতে পারে, এই ভাবিয়া আমি রহস্যভেদে প্রবৃত্ত হইলাম এবং অবশেষে কৃতকার্য্যও হইলাম। কিরূপে কৃতকার্য্য হইলাম, সে কথা আমি আপনাকে বলিতে পারিব না, সে অধিকার আমার নাই, তবে আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে, পরে যাহা ঘটিয়াছে, তাহাতে আমি অসুখী হই নাই, বরং আশাতিরিক্ত সুখীই হইয়াছি। কিন্তু আমার মনে একটি দুশ্চিন্তা বড়ই বলবতী হইয়াছিল, আপনি আমার কোন সংবাদ না পাইয়া কি ভাবে কালযাপন করিতেছেন, তাহা জানিতে না পারিয়াই আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন-চিত্তে কালযাপন করিতাম। আর আমি সুখে আছি, এই সংবাদ জানাইবার জন্যই আজি আপনার সমীপে প্রত্যাগমন করিয়াছি। আপনি যে সুস্থ আছেন, ইহা দেখিয়া আমার সকল দুশ্চিন্তার অবসান হইল। কয়েক দিন পরে আপনি আমাকে প্রসন্নচিত্তে বিদায় দান করিলেই আমি সুখী হইব, তবে মধ্যে মধ্যে আপনার চরণদর্শন করিয়া যাইতে পারি, আমাকে এই অনুমতি দান করুন।"

গুপ্তকথা প্রকাশ অনাবশ্যক

সুলতান বলিলেন, "বৎস, তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে আমার অমত নাই, কিন্তু তুমি আমার প্রিয়তম পুত্র, আমার নিকট বাস কর, ইহাই আমার ইচ্ছা। তবে তুমি যখন স্থানান্তরে বাসের অভিপ্রায় করিয়াছ, তখন তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করা আমার কর্ত্তব্য হইবে না, কিন্তু আমি যথাযথকালে কিরূপে তোমাকে সংবাদ দান করিতে পারিব, তাহার উপায় জানিয়া রাখা আবশ্যক। তাহা হইলে, প্রয়োজন বুঝিলে, সেই উপায়ে তোমার নিকট সংবাদ পাঠাইব। আমি তোমার গুপ্তকথা জানিতে ইচ্ছা করি না, পুত্রের গুপ্তকথা শ্রবণে আগ্রহ প্রকাশ করা পিতার কর্ত্তব্যও নহে। তোমাকে দেখিলেই আমি সুখী হই, এত দিন তোমার অদর্শনে মৃতবৎ অবস্থান করিতেছিলাম, আজ দেহে যেন নবজীবন পাইলাম। তুমি যখন অবসর পাইবে, আমার নিকট উপস্থিত হইলে আমি বড়ই আনন্দলাভ করিব।"

রাজপুত্র আমেদ তাঁহার পিতার প্রাসাদে তিন দিন মাত্র অবস্থান করিলেন, চতুর্থ দিন প্রভাতে তিনি তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী পরীবাণুর নিকট যাত্রা করিলেন। পরীবাণু তাঁহাকে দেখিবামাত্র আনন্দে অভিভূত হইলেন, তিনি কোন দিন মনে করেন নাই যে, রাজপুত্র এত শীঘ্র তাঁহার পিতার নিকট হইতে প্রত্যাগমন করিবেন। রাজপুত্রের প্রণয়ের গভীরতার পরিচয় পাইয়া তাঁহার প্রতি পরীবাণুর সকল সন্দেহ দূর হইল। আমেদ তাঁহার পিতাকে যে যে কথা বলিয়াছিলেন, পরীবাণুর নিকট সমস্তই প্রকাশ করিলেন, তিনি যে পিতার নিকট পরীবাণু-সম্বন্ধে কোন কথা প্রকাশ করেন নাই, তাহা শুনিয়া পরীবাণু বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

পুনর্মিলনের প্রমোদ-ঝরণা

এই ঘটনার প্রায় এক মাস পরে পরীবাণু আমেদকে বলিলেন, "প্রিয়তম, তুমি তোমার পিতাকে কি একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছ ? তুমি তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে দেখিতে যাইবে বলিয়া আসিয়াছ, সে অঙ্গীকারপালনে ত' তোমার কোনরূপ আগ্রহ দেখা যাইতেছে না। তোমার পিতার নিকট তোমার মধ্যে মধ্যে যাওয়া উচিত।"

রাজপুত্র বলিলেন, "প্রিয়তমে, আমার আগ্রহের অভাব নাই, কিন্তু পাছে আমি তোমার অসন্তোষভাজন হই, এই ভয়ে আমি তোমার নিকট আমার প্রার্থনা জানাইতে পারি নাই।" পরীবাণু বলিলেন, "না, আমি

অসন্তুষ্ট হইব না, প্রথম বার আমার সন্দেহ হইয়াছিল, যদি তুমি তোমার পিতার নিকট যাইয়া আর ফিরিয়া না আইস, যদি তুমি আমাকে একেবারেই ভুলিয়া যাও—এই জন্য আমি প্রথমবার তোমাকে যাইতে দিতে একটু আপত্তি করিয়াছিলাম, কিন্তু এখন আমার সে ভয় আর নাই। আমি বলিতেছি, মাসে মাসে অন্ততঃ একবার গিয়া তোমার পিতাকে দেখিয়া আসিবে। এজন্য আমার আর মত লইতে হইবে না, কাল সকালেই তুমি যাইতে পার।”

পরদিন প্রভাতে আমেদ পূর্ব্বের ন্যায় সহচরবর্গে পরিবৃত হইয়া, পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অধিক মূল্যবান্ পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হইয়া, পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন। তাঁহার পিতাও তাঁহাকে পূর্ব্বের ন্যায় পরম সমাদরে ও সস্নেহে গ্রহণ করিলেন। আমেদ অতঃপর প্রতি মাসেই তাঁহার পিতার নিকট এক একবার আসিতে লাগিলেন, কিন্তু যখনই তিনি আসিতেন, তাঁহার অশ্ব ও সাজসজ্জা পূর্ব্ব পূর্ব্ববার অপেক্ষা অধিক উৎকৃষ্ট ও আড়ম্বরপূর্ণ হইত।

বিদ্বেষ উদ্রেকের কুমন্ত্রণা

কিছু দিন পরে সুলতানের কয়েক জন মন্দমতি অমাত্য আমেদের ঐশ্বর্য্যের পরিচয় পাইয়া, অত্যন্ত ঈর্ষাকুল হইয়া উঠিল এবং সুলতানকে কুমন্ত্রণা দ্বারা পুত্রের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহারা বলিল, “জাঁহাপনা, রাজপুত্র আমেদ কোথায় কি ভাবে অবস্থান করেন, তাহা অবগত হওয়া আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। তিনি আপনার নিকট অর্থ-সাহায্য না লইয়াও যে বিশেষ সুখসম্পদ ভোগ করিতেছেন, তাহা দেখাইবার জন্যই এরূপ সাজসজ্জা করিয়া আপনার নিকট উপস্থিত হন। আমাদের আশঙ্কা হয়, তিনি আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিয়া আপনাকে সিংহাসনচ্যুত করিবেন।”

সুলতান সে কথা বিশ্বাস করিতে চাহিলেন না, পুত্রের প্রতি সুগভীর স্নেহ এই নিদারুণ মিথ্যা অভিযোগে হ্রাস হইল না, তিনি হাসিয়া বলিলেন, “না, না, তোমরা বোধ হয় আমার সঙ্গে পরিহাস করিতেছ। আমার পুত্রকে আমি উত্তমরূপ চিনি। আমার প্রতি তাহার অবিচল শ্রদ্ধা-ভক্তি আছে। বিশেষতঃ আমি ত’ তাহার কোনই অপকার করি নাই, তবে সে কেন আমার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবে?”

এই কথা শুনিয়া এক জন চাটুকার বলিল, “সুলতান, আপনি আমাদিগকে মার্জ্জনা করিবেন, আপনি স্নেহান্ধ হইয়াই এ কথা বলিতেছেন। আপনি কি জানেন না, আপনি আমেদকে অগ্রাহ্য করিয়া নৌরোন্নিহারকে আলির হস্তে সমর্পণ করায় আমেদ মনে কি গভীর বেদনা পাইয়াছেন? হোসেনের কথা, স্বতন্ত্র; তিনি সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়াই গিয়াছেন। কিন্তু আমেদ কি সহসা সে অপমানের কথা ভুলিতে পারেন? নৌরোন্নিহারের প্রতি আমেদের যে গভীর প্রণয় ছিল, তাহা কাহারও অজ্ঞাত নহে, সেই নৌরোন্নিহারকে আপনি তাঁহার হৃদয় হইতে ছিঁড়িয়া লইয়া, অন্য পুত্রের হস্তে দান করিয়াছেন, আপনি যে তাঁহার প্রতি অন্যায় করিয়াছেন, ইহা কি তিনি বুঝিতে পারেন নাই? আপনি হয় ত’ বলিবেন, রাজপুত্র আমেদ আপনার প্রতি বিন্দুমাত্র বিরক্তি বা অসন্তোষ প্রকাশ করেন নাই, আমাদের আশঙ্কা অমূলক; কিন্তু জাঁহাপনা, আপনি একটু স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিলেই বুঝিবেন, আমাদের সন্দেহ অমূলক নহে। রাজপুত্র আমেদ মধ্যে মধ্যে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসেন, তাহা কি কেবল পিতৃচরণ দর্শনের জন্য মাত্র? তাহা হইলে প্রতিবারই এত ভিন্ন ভিন্ন সাজসজ্জা কেন, এত ঐশ্বর্য্য দেখান কেন? যে অনুচরগুলি তাঁহার সঙ্গে আসে, তাহাদের বেশভূষা ও অশ্ব দেখিয়া মনে হয়, তাহারাও যেন এক একটি রাজপুত্র। এমন বলবান্ অনুচর, এমন তেজস্বী অশ্ব আপনার কতটি আছে? আরও দেখুন, রাজপুত্র

ঐশ্বর্য্য-গর্ব্বের কারণ কি?

এই নগরের অতি নিকটে কোথাও বাস করেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার অনুচরবর্গের অশ্ব দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়, তাহারা যেন বায়ুসেবনে বহির্গত, শ্রমচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না, অন্ততঃ আমরা কোন দিন তাহা দেখিতে পাই নাই; কিন্তু তিনি যে কোথায় কি অবস্থায় বাস করেন, তাহা তিনি প্রকাশ করেন না, তাঁহার কোন গুপ্ত অভিসন্ধি না থাকিলে পিতার নিকট তিনি এ কথা গোপন রাখিবেন কেন? জাঁহাপনা, আমরা সকলেই আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী, আপনিই ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখুন, আমাদের অনুমান সঙ্গত কি না?"

সুলতান বলিলেন, "তোমরা যাহাই বল, আমার পুত্র আমেদ যে এরূপ দুরাশয়, সে বিষয়ে তোমরা কোনমতে আমার বিশ্বাস জন্মাইতে পারিবে না। যাহা হউক, তোমাদের এই পরামর্শের জন্য আমি তোমাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি, আমি স্বীকার করিতেছি, আমার মঙ্গলের জন্যই তোমরা আমাকে এই পরামর্শ দান করিলে।"

রাজমুকুট কণ্টকাকীর্ণ

সুলতান এ ভাবে কথা কয়টি বলিলেন, যেন তাঁহার অমাত্যগণের কথা তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় নাই, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা তাঁহার অন্তরে বিলক্ষণই স্থান পাইয়াছিল। রাজগণের জীবন অত্যন্ত অনিশ্চিত, কোথ হইতে কখন কোন্ বিপদ উপস্থিত হয়, তাহা তাঁহারা কিছুই বুঝিতে পারেন না, তাঁহাদের সুখ-সম্পদে দিকে সকলেরই দৃষ্টি; সুতরাং সর্ব্বদা তাঁহাদিগকে ভয়ে ভয়ে বাস করিতে হয়। রাজা অমাত্যগণের কথ শুনিয়া মনে বড়ই ভয় পাইলেন, ভয় অমূলক হইলেও যখন একবার তাহা মনুষ্য-হৃদয়ে প্রবেশ করে, তখ সহজে তাহা পরিত্যাগ করে না, অকারণে বা সামান্য কারণেই তাহা বাড়িয়া উঠে, তিনি আমেদের বাসস্থান সম্বন্ধে সকল কথা জানিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইলেন, কিন্তু পাছে তাঁহার হৃদয়-ভাব প্রকাশ হইয়া পড়ে, এই ভয়ে তিনি প্রধান উজীরকেও সে সম্বন্ধে কোন কথা বলিলেন না। তাঁহার পূর্ব্ব-পরিচিতা যাদুকরীকে গোপনে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আদেশ করিলেন।

যাদুকরী সুলতানের অভিপ্রায়ক্রমে গুপ্তদ্বার দিয়া তাঁহার কক্ষে উপস্থিত হইলে, সুলতান তাহাকে বলিলেন, "তুমি পূর্ব্বে আমাকে বলিয়াছিলে, আমার পুত্র আমেদ জীবিত আছে, তোমার সে কথায় তখন আমি বিশ্বাস করিতে পারি নাই, কিন্তু পরে জানিয়াছি, তোমার গণনা ঠিক। এখন আমার জন্য তোমাকে আর একটি কাজ করিতে হইবে। আমেদ এখন প্রায় প্রতিমাসেই আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসে, কিন্তু কোথা হইতে যে আসে, তাহা আমি আজও জানিতে পারি নাই, তাহাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে হয় ত' জানিতে পারি; কিন্তু দেখিয়াছি, সে তাহা বলিতে ইচ্ছুক নহে, সুতরাং তাহাকে এজন্য আমি বাধ্য করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছি। তোমার প্রতি আমার অনুরোধ, তুমি তাহার অজ্ঞাতসারে তাহার বাসস্থানের সন্ধান জানিয়া আইস, তুমি এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবে, তদ্বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই। আমার অমাত্যগণও যেন জানিতে না পারে যে, আমি তোমাকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছি। তুমি বোধ হয় শুনিয়াছ, আমেদ আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে, আমাকে বা অন্য কাহাকেও না বলিয়াই সে হঠাৎ এক সময় চলিয়া যাইবে, এইরূপ করা তাহার অভ্যাস। সে যে পথে যায়, সে পথে গিয়া তুমি লুকাইয়া থাক, সে কোথায় গিয়া আশ্রয়গ্রহণ করে, তাহা জানিয়া আসিয়া আমাকে সে সংবাদ বলিবে।"

যাদুকরী গোয়েন্দা

সুলতানের অনুমতিমাত্র যাদুকরী প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া, যেখানে আমেদ তাহার শর কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন, সেই স্থানে যাইয়া বসিয়া থাকিল।

পরদিন প্রভাতে আমেদ রাজপ্রাসাদ হইতে বহির্গত হইয়া, অশ্বারোহণে সহচরবর্গের সহিত পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন। যাদুকরী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাঁহাদের দিকে চাহিয়া থাকিল, কিন্তু হঠাৎ রাজপুত্র ও তাঁহার সঙ্গিগণ পর্ব্বতের উপর হইতে কোথায় অদৃশ্য হইলেন, তাহা যাদুকরী কিছুই বুঝিতে পারিল না।

যাদুকরী তাহার গুপ্তস্থান হইতে বাহির হইয়া দেখিল, কোন দিকেই জনমানবের সাড়া-শব্দ নাই, পর্ব্বত এত উচ্চ ও দুরারোহ যে, তাহা অশ্বারোহণে তাঁহারা অতিক্রম করিয়াছেন, তাহা সে কোনক্রমে বিশ্বাস করিতে পারিল না; বিশেষতঃ সে স্বয়ং দেখিয়াছে, তাঁহারা অধিক ঊর্দ্ধে আরোহণ করিবার পূর্ব্বেই অন্তর্হিত হইয়াছেন; সুতরাং সে অনুমান করিল, হয় রাজপুত্র সহচরগণের সহিত পর্ব্বতগাত্রস্থ কোন গুহায় প্রবেশ করিয়াছেন, না হয় পৃথিবী-গহ্বরে যে সকল দৈত্য ও পরীদিগের বাসস্থান আছে, কোন গুপ্ত উপায়ে সেই স্থানে গমন করিয়াছেন, অন্যত্র যাইবার কোন সম্ভাবনা নাই। যাদুকরী পর্ব্বতের প্রত্যেক গুহা তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিল, কিন্তু রাজপুত্র যে গুহায় প্রবেশ করিয়াছিলেন, সে গুহার মধ্যস্থিত লৌহদ্বার তাহার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল না; কারণ, পরীবাণুর ইচ্ছা ভিন্ন কোন মনুষ্য তাহা দেখিতে পাইত না, স্ত্রীলোকের নিকট ত' তাহা একেবারেই অদৃশ্য ছিল।

চাতুর্য্য-জাল বিস্তারের অনুমতি

যাদুকরী অগত্যা ব্যর্থপ্রযত্ন হইয়া রাজপ্রাসাদে প্রত্যাগমন করিল এবং তাহার চেষ্টার কিরূপ ফল হইয়াছে, তাহা সুলতানের নিকট নিবেদন করিয়া বলিল, "জাঁহাপনা, আপনি এই ঘটনাতেই বুঝিতে পারিতেছেন, রাজপুত্র আমেদ যে কোথায় বাস করিতেছেন, তাহা আমার পক্ষে আবিষ্কার করা কঠিন, কেবল আমি কেন, কোন মনুষ্যই তাহা আবিষ্কার করিতে পারিবে না; কারণ, মনুষ্যের সাধ্য হইলে আমি পারিতাম। যাহা হউক, আমি আপনার নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি, শীঘ্র হউক বা বিলম্বে হউক, আমি সকল কথা জানিয়া আসিয়া আপনার গোচর করিব, কিন্তু আপনার নিকট একটি বিষয়ে অনুমতি চাই; আমি কার্য্যোদ্ধারের জন্য যে কিছু কলকৌশল বা চাতুরী-প্রতারণা খাটাইতে চাই, তাহা খাটাইব, সে জন্য সুলতান আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইতে পারিবেন না, কিম্বা আমার কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে পারিবেন না। সুলতান যদি আমাকে এই অনুমতি প্রদান করেন, তাহা হইলে কার্য্যসিদ্ধির সম্ভাবনা আছে, নতুবা নাই।"

সুলতান বলিলেন, "সে জন্য তোমাকে কোন চিন্তা করিতে হইবে না। তুমি যেমন করিয়া পার, আমেদের বাসস্থানের সন্ধান লইয়া আইস, আমি তোমার কোন কার্য্যের প্রতিবাদ করিব না, কার্য্যসিদ্ধি হইলে তোমাকে উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করিব, তোমাকে উৎসাহিত করিবার জন্য এখন কিঞ্চিৎ পুরস্কার দিতেছি, লইয়া যাও।" সুলতান একটি মহামূল্য হীরকাঙ্গুরী যাদুকরীর হস্তে প্রদান করিলেন।

পরীবাণু আমেদকে প্রতি মাসে এক একবার তাঁহার পিতার সহিত সাক্ষাতের অনুমতি প্রদান করিতেন, আমেদও প্রতি মাসেই একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ে সহচরবর্গে পরিবৃত হইয়া, সুলতানসমীপে গমন করিতেন। আমেদ কোন্ সময় সুলতানের নিকট আগমন করেন, যাদুকরী তাহা জানিত; যে দিন রাজপুত্রের রাজপ্রাসাদে আসিবার কথা, তাহার পূর্ব্বদিন যাদুকরী পর্ব্বতের পাদদেশে উপস্থিত হইল।

পীড়িতের ভাণে করুণা উদ্রেক

পরদিন প্রভাতে রাজপুত্র আমেদ সহচরবর্গের সহিত পর্ব্বতগহ্বরের বহির্ভাগে পদার্পণ করিয়া দেখিলেন, একটি শিলাখণ্ডে মস্তকস্থাপন করিয়া, মৃতপ্রায় এক বৃদ্ধা বসিয়া আছে, যেন তাহার উত্থানশক্তি একবারেই বিলুপ্ত হইয়াছে! বৃদ্ধার অবস্থা দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে করুণার উদ্রেক হইল, এবং বৃদ্ধা কি জন্য সেখানে সেইভাবে পড়িয়া আছে, তাহা জানিবার জন্য আমেদ তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন। চতুরা যাদুকরী

তাঁহার দিকে চাহিয়া কাতরভাবে অশ্রুত্যাগ করিতে লাগিল, এবং অতি কষ্টের ভাণ করিয়া ঘন ঘন, নিশ্বাসত্যাগ করিয়া ভগ্নস্বরে বলিল, "আমি মরি, আমাকে বাঁচান, আমি এই পর্ব্বতের ধার দিয়া দূরে এক গ্রামে যাইতেছিলাম, হঠাৎ বড় জ্বর আসিল, এখানেই পড়িলাম, উঠিবার শক্তি নাই, দেখিবার লোক নাই, এখানেই মরিতে হইবে।" রাজপুত্রের হৃদয় করুণায় বিগলিত হইল, তিনি বলিলেন, "বাছা, তোমার কোন চিন্তা নাই, আমি নিকটেই তোমাকে কোন স্থানে আশ্রয় দিতেছি, তুমি যাহাতে সারিয়া উঠিতে পার, তাহার জন্য চেষ্টার ত্রুটি হইবে না। তুমি উঠ, আমার এক জন লোক তোমাকে যথাস্থানে রাখিয়া আসিতেছে।"

মায়াবিনীর ছলনা

যাদুকরী এই কথা শুনিয়া মনে মনে মহা খুসী হইল, সে দুই একবার উঠিবার চেষ্টা করিয়াও যে উঠিতে পারিতেছে না, এইরূপ ভাব দেখাইল। তখন আমেদের আদেশ অনুসারে দুই জন অনুচর বুড়ীকে ধরিয়া উঠাইল এবং একটি অশ্বে আরোহণ করাইয়া গুহাদ্বারে লইয়া চলিল। এক জন অশ্বারোহী গুহাদ্বার মুক্ত করিলে, যাদুকরীকে তাহার মধ্যে প্রবেশ করান হইল। রাজপুত্রও পরীবাণুকে সেই পীড়িতা বৃদ্ধার শুশ্রূষার জন্য অনুরোধ করিতে পরীপ্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন।



করুণার আহ্বান

পরীবাণু রাজপুত্রকে সহসা প্রত্যাবর্ত্তন করিতে দেখিয়া তাঁহার নিকটে আসিয়া, প্রত্যাবর্ত্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজপুত্র বলিলেন, "প্রিয়তমে, ঐ বৃদ্ধাটির দিকে চাহিয়া দেখ, অত্যন্ত পীড়িত হইয়া ও পথের ধারে পড়িয়াছিল, আমি না দেখিলে মরিয়াই যাইত, উহার অবস্থা দেখিয়া আমার মনে বড় দয়ার উদ্রেক হইয়াছে; যাহাতে উহার ব্যাধি শীঘ্র আরোগ্য হয়, তোমাকে সে জন্য একটু ব্যবস্থা করিতে হইবে, আর উহার শুশ্রূষার যেন অভাব না হয়, আমি উহাকে আশ্বাস দিয়া এখানে আনিয়াছি, ইহার জন্য অনুরোধ করিতেই ফিরিয়া আসিয়াছি। জানি, তুমি দয়াবতী, তোমাকে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই।"

পরীবাণু তীব্রদৃষ্টিতে বৃদ্ধা যাদুকরীর মুখের দিকে চাহিয়াই আমেদের সকল কথা শুনিতেছিলেন, তিনি দুই জন দাসীকে আদেশ করিলেন, "উহাকে লইয়া প্রাসাদের একটা কুঠুরীতে রাখিয়া আয়, আর উহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবি, শুশ্রূষা ও যত্নের যেন কোন ত্রুটি না হয়।"

দাসীদ্বয় বৃদ্ধাকে ধরাধরি করিয়া প্রাসাদকক্ষে প্রবেশ করিলে, পরীবাণু আমেদকে নিম্নস্বরে বলিলেন, "রাজপুত্র, তোমার দয়া প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই, ইহা তোমার বংশ ও রুচির উপযুক্তই, তোমার অনুরোধ

আমি আনন্দে সঙ্গে রক্ষা করিব; কিন্তু আমি তোমাকে বলিতেছি, তোমার এই দয়া অস্থানে প্রযুক্ত হইয়াছে। আমি দেখিতে পাইতেছি, এই দয়া-প্রকাশের জন্যই তোমাকে মহা বিপদে পড়িতে হইবে। এই বৃদ্ধা হইতে তোমাকে ঘোর বিপদে পড়িতে হইবে। যাহা হউক, সেজন্য তুমি ভীত হইও না, তোমার পরীবাণু থাকিতে তোমার পদে কোন দিন কুশাঙ্কুরও বিদ্ধ হইবে না। আমি তোমাকে সকল বিপদ হইতে উদ্ধার করিব, তুমি এখন তোমার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাও।"

অনুগ্রহের বিষম ফল

পরীবাণুর শেষ কথা শুনিয়া আমেদের আশঙ্কা দূর হইল। তিনি বলিলেন, "প্রাণাধিকে, আমি যে জীবনে কাহারও অপকার করিয়াছি, তাহা ত' স্মরণ করিতে পারিতেছি না, ভবিষ্যতে কাহারও কোন অনিষ্ট করিব, সে ইচ্ছাও রাখি না, তবে কেন বৃদ্ধা আমার অনিষ্ট করিবে? যদি আমার অনিষ্ট হয়, তাহাতেও আক্ষেপ নাই, কারণ, অনিষ্টভয়ে যেন কখনও কাহারও উপকার করিতে সঙ্কুচিত না হই।"

পরীবাণুর নিকট হইতে চুম্বন ও বিদায় গ্রহণ করিয়া, রাজপুত্র পুনর্ব্বার গুহা পরিত্যাগ করিয়া, সুলতানের প্রাসাদের অভিমুখে অশ্ব পরিচালিত করিলেন। তাঁহার সহচরবর্গের অশ্বের খুরধ্বনিতে নিস্তব্ধ প্রান্তর প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সুলতান এক মাস পরে পুত্রকে দেখিতে পাইয়া, পূর্ব্ববৎ স্নেহাদরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন, যেন তাঁহার হৃদয়ে পূর্ব্বভাব অক্ষুণ্ণ আছে, যেন রাজপুত্রের বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা তাঁহাকে বলে নাই, কিম্বা তাহাতে তিনি বিচলিত হন নাই।

পরীবাণুর দাসীদ্বয় যাদুকরীকে একটি সুন্দর সুসজ্জিত কক্ষে লইয়া গিয়া, একটি সুকোমল আস্তরণ-বিস্তৃত সোফার উপর শয়ন করাইল, তাহার মস্তকে সুবর্ণসূত্রের কারুকার্য্যবিশিষ্ট উপধান প্রদান করিল, সাটিনের লেপ দ্বারা তাহার সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া দিল। অনন্তর এক জন দাসী একটি স্বর্ণপাত্রে এক প্রকার পানীয়দ্রব্য আনিয়া তাহাকে বলিল, "ইহা সিংহরক্ষিত প্রস্রবণের জল, এই জলপানে সর্ব্বব্যাধি আরোগ্য হয়, তোমার রোগও শীঘ্র সারিয়া যাইবে। তুমি এই জলপান করিয়া নিদ্রা যাও, আমরা এখন চলিলাম, আশা করি, ফিরিয়া আসিয়া তোমাকে সুস্থ দেখিব।"

আমেদের বাসস্থান দেখিবার জন্যই যাদুকরীর রোগের ভাণ, হার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু এখন হঠাৎ চলিয়া গেলে পাছে পরীবাণু কিম্বা তাঁহার দাসীগণের মনে কোন সন্দেহ উপস্থিত হয়, এই ভয়ে যাদুকরী তৎক্ষণাৎ পরীবাণুর প্রাসাদ-পরিত্যাগ সঙ্গত জ্ঞান করিল না, বিশেষ অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঔষধ গলাধঃকরণ করিয়া শয্যায় পড়িয়া রহিল, দাসীদ্বয় কার্য্যান্তরে প্রস্থান করিল।

দাসীদ্বয় প্রত্যাগমন করিলে যাদুকরী সোফার উপর উঠিয়া বসিল, এবং কাপড় পরিতে পরিতে বলিল, "কি চমৎকার ঔষধ, আহা মরি, ঔষধের এমন প্রত্যক্ষ ফল ত' আর কখনও দেখি নাই, তোমরা যাহা বলিয়াছ, ঠিক, দেখিতে দেখিতে আমার জ্বর পলাইয়াছে, আমার শরীরের সকল গ্লানি দূর হইয়াছে, আমি এতক্ষণ তোমাদেরই প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, তোমাদের দয়াবতী মহারাণীর কাছে আমাকে লইয়া চল, আমি তাঁহাকে আমার প্রতি অনুগ্রহের জন্য ধন্যবাদ দিয়া নিজের গ্রামে চলিয়া যাই। যখন ব্যারাম সারিয়া গিয়াছে, তখন এখানে থাকিয়া আর কি করিব?"

অমরার ঐশ্বর্য্য-সমব

দাসীদ্বয় বৃদ্ধার আরোগ্যদর্শনে পরম পুলকিত হইয়া, তাহাকে লইয়া পরীবাণুর নিকট চলিল। বৃদ্ধা অনেক সুন্দর সুন্দর সুসজ্জিত সুপ্রশস্ত কক্ষ অতিক্রম করিয়া, পরীবাণুর উপবেশনকক্ষে উপস্থিত হইল।

পরীবাণু একখানি স্বর্ণনির্ম্মিত সিংহাসনে উপবেশন করিয়াছিলেন, সিংহাসনখানি জহরতের পুষ্পপত্রে সুসজ্জিত, কত হীরক, চুণি, পান্না, কত পদ্মরাগ, মরকত, নীলকান্ত মণি দ্বারা এই সকল পত্রপুষ্প নির্ম্মিত। সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব

জ্যোতির্ম্ময় সিংহাসনের দিকে চাহিবামাত্র বৃদ্ধা যাদুকরীর চক্ষু ঝলসিয়া গেল। পরীবাণুর নিকটে সুবেশিনী, সুন্দরী রমণীগণ দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহাদের হীরক-রত্নমণ্ডিত অলঙ্কারের প্রভায় চারিদিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, যেন স্থির-সৌদামিনী সভাতলে দণ্ডায়মান হইয়াছে। যাদুকরী এত ঐশ্বর্য্য, এমন সৌন্দর্য্য আর কোথাও সন্দর্শন করে নাই, তাহা তাহার কল্পনারও অতীত। সে পরীবাণুর চরণতলে নিপতিত হইয়া নিস্তব্ধভাবে অবস্থান করিতে লাগিল, কিন্তু তাহার কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই পরীবাণু বলিলেন, "ভদ্রে, তোমার পীড়া আরোগ্য হইয়াছে দেখিয়া আমি বড় সুখী হইলাম, তুমি যদি এখন বাড়ী যাইতে সমর্থ হও, তাহা হইলে আমি তোমাকে এখানে আট্‌কাইয়া রাখিয়া কষ্ট দিতে চাহি না। তবে আমার ইচ্ছা, তুমি একবার আমার প্রাসাদের শোভা দেখিয়া যাও; আশা করি, ইহাতে তোমার আপত্তি হইবে না, আমার দাসীরা তো[illegible] প্রাসাদের সকল কক্ষ দেখাইবে।"

স্বপ্নাতীত ঐশ্বর্য্য দর্শনে ঈর্ষার জ্বালা

বৃদ্ধা মস্তক অবনত করিয়া, পরীবাণুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া, দুই জন দাসীর সহিত [illegible]দের বিভিন্ন অংশ সন্দর্শনে চলিল। যতই সে এক একটি নূতন নূতন কক্ষ দেখিতে লাগিল, ততই তা[illegible] বিস্ময় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দাসীদ্বয় বলিল, "এ প্রাসাদ তেমন সজ্জিত ও সুন্দর নয়, ঠাকুরা[illegible]জ্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশে আরও সুবৃহৎ, সুসজ্জিত প্রাসাদ আছে; যদি একবার তাহা দেখিতে পাও, তাহা হইলে এ প্রাসাদটি আর তোমার মনে ধরিবে না।"—এইরূপ নানা কথা বলিতে বলিতে দাসীদ্বয় বৃদ্ধাকে লৌহদ্বার পার করিয়া, গুহার বাহিরে রাখিয়া প্রস্থান করিল।

বৃদ্ধা যাদুকরী তাহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া কয়েক পদ অগ্রসর হইল, তাহার পর ফিরিয়া আসিয়া প্রাসাদের প্রবেশপথ খুঁজিতে লাগিল, কিন্তু দেখিল, লৌহদ্বার অদৃশ্য হইয়াছে। সে সেখান হইতে সুলতানের নিকট প্রত্যাগমন করিয়া, সকল ঘটনার কথা আদ্যোপান্ত তাঁহার কর্ণগোচর করিল। পরীবাণুর সৌন্দর্য্য, তাঁহার অনন্ত ঐশ্বর্য্য, তাঁহার অগণ্য দাসদাসী, স্বপ্নসম্ভব সুসজ্জিত সুবিস্তীর্ণ প্রাসাদশ্রেণী, সকল বিষয়ের যথাযথ বর্ণনা করিয়া অবশেষে বৃদ্ধা বলিল, "সুলতান, এই অনন্ত ঐশ্বর্য্যরাশি সম্বন্ধে আপনি কি মনে করেন? আপনি হয় ত' আপনার পুত্র আমেদের সৌভাগ্য স্মরণ করিয়া সুখী হইবেন, গর্ব্বিত হইবেন; হয় ত' মনে করিবেন, এমন সৌভাগ্য এ কাল পর্য্যন্ত আর কোন মনুষ্যেরই হয় নাই; কিন্তু জাঁহাপনা, আমার চিন্তার বিষয় স্বতন্ত্র। আপনার সহিত আমি একমত হইতে পারিতেছি না, আমার ক্রটি মার্জ্জনা করিবেন। আমি নিশ্চয়ই বলিতে পারি, এই সৌভাগ্যই আপনার পুত্রের দুর্ভাগ্যের কারণ হইবে, এই সম্পদই আপনার পুত্রকে ঘোর বিপজ্জালে বিজড়িত করিবে। এ কথা ভাবিয়া পর্য্যন্ত আমার মনে সুখ নাই, সেই জন্যই ত' আমি প্রফুল্লমুখে আপনার নিকট উপস্থিত হইতে পারি নাই। আপনার পুত্র আমেদ আপনার প্রতি বিশেষ ভক্তিমান্, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু কে বলিতে পারে, সেই দুর্ব্বৃত্তা পরীবাণুর মোহে মুগ্ধ হইয়া, তাহার অনুরোধে আপনাকে সিংহাসনচ্যুত ও কারারুদ্ধ না করিবে?—জাঁহাপনা, আপনি সময় থাকিতে সাবধান হউন, ইহাই আমার নিবেদন।"

পুত্রের বিরুদ্ধে পিতাকে উত্তেজনা

যাদুকরীর বক্তৃতায় সুলতান বিচলিত হইলেন। তিনি বুঝিলেন, তাঁহার পুত্র তাঁহার একান্ত বাধ্য, কিন্তু এত ক্ষমতা যাহার হস্তে, যে এরূপ অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর, সে অতি সহজেই তাঁহার অবাধ্য হইতে পারে, তখন তাহাকে কিরূপে শাসন করিবেন? কিন্তু তিনি মনের ভাব মুখে প্রকাশ করিলেন না, যাদুকরীকে উপযুক্ত পুরস্কার দান করিয়া বিদায় করিলেন এবং তাহাকে অপরাহ্ণে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইবার আদেশ করিলেন।

অপরাহ্ণে সুলতানের চাটুকার অমাত্যগণ উপস্থিত হইল, যাদুকরীও আসিল। সুলতান যাদুকরীর মুখে আমেদ ও পরীবাণু-সংক্রান্ত যে সকল কথা শুনিয়াছিলেন, তাহা অমাত্যগণের গোচর করিলেন, এবং অতঃপর কি কর্ত্তব্য, সে সম্বন্ধে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। অমাত্যগণ অনেকক্ষণ ধরিয়া পরামর্শ করিয়া বলিল, "জাঁহাপনা, বড় কঠিন সমস্যা বটে! ভয়ের সম্ভাবনা সম্পূর্ণই বর্ত্তমান দেখিতেছি, আমাদের বিবেচনায় রাজপুত্র আমেদকে বধ না করুন, যাবজ্জীবন তাঁহাকে কারাগারে অবরুদ্ধ করিয়া রাখুন, যাহাতে সেই পরীর সঙ্গে আর তাহার সাক্ষাৎ না হইতে পারে, তাহাই করুন। রাজপুত্র এখন এখানে আসিয়াছেন, এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট অবসর।"

যাদুকরী এই পরামর্শ শুনিয়া মস্তক ঘোরতর আন্দোলন করিয়া বলিল, "না, না, এ অতি মূঢ়ের মত পরামর্শ। আপনার মন্ত্রিগণ বলিলেন, 'রাজপুত্রকে ধরিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করুন,' ইহা উত্তম কথা, কিন্তু রাজপুত্র একাকী আসেন নাই, তাঁহার সঙ্গে যে অনুচর বা প্রহরিদল আছে, তাহাদের ত' সেই সঙ্গে কারাবদ্ধ করা চাই, কিন্তু আপনি কি জানেন না যে, তাহারা এক একটি দৈত্য? তাহারা ইচ্ছামত রূপধারণ করিতে পারে, এবং আবশ্যক হইলে অদৃশ্য হইতেও পারে। তাহারা ইচ্ছামত অদৃশ্য হইয়া, সেই পরীরাণীর নিকট উপস্থিত হইয়া, আপনি তাহার স্বামীর প্রতি যে অত্যাচার করিতেছেন, সে কথা যদি প্রকাশ করে, তাহা হইলে সেই ক্রুদ্ধা পরীর পীড়ন হইতে আপনি কিরূপে আত্মরক্ষা করিবেন? তদপেক্ষা আপনি আর এক কাজ করুন, আপনি আপনার পুত্রের নিকট কোন একটা অসম্ভব দ্রব্যের প্রার্থনা করুন। রাজপুত্র এই দ্রব্য পরীর নিকট হইতে আনিয়া দিলে, পুনর্ব্বার আরও অসম্ভব দ্রব্যের প্রার্থনা করিবেন, আপনার পুত্র তাহা আপনাকে প্রদান করিতে অসমর্থ হইলে, আর লজ্জায় আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন না, সেই পরীর সহবাসেই অবশিষ্ট জীবন যাপন করিবেন, আপনারও সকল বিপদের আশঙ্কা দূর হইবে।"

পুত্র-দমনের ষড়যন্ত্র

সুলতান তাঁহার অমাত্যবর্গকে ইহা অপেক্ষা কোন উৎকৃষ্ট যুক্তি আছে কি না, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। অমাত্যগণ বলিলেন, "তাঁহাদের মতে এই যুক্তিই শ্রেষ্ঠ।" তদনুসারে কার্য্য করা স্থির হইল।

পরদিন রাজপুত্র আমেদ পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, সুলতান পুত্রের সহিত নানা বিষয়ে কথোপকথন করিতে লাগিলেন, অবশেষে তিনি পুত্রকে বলিলেন, "দীর্ঘকাল অনুদ্দিষ্ট থাকিয়া যখন তুমি আমার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ কর, তখন তুমি কোথায় কি ভাবে আছ, সে কথা আমার নিকট প্রকাশ কর নাই, আমিও তাহা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি নাই। তাহার পর আমি তোমার সুখ ও উন্নতির কারণ জানিতে পারিয়াছি, এ সকল কথা আমার নিকট গোপন করিবার তোমার কোনই আবশ্যক ছিল না। তুমি যে পরীকে বিবাহ করিয়া সুখী হইয়াছ, ইহাতে আমিও অত্যন্ত সুখী; কারণ, এরূপ ঐশ্বর্য্য ও ক্ষমতালাভ সকলের ভাগ্যে ঘটে না; আমি যতই ক্ষমতাপন্ন নরপতি হই না কেন, তোমাকে এরূপ সুখসম্পদ ও ঐশ্বর্য্য প্রদান করা কখনই আমার সাধ্য হইত না। তুমি যে স্থান অধিকার করিয়াছ, আমি ভিন্ন অন্য সকলেই তোমার হিংসা করিবে। তোমার এই সৌভাগ্যে আমিও স্বয়ং ভাগ্যবান্ মনে করি, ভবিষ্যতে বিপদ আপদ উপস্থিত হইলে, তোমার ক্ষমতাশালিনী পত্নী নিশ্চয়ই আমাকে নানারূপে সাহায্য করিবেন, কিন্তু সম্প্রতি তোমার নিকট আমার একটি প্রার্থনা আছে। আমি যখন যুদ্ধক্ষেত্রে যাই, তখন সৈন্য, সামন্ত, অশ্ব, রসদ, বাহক প্রভৃতি সকলের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বস্ত্রাবাস জুটাইতে আমাকে বহু পরিমাণে অর্থব্যয় করিতে হয়, অসুবিধাও বিস্তর। তোমার পরীরাণীকে বলিয়া আমাকে এমন একটি তাম্বু দিতে হইবে যে, তাহা এক জনে অনায়াসেই হাতে করিয়া লইয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহা প্রসারিত

অদ্ভুত আবদার

করিলে, আমার সমস্ত সৈন্য তাহার নীচে আশ্রয় লইতে পারে। তোমার স্ত্রীকে বলিবে, আমি ইহা স্বয়ং চাহিয়াছি, তিনি তোমাকে নিশ্চয়ই ইহা প্রদান করিতে পারিবেন, জিনিষটি তোমার দৃষ্টিতে অসম্ভব হইলেও, পরীর পক্ষে ইহা সংগ্রহ করা বিন্দুমাত্র অসম্ভব নহে।"

আমেদ পিতার নিকট এরূপ কথা বা প্রার্থনা শুনিবার জন্য কিছুমাত্র প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি জানিতেন, দৈত্য বা পরীরা অনেক অসম্ভব কাজ জানিতে পারে, কিন্তু এ যে একেবারেই অসম্ভব; বিশেষতঃ এ পর্য্যন্ত তিনি পরীবাণুর নিকট কোন প্রকার অনুগ্রহই প্রার্থনা করেন নাই। তিনি তাঁহার [illegible] লাভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাও না চাহিয়া, প্রণয়ের মধ্যে তিনি স্বার্থপরতা আনিয়া ফেলিতে কোনক্রমে প্রস্তুত হইলেন না। এরূপ প্রার্থনায় তিনি তাঁহার স্ত্রীর কাছে কিরূপ অবজ্ঞাভাজন হইবেন, তাহাও তিনি বুঝিতে পারিলেন, সুতরাং তিনি অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া পরে তাঁহার পিতাকে বলিলেন, "বাবা, আপনি কিরূপে আমার গুপ্তরহস্য ভেদ করিলেন, জানি না; আমি ইচ্ছা করিয়া যাহা আপনার নিকট গোপন করিয়াছিলাম, তাহা জ্ঞাত হওয়ায় আপনার পক্ষে উপকার সাধিত হইয়াছে কি না, সে তর্ক করিবার অধিকার আমার নাই; কারণ, আপনি পিতা, আমি পুত্র, আপনি যখন জানিতে পারিয়াছেন, তখন তাহা অস্বীকার করিবার আমার আবশ্যক নাই, সত্যই পরীরাণীকে বিবাহ করিয়াছি, আমার স্ত্রী আমাকে আন্তরিক ভালবাসেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রেম যোগ্যতার উপর নির্ভর করে কি না, জানি না, কিন্তু আমাকে তিনি তাঁহার অযোগ্য স্বামী বলিয়া মনে করেন না। ইহার মধ্যে কোন স্বার্থপরতাপূর্ণ অভিসন্ধি নাই, কিন্তু আপনার আদেশ পালন করিতে হইলে আমাকে স্বার্থপর হইতে হইবে। আপনি পিতা, আপনার আদেশ অবশ্য পালনীয়, সুতরাং আমার স্ত্রীর নিকট অসম্ভব পদার্থ প্রার্থনা করিব, কিন্তু তাহা লাভ করিতে পারিব কি না, তাহা জানি না, সুতরাং পূর্ব্বে আপনার নিকট আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে পারিতেছি না। তবে এ কথা নিশ্চয় জানিবেন, যদি আমি ইহা লাভ করিতে না পারি, তাহা হইলে আমি আর আপনাকে মুখ দেখাইব না, আপনার নিকট এই আমার শেষ বিদায় জানিবেন। আপনিই আমাকে এরূপ করিতে বাধ্য করিলেন।"

এ প্রেম অপার্থিব, স্বার্থগন্ধে দূষিত নহে

সুলতান আমেদকে অনেক কথা বলিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু আমেদের মনোমালিন্য দূর হইল না, পত্নীর নিকট পিতার জন্য অনুগ্রহ-প্রার্থনায় যে হীনতা বা অগৌরব নাই, তাহা তিনি কোনমতে বুঝিতে পারিলেন না। তিনি বিরক্ত হইয়া নির্দ্দিষ্টকালের তিন দিন পূর্ব্বেই পরীবাণুর প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। পরীবাণু তাঁহার মুখ দেখিয়াই তাঁহার ভাবান্তর বুঝিতে পারিলেন। তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া আমেদকে এই পরিবর্ত্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমেদ তাঁহার প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন, "তুমি কেমন আছ, আগে বল।" পরীবাণু উভয় হস্তে স্বামীকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া, শতচুম্বনে তৃপ্ত করিয়া বলিলেন, "তুমি আগে আমার কথার জবাব দাও।" আমেদ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কথা গোপন করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু অবশেষে কৃতকার্য্য হইলেন না। পরীবাণুর আগ্রহাতিশয্যে ও সপ্রেম অনুরোধে বাধ্য হইয়া বলিলেন, "প্রিয়তমে, আমার পিতাই আমার মনঃকষ্টের কারণ। প্রথমতঃ আমি তাঁহার নিকট যে কথা গোপন রাখিয়াছিলাম, কোন দিন প্রকাশ করি নাই, সেই কথা তিনি কোন রকমে জানিতে পারিয়াছেন। দ্বিতীয় কথাটি—" পরীবাণু দ্বিতীয় কথা বলিবার অবসর না দিয়াই বলিলেন, "প্রথম কার্য্যের কারণটি আগে আমার কাছে শোন। তুমি যে রুগ্ন স্ত্রীলোকটিকে আমার কাছে আনিয়া আশ্রয় দিয়াছিলে, এ তাহারই কীর্ত্তি। আমি তখনই বুঝিয়াছিলাম, তাহার রোগ-তাপ মিথ্যা কথা, আমাদের সংবাদ জানিবার জন্যই কৌশল করিয়া সে এখানে আসিয়াছিল, ফিরিয়া গিয়া তোমার পিতাকে সকল কথা বলিয়াছে।—সে কথা যাক্, তাহার পর তোমার মনোবেদনার বিশেষ কারণ কি, তাহা বল।"

চুম্বন আলিঙ্গনে চিত্ত-বিনোদন

আমেদ বলিলেন, "আমি তোমাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসি, কিন্তু তাহাতে কোন স্বার্থগন্ধ নাই, তোমার বোধ হয় স্মরণ আছে, এত দিনের মধ্যে আমি তোমার নিকট প্রেম ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ চাহি নাই, তোমার ন্যায় সুন্দরী, সুশীলা, প্রেমময়ী পত্নী লাভ করিয়া আমার পৃথিবীতে আর অধিক কি কামনার বস্তু থাকিতে পারে? আমি জানি, তোমার ক্ষমতা অসীম, কিন্তু আমি কোন দিন সেই ক্ষমতার পরিচয় লইতে ইচ্ছা করি নাই; পরন্তু এত দিন পরে আমার পিতা তোমার নিকট একটি প্রার্থনা করিয়াছেন, ইহাতে আমি বড়ই বিরক্ত হইয়াছি, ইহা তাঁহার পক্ষে সঙ্গত হয় নাই। তাঁহার সমস্ত সৈন্য, অশ্বারোহী, পদাতিক, ঘোড়া, গাধা, উট ধরে, এমন একটি তাম্বু তিনি চান, কিন্তু তাম্বুটি যখন মোড়া থাকিবে, তখন এক জন লোক হাতে করিয়া লইয়া অনায়াসে যাইতে পারে, এত ক্ষুদ্র হইবে। এমন অসম্ভব প্রার্থনা আমি আর কখন কোথাও শুনি নাই।"

পরীবাণু হাসিয়া বলিলেন, "প্রাণেশ্বর, এই জন্য বিরসবদন? আমি বলি, না জানি, কি গুরুতর কাণ্ডই ঘটিয়াছে। যাহা হউক, তুমি যে আমার অনুরাগ ও প্রেম এরূপ মূল্যবান মনে কর ও এরূপ তুচ্ছ প্রার্থনা আমার নিকট করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছ, এ জন্য আমি সুখী হইয়াছি; কিন্তু তোমার পিতার প্রার্থনা অপূর্ণ থাকিতে পারে না, এ প্রার্থনা বিন্দুমাত্রও অসম্ভব নয়, ইহা অপেক্ষা অনেক অসম্ভব কার্য্যও আমরা সম্পাদন করিতে পারি। যাহা হউক, তুমি শান্ত হও, আমি অবিলম্বেই তোমার চিন্তা দূর করিতেছি। তোমার যাহা কিছু প্রার্থনা থাকিবে, তাহা জানিলে আমি তদ্দণ্ডেই পূর্ণ করিব, তোমাকে আমার কি অদেয় আছে প্রিয়তম?"

পরীবাণু অনন্তর তাঁহার কোষাগারের অধ্যক্ষকে আহ্বান করিলেন। সেও এক জন পরী। তাহার নাম নুরজিহান, সে পরীবাণুর নিকটে আসিলে, পরীবাণু বলিলেন, "নুরজিহান, আমার কোষাগারে যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ তাম্বু আছে, তাহা সত্বর লইয়া এস।" নুরজিহান তৎক্ষণাৎ কোষাগারে প্রবেশ করিল এবং একটি শিবির তাহার হাতের মুঠার মধ্যে করিয়া লইয়া আসিল। পরীবাণু নুরজিহানের হস্ত হইতে তাহা লইয়া আমেদের হস্তে প্রদান করিলেন।

তাম্বুর আকার দেখিয়া আমেদ মহা বিস্মিত হইলেন। তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়াই পরীবাণু বুঝিতে পারিলেন, রাজপুত্র তাম্বুর বিশালতায় সন্দেহ করিতেছেন, সুতরাং তিনি হাসিয়া বলিলেন, "প্রাণাধিক, তুমি কি মনে করিতেছ, আমি তোমার সঙ্গে বিদ্রূপ করিতেছি? তুমি এখনই দেখিবে, তোমার পিতা যেরূপ তাম্বু চাহিয়াছিলেন, ইহা তাহা অপেক্ষা ক্ষুদ্র নহে?—নুরজিহান, এই তাম্বু মাঠে লইয়া গিয়া ইহা খাটাইয়া দেখাইয়া রাজপুত্রের সন্দেহ ভঞ্জন কর।"

নুরজিহান তাম্বু লইয়া, প্রাসাদের বাহিরে উপস্থিত হইয়া, মাঠে তাহা প্রসারিত করিল। আমেদ দেখিলেন, তাম্বুতে তাঁহার পিতার দ্বিগুণ পরিমাণ সৈন্যের স্থান হইতে পারে, তখন তাঁহার সন্দেহের জন্য রাজপুত্র পরীবাণুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। পরীবাণু বলিলেন, "তাম্বুটি এত বৃহৎ বটে, কিন্তু প্রয়োজনানুসারে ইহার আকার সঙ্কুচিত করা যাইতে পারে।"

নুরজিহান তাম্বুটি গুটাইয়া তাহা আমেদের হস্তে প্রদান করিলেন, আমেদ তাহা লইয়া পরদিন প্রভাতে তাঁহার পিতার নিকট যাত্রা করিলেন। সুলতান পুত্রকে পূর্ব্ববৎ পরম সমাদরের সহিত গ্রহণ করিলেন। তাম্বু লাভ করিয়া তাঁহার মনে অত্যন্ত আনন্দের সঞ্চার হইল, কিন্তু তাম্বুর আকার দেখিয়া তাঁহার প্রথমে কিছু সন্দেহ হইল, রাজপুত্র প্রান্তরমধ্যে তাম্বু খাটাইলে তাঁহার সে সন্দেহ দূর হইল; কিন্তু পুত্রের ক্ষমতা ও

...ঠল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, যাহার হস্তে এত অধিক ক্ষমতা, সে ইচ্ছামাত্র তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিতে পারে। কিরূপে তিনি পুত্রের প্রভাব নষ্ট করিবেন, এই চিন্তায় অধীর হইয়া উঠিলেন। অবশেষে তিনি যাদুকরীকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে, যাদুকরী বলিল, "জাঁহাপনা, আপনি আপনার পুত্রকে সিংহরক্ষিত ঝরণার জল আনিবার জন্য আদেশ করুন, তাহা হইলেই সিংহ-কবলে পতিত হইয়া আপনার পুত্র প্রাণত্যাগ করিবেন।"

শক্তিমান পুত্র-সংহারে পিতার চক্রান্ত

সুলতান আমেদকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বৎস, তুমি আমাকে এই তাম্বুটি আনিয়া আমার মহোপকারসাধন করিলে। আমার ভাণ্ডারে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ ও অদ্ভুত পদার্থরূপে রক্ষিত হইবে, কিন্তু আমার জন্য তোমাকে আর একটি কাজ করিতে হইবে। আমি শুনিলাম, তোমার স্ত্রীর একটি সিংহ-রক্ষিত নির্ঝর আছে, সেই ঝরণার জল পান করিলে সর্ব্বপ্রকার রোগ আরোগ্য হয়। আমার বয়স অনেক হইয়াছে, কখন্ পীড়া হয়, তাহার স্থিরতা নাই, বিশেষতঃ শরীর অনিত্য ও ক্ষণভঙ্গুর, সুতরাং আমার অনুরোধ, আমার জন্য তোমার পত্নীর সেই ঝরণা হইতে কিছু জল আনিয়া দাও। আমার স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য তুমি এই কষ্টটুকু স্বীকার করিতে অসম্মত হইবে না, তাহা আমি জানি। এই কাজটি করিলেই আমার প্রতি তোমার কর্ত্তব্য সম্পূর্ণ হয়।"

আমেদ ভাবিয়াছিলেন, তাঁহার পিতা আর কোন দ্রব্য আনিয়া দিবার জন্য তাঁহাকে শীঘ্র অনুরোধ করিবেন না, পুনঃ পুনঃ অনুগ্রহ প্রার্থনা করিলে পরীবাণু তাঁহাকে স্বার্থপর মনে করিতে পারেন ভাবিয়া, তিনি অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া নিস্তব্ধ থাকিয়া তিনি বলিলেন, "বাবা, আপনার স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য আমার যাহা কর্ত্তব্য, তাহা করিতে আমি কখন পশ্চাৎপদ হইব না, কিন্তু সেজন্য আমার স্ত্রীর অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছি। এই জন্যই আপনার প্রার্থিত জল আনিয়া দিতে পারিব কি না, সে সম্বন্ধে প্রতিজ্ঞা করিতে পারিতেছি না। আমি আমার স্ত্রীর নিকট আপনার প্রার্থনা জানাইব, কিন্তু এজন্য আমাকে বড়ই আত্মগ্লানি ভোগ করিতে হইবে।"

আমেদ পরদিন পরীবাণুর প্রাসাদে প্রত্যাগমন করিলেন, তাঁহার পিতার সহিত তাঁহার যে সমস্ত কথা হইয়াছিল, তাহা তিনি তাঁহার পত্নীর গোচর করিলেন, পিতার নূতন প্রার্থনার কথাও ব্যক্ত করিলেন; অবশেষে বলিলেন, "এ বিষয়ে আমার কোন অনুরোধ নাই, আমার পিতা যাহা বলিয়াছেন, তাহাই তোমার গোচর করিলাম, এ বিষয়ে তুমি যাহা করিবে, তাহাতে আমার সন্তোষ বা অসন্তোষ কিছুই হইবে না, আমি তোমাকে কোন অনুরোধ করিতেছি না।"

অসাধ্য আদেশের উদ্দেশ্য কি?

পরীবাণু বলিলেন, "তোমার পিতা আমার শ্বশুর, তাঁহার প্রার্থনা অপূর্ণ রাখিব না; কিন্তু একটা কথা আমি কিছুতেই ভুলিতেছি না, তিনি যে জিনিষ চাহিয়াছেন, তাহা তোমার অনিষ্টের আশাতেই চাহিয়াছেন, সকল কথা শুনিয়া তুমি বুঝিতে পারিবে, আমার এই ধারণা সত্য কি না! একটি সুবৃহৎ দুর্গের মধ্যস্থলে এই ঝরণা, চারিটি ভীষণদর্শন হিংস্রপ্রকৃতির সিংহ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত, দুইটি সিংহ নিদ্রিত থাকে, আর দুইটি জাগিয়া সেই ঝরণা পাহারা দেয়। যে কেহ সেই নির্ঝরের নিকট গমন করে, সিংহ তাহাকেই আক্রমণ করিয়া তাহার প্রাণবধ করিয়া থাকে, প্রাণের আশা লইয়া সেখানে কেহ যাইতে পারে না। যাহা হউক, তোমার কোন ভয় নাই, তুমি যাহাতে নিরাপদে জল লইয়া ফিরিতে পার, আমি তাহার উপায়বিধান করিব।"

পরীবাণু এই সময় সূচিকর্ম্ম করিতেছিলেন, তাঁহার পাশে কয়েকটি সূতার গুলি পড়িয়াছিল, তিনি একটি গুলি আমেদের হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন, "তুমি এই সূতার গুলিটি কাছে রাখ, ইহা কি কাজে

লাগিবে, তাহা পরে বলিতেছি। আপাততঃ দুইটি অশ্ব সজ্জিত করিতে বল, একটি অশ্বে তুমি আরোহণ করিয়া যাইবে, অপরটিতে চারিখণ্ড মেষমাংস যাইবে, একটি মেষ চারিখণ্ডে বিভক্ত করিয়া আমি তাহা অশ্বের পৃষ্ঠে স্থাপন করিবার আদেশ প্রদান করিতেছি। এতদ্ভিন্ন তোমাকে আমি একটি পাত্র দিতেছি, সেই পাত্রে জল আনিতে হইবে। কাল অতি প্রত্যূষে অশ্বে আরোহণ করিয়া অন্য অশ্বটি লইয়া, তুমি সেই নির্ঝরের নিকট যাইবে। তোমাকে যে সূতার গুলি দিয়াছি, তাহা তুমি লৌহদ্বারের বাহিরে গিয়া দূরে নিক্ষেপ করিবে, যে দুর্গমধ্যে নির্ঝর আছে, সেই দুর্গদ্বারে গিয়া থামিবে। তুমি এই গুলির অনুসরণ করিবে, সিংহ চারিটির মধ্যে দেখিবে, দুইটি জাগিয়া নির্ঝর পাহারা দিতেছে, অবশিষ্ট দুইটি নিদ্রিত আছে। তোমাকে দেখিয়াই সিংহ দুটি গর্জ্জন করিয়া উঠিবে, তাহাদের গর্জ্জনে অবশিষ্ট সিংহ দুইটিও জাগিয়া উঠিবে, কিন্তু তুমি তাহাতে ভীত হইও না। অশ্ব হইতে না নামিয়াই এক এক খণ্ড মাংস তাহাদের মুখের সম্মুখে নিক্ষেপ করিবে, তাহারা মাংস খাইতে ব্যস্ত হইবে, সেই অবসরে তুমি ঘোড়া ছুটাইয়া পাত্র পূর্ণ করিয়া নির্ঝর হইতে জল তুলিয়া লইবে এবং অশ্ব ছুটাইয়া দুর্গবাহিরে চলিয়া আসিবে। সিংহরা মাংস খাইতেই ব্যস্ত থাকিবে, তোমাকে আক্রমণ করিবার অবসর পাইবে না।"

সিংহ-রক্ষিত ঝরণার উদ্দেশে

রাজপুত্র আমেদ পরদিন সিংহ-রক্ষিত নির্ঝরে জল আনিতে যাত্রা করিলেন, পরীবাণুর উপদেশ অনুসারে চলিয়া, কিছুকালের মধ্যেই সেই দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইলেন। দ্বার অতিক্রম করিতে না করিতে দুইটি সিংহ মেঘগর্জ্জনের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিল, আর দুইটি সিংহ নিদ্রিত ছিল, সেই গর্জ্জনে তাহারা জাগিয়া উঠিয়া পুনঃ পুনঃ সিংহনাদ আরম্ভ করিল। আমেদ ইহাতে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া, অন্য অশ্বের পৃষ্ঠ হইতে মেষমাংসখণ্ডগুলি তুলিয়া লইয়া, তাহাদের সম্মুখে নিক্ষেপ করিলেন। তাহারা মাংস-ভক্ষণে ব্যস্ত হইলে, রাজপুত্র পাত্রটি বাহির করিয়া, অশ্বারূঢ় থাকিয়াই নির্ঝরের জল তুলিয়া লইলেন, তাহার পর তিনি সুলতানের প্রাসাদাভিমুখে সবেগে অশ্ব পরিচালিত করিলেন।

রাজপুত্র পিতৃচরণ বন্দনা করিয়া, তাঁহার হস্তে জলের পাত্রটি সমর্পণ করিয়া বলিলেন, "বাবা, আপনার আদেশ পালন করিয়াছি, এই জল গ্রহণ করুন; আশা করি, ইহা আপনার ভাণ্ডারে দুর্লভ রত্নের ন্যায় রক্ষিত হইবে। যেন আপনাকে কখনও এ জল ব্যবহার করিতে না হয়, আল্লার নিকট ইহাই প্রার্থনা, আপনি চিরদিন অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্য ভোগ করুন।" সুলতান অত্যন্ত আহ্লাদিতভাবে পুত্রকে দক্ষিণ পার্শ্বে বসাইয়া বলিলেন, "পুত্র, আমার জন্য তুমি অতি দুষ্কর কার্য্য সাধন করিয়াছ, তুমি কিরূপে আত্মরক্ষা করিলে, তাহা জানিবার জন্য আমার অত্যন্ত আগ্রহ হইয়াছে।"

আমেদ বলিলেন, "আমার পত্নীর নির্দ্দেশ অনুসারে চলিয়াই এই ভয়ানক স্থান হইতে নির্ব্বিবাদে জল আনিতে পারিয়াছি।" কিরূপে তিনি কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পিতার গোচর করিলেন। সুলতান দেখিলেন, আমেদ পরী কর্তৃক সুরক্ষিত, কিন্তু তাঁহার ঈর্ষা দূর হইল না, তিনি পুত্রের প্রাণবিনাশের উপায় স্থির করিবার জন্য যাদুকরীর সহিত পরামর্শ করিতে তাঁহার গুপ্তকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

এক হাত মানুষের কুড়ি হাত দাড়ি

যাদুকরীর পরামর্শে সুলতান পরদিন পুত্রকে সভাস্থলে আনয়ন করিয়া বলিলেন, "বৎস আমেদ, আর একটি প্রার্থনা আছে, এইটিই শেষ প্রার্থনা। তুমি নিজেই পার আর তোমার পরী পত্নী দ্বারাই সম্ভব হয়, আমার এই প্রার্থনা তোমাকে পূর্ণ করিতে হইবে। আমি এক হাত উচ্চ একটি মানুষ চাই, কিন্তু তাহার দাড়ী কুড়ি হাত লম্বা হইবে, আর তাহার হাতে যে লৌহনির্ম্মিত গদাটি থাকিবে, তাহা ছয় মণ দশ সের ভারী হওয়া চাই, এই গদা সর্ব্বদা সে লাঠির মত ব্যবহার করিবে।"

এইরূপ মানুষ যে কোথাও আছে, তাহা আমেদ জানতেন না, সুতরাং এরূপ মনুষ্য সংগ্রহ করিবার ভার তিনি গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না, কিন্তু সুলতান তাঁহাকে ছাড়িলেন না; বলিলেন, "পরীরা ইহা অপেক্ষাও অসম্ভব সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া দিতে পারে।"

পরদিন আমেদ পরীবাণুর নিকটে উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত বিষণ্ণভাবে সুলতানের প্রার্থনা জানাইলেন এবং বলিলেন, "এমন অদ্ভুত মানুষ পৃথিবীতে কোথাও আছে বলিয়া ত' বোধ হয় না। বাবা বোধ হয়, আমার বুদ্ধি ও কষ্টসহিষ্ণুতা পরীক্ষা করিবার জন্যই এইরূপ আদেশ করিয়াছেন,—আমার মৃত্যুই হয় ত' তাঁহার বাঞ্ছনীয়; নতুবা তিনি এমন অসম্ভব মনুষ্য-সংগ্রহের আদেশ করিবেন কেন? আমি কোথায় এরূপ লোক খুঁজিয়া পাইব, তাহাকে ধরিবই বা কিরূপে? আমি একবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছি!"

পরীবাণু বলিলেন, "প্রিয়তম, অধীর হইও না। এরূপ লোক সংগ্রহ করা কিছুমাত্র কঠিন নহে, সিংহরক্ষিত নির্ঝরের জল সংগ্রহ করা অপেক্ষা অনেক সহজ কাজ। বলিতে কি, আমার সহোদর সাইবার ঠিক এইরূপ মানুষ, আমাদের পিতা-মাতা অভিন্ন হইলেও আমাদের আকারের মধ্যে এত বৈসাদৃশ্য! আমার ভ্রাতা লোক মন্দ নহে, তবে কিছু কোপনস্বভাব, অপমান সে কোনক্রমে সহ্য করিতে পারে না। তাহার হস্তে সর্ব্বদাই একটি লৌহনির্ম্মিত গদা দেখিতে পাওয়া যায়; এই গদার ভয়ে সকলকে সন্ত্রস্ত থাকিতে হয়, গদাটি ওজনে ছয় মণ দশ সের। আমি তাহাকে এখনই এখানে আহ্বান করিতেছি, তুমি তাহাকে দেখিয়া ভয় পাইও না।"



লৌহ-গদা-ধারীর শুভাগমন

আমেদ বলিলেন, "তোমার ভাই যতই ভীষণস্বভাব হউক ও তাঁহার আকার যতই কদাকার হউক, তিনি আমার পরম আত্মীয়, আমি তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সম্মান করিব। তুমি তাঁহাকে আহ্বান কর।"

পরীবাণু তৎক্ষণাৎ একটি স্বর্ণনির্ম্মিত ধূপাধারে অগ্নি ও একটি স্বর্ণনির্ম্মিত বাক্স আনিবার জন্য এক জন দাসীকে আদেশ করিলেন। দাসী সেই ধূপাধার ও বাক্স লইয়া আসিলে পরীবাণু বাক্সের ভিতর হইতে এক প্রকার চূর্ণ বাহির করিয়া, তাহা ধূপাধারের অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেন, অগ্নি হইতে প্রচুর ধূম উত্থিত হইয়া গৃহটি অন্ধকারপূর্ণ করিয়া ফেলিল। পরীবাণু আমেদকে বলিলেন, "রাজপুত্র, সাবধান, আমার ভ্রাতা আসিতেছেন।" গৃহের ধূমরাশি অপসারিত হইলে আমেদ সাইবারকে দেখিতে পাইলেন; দেখিলেন, গৃহমধ্যে এক হাত মনুষ্যের আবির্ভাব হইয়াছে, হাতে ছয় মণ দশ সের ভারী একটি গদা, বিশ হাত লম্বা দাড়ী বায়ুভরে উড়িতেছে, গোঁফ কাণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, দাড়ী-গোঁফে মুখখানি ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। চক্ষু দুটি বসা, কিন্তু দৃষ্টি দেখিলেই ভয় হয়; মাথায় চূড়াকার একটি টুপী, বুকে পিঠে কুঁজ।

ধূমরাশির অন্তরালে বিরাট দাড়ী

পরীবাণু আমেদকে পূর্ব্বে সাবধান না করিলে এই মূর্ত্তি দেখিয়া, আমেদ নিশ্চয়ই প্রাণভয়ে পলায়ন করিতেন, কিন্তু সাইবার হইতে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই জানিয়া, তিনি স্থিরভাবে পরীবাণুর পাশে দণ্ডায়মান হইয়া, তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন এবং সসম্মানে অভিবাদন করিলেন।

সাইবার কুটিল কটাক্ষে আমেদের দিকে চাহিয়া পরীবাণুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই লোকটি কে?" পরীবাণু বলিলেন, "ভাই, উনি আমার স্বামী, উঁহার নাম আমেদ, ইনি ভারতবর্ষের সুলতানের পুত্র। আমি আমার বিবাহের সময় তোমাকে নিমন্ত্রণ করি নাই; কারণ, আমি জানিতাম, তখন তুমি দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিয়াছ। যাহা হউক, তুমি জয়লাভ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছ শুনিয়া, আমি বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। অনেক দিন তোমাকে দেখি নাই, তাই তোমার অবসর আছে বুঝিয়া তোমাকে স্মরণ করিয়াছি।"

বিকট দৈত্যের ভগ্নীপতি সম্ভাষণ

পরীবাণুর কথা শুনিয়া সাইবার একবার অতি সকরুণদৃষ্টিতে আমেদের দিকে চাহিয়া, তাহার পর পরীবাণুকে জিজ্ঞাসা করিল, "ভগিনি, আমি কি আমার ভগিনীপতির কোন উপকার করিতে পারি? তোমার স্বামীর জন্য আমি সকলই করিতে প্রস্তুত আছি।" পরীবাণু বলিলেন, "উঁহার পিতা সুলতান তোমাকে একবার দেখিতে চান, অতএব আমার অনুরোধ, আমার স্বামীর সহিত তুমি তাঁহার রাজধানীতে গমন কর।" সাইবার আমেদকে বলিল, "চল হে বোনাই, তোমার বাবাকে দেখা দিয়া আসি।" পরীবাণু বলিলেন, "আজ এ অসময়ে আর গিয়া কাজ নাই, কাল সকালে যাইও; আমাদের বিবাহের পর আমার স্বামীর সহিত তাঁহার পিতা কিরূপ ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন, তাহা শুনিয়া রাখ। আজ সন্ধ্যার সময় তোমাকে সকল কথা বলিব।"

পরদিন প্রভাতে সাইবার আমেদের সহিত সুলতানের প্রাসাদে যাত্রা করিল। তাহাকে নগরমধ্যে উপস্থিত হইতে দেখিয়া লোকজন ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। দোকানদারগণ দোকান ও গৃহস্থগণ নিজ নিজ গৃহের দরজা বন্ধ করিয়া, উৎকণ্ঠিতভাবে অবস্থান করিতে লাগিল, পথে একটি লোকও দেখা গেল না। প্রাসাদদ্বারে উপস্থিত হইলে সাইবারের অদ্ভুত মূর্ত্তি ও ভীষণ গদা দেখিয়া দ্বাররক্ষিগণ অস্ত্রশস্ত্র ফেলিয়া যে যে দিকে পারিল পলায়ন করিল, কেহই তাহার গতিরোধের চেষ্টা করিল না। সুলতান তখন সভাগৃহে বসিয়া রাজকার্য্য সম্পাদন করিতেছিলেন, অমাত্যগণ চতুর্দ্দিকে বসিয়াছিলেন। অনেক দর্শকও উপস্থিত ছিল। সাইবার সভাস্থলে প্রবেশ করিবামাত্র সকলেই সভাস্থল হইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে লাগিল, কেবল রাজা ও মন্ত্রিগণ আসন ত্যাগ করিলেন না; কিন্তু সেই বিকট মূর্ত্তি দেখিয়া, রাজা উভয় চক্ষু হস্ত দ্বারা আবৃত করিয়া, চক্ষু মুদিত করিয়া রহিলেন। মন্ত্রীদিগেরও সেই অবস্থা, সাইবারের দিকে চাহিতে কাহারও সাহস হইল না।

সাইবার আমেদকে কথা বলিবার অবসর না দিয়াই সুলতানের সিংহাসন-সমীপে উপস্থিত হইল; কর্কশস্বরে বলিল, "তুমি আমাকে দেখিতে চাহিয়াছ, আমি আসিয়াছি, কি করিতে হইবে বল।"

গদাঘাতে সুলতান চূর্ণ

সুলতান ভয়ে কোন কথা বলিতে পারিলেন না, চোখ বুজিয়া বসিয়া রহিলেন। সাইবার মনে করিল, তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া সুলতান ইচ্ছা করিয়া অপমান করিলেন। সে ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া, তাহার গদা তুলিয়া, সুলতানের মস্তকে এক আঘাত করিল; সুলতান সে আঘাতে তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিলেন, তাঁহার দেহ চূর্ণ হইয়া গেল। আমেদ তাহাকে বাধা দিবারও অবসর পাইলেন না।

মন্ত্রিবৃন্দ সাবাড়

সুলতানের প্রাণবধ করিয়া সাইবার প্রধান উজীরকে বধ করিবার জন্য তাহার গদা তুলিল। আমেদ বলিলেন, "উঁহাকে মারিবেন না, উনি সুলতানকে চিরদিন হিতোপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন; অতি বিশ্বস্ত অমাত্য।" সাইবার গদা সম্বরণ করিয়া বলিল, "যাহারা সুলতানকে কুপরামর্শ দিত, তাহারা কোথায়?" উত্তরের অপেক্ষামাত্র না করিয়া সাইবার অন্যান্য অমাত্যগণের মস্তক তাহার গদার আঘাতে চূর্ণ করিয়া ফেলিল। আমেদের শত্রুগণ দেখিতে দেখিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

অনন্তর সাইবার দরবারগৃহ পরিত্যাগ করিয়া প্রাসাদের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইল। সে উজীরকে আহ্বান করিয়া বলিল, "এক বেটী যাদুকরী আমার ভগিনীপতির সর্বনাশ করিবার জন্য ক্রমাগত সুলতানকে মন্দ পরামর্শ দিয়া আসিয়াছে, সে বেটী কোথায়, এখনই তাহাকে চাই।"

উজীর ভয়েভয়ে তৎক্ষণাৎ যাদুকরীকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। যাদুকরী সাইবারের সম্মুখে উপস্থিত হইলে সাইবার তাহার গদা মাথার উপর তুলিয়া, গর্জ্জন করিয়া বলিল, "মন্দ পরামর্শ দেওয়া ও মিথ্যা করিয়া রোগী সাজার মজা দেখ্।" সঙ্গে সঙ্গে তাহার গদা বৃদ্ধার মস্তকের উপর পড়িল, বৃদ্ধা তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

সুন্দরীকুল-গৌরবিণী পরীবাণু সুলতানা

সাইবার তখন গদা ঘুরাইয়া বলিল, "এখনও হয় নাই, আমার ভগিনীপতিকে সুলতান না করিলে আমি রাজধানীতে একটি লোকেরও প্রাণ রাখিব না।" তখন চারিদিক্ হইতে 'সুলতান আমেদ দীর্ঘজীবী হউন' এই শব্দ উত্থিত হইল। দেখিতে দেখিতে রাজধানীর সর্বত্র সেই ধ্বনির প্রতিধ্বনি হইল। সাইবার আমেদকে তাঁহার পিতৃ-সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করিল, তাহার পর তাহার ভগিনী পরীবাণুকে মহা সমারোহে রাজধানীতে লইয়া আসিল। পরীবাণু সেই দিন হইতে ভারতবর্ষের সুলতানা নাম ধারণ করিলেন।

আলির ও তাঁহার পত্নী নৌরোন্নিহার আমেদের বিরুদ্ধে কোন চক্রান্তে যোগদান করেন নাই, তাঁহারা কোন খবরই রাখিতেন না। আমেদ আলিকে একটি বিস্তীর্ণ প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন, আলি সস্ত্রীক সেই দেশে যাত্রা করিলেন, জীবনের অবশিষ্ট কাল তিনি সেখানেই রাজত্ব করিয়াছিলেন। আমেদ তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর হোসেনকেও এক প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া, তাঁহার নিকট এক জন অশ্বারোহী পাঠাইলেন; কিন্তু হোসেন আমেদকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া জানাইলেন, তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া বেশ সুখে আছেন, আর সংসার-মায়ায় জড়িত হইবেন না, তিনি দরবেশ হইয়াই জীবনযাপন করিবেন।

এই কাহিনী শেষ করিয়া শাহারজাদী আর একটি সুন্দর কাহিনী আরম্ভ করিলেন। সুলতান শাহরিয়া তখন শাহারজাদীর প্রেমতরঙ্গে ও গল্পরঙ্গে ভাসিতেছেন। তাঁহার সম্মতির আর বিশেষ প্রয়োজন হইল না।

* * * * *

পূর্ব্বকালে এক জন পারস্যরাজকুমার পিতার মৃত্যুর পর রাজসিংহাসনের অধিকারী হন, তাঁহার নাম খসরু শা। তিনি পৈতৃক সিংহাসন লাভ করিয়া, প্রজাবর্গের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের জন্য ছদ্মবেশে অনুচর সঙ্গে লইয়া নৈশভ্রমণ করিতেন, ইহাতে তিনি বিশেষ আনন্দ লাভ করিতেন।

ঈর্ষিত ভগিনী-যুগল

এক দিন তিনি ছদ্মবেশে উজীরকে সঙ্গে লইয়া ভ্রমণে বহির্গত হইলেন; তখন রাত্রি প্রায় এক প্রহর হইয়াছিল, কিয়দ্দূর ভ্রমণ করিতে করিতে একটি পল্লীর মধ্যে তিনি কোন গৃহমধ্যবর্ত্তী কয়েক জন লোকের উচ্চ কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন। যে গৃহ হইতে ঐ স্বর আসিতেছিল, সেই গৃহের নিকট উপস্থিত হইয়া বাতায়নপথে তিনি দেখিতে পাইলেন, তিনটি ভগিনী সেই গৃহমধ্যে আহারান্তে সোফায় বসিয়া গল্প করিতেছে। সুলতান তাহাদের আলাপ শ্রবণের জন্য কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, বাতায়ন-সন্নিকটে দণ্ডায়মান হইলেন; শুনিলেন, ভগিনীত্রয় তাহাদের স্ব স্ব ইচ্ছা সম্বন্ধে গল্প করিতেছে। জ্যেষ্ঠা ভগিনী বলিতেছে, "ইচ্ছার কথা যদি বল, তবে আমার ইচ্ছা, আমি সুলতানের রুটীওয়ালাকে বিবাহ করি, তাহা হইলে আমি সুলতানের জন্য প্রস্তুত সুস্বাদু রুটী যত ইচ্ছা খাইয়া সুখী হই। এখন তোমাদের ইচ্ছা কি শুনি।" দ্বিতীয় ভগিনী বলিল, "সুলতানের বাবুর্চীকে বিবাহ করিলে আমি সুখী হই, তাহা হইলে আমার আহারের আর অসুবিধা থাকে না। রুটী ত' ইচ্ছা করিলেই পাওয়া যায়।" তৃতীয় ভগিনীটি যেমন সুন্দরী, তেমনি বুদ্ধিমতী, সে বলিল, "তোমাদের মত নীচলোককে বিবাহ করিতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। আমি সুলতানকে বিবাহ করিলেই সুখী হইতে পারি। আমার ইচ্ছা, আমি সুলতানকে বিবাহ করিয়া একটি পুত্রসন্তানের জননী হইব, সেই সন্তানটির এক দিকের চুল সোনার মত, অন্য দিকের চুল রূপার মত হইবে। কাঁদিলে তাহার চক্ষু দিয়া মুক্তা ঝরিবে, হাসিলে মুখখানি গোলাপের কুঁড়ির মত দেখাইবে।"

ভগিনীত্রয়ের কথা শুনিয়া সুলতানের ইচ্ছা হইল, তিনি তাহাদিগের কামনা পূর্ণ করেন, কিন্তু তিনি তাঁহার মনের ভাব উজীরকে জ্ঞাপন না করিয়া, কেবল তাঁহাকে আদেশ করিলেন, "এই বাড়ী ঠিক রাখিও, কা'ল এখানে আসিয়া এই যুবতীত্রয়কে আমার দরবারে লইয়া যাইবে।"

পরদিন প্রভাতে উজীর উক্ত যুবতীত্রয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে জানাইলেন, সুলতান তাহাদিগকে দরবারে হাজির হইবার জন্য আদেশ করিয়াছেন। সুন্দরীগণ ইহাতে ব্যস্তসমস্ত হইয়া বেশপরিবর্ত্তন করিয়া উজীরের সহিত চলিল। সুলতানের নিকটে উপস্থিত হইলে, সুলতান তাহাদিগকে বলিলেন, "কা'ল রাত্রে তোমরা কে কি কামনা করিয়াছিলে, তাহা আমার নিকট প্রকাশ কর। মিথ্যা কথা বলিও না, কারণ, আমি সকলই জানি।"

সুন্দরীর মনের কথা

যুবতীগণ সুলতানের কথা শুনিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইল। তাহারা নতমুখে সলজ্জভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। কনিষ্ঠা ভগিনীটির লজ্জারক্তিম মুখখানি দেখিয়া সুলতানের হৃদয় মুগ্ধ হইল। সুলতান তাহাদিগকে মৌনভাবাপন্ন দেখিয়া সদয়ভাবে বলিলেন, "তোমাদের কোন ভয় নাই, আমি তোমাদের মনে কোন প্রকার কষ্ট দিব বলিয়া তোমাদিগকে এখানে আহ্বান করি নাই, আমি তোমাদের কামনার কথা শুনিয়াছি, তোমাদের কামনা পূর্ণ করিব বলিয়াই তোমাদিগকে এখানে আনিয়াছি।" অনন্তর তিনি কনিষ্ঠা ভগিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "সুন্দরি, তুমি আমার বেগম হইবার ইচ্ছা করিয়াছিলে, অদ্যই আমি তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিব।" অপর দুই ভগিনীকেও বলিলেন, "তোমাদের ইচ্ছা পূর্ণ হইবে, আমার রুটীওয়ালা ও সর্দ্দার বাবুর্চীর সঙ্গে তোমাদের বিবাহ দিব।"

সুলতানের কথা শেষ হইলে, কনিষ্ঠা যুবতী সুলতানের চরণমূলে নিপতিত হইয়া এই অনুগ্রহের জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিল এবং বলিল, "জাঁহাপনা, আমি কা'ল রাত্রে আমার ভগিনীগণের নিকট যে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহা কেবল আমোদচ্ছলে, প্রকৃতপক্ষে আপনাকে বিবাহ করিব, এ দুরাশা আমার কোন দিনই ছিল না। আমার সাহস ও ধৃষ্টতার জন্য আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।" সুলতান বলিলেন, "না না, আমি যখন তোমাদের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছি, তখন আমার কথার পরিবর্ত্তন হইবে না। আমি তোমাদের কোন কথা শুনিব না।" অন্য ভগিনীদ্বয় সুলতানের মত-পরিবর্ত্তনের জন্য অনেক বক্তৃতা করিল, কিন্তু তাঁহার মত ফিরিল না; তিনি কেবল বলিলেন, "তোমাদের ইচ্ছা পূর্ণ করিব।"

অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাস

সেই দিনই তিন ভগিনীর বিবাহ হইয়া গেল, কিন্তু তিন জনের বিবাহে কি পার্থক্য! সুলতান কনিষ্ঠাকে বিবাহ করিলেন। মহাসমারোহে, মহাধুমধামে, প্রচুর বাদ্যভাণ্ডে, অজস্র অর্থব্যয়ে সে বিবাহ সম্পন্ন হইল। অন্য দুই ভগিনীর বিবাহে বিশেষ কিছু সমারোহ হইল না, রুটীওয়ালা ও রাজবাড়ীর পাচকের বিবাহে যেমন ধূমধামে আয়োজন সম্পন্ন হয়, তেমনই হইল।

বড় দুই ভগিনীর হৃদয়ে সেই দিনই ঈর্ষার সঞ্চার হইল। তাহারা তাহাদের কনিষ্ঠা ভগিনীর সহিত স্ব স্ব অদৃষ্টের তারতম্য বুঝিতে পারিল। ইচ্ছা পূর্ণ হওয়াতে তাহারা সুখী হওয়া দূরের কথা, ঘোর অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। কয়েক দিন পর্য্যন্ত রুটীওয়ালার পত্নী ও পাচকের পত্নীর পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ হইল না, অবশেষে স্নানাগারে এক দিন তাহাদের সাক্ষাৎ হইল। বড় ভগিনীটি মধ্যমাকে বলিল, "কেমন লো, আমাদের ভগিনী বড়ই রূপসী, সে সুলতানের মহিষী হইয়াছে!" মধ্যমা বলিল, "হাঁ, রূপের বালাই লইয়া মরি! কি গুণেই যে সুলতান ভুলিলেন! পুরুষগুলার কি চোখ আছে? নহিলে বানরীকে দেখিয়া সুন্দরী ভাবিবে কেন? যা হোক ভাই, যদি সুন্দরী আমাদের মধ্যে কেহ থাকে, তবে সে তুমি, সুলতান তোমাকে অগ্রাহ্য করায় আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে।"

হিংসার দাবদাহ

জ্যেষ্ঠা ভগিনী বলিল, "আমার কথা ভাই ছাড়িয়া দাও, সুলতান যদি তোমাকে মহিষী করিতেন, তাহা হইলে আমার সুখের সীমা থাকিত না। কিন্তু ঐ কালপেঁচাকে সুলতান মহিষী করায় আমার অন্তর জ্বলিয়া যাইতেছে, আমি প্রতিহিংসা না লইয়া আর স্থির হইতে পারিতেছি না। তুমি আমার চক্রান্তে যোগ দিলেই আমি কার্য্যোদ্ধার করিতে পারি। কিরূপে আমি তাহার সর্ব্বনাশ করিব, তাহা পরে জানিতে পারিবে।"

অতঃপর দুই ভগিনীতে অনেক সময়েই সাক্ষাৎ হইত। তাহারা কিরূপে তাহাদের কনিষ্ঠা ভগিনীর সকল সুখ নষ্ট করিবে, সেই আলাপ ভিন্ন তাহাদের অন্য কোন কথা ছিল না। তাহারা স্ব স্ব অভীষ্টসিদ্ধির জন্য নানাবিধ মতলব করিতে লাগিল, কিন্তু কোন মতলবই কার্য্যে পরিণত করিয়া উঠিতে পারিল না। অবশেষে তাহারা উভয়ে একযোগে তাহাদের কনিষ্ঠা ভগিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল;—মধ্যে মধ্যেই যাইতে লাগিল। আর তাহাকে কত আদর-যত্ন করিত, মিষ্টকথা বলিত, তাহার সংখ্যা নাই। সুলতান-মহিষী ভগিনীদ্বয়কে সমাদর করিতে ত্রুটি করিতেন না, তাহাদের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ প্রকাশ করিতেন, সহোদরা ভগিনীদ্বয়ের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা উচিত, ঠিক সেইরূপ ব্যবহার করিতেন।

বিবাহের কিছুকাল পরে সুলতান-মহিষীর গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পাইল। রাজধানীতে এই সংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র আনন্দোৎসব আরম্ভ হইল। ক্রমে সমস্ত পারস্য-রাজ্যে সেই উৎসব তরঙ্গিত হইল। ভগিনীদ্বয় বেগমের নিকট আসিয়া আদরযত্ন দেখাইয়া বলিল, "সুলতান যেন তাহাদের দুই ভগিনীকে তাঁহার মহিষীর শুশ্রূষার জন্য সূতিকাগৃহে গ্রহণ করেন, সহোদরা ভিন্ন আর সেরূপ অসময়ে সহোদরার প্রতি কে যত্ন করিবে, তেমন আন্তরিক শুশ্রূষা আর কে করিতে পারে ?" সুলতানমহিষী বলিলেন, "বড়দিদি, মেজদিদি, যদি এ বিষয়ে আমার কোন হাত থাকে, তবে আমি নিশ্চয়ই তোমাদিগকে লইয়া আসিব। তোমরা আমার জন্য যে কষ্ট স্বীকার করিবে, এত কি অপরে করিবে ?—তাহা কখনও সম্ভব নহে ; কিন্তু সুলতানের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে ত' আমি কিছু করিতে পারিব না, আমার মতামতও খাটিবে না। যদি এ বিষয়ে তিনি আমার মত জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে আমি তোমাদের আনিবার জন্যই অনুরোধ করিব। তাঁহার মত হইলে আমি বড়ই আনন্দিত হইব।"

অসময়ে প্রতিহিংসার সুযোগ

সুলতান অবশেষে তাঁহার মহিষীর মতেই মত করিলেন। তিনি দেখিলেন, সূতিকাগারে সম্পূর্ণ অপরিচিত স্ত্রীলোক আসিয়া বেগমের সেবা করিবে, তাহা অপেক্ষা তাঁহার সহোদরাদ্বয় সে ভার গ্রহণ করিলে তাহার পক্ষে মঙ্গলজনকই হইবে। সুলতানের আদেশ শুনিয়া মহিষীর আনন্দের সীমা রহিল না।

অনন্তর সুলতান খসরু শা মহিষীর ভগিনীদ্বয়কে তাঁহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত করিবার আদেশ প্রদান করিলেন, তদনুসারে তাহাদের উভয় ভগিনীকে প্রাসাদে লইয়া আসা হইল। তাহারা এত দিন পরে ভগিনীর প্রতি শত্রুতা-সাধনের সুযোগ পাইয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইল।

অবশেষে এক দিন সুলতান-মহিষী একটি পরম রূপবান্ পুত্র-সন্তান প্রসব করিলেন ; কিন্তু ভগিনীপুত্রের সেই পরম সুন্দর মুখ দেখিয়াও পিশাচীদ্বয়ের হৃদয়ে স্নেহের সঞ্চার হইল না, তাহারা নব-প্রসূত রাজকুমারকে একখানি কাপড়ে জড়াইয়া অত্যন্ত অবজ্ঞাভরে একটি ঝোড়ার মধ্যে নিক্ষেপ করিল ; তাহার পর সেই ঝোড়া-সমেত রাজপুত্রকে সুলতান-মহিষীর প্রাসাদ-প্রান্তবর্ত্তী খালের জলে ভাসাইয়া দিয়া আসিল, তাহার পর কোথা হইতে একটি মৃত কুকুরছানা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া প্রচার করিল, মহিষী একটি মৃত কুকুরশাবক প্রসব করিয়াছেন। সুলতানের নিকটও এ সংবাদ প্রেরিত হইল। সুলতানমহিষী কুকুরশাবক প্রসব করিয়াছেন শুনিয়া সুলতান ক্রোধে ও ক্ষোভে হতজ্ঞান হইলেন, সুলতান সেই দিনই হয় ত' সুলতানাকে পরিত্যাগ করিতেন, কেবল উজীর তাঁহাকে শান্ত করিয়া রাখিলেন ; তিনি বুঝাইয়া বলিলেন, প্রকৃতির কোন কার্য্যে মানুষের হাত নাই, সুতরাং এজন্য মহিষীর প্রতি কোনরূপ উৎপীড়ন করিলে তাহা বড়ই অন্যায় হইবে।

সুলতানার কুকুর-শাবক প্রসব!

রাজপুত্র ঝুড়ির ভিতর থাকিয়া খাল দিয়া ভাসিতে ভাসিতে চলিল, ক্রমে ঝোড়াটি প্রাসাদসংলগ্ন বাগানের নিকট উপস্থিত হইল। সুলতানের বাগানের পরিদর্শক সেই সময়ে বাগানের ভিতর ভ্রমণ করিতেছিলেন, খালের ভিতর ঝোড়াটি দেখিতে পাইয়া তিনি মালীকে ডাকিয়া বলিলেন, "মালী, শীঘ্র জলে নামিয়া ঐ ঝোড়াটা তুলিয়া লইয়া আয়, উহার মধ্যে কি আছে দেখি।" মালী এক হাঁটু জলে নামিয়া হাত বাড়াইতেই ঝোড়াটি ধরিতে পারিল ; সে ঝোড়াটি জল হইতে তুলিয়া আনিয়া পরিদর্শকের সম্মুখে রাখিল।

উদ্যান-পরিদর্শক ঝোড়া খুলিয়া তাহার মধ্যে সেই অনিন্দ্যসুন্দর প্রভাতারুণবৎ সদ্যোজাত শিশুটিকে দেখিয়া বড়ই বিস্মিত হইলেন, তাঁহার মনে যৎপরোনাস্তি আনন্দও হইল। তিনি অনেক দিন বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু এ কাল পর্য্যন্ত পুত্রমুখদর্শন লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি তৎক্ষণাৎ

রাজপুত্র লাভের সৌভাগ্য

হতে বহির্গত হইয়া গৃহমুখে ধাবিত হইলেন, মালীকে ঝোড়া লইয়া তাঁহার অনুগমনের আদেশ করিলেন। অনন্তর তিনি তাঁহার স্ত্রীর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "প্রিয়তমে, আমাদের পুত্রসন্তান নাই; তাই আল্লা দয়া করিয়া আমাকে একটি সন্তান পাঠাইয়া দিয়াছেন, তুমি ইহাকে নিজের পুত্রের ন্যায় লালনপালন কর; আমি ইহাকে নিজের পুত্র বলিয়াই মনে করিব।" উদ্যান-পরিদর্শকের পত্নী পরম আহ্লাদে সুলতানের নবজাত শিশুটিকে গ্রহণ করিল। উদ্যান-পরিদর্শক একবার সন্ধানও লইলেন না, কোথা হইতে এ ঝোড়া আসিল কিম্বা এ সন্তান কাহার। কিন্তু তিনি মনে মনে বলিলেন, "আমি দেখিতেছি, এ ঝোড়া সুলতানের অন্তঃপুর হইতেই আসিয়াছে; কিন্তু আমার সে সব আন্দোলন করার কোন প্রয়োজন নাই; রাজপ্রাসাদের কথা লইয়া যত কম আন্দোলন হয়, ততই ভাল।"



অযাচিত দান

পর-বৎসর সুলতান-মহিষী আর একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। সুলতান-মহিষীর রাক্ষসী ভগিনীদ্বয় এই শিশুর প্রতিও কৃপা প্রকাশ করিল না; তাহারা সেই শিশুটিকেও তাহার জন্মদিনে ঝোড়ায় পুরিয়া পূর্ব্ববৎ খালের জলে ভাসাইয়া দিল। সুলতান-মহিষী তখন প্রসব-যাতনায় অচেতন, পূর্ব্বব[illegible] এবারও তিনি তাঁহার ভ[illegible]দ্বয়ের কীর্ত্তি জানিতে পারিলেন না। তাহারা নিঃশঙ্কচিত্তে একটি বিড়াল-শাবক আনিয়া সূতিকাগারে স্থাপন করিল; সুলতানকে সংবাদ দিল, এবার মহিষী বিড়ালশিশু প্রসব করিয়াছেন। সৌভাগ্যক্রমে সেবারও সেই ঝোড়াটি উদ্যান-পরিদর্শকের হস্তগত হইলে, তিনি শিশুটিকে লইয়া তাঁহার পত্নীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। উদ্যান-পরিদর্শকের পত্নী এই শিশুটিকেও পরম স্নেহে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

সুলতানমহিষী বিড়ালশাবক প্রসব করিয়াছেন শুনিয়া, সুলতান আর ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিলেন না, বিজ্ঞ উজীর পুনর্ব্বার বহু কষ্টে তাঁহাকে শান্ত করিয়া রাখিলেন, কিন্তু এবার তাঁহাকে শান্ত করিতে উজীরকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইল। পিতার বিজ্ঞ বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী উজীরের কথা সুলতান অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না, কোন উপায়ে ক্রোধ দমন করিলেন।

তৃতীয় বর্ষে সুলতান-মহিষী পুত্রের পরিবর্ত্তে একটি পরমরূপবতী কন্যা প্রসব করিলেন, কিন্তু পিশাচীদ্বয় তাহাকেও মাতৃক্রোড় হইতে ছিন্ন করিল। মহিষীকে সুলতান কর্ত্তৃক বিতাড়িত ও উৎপীড়িত হইতে না দেখিয়া আর তাহাদের হিংসোত্যাগের সম্ভাবনা ছিল না। কন্যাটিকেও তাহারা পূর্ব্ববৎ ঝোড়ায় পুরিয়া খালের জলে ভাসাইয়া দিয়া আসিল। উদ্যানের পরিদর্শক এই কন্যাটিকেও মৃত্যুকবল হইতে উদ্ধার করিয়া প্রতিপালনের জন্য তাঁহার পত্নীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। অবশেষে পুত্র দুইটি ও কন্যাটিকে যথাকালে তিনি শিক্ষকের নিকট বিদ্যাশিক্ষার্থ অর্পণ করিলেন।

রাজ্ঞী কন্যা প্রসব করিলেন, মহিষীর ভগিনীদ্বয় সুলতানের নিকট সংবাদ পাঠাইল, মহিষী এবার ইন্দুরশাবক প্রসব করিয়াছেন। এই সংবাদে সুলতান ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "এই হতভাগিনী আমার প্রণয়ের উপযুক্ত নহে, সে দীর্ঘকাল জীবিত থাকিলে আমার সংসার এই রকম কদর্য্য প্রাণীতে ভরিয়া ফেলিবে, আমি ইহা কোনক্রমে সহ্য করিব না, এ রাক্ষসী, আমি ইহার প্রাণদণ্ড করিলাম। উজীর, তুমি অবিলম্বে আমার আদেশ প্রতিপালন করিবে। আমি এবার আর তোমার কোন কথায় কর্ণপাত করিব না।"

সুন্দরী রাজকন্যার পরিবর্ত্তে ইন্দুর-ছানা

উজীর ও দরবারের অন্যান্য অমাত্যগণ সুলতানের চরণে নিপতিত হইয়া, মহিষীকে মার্জ্জনা করিবার জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। উজীর সুলতানকে নানা প্রকার উপদেশ দান করিয়া তাঁহার মন একটু নরম করিলেন। সুলতান বলিলেন, "আচ্ছা, আমি মহিষীর প্রাণদণ্ডের আদেশ রহিত করিলাম, কিন্তু আমি তাহাকে তাহার জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত মৃত্যুর অধিক কষ্ট প্রদান করিব, আমার আদেশে অবিলম্বে একটি লৌহময় পিঞ্জর নির্ম্মিত হইবে, সেই পিঞ্জর তিন দিকে বন্ধ করিয়া এক দিক খুলিয়া রাখিতে হইবে, মহিষীকে এই পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া, আমার প্রধান মসজিদের সম্মুখে স্থাপিত করিতে হইবে, ধার্ম্মিক মুসলমানগণ যখন উপাসনা করিতে যাইবেন, তখন তাঁহারা প্রত্যেকে মহিষীর মুখে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিবেন। যাবজ্জীবন তাহাকে এই দণ্ড বহন করিতে হইবে। যদি কোন মুসলমান আমার এই আদেশ পালন না করে, তবে তাহার প্রতিও এই দণ্ডবিধান করা হইবে। আমার আদেশ প্রতিপালিত হয় কি না, তাহা দেখিবার জন্য—উজীর, তুমি উপযুক্ত প্রহরী নিযুক্ত করিবে।"

সুলতানের ক[illegible]

সুলতানের কথা শুনিয়া উজীর বুঝিলেন, তাঁহার এই আদেশ ফিরিবে না। সুলতানের কঠোর আদেশ অবিলম্বে রাজ্যের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। মহিষীর ভগিনীদ্বয়ের আহ্লাদের সীমা রহিল না। শীঘ্রই লৌহপিঞ্জর নির্ম্মিত হইল, মহিষীকে তাহার মধ্যে পুরিয়া কর্ম্মচারিগণ প্রধান মসজিদের সম্মুখে রাখিয়া আসিল; মহিষী ধীরভাবে নতমস্তকে এই নিদারুণ অপমান সহ্য করিতে লাগিলেন। সাধুলোকের হৃদয় মহিষীর দুঃখে ও অপমানে মহানুভূতিতে আর্দ্র হইয়া উঠিল; সুলতানের পৈশাচিক ব্যবহারের জন্য তাঁহারা ধিক্কার দিতে লাগিলেন।

সুলতানের পুত্রদ্বয় ও কন্যাকে উদ্যান-পরিদর্শকের পত্নী নিজের পুত্র ও কন্যার ন্যায় লালনপালন করিতে লাগিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই রাজপুত্রদ্বয় ও রাজকন্যার গুণগ্রামের কথা সকলেরই কর্ণগোচর হইল। সাধারণ লোকের সন্তান অপেক্ষা সকল বিষয়েই তাহাদের বিশেষত্ব সকলে লক্ষ্য করিল।

উদ্যান-পরিদর্শক প্রথম পুত্রের নাম রাখিলেন, বামান; দ্বিতীয়ের নাম রাখিলেন পার্ব্বিজ; রাজকুমারীর নাম হইল পরীজাদী। এই কয়েকটি নামই পারস্যের প্রাচীন সুলতান ও সুলতান-মহিষীর নাম।

পুত্রকের গৃহে আনন্দ-জ্যোৎস্না

বিদ্যাভ্যাসে সুলতাননন্দনদ্বয় ও সুলতাননন্দিনী অসামান্য দক্ষতা প্রকাশ করিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহারা শিক্ষকের সমস্ত বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া লইলেন। সুলতানদুহিতা নৃত্যগীতেও অল্পদিনের মধ্যে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিলেন। ভাই-ভগিনী সকলেই সমান বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

উদ্যান-পরিদর্শক তাঁহার পালিত পুত্রকন্যাগণের শিক্ষা, শারীরিক এবং মানসিক উন্নতি দেখিয়া বিশেষ পুলকিত হইলেন। তিনি তাহাদিগের বাসের জন্য একটি নূতন বাসস্থান নির্ম্মাণ করাইলেন। তিনি তাহাদিগকে দৃষ্টির অন্তরাল করিতে পারিতেন না,—এতই অতিরিক্ত স্নেহ করিতেন। তাহাদিগের সুখের জন্য অর্থব্যয়ে তাঁহার কৃপণতা ছিল না।

নূতন গৃহ নির্ম্মিত হইলে উদ্যান-পরিদর্শক সুলতানের নিকট উপস্থিত হইয়া, বার্দ্ধক্যবশতঃ রাজকর্ম্ম হইতে অবসর প্রার্থনা করিলেন। সুলতান তাঁহাকে অবসর দান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আমার নিকট কি পুরস্কার লইতে ইচ্ছা কর?" উদ্যান-পরিদর্শক বলিলেন, "জাঁহাপনা, আমি আপনার পিতার আমোল হইতে সরকারের সেবা করিয়া আসিয়াছি, কখনও কোন বিষয়ে আমার অভাব হয় নাই, এখনও কোন অভাব নাই, আমি যে কয়দিন বাঁচিব, আপনার অনুগ্রহ হইতে যেন বঞ্চিত না হই, ইহা ভিন্ন আমার অন্য প্রার্থনা নাই।" সুলতান সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহাকে বিদায় দান করিলেন। উদ্যান-পরিদর্শক তাঁহার নূতন বাড়ীতে আসিয়া পুত্রকন্যার সহিত বাস করিতে লাগিলেন। এই ঘটনার প্রায় ছয় মাস পরে সহসা উদ্যান-পরিদর্শকের মৃত্যু হইল।

রাজকুমার বামান, পার্ব্বিজ এবং রাজকুমারী পরীজাদী উদ্যান-পরিদর্শককে তাঁহাদের পিতা বলিয়া জানিতেন। পিতার মৃত্যুতে তাঁহারা কাতরভাবে বিলাপ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোন শোকই দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না, তাঁহাদের এ শোকও স্থায়ী হইল না। রাজপুত্রদ্বয় উচ্চাকাঙ্ক্ষায় রাজসভায় প্রবেশ করিবার সংকল্প করিলেন।

অতিথি-সম্বর্দ্ধনার আগ্রহ

এক দিন রাজপুত্রদ্বয় মৃগয়ায় গিয়াছেন, রাজকন্যা গৃহে একাকিনী আছেন, এমন সময় একটি বৃদ্ধা মুসলমান ফকিরাণী তাঁহাদের দ্বারে আসিল। দাসীগণ তাহাকে উদ্যান প্রভৃতি দেখাইয়া অবশেষে তাহাকে রাজকন্যার সম্মুখে উপস্থিত করিল। রাজকন্যা তাহাকে অত্যন্ত আদরের সহিত গ্রহণ করিয়া মধুরবচনে বলিলেন, "মা, আমার পাশে আসিয়া বসুন, আপনার মত লোকের সঙ্গে দুদণ্ড কথা কহিবার সুযোগ লাভ করিয়া আমি ধন্য হইলাম, আপনার ন্যায় ধর্ম্মশীলা রমণীর পাদস্পর্শে এ গৃহ পবিত্র হইল।"

ফকিরাণী নীচে বসিতে যাইতেছিল, কিন্তু রাজকন্যা তাহাকে নীচে বসিতে দিলেন না, তাহাকে ধরিয়া সোফার উপর নিজের কাছে উপবেশন করাইলেন। ফকিরাণী বসিয়া বলিল, "মা, আমি আপনার সঙ্গে একত্র উপবেশনের যোগ্য নহি, তবে আপনি গৃহস্বামিনী, আপনার অনুরোধ রক্ষা না করিলে নয়, তাই আপনার সঙ্গে একাসনে বসিলাম।" উভয়ে গল্প আরম্ভ করিল, এক জন দাসী মূল্যবান পাত্রে জলযোগের আয়োজন করিয়া দিল।

রাজকন্যা একখানি রুটী সেই পাত্র হইতে তুলিয়া লইয়া ফকিরাণীকে বলিলেন, "মা, এই রুটীখানি খান, আর অনেক রকম ফল রহিয়াছে, গ্রহণ করুন।"—ফকিরাণী বলিল, "মা, আমার এই সকল রাজভোগ আহারের অভ্যাস নাই, কিন্তু আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক যাহা দান করিতেছেন, তাহা অগ্রাহ্য করা আমার পক্ষে শোভা পায় না, তাই ইহা গ্রহণ করিলাম।" ফকিরাণীকে আহার করিতে দিয়া রাজকন্যা কিঞ্চিৎ আহার করিলেন। তাহার পর তাহাকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। অবশেষে কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, "কেমন মা, আমাদের বাড়ী-ঘর আপনি ত' দেখিলেন, কেমন, ইহা আপনার পছন্দ হয় ত'?"

বলিলেন, "তোমাদের ন্যায় ব্যক্তির বাসস্থান কোনক্রমেই আমার বিশ্রামের অযোগ্য হইবে না, এ বিশ্বাস আমার আছে, আমি মহানন্দে তোমাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম, তোমাদের গুণবতী ভগিনীর আতিথ্য-স্বীকারে আমি পরম আপ্যায়িত হইব। আগামী পরশ্ব আমি তোমাদের গৃহে উপস্থিত হইব। প্রথম দিন তোমাদের সহিত আমার যেখানে সাক্ষাৎ হইল, পরশ্ব প্রাতেও সেই স্থানে তোমরা আমার সাক্ষাৎ পাইবে। সেখান হইতে আমাকে তোমরা তোমাদের গৃহে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবে।"

সম্মানিত অতিথির সম্বর্দ্ধনা

রাজপুত্র বামান ও পার্ব্বিজ সন্ধ্যার পর গৃহে ফিরিয়া, সুলতান তাঁহাদিগকে কিরূপ সম্মানের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা ভগিনীকে বলিলেন; সুলতান তাঁহাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাও বলিলেন।

আর এক দিন পরেই সুলতান গৃহে পদার্পণ করিবেন শুনিয়া রাজকুমারী বলিলেন, "সুলতানকে উপযুক্ত অভ্যর্থনা করিতে হইবে, আমার বিবেচনায় এ বিষয়ে আমাদের পাখীর পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত, সে সুলতানের পছন্দ আমাদের অপেক্ষা ভাল জানে বলিয়াই বোধ হয়।"

পাখীকে সম্বোধন করিয়া কুমারী বলিলেন, "পাখী, সুলতান আমাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি আগামী পরশ্ব এখানে আসিবেন, তাঁহাকে কিরূপ অভ্যর্থনা করিতে বল।" পাখী বলিল, "তোমার ভাল বাবুর্চ্চীর ত' অভাব নাই, সর্ব্বাগ্রে সুলতানের জন্য কাঁকুড় দিয়া মুক্তার ব্যঞ্জন প্রস্তুত করাইবে।"

রাজকন্যা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কাঁকুড় দিয়া মুক্তার ব্যঞ্জন! সে আবার কি রকম তরকারী? পাখী, তুমি তরকারীর কোন মর্ম্ম জান না দেখিতেছি, মুক্তা দিয়া কাঁকুড়ের তরকারী রাঁধা যায় না, খাওয়া ত' দূরের কথা, আর আমাদের এত মুক্তাই বা কোথায়?"

কাঁকুড় দিয়া মুক্তার ব্যঞ্জন

পাখী বলিল, "ঠাকুরাণি, আমি যাহা বলি, তাহা কর, কোন ভয় নাই। মুক্তার অভাব হইবে না, কাল প্রত্যুষে তোমাদের বাগানের সর্ব্বপ্রথম বৃক্ষটির মূলদেশ খনন করিলেই আশাতিরিক্ত মুক্তা দেখিতে পাইবে।"

পাখী যে বৃক্ষমূল নির্দ্দেশ করিয়া দিল, তাহার মূলদেশ খুঁড়িয়া, রাজকন্যা পরদিন একটি সুবর্ণনির্ম্মিত বাক্সে বহুসংখ্যক মুক্তা পাইলেন। মালী রাজকন্যার আদেশে বৃক্ষমূল খনন করিয়া মুক্তাপূর্ণ বাক্সটি উত্তোলন করে এবং রাজকন্যার হস্তে তাহা দিয়া পুনর্ব্বার গর্ত্ত মৃত্তিকা দ্বারা পূর্ণ করিয়া ফেলে।

কুমারীর আদেশানুসারে বাবুর্চ্চী সেই অসম্ভব তরকারীই রন্ধন করিল। প্রথমে সে বিস্তর আপত্তি করিয়াছিল, রাজকন্যাকে পাগল মনে করিয়াছিল, কিন্তু রাজকন্যার আদেশে তাহাকে সম্মত হইতে হইল।

পরদিন সুলতান মৃগয়া শেষ করিয়া, মধ্যাহ্নকালে উদ্যান-পরিদর্শকের গৃহে যাত্রা করিলেন। পার্ব্বিজ তাঁহাকে পথ দেখাইয়া অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিলেন। বামান তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

সুলতান রাজপুত্রদ্বয়ের সহিত তাঁহাদের গৃহে প্রবেশ করিতেই রাজকন্যা তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য আসন ত্যাগ করিলেন, সুলতান রাজকন্যার রূপ দেখিয়া বিমোহিত হইলেন; প্রশংসমানদৃষ্টিতে তাঁহার দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া বলিলেন, "কি চমৎকার! যেমন ভাই, তেমনি ভগিনী!"

অনন্তর সুলতান সেই গৃহের গৃহসজ্জা যতটুকু দেখিলেন, তাহারই প্রশংসা করায় রাজকন্যা বলিলেন, "জাঁহাপনা, আমাদের এই গৃহ সামান্য, আমরা বহির্জ্জগৎ হইতে এক প্রকার দূরেই রহিয়াছি, নগরের সুপ্রশস্ত সুসজ্জিত হর্ম্ম্যশ্রেণীর সহিত ইহার কিছুমাত্র তুলনা হইতে পারে না, আপনার প্রাসাদের ত' কথাই নাই।"

সুলতান বলিলেন, "আমি তোমার সহিত একমত হইতে পারিলাম না। আমি তোমাদের এই প্রাসাদের যতটুকু দেখিয়াছি, তাহা হইতেই ইহার অবশিষ্ট অংশ সম্বন্ধে উপযুক্ত ধারণা করিতে সমর্থ হইয়াছি। সকল অংশ দেখিয়া আমি আমার মত প্রকাশ করিব। এখন একবার উদ্যান ও প্রাসাদটি ঘুরিয়া দেখি চল।"

সুলতান প্রাসাদের সকল অংশ প্রথমে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিলেন। তাহার পর বলিলেন, "ভদ্রে, তুমি এমন সুন্দর প্রাসাদকে সামান্ত গৃহ মাত্র বলিয়া মনে কর? নগরের মধ্যে এমন প্রাসাদ দুই চারিটি থাকিলে নগর ধন্ত হইত, নগরের সৌন্দর্য্য বহুগুণে বৃদ্ধি পাইত। এমন সুন্দর বৃক্ষবাটিকা থাকিতে কে নগরে বাস করিতে যায়? চল, এখন তোমাদের উদ্যান পরিদর্শন করি।"

আকাশে সঙ্গীত-প্রবাহ

রাজকন্তা সুলতানকে উদ্যানের মধ্যে লইয়া চলিলেন। প্রথমেই সুলতানের দৃষ্টি সেই সুবর্ণজলের নির্ঝরের উপর নিপতিত হইল। নির্ঝরের জল সুবর্ণধারার ন্যায় ঝরঝর শব্দে ঝরিয়া পড়িতেছে। সুলতান অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বিস্ময়পূর্ণ-দৃষ্টিতে সেই নির্ঝর-শোভা নিরীক্ষণ করিলেন, তাহার পর অত্যন্ত আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ সুবর্ণ-নির্ঝর কোথা হইতে আসিল? এমন অপূর্ব্ব সামগ্রী ত' কোথাও দেখি নাই! অতি অদ্ভুত পদার্থ। ক্রমে তিনি সঙ্গীতকারী বৃক্ষ ও বাক্‌শক্তিসম্পন্ন বিহঙ্গের পিঞ্জরের নিকট উপস্থিত হইলেন।

সহসা তাঁহার কর্ণে বহুসংখ্যক বাদ্যযন্ত্রের সংমিশ্রিত, সুরসংমিলিত সঙ্গীততরঙ্গ প্রবেশ করিয়া, অভূতপূর্ব্ব মোহে তাঁহার চিত্ত আচ্ছন্ন করিল। কিন্তু কোথা হইতে সেই সঙ্গীতধ্বনি উত্থিত হইতেছে, তাহা বুঝিতে না পারিয়া, তিনি বিস্ময়াকুলদৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। সুলতান অবশেষে কৌতূহলভরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে কোথায় গান করিতেছে? বড় মিষ্ট গান ত'! আকাশে কি সঙ্গীত-প্রবাহ সঞ্চালিত হইতেছে? না, গায়কগণ কোথাও অদৃশ্য থাকিয়া শ্রোতার কানে এই সুধাধারা ঢালিয়া দিতেছে?" রাজকন্তা হাসিয়া বলিলেন, "জাঁহাপনা, কোন গায়ক নহে। ঐ বৃক্ষই গান করিতেছে, উহার প্রত্যেক শাখা-পত্র হইতে সঙ্গীতধারা ঝরিতেছে। আপনি বৃক্ষের মূলদেশে উপস্থিত হইলেই আমার কথা যথার্থ বলিয়া বুঝিতে পারিবেন।"

সুলতান বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাই ত'! এখন আমি বুঝিতেছি, অতি অদ্ভুত বৃক্ষ! কোথায় এ বৃক্ষ পাইলে? ইহার কি নাম? পৃথিবীতে এমন গাছ আছে, তাহা আমি জানিতাম না।"

সস্মিত-মুখে রাজকন্তা বলিলেন, "এই বৃক্ষের নাম সঙ্গীতকারী বৃক্ষ। ইহা এ দেশে জন্মে না। ইহা এখানে যেরূপে আসিল, জাঁহাপনা যখন বিশ্রাম করিবেন, সেই অবসরে সে বিচিত্র কাহিনী আপনার গোচর করিব। আপনি বড় পরিশ্রান্ত হইয়াছেন, এখন অনুগ্রহ করিয়া গৃহে আসিয়া বিশ্রাম করুন।"

সুলতান বলিলেন, "না না, আমার ক্লান্তি নাই, এই সকল বিচিত্র দৃশ্য দেখিয়া আমি যথেষ্ট আমোদ পাইতেছি। চল, আর একবার স্বর্ণসলিলের নির্ঝরটি দেখি। আমার বিশ্বাস, ইহাও এ দেশের সামগ্রী নহে, সঙ্গীতকারী বৃক্ষের ন্যায় ইহাও বিদেশের সামগ্রী।" রাজকন্তা বলিলেন, "ঐ জল এই আধারের ভিতর হইতে আপনিই উৎসারিত হইতেছে, কিন্তু ইহা বন্ধ হইবার নহে।"

সুলতান অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহা দেখিয়া বলিলেন, "এখন চল, বাক্‌শক্তিবিশিষ্ট পক্ষীটি দেখিয়া আসি।"

পাখীর গানের অমিয়-মাধুরী

সুলতানকে সঙ্গে লইয়া রাজকন্তা প্রাসাদের দিকে চলিলেন, এক স্থানে আসিয়া সুলতান দেখিলেন, বহুজাতীয় পক্ষী একটি বৃক্ষে বসিয়া মধুরস্বরে গান করিতেছে। সুলতান সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "উদ্যানের আর কোথাও একটিও পক্ষী নাই, অথচ এখানে এত পক্ষী গান করিতেছে, ইহার অর্থ কি?"

রাজকন্তা বলিলেন, "বাক্‌শক্তিবিশিষ্ট পাখীর আহ্বানে ইহারা এখানে উপস্থিত হইয়াছে। সুলতান, ঐ বারান্দায় যে একটি পিঞ্জর দেখিতেছেন, উহার মধ্যে সেই পাখীটি আছে। আপনি মনোযোগ দিয়া শুনিলে উহার সঙ্গীত শুনিতে পাইবেন, সকল পাখীর গান অপেক্ষা উহার গান সমধিক মিষ্ট।"



াবিতা ভগিনীগণ। রহস্য প্র